ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

একাদশ খন্ড

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

(একাদশ খণ্ড)

মূল
আবুল ফিদা হাফিয ইব্‌ন কাছীর আদ-দামেশ্‌কী (র)

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (একাদশ খণ্ড)
মূল : আবুল ফিদা হাফিয ইব্‌ন কাছীর আদ-দামেশ্‌কী (র)
অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৮০
ইফা অনুবাদ ও সংকলন : ৩৯৯
ইফা প্রকাশনা : ২৮৫৬
ইফা গ্রন্থাগার : ১৯৭.০৯
ISBN : 979-984-06-1653-6

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ২০১৯
চৈত্র ১৪২৫
রজব ১৪৪০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫২৫

প্রুফ রিডার : মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
নূর মোহাম্মদ আলম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৪০০.০০ (চারশত) টাকা

AL-BIDAYA WAN -NIHAYA 11th VOLUME (Islamic History : First to Last—11th Volume): Written by Abul Fida Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of Editorial Board of Al-Bidaya Wan-Nihaya & Published by Director, Dept. of Translation & Compilation Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Phone : 8181525. April 2019

E-mail : dir.trans.compil@islamicfoundation.gov.bd
Website : www. islamicfoundation.gov.bd

Price Tk : 400.00; **US Dollar : 10.00**

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ-কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথমভাগে আরশ-কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবিঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্ন কাছীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাসউদী ও ইব্ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের একাদশ খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদিপিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়া-ই-কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়া-ই-কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্যে গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ ইতিহাস গ্রন্থটির সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে একাদশ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত।'

এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ আবূ তাহের, মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন এবং মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দীকী। আর সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মালেক ও মাওলানা রুহুল আমিন সিরাজী। প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন। গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির একাদশ খণ্ড প্রকাশ করেতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটি নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি। তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন! আমীন

ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদক মণ্ডলী

- মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- মাওলানা আবু তাহের
- মাওলানা মহিউদ্দীন
- মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দীকী

সম্পাদকবৃন্দ

- অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক
- মাওলানা রুহুল আমিন সিরাজী

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

মুসতাঈন বিল্লাহ্-এর খিলাফত

তিনি হলেন আবূ আব্বাস আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম। যেদিন মুনতাসিরের মৃত্যু হয় সেদিন তাঁর প্রতি বায়আত অনুষ্ঠিত হয়, আপামর জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতঃ বায়আত সম্পন্ন করেন। এরপর কতক তুর্কী সৈন্য এই বলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে যে, "হে মুতায্য, হে মনসূর।" বেশ কিছু লোক তাদের সমর্থনে উঠে দাঁড়ায়। সকল সরকারি সৈন্য খলীফা মুসতাঈন বিল্লাহ্-এর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। কয়েকদিন যাবৎ তুমুল যুদ্ধ চলে উভয় পক্ষে, উভয় দলের বহুলোক হতাহত হয়। বাগদাদে বহু স্থানে লুটতরাজ চলে। ভীষণ বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয় সেখানে। এরপর খলীফা মুসতাঈন তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। তিনি অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। অনেককে নতুন নিয়োগ দেন। অনেকজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন আবার অনেকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান কার্যকর করেন। এই বছর জমাদিউছ ছানী[১] মাসে সিনিয়র বুগা মৃত্যুবরণ করেন। খলীফা তদস্থলে তাঁর পুত্র মূসা ইব্‌ন বুগাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বস্তুত সিনিয়র বুগা ছিলেন একজন প্রচণ্ড সাহসী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর অনেক কৃতিত্ব রয়েছে। একের পর এক অবিরাম বহু যুদ্ধ তিনি পরিচালনা করেন পূর্ব ও পশ্চিমে। তাঁর ধন-সম্পদও ছিল প্রচুর। তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তির মূল্য ছিল দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার)। তিনি দশটি মুক্তা রেখে যান যার মূল্য তিন লক্ষ দীনার। তিনটি স্বর্ণ খণ্ড রেখে যান আর রূপা তো ছিলই।

হিমসের জনগণ এই হিজরী সনেই তাদের সরকারি শাসনকর্তার উপর হামলা চালায়। তারা তাঁকে এলাকা থেকে বহিষ্কার করে। এরপর খলীফা মুসতাঈন তাদের থেকে একশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বাছাই করে হিমসের শহর প্রাচীর ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান যায়নাবী।

---

১. জমাদিউছ ছানী [আ. জুমাদাল আখিরা]।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

আহ্মদ ইব্ন সালিহ্, হুসায়ন ইব্ন আলী কাযাবীসী, আবদুল জাব্বার ইব্ন আ'লা, আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব, ঈসা ইব্ন হাম্মাদ, মুহম্মদ ইব্ন হুমায়দ আল-রাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন যানবূর, মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা আবূ কুরায়ব এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ আবূ হাশিম রিফাঈ। আবূ হাতিম সিজিস্তানী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আবূ হাতিম সিজিস্তানীর নাম সাহ্ল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন ইয়াযীদ জাসামী। তাঁর উপনাম আবূ হাতিম। তিনি একাধারে ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ভাষা বিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রচুর। আবূ উবায়দ ও আসমাঈ-এর অনুসরণে তিনি ভাষা বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অধিকাংশ বর্ণনা আবূ যায়দ আনসারী থেকে। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন মুবাররাদ ও ইব্ন যুরায়দ প্রমুখ। তিনি একজন সৎকর্মশীল নেককার মানুষ ছিলেন। অনেক বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। প্রচুর পরিমাণে দান সদকা করতেন। প্রতিদিন অন্তত একটি করে দীনার সদকা করতেন। প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। তাঁর বহু কবিতা রয়েছে। তার মধ্যে এটিও একটি :

أَبْرَزُوْا وَجْهَهُ الْجَمِيْلَ - وَلَامُوْا مَنْ افْتَتَنْ

لَوْ اَرَادُوْا صِيَانَتِيْ - سَتَرُوْا وَجْهَهُ الْحَسَنَ

"তারা তার সুন্দর মুখমণ্ডল উন্মুক্ত ও প্রকাশিত করে দিয়েছে। আর আমি যাদেরকে সমস্যাগ্রস্থ করি তারা তাকে মন্দ বলে। বস্তুত তারা যদি আমাকে রক্ষণ করতে চাইত তাহলে তারা ওই সুন্দর মুখমণ্ডল ঢেকে রাখত।"

এই বছরের মুহাররম মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর ওফাত হয় রজব মাসে।

২৪৯ হিজরী সন

এই হিজরী সনের রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে জুমআর দিন মালতিয়ার নিকটবর্তী একস্থানে মুসলিম সৈন্যদল এবং রোমান যোদ্ধারা মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেখানে। দুপক্ষেই হতাহত হয় বহু লোক। মুসলিম সেনাপতি উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আল-আকতা ওই যুদ্ধে নিহত হয়। তাঁর সাথে প্রাণ হারায় দুহাজার মুসলিম সৈনিক। মুসলমানদের অপর এক উপদলপতি আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আরমিনীও সেই যুদ্ধে নিহত হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বিজয়ে এই দুই সেনাপতির প্রচুর অবদান ছিল। তাঁরা ইসলামের অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন।

এই হিজরী সনের সফর মাসের শুরুতে বাগদাদ নগরীতে এক ভয়ংকর ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তার মূল কারণ ছিল ক্ষমতাধর কতক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর

স্বৈরাচারী পদক্ষেপ। তারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রে নিজেদের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে নিয়েছিল। তারা খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করে। মুনতাসিরকে ক্ষমতাহীন এবং এরপর খলীফা মুসতাঈনকে দুর্বল করে তুলেছিল। তাদের এ সকল অপতৎপরতার কারণে সাধারণ জনগণ তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ জনগণ জেলখানার তালা ভেঙ্গে কারারুদ্ধ লোকদেরকে বের করে আনে। গুরুত্বপূর্ণ দুটি সেতুর একটির নিকট এসে সেটি ভেঙ্গে ফেলে এবং অপরটিকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারা জনগণকে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানায়। আন্দোলনের ডাক দেয়। বহু লোক তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। জমায়েত হয় বহুলোক। অনেক স্থানে তারা লুটতরাজ চালায়। এ ঘটনা ঘটে বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে। এরপর তারা বাগদাদের অধিবাসীদের নিকট থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে রোমান শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈনিকদের সাহায্যার্থে। তারপর পার্বত্য অঞ্চল থেকে আহওয়ায ও পারস্য এলাকা থেকে লোকজন দলে দলে এগিয়ে আসে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নিজেদের উদ্যোগে এই যুদ্ধ পরিচালনায় এগিয়ে যায়। কারণ খলীফা এবং সরকারি সৈন্যরা রোমান ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়নি। রাজকীয় প্রশাসন এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ নাচ-গান ও বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে ভেঙ্গে পড়েছিল প্রশাসনিক শৃঙ্খলা। এজন্যই জনসাধারণ ক্ষেপে উঠে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে প্রশাসনের প্রতি তথা খলীফার প্রতি। এরপর তারা নিজেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং একই সাথে দুর্নীতিপরায়ণ-বিলাসী সরকারি কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণ করে।

রবিউল আউয়াল মাসের ২১/২২ তারিখে সামাররার জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা স্থানীয় কারাগারের নিকট গিয়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদেরকে বের করে আনে। যেমন করেছিল বাগদাদের জনগণ। যারাফা নামের কতক সরকারি সৈন্য তাদেরকে বাধা দিতে এলে জনতা তাদেরকে পরাজিত করে পলায়নে বাধ্য করে। এই সময়ে দুর্ধর্ষ সেনাধ্যক্ষ ওয়াসীফ, বুগা জুনিয়র ও তুর্কী জনগণ স্থানীয় বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং বহু লোককে হত্যা করে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই ফিতনা চলতে থাকে এবং একপর্যায়ে এসে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

রবিউল আখির মাসের মাঝামাঝি সময়ে তুর্কীদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এর কারণ হল খলীফা মুসতাঈনের একটি রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ। তিনি তাঁর খিলাফত পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন তিন ব্যক্তিকে। তারা হল আতামুশ তুর্কী, শাহিক খাদিম এবং খলীফার মাতা। তাদের মধ্যে আতামুশ তুর্কী ছিল খলীফার খুবই ঘনিষ্ঠ ও বিশেষ লোক। তার পদমর্যাদা ছিল প্রধান পরামর্শদাতা পর্যায়ের। খলীফা মুসতাঈনের পুত্র আব্বাস লালিত-পালিত হচ্ছিল আতামুশের নিকট। আতামুশ তাকে সাধারণ শিক্ষা ও অশ্ব পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিত। খলীফার মাতা ছিল খলীফার উপর প্রচণ্ড প্রভাব। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খলীফা কিছুই করতেন না। সালামা ইব্‌ন সাঈদ নাসরানী নামে খলীফা মাতার এক করণিক ছিল। ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর আতামুশ তুর্কী রাষ্ট্রীয় তহবিলে

ভীষণ অপচয় শুরু করে। দুহাতে অর্থ আত্মসাৎ করতে থাকে সে। এক পর্যায়ে দেখা গেল যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোন অর্থ-সম্পদই নেই। এতে তুর্কীগণ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা একতাবদ্ধ হয় তার বিরুদ্ধে। রাস্তায় নেমে আসে। সে আশ্রয় নেয় রাজ প্রাসাদে। জনতা রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে রাখে। খলীফা জনতার হাত থেকে আতামুশকে বাঁচাতে পারেনি। জনগণকেও সরাতে পারেনি। তারা আতামুশকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করে। তার ধন-সম্পদ সব লুট করে নিয়ে যায়।

এরপর খলীফা আবূ সালিহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযদাদকে উযীর নিযুক্ত করেন। বুগা জুনিয়রকে ফিলিস্তীনের গভর্নর নিয়োগ করেন। ওয়াসীফকে নিয়োগ করেন আহওয়াযের শাসনকর্তারূপে। এই সময়ে ভীষণ গোলমাল-গণ্ডগোল ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খলীফা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েন। সামাররার পশ্চিমাঞ্চলীয় জনগণ জুমাদিউছ্ ছানী মাসের তারিখে জুমআর দিনে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। সওয়ারীতে আরোহণ করছিল। আবার পৃথক হচ্ছিল। জুমাদাল উলা মাসের পাঁচদিন বাকী থাকতে এক জুমআর দিনে সামাররাতে প্রচণ্ড বজ্রপাতসহ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ঝড়-তুফান ও বিদ্যুৎ চমকানিসহ সে এক বিভীষিকাময় অবস্থা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হয় সেখানে। যিলহজ্জ[১] মাসে রায় অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়, সাথে ভূমিধস। তাতে বিধ্বস্ত হয় ঘর-বাড়ি, দালান কোঠা। মৃত্যুবরণ করে বহু লোক। যারা জীবিত ছিল তারা লোকালয় ছেড়ে উন্মুক্ত ময়দানে এসে আশ্রয় নেয়।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন আবদুস্ সামাদ ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইমাম ইবরাহীম। তিনি ছিলেন মক্কার গভর্নর।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

আইয়ূব ইব্ন মুহাম্মদ আল-ওয়ায্যান, সুনান সংকলক হাসান ইব্ন সাব্বাহ আল-বায্যার, হাফিয রাজা ইব্ন মারজা, আল-হাফিয তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা আব্দ ইব্ন হুমায়দ, আমর ইব্ন আলী আল-ফাললাস এবং আলী ইব্ন জাহম।

আলী ইব্ন জাহম : ইনি হলেন আলী ইব্ন জাহম ইব্ন বদর ইব্ন মাসউদ ইব্ন আসাদ আল-কুরাশী আস-সামী আল-বাগদাদী। সামা ইব্ন লুওয়াই খুরাসানীর অধস্তন পুরুষ ছিলেন তিনি। খ্যাতিমান কবিদের অন্যতম এবং উল্লেখযোগ্য দীনদার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর রচিত একটি কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। অনেক মূল্যবান ও উন্নত মানের কবিতা রয়েছে তাতে। সেই কবিতাগুলোতে হযরত আলী (রা)-এর প্রতি সমর্থন ও অনুরাগ ছিল। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে তাঁর একটা বিশেষ স্থান ছিল। পরবর্তীতে খলীফার বিরাগভাজন হয়ে পড়েন তিনি। খলীফা তাঁর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন। ফলে তাঁকে নির্বাসনে পাঠান খুরাসান প্রদেশে। সেখানকার গভর্নরকে খলীফা নির্দেশ দেন মহাত্মা আলী ইব্ন জাহমকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত

১. যিলহজ্জ [আ. যুল-হিজ্জা]।

করার জন্য। গভর্নর তাই করল। কবি আলী ইব্‌ন জাহমের প্রসিদ্ধ কবিতাগুলোর মধ্যে নিম্নের পঙক্তিগুলো রয়েছে :

بَلاَءٌ لَيْسَ يَعْدِلُه بَلاَءٌ - عَدَاوَةُ غَيْرِ ذِيْ حَسَبٍ وَّدِيْنٍ ·

"আমার এই বিপদ এত গুরুতর যে তার কোন তুলনা হয় না। এটি নিছক শত্রুতা প্রসূত। বেদীন ও ছোট লোকের শত্রুতার ফসল আমার এই বিপদ ও যাতনা।"

يُبِيْحُكَ مِنْهُ عِرْضًا لَمْ يَصُنْهُ - وَيَرْتَعُ مِنْكَ فِيْ عِرْضٍ مُصَوَّنٍ ·

"সে তোমার ইজ্জত ও মান-মর্যাদা লুণ্ঠনকে বৈধ করে দেবে। সে ইজ্জত রক্ষা করবে না, তোমার সংরক্ষিত ইজ্জত ও মর্যাদা সে বরং অশ্ব-দৌড়াবে, ফল তুলবে।"

মারওয়ান ইব্‌ন আবূ হাফসা কবির সমালোচনা ও নিন্দা করতে তার জবাবে কবি উপরোক্ত পঙক্তিগুলো রচনা ও আবৃত্তি করেন। এরপর তাঁর নিন্দা গীতির জবাবে মারওয়ান নিম্নের কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে :

لَعَمْرُكَ مَا الْجَهْمُ بن بَدْرٍ بِشَاعِرٍ - وَهٰذَا عَلٰى بُعْدِه يَدَّعِى الشِّعْرَا ·

"তোমার জীবনের কসম জাহম ইব্‌ন বদর কবিই নয়, কবিতা রচনার দাবী তার মিথ্যাচার মাত্র।"

وَلٰكِنَّ اَبِيْ قَدْكَانَ جَارًا لأُمِّه - فَلَمَّا ادَّعٰى الاَشْعَارَ اَوْهَمَنِيْ اَمْرًا ·

"আমার পিতাতো তার মাতার প্রতিবেশী ছিলেন। সে যখন কবিতা রচনার দাবী প্রকাশ করল তখন সে আমাকে একটা সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিল।"

আলী ইব্‌ন জাহম সিরিয়া আগমন করেছিলেন। পরবর্তীতে ইরাকের উদ্দেশ্যে সিরিয়া থেকে যাত্রা করেন। হালব নামক স্থান অতিক্রম করার পর কালব গোত্রের একদল লোক তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। তিনি একা তাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করেন। তবে তিনি মারাত্মকভাবে জখম ও আহত হন। তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর কাপড়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত একটি চিরকুট পাওয়া যায়। কবিতাটি এই :

يَا رَحْمَتَا لِلْغَرِيْبِ بِالْبَلَدِ النَّازِحِ مَاذَا بِنَفْسِه صَنَعَا ·

"দয়া বর্ষিত হোক দূর-দূরান্তের এই শহরের মুসাফিরের উপর। সে তার জন্য কীইবা অর্জন করেছে?"

فَارَقَ اَحْبَابَه فَمَا انْتَفَعُوْا - بِالْعَيْشِ مِنْ بَعْدِه وَمَا انْتَفَعَ ·

"ওই মুসাফির তার বন্ধু-বান্ধবদেরকে ছেড়ে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর না তার বন্ধু-বান্ধবগণ জীবন উপভোগ করতে পারল আর না পারল সে নিজে উপভোগ করতে।"

এই হিজরী সনে অর্থাৎ ২৪৯ হিজরী সনে এই মহান ব্যক্তি রক্তাক্ত ও জখমী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

২৫০ হিজরী সন

এই হিজরী সনে বিদ্রোহী ও জনপ্রিয় নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন আবূ হুসায়ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুসায়ন ইব্ন যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)। তাঁর মাতা হলেন উম্মুল হুসায়ন ফাতিমা বিন্ত হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি এই ছিল যে, এক সময় তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন। তিনি তখন সামাররা আগমন করেন এবং শাসনকর্তা ওয়াসীফের নিকট সরকারি ভাতা প্রদানের অনুরোধ করেন। ওয়াসীফ প্রত্যুত্তরে তাঁকে কটূক্তি করে এবং অশালীন কথা বলে। তিনি কূফাতে ফিরে আসেন। বহু বেদুঈন ও গ্রাম্য লোক তাঁর নেতৃত্বে সমবেত হয়। কূফা নগরীর কতক অধিবাসীও তাঁর সাথে যোগ দেয়। সমর্থকদের নিয়ে তিনি ফালুজায় আগমন করেন। ইত্যবসরে বহুলোক জমায়েত হয়ে যায় তাঁর সমর্থনে। ইরাকের উপ-প্রশাসক মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির তার কূফার শাসনকর্তাকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিল ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমরকে হত্যা করার জন্য। তখন কূফার শাসনকর্তা ছিল আবূ আইয়ূব ইব্ন হাসান ইব্ন মূসা ইব্ন জা'ফর ইব্ন সুলায়মান। এর পূর্বেই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর তাঁর একদল সমর্থক নিয়ে কূফায় প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার দখল করে নেন। কিন্তু সেখানে তিনি পান মাত্র দুহাজার দীনার ও সত্তর হাজার দিরহাম। কূফাতে তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সৃষ্টি হয়। সেখানে তিনি তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কারাগার দুটি কবজা করে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন। খলীফার প্রতিনিধিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেন। তাদের ধন-সম্পদ সব ছিনিয়ে নেন এবং সেখানে জনসমাবেশ ঘটান। কূফাতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যায়দিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে। এরপর তিনি কূফার গ্রামাঞ্চলে গমন করেন, আবার ফিরে আসেন। পারস্যমুখী উপাধিধারী আবদুর রহমান ইব্ন খাত্তাব তাঁর গতিরোধ করে। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আবদুর রহমান পরাজিত হয়। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর কূফায় প্রবেশ করেন। তিনি লোকজনকে প্রিয়নবী (সা)-এর বংশধর আল-'রিযা'-এর বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানান। সেখানে তাঁর অবস্থান পাকাপোক্ত হয়। কূফার অনেক লোক তাঁর নিকট এসে দলবদ্ধ হয়। বাগদাদের জনসাধারণ এবং শিয়াপন্থী লোকজন তাঁকে প্রশাসকের আসনে সমাসীন করে। ইতোপূর্বে ময়দানে আগমনকারী নবী পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট নেতাদের তুলনায় সাধারণ জনতা তাঁকে বেশি ভালবাসতে শুরু করে। তিনি যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ এবং যোদ্ধা প্রস্তুত করার মনোনিবেশ করেন। ইতিমধ্যে কূফার সরকারের পদবীয় প্রশাসক কূফার মূল শহর ছেড়ে শহরতলীতে পালিয়ে যায়। খলীফার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির-এর নেতৃত্বে অনেক সাহায্যকারী সৈন্য আসে প্রশাসকের

নিকট। তারা সেখানে বিশ্রাম নেয়। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি করতে থাকে। রজব মাসের ১২ তারিখ এক অপরিণামদর্শী ব্যক্তি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমরকে পরামর্শ দিল যে, দ্রুত ও অবিলম্বে যেন হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈলের নিকট গমন করেন, তার উপর হামলা করেন এবং তার সেনাদলকে পরাজিত করেন। পরামর্শ অনুসারে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং নিরস্ত্র বহু কূফাবাসীকে নিয়ে শত্রুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা এগিয়ে আসে। শেষ রাতের অন্ধকারে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভোর হতে হতে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমরের সৈন্যবাহিনী ও সমর্থকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। ইয়াহ্ইয়া-এর অশ্বটি তাকে নিয়ে একটি সেতুর নিকট আশ্রয় নেয়। তারপর তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান। তারা তাঁকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে। তাঁর মাথা কেটে নিয়ে সেনাপতির নিকট হস্তান্তর করে। সেনাপতি ওই মাথা হস্তান্তর করে ইব্ন তাহিরের নিকট। পরে সে এই মাথা পাঠিয়ে দেয় খলীফার নিকট উমর ইব্ন খাত্তাব নামক এক লোকের মাধ্যমে। সে ছিল আবদুর রহমান ইব্ন খাত্তাবের ভাই। দিনের কিছুক্ষণ ওই মাথা সামাররাতে ঝুলিয়ে রাখা হয়, এরপর সেটি পাঠানো হয় বাগদাদে। সেখানে এটি ঝুলিয়ে রাখা হয় সেতুর নিকট। কিন্তু গণমানুষের ভিড়ের কারণে সেটি সেখানে বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব হয়নি। এরপর সেটিকে অস্ত্রাগারে নিয়ে রাখা হয়। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমরের মাথা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের নিকট আনার পর জনগণ বিজয় অর্জনের জন্য ইব্ন তাহিরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল এবং তার প্রশংসা করছিল। এক পর্যায়ে সেখানে উপস্থিত হয় আবূ হাশিম দাউদ ইব্ন হায়ছাম জা'ফরী। তিনি ইব্ন তাহিরকে সম্বোধন করে বললেন— ওহে আমীর সেনাপতি! এমন একজন লোকের হত্যাকাণ্ডে আপনি অভিনন্দিত হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিত থাকলে যাঁর হত্যাকাণ্ডে তিনি শোক প্রকাশ করতেন। ইব্ন তাহির তাঁর এই মন্তব্যের কোন জবাব দেয়নি। তারপর আবূ হাশিম জা'ফরী নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে যান :

يَا بَنِيْ طَاهِرٍ كُلُوْهُ وَبِيًا - اِنَّ لَحْمَ النَّبِيِّ غَيْرُ مَرِيٍّ ·

"ওহে তাহির পুত্র! লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় তোমরা তাঁকে খাও। তবে জেনে রাখ, নবীর গোশত খেতে তৃপ্তিদায়ক নয়।"

اِنَّ وِتْرًا يَكُوْنُ طَالِبُهُ اللّٰهُ - لَوِتْرٌ نَجَاحُهُ بِالْحَرِيِّ ·

"একক আল্লাহ্র সন্তুষ প্রত্যাশী ব্যক্তি অতুলনীয় হয়, সে কৃতকার্যতা লাভ করে।"

খলীফা মুসতাঈন কূফার শাসনকর্তা হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈলের নিকট একজন সেনাপতি প্রেরণ করেছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর নিহত হবার পর সদলবলে সে কূফায় প্রবেশ করে। সে চেয়েছিল কূফার অধিবাসীদের উপর তরবারি পরিচালনা করতে। কিন্তু হুসায়ন তাকে বাধা দেন। ফলে সাদা-কালো সকলে রক্ষা পায় এবং মহান আল্লাহ্ এই ফিতনার আগুন নিভিয়ে দেন।

এই হিজরী সনের রমাযান মাসে হাসান ইব্ন যায়দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাসান ইব্ন যায়দ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব তাবারিস্তানে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি এই ছিল যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর নিহত হবার পর খলীফা মুসতাঈন ওই রাজ্যের কিছু অংশ মুহম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের নামে বরাদ্দ করে দেন। এই অংশ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য তিনি জাবির ইব্ন হারূন নামের এক কর্মচারীকে প্রেরণ করেন। সে ছিল খৃস্টান। কর্মচারী সেখানে পৌঁছার পর স্থানীয় জনগণ এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। তারা হাসান ইব্ন যায়দের নিকট লোক পাঠায় তাঁর এখানে উপস্থিত হবার জন্য। তিনি তাদের নিকট আগমন করেন। তারা তাঁর হাতে বায়আত করে। ওই অঞ্চলের কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং পুরো দায়লাম গোত্র তাঁর চারপাশে সমবেত হয়। তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে। তিনি তাদেরকে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাবারিস্তানের 'আমাল' অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং জোরপূর্বক সেটি দখল করে নেন। সেখানকার সরকারি কর খাজনা করায়ত্ত করেন। সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ওই অঞ্চলের শাসনকর্তা সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি বের হন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একাধিকবার সংঘর্ষ হয় দুপক্ষের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত শাসনকর্তা সুলায়মান লাঞ্ছনাজনকভাবে পরাজিত হয় এবং তার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে আর জুরজানে ফিরে আসেনি। হাসান ইব্ন যায়দ সেখানে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার ধন-সম্পদ ও যাবতীয় পণ্য সামগ্রী নিজ দখলে নিয়ে নেন। সুলায়মানের পরিবার-পরিজনকে ইজ্জত সহকারে সওয়ারীতে তুলে দিয়ে তার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ পর্যায়ে সমগ্র তাবারিস্তানের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসে। এরপর তিনি 'রায়' অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করেন। সেটিও দখল করে নেন। তাহিরী সম্প্রদায়কে তিনি সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং হামাদানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। খলীফা মুসতাঈন এই সংবাদ অবগত হন। তখন তাঁর পরামর্শদাতা ছিল ওয়াসীফ তুর্কী। হাসান ইব্ন যায়দের অগ্রযাত্রায় খলীফা চিন্তিত হয়ে পড়েন। হাসানকে প্রতিহত করার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ ও রসদপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

এই হিজরী সনের আরাফা দিবসে 'রায়' অঞ্চলে আহ্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন হুসায়ন আল-সাগীর ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর সাথে জনসমক্ষে আবির্ভূত হন ইদরীস ইব্ন মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। ঈদের নামাযে ইমামতি করেন এই আহ্মদ ইব্ন ঈসা এবং তিনি জনসাধারণকে নবীর বংশধর ইমাম 'আল-রিযা'-এর হাতে বায়আত করার আহ্বান জানান। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন তাহির তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আহ্মদ ইব্ন ঈসা তাকে পরাজিত করেন। সেখানে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হিজরী সনে হিমসের জনগণ তাদের সরকারি প্রশাসক ফযল ইব্ন কারিনের উপর হামলা করে। তারা তাকে হত্যা করে রজব মাসে। তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য খলীফা মুসতাঈন বুগা সিনিয়রের পুত্র মূসাকে

প্রেরণ করেন। 'রাসতান' নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সরকারি সেনাপতি মূসা বিদ্রোহী জনগণকে পরাজিত করে এবং তাদের বহুলোককে হত্যা করে। তাদের অনেক ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয়। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করে।

এই হিজরী সনে শাকিরিয়া সম্প্রদায় ও তাদের সশস্ত্র ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে পারস্য দেশে। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের উপর হামলা চালায়। সে তাদের ভয়ে পালিয়ে যায়। তারা তার ঘর-বাড়ি লুট করে এবং মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন কারিনকে হত্যা করে। এই হিজরী সনে খলীফা মুসতাঈন ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন জাকির ইব্ন আবদুল ওয়াহিদের প্রতি এবং তাকে বসরাতে নির্বাসনে পাঠান। এই হিজরী সনে রাজদরবারে কতক উমাইয়া প্রশাসনের পদাবনতি করা হয়।

এই হিজরী সনে মক্কার প্রশাসক জা'ফর ইব্ন ফযল লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন আবূ তাহির আহ্মদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ। প্রখ্যাত কারী ও কিরাআত বিশেষজ্ঞ বাযী। হারিছ ইব্ন মিসকীন। আবূ হাতিম সিজিস্তানী। আইয়াদ ইব্ন ইয়াকূব রাওয়াজিনী। কালাম শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা আমর ইব্ন বাহর ওরফে আল-জাহিয। কাসীর ইব্ন উবায়দ আল-হিমসী এবং নাসর ইব্ন আলী জাহযামী।

২৫১ হিজরী সন

এই হিজরী সনে খলীফা মুসতাঈন, জুনিয়র বুগা এবং ওয়াসীফ ঐকমত্যে পৌঁছল বাগির তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা ও তারা হত্যা করার ব্যাপারে। পূর্ববর্তী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে যারা হত্যা করে সে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বাগির তুর্কী ছিল অন্যতম। ইতিমধ্যে তার রাষ্ট্রীয় সীমানা সম্প্রসারিত এবং তার অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে সে নিহত হয়। তার সচিব দুলায়ল ইব্ন ইয়াকূব নাসরানী-এর ঘর-বাড়ি লুট করা হয়, তার ধন-সম্পদ ও মালামাল ছিনিয়ে নেয়া হয়।

এরপর খলীফা মুসতাঈন কতক নৌযান ও নৌসেনা নিয়ে সামাররা থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সামাররা ত্যাগের ফলে সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা ঘটে ২৫১ হিজরী সনের মুহাররম মাসে। তিনি বাগদাদ পৌঁছে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের বাড়িতে উঠেন। এই হিজরী সনে বাগদাদের সরকারি সৈন্য ও সামাররার বিদ্রোহী জনগণ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সামাররার জনগণ মুতায্যকে খলীফা মনোনয়নের আহ্বান জানায়। আর বাগদাদের জনগণ ছিল মুসতাঈনকে খলীফা বহাল রাখার পক্ষপাতী। ইতিমধ্যে মুতায্য এবং তার ভাই মুআয়্যাদকে কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়। সামাররার

জনগণ মুতায্যকে খলীফা মনোনীত করতঃ তার হাতে বায়আত করে। তারা সামাররার রাজকোষ করায়ত্ত করে। রাজকোষে তারা পায় মাত্র ৫ লক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। আর রাজমাতা মুসতাঈনের মায়ের ব্যক্তিগত তহবিলে পায় লক্ষ লক্ষ দীনার। রাজপুত্র আব্বাস ইব্ন মুসতাঈনের তহবিলে পায় ৬ লক্ষ দীনার। সামাররাতে মুতায্য-এর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সুসংহত হয়। অন্যদিকে খলীফা মুসতাঈন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে নির্দেশ দেয় বাগদাদের চারদিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করতে। উপযুক্ত স্থানে পরিখা খনন এবং প্রাচীর তৈরি করতে। এতে তার তিনলক্ষ ত্রিশ হাজার দীনার ব্যয় হয়। প্রত্যেক ফটকে এক একজন সেনাপতি নিয়োগ করে পাহারা দেয়ার জন্য। প্রাচীরের উপর স্থাপন করে পাঁচটি কামান। তার একটি ছিল অনেক বড়, নাম ছিল 'গাদবান'। আর স্থাপন করেছিল ছয়টি ছোট কামান। যুদ্ধাস্ত্র, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রচুর সৈন্য সংখ্যা প্রস্তুত করে তারা। বিদ্রোহীরা যেন বাগদাদে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তারা সবগুলো সেতু ভেঙ্গে ফেলে। নবঘোষিত খলীফা মুতায্য মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসার এবং তাঁর দলে যোগদানের আহ্বান জানান। তাঁর পিতা মুতাওয়াক্কিল মুতায্য যুবরাজ ও পরবর্তী খলীফা হওয়া সম্পর্কে তার নিকট থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি বরং বহু যুক্তি প্রদর্শন করতঃ তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে।

অন্যদিকে মুসতাঈন ও মুতায্য দুজনেই সিনিয়র বুগার পুত্র মূসাকে নিজ নিজ দলে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। মূসা তখন হিমসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার কোন এক প্রান্তে অবস্থান করছিল। মুতায্য তাকে তাঁর দলে যোগদানের আহ্বান জানান এবং তাঁর ইচ্ছামত তার পছন্দের লোকদেরকে দেওয়ার জন্য কতক ঝাণ্ডা পাঠান। মুসতাঈন মূসাকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর নিকট ফিরে এসে সরকারি কাজে নিয়োজিত হতে। মূসা দ্রুত ফিরে আসে এবং সামাররায় গিয়ে মুসতাঈনের বিরুদ্ধে মুতায্য-এর দলে যোগ দেয়। বুগা জুনিয়রের পুত্র আবদুল্লাহ্ও তার পিতার পক্ষ ত্যাগ করে বাগদাদ থেকে সামাররায় চলে আসে এবং মুতায্য-এর দলে যোগ দেয়। অন্য অনেক আমীর-উমারা সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খলীফা মুতায্য তদীয় ভ্রাতা আবূ আহমদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিলকে মুসতাঈনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। তাঁর সমর্থনে বহু সৈন্য সমাবেশ ঘটান তিনি। তুর্কী ও অন্যান্য জাতিভুক্ত সৈন্য মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার সেনা সদস্য সহকারে আবূ আহমদ বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। জুমআর দিন তিনি 'আকবরা' নামক স্থানে জুমআর নামায আদায় করেন এবং তাঁর ভাই মুতায্য-এর জন্য দুআ করেন। এরপর সফর মাসের আট তারিখে রবিবার রাতে তারা বাগদাদে পৌঁছেন। সেখানে উভয় পক্ষ বিপুল সৈন্য একত্রিত হয়। আবূ আহমদের দলে থাকা বাযিনজানাহ নামক এক ব্যক্তি তখন নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে :

يَا بَنِىْ طَاهِرِ جُزُوْدُ اللّٰه – وَالْمَوْتُ بَيْنَهَا مَنْشُور ·

"ওহে তাহির পুত্রগণ! এরা হল আল্লাহ্র সৈনিক। মৃত্যু তাদের মধ্যে চলমান রয়েছে।"

وَحُبُوْشُ اِمَامُهُنَّ اَبُو اَحْمَدَ - نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ ‐

"এরা এক সৈন্যদল যে, তাদের সেনাপতি হল আবূ আহ্‌মদ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।"

এরপর উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, চলে দীর্ঘদিন। মারাত্মক ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। ইব্‌ন জারীর (র) এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এরপর মুতায্‌য তদীয় ভ্রাতা আবূ আহমদের সাহায্যার্থে অতিরিক্ত তিন হাজার সৈন্য পাঠান মূসা ইব্‌ন আরশিনাসের নেতৃত্বে। রবিউল আউয়াল মাসের একদিন অবশিষ্ট থাকতে এই সেনাদল ওখানে গিয়ে পৌঁছে। পশ্চিম দিকে 'কাতারবুল' ফটকে তারা অবস্থান গ্রহণ করে। আবূ আহমদ ও তার সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছিল 'শাম্মাসিয়াহ' ফটকে। যুদ্ধ চলছিল। দিনে দিনে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইব্‌ন জারীর বলেন, কথিত আছে যে, খলীফা মুতায্‌য বাগদাদ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ত্রুটির কারণে তাঁর ভাই আবূ আহ্‌মদকে ভর্ৎসনা করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠির জবাবে আবূ আহ্‌মদ নিম্নের কবিতা লিখে পাঠান :

لأَمْرِ الْمَنَايَا عَلَيْنَا طَرِيْقُ وَلِلدَّهْرِ فِيْنَا اتِّسَاعُ وَّضِيْقُ ‐

"আমাদের মধ্যে মৃত্যু আসার পথ উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। সময় আমাদের জন্য কখনো উদার আবার কখনো সংকুচিত।"

وَاَيَّامُنَا عِبَرُ لِلْاَنَامِ - فَمِنْهَا الْبُكُوْرُ وَمِنْهَا الطُّرُوْقُ ‐

"আমাদের এই যুদ্ধে সমগ্র মানব জাতির জন্য শিক্ষা রয়েছে। কখনো যুদ্ধ হচ্ছে ভোরবেলা। কখনো হচ্ছে রাতের বেলা।"

وَمِنْهَا هُنَاتُ تَشِيْبُ الْوَلِيْدَ - وَيَخْذُلُ فِيْهَا الصَّدِيْقُ الصَّدِيْقَ ‐

"যুদ্ধে কখনো কখনো এমন মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, কিশোর-বাচ্চা বৃদ্ধে পরিণত হবার উপক্রম হয় এবং বন্ধু তার বন্ধুকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার অবস্থা সৃষ্টি হয়।"

وَسُوْرُ عَرِيْضُ بِهِ ذَرْوَةُ - تَفُوْتُ الْعُيُوْنُ وَبَحْرُ عَمِيْقُ ‐

"শত্রুপক্ষের রয়েছে সুবিস্তৃত প্রতিরক্ষা প্রাচীর। সেটি এত উঁচু যে, দৃষ্টি অক্ষম হয়ে যায় তা দেখতে। আরো রয়েছে গভীর সমুদ্র-পরিখা।"

قِتَالُ مُبِيْدُ وَسَيْفُ عَتِيْدُ - وَخَوْفُ شَدِيْدُ وَحِصْنُ وَثِيْقُ ‐

"এখানে রয়েছে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। মজবুত তরবারি। প্রচণ্ড ভয়-শংকা এবং সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গ-কিল্লা।"

وَطُوْلُ صِيَاحٍ لِدَاعِى الصَّبَاحِ - اَلسَّلَاحُ السَّلَاحُ فَمَا يَسْتَفِيْقُ ‐

"এখানে ভোরের আহ্বানকারীর শুধু চীৎকার—দীর্ঘ চীৎকার, অস্ত্র চাই অস্ত্র চাই। এই চীৎকারের বিরতি নেই, থামার লক্ষণ নেই।"

فَهذَا طَرِيْحٌ وَهذَا جريح – وهذا حَرِيْقٌ وَهذَا غَرِيْقٌ .

"এটি এখন মৃত্যু উপত্যকা। এটি হতাহতের জমজমাট আঙ্গিনা। এই জন নিহত পড়ে রয়েছে। এই জন আহত। এই জন আগুনে দগ্ধ। এই জন পানিতে ডুবে মারা যাওয়া লাশ।"

وَهذَا قَتِيْلٌ وَهذَا تَلِيْلٌ – وَآخَرَ يَشْدَخُهُ الْمَنْجَنِيْقُ .

"এই জন তরবারির আঘাতে খণ্ডিত। এই জন উপুড় হয়ে পড়ে থাকা। অন্য জন কামানের গোলার আঘাতে রক্তাক্ত রক্তরঞ্জিত।"

هُنَاكَ اغْتِصَابٌ وَثَمَّ انْتِهَابٌ . وَدُوْرٌ خَرَابٌ وكَانَتْ تُرُوْقُ .

"এখানে ছিনতাই-রাহাজানি। ওখানে লুটতরাজ ডাকাতি। এখানে বিরান-বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ি।"

اذَا مَا سَمَوْنَا الى مَسْلَكٍ – وَجَدْنَاهُ قَدْ سُدَّ عَنَّا الطَّرِيْقُ .

"ওরা আমাদেরকে কোন পথের নাম বললে আমরা যদি সেদিকে অগ্রসর হই তখন দেখতে পাই যে, ওই পথ বন্ধ।"

فَبِاللهِ نَبْلُغُ مَا نَرْتَجِيْهِ – وَبِاللهِ نَدْفَعُ مَالاً نُطِيْقُ .

"তবে মহান আল্লাহ্র সাহায্যে আমরা আমাদের লক্ষে পৌঁছতে পারব এবং যা প্রতিরোধ আমাদের ক্ষমতা ও সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্র সাহায্যে আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারব।"

ইব্‌ন জারীর বলেন, শান্তি ও অশান্তি উভয় পরিস্থিতিতে আলী ইব্‌ন উমাইয়ার সম্মুখে এই কবিতা পাঠ করা হত।

ফিতনা-ফাসাদ বিদ্যমান ছিল। যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। মুতায্যের ভাই আবূ আহ্মদ এবং মুসতাঈনের প্রতিনিধি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরের মধ্যে। নগর ছিল অবরুদ্ধ। নগরবাসীদের জীবন হয়ে উঠল সংকটময়। এই বছরের অবশিষ্ট মাসগুলো এভাবেই অতিবাহিত হল। ভিন্ন ভিন্ন দিনের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহু লোক নিহত হয়। এক সময় আবূ আহ্মদের সৈনিকগণ বিজয়ী হয়। কতক ফটক তারা দখল করে নেয়। আবার তাহির বাহিনী বিজয়ী হয়। ওই ফটকগুলো পুনর্দখল করে নেয় তারা এবং আহ্মদ বাহিনীর লোকজনকে হতাহত করে। এভাবেই মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছিল। বাগদাদবাসীর হয়েছিল চরম সংকট। খাদ্য সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে তারা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিল ও রুগ্ন-দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ইতিমধ্যে বাগদাদে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির খলীফা মুসতাঈনকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুতায্য-এর হাতে বায়আত করতে যাচ্ছে। এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে বছরের শেষ দিকে। কিন্তু সে তা অস্বীকার করে এবং খলীফা মুসতাঈনের নিকট ও জনগণের নিকট এই জাতীয় গুজবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। কঠিন শপথ করে সে বলে যে, এই জাতীয় কোন মনোভাব তার নেই। তাতেও কিন্তু জনগণের সন্দেহ কাটেনি। এক পর্যায়ে জনগণ ইব্‌ন তাহিরের বাড়িতে একত্রিত হয়। খলীফা মুসতাঈনও সেখানে উপস্থিত হন। জনগণ খলীফাকে অনুরোধ করে তিনি যেন জনসম্মুখে আসেন ইব্‌ন তাহিরকে সঙ্গে নিয়ে এবং সবার সম্মুখে

তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, খলীফার প্রতি সে অনুগত আছে কি নেই। ক্রমে ক্রমে শোরগোল বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে খলীফা বেরিয়ে আসেন প্রাসাদের ছাদে। তাঁর শরীরে ছিল কালো পোশাক। তার উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাদর এবং হাতে খেজুর ডাল। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, আমি এই চাদর ও এই খেজুর ডালের মালিকের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা ইব্‌ন তাহিরের প্রতি আস্থা রেখে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান। কারণ আমার মতে ইব্‌ন তাহির নির্দোষ। ওই গুজবের কোন সত্যতা নেই। তাতে জনসাধারণের মধ্যে হৈ-চৈ প্রশমিত হয় এবং তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যায়। এরপর খলীফা বেরিয়ে পড়েন তাহিরের গৃহ থেকে এবং গিয়ে উঠেন রিযক খাদিমের বাড়িতে। এ ঘটনা ঘটে যিলহজ্জ মাসের শুরুতে। ঈদের দিন ইব্‌ন তাহিরের বাড়ির সম্মুখে দ্বীপ-মাঠে তিনি ঈদুল আযহার নামাযে ইমামতি করেন। এই দিন তিনি খোলাখুলিভাবে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হন। এদিকে লাগাতার অবরোধের ফলে দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য হয়ে যায় গগনচুম্বী। দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী। ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, অভাব-অনটনে এবং ভয়-ভীতিতে তাদের জীবন হয়ে উঠে ওষ্ঠাগত। আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে এই দুরাবস্থা থেকে রক্ষা করুন।

জনগণের যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, জীবন যাত্রা যখন সংকটাপন্ন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মানুষের জীবন-যাপন যখন অচল প্রায় তখন ইব্‌ন তাহির তার মনের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে যে, সে খলীফা মুসতাঈনকে খলীফার পদ থেকে পদত্যাগ করাতে চায়। প্রথম প্রথম সে আকারে ইঙ্গিতে এটা প্রকাশ করছিল; খোলাখুলিভাবে নয়। পরবর্তীতে সে স্পষ্টভাবে এবং খোলামেলাভাবে খলীফার নিকট তা প্রকাশ করে এবং তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। সে খলীফাকে বলে যে, এখন কল্যাণকর পথ হল অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তির বিনিময়ে আপনার খিলাফতের ব্যাপারে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া। নগদে-বাকীতে আপনার যা ইচ্ছা নিবেন এবং প্রতি বছর আপনার প্রয়োজন মত এবং ইচ্ছামত যা কর ও ভাতা নিতে চান নিবেন তবুও খলীফার পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। এদিকে-সেদিকে সকল দিকে সে খলীফাকে বুঝাতে থাকে। অবশেষে খলীফা তাতে সম্মত হন এবং খিলাফতের পদ পরিত্যাগের বিনিময়ে তাঁর যা যা চাওয়া-পাওয়া সব উল্লেখ করেন। একটি তালিকা প্রস্তুত ও চুক্তি সম্পাদন করলেন। যিলহজ্জ মাসের ১০ দিন বাকী থাকতে এক শনিবার মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির রুসাফাতে গমন করে। প্রশাসক, বিচারক ও ফিক্‌হবিদদেরকে একত্রিত করে গ্রুপে গ্রুপে তাদেরকে মুসতাঈনের নিকট পাঠায় এবং তাদেরকে এই বিষয়ে সাক্ষী জানায় যে, খিলাফত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য খলীফা ক্ষমতা অর্পণ করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে। প্রহরিগণ এবং খাদেমদেরকেও সে একই উদ্দেশ্যে খলীফার নিকট পাঠায়। এরপর সে খলীফার নিকট থেকে খিলাফতের মুকুট গ্রহণ করে। রাতের কিছু সময় পর্যন্ত সে খলীফার নিকট অবস্থান করে। লোকজন ভোরবেলা দলে দলে বিভক্ত হয়ে এইসব বিষয়ে আলোচনায়

মেতে উঠে। এদিকে ইব্ন তাহির মুসতাঈনের তৈরি তালিকাসহ একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সামাররায় মুতায্য-এর নিকট প্রেরণ করে। তারা সেখানে পৌঁছলে মুতায্য তাদেরকে সসম্মানে বরণ করেন এবং রাজকীয় উপহার ভূষিত করেন। এরপর যা ঘটে পরবর্তী বছরের আলোচনায় আমরা তা উল্লেখ করব।

এই হিজরী সনেই রবিউল আউয়াল মাসে 'কাযবীন' ও 'যানজান' অঞ্চলে আরেক নবী পরিবারের দাবীদার তথা আহ্লে বায়তের নেতৃস্থানীয় সদস্যের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আরকাত ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। তিনি 'কাওকাবী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তী বছরের আলোচনায় তাঁর কথাও আমরা আনব। এই হিজরী সনে ইসমাঈল ইব্ন ইউসুফ আলাবী-এর প্রকাশ ঘটে। তিনি হলেন মূসা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ হাসানীর ভাগ্নে। পরে তাঁর কথাও আলোচনা করব। এই হিজরী সনে হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ নামে অপর এক আলী বংশের দাবীদার ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পুরো পরিচয় হল হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। তাঁকে দমন করার জন্য মুসতাঈন প্রেরণ করেন মুযাহিম ইব্ন খাকানকে। দুপক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আলাবী পরাজিত হন। তার সমর্থক বহু লোক নিহত হয়। মুযাহিম কূফায় প্রবেশ করে এবং হাজার সংখ্যক ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয় এবং আলাবীর সমর্থনে যারা বেরিয়েছিল তাদের ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়ি লুট করে এবং হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদের আযাদকৃত কতক মহিলাকে বিক্রি করে দেয়।

এই হিজরী সনে মক্কায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ইসমাঈল ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। ফলে মক্কার শাসনকর্তা জা'ফর ইব্ন ফযল ইব্ন ঈসা ইব্ন মূসা সেখান থেকে পালিয়ে যান। এরপর তাঁর এবং তাঁর সাথীদের ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ লুট করা হয়। তার কতক সৈনিক ও অন্যান্য কতক মক্কাবাসী নিহত হয়। কা'বা শরীফের গিলাফ, কা'বা শরীফের সোনা-রূপা এবং খুশবু লুট করা হয়। এই বিদ্রোহী যালিম মক্কার জনসাধারণ থেকে প্রায় দুলক্ষ দীনার জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। এরপর সে মদীনা তাইয়িবা গমন করে। সেখানকার শাসনকর্তা আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন ইসমাঈল তার ভয়ে পালিয়ে যান। এরপর রজব মাসে বিদ্রোহী ব্যক্তি ইসমাঈল ইব্ন ইউসুফ মক্কায় ফিরে আসে এবং মক্কার জনগণকে অবরুদ্ধ করে রাখে, যার ফলে তারা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করে। তখন ৩ আওকিয়া ওজনের একটি রুটি বিক্রি হতে লাগল পূর্ণ এক দিরহামে। এক পোয়া গোশতের মূল্য উঠেছিল চার দিরহামে। এক গ্লাস পানির দাম হয়েছিল তিন দিরহাম, তার কারণে মক্কার জনগণ মহাবিপদে পতিত হয়। এভাবে ৫৭ (সাতান্ন) দিন অবস্থান করার পর সে জিদ্দা গমন করে। সেখানে ব্যবসায়ীদের পণ্য-সামগ্রী ও টাকা-কড়ি লুট করে। তাদের বাহনগুলো ছিনিয়ে নেয় এবং মক্কার অধিবাসীদের জন্য যে খাদ্য-সামগ্রী আসছিল

তা বন্ধ করে দেয়। এরপর ওই হতভাগা পুনরায় মক্কায় ফিরে আসে। (আল্লাহ্ তার অকল্যাণ করুন)। আরাফার দিন জনগণ না রাতের বেলা না দিনের বেলা কোন সময়েই আরাফা ময়দানে অবস্থান করতে পারেনি। প্রায় এগারশত হাজীকে সে হত্যা করে। তাদের অর্থ-কড়ি, রসদ-পত্র লুট করে। শুধু সে এবং তার সাথী পাপিষ্ঠরা ব্যতীত সেই বছর অন্য কেউ আরাফাতে ওকূফ ও অবস্থান করতে পারেনি। তাদের কোন আমল-ই তো আল্লাহ্ কবূল করবেন না।

এই হিজরী সনে খিলাফত ব্যবস্থা চরম নাজুক ও দুর্বল অবস্থায় পৌঁছে। এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ইসহাক ইব্ন মনসূর কূনিন্জ, হুমায়দ ইব্ন যানজাবিয়া, আমর ইব্ন উসমান ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার হিমসী এবং আবূ বাকা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইয়াযনী।

২৫২ হিজরী সন

খলীফা মুসতাঈনের স্বেচ্ছায় খিলাফত ত্যাগের পর মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্-এর পুত্র মুতায্য বিল্লাহ্র খিলাফত পরিচালনার বিবরণ :

এই হিজরী সনের যখন নতুন চাঁদ উদিত হয় অর্থাৎ এই হিজরী সন যখন শুরু হয় তার পূর্বেই মুতায্য বিল্লাহ্ খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ আল-মুতায্য ইব্ন জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল ইব্ন মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম ইব্ন হারূনুর রশীদ। কেউ কেউ বলেছেন যে, মুতায্য-এর নাম ছিল আহ্মদ। কেউ কেউ বলেছেন, যুবায়র। ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই মুতায্য-এর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুসতাঈনের স্বেচ্ছায় খিলাফত পরিত্যাগের পর তিনি যখন মুতায্য-এর হাতে বায়আত করলেন তখন বাগদাদের জামে মসজিদগুলোর মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানকারী খতিবগণ চৌঠা মুহাররম জুমআবার মুতায্য-এর জন্য দুআ করেন। এদিকে মুসতাঈন তার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসিগণসহ রুসাফা ছেড়ে হাসান ইব্ন সাহলের বাড়ি গিয়ে উঠেন। খলীফা মুতায্য তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন সাঈদ ইব্ন রাজা ও তার সাথী কয়েকজনকে। মুসতাঈন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাদর মুবারক, খেজুর-ডাল এবং সীল মোহর নিয়ে নেয় তত্ত্বাবধায়ক। সাঈদ ইব্ন রাজা এবং সেগুলো খলীফা মুতায্য-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। এরপর মুতায্য সংবাদ পাঠান তার নিকট যেন সে মুসতাঈন থেকে বুরজ ও জাবাল নামক হীরক আংটি দুটি ফেরত নেয়। সাঈদ সেগুলো ফেরত নিয়ে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেয়। মুসতাঈন চেয়েছিলেন মক্কা শরীফ চলে যেতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এরপর তিনি বসরা যাবার অনুমতি চান। তাঁকে বলা হলা যে, বসরা হল প্লেগ রোগের দেশ। মুসতাঈন বললেন, খিলাফত পরিত্যাগের বেদনা প্লেগ রোগের চেয়ে অধিক কষ্টকর। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ওয়াসিত যাবার

অনুমতি দেয়া হয়। মুসতাঈন যাত্রা করলেন ওয়াসিতের উদ্দেশ্যে। তাঁর সাথে ছিল একদল প্রহরী। তারা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০ জন।

খলীফা মুতায্‌য তার উযীর নিয়োগ করলেন আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ ইসরাঈলকে। তাকে বিশেষ পোশাক ও মুকুট পরিয়ে দিলেন তিনি। একপর্যায়ে বাগদাদ শান্ত হয়ে পড়ল। খলীফার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরবাসিগণ খলীফার প্রতি অনুগত হল। চারদিক থেকে খাদ্য-সামগ্রী নগরীতে প্রবেশ করতে শুরু করল। খাদ্য-দ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জনসাধারণের নিকট সহজে ও সুলভে পৌঁছতে লাগল। এই সময়ে মুহাররমের ১২ তারিখ শনিবার আবূ আহ্‌মদ **যাত্রা করল** সামাররার উদ্দেশ্যে। ইব্‌ন তাহির নেতৃস্থানীয় সেনাপতিদের নিয়ে আবূ আহ্‌মদকে বরণ করে নেয় এবং মিছিল সহকারে অভিনন্দন জানায়। আবূ আহ্‌মদ ৫টি বিশেষ পোশাক ও একটি তরবারি প্রদান করে ইব্‌ন তাহিরকে আর পথ থেকেই তাকে বাগদাদ ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

মুসতাঈনকে পদচ্যুতকরণ ও মুতায্‌য-এর খিলাফতের পদ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে কবিগণ মুতায্‌য-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং খলীফাকে অভিনন্দন জানান। ইব্‌ন জারীর (র) এ প্রশংসা গীতিগুলো সংকলিত করেছেন। এগুলোর সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে রয়েছে মুতায্‌যের প্রশংসায় এবং মুসতাঈনের সমালোচনায় রচিত। মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানের নিম্নের কবিতা :

انَّ الأمُورَ الى المُعْتَزّ قَدْ رَجَعَتْ - والمُسْتَعِيْنُ الى حَالاَتِه رَجَعَا ٠

"রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব মুতায্‌য-এর নিকটই ফিরে এসেছে। আর মুসতাঈন তার জন্য উপযুক্ত অবস্থানে ফিরে দিয়েছে।"

وكَانَ يَعْلَمُ اَنَّ المُلْكَ لَيْسَ له - وَانَّه لكَ لكنْ نَفْسَه خَدَعًا ٠

"মুসতাঈন জানত যে, রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন তার জন্য নয়। সেটার যোগ্য আপনিই। তবুও তার মন ও প্রবৃত্তি তাকে প্রতারিত করেছে, কুমন্ত্রণা দিয়েছে।"

وَمَالِكُ المُلْكِ مُؤْتِيْه وَنَازِعُه اتَاكَ مُلْكًا وَمِنْهُ المُلْكَ قَدْ نَزَعَا ٠

"রাজত্বের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা, রাজত্ব প্রদান করেন এবং তা ছিনিয়ে নেন। ওহে খলীফা মুতায্‌য! মহান আল্লাহ্ আপনাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং মুসতাঈন থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছেন।"

انَّ الخَلاَفَةَ كَانَتْ لاَ تُلاَئِمُه - كَانَتْ كَذَاتِ حَلِيْلٍ زُوِّجَتْ مُتْعًا ٠

"খিলাফত তার জন্য মানানসই ছিল না। খলীফার পদে তার অবস্থান ছিল খিলাফতের সাথে তার সাময়িক বিয়ের মত।"

مَا كَانَ اَقْبَحَ عِنْدَ النَّاسِ بَيْعَتَه - وكَانَ اَحْسَنَ قَوْلُ النَّاسِ قَدْ خَلَعَا ٠

"তার হাতে বায়আত ও আনুগত্যের শপথ জনগণের জন্য মন্দতম কাজ ছিল না। তবে সর্বোত্তম কথা ছিল সে খিলাফতের পদ থেকে অপসারিত ও প্রত্যাহৃত হয়েছে।"

لَيْتَ السُّفَيْنَ الِى قَافٍ دَفَعْنَ بِه - نَفْسِى الْفِدَاءُ لِمَلَّاحٍ بِه دَفَعَا ٠

"একান্ত সান্ত্বনা যে, খিলাফতের এই নৌযান কাফ পর্বতে এসে পৌঁছেছে। স্থির হয়েছে। আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সেই কাপ্তান ও মাঝির জন্য যে এটিকে স্থির রাখবে সামলাবে।"

كَمْ سَاسَ قَبْلَكَ اَمْرَ النَّاسِ مِنْ مَلِكٍ - لَوْ كَانَ حُمِّلَ مَا حُمِّلْتَه ظَلَعَا ٠

"আপনার পূর্বে অনেক রাজা জনগণের দায়িত্ব নিয়েছিল। তারা যদি প্রকৃত দায়িত্বশীল হত তাহলে আপনার উপর এই বোঝা চাপিয়ে দেয়া হত না।"

اَمْسَى بِكَ النَّاسُ بَعْدَ الضَّيْقِ فِىْ سَعَةٍ - وَاللّٰهُ يَجْعَلُ بَعْدَ الضَّيْقِ مُتَّسَعَا ٠

"আপনার দায়িত্ব গ্রহণে জনগণ দুঃখ হতে বেরিয়ে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা দুঃখের পর সুখের ব্যবস্থা করে থাকেন।"

وَاللّٰهُ يَدْفَعُ عَنْكَ السُّوْءَ مِنْ مُلْكٍ فَاِنَّه بِكَ عَنَّا السُّوْءَ قَدْ دَفَعَا ٠

"রাষ্ট্রীয় কাজে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন। কারণ আপনার দ্বারা তিনি আমাদেরকে ক্ষতি হতে রক্ষা করেছেন।"

খলীফা মুতায্য সামাররা হতে চিঠি লিখলেন বাগদাদে তাঁর নিযুক্ত প্রশাসকের নিকট। তিনি তাকে লিখিত নির্দেশ দিলেন যাতে রাষ্ট্রীয় সকল দফতর ও রেকর্ড থেকে ওয়াসীফ ও বুগা-এর নাম মুছে ফেলা হয়। তাদের অনুসারী ও ভক্ত যারা তাদের নামও যেন মুছে ফেলা হয়। খলীফা এদের দুজনকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর তাদের প্রতি নমনীয় হবার অনুরোধ করা হল তাঁকে। তিনি তাদের প্রতি নমনীয় হলেন।

এই হিজরী সনের রজব মাসে খলীফা মুতায্য তার ভাই ইবরাহীম ওরফে মুআয়্যাদকে যুবরাজের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তাকে কারারুদ্ধ করেন। তদীয় ভ্রাতা আবূ আহ্মদের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থা নেন। ইতিমধ্যে খলীফা ভ্রাতা মুআয়্যাদকে ৪০টি চাবুকাঘাত করেন। জুমআর দিন তিনি মুআয়্যাদের অপসারণের ঘোষণা দেন এবং তাকে নির্দেশ দেন তার দোষ স্বীকার করতঃ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে। এই ঘটনার ১৫ (পনের) দিন পরই মুআইয়াদ মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, তাকে উটের চামড়ার তৈরি খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দুদিক বন্ধ করে দেয়া হয়, ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তার উপর একের পর এক বরফ খণ্ডের আঘাত করা হয়েছিল। বরফ খণ্ড নিক্ষেপ করা হয়েছিল তার শরীরের উপর। ফলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার মৃত্যু হয়। এরপর তাকে কারাগার থেকে বের করা হয়। অথচ আঘাতের কোনই চিহ্ন তার শরীরে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে খলীফা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট নাগরিকদেরকে সেখানে হাযির করেন।

তারা সকলে সাক্ষ্য দিল যে, কোন প্রকারের বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকে এবং কোন আঘাতের চিহ্ন ব্যতীত তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর তাকে গাধার পিঠে তুলে তার মায়ের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। সাথে দেয়া হয় তার কাফনের কাপড়। তার মা তাকে দাফন করেন।

মুসতাঈনের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ

এই হিজরী সন অর্থাৎ ২৫২ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে খলীফা মুতায্য তাঁর নিযুক্ত প্রশাসক মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুসতাঈনকে ধরে আনার জন্য সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারে। তারপর আহ্মদ ইব্ন তূলূন তুর্কীকে পাঠানো হয় তাকে ধরে আনতে। সে মুসতাঈনকে ধরে ফেলে এবং বের করে নিয়ে আসে। এই ঘটনা ঘটে রমাযান মাসের ৬দিন বাকী থাকতে। একদিন শাওয়াল মাসের ৪ তারিখে তাকে কাতূল নিয়ে আসা হয় এবং হত্যা করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তাকে ভীষণভাবে প্রহার করা হয় যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইতিহাসবিদ ইব্ন জারীর বলেছেন যে, মুসতাঈন যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে হত্যা করা হবে তখন তিনি সাঈদ ইব্ন সালিহ তুর্কীর নিকট অনুরোধ করেছিলেন একটু সুযোগ দিতে যাতে তিনি দুরাকাআত নামায আদায় করতে পারেন। সাঈদ তাকে এই সুযোগ দিয়েছিল। মুসতাঈন নামায আদায় করছিলেন। তিনি যখন শেষ রাকাআতের শেষ সিজদায় ছিলেন তখনই তাকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর নামাযের স্থানটিতেই তাঁর দেহ প্রোথিত করা হয়। কিন্তু ওই স্থানের কোন আলামত ও চিহ্ন রাখা হয়নি। তাঁর মাথা নিয়ে পৌঁছানো হয় মুতায্যের নিকট। তখন মুতায্য দাবা খেলায় মশগূল ছিলেন। তাকে বলা হল যে, এটি মুসতাঈনের কর্তিত মাথা। তিনি বললেন, একপাশে রেখে দাও। আমি আমার চাল শেষ করি। খেলা শেষে তিনি ওই চেহারা তাকিয়ে দেখেন এবং তা দাফন করার নির্দেশ দেন।

এরপর ঘাতক সাঈদ ইব্ন সালিহকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পুরস্কার প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকে তিনি নির্দেশ দেন এবং বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন তাকে।

এই হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় :

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইসমাঈল ইব্ন ইউসুফ আলাভী। এই তো সেই ব্যক্তি যে মক্কা মুকাররমায় ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল, অবমাননা করেছিল হারাম শরীফের। তাৎক্ষণিকভাবে এই বছরই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন। বেঁচে থাকার সুযোগ দেননি। এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম। ইনিই হলেন মুসতাঈন বিল্লাহ্। আরো যাঁরা মারা যান তাঁরা হলেন ইসহাক ইব্ন বাহলূল। যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব, মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার বুনদার, মূসা ইব্ন মুছান্না আল-যামান এবং ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী।

২৫৩ হিজরী সন

এই হিজরী সনের রজব মাসে খলীফা মুতায্য সেনাপতি সিনিয়র বুগার পুত্র মূসার নেতৃত্বে প্রায় ৪ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন হামাদান অঞ্চলে আবদুল আযীয ইব্ন আবূ

দুলফ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। কারণ আবদুল আযীয খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তার অধীনে প্রায় ২০ হাজার লোক ছিল। সরকারি সৈন্যগণ এই বছরের শেষের দিকে বিদ্রোহী নেতা আবদুল আযীযকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর রমাযান মাসে উভয় দলের মধ্যে এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় 'কুরজ' নামক স্থানে। সেখানেও আবদুল আযীয পরাস্ত হয়। তার বহু অনুসারী নিহত হয়। অনেক লোক সরকারি সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়, আবদুল আযীযের মাতাও বন্দী হয়। তারা বিদ্রোহী সৈন্যদের কর্তিত মাথা ৭০টি বস্তা ভর্তি করে এবং অনেক ধন-সম্পদ খলীফা মুতায্য-এর নিকট প্রেরণ করে। আবদুল আযীয যে সকল শহর বন্দর দখল করেছিল সেগুলো পুনরুদ্ধার করে। এই হিজরী সনের রমাযান মাসে খলীফা মুতায্য বুগা শারাবীকে বিশেষ রাজকীয় পোশাক পরিধান করান এবং তাকে মুকুট ও বিশেষ ব্যাজ প্রদান করেন। ঈদুল ফিতরের দিন 'বাওয়াযীজ' নামক স্থানে এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। মুসাবির ইব্ন আবদুল হামীদ নামক এক লোক সেখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৭০০ লোক তার সমর্থনে তার নিকট একত্রিত হয়, তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য বুনদার তাবারী অগ্রসর হন। তার সাথে ছিল তাঁর ৩০০ অনুসারী। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় দুদলের মধ্যে। খারেজী সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০ জন লোক নিহত হয়। বুনদারের অনুসারীদের মধ্যে নিহত হয় প্রায় ২০০ লোক। মতান্তরে ২৫০ জন লোক নিহত হয়। প্রতিবাদী ও সত্যপন্থী বুনদার নিজেও ওই যুদ্ধে নিহত হন। এরপর খারেজী নেতা মুসাবির অগ্রসর হয় হালওয়ানের উদ্দেশ্যে। সেখানকার অধিবাসিগণ তাকে প্রতিরোধ করে এবং যুদ্ধ শুরু হয়। খুরাসানের হাজিগণ তাদেরকে সাহায্য করে। দুর্ভাগা মুসাবির তাদের প্রায় ৪০০ প্রতিরোধকারী যোদ্ধাকে হত্যা করে। তার নিজের অনুসারী অনেক খারেজীও নিহত হয়। এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ৩দিন অবশিষ্ট থাকতে ওয়াসীফ তুর্কী নিহত হয়। বিক্ষুব্ধ জনগণ সামাররায় তার ঘর-বাড়ি এবং তার ছেলে- মেয়েদের ঘর-বাড়ি লুট করার চেষ্টা করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। ওয়াসীফ তুর্কীকে দেয়া সকল দায়-দায়িত্ব খলীফা মুতায্য বুগা শারাবীর হাতে ন্যস্ত করলেন।

এই হিজরী সনের ১৪ই যিলকদ[১] তারিখে চন্দ্র গ্রহণ হয়, চাঁদের অর্ধেকের বেশী অংশ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চন্দ্র গ্রহণের শেষ সময়ে বাগদাদে নিযুক্ত ইরানের সরকারি শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর কারণ ছিল তার মাথা ও কণ্ঠদেশে ক্ষতের সৃষ্টি। তাতে তার গলদেশ যবেহকৃত-এর মত হয়ে যায় এবং তাতে সে মারা যায়। জানাযার জন্য তার লাশ আনীত হবার পর জানাযা পড়ানো নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তার ভাই উবায়দুল্লাহ্ এবং পুত্র তাহির দুজনেই জানাযায় ইমামতি করার দাবী করে। কথা কাটাকাটি হতে এই সংঘর্ষের রূপ নেয়। তরবারি কোষমুক্ত করা হয়, দুপক্ষে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ জনতা চীৎকার করে বলে ওহে তাহির! ওহে মনসূর! শেষ

---

১. যিলকদ [আ. যুল-কাদা]।

পর্যন্ত উবায়দুল্লাহ্ পূর্ব দিকে চলে যায়। শীর্ষস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ তার অনুসরণ করেন। তিনি নিজ গৃহে ঢুকে পড়েন। মৃতের পুত্র তাহির জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। অবশ্য তার পিতা এই বিষয়ে অসিয়ত করে গিয়েছিল। এই ঘটনা খলীফার দরবারে পৌঁছলে খলীফা উবায়দুল্লাহ্-এর জন্য রাজকীয় পুরস্কার এবং এতদঞ্চলের শাসনকর্তার পদে নিযুক্তির সংবাদসহ দূত প্রেরণ করেন। রাজকীয় সংবাদ বহনকারী ব্যক্তিকে উবায়দুল্লাহ্ পঞ্চাশ হাজার দিরহামের পুরস্কার প্রদান করেন। এই হিজরী সনে খলীফা মুতায্য তাঁর ভাই আবূ আহ্মদকে 'সুররা-মান-রাআ' থেকে ওয়াসিতে বহিষ্কার করেন এবং সেখান থেকে বসরাতে। এরপর আবার তাকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন। এই বছরের যিলকদ মাসের শেষের দিকে সোমবারে সিনিয়ার বুগার পুত্র মূসা এবং বিদ্রোহী নেতা হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ কাওকাবীর মধ্যে যুদ্ধ হয় 'কাযবীন' নামক স্থানে। ২৫১ হিজরী সনে কাওকাবী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিদ্রোহী নেতা কাওকাবী পরাজিত হয়। সেনাপতি মূসা কাযবীন পুনর্দখল করেন। কাওকাবী পালিয়ে যায় দায়লামে। এই ঘটনার সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক ইব্ন জারীর (র) বলেছেন যে, যুদ্ধ শুরুর সময় কাওকাবী তার অনুসারীদেরকে বলেছিল চামড়ার তৈরি বিশেষ ঢাল ব্যবহার করতে। কারণ তীর ও বর্শা তা ছেদ করতে পারে না। মূসা ইব্ন বুগা তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সময়মত তাদের সাথে থাকা তৈল ও পেট্রোল মাখা ঢালগুলো ফেলে দিতে এবং এমন ভাব দেখাতে যে, তারা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছে, তারা তাই করল। এমনটি দেখে কাওকাবীর অনুসারীরা এদেরকে ধাওয়া করল। তারা যখন এদিকে এগিয়ে এল এবং এদের এলাকার মাঝামাঝি এসে পৌঁছল তখন মূসা তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন ওই ফেলে দেয়া ঢালগুলোতে আগুন নিক্ষেপ করতে। তারাই তাই করল। ফলে পেট্রোল ও বিশেষ তৈল মাখা ঢালগুলোতে আগুন ধরে গেল। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সেই আগুন। তাতে পুড়ে মরতে লাগল কাওকাবীর অনুসারীরা। তারা দ্রুত পলায়ন করতে শুরু করল। মূসা ও তাঁর বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করল তাদের উপর। তাদের বহু সংখ্যক লোক নিহত হল। দলনেতা কাওকাবী পালিয়ে গেল দায়লামে। মূসা কাযবীন দখল করলেন।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান যায়নাবী।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

এই হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ আশআছ (র), আহ্মদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র), সারী সাকতী (র)।

সারী সাকতী (র) : ইনি শীর্ষস্থানীয় সূফী ব্যক্তিদের অন্যতম। মারূফ কারখীর শাগরিদ ও শিষ্য। হুশায়ম, আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ, আলী ইব্ন ইরাব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামান ও ইয়াযীদ ইব্ন ইয়ামান (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর

থেকে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করেন তাঁর ভাগ্নে জুনায়দ ইব্ন মুহাম্মদ, আবুল হাসান নূরী, মুহাম্মদ ইব্ন ফযল ইব্ন জাবির সাকতী ও একাধিক ব্যক্তি। তাঁর একটি দোকান ছিল। ওই দোকানে তিনি ব্যবসা করতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি ছোট্ট মেয়ে কাঁদছে। কারণ তার মালিকের জন্য যে পাত্রে করে সে খাবার কিনে নিয়ে যেত ওই পাত্র তার হাতে ভেঙ্গে গেছে। মালিকের শাস্তির ভয়ে সে কাঁদছে। সারী (র) ওই মেয়েকে কিছু দিরহাম দীনার দিলেন যা দ্বারা সে আরেকটি পাত্র কিনে নিতে পারে। তাঁর শায়খ মারূফ কারখী (র) প্রত্যক্ষ করলেন। সারী (র)-এর কল্যাণের জন্য দু'আ করে তিনি বললেন : আল্লাহ্ তোমার জন্য পার্থিব ধন-সম্পদ তুচ্ছ করে দিন। বস্তুত সেদিন থেকে সারী (র) দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। সারী (র) বলেন, এক ঈদের দিন আমি পথে বের হলাম। দেখা হল শায়খ কারখী (র)-এর সাথে। তাঁর সাথে ছিল একটি ছোট্ট ছেলে। ছেলেটির মন খারাপ ছিল। আমি বললাম, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, কতগুলো শিশু খেলা করছিল। এই শিশুটি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে খেলা দেখছিল। তারা খেলা করছিল মার্বেল দিয়ে। আমি শিশুটিকে বললাম, তারা খেলছে, তুমি খেলা করছ না কেন? সে বলল, আমি ইয়াতীম, মার্বেল কিনে খেলা করব সেই সামর্থ্য আমার নেই। তখন আমি তাকে নিয়ে এলাম যে, অর্থ সংগ্রহ করে আমি তাকে মার্বেল কিনে দিব। সে খেলবে, খুশি হবে। আমি বললাম, শায়খ! তাহলে আমি তাকে কিছু জামা-কাপড় কিনে দিই এবং মার্বেল কেনার জন্য কিছু পয়সা দেই। শায়খ বললেন, তুমি তা করবে? আমি বললাম হ্যাঁ, করব। তিনি বললেন, ঠিক আছে তাই কর, আল্লাহ্ তোমার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিন। সারী (র) বলেন, এরপর দুনিয়া আমার নিকট খুবই ছোট ও তুচ্ছ মনে হয়। এমনকি এটি আমার নিকট খুবই সামান্য বস্তু বলে মনে হয়।

একদিনের ঘটনা। তাঁর নিকট কতকগুলো বাদাম ছিল। একজন লোক সেগুলো মণ প্রতি ৬৩ দীনার করে দাম করল। এরপর লোকটি চলে গেল। পরে ফিরে এল। তখন বাদাম মণ প্রতি মূল্য ৯০ দীনার হয়ে গেল। লোকটি বলল, আমি আপনার নিকট থেকে এগুলো মণ প্রতি ৯০ দীনার করে ক্রয় করব। সারী (র) বললেন, আমি তো তোমার সাথে দর-দাম নির্ধারণ করেছি ৬৩ দীনার। তার ব্যতিক্রম হলে আমি তোমার নিকট বিক্রি করব না। লোকটি বলল, আমি তো বাজার দর মুতাবিক ৯০ দীনার না হলে এগুলো ক্রয় করব না এবং এটাই ইনসাফ ও সততা। লোকটি শেষ পর্যন্ত তা না কিনেই চলে গেল।

এক মহিলা একদা হযরত সারী (র)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। সে বলে যে, চৌকিদার আমার পুত্রকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, ওরা যেন আমার পুত্রকে প্রহার না করে, আপনি পুলিশ প্রধানকে সেই কথাটি বলে দেন। একথা শুনে সারী (র) নামায শুরু করলেন। দীর্ঘক্ষণ নামাযে রত থাকলেন। এদিকে মহিলা তো পুত্রের জন্য চিন্তায় অস্থির। সারী (র) নামায শেষ করলেন। মহিলা বলল, হায় আল্লাহ্! আমার পুত্রের কী হবে? ওহে শায়খ! আপনি আমার পুত্রের জন্য কী করলেন? সারী (র) বললেন, আমি তো তোমার

কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। তিনি জায়নামায ছেড়ে উঠার আগেই একজন মহিলা এল এই মহিলার নিকট এবং বলল, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমার পুত্র জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখন সে তোমার বাড়িতে অবস্থান করছে। এরপর মহিলাটি তার পুত্রের নিকট চলে গেল।

একদা সারী (র) বললেন, আমি এমন খাবার খেতে চাই যার জন্য আল্লাহ্র দরবারে কৈফিয়ত দিতে হবে না এবং যার জন্য আমাকে কেউ খোঁটাও দিতে পারবে না। তাঁর নিকট থেকে এটা বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ সবজি খেতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আমি তাতে সক্ষম হইনি। তিনি বলেন, একবার আমাদের বাজারটি আগুনে পুড়ে যায়। সংবাদ পেয়ে আমার দোকান যেখানে ছিল আমি সেদিকে অগ্রসর হই। এক লোকের সাথে আমার দেখা হল। সে বলল, খুশি হোন, আপনার দোকান অক্ষত রয়েছে। আমি খুশিতে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে উঠলাম। পরে আমার এই শুকরিয়া প্রকাশের বিষয়টি নিয়ে আমি ভেবে দেখলাম। আমি দেখলাম যে, আমার দুনিয়াবী ও পার্থিব স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকায় আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করলাম অথচ এতগুলো লোকের বিপদে আমি সহানুভূতি প্রকাশ করলাম না। তাদের দুঃখে দুঃখী হলাম না। নিজের এই অপরাধের জন্য আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে আসছি। এই বর্ণনাটি খতীব (র) তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

শায়খ সারী (র) বলেন, এক রাতে আমি আমার নিয়মিত ওযীফা আদায় করলাম। এরপর মিহরাবের মধ্যে পা লম্বা করে দিলাম। তারপর আমাকে ডেকে বলা হল, "ওহে সারী তুমি কি রাজা-বাদশাহদের সামনে এভাবে বসবে?" তিনি বলেন, এরপর আমি আমার পা গুটিয়ে ফেললাম এবং বললাম, ওহে মালিক মা'বূদ! জীবনে আর কখনো পা ছড়িয়ে দিয়ে পা লম্বা করে বসব না।

জুনায়দ (র) বলেন যে, সারী সাকতী (র) থেকে অধিক ইবাদত-গুজার, ইবাদতকারী কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি, আমি দেখিনি। ৯৮ বছর বয়সে তাঁকে শুয়ে ঘুমোতে দেখা যায়নি। মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি শয্যায় শয়ন করেছিলেন মাত্র। খতীব (র) আবূ নুআয়মের মাধ্যমে জা'ফর খালদী সূত্রে জুনায়দ (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, শায়খ সারী (র)-এর রোগ শয্যায় আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁকে বলেছিলাম, আপনার কেমন লাগছে? উত্তরে তিনি নিম্নের পঙক্তিটি বলেছিলেন :

كَيْفَ اَشْكُوْ اِلَى طَبِيْبِى مَابِىْ وَالَّذِىْ اَصَابَنِى مِنْ طَبِيْبِى ·

"আমার দুঃখের কথা আমি কেমন করে আমার চিকিৎসককে জানাব। আমার যে অসুস্থতা তাতো আমার চিকিৎসকের পক্ষ থেকে এসেছে।"

জুনায়দ (র) বলেন : এরপর আমি একটি পাখা হাতে নিলাম তাঁকে বাতাস করব বলে। তিনি বললেন, যার ভেতরেই জ্বলন ও দহন পাখার বাতাসে তার কী লাভ হবে?

এরপর তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন :

اَلْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ - وَالْكَرْبُ مُجْتَمِعٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرِقٌ ·

"আমার অন্তর পুড়ছে। অশ্রু ঝরছে। দুঃখ একত্রিত হয়েছে। ধৈর্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে।"

كَيْفَ الْقَرَارُ عَلى مَنْ لاَ قَرَارَ له - مِمَّا جَنَاهُ الْهَوى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ .

"সে ব্যক্তি শান্তি কী করে পাবে, প্রবৃত্তি, প্রেম ও দুঃখ উৎসারিত দোষ-ত্রুটির জন্য, সত্যে যার স্থিরতা নেই।"

يَارَبِّ اِنْ كَانَ شَيْئٌ لِىْ بِه فَرَجٌ - فَامْنُنْ عَلى بِه مَا دَامَ بِىْ رَمَقُ .

"ওহে প্রতিপালক! আমার যদি এমন কিছু সৎকর্ম থাকে যার অসীলায় আমি বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারি, তাহলে সেটির অসীলায় আপনি আমাকে বিপদমুক্ত করে দিন যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকে ততদিনের জন্য।"

জুনায়দ (র) বলেন, এরপর আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম আমাকে কিছু সদুপদেশ দিতে। তিনি বললেন, মন্দলোকের সাহচর্যে থেকো না। সৎকর্মশীল নেককার মানুষদের সাহচর্যে থেকো, আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীন হয়ো না।

আল্লামা খতীব (র) উল্লেখ করেছেন যে, ২৫৩ হিজরী সনের ৭ই রমাযান মঙ্গলবার ফজরের আযানের পর শায়খ সারী সাকতী (র)-এর ওফাত হয়। 'শাবিনযী' কবরস্থানে তাঁকে আসর নামাযের পর দাফন করা হয়। এখনও তাঁর মাযার একটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ স্থানরূপে বিদ্যমান। তাঁর মাযারের পাশেই আছে শাহ্ জুনায়দ (র)-এর মাযার।

আবূ উবায়দ ইব্‌ন হারবুইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, শায়খ সারী (র)-এর ওফাতের পর এক রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি, আমি তাঁকে বললাম, "মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতি কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার জানাযাতে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি বললাম যারা আপনার জানাযায় অংশ নিয়েছে এবং জানাযার নামায আদায় করেছে আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। এরপর সারী (র) একটি তালিকা বের করলেন। তাতে চোখ বুলালেন। কিন্তু আমার নাম চোখে পড়ল না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম যে, "আমি ছিলামই।" পরে দেখা গেল যে, তালিকার এক পাশে আমার নাম রয়েছে।

ইব্‌ন খাল্লিকান একটি বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছেন যে, সারী (র)-এর ওফাত হয়েছে ২৫১ হিজরী সনে। অবশ্য কেউ কেউ ২৫৬ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হবার কথা বলেছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। ইব্‌ন খাল্লিকান আরো একটি কথা উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ সারী (র) নিম্নের কবিতাটি বেশি বেশি আবৃত্তি করতেন :

وَلَمَّا ادَّعَيْتُ الْحُبَّ قَالَتْ كَذَبْتَنِىْ فَمَا لِىْ أرَى الْأعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا .

"আমি যখন তার প্রতি প্রেমাসক্ত হবার দাবী করলাম তখন সে বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ। যদি ভালবেসে থাক তাহলে তোমার অঙ্গ-প্রতঙ্গ এখনো হৃষ্ট-পুষ্ট দেখছি কেন?"

فَلاَ حُبَّ حَتّى يَلْصَقَ الْجِلْدَ بِالْحَشى - وَتَذْهَلُ حَتّى لاَ تُجِيْبُ الْمُنَادِيَا .

"এটি কোন ভালবাসা নয়, যতক্ষণ না চামড়া মিলে যাবে নাড়িভুঁড়ির সাথে। যতক্ষণ না আত্মভোলা হয়ে উঠবে যে, কোন আহ্বানকারীর ডাকে তুমি সাড়া দেবে না।"

২৫৪ হিজরী সন

এই হিজরী সনে খলীফা মুতায্য নির্দেশ দেন বুগা শারাবীকে হত্যার জন্য। তাকে হত্যা করা হয় এবং তার মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয় সামাররাতে। এরপর বাগদাদে। তার দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। বিষয়-সম্পদ, ধন-রত্ন বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই হিজরী সনে খলীফা মুতায্য মিসরের শাসনকর্তারূপে নিয়োগ দেন আহ্মদ ইব্ন তূলূনকে। ইনি মিসরের ইতিহাস খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় জামে আল-আযহার-এর প্রতিষ্ঠাতা।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ।

এই হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন :

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব হিসয়ানী। আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা রিযা। তিনি ইন্তিকাল করেন সোমবার। জমাদিউছ্ ছানী মাসের ৪দিন বাকী থাকতে বাগদাদে। আবূ আহ্মদ সড়কে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আবূ আহ্মদ আল-মুতাওয়াক্কিল জানাযায় ইমামতি করেন। নিজ বাসস্থান বাগদাদে তাকে দাফন করা হয়। এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ মাখরামী এবং মাওহিল ইব্ন ইহাব এবং আবুল হাসান আলী আল-হাদী (র)।

আবুল হাসান আলী আল-হাদী (র)

ইনি হলেন আবুল হাসান আলী আল-হাদী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জাওয়াদ ইব্ন আলী রিযা ইব্ন মূসা কাযিম ইব্ন জা'ফর সাদিক এবং মুহাম্মদ বাকির ইব্ন আলী যায়নুল আবিদীন ইব্ন হুসায়ন শহীদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (র)। দ্বাদশ ইমামের একজন তিনি। তিনি হাসান ইব্ন আলী আল-আসকারীর পিতা। ভ্রান্ত মতবাদী জাহিল লোকগণ যাঁর অপেক্ষায় ছিল। বস্তুত আবুল হাসান আলী আল-হাদী (র) একজন ইবাদতকারী ও দুনিয়াবিমুখ নেককার মানুষ ছিলেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে সামাররাতে স্থানান্তরিত করে দিয়েছিলেন। সামাররাতে ২০ বছরের বেশি তিনি বসবাস করেছিলেন। অবশেষে এই হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। তৎকালীন খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে জানানো হয় যে, আবুল হাসান আলী (র)-এর বাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য অনেক বই পুস্তক মজুদ করা হয়েছে। এই সংবাদ শুনে তিনি গুপ্তচর পাঠালেন। তারা গিয়ে দেখলেন যে, তিনি কিবলামুখী হয়ে বসে আছেন। তাঁর গায়ে একটি পশমের লম্বা জুব্বা। তিনি বসে আছেন খালি মাটির উপর। কোন বিছানা কিংবা পাটি নেই। সেই অবস্থায় গুপ্তচররা তাঁকে তুলে নিয়ে আসে খলীফা

মুতাওয়াক্কিলের নিকট। মুতাওয়াক্কিল তখন মদের আসরে উপবিষ্ট। মদপানে মত্ত। তাঁকে খলীফার সামনে রাখা হয়। খলীফা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং নিজের পাশে বসিয়ে মদপানের প্রস্তাব দেন। নিজের হাতের সুরা-পাত্র তাঁর হাতে দিয়ে মদপান করতে বলেন। আবুল হাসান আলী (র) বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! এই মদ কখনো আমার পেটে প্রবেশ করেনি। কখনোই আমার রক্তে মাংসে মিশেনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। খলীফা নিজ প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন, ক্ষমা করলেন। এরপর খলীফা তাঁকে বললেন, আমাকে একটি কবিতা শুনিয়ে দিন। আবুল হাসান আলী (র) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন :

بَاتُوا عَلٰى قُلَلِ الْجِبَالِ تَحْرُسُهُمْ - غُلْبُ الرِّجَالِ فَمَا اَغْنَتْهُمُ الْقُلَلُ ـ

"তারা পর্বতশৃঙ্গে বসবাস করেছে। শক্তিশালী চৌকস প্রহরিগণ তাদেরকে পাহারা দিয়েছে। কিন্তু ওই পর্বতশৃঙ্গ তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি।"

وَاسْتُنْزِلُوا بَعْدَ عِزٍّ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ - فَاُوْدِعُوا حُفَرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا ـ

"মর্যাদার উচ্চ শিখরে উন্নীত হবার পর তাদেরকে নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাদেরকে সঁপে দেয়া হয়েছে একটি গর্তের মধ্যে। আহ্! তাদের অবতরণ স্থল কতই না মন্দ।"

نَادٰى بِهِمْ صَارِخٌ مِنْ بَعْدِ مَا قُبِرُوا - اَيْنَ الْاَسِرَّةُ وَالتِّيْجَانُ وَالْحُلَلُ ـ

"তারা কবরস্থিত হবার পর এক ঘোষক তাদেরকে বলল, গোত্র-গোত্রী, নেতা-নেত্রী এবং সেই রাজ-পোশাক পরিচ্ছদ কোথায়?"

اَيْنَ الْوُجُوْهُ الَّتِىْ كَانَتْ مُنَعَّمَةً - مِنْ دُوْنِهَا تُضْرَبُ الْاَسْتَارُ وَالْكُلَلُ ـ

"ওই নরম তুলতুলে আয়েশী লাবণ্যময় মুখমণ্ডলগুলো কোথায় যেগুলো আবরণ ও দামী গহনায় ভরা থাকত।"

فَاَفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِيْنَ سَاءَلَهُمْ ـ تِلْكَ الْوُجُوْهُ عَلَيْهَا الدُّوْدُ يَقْتَتِلُ ـ

"ঘোষক তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর কবরের পর্দা অপসারিত হয়ে ওই মুখমণ্ডলগুলো প্রকাশ করে দেয়া হল। তখন দেখা গেল যে, ওই মুখমণ্ডলগুলো খাওয়ার জন্য কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড়গুলো পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।"

قَدْ طَالَ مَا اَكَلُوا دَهْرًا وَمَا لَبِسُوا - فَاَصْبَحُوا بَعْدَ طُوْلِ الْاَكْلِ قَدْ اُكِلُوا ـ

"যুগের পর যুগ দীর্ঘ সময় ধরে তারা বিলাসী খাবার খেয়েছে, দামী দামী পোশাক পরিধান করেছে। দীর্ঘকাল খাওয়া-দাওয়ার পর এখন তারা নিজেরাই খাবারে পরিণত হয়েছে। পোকা-মাকড়ের খাবারে পরিণত হয়েছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, এই কবিতা শোনার পর মুতাওয়াক্কিল কেঁদে উঠলেন। তাঁর চোখের জলে মাটি ভিজে গেল। সেখানে উপস্থিত অন্যরাও কাঁদল। খলীফা নির্দেশ দিলেন মদ-সুরা সরিয়ে নিতে এবং আবুল হাসান আলী (র)-কে চার হাজার দীনার হাদিয়া দিতে। খলীফা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং সসম্মানে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছিয়ে দিলেন।

২৫৫ হিজরী সন

এই হিজরী সনে মুফলিহ্ এবং হাসান ইব্ন যায়দ তালিবীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুফলিহ্ পরাজিত করে হাসান ইব্ন যায়দকে। সে তাবারিস্তানের 'আমাল' অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং হাসান ইব্ন যায়দের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এরপর তাকে ধাওয়া করে দায়লামে গিয়ে পৌঁছে। এই হিজরী সনে ভীষণ যুদ্ধ হয় ইয়াকূব ইব্ন' লায়ছ এবং আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন কুরায়শ ইব্ন শিবল-এর মধ্যে। আলী ইব্ন হুসায়ন তার পক্ষ থেকে তাওক ইব্ন মুগলিছ নামের এক ব্যক্তিকে পাঠায় প্রতিরোধের জন্য। মাসাধিককাল সে প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখে। এরপর তাওককে পরাজিত করে ইয়াকূব বিজয়ী হয়। সে তাওককে বন্দী করে। তাওকের পক্ষের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকেও বন্দী করে। এরপর সে আলী ইব্ন হুসায়নের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং তাকে গ্রেফতার করতঃ তার শহর-নগর দখল করে নেয়। তার শহরের নাম ছিল 'কিরমান'। নিজের অধীনস্থ খুরাসান ও সিজিস্তানের সাথে সে কিরমানকেও যুক্ত করে দেয়। এরপর ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ বহু মূল্যবান ও উচ্চ পর্যায়ের উপঢৌকন পাঠায় খলীফা মুতায্যের নিকট। তার মধ্যে ছিল পশু-সম্পদ, বাজ পাখি এবং গৌরব দীপ্ত জামা-কাপড়।

এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে খলীফা মুতায্য সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে বাগদাদ ও সাওয়াদ-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই হিজরী সনে সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফ মুতায্যের সচিব আহ্মদ ইব্ন ইসরাঈলকে মুতায্য মাতা কাবীহার সচিব হাসান ইব্ন মাখলাদকে এবং আবূ নূহ ঈসা ইব্ন ইবরাহীমকে গ্রেফতার করে। তারা বায়তুল মালের সম্পদ আত্মসাতে লিপ্ত ছিল। এরা মূলত রাজকর্মচারী ও কর্মকর্তা ছিল। সালিহ্ তাদেরকে প্রহার করে, পিটায় এবং বহু ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে মুচলেকা গ্রহণ করে। বস্তুত এটি ছিল খলীফা মুতায্যের সম্মতিবিহীন পদক্ষেপ। যাহোক তাদের ধন-সম্পদ, পশু-প্রাণী এবং মালামাল ক্রোক করা হল। ওই সকল সচিব ও কর্মকর্তাগণ খিয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী নামে আখ্যায়িত হল এবং খলীফা তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন।

এই হিজরী সনের রজব মাসে ঈসা ইব্ন জা'ফর হাসানী এবং আলী ইব্ন যায়দ হাসানী দুজনে কূফাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেখানকার সরকারি শাসকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইব্ন ঈসাকে তারা হত্যা করে এবং সেখানে তাদের দুজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা তাঁদের হাতে এসে যায়।

খলীফা মুতায্য ইব্ন মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যু

এই হিজরী সনের অর্থাৎ ২৫৫ হিজরী সনের রজব মাসের তিনদিন অবশিষ্ট থাকতে খলীফা মুতায্য ক্ষমতাচ্যুত হন। শাবান মাসের দুই তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির

কারণ হল তাঁর সেনা সদস্যরা তাঁর নিকট সমবেত হয় এবং তাদের নির্ধারিত বেতন-ভাতা দাবী করে, কিন্তু তাদের দাবী পূরণ করার মত অর্থ-কড়ি খলীফার নিকট ছিল না। তিনি তাঁর মায়ের নিকট কিছু অর্থ-কড়ি ঋণ চেয়েছিলেন, যা দ্বারা তিনি সৈনিকদের দাবী পূরণ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁকে ধার দেয়নি। সে এমন ভাব দেখায় যে, তার নিকট অর্থ-কড়ি নেই। ফলে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় যে, খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। তাদের নিকট উপস্থিত হবার জন্য তারা খলীফাকে সংবাদ পাঠায়। তিনি এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, তিনি ঔষধ সেবন করেছেন এবং দুর্বল হয়ে আছেন। তবে জনতার প্রতিনিধিরূপে তাদের কেউ যেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি সেই অনুমতি প্রদান করেন। তাদের নেতৃস্থানীয় কতক লোক তাঁর নিকট প্রবেশ করে। তারা তাঁর লাঠি দিয়ে প্রহার করতে শুরু করে। তাঁর পা ধরে টেনে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসে। তখন তাঁর দেহে ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত জামা ছড়ানো। তারা প্রচণ্ড রোদের মধ্যে তাঁকে রাজ-ভবনের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রচণ্ড তাপে তাঁর দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াতে হয়, তিনি কাঁদছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারছিল। প্রহারকারী বলছিল ক্ষমতা ছেড়ে দে, খিলাফতের পদ পরিত্যাগ কর। লোকজন তখনও সমবেত। তারা এসব দেখছিল। এরপর তারা তাঁকে একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কক্ষে ঢুকিয়ে দেয় এবং সেখানে নানাভাবে তাঁকে নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে তিনি খিলাফত থেকে পদত্যাগ করেন।

এরপর মুহ্তাদী বিল্লাহ্ খিলাফতের পদে আসীন হন। পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোচনা আসবে। এরপর তারা ক্ষমতাচ্যুত খলীফাকে এমন কতক লোকের হাতে তুলে দেয় যারা তাঁর উপর অকথ্য ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতে থাকে। তিনদিন যাবৎ তাঁর খাদ্য পানীয় বন্ধ রাখে। একসাথে তিনদিন উপোস থাকেন তিনি। তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে অন্তত কূপের পানি দিতে বলেছিলেন। তাও দেয়া হয়নি। এরপর তারা তাঁকে একটি মাটির সংকীর্ণ গর্তের মধ্যে ঢুকায়। তাতে ছিল চুনা। তারপর তারা তাঁকে পদদলিত করে মাটি চাপা দেয়। তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। চুনা ভাণ্ডার থেকে তারা তাঁর দেহ টেনে বের করে আনে। দেহের মধ্যে নির্যাতনের কোন চিহ্ন ছিল না। তখন অনেক লোক দেখল যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। শরীরে কোন আঘাত প্রহারের চিহ্ন নেই। এটি ছিল এই হিজরী সনের শাবান মাসের ২ তারিখের ঘটনা। সেদিন ছিল শনিবার। মুহ্তাদী বিল্লাহ্ তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। আল-সাওয়ামি প্রাসাদের পাশে তাঁর ভাই আল-মুনতাসিরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল ৪ বছর ৬ মাস ২৩ দিন।

শারিরীক দিক থেকে তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান সুদর্শন পুরুষ। নাক ঈষৎ ঝুঁকে থাকা গোলাকার চেহারা। সুন্দর হাসি হাসতেন। কোঁকড়ানো কালো চুল, ঘন দাড়ি, সুন্দর দুটি চোখ, ভ্রূ ছোট্ট। রক্তিম মুখমণ্ডল। তাঁর পিতা আল-মুতাওয়াক্কিলের সাথে তিনি ইমাম আহ্মদ (র)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন ইমাম আহ্মদ তাঁর শিষ্টাচার, বুদ্ধিমত্তা ও মেধার প্রশংসা করছিলেন। ইমাম আহ্মদ (র)-এর জীবনীতে আমরা তা উল্লেখ করেছি। খতীব (র)

উদ্ধৃত করেছেন আলী ইব্ন হারব থেকে। তিনি বলেছেন যে, আমি একদিন খলীফা মুতায্যের দরবারে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেখে বুঝলাম যে তাঁর চাইতে সুন্দর, সুদর্শন খলীফা আমি কাউকে দেখিনি। তাঁকে দেখে আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, ওহে শায়খ! গায়রুল্লাহ্কে (আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে) সিজদা করছেন!

আমি বললাম, আবূ হাসিম, আবূ বাকরা সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খুশি হতেন এবং কোন সংবাদে তিনি সন্তুষ্ট হতেন, এমন সংবাদ শোনার পর তিনি আল্লাহ্র সমীপে সিজদা অবনত হতেন, শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ। যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেছেন, মুতায্য খলীফা থাকা অবস্থায় একদিন আমি তাঁর নিকট গেলাম। আমার আগমন সংবাদ শুনে তিনি দ্রুত এগিয়ে এলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। দ্রুত আসতে গিয়ে তিনি পা পিছলে পড়ে গেলেন। এরপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন :

يَمُوْتُ الْفَتى مِنْ عَشْرَةٍ بِلِسَانِه - وَلَيْسَ يَمُوْتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ ·

"জিহ্বার স্খলনে, ভাষার দোষের কারণে যুবকের মৃত্যু হয়। পদস্খলনে পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় মানুষ মারা যায় না।"

فَعَثْرَتُه مِنْ فِيْه تَرْمِىْ بِرَأسِه - وَعَثْرَتُه فِى الرِّجْلِ تَبْرأ عَلى مُهْلٍ ·

"যুবকের মুখের স্খলনে তার মাথায় প্রস্তর বর্ষিত হয় আর মানুষের পদস্খলনে পা পিছলে পড়ে যাবার ব্যথা অল্পক্ষণ পর ভাল হয়ে যায়।"

ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, পিতা মুতাওয়াক্কিলের জীবদ্দশায় মুতায্য যখন কুরআন মজীদ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন ও গভীর জ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁর পিতা মুররা-সানরাআতে মহা উৎসবের আয়োজন করেন। তাঁর পিতা নিজে অন্যান্য আমীর-উমরা, জ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তিবর্গ এবং নেতৃস্থানীয় লোকজন ওই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। একাধারে কয়েক দিন এই উৎসব চলে। কিশোর বয়সে তিনি যখন খিলাফতের মসনদে আসীন হন এবং তাঁর পিতাকে সালাম ও অভিবাদন জানান আর জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন তখন রাজ দরবারে উপস্থিত লোকজনের উপর শুধু স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। শুধু সেদিন যে মণি-মুক্তা দান করা হয়েছিল তার মূল্য এক লক্ষ দীনার। এই পরিমাণ ছিল স্বর্ণ। দিরহাম দেয়া হয়েছিল লক্ষ লক্ষ। জামা-কাপড়সহ অন্যান্য দান-দক্ষিণা তো বেহিসাব। এটি একটি ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় সময় ছিল। এর চেয়ে অধিক আনন্দ উৎসব খলীফা প্রাসাদে কোন সময় দেখা যায়নি। খলীফা তাঁর পুত্র মুতায্য-এর মাতা কাবীহাকে উচ্চ মূল্যে পুরস্কার প্রদান করেন। তদ্রূপ মুতায্যের গৃহ শিক্ষক মুহাম্মদ ইব্ন ইমরানকেও রাজকীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন। তাঁকে হীরা-জহরত, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং জামা-কাপড়সহ প্রচুর দান-দক্ষিণা প্রদান করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মুহতাদী বিল্লাহ্-এর খিলাফত লাভ

তিনি হলেন মুহতাদী বিল্লাহ্ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াছিক ইব্ন মু'তাসিম ইব্ন হারূন। ২৫৫ হিজরী সনের রজব মাসের একদিন বাকী থাকতে বুধবার তাঁর হাতে বায়আত করা হয়। তাঁর খলীফা পদে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে তাঁর সম্মুখে খলীফা মুতায্য খিলাফতের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং তাঁর সম্মুখে এই সাক্ষ্য দেন যে, খিলাফত পরিচালনায় তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তিনি এই ঘোষণাও দেন যে, তাঁর খিলাফতের পদ পরিচালনার জন্য তিনি একজন যোগ্য লোক খুঁজছেন। তেমন লোক হিসেবে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াছিক বিল্লাহ্কে খুঁজে পেয়েছেন। এরপর খলীফা মুতায্য নিজে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াছিকের হাতে বায়আত করেন সবার আগে। এরপর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বায়আত করেন। এরপর আমি ও জনসাধারণ তাঁর হাতে বায়আত করেন। তখন তিনি মিম্বরে বসা ছিলেন। তিনি মুতায্য থেকে একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নেন যে, তিনি খিলাফতের জন্য অক্ষম হয়ে পড়েছেন। খলীফার পদ ত্যাগ করেছেন এবং নবনিযুক্ত খলীফারূপে মুহতাদীর হাতে বায়আত করেছেন।

চলতি বছরের রজব মাসের শেষ দিনে বাগদাদে এক ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। বাগদাদের জনগণ সেখানকার গভর্নর সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের উপর চড়াও হয় এই দাবীতে যে, তিনি যেন পদচ্যুত খলীফার ভাই আবূ আহ্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিলের হাতে বায়আত করেন এবং আবূ আহ্মদকে নতুন খলীফারূপে স্বীকৃতি দেন। বস্তুত সামাররাতে খলীফারূপে মুহতাদীর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার হাতে বায়আত করা হয়েছে এ সংবাদ বাগদাদের জনগণের জানা ছিল না। এই হাঙ্গামায় বাগদাদে বহু লোক নিহত হয়। মুহতাদী খলীফা নিযুক্ত হবার সংবাদ বাগদাদ পৌঁছার পর সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত হয়। এই সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছে শাবান মাসের ৭ তারিখে। এরপর সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুহতাদীর খিলাফত পদ পাকাপোক্ত হয়।

এই হিজরী সনের রমাযান মাসে এটা প্রকাশিত হয় যে, পদচ্যুত খলীফা মুতায্যের মাতা কাবীহার নিকট বিশাল ধন-ভাণ্ডার বিদ্যমান রয়েছে। তার নিকট গচ্ছিত হীরা-জহরতের মূল্য ছিল প্রায় ২০ লক্ষ দীনার। দুষ্প্রাপ্য যমুররদ পাথর (পান্না) ছিল প্রায় ৫ সের। বড় বড় মুক্তা বিচি ছিল প্রায় ৫ সের। লাল ইয়াকূত(পদ্মরাগ) পাথর ছিল এক কিলজা[১] পরিমাণ। ইতোপূর্বে সরকারি সৈন্যগণ তার পুত্র খলীফা মুতায্যের নিকট তাদের বেতন চেয়েছিল। যার মোট পরিমাণ ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার দীনার। তারা খলীফাকে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল যে, তাদের বেতন পরিশোধ করা হলে তারা দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি সালিহ ইব্ন ওয়াসীফকে হত্যা করে দেবে। কিন্তু তখন খলীফা মুতায্যের রাজ তহবিলে কোন অর্থই ছিল না। খলীফা তাঁর মাতা এই কাবীহার নিকট এই পরিমাণ অর্থ ঋণ চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ঋণ দিতে অস্বীকার করে।

১. এক ধরনের ওজন।

তার নিকট কোন অর্থ-কড়ি নেই বলে উত্তর দেয়। যার ফলে খলীফাকে পদচ্যুত ও নিহত হতে হয়। খলীফা নিহত হবার পর তার মাতা কাবীহার নিকট এই বিশাল ধন-ভাণ্ডার গচ্ছিত থাকার কথা প্রকাশ পায়। তার নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য এবং প্রচুর পণ্যসামগ্রীও মজুদ ছিল। এতসব শস্য প্রতি বছর তার অধিকারে আসত যার মূল্য এক কোটি দীনার। ইতোপূর্বে এই মহিলা তার পুত্রের শত্রু সালিহ ইব্‌ন ওয়াসীফের নিকট লুকিয়ে ছিল। পরবর্তীতে সে সালিহকে বিয়ে করে। আরো পরে সালিহের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর সে এই বলে তাকে অভিশাপ দিত যে, "হে আল্লাহ্! সালিহ ইব্‌ন ওয়াসীফকে আপনি লাঞ্ছিত করুন। যেমন সে আমার গোপন কথা প্রকাশ করেছে। আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। আমার সুবিন্যস্ত কর্মগুলোকে বিক্ষিপ্ত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে। আমার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। আমাকে আমার দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং আমার সাথে অশালীন আচরণ করেছে।"

এরপর মুহতাদী বিল্লাহ্-এর খিলাফত শাসন সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ্‌র শোকর যে, তাঁর শাসনামল ছিল ভাল শাসনামল। একদিন তিনি আমীর-উমরাকে বলেছিলেন, আমার এমন মাতা নেই যে, যার বার্ষিক শস্য-সামগ্রীর মূল্য দশ লক্ষ দীনার হবে। শুধু দৈনন্দিন খোরপোষ পরিমাণ ভাতাই আমার কাম্য। এর বেশি আমার প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমার ভাইদের ব্যয় নির্বাহের জন্য যা দরকার তাও লাগবে। কারণ তারা অভাবগ্রস্ত।

এই হিজরী সনের রমাযান মাসের তিনদিন অবশিষ্ট থাকতে সালিহ ইব্‌ন ওয়াসীফ নির্দেশ দিল দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করতে। তারা হলেন মন্ত্রী আহ্‌মদ ইব্‌ন ইসরাঈল এবং খৃস্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলামে আগমনকারী আবূ নূহ ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম। আবূ নূহ ছিলেন 'কাবীহা'-এর ব্যক্তিগত সচিব। তার নির্দেশ মুতাবিক তাদের প্রত্যেককে পাঁচশ করে চাবুক মারা হল। ইতোপূর্বে তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এরপর তাদেরকে মাথা উল্টিয়ে খচ্চরের পিঠে তুলে পথে পথে ঘুরানো হয় এবং এ অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় খলীফা মুহতাদীর সম্মতি ও সমর্থন ছিল না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন অক্ষম। তৎক্ষণাৎ সালিহ ইব্‌ন ওয়াসীফের বিরোধিতা করার সুযোগ তাঁর ছিল না।

এই হিজরী সনের রমাযান মাসে বাগদাদে আরেকটি দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এটি ঘটেছিল মুহাম্মদ ইব্‌ন আওস ও তার অনুসারী শাকিরিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে। প্রায় এক লক্ষ সাধারণ নাগরিক একত্রিত হয়েছিল শাকিরিয়াদের বিরুদ্ধে। হাঙ্গামায় তীর, বর্শা এবং চাবুকের ব্যবহার হয়। অনেক লোকের মৃত্যু হয় এই সংঘর্ষে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইব্‌ন আওস এবং তার সাথীরা পরাজিত হয়। সাধারণ জনতা এরপর তাদের ধন-সম্পদ লুট করে। এর মূল্য প্রায় বিশ লক্ষ দিরহাম। তারপর সিদ্ধান্ত হয় যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আওসকে বাগদাদ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং সে যেখানে যেতে চায় চলে যাবে। পরে সে বাগদাদ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে বাগদাদ ছেড়ে চলে যায়। এটা এজন্য হয়েছিল যে, জনসাধারণের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তার আচার-আচরণে

মানুষ সন্তুষ্ট ছিল না। সে ছিল একজন বদমেজাজী, স্বৈরাচারী, সত্যদ্রোহী শয়তান ও জঘন্য পাপাচারী।

খলীফা মুহ্তাদী গায়ক-গায়িকা ও নর্তকীদেরকে সামাররা থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ জারী করলেন। রাজ প্রাসাদে থাকা বাঘ ও বন্যপ্রাণী হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। শিকারী কুকুরসহ সকল প্রকারের কুকুর নিধনের আদেশ দিলেন। গানের আসর নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। মযলূম ও নির্যাতিতদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দিলেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানের প্রথা প্রবর্তন করলেন। প্রজা সাধারণের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা শোনার জন্য বিশেষ মজলিসের ব্যবস্থা করলেন। সুদূর সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর খলীফা মুহ্তাদী সিনিয়র বুগার পুত্র মূসাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল তার সহযোগিতায় সরকারি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করবেন এবং সর্বত্র এক খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। মূসা ওই অঞ্চলে জিহাদে ব্যস্ত ছিল বলে খলীফার নিকট উপস্থিত হতে অপারগতা প্রকাশ করে।

বুকরা অঞ্চলে নবী বংশের সদস্য দাবীদার এক খারিজীর আবির্ভাব

এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী সময়ে বসরাতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। সে নিজেকে আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব বলে দাবী করে। বস্তুত এই দাবীতে সে সত্যবাদী ছিল না। মূলত সে ছিল আবদুল কায়সের চাকর। নাম ছিল আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম। তার মাতা হল কুররা বিন্ত আলী ইব্ন রাহীব ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাকীম, এটি আসাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তার জন্মস্থান ছিল রায় প্রদেশের একটি গ্রামে। এটি বলেছেন ইতিহাসবিদ ইব্ন জারীর। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ২৪৯ হিজরী সনে এই ব্যক্তি নাজদায়ন প্রদেশে নিজেকে প্রকাশ করেছিল। তখন সে নিজেকে আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ফযল ইব্ন হাসান ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব বলে দাবী করেছিল। 'হাজার' অঞ্চলের জনসাধারণকে সে তার অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করেছিল। সেখানকার একদল লোক তার অনুসরণ করেছিল। এ কারণে সেখানে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয়বারে তার বসরাতে এই আবির্ভাবের প্রেক্ষিতে যানজী সম্প্রদায়ের অনেক লোক তার সমর্থনে এগিয়ে আসে। যানজী সম্প্রদায়ের লোকেরা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করত। লোকজন নিয়ে খারিজী নেতা আলী ইব্ন মুহাম্মদ দাজলা নদী অতিক্রম করে 'দীনারী'তে অবস্থান করে। তার কোন কোন সাথী তার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করত যে, সে কূফার শহরতলীতে নিহত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমর আবুল হুসায়ন। সে এই কথা দাবী করত যে, কুরআন মজীদের এমন কতক সূরা যা অন্যরা দিনের পর দিন চেষ্টা করেও মুখস্থ করতে পারে না সে এক মুহূর্তে

তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতে পারে এবং অনর্গল তার মুখ দিয়ে তা বের হতে থাকে। সেই সূরাগুলো হলো সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহফ, সূরা সোয়াদ এবং সূরা নাবা। সে এই দাবীও করত যে, গ্রামে বসে একদিন সে চিন্তা করছিল যে, সে কোন শহরে যাবে তখন মেঘ থেকে শব্দ এল, তাকে ডেকে বলা হল বসরার দিকে যেতে। সে বসরার দিকে যাত্রা করল, বসরা শহরের কাছাকাছি পৌঁছে সে বুঝতে পারল যে, সেখানকার লোকজন দুদলে বিভক্ত। একদল সা'দিয়া মতবাদী অপর দল বিল্যালিয়া মতাবলম্বী। সে পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, দুদলের যে কোন একদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে অন্য দলের উপর বিজয়ী হবে। কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হল না। এরপর সে বাগদাদ গমন করল। এক বছর অবস্থান করল সেখানে। বাগদাদ অবস্থানকালে সে নিজেকে মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন যায়দ নামে পরিচয় দিয়েছিল। সেখানে অবস্থানকালে সে এই দাবী করত যে, স্বীয় সহচরদের মনে কী ভাব বিদ্যমান তা সে জানতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা জানিয়ে দেন। নিম্নশ্রেণীর কতক মূর্খ লোক তার দলভুক্ত হয়। রমাযান মাসে সে বসরাতে ফিরে আসে। বহুলোক তার দলে যোগ দেয়। কিন্তু প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করার মত কোন অস্ত্র তাদের ছিল না। বসরার সরকারি সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই খারিজীর অনুসারীদের নিকট মাত্র তিনটি তলোয়ার ছিল। সরকারি সৈন্যদের সংখ্যা ছিল বেশি। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধ-বর্ম ছিল প্রচুর। এতদ্সত্ত্বেও খারিজী লোকেরা সরকারি সৈন্যদেরকে পরাজিত করে। সরকারি দলে চার হাজার সশস্ত্র সৈনিক ছিল। এরপর ওই খারিজী তার দলবলসহ বসরা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জুবা অধিবাসী একলোক তাকে একটি ঘোড়া উপহার দিয়েছিল। ওই ঘোড়ার জন্য সে পাদানি এবং লাগামও জোগাড় করতে পারেনি। বরং সেটির পিঠে একটি রশি ছড়িয়ে দিয়ে তাতে সে আরোহণ করে এবং গাছের আঁশ দিয়ে লাগামের কাজ সেরে নেয়। এরপর এক লোকের মুখোমুখি হয়ে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে তার নিকট থেকে ১৫০ দীনার এবং ১০০০ দিরহাম আদায় করে নেয়। এই শহর থেকে এটাই প্রথম লুণ্ঠিত সম্পদ। অন্য একলোক থেকে সে তিনটি ভাড়াটিয়া ঘোড়া এবং অপর একলোক থেকে কতক অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র দখল করে নেয়। এই স্বল্প পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও অশ্ব নিয়ে সে এগিয়ে যেতে থাকে। পথিমধ্যে বসরার শাসনকর্তার অনুগত বাহিনীর সাথে তার একাধিক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে একের পর এক খারিজীরা জয়লাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের শক্তি ও সংখ্যা বাড়তে থাকে। তার সমর্থক এবং সৈনিক দুদিকেই লোক বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জনসাধারণের ধন-সম্পদ লুট করত না এবং কাউকে কষ্ট দিত না। তার লক্ষ্য ছিল সরকারি ও শাসক গোষ্ঠীর সম্পদ দখল করা। এক যুদ্ধে তার অনুসারিগণ পরাজিত হয়। কিন্তু অবিলম্বে তারা পুনরায় তার নিকট সমবেত হয়ে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বসরা অধিবাসীদের উপর আক্রমণ করতঃ তাদেরকে পরাভূত করে। অনেক লোককে তারা হত্যা করে এবং বহু লোককে বন্দী করে। যে কোন বন্দী লোককে মেরে ফেলা তার নীতি ছিল। তার অবস্থান খুব দৃঢ় হয়ে উঠল। বসরার অধিবাসিগণ তার ভয়ে ভীত

হয়ে পড়ল। কেন্দ্র থেকে খলীফা অতিরিক্ত সৈন্য পাঠালেন বসরার শাসনকর্তার নিকট এই দুর্ভাগা খারিজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। তার এক সাথী তাকে পরামর্শ দিয়েছিল বসরার উপর আক্রমণ করে তাতে প্রবেশ ও তা দখল করে নেয়ার জন্য। কিন্তু এই পরামর্শ তার নিকট গৃহীত হয়নি। সে বরং বলেছিল যে, আমরা বসরার কাছাকাছি অবস্থান করব। একসময় বসরার লোকেরাই আমাদেরকে ডেকে নেবে এবং আমাদেরকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করবে। পরবর্তী বছরে তাদের সাথে বসরাবাসীদের কি ঘটনা ঘটেছিল তা পরবর্তী সনের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

২৫৫ হিজরী সনে হজ্জ পরিচালনা করেন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (র)।

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

তর্কবিদ জাহিয মু'তাযিলী : এই হিজরী সনে যাদের ওফাত হয় তাদের একজন হল তর্কশাস্ত্রবিদ জাহিয মু'তাযিলী। তার চক্ষু দুটি বড় বড় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হবার কারণে তাকে জাহিয (جاحظ) নামে আখ্যায়িত করা হয়। এজন্য তাকে হাদাকী (حدقى)ও বলা হত। দেখতে সে ছিল কুৎসিত। তার দৈহিক গঠন বিশ্রী রকমের। আকীদা ও বিশ্বাসে সে ছিল বদ ও মন্দ। বিদআত ও গোমরাহীর জনক ছিল সে। কখনো কখনো সে "হুলূল (حلول) বা সর্ববস্তুতে আল্লাহ্ বিদ্যমান" মতবাদের প্রবক্তা হয়ে পড়েছিল। যার ফলে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, কাউকে বলা হত "হায়! জাহিযের মত কুফরী করলে!" ধী ও মেধার দিক দিয়ে সে ছিল সুতীক্ষ্ণ মেধাবী। প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিল সে। বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। এইসব গ্রন্থ তার মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রমাণ। তার বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে "কিতাবুল হায়ওয়ান (كتاب الحيوان) এবং কিতাবুল বয়ান ওয়াল তাবয়ীন (كتاب البيان والتبين)। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, জাহিযের রচনাবলীর মধ্যে এই দুটি রচনা অতি উত্তম ও উৎকৃষ্ট। জাহিযের ব্যক্তিগত উদ্ধৃতি ও অন্যান্য বিষয় সহকারে ইব্ন খাল্লিকান তার বিস্তৃত জীবনী রচনা করেছেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, শেষ বয়সে জাহিয পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন সে বলত যে, আমার বামদিক অবশ-অবসাদগ্রস্ত। ওইটুকু কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললেও আমি বুঝতে পারব না। আর ডান দিক এত ঠাণ্ডা যে, তার উপর একটি মাছি বসলেও আমি ব্যথা পাই। আমার এই ৯৬ বছরের বয়সটাই এখন আমার বড় বোঝা। জাহিয এই কবিতা আবৃত্তি করত :

أَتَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ وَأَنْتَ شَيْخٌ - كَمَا قَدْ كُنْتَ أَيَّامَ الشَّبَابِ .

"তোমার এই বুড়ো বয়সে কি তুমি তেমন হবার আশা কর যেমন ছিলে তুমি তোমার যৌবনকালে?"

لَقَدْ كَذَّبَتْكَ نَفْسُكَ لَيْسَ ثَوْبٌ - دَرِيْسٌ كَالْجَدِيْدِ مِنَ الثِّيَابِ .

"এমনটি আশা করে থাকলে বুঝে নাও যে, তোমার মন তোমার সাথে মিথ্যাচার করেছে। বস্তুত পুরাতন কাপড় কখনো নতুন কাপড়ের মত হয় না।"

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের মধ্যে আরো আছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম তূসী, খলীফা আবূ আবদুল্লাহ্ মুতায্য ইব্ন আল-মুতাওয়াক্কিল, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম ওরফে সায়িকা।

মুহাম্মদ ইব্ন কাররাম : মুহাম্মদ ইব্ন কাররাম তার নামেই কাররামিয়া সম্প্রদায় পরিচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের নামে মিথ্যা হাদীস রচনা জায়িয বলে সে ফতওয়া দিত। তার বংশ পরিচয় হল মুহাম্মদ ইব্ন কাররাম ইব্ন আররাফ ইব্ন হিযামা ইব্ন বাররা। তার উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ সিজিস্তানী আল-আবিদ। কারো কারো মতে সে তুরাব গোত্রের লোক। কেউ কেউ তাকে মুহাম্মদ ইব্ন কিররাম নামে আখ্যায়িত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন কাররাম বায়তুল মুকাদ্দাসে থাকত এবং সেখানে তার মৃত্যু হয়। কেউ কেউ তাকে নিশাপুরের শায়খ বলে মন্তব্য করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ হাকিম এবং ইব্ন আসাকিরের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট জানা যায় যে, উল্লিখিত দুপরিচয়ের ব্যক্তি মূলত একজনই। ইব্ন কাররাম হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনা করে আলী ইব্ন হাজরাদ এবং আলী ইব্ন ইসহাক হানযালী সমরকন্দী থেকে। সে মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান সূত্রে কালবী থেকে সমরকন্দীর মাধ্যমে তাফসীরও গ্রহণ করে। হাদীস সংগ্রহে তার অন্যান্য শায়খ হলেন ইবরাহীম ইব্ন ইউসুফ মাকিনানী, মালিক ইব্ন সুলায়মান হারাবী, আহ্মদ ইব্ন হারব, আতীক ইব্ন মুহাম্মদ জাসারী, আহ্মদ ইব্ন আযহার নিশাপুরী, আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ জুবইয়ারী, মুহাম্মদ ইব্ন তামীম কারিয়ানী ও অন্যান্য শায়খগণ। আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ জুবইয়ারী এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক এই দুজন ছিল মিথ্যাবাদী এবং জাল হাদীস রচনাকারী। হাদীস শাস্ত্রে ইব্ন কারামের শিষ্য হল মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক, আবূ ইসহাক ইব্ন সুফিয়ান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ কীরাতী এবং ইবরাহীম ইব্ন হাজ্জাজ নিশাপুরী। হাকিম উল্লেখ করেছেন যে, ইব্ন কারাম একপর্যায়ে তাহির ইব্ন আবদুল্লাহ্র-এর কারাগারে বন্দী দশায় ছিল। ছেড়ে দেয়ার পর সে সিরিয়া চলে যায়। পরবর্তীতে নিশাপুর ফিরে আসে। মুহাম্মদ ইব্ন তাহির পুনরায় তাকে বন্দী করে। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকে। এই সময়ে জুমআর দিন জুমআর নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে কারাগার ফটকে আসত। কারারক্ষীকে বলত আমাকে সুযোগ দাও নামায আদায় করে আসি। কারারক্ষী তা দিত না। তখন সে ওজর পেশ করে বলত, হে আল্লাহ্! আপনি তো জানেন যে, জুমআর অনুপস্থিতি আমার গাফলতির কারণে নয় বরং অন্যের কারণে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সে চার বছর বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করেছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর স্মারক স্তম্ভের নিকট বসে সে ওয়ায ও নসীহত করত। বহুলোক তার মজলিসে সমবেত হত। অবশেষে লোকজনের নিকট প্রকাশিত হল যে, সে এই মতবাদের প্রবক্তা যে, ঈমান হল কর্মহীন কথা-বক্তব্য। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসের লোকজন তাকে বর্জন করে। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক তাকে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বহিষ্কার করে 'গোরযেগার' অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। পরে তার লাশ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে আসা হয়। এই

হিজরী সনের অর্থাৎ ২৫৫ হিজরী সনের সফর মাসে তার মৃত্যু হয়। হাকিম বলেছেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসেই রাতের বেলা তার মৃত্যু হয় এবং 'আরীহা' ফটকে নবীদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসে তার শিষ্য ও অনুসারীদের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজারে উন্নীত হয়েছিল। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

২৫৬ হিজরী সন

এই হিজরী সনের ১২ই মুহাররম সোমবার ভোরে মূসা ইব্‌ন বুগা আল-কাবীর সামাররা নগরীতে আগমন করে। এক বিশাল সেনাবাহিনীতে সুসজ্জিত হয়ে সে সামাররায় প্রবেশ করে। তার সেনাদল ডান শাখা, বাম শাখা, মধ্যম শাখা এবং পার্শ্ব শাখায় সুবিন্যস্ত ছিল। তারা খলীফা ভবনে হাযির হয়। খলীফা আল-মুহতাদী তখন তাঁর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা এসেছিল অন্যায়ের সমাধান করতে। তারা খলীফার দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি প্রদানে সামান্য বিলম্ব ঘটে এবং খলীফা একটু আড়ালে চলে যান। এতে তাদের সন্দেহ হয় যে, খলীফা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছেন এবং তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য মূসার প্রতিদ্বন্দ্বী সালিহ ইব্‌ন ওয়াসীফকে আহ্বান জানাচ্ছেন। ফলে জোরপূর্বক তারা খলীফার দরবারে ঢুকে পড়ে এবং সশস্ত্র সৈনিকদের দ্বারা উপস্থিত লোকজনকে আঘাত করতে থাকে। এরপর খলীফাকে তাঁর আসন থেকে উঠিয়ে ফেলে। দরবারে মহামূল্যবান সম্পদ-রাজি লুট করে। খলীফাকে লাঞ্ছনা সহকারে অন্য গৃহে নিয়ে যায়। খলীফা তো বিস্ময়ে হতবাক। তিনি মূসা ইব্‌ন বুগাকে বলছিলেন, হায়, হায় ব্যাপার কী! আমি তোমাকে আসতে বলেছিলাম তোমার সহায়তায় সালিহ ইব্‌ন ওয়াসীফকে বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে আর তুমি এখন কী করছ? মূসা বলল, ঠিক আছে, আপনি যা বলেছেন আপনার মনের মধ্যে তার উল্টো কিছু নেই। এই বিষয়ে আপনি কসম করুন। খলীফা কসম করলেন। এতে মূসা বাহিনী সন্তুষ্ট হল। তারা এবার সরাসরি খলীফার হাতে পুনঃবায়আত করল এবং খলীফা থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল যে, সালিহ ইব্‌ন ওয়াসীফকে কখনো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন না। বস্তুত এই বিষয়ে খলীফা এবং মূসা বাহিনীর মধ্যে সমঝোতা হয়।

এরপর তারা সালিহ্‌কে সংবাদ পাঠাল সে যেন এখানে আসে এবং খলীফা মুতায্‌য হত্যা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে খোলামেলা আলোচনা করে। সালিহ উপস্থিত হবার ওয়াদা করেছিল। এরপর সে মূসা বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য সৈন্য ও সেনাপতি প্রস্তুত করতে লাগল। হঠাৎ একরাতে সে নিজেই পালিয়ে গেল। কোথায় গেল কেউই জানতে পারল না। চারদিকে শহরে নগরে ঘোষণা প্রচারিত হতে লাগল তাকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্য। কেউ তাকে লুকিয়ে রাখলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে এই ভয়ও দেখানো হতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে লুকিয়েই থাকল। এই বছরের সফর

মাসের শেষ পর্যন্ত সে আত্মগোপন করে রইল। খলীফা মুহতাদী এই পরিস্থিতিতে সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরকে বাগদাদের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠালেন। মন্ত্রী আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযদাদকে পাঠালেন হাসান ইব্ন মাখলাদের নিকট। বস্তুত সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফ ওই দুজনের সাথে তাকেও হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে কারাগারেই ছিল। অবশেষে মন্ত্রীত্ব ফিরে পেল। দীর্ঘদিন সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফের সাক্ষাৎ ও খোঁজ-খবর না পেয়ে মূসা ও তার সৈনিকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, এই লোককে অর্থাৎ খলীফা আল-মুহতাদীকে ক্ষমতাচ্যুত কর তাহলে সমস্যার সমাধান হবে। তাদেরই কেউ কেউ পাল্টা যুক্তি দেখিয়ে বলল তোমরা কি হত্যা করতে চাও একজন রোযাদার, ইবাদতকারী খলীফাকে। যিনি কোনদিন মদ পান করেননি এবং কোন মন্দ-অশ্লীল কাজে যোগ দেননি? আল্লাহ্র কসম, ইনি তো অন্যান্য খলীফাদের মত নন। বস্তুত জনসাধারণ এই বিষয়ে তোমাদেরকে সমর্থন করবে না।

তাদের এসব কথাবার্তা খলীফার কানে পৌঁছল। তিনি গলায় তরবারি ঝুলিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আসনে বসলেন। মূসা ইব্ন বুগা ও তার অনুসারীদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, আমার সম্পর্কে তোমরা যে পর্যায়ে পৌঁছেছ তা আমি জেনেছি। আমি এখন তোমাদের নিকট বেরিয়ে এসেছি শরীরে লাশের খুশবু মেখে। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আমার সন্তানকে দেখাশোনা করার জন্য আমার ভাইকে অসিয়ত করে এসেছি। এই যে আমার তরবারি। আমার এই তরবারি দিয়ে আঘাত করে যাব যতক্ষণ আমার হাতে তার বাঁট থাকে। আল্লাহ্র কসম! যদি তাতে আমার একটি পশম খসে পড়ে তার বিনিময়ে তোমাদের লোক ধ্বংস হবে অথবা এমন হবে যে, তোমাদের অধিকাংশ লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। আহ, কোথায় দীন-ধর্ম! কোথায় লজ্জা শরম! তোমাদের লজ্জা করছে না? এভাবে কতদিন কতকাল আর খলীফাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালিত হবে? তোমরা কি প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাও না? ভাল-সৎ চরিত্রবান ও কল্যাণকামী খলীফা আর মদ্যপ নেশাখোর রাজা-বাদশা তোমাদের নিকট সমান। মদ্যপের মদপানকে তোমরা বাধা দাও না। এরপর সে তোমাদের এবং দরিদ্রজনের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। এই দেখ, এই যে আমার বাড়ি। তোমরা তার ভেতরে গিয়ে দেখ, আমার ভাইদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখ, আমার সাথে সম্পৃক্ত যারা তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখ, সেখানে খিলাফত পরিচালনা সংক্রান্ত এবং সরকারি কোন আসবাবপত্র খুঁজে পাও কিনা? সরকারি বিছানাপত্র কিংবা অন্যকিছু আছে কিনা? বস্তুত প্রজাসাধারণের ঘরে যা থাকে আমার ঘরেও তাই আছে। তোমাদের লোকজন বলছে যে, সালিহ্ ইব্ন ওয়াসীফ কোথায় আছে তা আমি জানি। সে তো তোমাদেরই একজন, তোমাদের মতই চালাক চতুর। তোমরা যাও তাকে খুঁজে বের করে নিজেরা তৃপ্ত হও। আমি তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। মূসার লোকেরা বলল, তাহলে আপনি এই বিষয়ে কসম করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের সম্মুখে আমি কসম করব তবে তা হবে আগামীকাল জুমআর নামাযের পর হাশিমী বংশীয় লোকজন, বিচারক, বিচারপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্মুখে। এই ভাষণের পর তারা

কিছুটা নমনীয় হয়ে পড়েছিল বটে। এরপর সফর মাসের ৮দিন বাকী থাকতে তারা সালিহ্‌কে খুঁজে পায় এবং তাকে হত্যা করে। তারা তার কর্তিত মাথা নিয়ে আসে খলীফা মুহতাদী বিল্লাহ্-এর নিকট। তিনি তখন মাগরিবের নামায শেষ করেছেন। তিনি শুধু একথাটা বলেন, "তোমরা তাকে মাটি চাপা দাও।" এরপর তিনি তাঁর তাসবীহ ও যিকরে মনোনিবেশ করেন। সোমবার ভোরে কর্তিত মাথা বর্শার মাথায় গেঁথে শহরের গলিতে গলিতে ঘুরানো শুরু হয় এবং এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, মুনিব ও প্রভু হত্যাকারীর এটাই পরিণাম। তারপর ফিতনা-ফাসাদ, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে যে, একপর্যায়ে খলীফা আল-মুহতাদী ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হল।

আল-মুহতাদী বিল্লাহ্-এর ক্ষমতাচ্যুতি এবং মু'তামিদ আহ্‌মদ ইব্‌ন আল-মুতাওয়াক্কিলের ক্ষমতা গ্রহণ

মুসাবির শারী ওই অঞ্চলে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে এই সংবাদ অবগত হবার পর মূসা ইব্‌ন বুগা এক বিশাল সেনা বহর নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হয়। তার সাথে ছিল সেনাপতি মুফলিহ এবং বায়িকবাক তুর্কী। তাদের সাথে মুসাবির খারিজীর যুদ্ধ হয়। তারা জয় লাভ করে। কিন্তু মুসাবিরকে পাকড়াও করতে পারেনি। সে পালিয়ে যায়। এদের আগমনের পূর্বে ওই খারিজী নেতা সেখানে অনেক অপকর্ম সংঘটিত করে। মূসা বাহিনী ফিরে আসে।

এদিকে খলীফা আল-মুহতাদী মূসা বাহিনীর তুর্কী সৈনিকদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি সেনাপতি বায়িকবাককে চিঠি লিখেন সে যেন মূসা ইব্‌ন বুগার নিকট থেকে সৈনিকদের সকল দায়-দায়িত্ব বুঝে নিয়ে নিজে সেনাপতি হয়ে সামাররায় ফিরে আসে। কিন্তু চিঠি পেয়ে বায়িকবাক সেটি মূসা ইব্‌ন বুগাকে পড়তে দেয়। ফলে রেগে ফুঁসে উঠে মূসা ইব্‌ন বুগা খলীফার বিরুদ্ধে। মূসা ও বায়িকবাক দুজনই খলীফাকে উৎখাতে একমত হয়ে সামাররার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই সংবাদ খলীফা মুহতাদির কাছে পৌঁছে। তিনি (মুসলিম) পশ্চিমা, ফারাগিনী, আশরুসী, আরযাকশারী ও তুর্কী সৈন্য সংগ্রহ করে। তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেন এবং বিশাল সেনা বহর নিয়ে মূসা ও বায়িকবাক বাহিনীর প্রতিরোধ করার জন্য যাত্রা করেন। তাঁর আগমন সংবাদ শুনে মূসা ইব্‌ন বুগা খুরাসানের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। আর বায়িকবাক খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। পূর্ণ আনুগত্য সহকারে সে ১২ই রজব খলীফার দরবারে প্রবেশ করে। সে খলীফার সম্মুখে দণ্ডায়মান। পার্শ্বে উপবিষ্ট উপদেষ্টা মণ্ডলী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও হাশিমী বংশীয় লোকজনের সাথে খলীফা তার মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে পরামর্শ করেন। পরামর্শ সূত্রে সালিহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন আবূ জা'ফর আল-মনসূর বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! সাহসিকতা ও বীরত্বে অন্য কেউ আপনার পর্যায়ে পৌঁছতে পারিনি। ইতোপূর্বে আবূ মুসলিম খুরাসানী এই বায়িকবাক অপেক্ষা অনেক দুর্ধর্ষ ও অনুসারী বেষ্টিত ছিল। তার সমর্থক সৈন্য সংখ্যাও ছিল বায়িকবাকের সৈন্য অপেক্ষা অধিক। খলীফা মনসূর

যখন আবূ মুসলিম খুরাসানীকে হত্যা করলেন তখন সকল ফিতনা শেষ হয়ে গেল, তার সাথী ও অনুসারীরা চুপ মেরে গেল। এরপর খলীফা আল-মুহতাদী বায়িকবাককে হত্যার নির্দেশ দিলেন। তাকে হত্যা করা হল। তার কর্তিত মুণ্ডু তুর্কী সৈনিকদের প্রতি নিক্ষেপ করা হল। এতে তুর্কীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। এটিকে তারা তাদের প্রতি জঘন্য বিদ্বেষপূর্ণ আচরণরূপে গ্রহণ করল। পরের দিনই তারা বায়িকবাকের ভাই তাগূতিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হল। তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য খলীফা তাঁর অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে বের হলেন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হবার পর খলীফার দলে থাকা তুর্কী সৈনিকগণ গোপনে দলত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে চলে যায়। ফলে সকল তুর্কী খলীফার বিরুদ্ধে একজোট হয়। খলীফা তাদের উপর আক্রমণ করেন। তাদের প্রায় চার হাজার সৈনিক খলীফার হাতে নিহত হয়। এরপর তারা খলীফা বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। তারা খলীফা ও তাঁর বাহিনীকে পরাজিত করে। খলীফা পরাভূত হন। তাঁর হাতে ছিল একটি খাপমুক্ত তরবারি। তিনি ডেকে ডেকে বলছিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের খলীফাকে সাহায্য কর। তিনি পালিয়ে পুলিশ প্রধান আহ্‌মদ ইব্‌ন জামীলের গৃহে প্রবেশ করলেন। অস্ত্র-শস্ত্র খুলে সাদা পোশাক পরিধান করলেন এবং অন্যত্র গিয়ে আত্মগোপন করার ইচ্ছা করছিলেন। কিন্তু অবিলম্বে আহ্‌মদ ইব্‌ন খাকান তাঁকে ধরে ফেলে। তাঁর বহির্গমনের পূর্বেই সে তাঁকে করায়ত্ত করে ফেলে। তাঁর দেহে বর্শা বিদ্ধ করে। কোমরে বর্শাঘাত করে এবং নিজের বাহনে তুলে যাত্রা করে। তার পেছনে ছিল সাইস। খলীফার পরিধানে তখন জামা ও পায়জামা ছিল। তারা তাঁকে আহ্‌মদ ইব্‌ন খাকানের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারা তাঁকে সেখানে চড়-থাপ্পর মারতে থাকে এবং তাঁর মুখে থু থু নিক্ষেপ করতে থাকে। ৬ লক্ষ দীনারসহ তাঁর ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাঁকে এক যালিম লোকের হাতে তুলে দেয়। সে অবিরাম তাঁর অণ্ডকোষে খোঁচা মারতে ও পায়ে মাড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন। এঘটনা ঘটেছিল রজব মাসের ১২ দিন বাকী থাকতে এক বৃহস্পতিবার।

খলীফা আল-মুহতাদীর খিলাফতের মেয়াদ ছিল ৫ দিন কম ১ বছর। তাঁর জন্ম হয়েছিল ২১৯ হিজরী সনে। মতান্তরে ২১৫ হিজরী সনে। তাঁর দেহের রঙ ছিল হাল্কা খাকি। একটু ঝুঁকে হাঁটতেন। দাড়ি ছিল খুব সুন্দর পরিপাটি। উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। জা'ফর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। মুনতাসির ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জীবনীকার খতীব বলেছেন যে, খলীফা আল-মুহতাদী ছিলেন মাযহাব ও মতাদর্শে উত্তম। ইবাদত, বন্দেগী ও তাকওয়া পরহেযগারীতে অন্যান্য খলীফা অপেক্ষা উন্নত। খতীব আরো বলেন যে, খলীফা আল-মুহতাদী একটিমাত্র হাদীস বর্ণনা করেন। সেটি আলী ইব্‌ন হিশাম হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, হযরত আব্বাস (রা) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কোন বিষয়টি নির্ধারিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন :

لِيَ النُّبُوَّةُ وَلَكُمُ الْخِلَافَةُ بِكُمْ يُفْتَحُ هٰذَا الأَمْرُ وَبِكُمْ يُخْتَمُ

"আমার জন্য হল নবুওয়াত আর আপনাদের জন্য খিলাফত। আপনাদের মাধ্যমে এই খিলাফতের সূচনা হবে আর আপনাদের মাধ্যমে তার অবসান ঘটবে।"

হযরত আব্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন :

مَنْ اَحَبَّكَ نَالَتْهُ شَفَاعَتِيْ وَمَنْ اَبْغَضَكَ لاَ نَالَتْه شَفَاعَتِيْ

"যে ব্যক্তি আপনাকে ভালবাসবে সে আমার সুপারিশ পাবে, যে ব্যক্তি আপনাকে ভালবাসবে না সে আমার সুপারিশ পাবে না।"

খতীব (র) এও উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খলীফা আল-মুহতাদীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছিল। খলীফা তাদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। তখন লোকটি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন :

حَكَّمْتُمُوْهُ فَقَضَى بَيْنَكُمْ - اَبْلَجُ مِثْلُ الْقَمَرِ الزَّاهِرِ -

"তোমরা তাঁকে হাকিম ও বিচারক মেনেছিলে। তারপর তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি অনিন্দ্যসুন্দর উজ্জ্বল চাঁদের মত।"

لاَ يَقْبَلُ الرِّشْوَةَ فِيْ حُكْمِه - وَلاَ يُبَالِيْ غَبْنَ الْخَاسِرِ ·

"তিনি বিচার মীমাংসায় ঘুষ গ্রহণ করেন না এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতির পরওয়া করেন না।"

তার প্রশংসা শুনে খলীফা বললেন, ওহে লোকটি! আল্লাহ্ তোমার বক্তব্য সত্য ও সঠিক প্রমাণিত করুন। তবে তোমার কথায় আমি প্রতারিত হব না। আমি এই জাতীয় বিচার মীমাংসার সকল মজলিসে বসে এই আয়াত তিলাওয়াত করি :

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا - وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ·

"আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিলপরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও সেটি আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া : ৪৭) এরপর তাঁর আশেপাশে থাকা লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তিনিও খুব কাঁদলেন। অন্য কোনদিন তাঁকে এত কাঁদতে দেখা যায়নি।

কেউ কেউ একথা বলেছেন যে, খলীফা আল-মুহতাদী খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় থেকে নিহত হবার সময় পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোযা পালন করেছেন। খিলাফত পরিচালনায় তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পদাঙ্ক অনুসরণ করা পছন্দ করতেন। পরহেযগারী, বিনয়, প্রচুর ইবাদত-বন্দেগী এবং পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নীতি মেনে চলতে চাইতেন। অবশ্য তিনি আরো কিছুদিন জীবিত থাকলে এবং কোন সহযোগী পেলে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সম্ভাব্য পূর্ণ অনুসরণ করতে পারতেন। খলীফাদেরকে

অপমান ও অপদস্থকারী তুর্কীদেরকে বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার দৃঢ় মনোভাব ছিল তাঁর মধ্যে।

আহ্মদ ইব্ন সাঈদ উমাবী বলেন, একদিন আমরা মক্কা মুকাররমায় বসা ছিলাম। আমার সাথে আরো কতক লোক ছিল। আমরা সেখানে আরবী ব্যাকরণ ও আরবদের কাব্য-কবিতা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিয়োজিত ছিলাম। সেখানে একজন লোক উপস্থিত হল। আমরা তাকে পাগল মনে করেছিলাম। সে এই কবিতা আবৃত্তি করল :

أَمَا تَسْتَحْيُونَ اللّٰهَ يَا مَعْدَنَ النَّحْوِ - شَغَلْتُمْ بِذَا وَالنَّاسُ فِىْ اَعْظَمِ الشُّغْلِ ·

"ওহে ব্যাকরণের খনি লোকেরা, আল্লাহ্র প্রতি কি তোমাদের লজ্জা হয় না। তোমরা এই হাল্কা বিষয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছ আর জনসাধারণ কঠিন ও জটিলতম বিষয় নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।"

اِمَامُكُمْ اَضْحى قَتِيْلاً مُجَنْدَلاً · وَقَدْ اَصْبَحَ الاِسْلاَمُ مُفْتَرِقَ الشَّمْلِ ·

"তোমাদের ইমাম ও খলীফা প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়েছে। আর ইসলাম হয়েছে বিপন্ন বিচ্ছিন্ন।"

وَاَنْتُمْ عَلَى الاَشْعَارِ وَالنَّحْوِ عُكَّفًا - تُصِيْحُوْنَ بِالاَصْوَاتِ فِىْ اَحْسَنِ السُّبُلِ ·

"তোমরা একনিষ্ঠভাবে মনোযোগী হয়ে রয়েছ কবিতা আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতি। সুন্দর সুন্দর ছন্দ নিয়ে তার স্বরে চীৎকার করছ।"

আহ্মদ ইব্ন সাঈদ বলেন, পরে আমরা সেই দিনটি হিসেব করে দেখেছি যে, ওই দিনেই খলীফা আল-মুহ্তাদী নিহত হয়েছেন। সেদিন ছিল ২৫৬ হিজরী সনের রজব মাসের ১৪ দিন অবশিষ্ট থাকা সোমবার।

আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ-এর খিলাফত কাল

তিনি হলেন ভূতপূর্ব খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ-এর পুত্র আহ্মদ। ইব্ন ফিতয়ান নামে তিনি প্রসিদ্ধ। ২৫৬ হিজরী সনের ১৪ই রজব মঙ্গলবার তাঁর নামে বায়আত গ্রহণ করা হয়। খলীফা পদে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় আমীর ইয়ারজূখের বাড়িতে। এটি হয়েছিল খলীফা আল-মুহ্তাদীর ক্ষমতাচ্যুতির কয়েক দিন পূর্বে। এরপর গণ-বায়আত অনুষ্ঠিত হয় ৯ই রজব সোমবার। কেউ কেউ বলেছেন, গণ-বায়আত অনুষ্ঠিত হয় রজব মাসের ২০ দিন অবশিষ্ট থাকতে।

মূসা ইব্ন বুগা এবং মুফলিহ "সুররা-মান-রাআ" নামক স্থানে প্রবেশ করেন। এরপর মূসা তার বাড়িতে যায় এবং সেখানে বসবাস করতে থাকে। সেখানে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হয়। যানজী সম্প্রদায়ের আলী বংশীয় হবার দাবীদার লোকটি বসরা নগর অবরোধ করে রাখে। সরকারি সৈন্যরা তার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত। বিদ্রোহী ব্যক্তি দিনে দিনে সরকারি বাহিনীকে

পিছু হটাচ্ছিল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও খাদ্য-সামগ্রী লুট করে নিচ্ছিল। এরপর সে ঈলা, ইবাদাদ ও অন্যান্য শহরে সৈন্য সমাবেশ করে। বসরার অধিবাসিগণ তার ভয়ে ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। দিনে দিনে তার সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বছরের শেষ সময় পর্যন্ত তার এই যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে।

এই হিজরী সনে অন্য এক লোক কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে হল আলী ইব্‌ন যায়দ তালিবী। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য সরকারি বাহিনী অগ্রসর হয়। বিদ্রোহী তালিবী সরকারি বাহিনীকে পরাজিত করে। কূফায় তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এই হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিল তামীমী আহওয়াযের গভর্নর হারিস ইব্‌ন সীমা শারাবীর উপর হামলা চালিয়ে তাকে খুন করে এবং আহওয়াযের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এই হিজরী সনের রমাযান মাসে হাসান ইব্‌ন যায়দ তালিবী "রায়" প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। মূসা ইব্‌ন বুগা তাকে প্রতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হয় শাওয়াল মাসে। তাকে বিদায় জানানোর জন্য খলীফা দরবার থেকে বেরিয়ে আসেন। এই হিজরী সনে দামেশকের গভর্নর আমাজূর আর মনসূর ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন শায়খের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় দামেশকের প্রবেশ মুখে। এতে আমাজূরের সৈন্য ছিল মাত্র ৪০০ অশ্বারোহী। আর মনসূর ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন শায়খের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। কিন্তু আমাজূর তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। এতে অবশ্য খলীফার পক্ষ থেকে ইব্‌ন শায়খের নিকট প্রস্তাব আসে যে, তিনি যেন সিরিয়া ছেড়ে দিয়ে আরমিনিয়ার গভর্নর পদ গ্রহণ করেন। ইব্‌ন শায়খ ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মনসূর। হজ্জ আদায়কারীদের মধ্যে আবূ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলও ছিলেন। তিনি হজ্জ শেষে তাড়াতাড়ি সামাররায় ফিরে আসেন। এই হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসের ৩দিন বাকী থাকতে বুধবার তিনি সামাররাতে প্রবেশ করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলীফা আল-মুহতাদী বিল্লাহ্ এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। এই হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত অন্য একজন হলেন যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার।

যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার

তিনি হলেন যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসআব ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ইবনুল আওয়াম কুরাশী যুবায়রী। তিনি মক্কা মুকাররমার বিচারক ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদ আসেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা করেন। কুরায়শ বংশের তালিকা বিষয়ে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। এই বিষয়ে তিনি একজন অভিজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইব্‌ন মাজা ও অন্যরা তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী এবং খতীব তাঁকে আস্থাভাজন মুহাদ্দিসরূপে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা তাঁর ও তাঁর কিতাবের প্রশংসা করেছেন। এই হিজরী সনের যিলকদ মাসে ৮৪ বছর বয়সে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)

২৫৬ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের অন্যতম হলেন সহীহ্ বুখারীর সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)। তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে আমরা তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত আলোচনা করব। তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরা ইব্ন ইয়াযদিযবা আল-জু'ফী। তাঁর উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী হাফিয। তাঁর যুগের হাদীস শাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। সে যুগের সকলের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংকলিত সহীহ্ গ্রন্থ। এটি তিলাওয়াত করলে শুষ্ক মাওসুমে বৃষ্টি নাযিল হয়। এই গ্রন্থের হাদীসগুলো সহীহ্-বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য এই বিষয়ে উলামায়ে কিরাম একমত। সকল মুসলমানও এই বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ।

১৯৪ হিজরী সনের ১৩ই শাওয়াল জুমআর রাতে ইমাম বুখারী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়। মায়ের তত্ত্বাবধানেই তিনি লালিত পালিত হন। মক্তবে পড়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে হাদীস মুখস্থ করার মনোভাব সৃষ্টি করে দেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় ও প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর পাঠ শেষ করেন। এমন বলা হত যে, শৈশবে ৭০ হাজার হাদীস তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ১৮ বছর বয়সে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন এবং হাদীস শেখার নিয়তে মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন। এরপর হাদীস সংগ্রহ ও শোনার জন্য বহুদেশে তিনি হাদীসের শায়খদের নিকট গমন করেন। এক হাজারের অধিক শায়খ ও উস্তাদ থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছে বহু লোক। খতীব বাগদাদী উদ্ধৃত করেছেন ফিরাবরী থেকে। তিনি বলেন, আমার সাথে প্রায় সত্তর হাজার লোক ইমাম বুখারী থেকে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থ শ্রবণ করেছেন। তাদের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেউ জীবিত নেই। এখন বুখারী শরীফের যে কপি বিদ্যমান সেটি ইমাম বুখারী (র) থেকে ফিরাবরী-এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাদ ইব্ন শাকির, ইবরাহীম ইব্ন মা'কিল এবং তাহির ইব্ন মাখলাদ প্রমুখও তাঁর নিকট থেকে সহীহ্ গ্রন্থ বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে সর্বশেষ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ তালহা মনসূর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল-বুরদী আল-নাসাফী। এই মনসূর আল-নাসাফী মারা যান ৩২৯ হিজরী সনে। আমীর আবূ নাসর ইব্ন মাকূলা তাঁকে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীরূপে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহ্ বুখারী ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র) থেকে যাঁরা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ইমাম মুসলিম (র)। ইমাম মুসলিম (র) ইমাম বুখারীর ছাত্ররূপে দরসে বসতেন এবং ইমাম বুখারী (র)-এর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর জামে তিরমিযী গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র)-এর সনদে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কারো কারো মতে, ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর সুনানে নাসাঈ গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র) সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী (র) হাদীস সংগ্রহ সূত্রে ৮বার বাগদাদে আগমন করেন। প্রতিবারই তাঁর সাথে ইমাম আহ্মদ (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইমাম আহ্মদ (র) তাঁকে বাগদাদে অবস্থানে উৎসাহিত

করেন এবং খুরাসানে বসবাস করার জন্য তাঁর সমালোচনা করেন। কোন কোন রাতে এমন ঘটনা ঘটত যে, ইমাম বুখারী (র) হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠতেন। বাতি জ্বালাতেন। এরপর তাঁর মনে সৃষ্ট হওয়া জনকল্যাণযোগ্য বিষয়গুলো লিখতেন। আবার বাতি নিভিয়ে ঘুমাতেন। আবার জেগে উঠতেন। বাতি জ্বালাতেন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো লিখতেন। আবার বাতি নিভিয়ে দিতেন। আবার উঠতেন লিখতেন। এভাবে প্রায় ২০বার তিনি উঠতেন এবং লিখতেন। শৈশবকালে তাঁর চোখে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। একরাতে তাঁর মা হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বললেন, ওহে মহিলা! তোমার ব্যাপক দুআ অথবা তোমার কান্নার ফলশ্রুতি মহান আল্লাহ্ তোমার পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। ভোরবেলা দেখা গেল যে, ইমাম বুখারী (র) দিব্যি সব দেখতে পাচ্ছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমি গতরাতে বিষয়টি ভেবে দেখলাম যে, আমি প্রায় দুই লক্ষ হাদীস বিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেছি। এর সবগুলো হাদীসই সনদ বিশিষ্ট। এই সবগুলো হাদীস ইমাম বুখারী (র)-এর মুখস্থ ছিল। একবার তিনি সমরকন্দ শহরে গমন করেন। সেখানে প্রায় ৪০০ হাদীসবিশারদ ব্যক্তি সমবেত হন। তাঁরা হাদীসের সনদ ও ভাষ্যগুলো গরমিল করে ফেলেন। সিরিয়াবাসী বর্ণনাকারীদেরকে ইরাকী সনদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। যেই সনদের ভাষ্য তা থেকে পরিবর্তন করে সেটিকে অন্য সনদের সাথে যুক্ত করে দেন। তারপর এগুলো ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট পাঠ করেন। ইমাম বুখারী (র) তাদের বিকৃতিগুলো ধরিয়ে দেন। প্রত্যেক হাদীসকে তার সঠিক সনদের সাথে যুক্ত করে দেন এবং হাদীস ও সনদগুলোকে যথাযথভাবে সংযুক্ত ও সংশোধন করে মূল হাদীসে পুনঃস্থাপন করেন। কোন একটি ভাষ্য কিংবা সনদে তাঁরা ইমাম বুখারীর ত্রুটি বের করতে পারেননি। বাগদাদেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। কথিত আছে যে, ইমাম বুখারী (র) কোন কিতাবে মাত্র একবার নজর দিতেন এবং ওই এক নজরেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। এই বিষয়ে তাঁর বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। তাঁর যুগের মুরব্বী শ্রেণী এবং তাঁর সমবয়সী সকলেই তাঁর সুনাম ও প্রশংসা করেছেন। ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, "খুরাসানের মাটি ইমাম বুখারীর ন্যায় অন্য একজন কৃতিপুরুষ জন্ম দেয়নি।" আলী ইবনুল মাদানী বলেন, "ইমাম বুখারী (র) নিজে তাঁর সমকক্ষ কাউকে দেখেননি।" ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ্ বলেছেন, "ইমাম বুখারী (র) যদি হাসান বসরী (র)-এর যুগের লোক হতেন তাহলে লোকজন হাদীস জানা ও বুঝার জন্য হাসান বসরী (র)-এর নিকট না গিয়ে ইমাম বুখারী (র)-এর দ্বারস্থ হত।" আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র বলেন, আমরা তাঁর মত কাউকে দেখিনি। আলী ইব্ন হুজর বলেন, তাঁর মত অন্য কেউ আছে কিনা তা আমার জানা নেই। মাহমূদ ইব্ন নযর ইব্ন সাহল শাফিঈ বলেন, আমি বসরা, সিরিয়া, আরব ও কূফাতে গিয়েছি। সেখানকার আলিমগণকে দেখেছি যে, তাঁরা ইমাম বুখারী (র)-এর কথা আলোচনা করেন এবং তাঁকে নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। আবুল আব্বাস দাওয়ালী বলেন, বাগদাদের অধিবাসিগণ ইমাম বুখারী (র)-কে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিল :

اَلْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْرٍ مَا حَيِيْتَ لَهُمْ - وَلَيْس بعْدَكَ خَيْرٌ حِيْنَ تَفْتَقِدُ .

"আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন মুসলিম জাতি কল্যাণের মধ্যে থাকবে। আপনি হারিয়ে গেলে তাদের কল্যাণ থাকবে না।"

ফাল্লাস বলেন, যে হাদীস ইমাম বুখারী (র)-এর জানা নেই সেটি হাদীসই নয়। আবূ নুআয়ম আহ্মদ ইব্ন হাম্মাদ বলেন, তিনি এই উম্মতের ফকীহ্, দীনের সমঝদার। ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকীও তাই বলেছেন। তাঁদের কেউ কেউ হাদীস এবং ফিক্হ উভয় শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (র)-কে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল এবং ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ্-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) বলেন, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে বহু লোক আমার নিকট এসেছে কিন্তু মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈলের মত কেউ আসেনি। মুরাজ্জা ইব্ন রাজা বলেন, আলিমদের উপর ইমাম বুখারী (র)-এর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব। অর্থাৎ ওই যুগের আলিমদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এ পর্যায়ের। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী যুগের আলিম সমাজ তথা সাহাবী ও তাবিঈদের যুগের কথা এখানে বলা হয়নি। তাঁরা তো অনেক উচ্চ পর্যায়ের। মুরাজ্জা আরো বলেন যে, ইমাম বুখারী (র) হলেন আল্লাহ্র এক চলমান নিদর্শন। আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ্, সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম এবং সর্বাধিক জ্ঞানপিপাসু। ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ্ বলেন, ইমাম বুখারী আমার চেয়ে অধিক বিচক্ষণ। আবূ হাতিম রাযী বলেন, ইরাকের মাটিতে যত লোকের আগমন ঘটেছে তাদের সবার মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবিশারদ। আবদুল্লাহ্ আজালী বলেন, আমি আবূ হাতিম এবং আবূ যুরআকে দেখেছি, তাঁরা দুজন ইমাম বুখারী (র)-এর দরবারে বসতেন এবং তাঁর বক্তব্য শুনতেন। সে যুগের কোন মুসলমান তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহালী অপেক্ষাও এই এই বিষয়ে বড় আলিম ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের বন্ধু। মর্যাদাবান, সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতেন। অন্য একজন বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহালীকে দেখেছি যে, তিনি মুহাদ্দিসদের নাম, উপনাম এবং হাদীসের সনদের ত্রুটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট জানতে চাচ্ছেন। আর ইমাম বুখারী (র) তীরের মত দ্রুত তা বলে যাচ্ছেন। তিনি এত দ্রুত বলে যাচ্ছেন যে, তিনি যেন "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ)" সূরা পাঠ করছেন। আহ্মদ ইব্ন হামদূন আল-কাসসার বলেন, আমি ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজকে দেখেছি যে, তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট আগমন করেছেন এবং ইমাম বুখারী (র)-এর কপাল চুম্বন করেছেন এবং একথা বলেছেন যে, ওহে সকল উস্তাদের উস্তাদ, মুহাদ্দিসগণের নেতা, হাদীসের সনদে দুর্বলতার চিকিৎসক, আমাকে সুযোগ দিন আমি আপনার কদমবুছি করব। এরপর ইমাম মুসলিম (র) মজলিসের কাফফারা বিষয়ক হাদীসটি সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাইলেন। ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসের ত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার পর ইমাম মুসলিম (র) বললেন, একমাত্র প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আপনার

প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ যুগে দুনিয়াতে আপনার সমকক্ষ কেউ নেই। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসের ত্রুটি, ইতিহাস এবং সনদ বিষয়ে ইমাম বুখারীর চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে আমি ইরাক ও খুরাসানে দেখিনি। একদিন আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীরের দরবারে বসা ছিলাম, তিনি ইমাম বুখারী (র)-কে দুআ করে বললেন, মহান আল্লাহ্ আপনাকে এই উম্মতের শোভা ও অলংকারে পরিণত করে দিন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, বস্তুত তাঁর জন্য এই দুআ আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয়েছিল। ইব্ন খুযায়মা বলেন, আকাশের নীচে এই দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে এবং হাদীস সংরক্ষণ ও কণ্ঠস্থকরণ বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) অপেক্ষা অধিক কৃতি পুরুষ আমি কাউকে দেখিনি। মূলত ইমাম বুখারী (র)-এর স্মরণ শক্তি, আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান, উপলব্ধি শক্তি, পরহেযগারী, সাধনা ও দুনিয়ার প্রতি নিঃস্পৃহতা এবং ইবাদত-বন্দেগীর প্রশংসা করে আলিমগণ যেসব মন্তব্য করেছেন তার সবগুলো উল্লেখ করতে গেলে আমাদের পাণ্ডুলিপি অনেক বড় হয়ে যাবে। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তা সংক্ষিপ্ত করছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায়। আত্মসম্মানবোধ, সাহসিকতা, দানশীলতা, পরহেযগারী, ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়া এবং চিরস্থায়ী আবাস আখিরাতের প্রতি আকর্ষণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র) ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থানকারী এবং সর্বোচ্চ সিঁড়িতে আরোহণকারী।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, আমি এ অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করি যে, কারো গীবত ও সমালোচনা করার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। এরপর ইমাম বুখারী (র) তাঁর ইতিহাস বিয়ক গ্রন্থ এবং হাদীসের ই[illegible]বাচক ও নেতিবাচক পরীক্ষণ বিষয়ক বিষয়গুলো উল্লেখ করলেন। এরপর বললেন, এটি ওটির অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী করীম (সা) বলেছেন : اِيْذَنُوْا لَه فَلَبِئْسَ اَخُوا الْعَشِيْرَةُ। "ওকে অনুমতি দাও, প্রতিবেশী ভাই কত মন্দ!" আমরা এটি রিওয়ায়াত সূত্রে পেয়েছি, আমাদের নিজেদের হাতে তৈরি করিনি।

ইমাম বুখারী (র) প্রতি রাতে ১৩ রাকাআত করে নামায আদায় করতেন। রমাযানের প্রতি রাতে একবার করে কুরআন করীম খতম করতেন। তাঁর ধন-সম্পদ ছিল। তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান সদকা করতেন। রাতে দিনে প্রচুর মালামাল তিনি দান করতেন। তাঁর দুআ কবূল হত। তিনি ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। জনৈক বাদশা তাঁকে নিজের বাড়ি আসতে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তার বাচ্চারা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। উত্তরে তিনি বললেন যে, তাঁর নিজের বাড়িতে জ্ঞান ও ধৈর্য বিতরণ হয়। অর্থাৎ তোমরা যদি জ্ঞানার্জন করতে চাও, তাহলে আমার বাড়িতে আস, আমার নিকট আস। তাদের বাড়ি যেতে নিজে রাজী হলেন না। ওই সুলতান ছিলেন বুখারার জাহেরিয়া অঞ্চলের সুলতান খালিদ ইব্ন আহ্মদ যুহালী। ইমাম বুখারীর উত্তরে বাদশার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ঘটনাক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহালীর পক্ষ হতে এমর্মে একটি চিঠি আসে যে, ইমাম বুখারী (র) নাকি কুরআনের শব্দগুলো সৃষ্ট বলে মন্তব্য করেন। অবশ্য এই বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন

ইয়াহ্ইয়া যুহালীর মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) "কিতাব আফআলিল ইবাদ" (كتاب افعال العباد) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যুহালীর উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে জনসাধারণকে ইমাম বুখারী (র)-এর এই কিতাব শোনা থেকে বিরত রাখা। কিন্তু মানুষ তো ইমাম বুখারী (র)-কে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ভীষণভাবে সম্মান করত। যেদিন তিনি তাঁদের নিকট তাঁর পরিবারের নিকট ফিরে এসেছিলেন সেদিন জনসাধারণ তাঁর মাথার উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করেছিল। স্বর্ণ-রূপা ছিটিয়ে তাঁকে বরণ করেছিল। তাঁর একটি নিয়মিত মজলিস বসত। ওই মজলিসে তিনি সহীহ্ বুখারী (র)-এর তালীম ও দরস দিতেন। ইমাম বুখারী (র) তৎকালীন শাসকের কোন হাদিয়া উপহার গ্রহণ করেননি। তাই শাসক ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ঐ অঞ্চল থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। ইমাম বুখারী (র) ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যান এবং শাসক খালিদ ইব্ন আহমদের জন্য বদ দুআ করে যান। একমাসের মধ্যেই শাসক খালিদ ইবন আহমদের পতন ঘটে। ইব্ন তাহির তাকে কেন্দ্রে ডেকে পাঠান। তার শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। তাকে বাগদাদের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ইমাম বুখারী (র)-এর বহিষ্কারে যারা খালিদকে সহযোগিতা করেছিল তাদের প্রত্যেকেই কঠিন বিপদগ্রস্ত হয়। ইমাম বুখারী (র) তাঁর নিজ শহর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সমরকন্দ থেকে ৬ মাইল দূরবর্তী খরতান্ক শহরে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তিনি তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে উঠেন। দীনের বিষয়ে ফিতনা-ফাসাদ দেখে তিনি আল্লাহ্র নিকট দুআ করেছিলেন তাঁকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়ার জন্য। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে :

وَاِذَا اَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنِيْنَ ·

"হে আল্লাহ্! তুমি যখন কোন সম্প্রদায়কে ফিতনা-ফাসাদে জড়িত করতে চাও তখন আমাদেরকে ফিতনামুক্ত অবস্থায় তোমার নিকট তুলে নিবে।"

বস্তুত এর পর পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শনিবার ঈদুল ফিতরের রাতে ইশার নামাযের সময় তাঁর ওফাত হয়। ২৫৬ হিজারী সনের ঈদুল ফিতরের দিন যুহরের নামাযের পর তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি সাদা কাপড়ে তাঁর কাফন দেয়া হয়। তাতে কামীস (জামা) ও পাগড়ি ছিল না। তিনি এমনই অসিয়ত করেছিলেন। তাঁকে দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে জোরদার খুশবু বের হতে থাকে। যার ঘ্রাণ ছিল মিশক-আম্বরের চেয়েও মধুর মজার। বহুদিন এই খুশবু প্রবাহ জারী থাকে। এরপর তাঁর কবরের পাশে সাদা পোশাকের পাহারাদার দেখা যায়। তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল ৬২ বছর বয়সে। তিনি মুসলিম জাতির জন্য জ্ঞানের বিশাল সম্পদ রেখে গিয়েছেন যা দ্বারা তারা উপকৃত হচ্ছে। তাঁর জ্ঞান প্রবাহ বন্ধ হবার নয়। বরং তাঁর জীবনকাল থেকে তা চলমানই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَمَالُهٗ اِلاَّ مِنْ ثَلٰثَةٍ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ ·

"আদম সন্তানের মৃত্যুর পর তার আমল ও কর্মক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন প্রকারের কর্ম জারী ও চলমান থাকে। তার একটি হল জ্ঞান-সম্পদ, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।" হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীস উদ্ধৃত করার জন্য এমন শর্ত নির্ধারণ করেছিলেন যা অন্যান্য সহীহ গ্রন্থের শর্তের চেয়ে অধিক কঠিন। এতে অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। এমনকি সহীহ মুসলিম কিংবা অন্য কোন কিতাবও নয়। জনৈক কবি এই বিষয়ে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন :

صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ لَوْ أنْصَفُوْهُ - لَمَا خُطَّ الاَّ بِمَاءِ الذَّهَبِ .

"ইনসাফ করা হলে সহীহ বুখারী স্বর্ণের পানিতে লিখিত হবার দাবীদার।"

هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ الْهُدى وَالْعَمى - هُوَ السَّدُّ بَيْنَ الْفَتى وَالْعَطَبِ .

"এটি হিদায়াত ও অন্ধত্বের মধ্যে পার্থক্য নিদের্শকারী। এটি উদীয়মান যুবক ও ধ্বংসশীল ব্যক্তির মাঝে প্রাচীর।"

أسَانِيْدُ مِثْلُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ - امَامُ مُتُوْنٍ لَهَا كَالشُّهُبِ .

"এই গ্রন্থের সনদগুলো আকাশের নক্ষত্র রাজির মত। এটি সব গ্রন্থের ইমাম। এটি উল্কাপিণ্ডের ন্যায়।"

بِهَا قَامَ مِيْزَانُ دِيْنِ الرَّسُوْلِ - وَدَانَ بِهِ الْعُجْمُ بَعْدَ الْعَرَبِ .

"এই সনদগুলোর মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর দীনের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুণ্ন রয়েছে। আরবদের পর অনারবরাও এই হাদীস গ্রন্থের অনুসরণ করেছে।"

حِجَابٌ مِنَ النَّارِ لاَ شَكَّ فِيْهِ - يُمَيِّزُ بَيْنَ الرِّضى وَالْغَضَبِ .

"এটি জাহান্নাম থেকে পর্দা, অন্তরায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিষয় এবং অসন্তুষ্টির বিষয়গুলোকে পৃথক করে দেয়।"

وَسِتْرٌ رَقِيْقٌ اِلى الْمُصْطفى - وَنَصٌّ مُبِيْنٌ لِكَشْفِ الرَّيْبِ .

"এটি নবী মুস্তাফা (সা)-এর দীদার লাভে পাতলা আবরণ। এটি সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণে স্পষ্ট দলীল।"

فَيَا عَالِمًا اَجْمَعَ الْعَالِمُوْنَ - عَلى فَضْلِ رُتْبَتِهِ فِى الرُّتَبِ .

"ওহে জ্ঞান তাপস (ইমাম বুখারী)! সকল আলিম যাঁর উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ, একমত।"

سَبَقْتَ الاَئِمَّةَ فِيْمَا جَمَعْتَ وَفُزْتَ عَلى زَعْمِهِمْ بِالْقَصَبِ .

"আপনি যে সংকলন তৈরি করেছেন তার মাধ্যমে আপনি সকল ইমামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁদের সকলের ধারণা ও বিশ্বাস যে, এই স্বর্ণের কাঠির ছোঁয়ায় আপনি সাফল্য লাভ করেছেন, কামিয়াব হয়েছেন।"

نَفَيْتَ الضَّعِيْفَ مِنَ النَّاقِدِيْنِ - وَمَنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ .

"আস্থাভাজন এবং পরীক্ষিত সত্যাশ্রয়ীদের থেকে আপনি দুর্বল বর্ণনাকারীদেরকে পৃথক করেছেন এবং মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।"

وَأَبْرَزْتَ فِيْ حُسْنِ تَرْتِيْبِهِ - وَتَبْوِيْبِهِ عَجَبًا لِلْعَجَبِ .

"এই গ্রন্থের অনুপম বিন্যাস, রূপসজ্জা ও সম্পাদনায় মহা চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আহ কী চমৎকার সেটি!"

فَأَعْطَاكَ مَوْلَاكَ مَا تَشْتَهِيْهِ - وَأَجْزَلَ حَظَّكَ فِيْمَا وَهَبَ .

"সুতরাং আপনি যা চান, মহান আল্লাহ্ যেন আপনাকে তাই দেন। আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহে যেন আল্লাহ্ আপনার ঝুড়ি ভর্তি করে দেন।"

২৫৭ হিজরী সন

এই হিজরী সনে খলীফা মু'তামিদ শাসনকর্তা ইয়াকূব ইব্ন লায়ছকে বালখ, তাখারিস্তান ও তৎসংলগ্ন কিরমান, সিজিস্তান, সিন্ধু ও অন্যান্য অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এই হিজরী সনের সফর মাসে খলীফা মু'তামিদ তাঁর ভাই আবূ আহ্মদকে কূফা, মক্কার পথ, হেরামাইন শরীফাইন ও ইয়ামানের গভর্নর নিয়োগ করেন। রমাযান মাসে বাগদাদ, সাওয়াদ, ওয়াসিত, কূর দাজলা, বসরা, আহওয়ায এবং পারস্যের শাসন ক্ষমতাও তাঁর হাতে ন্যস্ত করেন। এসব অঞ্চলে খলীফার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। এই হিজরী সনে সাঈদ আল-হাজিব এবং যানজী সম্প্রদায়ের নেতার মধ্যে বসরা অঞ্চলে সংঘর্ষ হয়। সাঈদ আল-হাজিব যানজীদেরকে পরাস্ত করেন এবং তাদের হাত থেকে বহু নারী-শিশুকে উদ্ধার করেন। তাদের কবজা থেকে বহু ধন-সম্পদও দখল করে নেন। এই যুদ্ধে যানজীরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়। এরপর এক রাতে যানজীরা সাঈদ আল-হাজিবও তাঁর বাহিনীর উপর হামলা চালায়। এই পক্ষের বহু লোককে তারা হত্যা করে। বলা হয় যে, সালিহ্ আল-হাজিব নিজেও নিহত হন। এরপর যানজী সম্প্রদায় ও মনসূর ইব্ন জা'ফর আল-খাইয়াতের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যানজীরা মনসূরকে পরাজিত করেন। বস্তুত এই যানজী নেতা নিজেকে আলী বংশীয় বলে দাবী করত। এই দাবীতে সে ছিল মিথ্যাবাদী।

ইব্ন জারীর বলেন, এই হিজরী সনে বাগদাদের 'বারকাত যালযাল' নামক স্থানে এক প্রতারক ধরা পড়ে। সে ছিল গলা টিপে হত্যাকারী। সে মহিলাদেরকে ভালবাসা ও মমতা দেখিয়ে নিজের কাছে টেনে নিত। পরে ওই মহিলাদেরকে গলা টিপে হত্যা করে তাদের মালামাল নিয়ে চম্পট দিত। এভাবে সে বহু মহিলাকে হত্যা করে। ধরা পড়ার পর তাকে খলীফা মু'তামিদের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। খলীফা তাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দুই হাজার

চারশ চাবুকাঘাত করেন। তাতেও সে মরেনি। পরবর্তীতে জল্লাদরা তার অণ্ডকোষে কাঠের আঘাত করে তাতে সে মারা যায়। এরপর তাকে বাগদাদে নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তারপর তার লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এই হিজরী সনের ১৪ শাওয়াল চন্দ্র গ্রহণ হয়। চাঁদের অর্ধেকের বেশী অংশ অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দিন ভোরে ভ্রষ্ট যানজী নেতা তার দলবলসহ জোরপূর্বক বসরাতে প্রবেশ করে। সেখানকার বহু লোককে তারা হত্যা করে। বসরার গভর্নর তার সাথীদেরকে নিয়ে 'গুরাজ' অঞ্চলে পালিয়ে যায়। যানজীরা বসরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ, অট্টালিকা জ্বালিয়ে দেয়। সেখানে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। ইবরাহীম ইব্ন মুহাল্লাব নামক এক যানজী খারিজী বসরাবাসীদেরকে ডেকে ডেকে বলে যদি কেউ নিরাপত্তা চায় তাহলে সে যেন তার নিকট উপস্থিত হয়। এই ঘোষণায় বহুলোক তার নিকট উপস্থিত হয়। সে এটিকে একটি মহা সুযোগ মনে করে এবং গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়। দু একজন ছাড়া উপস্থিত কেউই রক্ষা পায়নি। এই যাত্রায় যানজীরা কতক বসরাবাসীকে এক জায়গায় একত্রিত করত এবং তাদের একে অন্যকে বলত, "এবার মেপে নাও।" সে এদ্বারা উপস্থিতদেরকে হত্যার ইঙ্গিত দিত। এরপর তাদের উপর শুরু হত তরবারির আঘাত। আক্রান্তদের পক্ষ থেকে তখন শুধু শোনা যেত কালিমায়ে শাহাদাতের উচ্চারণ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ওই যালিম যানজীরা তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বসরার মহল্লায়-মহল্লায়, পাড়ায়-পাড়ায় তারা এই তাণ্ডব চালায় এবং এটা চালিয়েছিল বহুদিন ধরে। এই সময়ে লোকজন যথাসাধ্য পালিয়েছে, শুধু পালিয়েছে। তারা বসরার পাহাড়ে পাহাড়ে, কাঠে-বৃক্ষে, ঘাস-পাতায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাতে মানুষজন, পশু-পাখি, জীব-জন্তু আগুনে পুড়েছে। তারা জামে মসজিদ জ্বালিয়েছে। বসরার আলিম-উলামা, গুণী-জ্ঞানী, মুহাদ্দিস-মুফাসসির, সাহিত্যিকসহ সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই খবীছ যানজী নেতা এক সময় পারস্যে তাণ্ডব চালায়। এরপর তার নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, বসরার লোকজনের নিকট প্রচুর খাদ্য-শস্য এসে পৌঁছেছে। দুঃখ-কষ্টের পর তারা সুখের মুখ দেখেছে। স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করছে। এতে তার মনে হিংসা সৃষ্টি হয় এবং এই ধ্বংসলীলা সংঘটিত করে।

ইব্ন জারীর বর্ণনা করেছেন এমন এক লোক থেকে যার কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যে, ঐ খবীছ লোকটি বলেছিল, আমি একবার বসরাবাসীদেরকে বদ দুআ করেছিলাম। তখন আমাকে ডেকে বলা হল যে, বসরাবাসিগণ হল তোমার জন্য যেন একটি রুটি। চারদিক থেকে তুমি ওই রুটি ভক্ষণ করবে। রুটির অর্ধেক যদি ভেঙ্গে যায় তখন বুঝবে যে, বসরা নগরী ধ্বংস হবে। ওই ভণ্ড প্রতারক বলল, আমি ব্যাখ্যা করলাম যে, ওই রুটি হল চাঁদ। আর রুটি ভেঙ্গে যাওয়া মানে চন্দ্র গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়া। তার এই ঘটনা তার অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত

হয়েছিল। এরপর যানজীদের আক্রমণের ঘটনা তো তেমনই ঘটল। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, ওই ভণ্ডের সাথে একটা শয়তান ছিল যে তাকে এসব কথা বলত অদৃশ্য থেকে। যেমন নবী হবার মিথ্যা দাবীদার ভণ্ড মুসায়লামার নিকট শয়তান আগমন করত। ইব্ন জারীর বলেন, যানজী সম্প্রদায় দ্বারা যখন বাগদাদে এই বিপর্যয় সংঘটিত হল তখন এই ভণ্ড তার অনুসারীদেরকে বলল, আজ সকালে আমি বসরাবাসীদের জন্য বদ দুআ করি। তখন আমার সামনে বসরা নগরীকে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যে তুলে ধরা হয়। আমি বসরাবাসীদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তারা সবাই নিহত হচ্ছে। আর আমি এও দেখতে পাচ্ছিলাম যে, ফেরেশতাগণ আমার অনুসারীদের সাহায্যকারী হয়ে যুদ্ধ করছে। বিরোধীদের মুকাবিলায় আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছি। ফেরেশতাগণ আমার সমর্থনে আমার পক্ষে যুদ্ধ করছে। আমার সৈনিকগণ স্থির থাকছে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বসরায় বসবাসকারী আলী বংশীয়গণ যখন তার নিকট আগমন করে তখন সে নিজেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দের বংশধর বলে পরিচয় দেয়। এই দাবীতে সে মিথ্যাবাদী এই বিষয়ে সকলে একমত। কারণ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দের একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল এবং দুধ পান করার বয়সেই সে মারা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এই অভিশপ্তের চেহারা কুৎসিত করে দিন। এ কত জঘন্য মিথ্যাচার, কত বড় গাদ্দারী!

এই হিজরী সনের যিলকদ মাসের শুরুতে খলীফা মু'তামিদ আমীর মুহাম্মদ ওরফে মাওলিদের সেনাপতিত্বে বিশাল এক সেনাবহর প্রেরণ করেন যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। পথিমধ্যে তাঁরা বাধাগ্রস্ত হয়। বাতায়হ অঞ্চল দখলকারী সা'দ ইব্ন আহ্মদ বাহিলী তাদের গতিরোধ করে এবং সম্মুখে অগ্রসরে বাধা দেয়। এই হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পারস্যে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই হিজরী সনে বাসীল ছাকলাবী নামক এক রোমান নাগরিক রোমান সম্রাট মিখাঈল ইব্ন তাওফীলের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। নিহত সম্রাট মিখাঈল ২৪ বছর সম্রাটরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্ন ইসহাক আব্বাসী।

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

হাসান ইব্ন আরাফা ইব্ন ইয়াযীদ : এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছেন হাসান ইব্ন আরাফা ইব্ন ইয়াযীদ। তিনি তাঁর নামে বর্ণিত বিশেষ হাদীস গ্রন্থের সংকলক। তাঁর বয়স ১১০ বছর অতিক্রম করেছিল। কেউ কেউ বলেছেন, ১০৭ বছর। তাঁর দশজন ছেলে ছিল। তিনি আশারায়ে মুবাশশারা (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) এর নামে তাদের নাম রেখেছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন মন্তব্য করেছেন যে, হাসান ইব্ন আরাফা একজন আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের দরবারে বহুবার আসা-যাওয়া করেন। ১৫০ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয় এবং ২৫৭ হিজরী সনে ১০৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের মধ্যে আরো আছেন আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ, যায়দ ইব্‌ন আখযাম তাঈ রিয়াশী। খবীছ যানজী নেতা অন্যদের সাথে এই দুই মনীষীকেও হত্যা করে। আলী ইব্‌ন খাশরাম, ইনি ইমাম মুসলিম-এর শায়খ ও উস্তাদ। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর নিকট থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্বাস ইব্‌ন ফারাজ আবূ ফযল রিয়াশী। ইনি ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ ছিলেন। আরবের ইতিহাস ও জীবন চরিত বিষয়ে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। তিনি একজন আস্থাভাজন মুহাদ্দিস ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আসমাঈ এবং আবূ উবায়দা থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইবরাহীম আল-হারবী, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দুনয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই হিজরী সনে তিনি যানজীদের হাতে বসরাতে নিহত হন।

ইব্‌ন খাল্লিকান 'আল-ওয়াফায়াত' গ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বরাতে আসমাঈ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, একদিন এক বেদুঈন লোক আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তার ছেলেকে খুঁজছিল। আমরা বললাম, তোমার ছেলের দেহের রঙয়ের বর্ণনা দাও, আমরা তাকে দেখেছি কিনা বলি। তখন সে বলল, আমার ছেলে যেন ছোট্ট স্বর্ণ মুদ্রা, দীনার। আমরা বললাম, না, তেমন কোন বাচ্চা আমাদের নজরে পড়েনি। অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম, লোকটি তার বাচ্চাকে কাঁধে নিয়ে ফিরে আসছে। বাচ্চাটি ছিল মূলত কালো বর্ণের। যেন পাতিলের তলদেশ। আমি বললাম, তুমি যদি এরকম ছেলের খোঁজ করছ বলতে তাহলে আমরা তোমাকে তার খোঁজ দিতে পারতাম। সে তো আজ দিনের শুরু থেকে এখানে অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলা করছে। (তুমি স্বর্ণ মুদ্রার ন্যায় বলে তো সমস্যা সৃষ্টি করছ) এই ঘটনা শুনে আসমাঈ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন :

نِعْمَ ضَجِيْعُ الْفَتى اِذَا بَرِدَ - اَللَّيْلُ سَحَرًا وَقَرْقَفَ الْعَرْدُ ·

"সাহরীর সময় শেষ রাতে যখন ঠাণ্ডা নামে প্রচণ্ড শীতে কাঁপুনি সৃষ্টি হয় তখন রক্ত গরম যুবকের নিকট শয়ন ও ঘুম খুবই প্রিয় মনে হয়।"

زَيَّنَهَا اللّٰهُ فِى الْفُؤَادِ كَمَا - زَيَّنَ فِىْ عَيْنِ وَالِدٍ وَلَدَ ·

"এই সময়ের নারী সঙ্গীকে মহান আল্লাহ্ যুবকের জন্য সুশোভিত ও আকর্ষণীয় করে দিয়েছেন যেমন পিতার চোখে পুত্রকে প্রিয় করে দিয়েছেন।"

২৫৮ হিজরী সন

এই হিজরী সনের রবীউল আউয়াল মাসের ১০ দিন বাকী থাকতে সোমবার খলীফা মু'তামিদ তাঁর ভাই আবূ আহ্‌মদকে মিসর, কিন্নিসরীন ও আওয়াসিম অঞ্চলের শাসনকর্তার দায়িত্ব প্রদান করেন। সে রবিউল আখির মাসের শুরুতে বৃহস্পতিবার ওই দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর খলীফা তাঁর ভাইকে এবং মুফলিহ্‌কে বিদায় জানান। তারা দুজনে এক বিশাল

সেনাবহর ও প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বসরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে যানজীদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। জমাদিউল আউয়াল[১] মাসের মধ্য সময়ে মুফলিহ্ নিহত হন। বাঁটবিহীন একটি বর্শা তার বক্ষে বিদ্ধ হয়। তাতে সে মারা যায়। তার লাশ সামাররাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়। যানজী সম্প্রদায়ের এক নামকরা সেনাপতি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ বাহরানীকে বন্দী করা হয়। তাকে সামাররাতে নিয়ে যাওয়া হয়। খলীফা মু'তামিদের সামনে তাকে দুশ চাবুকাঘাত করা হয়। তারপর তার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। এরপর তরবারি দিয়ে যবেহ্ করে তার লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এক প্রচণ্ড হামলার পর আবূ আহ্মদের সৈন্যরা তাকে বন্দী করে। তার মৃত্যুর সংবাদ যানজী প্রধানের নিকট পৌঁছার পর সে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। তারপর বলে যে, তার সম্পর্কে তো আমাকে অদৃশ্য থেকে ডেকে বলা হয়েছে যে, তার মৃত্যু তোমার জন্য কল্যাণকর। কারণ সে ছিল লোভী। গনীমতের মালামাল থেকে ভাল মালগুলো সে নিজের জন্য লুকিয়ে রাখত। ওই যানজী প্রধান তার অনুসারীদেরকে বলত যে, আমাকে নবুয়ত গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ওই দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এই আশঙ্কায় আমি তা গ্রহণ করিনি।

এই হিজরী সনের রবীউছ ছানী[২] মাসে সাঈদ ইব্ন আহ্মদ বাহিলী খলীফার দরবারে এসে পৌঁছে। খলীফা তাকে সাতশ চাবুকাঘাত করেন। তাতে তার মৃত্যু হয়। এরপর তাকে শূলিতে চড়ানো হয়। এই হিজরী সনে যানজী সম্প্রদায়ের জনৈক বিচারক এবং ২০ জন সদস্য সামাররার সাধারণ ফটকের নিকট নিহত হয়। এই হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিল খলীফার আনুগত্যে ফিরে আসে এবং পারস্যের রাজস্ব নিয়ে আসে। ফলে সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত হয়। এই হিজরী সনের রজব মাসের শেষ দিকে আবূ আহ্মদ ও যানজীদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এরপর নিজ বাসস্থানে থাকা আবূ আহ্মদের জন্য কষ্টকর ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়ে পড়ে। ফলে শাবান মাসের প্রথম দিকে তিনি তাঁর বাসস্থান ওয়াসিত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর আগমনের পর এখানে এক ব্যাপক ভূমিকম্প হয়। তাতে বহু ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়। প্রায় ২০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। এই হিজরী সনে বাগদাদ, সামাররা, ওয়াসিত ও অন্যান্য অঞ্চলে মহামারীরূপে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাতে বহুলোক মারা যায়। বাগদাদে বকরির খুরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে মানুষের মাঝে। রমাযানের ৭ তারিখ বৃহস্পতিবার সামাররার গণ-ফটকে এক লোক ধরা পড়ে। বলা হয় যে, সে পূর্ববর্তী সত্যপন্থী লোকদেরকে গালি দেয়। তাঁদের দুর্নাম করে। তাকে এক হাজার চাবুক মারা হয়। তাতে তার মৃত্যু হয়। ৮ই রমাযান জুমআর দিনে সেনাপতি ইয়ারজুখ মারা যায়। খলীফা ভ্রাতা আবূ ঈসা তার জানাযায় ইমামতি করে। খলীফার পুত্র জা'ফর ওই জানাযায় অংশ নেয়। এই হিজরী সনে মূসা ইব্ন বুগা এবং হাসান ইব্ন যায়দের সৈন্যদের মাঝে খুরাসানে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মূসা ইব্ন বুগা তার প্রতিপক্ষকে শোচনীয়ভাবে

১. জমাদিউল আউয়াল [আ. জুমাদাল উলা]।

২ রবীউছ ছানী [আ. রবীউল আখির]।

পরাজিত করে। এই হিজরী সনে মাসরূর বালখী এবং মুসাবির খারিজীর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাসরূর বালখী যুদ্ধে মুসাবির খারিজীকে পরাস্ত করে এবং তার বহু অনুসারীকে গ্রেফতার করে।

পূর্বোল্লিখিত ফযল ইব্‌ন ইসহাক এই বছরও লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আহ্‌মদ ইব্‌ন বুদায়ল, আহ্‌মদ ইব্‌ন হাফস, আহ্‌মদ ইব্‌ন সিনান আল-কাত্তান. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া যুহালী এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুআয রাযী ইন্তিকাল করেন।

২৫৯ হিজরী সন

এই হিজরী সনের রবীউছ ছানী মাসের ৪দিন বাকী থাকতে জুমআবার আবূ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল ওয়াসিত থেকে সামাররায় ফিরে আসে। এ সময়ে যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুহাম্মদ ওরফে মাওলিদকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সে ছিল প্রচণ্ড সাহসী ব্যক্তি। এই হিজরী সনে খলীফা একদল গুপ্তঘাতক প্রেরণ করেন কূফার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে। তারা তাকে খুন করে তার নিকট থাকা ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। তার পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার দীনার। এই হিজরী সনে 'শারকাব আল-জামাল' নামে এক ব্যক্তি মারভ নগরীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করতঃ ওই নগরীর কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। সেখানে তার এবং তার সমর্থকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা সেখানে লুটতরাজ চালায়। যিলকদ মাসের ১৩ দিন বাকী থাকতে মূসা ইব্‌ন বুগা যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়। তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য খলীফা মু'তামিদ নিজে প্রাসাদের বাইরে আসেন। খলীফা তাকে কিছু বিশেষ পুরস্কারও দেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুফলিহ আহওয়াযের শাসনকর্তারূপে নিয়োগ পায় এবং যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মূসা ইব্‌ন বুগার সহযোগী মনোনীত হয়। যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুফলিহ খবীছ যানজীদের বহু লোককে হত্যা করে। তাদেরকে পরাজিত করে। তাদের বহু লোককে বন্দী করে। তাদের মনে এমন ভয় সৃষ্টি হয় যে, তারা দ্বিতীয়বার ইব্‌ন মুফলিহের মুখোমুখি হবার সাহস করেনি। যানজী প্রধান তাদেরকে বহু উৎসাহিত ও প্ররোচিত করেছে কিন্তু তারা তার কথায় সায় দেয়নি। তার দলে ভিড়েনি। এরপর আবদুর রহমান ইব্‌ন মুফলিহ এবং যানজীদের অগ্রবর্তী দলের ইউনিট প্রধান আলী ইব্‌ন আবান মুহাল্লাবী-এর মধ্যে একাধিক সংঘর্ষ হয়। যা লিখতে গেলে দীর্ঘ ফিরিস্তি হয়ে যাবে। এরপর যানজীদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। তারা ব্যর্থ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আলী ইব্‌ন আবান তার নেতা খবীছ যানজী প্রধানের নিকট ফিরে যায় পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে। আবদুর রহমান বন্দী শত্রুদেরকে সামাররায় পাঠিয়ে দেয়। জনগণ দ্রুত তাদের দিকে তেড়ে আসে এবং তারা খলীফার নিকট পৌঁছার পূর্বে তাদের অধিকাংশ বন্দীকে জনগণ ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করে।

এই হিজরী সনে অভিশপ্ত মালাক-আল-রূহ সুমায়সাতের শহরগুলোতে আবির্ভূত হয়। এরপর সে মালতিয়া গমন করে। সেখানকার অধিবাসিগণ তাকে পছন্দ করেনি। তারা তাকে

পরাজিত করে দেয় এবং তার অনেক পরামর্শদাতাকে তারা হত্যা করে। তথাকথিত মালাক-আল-রূহ ব্যর্থ হয়ে তার শহরে ফিরে যায়।

এই হিজরী সনে ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ নিশাপুর আগমন করে এবং হিরাতে অবস্থানকারী খারিজীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। ওই খারিজী হিরাতে ৩০ বছর যাবৎ খিলাফত পরিচালনা করে আসছিল। ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ তাকে হত্যা করে এবং বর্শার আগায় তার মাথা গেঁথে সেখানকার অলি-গলিতে তা ঘুরানো হয়। তার সাথে একটি লিখিত চিরকুট ছিল।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস।

এই হিজরী সনে যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক আবূ ইসহাক জাওযানী। ইনি ছিলেন দামেশকের খতীব, ইমাম ও বিদগ্ধ আলিম ব্যক্তি। তাঁর বহু জনকল্যাণমূলক গ্রন্থরাজি রয়েছে। তার একটা হল "আল-মুতারজাম" এতে বহু বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি স্থান পেয়েছে।

২৬০ হিজরী সন

এই হিজরী সনে মুসলিম দেশগুলোতে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে অনেক দেশের অধিবাসিগণ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়। এমনকি মক্কা শরীফে স্থায়ী বসবাসকারীদের কেউ কেউ তখন সেখানে ছিল না। তারা মদীনা মুনাওয়ারা ও অন্যান্য অঞ্চলে চলে যায়। মক্কার গভর্নর মক্কা ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমায়। বাগদাদে কুরর বা প্রতি মণ যব ১২০ দীনারে বিক্রি হতে থাকে। কয়েক মাস এই দুর্যোগ বিদ্যমান ছিল। এই হিজরী সনে যানজী সম্প্রদায়ের সহযোগী কূফার শাসনকর্তা আলী ইব্‌ন যায়দ নিহত হয়। এই হিজরী সনে রোমানগণ মুসলমানদের হাত থেকে "মুক্তা দুর্গ" দখল করে নেয়।

পূর্বোল্লেখিত ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এই হিজরীতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন—হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ জা'ফরানী, আবদুর রহমান ইব্‌ন শারফ, মালিক ইব্‌ন তাওক, যিনি রাহবা তথা বিশাল জমিদারীর মালিক। তাঁর জমিদারী তালুকের নাম হল মালিক ইব্‌ন তাওকের তালুক জমিদারী। হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক আববাদী। সাবিত ইব্‌ন কুররা এরপর ইনি 'ইউক্লিড' এর গ্রন্থকে আরবীতে ভাষান্তর করেন। এই হুনায়নই চিকিৎসা গ্রন্থ ম্যাজিস্ট্রি ও অন্যান্য গ্রন্থ ইউনানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। খলীফা মামূন এই বিষয়ে খুবই আন্তরিক ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর পূর্বে জা'ফর বারমাকীও এই বিষয়ে করিৎকর্মা ও উদ্যোগী ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে হুনায়নের রচিত অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান। মাসাইল-ই হুনায়ন তাঁরই লিখিত বই বলে দাবী করা হয়। সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও কৃতি পুরুষ ছিলেন। এই হিজরী সনের সফর মাসের ৬ তারিখে তাঁর ওফাত হয়। এই তথ্য দিয়েছেন ইব্‌ন খাল্লিকান।

২৬১ হিজরী সন

এই হিজরী সনে হাসান ইব্‌ন যায়দ দায়লাম থেকে তাবারিস্তান চলে যায়। ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছের প্রতি স্থানীয় জনগণের ভালবাসা থাকায় হাসান ইব্‌ন যায়দ 'শালূম' নগরী আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এই হিজরী সনের জমাদিউছ ছানী মাসে মুসাবির খারিজী হত্যা করে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাফসকে। এরপর মাসরূর বালখী এবং আবূ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল মুসাব্বিরকে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে যায়। মুসাব্বির পলায়ন করে। তারা তাকে খুঁজে পায়নি। এই হিজরী সনে পারস্যের শাসন ক্ষমতা দখলকারী ইব্‌ন ওয়াসিল এবং আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন মুফলিহের মাঝে যুদ্ধ হয়। ইব্‌ন ওয়াসিল আবদুর রহ্‌মানকে পরাজিত ও বন্দী করে। ইব্‌ন ওয়াসিলের পক্ষে তাশিতমার ও ইসতালাম আবদুর রহ্‌মানের সৈনিকদেরকে হত্যা করে। অল্প সংখ্যক সৈন্য ছাড়া কেউ রক্ষা পায়নি।

এরপর ইব্‌ন ওয়াসিল মূসা ইব্‌ন বুগার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ওয়াসিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই প্রেক্ষাপটে মূসা ইব্‌ন বুগা খলীফার প্রতিনিধির নিকট গিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কামনা করে। কারণ এই রাজ্যগুলোতে তখন ব্যাপক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। তাকে অব্যাহতি দেয়া হল। খলীফা তাঁর ভাই আবূ আহ্‌মদকে ওই অঞ্চলের দায়িত্বভার প্রদান করলেন।

এই হিজরী সনে আবূ সাজ বের হলেন যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যানজীরা বিজয় লাভ করে। তারা আহওয়ায প্রদেশে প্রবেশ করে। অনেক লোককে হত্যা করে। ঘড়-বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এরপর আবূ সাজ আহওয়াযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। যানজীরা ওই প্রদেশকে লণ্ড-ভণ্ড করে দেয়। খলীফা সেখানকার গভর্নররূপে নিয়োগ দেন ইবরাহীম ইব্‌ন সায়মাকে। এই হিজরীতে মাসরূর বালখী ব্যাপক প্রস্তুতি নেন যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এই হিজরী সনে খলীফা "বালখের মা-ওয়ারা আন-নাহর" অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেন নাসর ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আসাদ সামানীকে। রমাযান মাসে তাকে তিনি লিখিত নিয়োগপত্র প্রদান করেন। শাওয়াল মাসে ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ প্রস্তুতি নেয় ইব্‌ন ওয়াসিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। যিলকদ মাসে উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইয়াকূব পরাজিত করে ইব্‌ন ওয়াসিলকে। তারা সেনাবহর দখল করে নেয়। তার সৈনিকদেরকে বন্দী করে। কতক নারীকেও গ্রেফতার করে। তার মালামাল দখল করে নেয়। তার মূল্য ছিল প্রায় দশ লক্ষ দিরহাম। ওই অঞ্চলে যারা ইব্‌ন ওয়াসিলের ভক্ত ছিল এবং তাকে সাহায্য করেছিল তাদের সকলকে হত্যা করল। এই ইয়াকূবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ওই অঞ্চলের ফিতনা নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ১২ তারিখে খলীফা আল-মু'তামিদ তদীয় পুত্র জা'ফরকে যুবরাজ ও পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়ন দিলেন। তার উপাধি দিলেন 'আল-মুফাওওয়ায

ইলাল্লাহ'। তাকে আপাতত পশ্চিমাঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্ব দিলেন। আর মূসা ইব্ন বুগাকে তার সহকারী নিযুক্ত করলেন। তাকে আফ্রিকা, মিসর, সিরিয়া, জাযীরা, মাওসিল,[১] আরমিনিয়া, খুরাসান সড়ক অন্যান্য রাজ্যের দায়িত্ব প্রদান করলেন। পুত্র জা'ফরের পরবর্তী খলীফারূপে তিনি স্বীয় ভ্রাতা আবূ আহ্মদ আল-মুতাওয়াক্কিলের নাম ঘোষণা করলেন। তাকে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের দায়িত্ব দিলেন। মাসরূর বালখীকে তার সহকারী নিয়োগ করলেন। তাকে বাগদাদ, সাওয়াদ, কূফা, মক্কা সড়ক ও মদীনা শরীফ, ইয়ামান, কাসকার, কূর দাজলা, আহওয়ায, পারস্য, ইস্পাহান, কারখ, দীনূর, রায়, যানজান ও সিন্ধু রাজ্যের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই বিষয়ে খলীফা একাধিক নির্দেশনামা তৈরি করেন এবং দেশে দেশে, স্থানে স্থানে তা পাঠ ও প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওই নির্দেশনামার একটি করে কপি কা'বা গৃহে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্ন ইসহাক।

এই হিজরী সনের যাঁদের ওফাত হয় :

এই হিজরী সনের ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন আহ্মদ ইব্ন সুলায়মান রাহাবী, আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আজালী, মক্কায় হাসান ইব্ন আবূ শাওয়ারিব, দাউদ ইব্ন সুলায়মান জা'ফরী, শুআয়ব ইব্ন আইয়ূব, মুহ্তাদী বিল্লাহ্-এর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াছিক, আবূ শুআয়ব সূসী, আবূ যায়দ বুসতামী ইনি ছিলেন প্রখ্যাত সূফীসাধক। আলী ইব্ন ইশকার, আবূ মুহাম্মদ ইব্ন ইশকার। সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থের সংকলক ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র)।

ইমাম মুসলিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি হলেন আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী নিশাপুরী। অন্যতম হাফিযে হাদীস। হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম। সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থের সংকলক। অধিকাংশ ইমামের মতে তাঁর সহীহ গ্রন্থ সহীহ্ বুখারীর সমপর্যায়ের। পশ্চিমাঞ্চলীয় আলিমগণ এবং পূর্বাঞ্চলীয় আলিমগণের মধ্য থেকে আবূ আলী নিশাপুরী সহীহ্ বুখারীর উপর সহীহ মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা। অবশ্য তাঁদের এই মন্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁরা যদি সহীহ্ মুসলিমে স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত তা'লীকাত (সনদ বিলুপ্ত হাদীস) নেই, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল হাদীস এক জায়গায় উল্লেখকৃত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ মুসলিমকে সহীহ্ বুখারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকেন তবে তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইমাম বুখারীর সনদের দৃঢ়তার সমকক্ষ নয়। ইমাম বুখারী হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ও তার শায়খের সমসাময়িক হওয়া এবং তার থেকে শোনা প্রমাণিত হওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) শুধু শায়খ ও শিষ্যের সমসাময়িক হওয়া শর্ত করেছেন, সরাসরি সাক্ষাৎ ও শোনা শর্ত করেননি। উভয় সহীহ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং উভয়ের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আমরা আমাদের সহীহ্ বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

---

১. মাওসিল [ইউরোপীয় মোসুল]।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ উপলক্ষে ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে গমন করেন এবং বহু শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। শায়খ হাফিয আল-মাযী তাঁর 'তাহযীব' গ্রন্থে ওই শায়খদের নাম উল্লেখ করেছেন আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে। অনেক লোক ইমাম মুসলিম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে গ্রন্থে ইমাম মুসলিম থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হল মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর এর হাদীস। আর সালামা বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ "তোমরা রমাযান মাস সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য শা'বান মাসের চাঁদ ও তারিখের হিসেব রাখবে।" ইমাম মুসলিম থেকে আরো যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন সাঈদ। আবূ আওয়ানা ইসফিরায়নী। খতীব বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন ইয়াকূব আমাকে জানিয়েছেন, তিনি আহ্‌মদ ইব্‌ন নুআয়ম দাব্বী থেকে। তিনি আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম থেকে। তিনি বলেছেন যে, আমি আহ্‌মদ ইব্‌ন সালামাকে বলতে শুনেছি : আমি আবূ যুরআ এবং আবূ হাতিমকে দেখেছি তাঁরা সহীহ্ হাদীস নির্বাচন ও তা চেনার ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিমকে তাদের সমসাময়িক সকল শায়খের উপর প্রাধান্য দিতেন। আমাকে শুনিয়েছেন ইব্‌ন ইয়াকূব, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন নুআয়ম থেকে, তিনি হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাসারাখসী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি : আমি মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি : আমি নিজ কানে শোনা তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত হাদীস দ্বারা এই সহীহ্ ও সনদযুক্ত গ্রন্থ সংকলিত করেছি। খতীব এই কথাও বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে জানিয়েছেন আবুল কাসিম উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আলী সুদারজানী ইস্পাহানে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মানদা থেকে। তিনি বলেছেন যে, আমি আবূ আলী হুসায়ন ইব্‌ন আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি : হাদীস শাস্ত্রে আসমানের নীচে ইমাম মুসলিমের সহীহ গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক সহীহ কোন গ্রন্থ নেই।

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াইহের নিকট ইমাম মুসলিমের কথা আলোচিত হয়েছিল। ইমাম মুসলিমের কৃতিত্ব ও অবদানে বিস্মিত হয়ে অনারবী ভাষায় তিনি বলেছিলেন : হায়! ইনি কেমন লোক ছিলেন! ইসহাক ইব্‌ন মনসূর ইমাম মুসলিম (র)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের কল্যাণে আপনাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন ততদিন আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব না। হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রের বহু আলিম ইমাম মুসলিমের প্রশংসা করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূব আল-আখরাম বলেছেন, সহীহ্ হাদীস বলে স্বীকৃত কোন হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অগোচরে ছিল না। খতীব বর্ণনা করেছেন আবূ আমর মুহাম্মদ ইব্‌ন হামদান আল-হিয়ারী থেকে। তিনি বলেছেন, আমি আবুল আব্বাস আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন উকদা আল-হাফিযকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে কোনজন অধিক জ্ঞানী। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ইমাম বুখারীও

আলিম ছিলেন, ইমাম মুসলিমও আলিম ছিলেন। আমি একাধিকবার আমার প্রশ্ন পেশ করেছি আর তিনি বার বার একই উত্তর প্রদান করেছেন। এরপর তিনি বললেন, ওহে আমর! সিরিয়ার মুহাদ্দিসদের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র)-এর কিছুটা ত্রুটি রয়েছে বটে। কারণ তিনি তাদের লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন, এরপর তা দেখেছিলেন, এরপর হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় নাম উল্লেখ করেছেন আবার অন্য জায়গায় তার উপনাম (কুনিয়াত) উল্লেখ করেছেন। যার ফলে এরা আলাদা ব্যক্তি বলে ভ্রম সৃষ্টি হয়। ইমাম মুসলিমের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি খুব কম হয়েছে। কারণ ইমাম বুখারী (র) সনদবিহীন ও সনদ বিলুপ্ত হাদীস লিখেছেন। খতীব বলেন যে, **ইমাম মুসলিম (র) ইমাম বুখারী (র)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।** তাঁর জ্ঞান রাজ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁর সমান সমান কাজ করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর জীবনের শেষদিকে যখন নিশাপুরে অবস্থান করেছিলেন তখন ইমাম মুসলিম তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন এবং বারবার তাঁর নিকট আগমন করেছেন। আমাকে জানিয়েছেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন উছমান সায়রাফী। তিনি বলেছেন যে, আমি আবুল হাসান দারাকুতনীকে বলতে শুনেছি : ইমাম বুখারী (র) ওখানে না থাকলে ইমাম মুসলিম (র) ওখানে যাতায়াত করতেন না। খতীব বলেন, আমাকে জানিয়েছেন আবূ বকর আল-মুনকাদির, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয থেকে, তিনি আবূ নসর ইব্ন মুহাম্মদ আয-যাররাদ থেকে, তিনি আবূ হামিদ আহ্মদ ইব্ন হামদান আল-কাসসার থেকে। তিনি বলেন যে, আমি শুনেছি যে, ইমাম **মুসলিম (র) ইমাম বুখারী (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁর কপালে চুমো খেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমাকে সুযোগ দিন আমি আপনার কদমবুছি করি।** ওহে সকল উস্তাদের উস্তাদ, সকল মুহাদ্দিসের নেতা, হাদীস শাস্ত্রের চিকিৎসক! মুহাম্মদ ইব্ন সালাম আপনার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন মজলিসের কাফফারা সম্পর্কে। আচ্ছা, ওই হাদীসের দুর্বলতাটা কী? উত্তরে ইমাম বুখারী (র) বললেন, এটি একটি মালীহ (مليح) মজার হাদীস। কিন্তু এই অধ্যায়ে সারা দুনিয়াতে এটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস আমার জানা নেই। তবে এটি ত্রুটিযুক্ত হাদীস। এই হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন মূসা ইব্ন ইসমাঈল, তিনি উহায়ব থেকে, তিনি সুহায়ল থেকে, তিনি আওয ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে এবং মূল ভাষ্যটি তাঁরই। ইমাম বুখারী (র) বললেন, এটি উত্তম সনদ। কারণ মূসা ইব্ন উকবা সুহায়ল থেকে হাদীস শুনেছেন এমন প্রমাণ নেই। তখন আমি বললাম, আপনি তো শুধু এই হাদীসের জন্য একটা আলাদা শিরোনাম তৈরি এবং সেখানে এই হাদীসের সনদ, মতন, শব্দ ও ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন।

খতীব বলেছেন যে, ইমাম মুসলিম (র) ইমাম বুখারী (র)-এর পক্ষে তাঁর প্রতি আরোপিত অপবাদের জবাব দিতেন। এরপর খতীব (র) উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারী (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যুহালীর মধ্যে নিশাপুরে অনুষ্ঠিত কুরআনের শব্দ বিষয়ক মতভেদ ও তর্কাতর্কির

কথা এবং যুহালী কীভাবে নিশাপুরে ইমাম বুখারী (র)-এর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছিল তা যুহালী একদিন তাঁর মজলিসের লোকজনকে বলেছিল, ওই মজলিসে ইমাম মুসলিম (র)ও ছিলেন। কুরআনের বিষয়ে যে ব্যক্তি ইমাম বুখারী (র)-এর অভিমত অনুসরণ করে সে যেন আমার মজলিস থেকে আলাদা হয়ে যায়। ইমাম মুসলিম (র) তখনই ওই মজলিস থেকে উঠে তাঁর গৃহে চলে যান এবং এই পর্যন্ত যুহালী থেকে যত হাদীস শুনেছিলেন তার সব একত্রিত করে যুহালীর নিকট পাঠিয়ে দেন এবং যুহালী থেকে হাদীস বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি যুহালী থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। তাঁর সহীহ্ গ্রন্থেও নয় অন্য কোন গ্রন্থেও নয় এবং সেদিন থেকে দুজনের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) নিজে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া যুহালীর হাদীস বর্জন করেননি। বরং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে ও অন্যান্য গ্রন্থেও। আর যুহালীর বিষয়টিকে তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন।

ইমাম মুসলিম (র)-এর মারা যাবার ঘটনা উল্লেখ করে খতীব উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দরসে হাদীসের মজলিসের আয়োজন করতেন। একদিন মজলিসে তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিন্তু হাদীসটি তাঁর জানা ছিল না। তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। বাতি জ্বালালেন। তাঁর পরিবারকে বললেন, আজ রাতে কেউ যেন তাঁর নিকট না যায়। তাঁকে এক ঝুড়ি খেজুর দেয়া হয়েছিল হাদিয়ারূপে, ঝুড়িটি তাঁর পাশে ছিল। তিনি একটি একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীস খুঁজছিলেন। এভাবে তিনি খেজুর খেলেন আর হাদীস খুঁজলেন। সকাল হয়ে গেল, তাঁর ঝুড়ির সব খেজুর শেষ হয়ে গেল তাঁর অজান্তে। এতে তিনি শরীরে অস্বাভাবিকতা ও রোগ অনুভব করেন। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় তিনি ইন্তিকাল করেন। ২৬১ হিজরী সনের রজব মাসের ৫দিন বাকী থাকতে সোমবার তাঁকে নিশাপুরে দাফন করা হয়। যে বছর ইমাম শাফিঈ (র) ইন্তিকাল করেন সে বছর অর্থাৎ ২০৪ হিজরী সনে ইমাম মুসলিম (র) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল সর্বমোট ৫৭ বছর।

আবূ ইয়াযীদ বুসতামী

২৬১ হিজরী সনে যাঁদের ইন্তিকাল হয় তাঁদের একজন হলেন আবূ ইয়াযীদ বুসতামী। তাঁর নাম তায়ফূর। পিতা ঈসা ইব্‌ন আলী। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের সূফীসাধক ও শায়খ। তাঁর দাদা অগ্নি উপাসক ছিল, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সূফী আবূ ইয়াযীদের কয়েকজন বোন ছিল। তাঁরা সকলে সৎকর্মশীলা ও ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি ছিলেন সবার উপরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কেমন করে আপনি মা'রিফাতের স্তরে পৌঁছলেন। উত্তরে তিনি বললেন, ক্ষুধার্ত পেট এবং উলঙ্গ শরীরের মাধ্যমে। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি আমার নফসকে আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে ডেকেছিলাম সে আমার ডাকে সাড়া দেয়নি। ফলে আমি এক বছর তাকে পানি প্রদান বন্ধ করে দিই। তিনি বলেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, তাকে কিছু কারামতি ও অলৌকিকত্ব দেয়া হয়েছে। এরপর সে

শূন্যে উড়ছে তাতেই তোমরা প্রতারিত হয়ো না। বরং তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনে সে কতটুকু তৎপর। শরীআতের সীমা রক্ষায় সে কতটুকু অগ্রসর। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেছেন যে, শায়খ আবূ ইয়াযীদের মুজাহাদা ও সাধনা সম্পর্ক বহু ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাঁর মাকাম ও মর্তবা সম্বন্ধেও অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। তাঁর অনেক কারামত ও বুযুর্গীর ঘটনা সুপরিচিত। ২৬১ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়। আমি বলি, তাঁর সম্পর্কে অনেক অস্বাভাবিক ও অসাধারণ কল্পকাহিনী প্রচারিত হয়েছে। অনেক ফকীহ্ ও সূফী ব্যক্তি এগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা যুক্তি ও বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি এসব কথা বলেছেন বেখোদী অবস্থায়। কতক আলিম তাঁকে বিদআতী ও ভ্রান্ত পথের পথিক বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁর এসব মন্তব্য ও কার্যকলাপ জঘন্য বিদআত বলে মত প্রকাশ করেছেন। এগুলোকে তাঁর মনের বদ আকীদার বহিঃপ্রকাশরূপে চিহ্নিত করেন।

২৬২ হিজরী সন

এই হিজরী সনে ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ এক বিশাল সেনাবহর নিয়ে এগিয়ে আসে এবং জোরপূর্বক ওয়াসিত নগরীতে প্রবেশ করে। খলীফা মু'তামিদ সশরীরে সামাররা থেকে বের হন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। বাগদাদ এবং ওয়াসিতের মধ্যবর্তী একস্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। খলীফার ভাই আবূ আহমদ মুওয়াফফাক বিল্লাহ্ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে। বাহিনীর ডান বাহুতে মূসা ইব্‌ন বুগা, বাম বাহুতে ছিল মাসরূর বালখী। রজব মাসে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। কয়েকদিন পর্যন্ত চলে এই যুদ্ধ। অবশেষে ইয়াকূব ও তার বাহিনী পরাজিত হয়। এটি ছিল শাআনীন সম্প্রদায়ের ঈদের দিন। আবূ আহ্‌মদ তাদের নিকট থেকে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রাণী সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী দখল করে নেয়। কথিত আছে যে, তারা ইয়াকূব বাহিনীর নিকট থেকে এমন কতক পতাকা উদ্ধার করে যেগুলোতে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। এরপর খলীফা মু'তামিদ মাদায়িন ফিরে যান এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহিরকে বাগদাদের গভর্নর পুনঃনিযুক্ত করেন এবং তাকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন। এই হিজরী সনে ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ পারস্য নগরসমূহে দখল প্রতিষ্ঠা করে। ইব্‌ন ওয়াসিল সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এই হিজরী সনে খলীফার অনুগত সরকারি সৈন্য এবং যানজী সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই হিজরী সনে আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিবকে বিচারক পদে নিয়োগ করা হয়। এই হিজরী সনে বিচারপতি ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাককে একই সাথে বাগদাদের উভয় জোনে বিচারিকের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ পালন করেন ফযল ইব্‌ন ইসহাক আব্বাসী। ইব্‌ন জারীর বলেন, এই হিজরী সনে মক্কা নগরীতে দর্জি সম্প্রদায় ও কসাই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে যায়। তারা ৮ই যিলহজ্জ কিংবা তার একদিন পূর্বে মারামারিতে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে

প্রায় ১৭ জন লোক নিহত হয়। তাদের কারণে জনগণ হজ্জ সম্পাদন করতে পারবে না এমন শঙ্কার সৃষ্টি হয়। হজ্জের পর পুনরায় শক্তি পরীক্ষা হবে এই কথায় তারা আপাতত সংঘর্ষ বন্ধ করে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন সালিহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন মনসূর। তাঁর ওফাত হয় রবীউছ ছানী মাসে। উমর ইব্‌ন শাব্বা, নুমায়রী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আসিম এবং বিশিষ্ট ওয়ায়েয ও মুসনাদ গ্রন্থ সংকলক ইয়াকূব ইব্‌ন শায়বা প্রমুখ। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

২৬৩ হিজরী সন

এই হিজরী সনে অনেক রাজ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয় ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয় যানজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। খলীফার পক্ষ থেকে একাধিক সেনাপতি বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে অবরোধ করে এবং নাগালে পাওয়া যানজীদেরকে হত্যা করে। এই হিজরী সনে সাকলাবীরা মোতি দুর্গ রোমান বিদ্রোহীদের নিকট হস্তান্তর করে। শারকাব আল-জামালের ভাই এই হিজরী সনে নিশাপুরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং সরকারি প্রশাসন হুসায়ন ইব্‌ন তাহিরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে। স্থানীয় জনগণ থেকে তাদের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ছিনিয়ে নেয়।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্‌ন ইসহাক আব্বাসী।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের মধ্যে আছেন মুসাবির ইব্‌ন আবদুল হামীদ শাররী খারিজী। সে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সাহসী যোদ্ধা ছিল। গ্রামীণ ও বেদুঈন অনেক লোক তার মতে দীক্ষিত হয়। তারা তার সমর্থক ও ভক্ত পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ সে দাপটের সাথে তার মতবাদ প্রচার করে যায়। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেন। এই হিজরী সনে সরকারি মন্ত্রী উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খাকানের মৃত্যু হয়। বাশীক নামক জনৈক খাদেম খোলা ময়দানে তাঁকে আঘাত করে। তিনি তাঁর বাহন থেকে উল্টে পড়ে যান। মাথায় আঘাত পাওয়ায় দু'কান ও নাক দিয়ে তার মগয বের হতে থাকে। তিন ঘন্টা পর তাঁর মৃত্যু হয়। মুতাওয়াক্কিলের পুত্র আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাক তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং লাশের সাথে কবরস্থানে গমন করেন। এটি হল ২৬৩ হিজরী সনের যিলকদ মাসের ১০ তারিখ জুমআ দিনের ঘটনা। পরের দিন হাসান ইব্‌ন মাখলাদকে তদস্থলে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। মূসা ইব্‌ন বুগা যখন সামাররায় আগমন করে তখন সে নবনিযুক্ত মন্ত্রী হাসান ইব্‌ন মাখলাদকে বরখাস্ত করতঃ তদস্থলে সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াহাবকে মন্ত্রী নিয়োগ করে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খাকানের ঘর-বাড়ি 'বাকীতালাগ' নামক সেনাপতির নিকট হস্তান্তর করে। এই হিজরী সনে আহ্মদ ইব্‌ন আযহার, হাসান ইব্‌ন আবূ রাবী' এবং মুআবিয়া ইব্‌ন সালিহ আল-আশআরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন।

২৬৪ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে আবূ আহমদ এবং মূসা ইব্ন বুগা সামাররায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং সফর মাসের ২ তারিখ তারা অভিযানে বের হয়। খলীফা মু'তামিদ তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য রাজ প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তারা দুজন বাগদাদ গমন করে। বাগদাদ পৌঁছার পর সেনাপতি মূসা ইব্ন বুগার মৃত্যু হয়। তাকে সামাররা নিয়ে গিয়ে সেখানে দাফন করা হয়। এই হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্ন মাওলিদকে ওয়াসিতের প্রশাসক নিয়োগ করা হয় এবং তাকে সেখানকার যানজী প্রশাসক সুলায়মান ইব্ন জামি-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়। এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ইব্ন মাওলিদ তাকে পরাজিত করে। এই হিজরী সনে ইব্ন দায়রানী দীনাওয়ার নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। দুলাফ ইব্ন আবদুল আযীয এবং আবূ ইয়ায তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা দুজনের সম্মিলিত আক্রমনে ইব্ন দায়রানীকে পরাজিত করে। তার ধন-সম্পদ ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম দখল করে, সে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে।

মূসা ইব্ন বুগার মৃত্যুর পর খলীফা আল-মু'তামিদ মূসার নিযুক্ত মন্ত্রী সুলায়মান ইব্ন হারাবকে বরখাস্ত করতঃ তাকে বন্দী করেন। তার নিজের এবং তার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি-ঘর লুট করার নির্দেশ দেন। তদস্থলে হাসান ইব্ন মাখলাদকে পুনরায় মন্ত্রী নিয়োগ করেন। এই সংবাদ অবগত হয় মূসা ইব্ন বুগার সহযোদ্ধা খলীফা ভ্রাতা সেনাপতি আবূ আহমদ। আবূ আহমদ তখন বাগদাদে অবস্থান করছিল। খলীফার এই পদক্ষেপে আবূ আহমদ অসন্তুষ্ট হয়। তার সৈনিকদেরকে নিয়ে সে খলীফার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় সামাররার দিকে। খলীফা মু'তামিদ পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে আবূ আহমদ তার সৈনিকদেরকে নিয়ে মু'তামিদের নিকট পৌঁছে যায়, কিন্তু যুদ্ধ হয়নি। সমঝোতা হয় যে, সুলায়মানকে স্বীয় পদে বহাল করা হবে। ইতিমধ্যে হাসান ইব্ন মাখলাদ পালিয়ে যায়। তার ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ লুট করা হয়। আবূ ঈসা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আত্মগোপন করেছিল। এরপর সে বেরিয়ে আসে। আবূ আহমদের ভয়ে কতক সেনা সদস্য ও সরকারি কর্মচারী পালিয়ে মাওসিল চলে যায়।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন হারূন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন ঈসা হাশিমী কূফী।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন আহ্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াহাব। ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মুযানী। ইনি মিসর অঞ্চলে ইমাম শাফিঈ (র)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। 'طبقات الشافعية' গ্রন্থে আমরা তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। এই হিজরী সনে আবূ যুরআ (র)-এর মৃত্যু হয়।

আবূ যুরআ (র)

তিনি হলেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল করীম আল-রাযী। প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস। কথিত আছে যে, সাত লক্ষ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি একজন ফিক্হ বিশারদ, বিনয়ী, পরহেযগার, সংযমী ও আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক যুগের লোকেরা তাঁর মেধা ও দীনদারীর প্রশংসা করেছে। তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিনি সবার উপরে ছিলেন তারা সকলে এটা সাক্ষ্য দিয়েছে। যৌবনে তিনি ইমাম আহ্মদ (র)-এর দরবারে আগমন করতেন। তিনি আসলে তাঁর বক্তব্য ও আলোচনা শোনার লক্ষ্যে ইমাম আহ্মদ (র) ফরয নামাযগুলো সংক্ষিপ্ত সূরা দিয়ে পড়তেন এবং নফল ইবাদতগুলো আপাতত ছেড়ে দিতেন। এই হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে সোমবারে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল ২০০ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেন, ১৯০ হিজরী সনে। 'আত-তাকমীল' গ্রন্থে আমরা বিস্তারিতভাবে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি।

এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন দামেশকের কাযী ও বিচারক মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল উলাইয়া। ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা সাদাফী মিসরী। ইনিও ইমাম শাফিঈ (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। 'আত-তাকমীল' এবং 'আত-তাবাকাত' উভয় গ্রন্থে আমরা তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। মুতায্যের মাতা কাবীহা। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের প্রিয় সঙ্গিনী। প্রচুর ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা, জহরত সে জমিয়ে রেখেছিল যা ইতোপূর্বে কেউ কখনো করেনি। পরবর্তীতে এই সবকিছু তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। তার পুত্র খলীফা মুতায্য সরকারি সৈন্যদের বেতন-ভাতা দিতে অপরাগ হওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। খলীফা মুতায্য তখন তাঁর মায়ের নিকট পঞ্চাশ হাজার দীনার ধার চেয়েছিলেন। পরে তা পরিশোধ করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মাতা কাবীহা তাঁকে ওই অর্থ ঋণ দেয়নি। যার ফলে সেনা অসন্তোষ ও বিদ্রোহে খলীফা নিহত হন। এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে কাবীহা মারা যায়।

২৬৫ হিজরী সন

এই হিজরী সনে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় আবূ আহ্মদের নিযুক্ত প্রশাসক ইব্ন লায়ছাবিয়া এবং সুলায়মান ইব্ন জামি-এর মধ্যে। যুদ্ধে ইব্ন জামি-এর বিরুদ্ধে ইব্ন লায়ছাবিয়া বিজয়ী হয়। ইব্ন জামি ছিল যানজী সম্প্রদায়ের লোক। বহু যানজী এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং ৪৭ জন যানজী বন্দী হয়। তার বহু গাড়ি-ঘোড়া ও যানবাহন পুড়িয়ে দেয়া হয়। বহু ধন-সম্পদ দখল করা হয়। এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে মিসর অঞ্চলের প্রশাসক আহ্মদ ইব্ন তূলূন 'ইনতাকিয়া' গ্রাম অবরোধ করেন। তখন সেখানে শাসন পরিচালনা করছিল সীমা আল-তাবীল। আহ্মদ ইব্ন তূলূন তার হাত থেকে ইনতাকিয়া জনপদ উদ্ধার করে। রোমান রাজ্যের পক্ষ

থেকে তার নিকট উপহার-উপঢৌকন আসে। তার মধ্যে কতক মুসলিম বন্দীও ছিল। প্রত্যেক বন্দীর সাথে ছিল একটি করে কুরআন মজীদের কপি। বন্দীদের মধ্যে ছুগূরের প্রশাসক আবদুল্লাহ্ ইব্ন রশীদ ইব্ন কাউসও ছিল। ফলে মিসরীয় রাজ্যগুলোসহ পুরো সিরিয়া সাম্রাজ্য আহ্মদ ইব্ন তূলূনের পদানত হয়। রামাল্লাতে ইব্ন আমাখূর তার সাথে সাক্ষাৎ করে। সে তাকে ওখানে প্রশাসকের দায়িত্ব দেয়। ইব্ন তূলূন দামেশকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সে দামেশকে এসে পৌঁছে এবং সেখান থেকে হিমস গমন করে। সেটি দখল করে। তারপর অভিযান চালায় হালব রাজ্যে। সেটি দখল করে নেয়। এরপর সে ইনতাকিয়া যায় এবং ইনতাকিয়া দখল করে। সে মিসরে স্বীয় পুত্র আব্বাসকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। তার পিতা সিরিয়া থেকে মিসর আগমন করছে এই সংবাদ পেয়ে আল-আব্বাস তার বায়তুল মালে থাকা ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়ি নিয়ে বারকা চলে যায়। সে তার পিতার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে। কতক লোক তাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে। তাদেরকে সাথে নিয়ে সে বারকা চলে যায়। আহ্মদ ইব্ন তূলূন তাকে ধরে আনার জন্য সৈন্য পাঠায়। তাকে বন্দী করা হয়। অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে তাকে মিসর নিয়ে আসা হয়। তার সহযোগিদের মধ্যে এক বিরাট দলকে হত্যা করা হয়।

এই হিজরী সনে কাসিম ইব্ন মুহাত নামক এক লোক দুলফ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন আবূ দুলফের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাকে হত্যা করতঃ ইস্পাহান দখল করে নেয়। কিন্তু দুলফের সমর্থকরা পাল্টা আক্রমণ করে কাসিমকে হত্যা করে এবং আহ্মদ ইব্ন আবদুল আযীযকে নেতা মনোনীত করে। এই হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্ন মাওলিদ মিলিত হয় ইয়াকূব ইব্ন লায়ছের সাথে। সে সেখানে যায় মুহাররম মাসে। খলীফা তার ধন-সম্পদ ও পশুপাল লুট করার নির্দেশ দেন।

এই হিজরী সনে যানজী প্রধান নু'মানিয়া নগরীতে প্রবেশ করে। সেখানে সে নরহত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও নীতি অনুসরণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এরপর সে 'জারজারায়া' গমন করে। সেখানকার জনগণকে সে বিতাড়িত করে। সাওয়াদবাসিগণ বাগদাদ চলে আসে। এই হিজরী সনে আবূ আহ্মদ আমর ইব্ন লায়ছকে খুরাসান, পারস্য, ইস্পাহান, সিজিস্তান, কিরমান ও সিন্ধুর গভর্নর নিয়োগ করে। রাজকীয় উপহার এবং উপঢৌকনসহ তাকে ওই অঞ্চলে প্রেরণ করে। এই হিজরী সনে যানজীরা 'তাসতুর' অঞ্চল অবরোধ করে। তারা প্রায় তা দখল করেই ফেলেছিল। ইতিমধ্যে তাকীন আল-বুখারী সেখানে আগমন করে। সে সফরের পোশাক না খুলতেই যানজীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। বহু যানজীকে সে হত্যা করে এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। তাদের আমীর আলী ইব্ন আবান মুহাল্লাবী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পলায়ন করে। ইব্ন জারীর বলেন, এটি হল ইতিহাস খ্যাত "কূদক ফটকের" যুদ্ধ। এরপর আলী ইব্ন আবান তাকীনের প্রতি শান্তি চুক্তির প্রস্তাব দেয়। তাকীন দ্রুত তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সংবাদ মাসরূর বালখীর নিকট পৌঁছে। সে ওই দিকে অগ্রসর হয় এবং আলী

ইব্‌ন আবানকে নিরাপত্তা দেয়। তাকে আয়ত্তে এনে বন্দী করে। তার অনুসারীরা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে যায়। একদল যানজীদের সাথে মিলিত হয়। একদল যুক্ত হয় মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ কুর্দীর সাথে এবং একদল এসে মিলিত হয় মাসরূর বালখীর সাথে। এরপর আগরাতামাশ নামক এক লোককে ওখানে আমীর নিয়োগ করা হয়।

এই বছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আব্বাসী।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা এই হিজরীতে ইন্তিকাল করেন তাঁরা হলেন আহ্‌মদ ইব্‌ন মনসূর রামাদী। তিনি আবদুর রাযযাক এর বিশিষ্ট বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর সাহচর্যও লাভ করেছিলেন। তাঁকে আবদালরূপে গণ্য করা হত। ৬৩ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। সা'দান ইব্‌ন নাসর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাখযূমী, আলী ইব্‌ন হারব তাঈ আল-মাওসিলী, আবূ হাফস নিশাপুরী, আলী ইব্‌ন মুওয়াফফাক আল-যাহিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহনূন। ইবনুল আছীর তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই হিজরী সনে আবূ উবায়দা ও আসমাঈ-এর বন্ধু আবুল ফযল ইব্‌ন ফারজ আর-রিয়াদী নিহত হন। যানজী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বসরাতে হত্যা করে।

ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ আল-সাফফার

এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে আছেন ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছ আল-সাফফার। তিনি একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও খ্যাতিমান প্রশাসক ছিলেন। বহু শহর, নগর, দেশ ও রাজ্য তিনি জয় করেন। বিশেষত যানজী সম্প্রদায়ের রাজার বাসস্থান "আল-রাজহ্" অঞ্চল তিনি জয় করেন। তার একটি সিংহাসন ছিল স্বর্ণের। ১২ জন লোক মাথায় করে ওই সিংহাসন বহন করত। উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর একটি প্রাসাদ ছিল। ওই প্রাসাদের নাম ছিল মক্কা প্রাসাদ। দীর্ঘদিন প্রতাপের সাথে রাজত্ব করার পর তিনি নিহত হন। তার অনুসারীদেরকে তিনি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে। তবে তিনি খলীফার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যান। ফলে আবূ আহ্‌মদ আল-মুওয়াফফাক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তার মৃত্যুর পর তার সমর্থকরা তারই ভাই আমর ইব্‌ন লায়ছকে তার স্থলাভিষিক্ত করে। সাথে সাথে তাঁকে বাগদাদ ও সামাররার পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।

২৬৬ হিজরী সন

এই হিজরী সনের সফর মাসে ইসাতকিন নামের এক লোক রায় প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সেখানকার সরকারি প্রশাসককে বহিষ্কার করে। এরপর সে কাযবীন গমন করে। সেখানকার প্রজা সাধারণ তার সাথে আপোষ মীমাংসা করে। সে ওই নগরীতে প্রবেশ করে এবং বহু ধন-সম্পদ নিয়ে যায়। এরপর সে 'রায়' ফিরে আসে। কিন্তু স্থানীয় জনগণ তার গতিরোধ করে। ভেতরে ঢুকতে বাধা প্রদান করে। জোরপূর্বক সে ভেতরে প্রবেশ করে। এই

হিজরী সনে রোমক একদল লোক রাবীআ নগরীতে লুটতরাজ চালায়। তারা বহু লোককে হত্যা করে, বন্দী করে এবং হাত-পা কেটে দেয়। প্রায় ২৫০ জন লোককে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে নসীবায়ন ও মাওসিলের জনগণ তাদেরকে তাড়া করে। রোমানগণ পালিয়ে নিজ দেশে চলে যায়। এই হিজরী সনে আমর ইব্‌ন লায়ছ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে বাগদাদ ও সামাররার পুলিশ প্রধান নিয়োগ করেন। এতে সম্মতি প্রকাশ করে আবূ আহ্‌মদ তাকে রাজকীয় পোশাক উপহার দেন এবং আমর ইব্‌ন লায়ছও তাকে পুরস্কৃত করেন। আমর ইব্‌ন লায়ছ তাকে দুটি স্বর্ণের কাঠি প্রদান করেন। এটি আমর ইব্‌ন লায়ছের মৃত ভাই ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছের পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব।

এই হিজরী সনে আগরাতামাশ অগ্রসর হয় যানজী সেনাপতি আলী ইব্‌ন আবান মুহাল্লাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাসতুরের দিকে। এরপর সে ওখানে কারারুদ্ধ আলী ইব্‌ন আবান মুহাল্লাবীর সৈনিকদেরকে হত্যা করে। এরপর আলী ইব্‌ন আবানের মুখোমুখি হয়। একাধিকবার উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত আলী ইব্‌ন আবান জয়ী হয়। আগরাতামাশের বহু সৈন্যকে সে হত্যা করে। কতককে বন্দী করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও হত্যা করে। তাদের কর্তিত মাথা পাঠিয়ে দেয় যানজী প্রধানের নিকট। সে ওই মাথাগুলো তার শহরের প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রাখে।

এই হিজরী সনে হিমসের জনগণ তাদের সরকারি প্রশাসক ঈসা আল-কারখীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং শাওয়াল মাসে তারা তাকে হত্যা করে। এই হিজরী সনে হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুসায়ন আল-আসগার আল-আকীলী তাবারিস্তানের জনগণকে তার সাথে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। সে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, হাসান ইব্‌ন যায়দ বন্দী অবস্থায় রয়েছে এবং তার সমর্থক ও সহযোগী কেউ অবশিষ্ট নেই। এতে লোকজন তার হাতে বায়আত করে। এই সংবাদ পৌঁছে হাসান ইব্‌ন যায়দের নিকট। হাসান অগ্রসর হয় এবং হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদকে হত্যা করে তার ও তার সমর্থকদের বাড়ি-ঘর লুটপাট করতঃ সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেয়।

এই হিজরী সনে মদীনা তাইয়্যিবা ও তার আশপাশের শহর নগরে জা'ফর বংশীয় এবং আলী বংশীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেখানে তাবারিস্তানে ক্ষমতা দখলকারী হাসান ইব্‌ন যায়দের এক বংশধর স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষের কারণে মদীনা মুনাওয়ারার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। চরম অশান্তি নেমে আসে ওই অঞ্চলে। যার বর্ণনা করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এই হিজরী সনে একদল আরব বেদুইন কা'বা গৃহে আক্রমণ করে এবং কা'বা শরীফের গিলাফ লুট করে নিয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ যানজী নেতার নিকট চলে যায়। তাদের কারণে হাজীরা চরম দুঃখ কষ্টে পতিত হন। এই হিজরী সনে রোমকরা রাবীআ অঞ্চলে লুটতরাজ চালায়। এই হিজরী সনে যানজী সম্প্রদায়ের লোকজন রামহরমুয নগরীতে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ যুদ্ধের পর সেটি জয় করে। এই হিজরী সনে ইব্‌ন

আল-সাজ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে। আল-মাখযূমী তার গতিরোধ করে। কিন্তু ইব্ন আল-সাজ তার উপর বিজয়ী হয়। তার ঘর-বাড়ি লুট করে ধন-সম্পদ নিয়ে যায় এবং তার বাসস্থানে আগুন লাগিয়ে দেয়। এটি হল এই হিজরী সনের ৮ই যিলহজ্জের ঘটনা। এরপর খলীফার পক্ষ থেকে ইব্ন আল-সাজকে মক্কা ও মদীনা শরীফের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন পূর্বোল্লিখিত হারূন ইব্ন মুহাম্মদ। এই হিজরী সনে স্পেনের খলীফা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান আল-দাখিল কর্ডোভা নদীতে কতক নৌযান অবতরণ করান যাতে ওই নদী হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছে সন্নিহিত পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো জয় করা যায়। নৌযানগুলো নদী অতিক্রম করে সাগরে পৌঁছার পর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। স্বল্প সংখ্যক সৈনিক ছাড়া কেউ জীবিত থাকেনি। তাদের অধিকাংশই সাগরে ডুবে মারা যায়। এই হিজরী সনে মুসলিম নৌবাহিনী এবং রোমান নৌবাহিনী সাকলিয়া শহরে মুখোমুখি যুদ্ধে মিলিত হয়। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। তাতে অনেক মুসলমান নিহত হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। এই হিজরী সনে ইব্ন তূলূনের ক্রীতদাস লু'লুয়া আক্রমণ চালায় মূসা ইব্ন আতামিশের উপর। সে মূসাকে পরাজিত ও বন্দী করে তার মালিক আহ্‌মদ ইব্ন তূলূনের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আহ্‌মদ ইব্ন তূলূন তখন সিরিয়া, মিসর ও আফ্রিকায় খলীফা নিযুক্ত গভর্নর। এরপর এই লু'লুয়া তার কতক সহযোগী নিয়ে রোমানদের উপর আক্রমণ চালায়। বহু রোমান নাগরিককে তারা হত্যা করে। ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর বলেছেন যে, এই হিজরী সনে নানামুখী ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি-দুর্গতির কারণে প্রজা সাধারণের জীবনযাত্রা সংকটাপন্ন হয়ে উঠে। খলীফা পদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার ফলশ্রুতিতে দেশে দেশে সেনা বিদ্রোহ ও সেনা নায়কদের ক্ষমতা দখলের ঘটনা ঘটে। খলীফার ভাই আবূ আহ্‌মদ যানজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় কেন্দ্রের পক্ষে সময় দিতে না পারাও এই অশান্তির একটি অন্যতম কারণ বটে। এই হিজরী সনে 'তিশরীন আল-ছানী' অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহ সৃষ্টি হয়। এরপর সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়তে থাকে যে, পানি বরফে পরিণত হয়ে যায়।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন ইবরাহীম ইব্ন রাওমা। ইস্পাহানের বিচারক সালিহ ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন হাম্বল। মুহাম্মদ ইব্ন শুজা' আল-বালখী। ইনি জুহায়মিয়া সম্প্রদায়ের একজন আবিদ মানুষ এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবুল মালিক দাকীকী।

২৬৭ হিজরী সন

এই হিজরী সনে আবূ আহ্‌মদ আল-মাওয়াফফাক তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ প্রেরণ করেন যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। সেনাদলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ প্রায় দশ হাজার সৈনিক ছিল। তারা অগ্রসর হয় যানজীদের উদ্দেশ্যে। এরপর উভয় পক্ষ সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। থেমে থেমে একাধিক যুদ্ধ হয় উভয় পক্ষের মধ্যে।

যার বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ। ইব্‌ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সেসব বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। মূলকথা আবুল আব্বাস বিজয়ী হন এবং যানজীরা ওয়াসিত ও দাজলা অঞ্চলে যেসব রাজ্য দখল করেছিল আবুল আব্বাস সেগুলো থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন অল্প বয়স্ক যুবক। যুদ্ধ কৌশল ও অভিজ্ঞতা তার ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপদ রেখেছেন। গনীমতের মালামাল দিয়েছেন, তাঁর তীর ও বর্শা লক্ষ্য বস্তুতে লাগিয়েছেন, তাঁর দুআ কবূল করেছেন, তাঁকে বিজয় দিয়েছেন এবং তাঁর নিআমত পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর চাচা মু'তামিদের পর এই যুবকই খিলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন। এরপর আবূ আহ্‌মদ আল-মুওয়াফফাক সফর মাসে এক বিশাল সেনা বহর নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ওয়াসিত এসে পৌঁছেন। সেখানে যুদ্ধ বিজয়ী পুত্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। যুদ্ধের অবস্থা ও সৈনিকদের অবস্থা অবগত হন। পিতা তাঁকে উপদেশ ও যুদ্ধে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেন। জিহাদের ময়দানের নানান প্রকারের সমস্যা সংকট ও বৈরী অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর আবূ আহ্‌মদ তাঁর পুত্রের বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী সকল সেনাপতিকে উচ্চ মূল্যের উপহারে ভূষিত করেন। তারপর সকলে মিলে যানজী প্রধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যানজী প্রধান তখন তার তৈরি 'মানীআ' নামক শহরে অবস্থান করছিল। যানজীরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় উভয় পক্ষে। আবূ আহ্‌মদের বাহিনী তাদেরকে পরাস্ত করে। বীরদর্পে ওই শহরের ভেতরে প্রবেশ করে। যানজী সম্প্রদায় ওই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো হয়। সৈন্যগণ তাদেরকে 'বাতায়হ' নামক স্থানে গিয়ে নাগালে পায়। তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করে। আবূ আহ্‌মদ ওই 'মানীআ' শহর থেকে প্রচুর শত্রু সম্পদ গনীমতের মাল হস্তগত করেন এবং ওখানে বন্দী পাঁচ হাজার মুসলিম মহিলাকে মুক্ত করেন। তাদেরকে ওয়াসিতে নিজ নিজ পরিবারের নিকট পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেন। ওই শহরের নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে এবং পরিখাগুলো ভরাট করার নির্দেশ দেন এবং সেটি সকল নষ্টের কেন্দ্রবিন্দু থাকার পর সেটিকে বিরান শূন্য প্রান্তরে পরিণত করার নির্দেশ দেন।

এরপর আল-মুওয়াফফাক যাত্রা করেন যানজীদের সেই শহরের উদ্দেশ্যে যেই শহরের নাম ছিল 'মানসূরা'। সেই শহর ছিল সুলায়মান ইব্‌ন জামি-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি বাহিনী ওই শহর অবরোধ করে ফেলে, তারা ভেতর থেকে আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হয়। আবুল আব্বাস ইব্‌ন মুয়াওফফাক একটি তীর নিক্ষেপ করে, সেটি সরাসরি গিয়ে লাগে যানজীদের এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি আহ্‌মদ ইব্‌ন জিনদীর মাথায়। তীর তার মগজে আঘাত করে। তাতে তার মৃত্যু হয়। সে যানজী সম্প্রদায়ের খ্যাতিমান ও সিনিয়র সেনাপতিদের একজন ছিল। তার মৃত্যুতে যানজীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এদিকে সরকারি সৈন্যরা মানসূরা শহর অবরোধ করে ফেলে রবিউল আখির মাসের তিনদিন অবশিষ্ট থাকতে এক

শনিবার। সরকারি সৈন্যরা ছিল সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত। আল-মুওয়াফফাক এগিয়ে গেলেন। চার রাকআত নামায আদায় করলেন। কান্নাকাটি ও অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহ্র দরবারে দুআ করলেন। সুদৃঢ়ভাবে শহর অবরোধ চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে দিলেন। মুওয়াফফাক বাহিনী তাদের পরিখা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু দেখতে পায় যে, অত্যন্ত মজবুতভাবে ওই শহরের নিরাপত্তা প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। তারা শহরের চারদিকে একে একে পাঁচটি পরিখা এবং পাঁচটি প্রাচীর নির্মাণ করেছে। সরকারি বাহিনী একটি প্রাচীর অতিক্রম করলে যানজী বাহিনী পরবর্তী প্রাচীরের আড়াল থেকে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সরকারি বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণে তাদেরকে তাড়িয়ে পরবর্তী প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যায়। এভাবে সকল প্রাচীর অতিক্রম করে সরকারি বাহিনী মূল নগরীতে প্রবেশ করে। বহু যানজী এই যুদ্ধে নিহত হয়। বাকীরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। সুলায়মান ইব্ন জামি-এর শয্যাসঙ্গিনী বহু যানজী মহিলা ও শিশুকে বন্দী করা হয়। তাদের হাতে বন্দী থাকা বসরা ও কূফার প্রায় দশ হাজার মুসলিম মহিলা ও শিশু-কিশোরকে উদ্ধার করা হয়। তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ্ এই সৎকর্মের জন্য আল-মুওয়াফফাককে কল্যাণজনক প্রতিফল প্রদান করুন। এরপর নগরীর সকল হোটেল-রেস্তোরা ধ্বংস ও পরিখা গর্ত ভরাট করে দেয়ার নির্দেশ দেন। আল-মুওয়াফফাক সেখানে অবস্থান করেন ১৭ দিন। পলায়নরতদের পেছনে তাড়াকারী দল পাঠান। তাদের কাউকে ধরতে পারলে তাকে নম্রতার সাথে ইসলামের দিকে সত্যের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হত। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাকে কোন একজন সেনাপতির অধীনস্থ করে দেয়া হত। এর উদ্দেশ্য হল যাতে তারা দীন ও সত্যের প্রতি ফিরে আসে। কেউ প্রস্তাব গ্রহণ না করলে তাকে বন্দী ও হত্যা করা হত। এরপর আবূ আহ্মদ গমন করেন আহওয়াযে। যানজীদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন এবং তাদের নেতৃস্থানীয় অনেক লোককে হত্যা করেন। নিহতদের মধ্যে আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বসরী অন্যতম। সে তাদের সর্বসম্মত ও সম্মানযোগ্য নেতা ছিল। এই অভিযানে আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাক প্রচুর শত্রু সম্পদ দখল করেন। তিনি যানজী প্রধানের নিকট একটি চিঠি লিখেন। তাতে তাকে তাওবা করার এবং সত্য পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। পাপাচার, যুলুম-নির্যাতন, নবী-রাসূল হবার দাবী, মুসলিম শহর-নগর ধ্বংস, নিষিদ্ধ মহিলাদের ইজ্জত লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্ম ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানান। সত্যের প্রতি ফিরে এলে তাকে নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দেন। কিন্তু খবীছ যানজী প্রধান এই পত্রের কোন জবাব দেয়নি।

আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাকের যানজী প্রধানের শহরের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা এবং মুখতারা শহর অবরোধ

আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাক যানজী প্রধানের প্রতি যে পত্র পাঠিয়েছিলেন যানজী প্রধান তাচ্ছিল্যবশত ওই পত্রের জবাব দেয়নি। ফলে অবিলম্বে ৫০ হাজার লড়াকু সৈনিকের এক

বিশাল বহর নিয়ে আবূ আহ্‌মদ তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তারা যানজী প্রধানের শহর আল-মুখতারা-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ওখানে গিয়ে দেখেন যে, শহরটি চারদিক থেকে খুব মজবুতভাবে সংরক্ষিত ও নিরাপত্তা বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত। আত্মরক্ষার নানা অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা এটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। যানজী প্রধানের নিকট সমবেত রয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ যানজী যোদ্ধা। সকলে তরবারি, তীর, বর্শা-বল্লম ও পাথর বর্ষণ অস্ত্রে সজ্জিত। অতিরিক্ত আরো কতক লোক আছে যারা যানজীদের দল ভারী করেছে। আল-মুওয়াফফাক তদীয় পুত্র আবুল আব্বাসকে সম্মুখে এগিয়ে দিলেন। আবুল আব্বাস অগ্রসর হয়ে তাদের রাজপ্রাসাদের নীচে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তা প্রচণ্ডভাবে ঘেরাও করে ফেললেন। এই তরুণ সেনাধ্যক্ষের দুঃসাহস ও অগ্রাভিযানে যানজী প্রধান বিস্ময়ে হতবাক।

এরপর সকল দিক থেকে যানজীরা আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু আবুল আব্বাস তাদেরকে পরাজিত করেন। যানজীদের অন্যতম প্রধান সেনাপতি বাহবূযা তার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে স্থিরই থাকল। এরপর যানজীদের একদল সেনাপতি গোপনে আল-মুওয়াফফাকের সাথে মিলিত হয়। তিনি তাদেরকে সম্মানের সাথে বরণ করেন এবং উচ্চ মানে তাদের সেবা ও আদর-যত্ন করেন। এরপর তাদের আরো বড় একটি দল মুওয়াফফাকের নিকট চলে আসে।

এরপর শাবান মাসের ১৫ তারিখ আবূ আহ্‌মদ আল-মুওয়াফফাক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা প্রচার করেন যে, যানজী প্রধান ব্যতীত আত্মসমর্পণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাতে বহু যানজী সৈন্য আল-মুওয়াফফাকের নিকট এসে যায়। আল-মুওয়াফফাক তৎক্ষণাৎ একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন যানজীদের শহরের বিপরীতে। নাম দিলেন আল-মুওয়াফফাকিয়া। নানা প্রকারের মালপত্র এবং বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রীতে সেটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার নির্দেশ দেন। ফলে এত বেশি রকমের পণ্য সামগ্রী ওই শহরে মজুদ করা হল যা ইতোপূর্বে অন্য কোন শহরে করা হয়নি। অবিলম্বে এটি একটি পণ্য সামগ্রী সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, খাদ্য-সামগ্রী, ব্যবসায়িক পণ্য, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীসহ সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু সেখানে পাওয়া যাচ্ছিল। বস্তুত আল-মুওয়াফফাক এই শহর তৈরি করেছিলেন ওখান থেকে যানজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে বড় বড় যুদ্ধ চলতে থাকে। এই হিজরী সন পুরোটাই যুদ্ধে কেটে যায়। মুওয়াফফাক বাহিনী তখনও যানজীরদেরকে ঘেরাও করে রাখে। অবশ্য ইতিমধ্যে বহু যানজী তাদের দল ছেড়ে সরকারি বাহিনীতে যোগ দেয়। এক সময় যানজী প্রধানের ঘোর সমর্থক এ সকল সৈনিক পরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বিশেষ ও সাধারণ সৈনিকসহ প্রায় পঞ্চাশ হাজার যানজী দলত্যাগ করে মুওয়াফফাক বাহিনীতে যোগ দেয়। দিনে দিনে মুওয়াফফাক বাহিনী অধিকতর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হতে থাকে।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-হাশিমী।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইসমাঈল ইব্ন সীবাওয়ায়হ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন শাবান, ইয়াহইয়া ইব্ন নাসর খাওলানী, আব্বাস আল-বারকাফী, মুহাম্মদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন বকর আল-মুকরী। ইনি খালফ ইব্ন হিশাম আল-বাযযারের সাথী ছিলেন। রবিউল আউয়াল মাসে তিনি বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আযীয ঈলী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-যুহালী হাবকান। ইউনুস ইব্ন হাবীব। ইনি আবূ দাউদ তায়ালিসী-এর মুসনাদ গ্রন্থের বর্ণনাকারী ছিলেন।

২৬৮ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে জা'ফর ইব্ন ইবরাহীম ওরফে সাজ্জান নিরাপত্তা প্রার্থনা করে আল-মুওয়াফফাকের নিকট। জা'ফর ছিল যানজীদের উচ্চ পর্যায়ের বিশ্বস্ত নেতা। আল-মুওয়াফফাক তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তার আত্মসমর্পণে তিনি আনন্দিত হন। তাকে উপহার প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে জা'ফর যানজীদের উদ্দেশ্যে বের হয় রাতের বেলা। যানজী প্রধানের প্রাসাদের মুখোমুখি হয়ে সে যানজীদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে ঘোষণা দিতে থাকে। তাদেরকে যানজী প্রধানের মিথ্যাচার ও অশ্লীলতা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। যানজী প্রধান ও তার সমর্থকগণ প্রতারণা ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে এটা প্রকাশ করে দেয়। এর ফলে বহু যানজী দল ত্যাগ করে সরকারি বাহিনীর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এবং সরকারি দলে যোগ দেয়। এই সময়ে রবীউছ ছানী মাস পর্যন্ত যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত থাকে। কিন্তু এই সময়ে আল-মুওয়াফফাক তাঁর সৈনিকদেরকে নির্দেশ দেন যানজীদের বিরুদ্ধে অবরোধ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এবং এই নির্দেশও দেন যে, তাঁর অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া কেউ যেন তাদের শহরের ভেতরে প্রবেশ না করে। কিন্তু সৈনিকগণ তাদের নিরাপত্তা প্রাচীর ছিদ্র করে ফেলে, প্রাচীর ভেঙ্গে যায়। তারা তড়িঘড়ি করে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এরপর যানজীরা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। অবশ্য মুসলমানগণ তাদেরকে পরাস্ত করে। মুসলমানগণ শহরের মধ্যস্থলে এসে যায়। এবার যানজীরা চারদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। গোপন স্থানসমূহ থেকে তারা বেরিয়ে আসে। চতুর্মুখী আক্রমণে মুসলমানগণ দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এই অতর্কিত আক্রমণে যানজীরা বহু সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেয়। অবশিষ্ট মুসলিমগণ পালিয়ে যায়। আল-মুওয়াফফাক তাঁর নির্দেশ অমান্য করা এবং তড়িঘড়ি কাজ করার জন্য তাদেরকে গাল-মন্দ করেন। তিনি সহানুভূতিবশত যারা মারা গেল তাদের পোষ্য ও পরিবারের জন্য সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণ তাঁর এই বদান্যতাকে খুব ভালভাবে গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

একদল লোক যানজীদের নিকট খাদ্য সরবরাহ করছিল বাহির থেকে। আবুল আব্বাস তা দেখে তাদের উপর আক্রমণ চালান এবং তাদেরকে পরাস্ত করে হত্যা করেন এবং খাদ্য

সামগ্রীর চালান দখল করে নেন। এক পর্যায়ে আবুল আব্বাস যানজী সেনাপতি বাহবূয ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে পরাস্ত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তার নিহত হওয়া মুসলমানদের জন্য একটি বড় অগ্রগতি। কারণ সে ছিল যানজীদের মধ্যে অন্যতম দুর্ধর্ষ সেনাপতি। ইতিমধ্যে আমর ইব্ন লায়ছ উপহাররূপে তিন লক্ষ দীনার, ৪১$\frac{১}{৪}$ কেজি মিসক, ৪১$\frac{১}{৪}$ কেজি আম্বর, ১৬৫ কেজি চন্দন কাঠ, হাজার দীনার মূল্যের রূপা, উন্নতমানের বস্ত্র সামগ্রী এবং বহু দাস-দাসী আবূ আহ্‌মদের নিকট প্রেরণ করে।

এই হিজরী সনে রোমান সম্রাট ইব্ন সাকলাবিয়া 'মালতিয়া' প্রদেশে আক্রমণ চালায়। সে মালতিয়ার জনগণকে অবরোধ করে রাখে। মারআশের জনগণ তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ফলে ওই খবীছ সম্রাট অবরোধ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই হিজরী সনে ইব্ন তূলূনের অনুগত প্রশাসক ছগূর অঞ্চল থেকে গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করে। সে এই অভিযানে প্রায় সতের হাজার রোমানকে হত্যা করে।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করে পূর্বোল্লেখিত হারূন ইব্ন মুহাম্মদ আল-হাশিমী। আর এই হিজরী সনে আহ্‌মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-খিজিস্তানী নিহত হয়।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আহ্‌মদ ইব্ন সাইয়ার, আহ্‌মদ ইব্ন শায়বান, আহ্‌মদ ইব্ন ইউনুস দাবাবী, ঈসা ইব্ন আহ্‌মদ বালখী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম আল-মিসরী আল-ফকীহ আল-মালিকী। তিনি ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাহচর্যও গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

২৬৯ হিজরী সন

এই হিজরী সনে আল-মুওয়াফফাক বিল্লাহ্ পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন যানজী প্রধানের শহরটি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। তার বহু অংশ ধ্বংস করেও দেন। তাঁর সৈনিকরা ওই শহরে প্রবেশে সক্ষম হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে এক চরম দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কিরতাস নামধারী এক রোমান ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত এক তীর এসে আল-মুওয়াফফাকের সরাসরি বুকে আঘাত করে। তাতে তাঁর প্রায় মৃত্যু ঘটার উপক্রম। চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি তখনও দৃঢ় কণ্ঠে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিতে থাকেন। তিনি কয়েকদিন তাঁর আল-মুওয়াফফাকিয়া শহরে অবস্থান করতঃ চিকিৎসা গ্রহণ করতে থাকেন। এদিকে মুসলমানগণ যানজীদের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা তাঁকে বাগদাদ চলে যাবার পরামর্শ দিল। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। কিন্তু তার রোগ ও অসুস্থতা বেড়েই চলল। এরপর মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন। দয়া করলেন। শাবান মাসে তিনি ওই সংকটময় অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন। অসুস্থতা কাটিয়ে উঠলেন। এতে মুসলমানগণ পরম আনন্দিত হল। তিনি দ্রুত অবরোধ পরিচালনার নির্দেশ

দিন। হায়, ইতিমধ্যেই কিন্তু যানজীরা তাদের বিনষ্ট প্রাচীর মেরামত করে ফেলে। তিনি ওইসব প্রাচীর আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে নির্দেশ দেন তাঁর সেনাবাহিনীকে। তারপর অনবরত অবরোধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওই শহরের পতন হয়। মুসলমানগণ তা জয় করে নেয়। যানজী প্রধান ও তার স্ত্রীদের প্রাসাদ অট্টালিকা ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাদের প্রচুর ধন-সম্পদ মুসলমানগণ দখল করে নেয়। তা এত বেশি ছিল যা বর্ণনাতীত। যানজী রমণীদেরকে বন্দী করা হয়। তাদের হাতে আটক থাকা মুসলিম নারী ও শিশুদেরকে উদ্ধার করতঃ সসম্মানে নিজ নিজ পরিবারের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। যানজী প্রধান পূর্ব দিকে পালিয়ে যায়। বাহির থেকে সাহায্য আসার সুবিধার্থে সে পুল ও সেতু নির্মাণ করে। আল-মুওয়াফফাক ওই সব সেতু ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ দেন। এই হিজরী সনের শেষ পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে পূর্বাঞ্চল ও মুসলমানদের পদানত হয়। সেখানকার ধন-সম্পদ, পশু-পাখি মুসলমানদের দখলে আসে। কুলাঙ্গার যানজী প্রধান তার স্ত্রী, পুত্র ও ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে। আল-মুওয়াফফাক এসব কিছু কবজা করে নেন। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ। ইব্‌ন জারীর তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আছীর তাঁর সারাংশ উল্লেখ করেছেন। আর ইব্‌ন কাছীর তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

খলীফা মু'তামিদ দেখলেন যে, তাঁর ভাই আবূ আহ্‌মদ আল-মুওয়াফফাক এখন খিলাফত বিষয়ক সকল কর্মে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। যেন তিনি হাকিম, আদেশ দাতা ও নিষেধকারী। বিদেশী দূত আসে তাঁর নিকট। খাজনা ও কর জমা হয় তাঁর নিকট। তিনিই গভর্নর, প্রশাসক নিয়োগ দেন, বরখাস্ত করেন। এই পরিস্থিতিতে খলীফা ঈর্ষান্বিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে শাসনকর্তা ইব্‌ন তূলূনকে তাঁর ক্ষোভের কথা লিখিতভাবে অবগত করেন। ইব্‌ন তূলূন খলীফাকে পরামর্শ দেয় যে, খলীফা যেন তার নিকট মিসরে চলে আসেন। তখন ইব্‌ন তূলূন খলীফাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। স্বীয় ভ্রাতার গীবত ও সমালোচনাকে সে মোক্ষম সুযোগরূপে গ্রহণ করে। পরামর্শ অনুযায়ী খলীফা আল-মু'তামিদ জমাদিউল আউয়াল মাসে একদল সৈনিকসহ যাত্রা করেন। তাঁদেরকে বরণ করে নেয়ার জন্য ইব্‌ন তূলূন 'রাককা' নামক স্থানে এক দল সৈন্য নিয়োজিত করে রাখে। খলীফা যখন মাওসিলের শাসক ইসহাক ইব্‌ন কিনদাজের সাথে দেখা করেন তিনি তখন খলীফা ইব্‌ন তূলূনের নিকট গমনকে নিরুৎসাহিত করে। খলীফার সাথিগণকে বোকা ও মুর্খ বলে ভর্ৎসনা করে এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ পদক্ষেপের জন্য খলীফাকেও মন্দ বলে। এরপর খলীফাকে সামাররা ফিরে যেতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে খলীফা ও তাঁর সহযাত্রীরা সামাররাতে ফিরে আসে। আল-মুওয়াফফাক এই সংবাদ অবগত হয়ে ইসহাক ইব্‌ন কিনদাজের এই প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাকে ইব্‌ন তূলূনের শাসনাধীন আফ্রিকার শেষ সীমা পর্যন্ত সমগ্র এলাকার শাসনকর্তা বানিয়ে দেন এবং ভ্রাতা খলীফার নিকট পত্র লিখে জানিয়ে দেন তিনি যেন ইব্‌ন তূলূনকে সাধারণ বাসস্থানে আশ্রয় দেন। খলীফা মু'তামিদের এই নির্দেশ পালন ছাড়া গতি ছিল

না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নিতে হয়েছে। ইতোপূর্বে ইব্‌ন তূলূন খুতবাতে মুওয়াফফাকের নাম উচ্চারণ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং রাজকীয় পোশাক থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়েছিল।

এই হিজরী সনের যিলকদ মাসে মুওয়াফফাকের অনুসারিগণ এবং ইব্‌ন তূলূনের অনুসারিগণের মধ্যে মক্কায় সংঘর্ষ হয়। ইব্‌ন তূলূনের প্রায় ২০০ জন অনুসারী নিহত হয়। অন্যরা পালিয়ে যায়। মুওয়াফফাকের অনুসারিগণ তাদের নিকট থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ দখল করে নেয়। এই হিজরী সনে আরব বেদুঈনরা হাজীদের উপর হামলা করে এবং মালপত্রসহ প্রায় পাঁচ হাজার উট লুট করে নিয়ে যায়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবরাহীম ইব্‌ন মুনকিয আল-কিনানী। মু'তাসিমের মুক্ত দাস আহ্‌মদ ইব্‌ন খাল্লাদ। এই লোক মুতাযিলী সম্প্রদায়ের প্রচারক ও তার প্রতি আহ্বানকারী ছিল। জাকির ইব্‌ন মা'শার মুতাযিলী থেকে সে কালাম শাস্ত্র বা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে দীক্ষা নেয়। সুলায়মান ইব্‌ন হাফস মুতাযিলী এবং আবূ হুযায়ল আল-আল্লাফ থেকেও সে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন আরমিনিয়া ও দিয়ারে বকরের গভর্নর ঈসা ইব্‌ন শায়খ ইব্‌ন সালাল শায়বানী। আবূ ফারওয়া ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রাহাবী। ইনি একজন দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী।

২৭০ হিজরী সন

এই হিজরী সনে অভিশপ্ত যানজী প্রধান নিহত হয়। ঘটনা এই যে, মুওয়াফফাক কর্তৃক যানজী প্রধানের শহর আল-মুখতারা ধ্বংস করা, সেখানকার ধন-সম্পদ দখল করা, যানজীদেরকে হত্যা ও তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে যানজী প্রধান ওই শহর থেকে পালিয়ে যায়। হয়রান-পেরেশান ও বিতাড়িত হয়ে সে শহর থেকে শহরে পালাতে থাকে। এই সময়ে আল-মুওয়াফফাক তাঁর শহর আল-মুওয়াফফাকিয়াতে ফিরে আসেন। ইত্যবসরে আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূনের এক ক্রীতদাস লু'লুয়া স্বপক্ষ ত্যাগ করে আল-মুওয়াফফাকের নিকট পালিয়ে আসে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তার আগমনের এই ঘটনা ঘটে এই হিজরী সনের মুহাররম মাসের ৩ তারিখে। আল-মুওয়াফফাক তাকে সাদরে বরণ করে নেন। তাকে সম্মান দেখান। উপহার ও পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং যানজী প্রধানকে হত্যার জন্য তাকে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করেন। তার পেছনে আল-মুওয়াফফাক নিজে এক বিশাল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। তাদের লক্ষ্য অভিশপ্ত খবীছ যানজী প্রধানকে হত্যা করা। সে তখন অন্য এক শহরে নিরাপত্তা বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করছিল। আল-মুওয়াফফাক বাহিনী তাকে সেখানে অবরোধ করে রেখেছিল। অবিরাম অবরোধ চলছিল। শেষ পর্যন্ত এল সেই কাঙ্ক্ষিত ও কাম্য সময়। লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় তাকে সেখান থেকে বের করে আনা হল। ওখানে থাকা তার সকল ধন-সম্পদ জব্দ করা হল। এরপর সৈনিকদেরকে পাঠানো হল এই খবীছের ও অভিশপ্তের প্রহরীদেরকে ধরে আনার জন্য। তারা তার সাধারণ ও বিশেষ সকল প্রহরীকে

গ্রেফতার করল। তাদের অন্যতম ছিল সুলায়মান ইব্‌ন জামি। তার গ্রেফতারে মুসলিম বাহিনী আনন্দে ফেটে পড়ে। তারা তাকবীর ধ্বনি ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। এই সাহায্য ও বিজয়ে তারা পরম আনন্দ লাভ করে। ইতিমধ্যে আল-মুওয়াফফাক তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে ওই অভিশপ্ত যানজীর সকল অনুসারীর উপর একযোগে হামলা চালান। তাদেরকে হত্যার ঢেউ বয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সংবাদ পৌছে যায় যে, যানজী প্রধান যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। তূলূনের ক্রীতদাস লু'লুয়া তার কর্তিত মাথা নিয়ে আসে মুওয়াফফাকের নিকট। ওই খবীছের দলত্যাগী সেনাপতিগণ এবং অন্যদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে আল-মুওয়াফফাক যখন নিশ্চিত হন যে, এটি ওই খবীছ যানজী প্রধানের মাথা; তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদায় পড়ে যান। এরপর তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শহর আল-মুওয়াফফাকিয়াতে ফিরে যান। যানজীর মাথা তাঁর সাথে আনীত হয়। সাথে ছিল বন্দী হওয়া যানজী নেতা সুলায়মান ইব্‌ন জামি। এভাবেই তিনি বিজয়ী হয়ে শহরে প্রবেশ করেন। সেই দিনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ও স্মরণযোগ্য দিন। এই দিন পূর্ব-পশ্চিম সকল অঞ্চলের মুসলমান পরম আনন্দ লাভ করেছিল। এরপর যানজী প্রধানের পুত্র ইনকিলানীকে বন্দী করে আনা হয়। যানজীদের পক্ষে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টিকারী আবান ইব্‌ন আলী মুহাল্লাবীকেও ধরে আনা হয়। তাদের সাথে ছিল আরো প্রায় পাঁচ হাজার বন্দী। ফলে মুসলমানগণ খুশিতে বাগ বাগ। আনন্দে আত্মহারা। আল-মুওয়াফফাকের বক্ষে বর্শা নিক্ষেপকারী কিরতাস ওই অঞ্চল ছেড়ে রামহরমুয চলে যায়। তাকেও ধরে ফেলা হয় এবং আল-মুওয়াফফাকের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। মুওয়াফফাকের পুত্র আবুল আব্বাস আল-আহ্‌মদ তাকে হত্যা করে। অবশিষ্ট যানজীরা তাওবা করে এবং নিরাপত্তা প্রাপ্তির দরখাস্ত করে। আল-মুওয়াফফাক তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা দিয়ে দেন যে, যানজীর অত্যাচার নির্যাতনের কারণে যারা নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা যেন নিজ নিজ ঘর-বাড়ি ও পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যায়। এরপর আল-মুওয়াফফাক বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। তদীয় পুত্র আবুল আব্বাস ছিলেন তাঁর সম্মুখে। তাঁর হাতে অভিশপ্ত যানজী প্রধানের কর্তিত মাথা। উন্মুক্তভাবে নিয়ে আসা হচ্ছিল যাতে জনসাধারণ তা দেখতে পায়। এই হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল মাসের ১২ দিন বাকী থাকতে তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন। এটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। মিথ্যাবাদী অভিশপ্ত যানজীদের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা এভাবে নির্মূল হল। তার উত্থান ও প্রকাশ ঘটেছিল ২৫৫ হিজরী সনের রমাযান মাসের ৪ দিন বাকী থাকতে এক বুধবার। তার পতন ও মৃত্যু হল ২৭০ হিজরী সনের সফর মাসের ২ তারিখ শনিবার। তার তৎপরতা ও রাজত্বের মেয়াদ ছিল ১৪ বছর ৪ মাস ৬ দিন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

খবীছ ও অভিশপ্ত যানজীদের পতন ও তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় সম্পর্কে অনেক কবিতা ও কাব্য রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আসলামীর নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখযোগ্য :

اَقُوْلُ وَقَدْ جَاءَ الْبَشِيْرُ بِوَقْعَهِ - اَعَزَّتْ مِنَ الاِسْلاَمِ مَاكَانَ وَاهِيَا ·

"আমি বলছি যে, সুসংবাদদাতা এমন এক ঘটনার সংবাদ নিয়ে এসেছে যে ঘটনা ইসলামকে বিজয়ী করে দিয়েছে তার বিপন্ন হবার পর।"

جَزَى اللّٰهُ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ بَعْدَمَا - اُبِيْحَ حِمَاهُمْ خَيْرَ مَاكَانَ جَازِيًا ·

"উত্তম মানুষ আল-মুওয়াফফাককে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন। কারণ মানুষের নিরাপত্তা বিনষ্ট হবার পর তিনি মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

تَفَرَّدَ اِذْ لَمْ يَنْصُرِ اللّٰهَ نَاصِرُ - بِتَجْدِيْدِ دِيْنٍ كَانَ اَصْبَحَ بَالِيًا ·

"আল্লাহ্র দীন পুরাতন ও অসহায় হয়ে যাবার পর যখন কোন সাহায্যকারীই তা নবায়ন ও সংস্কারের পথে আল্লাহ্কে সাহায্য করেনি তখন আল-মুওয়াফফাক একা সেই পথে অবতীর্ণ হল।"

وَتَشْدِيْدُ مُلْكٍ قَدْ وُهِيَ بَعْدَ عِزَّةٍ - وَاَخْذُ بِثَارَاتٍ تَبِيْرُ الأَعَادِيَا ·

"রাজত্ব ও খিলাফত রমরমা ও জৌলুসপূর্ণ থাকার পর যখন দুর্বল হয়ে পড়ল তখন সেটিকে শক্তিশালী করার জন্য যখন কেউ এগিয়ে এল না, শত্রুর উপর আক্রমণ করে প্রতিশোধ গ্রহণে যখন কেউ অগ্রসর হল না তখন একা আল-মুওয়াফফাকই অগ্রসর হলেন।"

وَرَدُّ عِمَارَاتٍ اُزِيْلَتْ وَاُخْرِبَتْ - لِيَرْجِعَ فَيْئٌ قَدْ تَخَرَّمَ وَافِيًا ·

"ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত ইমারত ও দালানকোঠা পুনঃনির্মাণে যখন কেউ পদক্ষেপ নিল না তখন তিনিই সেই পদক্ষেপ নিলেন।"

وَتَرْجِعُ اَمْصَادُ اُبِيْحَتْ وَاُحْرِقَتْ - مِرَارًا وَقَدْ اَمْسَتْ قَوَاءً عَوَافِيَا ·

"শহর-নগরগুলো বার বার হামলা ও আক্রমণে যখন জ্বলে-পুড়ে ছারখার বিরান ভূমি তখন মুওয়াফফাক ব্যতীত কেউ সেগুলো পুনঃনির্মাণে ভূমিকা নেয়নি।"

وَيُشْفِيْ صُدُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِوَقْعَةٍ - تَقَرُّبِهَا مِنَّا الْعُيُوْنُ الْبَوَاكِيَا ·

"এমন ঘটনা ঘটাবার সাহস তিনি ব্যতীত কেউ দেখাননি যেই ঘটনা মুসলমানদের মনে শান্তি এনে দেয় যে, ঘটনার মাধ্যমে আমাদের অশ্রু বিসর্জনকারী চক্ষু শান্তি পায়, শীতল হয়।"

وَيُتْلَى كِتَابُ اللّٰهِ فِيْ كُلِّ مَسْجِدٍ - وَيُلْقِى دُعَاءُ الطَّالِبِيْنَ خَاسِيًا ·

"এখন তো প্রত্যেক মসজিদে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত হচ্ছে। প্রার্থনাকারী বিনয়ীদের দুআ ও প্রার্থনা অবারিত হচ্ছে।"

فَاَعْرَضَ مَنْ اَحْبَابِهِ وَنَعِيْمِهِ - وَعَنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا وَاَصْبَحَ غَازِيًا ·

"আল-মুওয়াফফাক ইসলামের শৌর্য-বীর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্যাতিত-অত্যাচারিত মানবকুলের মুক্তির লক্ষ্যে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মায়ার বাঁধন ছেড়েছেন, আরাম-আয়েশ

বিসর্জন দিয়েছেন। বিলাস-বৈভব ত্যাগ করেছেন এবং তিনি যুদ্ধ বিজয়ী গাযীতে পরিণত হয়েছেন।"

এই হিজরী সনে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য বহর নিয়ে রোমানগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসে। তারা তরসূসের নিকটবর্তী এক স্থানে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। তাদের প্রতিরোধের জন্য মুসলমানগণ এগিয়ে যায়। রাতেই তারা রোমান সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে। এক রাতে প্রায় ৭০ হাজার রোমান সৈন্যকে তারা হত্যা করে। আলহামদুলিল্লাহ্। তাদের প্রধান সেনাপতিও ওই আক্রমনে নিহত হয়। অবশিষ্টদের অধিকাংশই আহত ও যখমপ্রাপ্ত হয়। মুসলমানগণ অনেক শত্রু সম্পদ দখল করে। তার মধ্যে ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত সাতটি ক্রুশ মূর্তি এবং হীরা মুক্তা খচিত স্বর্ণ নির্মিত তাদের প্রধান ক্রুশ। স্বর্ণ নির্মিত চারটি বিশাল বিশাল চেয়ার। রৌপ্য নির্মিত দুশ চেয়ার। বহু বাসন-কোসন ও তৈজসপত্র। রেশমের দশ হাজার পোশাক। আরো অন্যান্য প্রচুর মালামাল। ১৫ হাজার পশু, অস্ত্র-শস্ত্র ও তরবারি।

এই হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় :

আহ্মদ ইব্ন তূলূন

তাঁর নাম আহ্মদ ইব্ন তূলূন। উপনাম আবুল আব্বাস। মিসর অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং তূলূনী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এটি নির্মাণ করে তূলূনের পুত্র আহ্মদ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দামেশক, আওয়াসিম ও ছুগূরে রাজত্ব করেন।[১] তাঁর পিতা তূলূন ছিলেন সেই তুর্কীদের অন্যতম যাদেরকে বুখারার শাসনকর্তা নূহ ইব্ন আসাদ সামানী ২০০ হিজরী সনে খলীফা মা'মূনের নিকট প্রেরণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, যাদেরকে ১৯০ হিজরী সনে হারূন-অর-রশিদের নিকট প্রেরণ করেন। ২১৪ হিজরী সনে আলোচ্য আহমদের জন্ম হয়। তাঁর পিতা তূলূন ২৩০ হিজরী সনে মতান্তরে ২৪০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন যে, তূলূন মূলত আহ্মদের আপন পিতা ছিলেন না বরং পালক পিতা ছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। কথিত আছে যে, আহ্মদ মূলত হাশিম নামক এক তুর্কী ক্রীতদাসীর সন্তান। তবে তিনি লালিত পালিত হন পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশে। শৈশবে তিনি কুরআন মজীদ শিক্ষা করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। অন্য তুর্কী ছেলেমেয়েরা যেসব নোংরা ও মন্দ কাজে লিপ্ত হত তিনি সেগুলো ঘৃণা করতেন এবং ওদের সমালোচনা করতেন। অথচ তাঁর মাতা ছিলেন ক্রীতদাসী। নাম হাশিম। ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন, কতক মিসরী শায়খ থেকে যে, তূলূন তাঁর প্রকৃত পিতা ছিলেন না। তিনি বরং তূলূনের পোষ্য পুত্র। তাঁর দীনদারী, সততা, সুললিত ও মধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত, বুদ্ধিমত্তা ও শৈশব থেকে পরিচ্ছন্নতা প্রেমী হবার কারণে তূলূন তাঁকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

---

১. আওয়াসিম ও ছুগূর : শত্রুদের আক্রমণ থেকে মুসলিম শহর ও জনপদসমূহকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে খলীফাগণ কর্তৃক নির্মিত দুর্গসমূহ।

একদিন ঘটনাক্রমে তূলূন আহ্মদকে পাঠান রাজভবনে কোন এক জরুরী কাজ সম্পাদনের জন্য। আহ্মদ সেখানে গিয়ে দেখতে পায় যে, তূলূনের এক প্রেমিকা জনৈক খাদেমের সাথে অশ্লীল কাজে নিয়োজিত। আহ্মদ তার নির্ধারিত কাজ সেরে দ্রুত ফিরে আসে। খাদেম ও পরিচারিকার কোন কিছুই সে তূলূনকে জানায়নি। কিন্তু প্রেমিকা পরিচারিকা সন্দেহ করে যে, আহ্মদ সব ঘটনা সম্রাট তূলূনকে জানিয়ে দিয়েছে। সে তূলূনের নিকট আগমন করে এবং বলে যে, আহ্মদ আমার নিকট এসেছিল একটু আগে অমুক জায়গায়। সে আমাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। একথা বলে সে তার প্রাসাদের দিকে চলে যায়। বাদশার নিকট তার কথা সত্য বলে মনে হয়। তিনি আহ্মদকে তলব করেন। তার হাতে একটি মোহরাংকিত সীলকৃত চিঠি দিয়ে বলেন এটি অমুক সেনাপতির হাতে পৌঁছে দেবে। ওই রাজ-প্রেমিকা বাদশাকে কী বলেছে তার কিছুই আহ্মদের জানা ছিল না। ওই চিঠিতে লেখা ছিল যে, এই পত্রবাহক তোমার নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে, হত্যা করবে এবং অবিলম্বে তার খণ্ডিত মস্তক আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে। আহ্মদ চিঠি নিয়ে যাত্রা করল। চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে মোটেই অবগত ছিল না। যাবার পথে ওই পরিচারিকার সাথে তার দেখা হয়। সে আহ্মদকে কাছে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। সে বলে আমি এই পত্র পৌঁছানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছি। পরিচারিকা বলে, তুমি আমার নিকট আস, তোমাকে আমাকে খুবই দরকার। তার উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটকে দেয়া তার মিথ্যা অভিযোগটাকে আরো সুদৃঢ় করা। সে আহ্মদকে আটকে রেখে তার পক্ষ থেকে পরিচারিকার নিকট একটি চিঠি লেখানোর কাজে ব্যস্ত রাখল। আর আহ্মদের নিকট থেকে সম্রাটের চিঠিটি নিয়ে তার সাথে অশ্লীল কাজে নিয়োজিত থাকা খাদেমের মাধ্যমে নির্ধারিত আমীরের নিকট পাঠিয়ে দিল। পরিচারিকা মনে করেছিল যে, এই চিঠি পৌঁছানোর পর প্রচুর ইনাম ও বখশিশ মিলবে। সে চেয়েছিল এই বখশিশ যেন তার প্রিয় খাদেমটি পায়। খাদেমটি এই চিঠি নিয়ে নির্ধারিত সেনাপতির নিকট হস্তান্তর করে। চিঠি পাঠ করার পর ওই সেনাপতি পত্রবাহক খাদেমকে ডেকে এনে হত্যা করে এবং তার খণ্ডিত মস্তক বাদশা তূলূনের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এতে বাদশা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান এবং বলেন, আহ্মদ কোথায়? তিনি তাকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি এখান থেকে বের হবার পর কোথায় গিয়েছ, কী করেছ সব আমাকে জানাও। আহ্মদ সব কিছু তাঁকে জানাল। ওই পরিচারিকা যখন শুনতে পেল যে, তার প্রিয় খাদেমের মস্তক বাদশা তূলূনের নিকট পাঠানো হয়েছে তখন সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছে যে, বাদশা তাদের অপকর্মের কথা জেনে গিয়েছেন। সে বাদশার দরবারে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সত্য ঘটনা স্বীকার করে। আহ্মদকে অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেয়। তখন বাদশা আহ্মদকে আরো প্রিয় ও আপন লোকরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরে বাদশা সেই হবে বলে ঘোষণা করেন।

এরপর খলীফা আল-মুতায্য তাকে মিসর অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করেন। ২৫৪ হিজরী সনের রমাযান মাসের ৭ দিন বাকী থাকতে বুধবার আহ্মদ ইব্ন তূলূন মিসর গমন করেন।

স্থানীয় জনগণের প্রতি তিনি খুব ভাল আচরণ করেন। বায়তুল মাল থেকে এবং অন্যান্য সদকা খাত থেকে তিনি জনগণকে অনেক দান খয়রাত করেন। কোন কোন বছর তিনি মিসরে ৪০ লক্ষ দীনারের ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। তিনি সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাতে এক লক্ষ বিশ হাজার দীনার ব্যয় হয়। ২৬৬ হিজরী সনে মতান্তরে ২৫৭ হিজরী সনে ওই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ শেষ হয়। তাঁর একটি ভোজনালয় ছিল। প্রতিদিন সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণির বহু লোকজন সেখানে ভোজনে অংশ নিত। তিনি তাঁর নির্ভেজাল ও হালাল মাল থেকে প্রতি মাসে হাজার দীনার দান সদকা করতেন। তাঁর এক কর্মচারী একদিন তাঁকে বলেছিল, জনাব একজন মহিলা নিয়মিত এখানে আসে। সে ইযার পরিহিতা। তার চেহারা-সুরত ও অবস্থা ভাল মনে হয়। সে আমার নিকট সাহায্য চায়, আমি কি তাকে দান খয়রাত দিব? উত্তরে আহ্মদ বললেন, যে কেউই তোমার নিকট হাত পাতবে তুমি তাকে দান করবে।

আহ্মদ একজন ভাল হাফিযে কুরআন ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয়। ইব্ন খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ঠাণ্ডা মাথায় তিনি প্রায় আঠার হাজার লোককে হত্যা করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তিনি 'মারিস্তান' নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে ব্যয় হয় প্রায় ৬০ হাজার দীনার। 'আল-মায়দান' নামক শহর প্রতিষ্ঠায় তাঁর ব্যয় হয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দীনার। তিনি খুবই সদকা করতেন। ইহসান ও অনুগ্রহ করতেন। ২৬৪ হিজরী সনে দামেশকের শাসনকর্তা মাখূরের মৃত্যুর পর তিনি দামেশকের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। সেখানেও তিনি জনসাধারণের প্রতি ভাল আচরণ করেন। ঘটনাক্রমে একবার মারয়াম গির্জায় আগুন ধরে যায়। ওই আগুন নিভানোর জন্য তিনি নিজে ছুটে যান। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ যুরআ আবদুর রহমান ইব্ন আমর হাফিযে দামেশকী এবং তাঁর সচিব আবূ আবদুল্লাহ্ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-ওয়াসিতী। তিনি তাঁর সচিবকে নির্দেশ দিলেন তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৭০ হাজার দীনার ওই মহল্লার লোকদেরকে দিয়ে দিতে। তারা পুড়ে যাওয়া গির্জা মেরামত করবে এবং নষ্ট হওয়া মালামাল পুনঃ সংগ্রহ করবে। সচিব তাই করল। নির্দেশিত পূর্ণ অর্থ বরাদ্দ করল। ওই অর্থে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত গির্জা মেরামত ও মালামাল সংগ্রহ করার পর ১৪ হাজার দীনার অবশিষ্ট রয়ে গেল। এরপর তিনি ওই অর্থ তাদের মধ্যে মাথাপিছু হিসেব করে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর দামেশকের গরীব ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার জন্য একটি বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ করলেন। এতে প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তি কমপক্ষে এক দীনার করে পেল। এরপর আহ্মদ ইব্ন তূলূন ইনতাকিয়া প্রদেশে গমন করেন। ওই এলাকা অবরোধ আরোপ করেন। সেখানকার শাসনকর্তাকে হত্যা করে ওই শহর দখল করেন।

এই হিজরী সনের যিলকদ মাসের প্রথম দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মহিষের দুধ পান করতে পছন্দ করতেন। ওই দুধ থেকে তাঁর শরীরে রোগ সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করে

এবং তাঁকে মহিষের দুধ পান করতে নিষেধ করে। তিনি ওই নিষেধাজ্ঞা মানেননি। চুপি চুপি ও গোপনে তিনি মহিষের দুধ পান করতেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ও পশু-প্রাণি রেখে যান। যার মূল্য প্রায় এক কোটি দীনার। প্রচুর রৌপ্যও রেখে যান। তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল ৩৩ জন। তার মধ্যে সতেরজন ছিল ছেলে। পরবর্তীতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় পুত্র খুমারাবিয়া। তাঁর মুক্ত করা দাসের সংখ্যা ছিল ৭০০০। ঘোড়া, গাধা, খচ্চর এবং উট মিলিয়ে ছিল প্রায় ৭০ হাজার। কেউ কেউ বলেছেন, তারও বেশি। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, খলীফা ভ্রাতা আল-মুওয়াফফাক যানজী প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত থাকায় আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূন এতগুলো শহর-নগরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পান। আল-মুওয়াফফাক ছিলেন তদীয় ভ্রাতা খলীফা আল-মু'তামিদের উপ প্রধানমন্ত্রী।

এই হিজরীতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের মধ্যে আছেন :

আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল করীম ইব্‌ন সাহল

তিনি "কিতাবুল খারাজের" রচয়িতা। এটি বলেছেন ইব্‌ন খাল্লিকান। আরো মারা যান আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বারকী। উসায়দ ইব্‌ন আসিম আল-জামাল। বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা আল-মিসরী। ইনি ইন্তিকাল করেন যিলহজ্জ মাসে।

হাসান ইব্‌ন যায়দ আলাবী

তিনি তাবারিস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন। এই হিজরী সনের রজব মাসে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তাঁর শাসনকাল ছিল ১৯ বছর ৮ মাস ৬ দিন। তাঁর পরে ওই অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ। এই হাসান ইব্‌ন যায়দ একজন দানশীল, মহানুভব ও ফিক্‌হ শাস্ত্র ও আরবী ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। একবার এক কবি তাঁর প্রশংসা করে বলেছিল : اَللّٰهُ فَرْدٌ وَابْنُ زَيْدٍ فَرْدٌ "আল্লাহ্ একক এবং ইব্‌ন যায়দও একক।" এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, থাম, থাম, আল্লাহ্ তোমার মুখ বন্ধ করে দিন। তুমি এমনটি বললে না কেন : اَللّٰهُ فَرْدٌ وَابْنُ زَيْدٍ عَبْدٌ "আল্লাহ্ একক আর ইব্‌ন যায়দ তাঁর বান্দা, গোলাম, দাস। এরপর তিনি তাঁর আসন থেকে নেমে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হলেন। তাঁর কপাল মাটিতে ঘষতে লাগলেন এবং ওই কবিকে তিনি কোনই পুরস্কার দিলেন না। কেউ কেউ এভাবে কবিতার প্রথম পঙক্তিতে তাঁর প্রশংসা করেছিল :

لاَ تَقُلْ بُشْرٰى وَلٰكِنْ بُشْرَيَانِ - غُرَّةُ الدَّاعِىْ وَيَوْمُ الْمِهْرَجَانِ ٠

"তুমি একটা সুসংবাদ বলো না, বরং এখানে দুটি সুসংবাদ একত্রিত হয়েছে আহ্বানকারীর ঔজ্জ্বল্য আর মেহেরজান দিবসের উৎসব।"

এই পঙক্তি শুনে তিনি বললেন, তুমি যদি পঙক্তির শেষ অংশটাকে প্রথম অংশরূপে ব্যবহার করতে তবে তা ভাল হত। কারণ لا বর্ণ দ্বারা কবিতার সূচনা করা সৌন্দর্য বিবর্জিত।

তখন কবি তাঁকে বলল, দুনিয়াতে لا اله الا الله অপেক্ষা উত্তম ও ভাল কোন বক্তব্য, বাণী ও কবিতা নেই। তখন ইব্‌ন যায়দ বললো, হ্যাঁ তাই বটে, তুমি ঠিকই বলেছে। এরপর তিনি তাকে পুরস্কৃত করার নির্দেশ দিলেন। এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আফফান আল-আমিরী।

দাঊদ ইব্‌ন আলী

দাঊদ ইব্‌ন আলী আল-ইস্পাহানী আল-বাগদাদী। তিনি আহলে যাহির মাযহাবের ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হাদীস গ্রহণ করেন আবূ ছাওর, ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা আল-কা'নাবী, মুসাদ্দাদ ইব্‌ন সারহাদ ও অন্যদের নিকট থেকে। তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র ফকীহ্ আবূ বকর ইব্‌ন দাঊদ, যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া সাজী।

তাঁর সম্পর্কে জীবনীকার খতীব বলেছেন যে, তিনি একজন ফিক্‌হবিদ, দুনিয়াবিরাগী, নির্মোহ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলোতে এমন সব হাদীস ও বক্তব্য রয়েছে যা তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ। এই হিজরী সনে বাগদাদে তাঁর ওফাত হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০০ হিজরী সনে। আবূ ইসহাক সায়রামী তাঁর "তাবাকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতৃভূমি ছিল ইস্পাহান। কিন্তু তাঁর জন্ম হয় কূফাতে। তিনি বড় হন বাগদাদে। বাগদাদে জ্ঞানের ইমামতি ও নেতৃত্ব তাঁর নিকট এসেই শেষ হয়। অর্থাৎ জ্ঞান রাজ্যে তখন তিনিই ইমাম ও নেতা ছিলেন। তাঁর মজলিসে ৪০০ সবুজ শাল-চাদর পরিহিত লোক হাযির হত। তিনি ইমাম শাফিঈ (র)-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন। ইমাম শাফিঈ (র)-এর একটি প্রশংসা পুস্তিকা তিনি রচনা করেন।

অন্যরা বলেছেন যে. দাঊদ যাহিরী খুব ভাল ও সুন্দরভাবে নামায আদায় করতেন। নামাযে তাঁর একাগ্রতা, মনোযোগিতা ও নম্রতা ছিল উল্লেখ করার মত। আযদী বলেন যে, তিনি দাঊদ যাহিরীর হাদীস ত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর হাদীস গ্রহণ করেননি। তবে ইমাম আহ্‌মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে দাঊদ যাহিরীর বিরূপ মন্তব্যের কারণে ইমাম আহ্‌মদ তাঁর সমালোচনা করেছেন। কারণ দাঊদ যাহিরী কুরআন মজীদের শব্দ সৃষ্ট মাখলূক বলে মন্তব্য করতেন। যেমনটি ইমাম বুখারী (র) সম্পর্কে বলা হয়। গ্রন্থাকার বলেন : আমি বলি যে, দাঊদ যাহিরী (র) অন্যতম প্রসিদ্ধ ফিক্‌হবিদ ছিলেন। কিন্তি তিনি নিজেকে বিশুদ্ধ কিয়াস থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। ফলে ফিক্‌হ বিষয়ক অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে সংকট ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। শব্দের বাহ্যিক অর্থের অনুসরণ করার প্রেক্ষিতে কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে মূল অর্থ না বুঝেই মন্তব্য পেশ করতে হয়। কিয়াস পন্থী আলিমগণ এরপর নিজেরা মতভেদ করেছেন যে, যেই মাসআলায় দাঊদ যাহিরীর ভিন্ন মত রয়েছে অন্য সকলে একমত হলে সেই মাসআলায় "ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত" হয়েছে বলা যাবে কিনা। অবশ্য এখানে সেটির বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

এই হিজরী সনে আরো যারা মারা যান ইমাম শাফিঈ (র)-এর শিষ্য রাবী ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী। "طبقات الشافعية" গ্রন্থে আমরা তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। কাযী বাক্কার ইব্ন কুতায়ন। তিনি মিসরীয় অঞ্চলের বিচারক ছিলেন ২৪৬ হিজরী থেকে। এরপর আহ্মদ ইব্ন তূলূন তাঁকে বন্দী করেন এবং ২৭০ হিজরী সনে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল এই জন্য যে, তিনি আল-মুওয়াফফাকের আনুগত্য ত্যাগ করেননি। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, ইবাদতকারী, নির্মোহ, প্রচুর কুরআন তিলাওয়াতকারী ও আত্মসমালোচক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পরে ৩ বছর যাবৎ মিসরের বিচারকের পদ শূন্য থাকে।

ইব্ন কুতায়বা দীনাওয়ারী

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা দীনাওয়ারী। তিনি দীনাওয়ার অঞ্চলের বিচারক ছিলেন। একজন অভিজ্ঞ ব্যাকরণবিদ ও ভাষা বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর পরিচিত ছিল। বহু কল্যাণমূলক জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তিনি বাগদাদে অবস্থান করতেন। সেখানে হাদীস গ্রহণ করেন ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ ও তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ থেকে। ভাষা জ্ঞান গ্রহণ করেন আবূ হাতিম সিজিস্তানী ও তাঁর সমকালীন ভাষাবিদগণের নিকট থেকে। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কিতাব 'আল-মাআরিফ'। আদাবুল কাতিব, আবূ মুহাম্মদ ইব্ন সাইয়িদ বাতলিবুসী এটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিতাব মুশকিলুল কুরআন ওয়াল হাদীস, গারীবুল কুরআন ওয়াল হাদীস, উয়ূনুল আখবার, ইসলাহুল গালাত, কিতাবুল খায়ল, কিতাবুল আনওয়ার, কিতাবুল মুসালসাল ওয়াল জাওয়াবাত, কিতাবুল মায়সির ওয়াল কিদাহ ইত্যাদি। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ২৭০ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ২৭১ হিজরী সনে তিনি মারা যান। তাঁর জন্ম হয়েছিল ২১৩ হিজরী সনে। তাঁর বয়স ৬০ বছরের বেশি হয়েছিল না। তাঁর পুত্র আহ্মদ তাঁর সকল গ্রন্থ তাঁর বরাতে বর্ণনা করেছেন। ৩২১ হিজরী সনে পুত্র আহ্মদ মিসরের বিচারক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর এক বছর পর মিসরেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

এই হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্তদের মধ্যে আরো আছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন জা'ফর আল-সাফফার। মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারাত। মুসআব ইব্ন আহ্মদ আবূ আহ্মদ সূফী। ইনি জুনায়দ আল-বাগদাদীর সহযোগী ছিলেন। রোমান সম্রাট অভিশপ্ত ইব্ন সাকলাবিয়া এই হিজরী সনে মারা যায়। এই হিজরী সনে ইসমাঈল ইব্ন মূসা স্পেনের "লারদ" শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

২৭১ হিজরী সন

এই হিজরী সনে খলীফা আল-মু'তামিদ খুরাসানের গভর্নর আমর ইব্ন লায়ছকে বরখাস্ত করেন এবং খুতবাতে তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণের নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ ইব্ন তাহিরকে

তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন। আমর ইব্‌ন লায়ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। কিন্তু আহ্‌মদ ইব্‌ন লায়ছ তাদেরকে পরাজিত করে। এই হিজরী সনে আবূ আহ্‌মদ আল-মুওয়াফফাকের পুত্র আবুল আব্বাসের মধ্যে এবং আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূনের পুত্র খুমারাবিয়া-এর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কারণ আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খুমারাবিয়া মিসর ও সিরিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য খলীফার পক্ষ থেকে এক সেনা বহর পাঠানো হয়। ওই বহরে সেনাপতি ছিল জাযীরার গভর্নর ইসহাক ইব্‌ন কিনদা এবং ইব্‌ন আবূ সাজ। 'বিটরাজ' নামক স্থানে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। খুমারাবিয়া সিরিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। সরকারি সৈন্যগণ মুওয়াফফাক পুত্র আবুল আব্বাসের সাহায্য কামনা করে। আবুল আব্বাস আগমন করেন। তারা সম্মিলিত আক্রমণে খুমারাবিয়াকে পরাজিত করে এবং দামেশকে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর তারা খুমারাবিয়াকে তাড়া করে রামাল্লা-এর দিকে এগিয়ে যায়। এক জলাধারের নিকট তারা তার নাগাল পায়। সেখান কতক মিল শ্রমিক বসবাস করত। সেখানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধের নাম 'তাওয়াহীনের যুদ্ধ'। যুদ্ধে প্রথম দিকে আবুল আব্বাসের জয় হয়েছিল। সে খুমারাবিয়াকে পরাজিত করে। খুমারাবিয়া কোনদিক না তাকিয়ে সোজা মিসরে পালিয়ে যায়। তারপর আবুল আব্বাস ও তার সৈন্যরা লুটতরাজে ও শত্রু সম্পত্তি দখলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে লুকিয়ে থাকা মিসরীয় সৈন্যরা তাদের উপর আক্রমণ করে এবং আবুল আব্বাসের অনুসারী বহু সৈন্যকে হত্যা করে। এবার তারা পরাজিত হয়। আবুল আব্বাস পালিয়ে দামেশকে চলে যান। কিন্তু দামেশকের লোকজন তাঁর জন্য দামেশকের দরজা খোলেনি। তিনি তরসূস চলে যান। এদিকে মিসরীয় ও ইরাকী সৈন্যগণ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। কোন পক্ষেরই সেনাপতি উপস্থিত নেই। শেষ পর্যন্ত মিসরীয়দের জয় হয়। কারণ তারা খুমারাবিয়া-এর ভাই আবুল আশায়িরকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল। এ কারণে তারা জয়ী হয় এবং দামেশকসহ সমগ্র সিরিয়াতে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি আশ্চর্যজনক যুদ্ধ বটে।

পাশ্চাত্য শহর আন্দালুসে (আন্দালুসিয়া) এই হিজরী সনে বহুবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই হিজরী সনে হুসায়ন ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের দুপুত্র মুহাম্মদ এবং আলী মদীনা শরীফে প্রবেশ করে। তারা মদীনার অনেক লোককে হত্যা করে এবং অনেক মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এই সময় চার জুমআ পর্যন্ত মসজিদে নববীতে নামায-কালাম হয়নি। তাদের ভয়ে মানুষ জুমআ এবং জামাআতে হাযির হয়নি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। এই হিজরী সনে মক্কা শরীফেও ফিতনার সৃষ্টি হয়। মসজিদুল হারামের প্রবেশ পথে মানুষ মারামারি ও সংঘাতে লিপ্ত হয়।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন পূর্বোল্লিখিত হারূন ইব্‌ন মূসা।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ দুওয়ারী

ইনি হাদীস শাস্ত্রের পর্যালোচক ও পরীক্ষক ইব্‌ন মুঈন ও অন্যদের ছাত্র ছিলেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মনসূর বসরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্মাদ যাহরানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান আল-আওফী এবং ইউসুফ ইব্‌ন মুসলিম।

মা'মূনের স্ত্রী বূরানী

তিনি খলীফা মা'মূনের স্ত্রী বূরান। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম খাদীজা। বূরান তাঁর উপাধি। প্রথম মন্তব্য অধিকতর বিশুদ্ধ। "ফাম-আল-সুলহি" নামক স্থানে ২০৬ হিজরী সনে মা'মূন তাঁকে বিয়ে করেন। তখন বূরানের বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। সেদিন মহা আনন্দের দিনে বূরানের বাবা মিশক পুঁটলি ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক পুঁটলিতে এক একটি কাগজে একটি গ্রাম কিংবা দাসী কিংবা ক্রীতদাস কিংবা ঘোড়ার নাম লিখে দিয়েছিলেন। যার ভাগে যেই পুঁটলি পড়েছে সে তাতে লিখিত বস্তুর মালিক হয়েছে। এগুলো সেদিন জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেদিন অনেক দীনার, মিশক, পুঁটলি এবং আম্বর, মৃগনাভের বোতল, বিলি-বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। নব বর মা'মূন ও তাঁর সঙ্গীরা যেই কয়দিন শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন সেই কয়দিন তাদের জন্য ব্যয় হয়েছিল পাঁচ কোটি দিরহাম। মা'মূন যখন শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে আসেন তখন তাকে উপহার দেয়া হয়েছিল এক কোটি দিরহাম এবং "ফাম-আল-সুলহি" অঞ্চল তার নামে লিখে দেয়া হয়। ২১০ হিজরী সনে তাঁদের মিলন হয়। মা'মূন যেখানে বসেছিলেন সেখানে তাঁর সম্মানে স্বর্ণের তৈরি একটি পাটি বিছানো হয়েছিল এবং এক হাজার মুক্তা দানা তাঁর দুপায়ে ছিটানো হয়েছিল। সেখানে স্বর্ণ নির্মিত একটি পাত্র ছিল তাতে আম্বর ও মৃগনাভের বাতি জ্বলছিল। ওই আম্বরের ওজন ছিল তেত্রিশ কেজি। তখন মা'মূন বললেন, এটি তো অপচয়। নীচে আলো চমকানো মুক্তা দানা দেখে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আবূ নুওয়ামের ক্ষতি করুন মদের বর্ণনায় সে বলেছিল :

كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَقَاقِعِهَا - حَصْبَاءُ دُرٍّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِ .

"মদের ছোট বড় বুদ বুদ ও বিন্দু যেন মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা স্বর্ণের ও মুক্তার গুটিসমূহ।"

এরপর তিনি মুক্তা গুটিগুলো কুড়িয়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। তারপর সেগুলো নববধূর কোলে দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার জন্য উপহার। তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে বল। তখন নববধূর দাদী তাকে বলল, তোমার মালিকের নিকট তোমার যা চাওয়ার চাও, সে তো তোমাকে কথা বলতে বলেছে। নববধূ বূরান বলল, আমি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট ইবরাহীম ইব্‌ন মাহদীর প্রতি তাঁর সন্তুষ্ট হবার প্রার্থনা জানাচ্ছি। এরপর খলীফা মা'মূন ইবরাহীমের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এরপর তাঁর সহবাস করতে চান কিন্তু বূরান তখন ঋতুমতী। এটি ছিল রমাযান মাসের ঘটনা। এতদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৭১ হিজরী সন পর্যন্ত বূরান জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

২৭২ হিজরী সন

এই হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে কাযবীনের শাসক আরলযানকীস চার হাজার সৈন্য নিয়ে মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ আলাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়। মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ তার ভাই হুসায়ন ইব্ন যায়দের পর তাবারিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সে তখন রায় অঞ্চলে ছিল। আরলযানকীসের সাথে দায়লামী ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সৈন্যরা ছিল। উভয় দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। আরলযানকীস পরাজিত করে মুহাম্মদ ইব্ন যায়দকে এবং তার সেনাবাহিনীর হাতে থাকা সকল অস্ত্র-শস্ত্র ও মালপত্র দখল করে নেয়। প্রায় ছয় হাজার শত্রু সেনাকে সে হত্যা করে। এরপর আরলযানকীস "রায়" নগরে প্রবেশ করে, সেখানকার জনসাধারণ থেকে সে এক লক্ষ দীনার কেড়ে নেয়। তার পক্ষের কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়।

এই হিজরী সনে মুওয়াফফাক পুত্র আবুল আব্বাস এবং সীমান্ত অঞ্চল তরসূসের শাসক ইয়াযমান আল খাদিমের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তরসূসের জনগণ আবুল আব্বাসের উপর আক্রমণ করে। তারা তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়। সে বাগদাদ ফিরে আসে। এই হিজরী সনে হামদান ইব্ন হামদূন এবং হারূন আশ-শারী মাওসিলে প্রবেশ করে। আশ-শারী সেখানকার প্রধান জামে মসজিদে ইমাম হয়ে নামায আদায় করে। এই হিজরী সনে শায়বান গোত্র মাওসিল প্রদেশে লুটতরাজ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এই হিজরী সনে বেঁচে থাকা যানজীরা বসরাতে আন্দোলন শুরু করে। তারা "ইয়া ইনকিলাঈ ইয়া মানসূর" বলে পরস্পর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইনকিলাঈ ছিল যানজী প্রধানের পুত্র। এই সময়ে ইনকিলাঈ, সুলায়মান ইব্ন জামি, আবান ইব্ন আলী আল-মুহাল্লাবী এবং নেতৃস্থানীয় আরো কয়েকজন যানজী মুওয়াফফাকের সৈনিকদের হাতে বন্দী ছিল। আন্দোলন চাঙ্গা হবার পরিপ্রেক্ষিতে মুওয়াফফাক তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের মস্তক মুওয়াফফাকের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর দেহগুলো পৌঁছানো হয় বাগদাদে। আপাতত যানজী আন্দোলন থেমে যায়। এই হিজরী সনে মদীনা তাইয়িবায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানকার অধিবাসিগণ নিজ নিজ বসতবাড়িতে ফিরে আসে। এই হিজরী সনে আন্দালুসের শহরগুলোতে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোমানগণ আন্দালুসের দুটি বড় শহর মুসলমানদের হাত থেকে দখল করে নেয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এই হিজরী সনে সাঈদ ইব্ন মাখলাদ আল-কাতিব পারস্য থেকে ওয়াসিত আগমন করে। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মুওয়াফফাক তাঁর সৈনিকদেরকে নির্দেশ দেন। সম্মান ও মর্যাদা সহকারে সে ওয়াসিত প্রবেশ করে। কিন্তু তার মধ্যে দম্ভ ও অহংকার দেখা যায়। ফলে আল-মুওয়াফফাক তাকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও তার ধন-সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দেন। তদস্থলে আবূ সকর ইসমাঈল ইব্ন বুলবুল নিয়োগ দেন।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন হারূন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক। অনেক বছর যাবৎ তিনিই লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় তাঁদের মধ্যে আছেন :

ইবরাহীম ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন হাসহাস

আহ্মদ ইব্ন আবদুল জব্বার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আতারূদ আল-আতারীদী আল-তামীমী। তিনি ইউনুস ইব্ন বুকায়র সূত্রে আবূ ইসহাক ইব্ন ইয়াসার প্রমুখ থেকে জীবনী বিষয়ক তথ্যগুলো বর্ণনা করেন। আবূ উতবা আল-হিজাযী, সুলায়মান ইব্ন সায়ফ, আল-মুওয়াফফাকের হাতে বন্দী থাকা মন্ত্রী সুলায়মান ইব্ন ওয়াহাব। আবূ আসিম আল-নাবীল থেকে হাদীস বর্ণনাকারী শুবা ইব্ন বাক্কার। মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আল-আনমাতী। তাঁর উপাধি ছিল মিকহালা। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈনের শিষ্য। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব আল-ফাররা। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-মুনাদী এবং মুহাম্মদ ইব্ন আওফ আল-হিমসী।

আবূ মা'শার আল-মুনাজ্জিম

তাঁর নাম জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল-বালখী। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি সেই যুগের গুরু ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁর একাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। যেমন আল-মাদখাল, আল-যানজ, আল-উলূম ইত্যাদি। বিধি-বিধান ও সহজ পথ বিষয়ে তিনি কিছু মন্তব্য করেছেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান প্রাপ্তিতে তাঁর কিংবদন্তিতুল্য দক্ষতা ছিল। একবার এক রাজা জনৈক ব্যক্তিকে দরবারে তলব করল এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। ওই লোক রাজার ভয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করল। কিন্তু তার আশঙ্কা ছিল যে, জ্যোতিষী আবূ মা'শার তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। সেজন্য সে একটি কৌশল অবলম্বন করে। সে একটি পাত্র সংগ্রহ করে। সেটি রক্ত দ্বারা পূর্ণ করে। তার নীচে একটি ড্রাম স্থাপন করে এবং ওই ড্রামের উপর সে বসে। লোকটিকে খুঁজে না পেয়ে রাজা আবূ মা'শারের সাহায্য কামনা করে তাকে খুঁজে বের করার জন্য। তার সন্ধান দেয়ার নির্দেশ দেয়। আবূ মা'শার তার বালিতে আঘাত করেন এবং ওই ব্যক্তির নাম লিখেন এবং বলে হায়রে, এতো এক অবাক কাণ্ড। এই লোকতো এক রক্ত সমুদ্রের মাঝখানে স্বর্ণের পাহাড়ের উপর বসে আছে এবং এটা এই পৃথিবীতে নয়। তিনি আবার তার নিয়মে আঘাত করেন, আবার তেমন ফল দেখতে পান। এতে রাজা আশ্চর্য হয়ে যায়। এরপর লোকটির জন্য ক্ষমার ঘোষণা দেয়। তাকে ক্ষমা করা হবে বলে শহরময় প্রচার করে দেয়া হয়। লোকটি রাজার দরবারে হাযির হয়। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় সে লুকিয়েছিল? সে তার অবস্থান সম্পর্কে জানায়। তাতে লোকজন আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়।

বস্তুত জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল-সাদিকের নামে অলংকার ও ছন্দ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে কথা প্রচার করা হয় তা মূলত এই জা'ফর ইব্ন আবূ মা'শারের সাথে সম্পৃক্ত। এটি জা'ফর

আল-সাদিকের সাথে সম্পৃক্ত নয়। ঐতিহাসিকগণ এখানে ভুল তথ্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

২৭৩ হিজরী সন

এই হিজরী সনে মাওসিলের শাসক ইসহাক ইব্ন কিনদাজ এবং তার বন্ধু কিন্নিসরীনের শাসক আবূ সাজের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক সময়ে তারা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ইব্ন আবূ সাজ মিসরীয় শাসক খুমারাবিয়া-এর সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছিল এবং নিজ শহরগুলোতে সে মিসরীয় শাসকের নামে খুতবা দিতে শুরু করে। খুমারাবিয়া এই সুযোগে সিরিয়া আগমন করে। ইব্ন আবূ সাজ তার সাথে মিলিত হয়। তারপর তারা দুজন ইসহাক ইব্ন কিনদাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যায়। ইসহাক পালিয়ে গিয়ে মারদীন দুর্গে আশ্রয় নেয়। ইব্ন আবূ সাজ তাকে সেখানে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং সে বিজয়ী হয়ে মাওসিল, জাযীরা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এসব এলাকায় সে খুমারাবিয়া-এর নামে খুতবা দিতে শুরু করে। সেখানে তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়। এই হিজরী সনে আল-মুওয়াফফাক ইব্ন তূলূনের ক্রীতদাস লু'লুয়াকে গ্রেফতার করে এবং তার নিকট থেকে চার লক্ষ দীনার ফেরৎ নেয়। তখন আক্ষেপ করে লু'লুয়া বলত, আমার ধন-দৌলত বেশি হয়েছে এছাড়া আমার অন্য কোন দোষ ও অপরাধ নেই। এরপর তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। তখন সে নিঃস্ব রিক্তহস্ত। তারপর হারূন ইব্ন খুমারাবিয়া-এর আমলে সে মিসরে ফিরে যায়। তখন তার সম্পদ বলতে ছিল একটিমাত্র ক্রীতদাস। এই হল নিমক হারাম ও প্রভুর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতাকারী গোলামের শাস্তি। এই হিজরী সনে রোমান শাসকের পুত্ররা তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে এবং তাদেরই একজনকে তারা রাজা নিয়োগ করে।

এই হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় :

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হাকাম উমাভী

আন্দালুসের শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হাকাম উমাবী, ৬৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শাসনকাল ছিল ৩৪ বছর, ১১ মাস। তাঁর শরীরের রঙ ছিল সাদা-লালের মিশ্র রূপ। তিনি মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করতেন। দেহের মাপ ছিল মধ্যম। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান খুবই বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো থেকে মূল তথ্য বের করতে পারতেন তিনি। ৩৩জন পুত্র-সন্তান রেখে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুনযির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তিনি জনসাধারণের প্রতি সদয় ও ভাল আচরণ করেন। ফলে জনসাধারণ তাঁকে ভালবাসত।

খালফ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন খালিদ

তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। খলীফা মু'তামিদ তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন।

বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই সেই লোক যে ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারীকে বুখারা হতে বহিষ্কার করেছিল। এরপর ইমাম বুখারী (র) তার জন্য বদ দুআ করেছিলেন। এরপর থেকে তার আর কোন কল্যাণ হয়নি। সে আর ভাল থাকেনি। এক মাসের মধ্যেই তার পতন হয়েছে। তার ক্ষমতা গিয়েছে। ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরময় তাকে ঘুরানো হয়েছে। তারপর কারাগারে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে। এই হিজরী সনে মৃত্যু পর্যন্ত সে কারাগারেই ছিল। এই হল হাদীস ও সুন্নাহধারী ইমামের বিরুদ্ধে বেয়াদবীর পরিণতি।

এই হিজরী সনে আরো যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার, ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বলের চাচা হাম্বল ইব্‌ন ইসহাক। তিনি ইমাম আহ্‌মদের একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী ছিলেন। অবশ্য তাঁর কোন কোন বর্ণনা সম্পর্কে মিথ্যাচারের অভিযোগ রয়েছে। আবূ উমাইয়া তরসূসী, আবুল ফাতাহ্ ইব্‌ন শাখরাফ। ইনি একজন শীর্ষস্থানীয় সূফী শায়খ ছিলেন। তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ও কারামত বিশিষ্ট কল্যাণধর্মী ওয়ায-নসীহতকারী ব্যক্তি ছিলেন। সুনানে আবূ দাউদের সংকলক ইমাম আবূ দাউদ এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন বলে ইবনুল আছীর তাঁর "আল-কামিল" গ্রন্থে যা উদ্ধৃত করেছেন তা সন্দেহযুক্ত। কারণ ইমাম আবূ দাউদের ওফাত হয় ২৭৫ হিজরী সনে। এটা পরে আলোচিত হবে।

ইব্‌ন মাজা কাযবীনী (র)

এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন সুনানে ইব্‌ন মাজা গ্রন্থের সংকলক ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজা। এই সুনান গ্রন্থ তাঁর ইলম, আমল, জ্ঞানের গভীরতা এবং মূল বিষয় ও শাখা বিষয়ে তাঁর সুন্নতের অনুসারী হবার বড় প্রমাণ। এটিতে ৩২টি অধ্যায় (কিতাব), ১০৫০টি অনুচ্ছেদ এবং ৪০০০ হাদীস রয়েছে। স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত প্রায় সবগুলো হাদীসই উচ্চ পর্যায়ের। আবূ যুরআ রাযী থেকে বর্ণিত আছে যে, ওই গ্রন্থে বানোয়াট ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসরূপে সমালোচিত মাত্র ১০টির অধিক হাদীস তিনি খুঁজে বের করেছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজা (র)-এর রচিত একটি উন্নতমানের তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। সাহাবীদের যুগ থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত বিবরণ সম্বলিত তাঁর রচিত একটি ইতিহাস গ্রন্থও রয়েছে। আবূ ইয়ালা খলীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-খলীলী আল-কাযবানী বলেন, তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজা। ইয়াযীদ পরিচিত হন মাজা-এর মাধ্যমে। মাজা হল রাবীআ-এর মুক্ত ক্রীতদাস। বস্তুত ইমাম ইব্‌ন মাজা হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট জ্ঞানবিশারদ ছিলেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাস ও সুনান গ্রন্থ অন্যতম। হাদীস সংগ্রহ ও জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তিনি ইরাক, মিসর ও সিরিয়া সফর করেন। তাঁর কতক শায়খের জীবনীও তিনি সংকলন করেন। 'আত-তাকমীল' গ্রন্থে আমরা ওই সব শায়খের জীবনী উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। তিনি এও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ইব্‌ন সীবাওয়ায়হ,

মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আস-সাফফার, ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ, আলী ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সালামা আল-কাততান, আমার দাদা আহ্মদ ইব্ন ইবরাহীম, সুলায়মান ইব্ন ইয়াযীদ।

অন্য একজন বলেছেন যে, ২৭৩ হিজরী সনের রমাযান মাসের ৮দিন বাকী থাকতে সোমবার ইমাম ইব্ন মাজা (র)-এর ওফাত হয়। মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তাঁর ভাই আবূ বকর তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং তাঁর অপর ভাই আবূ আবদুল্লাহ্ এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদের সাথে দাফন-কাফনের দায়িত্ব পালন করেন।

২৭৪ হিজরী সন

এই হিজরী সনে আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাক এবং আমর ইব্ন লায়ছের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় পারস্যে। আবূ আহ্মদ অগ্রসর হন আমর ইব্ন লায়ছের বিরুদ্ধে। তাঁর ভয়ে আমর এক শহর থেকে অপর শহরে পালিয়ে যেতে থাকে। আল-মুওয়াফফাক তাকে তাড়া করছিলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ হয়নি। দুজন মুখোমুখিও হয়নি। আমর ইব্ন লায়ছের সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের অধিনায়ক আবূ তালহা শারকাব আল-জামাল মুওয়াফফাকের মুকাবিলায় সৈন্য সাজিয়েছিলেন। তারপর সে ফিরে যেতে উদ্যোগী হয়েছিল কিন্তু আল-মুওয়াফফাক তাকে বন্দী করে ফেলেন। তার মালামাল মুওয়াফফাক পুত্র আবুল আব্বাসের জন্য বৈধ করে দেন। এই ঘটনা ঘটেছিল 'শীরাজ' নগরীর নিকটবর্তী স্থানে।

এই হিজরী সনে তরসূসের শাসক ইয়াযমান আল-খাদিম রোমান নগরসমূহে আক্রমণ চালায়। সে সেখানে খুব লুটতরাজ করে, খুন-খারাবি করে এবং নিরাপদে ফিরে আসে। এই হিজরী সনে সিদ্দীক আল-কারগানী সামাররায় প্রবেশ করে। সে সেখানে ব্যবসায়ী ও সওদাগরদের ঘর-বাড়িতে ডাকাতি করে এবং ফিরে আসে। মূলত সে ছিল পাহারাদার-নিরাপত্তা কর্মী। পরে সে নিজেই দস্যু ও ডাকাতে পরিণত হয়। তাকে প্রতিরোধে সামাররার নিরাপত্তা কর্মীরা অক্ষম হয়ে পড়ে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

ইবরাহীম ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবূ ইসহাক। ইবনুল জাওযী আল-মুনতাযাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ ইসহাক একজন সম্মানযোগ্য হাফিযে হাদীস ছিলেন। হারমালা ও অন্যদের থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন। এই হিজরী সনের জমাদিউছ ছানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন যিয়াদ আবূ ইয়াকূব আল-মুকরী। এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর ইন্তিকাল হয়। আইয়ূব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাউদ সাগাদী। তিনি আদম ইব্ন ইয়াছ, ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন সাম্মাক থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। এই হিজরী সনের রমাযান মাসে তাঁর ওফাত হয়।

হাসান ইব্ন মুকরাম ইব্ন হাসসান ইব্ন আলী আল-বাযযার। ইনি আফফান, আবূ নাসর, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন আল-মাহামিলী ইব্ন মাখলাদ এবং ইমাম বুখারী (র)। তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। ৭৩ বছর বয়সে এই হিজরী সনের রমাযান মাসে তাঁর ওফাত হয়। খালফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আবুল হুসায়ন আল-ওয়াসিতী। তাঁর উপাধি ছিল 'কুরদূস'। তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও অন্যদের থেকে। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন আল-মাহামিলী ও ইব্ন মাখলাদ। ইব্ন আবূ হাতিম মন্তব্য করেছেন যে, ইনি একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারী ছিলেন। দারাকুতনী বলেছেন যে, ইনি একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন বর্ণনাকারী ছিলেন। এই হিজরী সনে যিলহজ্জ মাসে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের উপরে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ আল-মাদাইনী ওরফে বাঈদরূস। তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন শাবাবা ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন থেকে। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন মাহামিলী, ইব্ন সাম্মাক ও আবূ বকর শাফিঈ প্রমুখ। তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের একজন ছিলেন। এই হিজরী সনের জমাদিউছ ছানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সাঈদ আবূ মুহাম্মদ আল-ওয়াররাক। তিনি মূলত বলখের অধিবাসী। বসবাস করতেন বাগদাদে। শুরায়হ ইব্ন ইউনুস, আফফান, আলী ইব্ন জু'দ প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন ইব্ন আবূ দুনয়া, আল-বাগাবী ও আল-মাহামিলী। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ৭৭ বছর বয়সে এই হিজরী সনের জমাদিউছ্ ছানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন যিয়াদ। কেউ কেউ বলেছেন যে, আবূ বকর দাউলাবী এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি হাদীস শুনেছেন আবূ নাসর, আবূ ইয়ামান ও আবূ মুসহিরের নিকট। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন আবুল হুসায়ন আল-মুনাদী, মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ ও ইব্ন সাম্মাক প্রমুখ। তিনি একজন আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন।

২৭৫ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে ইব্ন আবূ সাজ এবং খুমারাবিয়া-এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে দামেশকের পূর্বাঞ্চলে 'ছানইয়া আল-ইকাব' নামক স্থানে তারা দুজন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। খুমারাবিয়া পরাজিত করে ইব্ন আবূ সাজকে। হিমস নগরীতে আবূ সাজ-এর কতক পশু সম্পদ ছিল। খুমারাবিয়া লোক পাঠিয়ে সেগুলো দখল করে নেয় এবং সে আবূ সাজকে হিমস প্রবেশে বাধা দেয়। সে হালবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানেও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। সে রাক্কা যায়। সেখানেও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরপর সে যায় মাওসিল। সেখানেও ঢুকতে দেয়া হয়নি

তাকে। খুমারাবিয়া তাকে ধাওয়া করে সেখানে পৌঁছে যায়। এবার সে একটি লম্বা খাট বানায় এবং সেটি ফোরাত নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে তার উপর চড়ে বসে এবং তাকে পাকড়াও করার জন্য ইব্‌ন কিনদাজের মনে দুরভিসন্ধি জাগে। তাকে ধরার জন্য ইব্‌ন কিনদাজ তার পেছনে ছুটে। কিন্তু সে তাতে সক্ষম হয়নি। দুজন কোন কোন দিন কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইব্‌ন আবূ সাজ পরম ধৈর্যের সাথে নিজেকে রক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে যায় এবং বাগদাদে আল-মুওয়াফফাকের নিকট গিয়ে পৌঁছে। মুওয়াফফাক তাকে সম্মানের সাথে বরণ করে নেন এবং রাষ্ট্রীয় উপহার প্রদান করেন। তাঁর সাথে তাকে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যায়। ইসহাক ইব্‌ন কিনদাজ জাযীরা থেকে দিয়ারে আবূ বকরে ফিরে যায়।

এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসে আবূ আহ্‌মদ আল-মুওয়াফফাক তাঁর পুত্র আবুল আব্বাসকে রাজ প্রাসাদে বন্দী করে রাখেন। কারণ তিনি তাকে বিভিন্ন দিকে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে শুধু তার চাচা প্রদত্ত নিজের শাসনাধীন সিরিয়ার দিকে যেতে চায়। এজন্য আল-মুওয়াফফাক তাকে বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন। এতে সেনাপতি ও আমীর-উমারার মধ্যে বিদ্রোহ ভাব দেখা দেয়। বাগদাদ অশান্ত হয়ে উঠে। মুওয়াফফাক বাগদাদ গমন করেন এবং জনগণকে একথা বুঝিয়ে বলেন যে, তোমরা কি মনে কর যে, আমার পুত্রের প্রতি আমার চেয়ে তোমাদের স্নেহ-মমতা বেশি? তাতে লোকজন শান্ত হয়। তিনি ফিরে আসেন। এই হিজরী সনে রাফি ইব্‌ন হারছামা যাত্রা করে জুরজান শাসক মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ আলাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। মুহাম্মদ পালিয়ে উস্তারাবায চলে যায়। সেখানে তাকে কয়েক বছর অবরুদ্ধ করে রাখে রাফি। এই সময়ে সেখানে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেড়ে যায় অস্বাভাবিক হারে। এমনকি এক দিরহাম ওজনের লবণ বিক্রি হয় দুই দিরহামের বিনিময়ে। সুযোগ বুঝে মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ ওখান থেকে পালিয়ে সারিয়া চলে যায়। রাফি এরপর দীর্ঘদিনে অনেক শহর নগর দখল করে নেয়।

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে মতান্তরে সফর মাসে আন্দালুসের রাজা মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-উমাবী ৪৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শাসন মেয়াদ ছিল ১ বছর ১১ দিন। তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ, দীর্ঘদেহী এবং তাঁর মুখে বসন্ত রোগের দাগ ছিল। তিনি একজন দানশীল, প্রশংসাযোগ্য, কবি বৎসল ও কবিদেরকে উপহার প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন। এরপর তাঁর ভাই মুহাম্মদ আন্দালুসের রাজা নিযুক্ত হন। মুহাম্মদের শাসনামলে আন্দালুসে ব্যাপক গণ্ডগোল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত হয়। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ মারা যান।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাঁদের মধ্যে আছেন :

আবূ বকর আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-হাজ্জাজ আল-মারওয়াযী। তিনি ইমাম আহ্‌মদ (র) এর শিষ্য। তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম আহ্‌মদ (র) তাঁর অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তাঁকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁকে মহব্বত করতেন এবং বিভিন্ন কাজে তাঁকে

পাঠাতেন এবং একথা বলে দিতেন যে, তোমার যা বলার ইচ্ছা হয় তুমি ফায়সালারূপে তাই বলে দিও। তিনি অন্তিম শয়নে ইমাম আহ্মদের চক্ষু বন্ধ করে দেন এবং তাঁর গোসল দেন। ইমাম আহ্মদ (র) থেকে বহু মাসআলা তিনি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্মদ (র)-এর সাথে তাঁকেও যখন সামাররাতে আহ্বান করা হয় তাতে তাঁর সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাঁকে সম্মানীরূপে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দেয়া হয় কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। এই বছর আরো মারা যান আহ্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মিরদাস আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বাহিলী আল-বসরী ওরফে গোলামে খলীল। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি হাদীস গ্রহণ করেন সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ শাযকূনী, শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, কুররা ইব্‌ন হাবীব প্রমুখ থেকে। তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেন ইব্‌ন সাম্মাক, ইব্‌ন মাখলাদ ও অন্যরা। আবূ হাতিম ও অন্যরা তাঁর অজ্ঞাত পরিচয় কতক শায়খ হতে বর্ণিত কতক হাদীস মুনকার ও অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন যে, তিনি জাল হাদীস রচনাকারী ছিলেন না। তিনি বরং সৎলোক ছিলেন। আবূ দাঊদ ও অন্যরা তাঁকে মিথ্যাবাদীরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বরাতে ইব্‌ন আদী বলেছেন যে, তিনি জাল হাদীস তৈরির স্বীকারোক্তি করেছেন তাঁর প্রতি লোকদের সহমর্মিতা ও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য। তিনি একজন ইবাদতকারী ও নির্মোহ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খাদ্যরূপে কখনো কখনো শুধু সবজির খোসাটা খেয়ে নিতেন। তিনি যখন মারা গেলেন তখন বাগদাদের বাজারগুলোর ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। লোকজন তাঁর জানাযায় হাযির হয়। এরপর একটি কফিনে ভরে তাঁর লাশ বসরাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই হিজরী সনের রজব মাসে তাঁকে বসরাতে দাফন করা হয়। আহ্মদ ইব্‌ন যুলাইব তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন ও অন্যদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি একজন দীনদার ও জ্ঞান বিশারদ, সম্মানিত এবং আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে বহু হাদীস প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। আবূ সাঈদ আল-হাসান ইব্‌ন আল-হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বিকরী। ব্যাকরণ ও ভাষাবিদ। বহু গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। আবূ ইয়াকূব ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হানী নিশাপুরী। ইনি ইমাম আহ্মদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। সংকটকালে ইমাম আহ্মদ তাঁর বাড়িতে আত্মগোপন করে রয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক তামীমী আল-আত্তার আল-মাওসিলী। ইবনুল আছীর বলেছেন যে, ইনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিচারকদের নিকট ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরূপে গৃহীত হয়েছিলেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ তালিব (র)।

আবূ দাঊদ সিজিস্তানী

তিনি সুনানে আবূ দাঊদ গ্রন্থের সংকলক। তাঁর নাম ও বংশপরম্পরা হল সুলায়মান ইবনুল আশআছ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইমরান আবূ দাঊদ সিজিস্তানী। যে সকল ইমাম হাদীস সন্ধান ও সংগ্রহের জন্য দেশ-দেশান্তরে সফর করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন আবূ দাঊদ সিজিস্তানী। তিনি হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন এই

বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সহীহ্ দুর্বল পৃথক করেছেন এবং সিরিয়া, মিসর, জাযীরা, ইরাক, খুরাসান ও অন্যান্য শহরের শায়খ-মাশায়েখ থেকে প্রচুর হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি হল সংকলন গ্রন্থ সুনানে আবূ দাউদ। এটি সকল আলিমের নিকট সমাদৃত। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আবূ হামিদ আল-গাযযালী বলেছেন,(একজন মুজতাহিদের জন্য সুনানে আবূ দাউদে উদ্ধৃত হাদীসগুলো সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও গভীর উপলব্ধি থাকাই যথেষ্ট) বহু লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন তাঁর পুত্র আবূ বকর আবদুল্লাহ্। আবূ আবদুর রহ্মান নাসাঈ, আহ্মদ ইব্ন সুলায়মান আন- নাজ্জার। ইনি হলেন তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণকারী সর্বশেষ ব্যক্তি। ইমাম আবূ দাউদ (র) বসবাস করতেন বসরাতে। তিনি বাগদাদে এসেছেন একাধিকবার। বাগদাদে তিনি তাঁর সুনান গ্রন্থের দরস ও শিক্ষা দিয়েছেন। কথিত আছে যে, ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থ সংকলন শেষ করার পর এটি ইমাম আহ্মদকে দেখিয়েছিলেন। ইমাম আহ্মদ (র) এটিকে খুব ভাল ও সুন্দর হাদীস গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন।

জীবনীকার খতীব বলেছেন নিজ ভাষায় আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন ইবরাহীম আল-কারী আদ-দীনাওয়ারী আমার নিকট বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান কুরসীকে বলতে শুনেছি : আমি আবূ বকর ইব্ন দাসসাহকে বলতে শুনেছি; আমি আবূ দাউদকে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাঁচ লক্ষ হাদীস লিখেছিলাম। এরপর তার থেকে যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিত হাদীসগুলো দ্বারা আমার সুনান গ্রন্থ তৈরি করেছি। তাতে আমি চার হাজার আটশ হাদীস উল্লেখ করেছি। সহীহ এবং সহীহ্-এর কাছাকাছি হাদীস আমি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। একজন মানুষের দীন পালনে পূর্ণতা অর্জনের জন্য এগুলো থেকে মাত্র চারটি হাদীসই যথেষ্ট। (১) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী : انَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَات "কর্মের বিবেচনা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।", (২) مِنْ حُسْنِ اسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُه مَا لاَ يَعْنِيْه "একজন মানুষের ভাল মুসলমান হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন বিষয়গুলো সে বর্জন করবে।" (৩) لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لاَخِيْه مَا يَرْضَاه لِنَفْسِه "একজন ঈমানদার পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে"। (৪) اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ "হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট। এই দুটির মাঝামাঝি বিষয়গুলো সন্দেহযুক্ত-সংশয়যুক্ত।"

খতীব আরো বলেছেন যে, আবদুল আযীয ইব্ন জা'ফর হাম্বলী আমাকে জানিয়েছেন যে, আবূ বকর আল-খাল্লাল বলেছেন, আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ সিজিস্তানী তাঁর যুগের সম্মুখ সারির ইমাম। জ্ঞান অর্জন, মাসআলা আহরণ ও বিষয়ভিত্তিক ব্যুৎপত্তি অর্জনে তিনি যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক কেউই সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। তিনি একজন পরহেযগার ও প্রথম সারির ব্যক্তি ছিলেন। আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (র) আবূ দাউদ

(র) থেকে একটি হাদীস গ্রহণ করেছিলেন যা আবূ দাউদ উল্লেখ করতেন। আবূ বকর ইস্পাহানী এবং আবূ বকর ইব্‌ন সাদাকা ইমাম আবূ দাউদের এত উচ্চ প্রশংসা করতেন, সুনাম করতেন যা সেই যুগের অন্য কারো জন্য করতেন না।

(গ্রন্থকার বলেন) আমি বলি, ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ইমাম আবূ দাউদ (র) থেকে যে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন তা হল ইমাম আবূ দাউদ গ্রহণ করেছেন হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা থেকে তিনি আবূ মা'শার দায়িমী থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَحَسَّنَهَا "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আতীরাহ তথা রজব মাসে প্রভুর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি এটিকে ভাল বলেছেন (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কোন মাসে পশু যবেহ্ দেয়া ভাল বলেছেন)।"

ইবরাহীম আল-হারবী ও অন্যরা বলেছেন যে, ইমাম আবূ দাউদের জন্য হাদীসকে নরম করে দেয়া হয়েছে যেমন নবী দাউদ (আ)-এর জন্য লোহা নরম করে দেয়া হয়েছিল। অন্যরা বলেছেন যে, হাদীস, হাদীসের সনদ ও সনদের দুর্বলতা ও ত্রুটি সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ ইসলামের ইতিহাসে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিয ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইবাদত, বন্দেগী, ব্যক্তিত্ব, সততা, সৎকর্মশীলতা এবং পরহেযগার এবং হাদীস শাস্ত্রবিদদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। অন্য একজন বলেছেন যে, চলা-ফেরায়, আচার-আচরণে ও কথায়-কাজে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রিয়নবী (সা)-এর মত ছিলেন। এগুলোতে আলকামা (র) ছিলেন ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মত। ইবরাহীম নাখঈ (র) ছিলেন আলকামা (র)-এর মত। মনসূর (র) ছিলেন ইবরাহীম নাখঈ (র)-এর মত। সুফিয়ান ছাওরী (র) ছিলেন মনসূর (র)-এর মত। ওয়াকী (র) ছিলেন সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর মত। আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ছিলেন ওয়াকী-এর মত। আবূ দাউদ (র) ছিলেন আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর মত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদুর রাযযাক বলেছেন যে, আবূ দাউদ (র)-এর একটি সুপ্রশস্ত হাত ছিল আর একটি সংকীর্ণ হাত ছিল। কেউ কেউ তাঁকে বললেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন, এই বক্তব্য দ্বারা আপনি কী বুঝিয়েছেন? তখন মুহাম্মদ বললেন যে, তাঁর দারাজ ও সম্প্রসারিত হাত হল তাঁর লেখনীর হাত আর সংকীর্ণ হাত হল তিনি কারো নিকট হাত পাততেন না। কারো নিকট কিছু চাইতেন না।

ইমাম আবূ দাঊদ (র)-এর জন্ম হয়েছিল ২০২ হিজরী সনে। ২৭৫ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ৪ দিন বাকী থাকতে জুমআর দিনে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। 'আল-তাকমীল' গ্রন্থে আমরা ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর জীবনী এবং তাঁর সম্পর্কে অন্য ইমামদের প্রশংসামূলক বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেছি।

এই হিজরী সনে আরো যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন :

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আব্বাস দামীরী। তিনি একজন মিষ্টভাষী কবি ছিলেন। হিজা বা নিন্দা কাব্যে তিনি ছিলেন দক্ষ ও পারদর্শী। তাঁর উচ্চ পর্যায়ের কবিতাগুলোর এটি একটি :

كَمْ عَلِيْلٍ عَاشَ مِنْ بَعْدِ يَأْسٍ - بَعْدَ مَوْتِ الطَّبِيْبِ وَالْعُوَّادِ .

"জীবনে বেঁচে থাকার ব্যাপারে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত বহু রোগী তাদের চিকিৎসক ও দর্শনার্থীর মৃত্যুর পরও বহুদিন বেঁচে থাকে।"

قَدْ تُصَادُ الْقَطَا فَتَنْجُوْ سَرِيْعًا - وَيَحُلُّ الْبَلَاءُ بِالصَّيَّادِ .

"কখনো কখনো এমন হয় যে, কাতা পাখির পেছনে শিকারী ছুটছে শিকার করার জন্য। পাখি দ্রুত পালিয়ে যায় কিন্তু শিকারীর উপর বিপদ নেমে আসে।"

২৭৬ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে আমর ইব্‌ন লায়ছকে বাগদাদের পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়। বিছানা, আসনগুলো এবং পর্দাতে তার নাম অংকন করা হয়। এরপর তাকে আবার বরখাস্ত করা হয়। তার নাম মুছে দেয়া হয় এবং তদস্থলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহিরকে নিয়োগ করা হয়। এই হিজরী সনে আল-মুওয়াফফাক ইব্‌ন আবূ সাজকে আযারবাইজাণের শাসক নিযুক্ত করেন। এই হিজরী সনে খারিজী নেতা হারূন আল-শারী মাওসিল আক্রমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মাওসিলের পূর্বাঞ্চলে এসে পৌঁছে। এরপর মাওসিল নগরী অবরোধ করে। নগরবাসিগণ বেরিয়ে আসে তার নিকট। তারা নিরাপত্তার অনুরোধ করে। সে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ভালো ভালোয় ফিরে যায়।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন হারামাঈন শরীফাইন ও তায়েফের আমীর শাসক হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আব্বাসী। ইয়ামানের হাজিগণ হজ্জ শেষে যখন নিজ দেশে ফিরে যায় এবং কোন একস্থানে অবতরণ করে তখন তাদের অজান্তে হঠাৎ বন্যার পানি ও পাহাড়ী ঢল নেমে আসে। স্রোতের তোড়ে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দিকে ভেসে যায়। তাদের কেউই ওই বন্যার তাণ্ডব থেকে রেহাই পায়নি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

ইবনুল জাওযী তাঁর 'আল-মুনতাযামে' গ্রন্থে এবং ইবনুল আছীর তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই হিজরী সনে বসরার সাল্লাহ নদীর পাশে একটি টিলা উঁচু স্থান আবিষ্কৃত হয়। এটি বনূ শাকীক টিলার ন্যায় মনে হচ্ছিল। সেখানে একটি কূপের মত স্থানে সাতটি কবর পাওয়া যায়, সাতটি কবরে সাতটি লাশ। লাশগুলো অক্ষত। কাফনগুলো থেকে মিশকের খুশবু ছড়িয়ে পড়ছিল। একটি লাশ যুবকের। তার মাথায় বাবরী চুল, ঠোঁট দুটি তখনও তরতাজা, ভেজা ভেজা। মনে হচ্ছিল যে, এখনই পানি পান করেছে। তার দুচোখে সুরমা লাগানো। তার কোমরে একটি আঘাতের চিহ্ন। স্থানীয় লোকদের একজন যুবকটির কিছু চুল সংগ্রহ করতে চেয়েছিল, সে তার চুল ধরে টান দেয়, কিন্তু চুল উঠে আসেনি। তার ছিল জীবিত মানুষের চুলের ন্যায় শক্ত মজবুত। অতএব লোকজন তাদেরকে ওই অবস্থায় রেখে দেয়।

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন হাফিযে হাদীস আহ্মদ ইব্ন হাযিম ইব্ন আবূ আযরা। প্রসিদ্ধ মুসনাদে আহ্মদ-গ্রন্থের সংকলক। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাগুলো উচ্চ পর্যায়ের।

বাকী ইব্ন আখলাদ

তিনি হলেন আবূ আবদুর রহমান আন্দালুসী। বড় হাফিয, তার একটি মুসনাদ গ্রন্থ রয়েছে ফিকহের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায়। এক হাজার ছয়শ সাহাবীর হাদীস ওই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্ন হাযম (র) এই হাদীস গ্রন্থটিকে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর মুসনাদ অপেক্ষা উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। তবে আমার মতে, তাঁর এই মন্তব্য পর্যালোচনা সাপেক্ষ। বাহ্যত ইমাম আহ্মদ (র) মুসনাদ গ্রন্থ এটি অপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট। মুহাদ্দিস বাকী ইব্ন মাখলাদ হাদীস সংগ্রহের জন্য ইরাক আগমন করেছিলেন। ইরাক ও অন্যান্য দেশে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ও হাদীস শাস্ত্রবিদ অন্যান্য ইমাম থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। তাতে তাঁর শায়খের সংখ্যা ২৩৪ জনের উপরে হয়ে যায়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থও রয়েছে। এতদর্শনে তিনি একজন সৎকর্মশীল, নেককার, ইবাদতকারী, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও দুআ কবূলযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। একদিন এক মহিলা এসে বলল যে, ফিরিঙ্গি দস্যুরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। পুত্র শোকে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। আমার একটি ছোট্ট বাড়ি আছে। আমি ওই বাড়ি বিক্রি করে তাকে ছাড়িয়ে আনতে চাই। আপনি চাইলে কোন লোককে আমার বাড়িটির খোঁজ দিতে পারেন যাতে বাড়ির মূল্য দিয়ে আমি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি। এখন তো আমার দিনেও শান্তি নেই, রাতেও শান্তি নেই। আমি ঘুমাতে পারি না, স্থির থাকতে পারি না। বাকী ইব্ন আখলাদ বললেন, হ্যাঁ আমি দেখব ইনশাআল্লাহ্! তুমি এখন যাও। শায়খ বাকী ইব্ন আখলাদ প্রস্তুত হলেন। ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে ওই বালকের মুক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে দুআ করলেন। মহিলা চলে গেল। অল্প কয়েকদিন পর মহিলা তার ছেলেটিকে সঙ্গে করে শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়। সে বলে, আমার ছেলের ঘটনা তার মুখে শুনুন। আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করুন। শায়খ বললেন, বৎস! তোমার বৃত্তান্ত কী? সে বলল, আমরা ফিরিঙ্গি রাজার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমরা বন্দী, পায়ে লোহার শিকল লাগানো। একদিন ওই অবস্থায় আমি হাঁটছিলাম, হঠাৎ ওই শিকল আমার পা থেকে পড়ে যায়। আমার কারারক্ষী আমার নিকট এসে আমাকে গালমন্দ করে এবং বলে যে, পা থেকে শিকল ফেলে দিয়েছিস কেন? আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমার সেদিকে খেয়ালই নেই। কখন সেটি খুলে গেছে তা আমি নিজেই জানি না। তারা কর্মকার নিয়ে এল। খুব মজবুত করে নতুন শিকল তৈরি করল। আমার পায়ে লাগাল, শক্তভাবে নাট বল্টু মেরে দিল। আমি দাঁড়ালাম। শিকল খুলে পড়ে গেল। তারা আবার মজবুত করে লাগাল। আবার সেটি পড়ে গেল। তারা বিষয়টি তাদের ধর্মযাজকদেরকে জানাল এবং তার রহস্য জানতে চাইল। তারা বলল, বাচ্চাটির মাতা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার মাতা জীবিত আছেন।

তারা বলল, এ হল মায়ের দুআ; মা তার জন্য দুআ করেছে। তার দুআ কবূল হয়েছে। তোমরা ওকে ছেড়ে দাও। তারা আমাকে ছেড়ে দিল এবং আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। আমি মুসলিম দেশে পৌঁছে গেলাম। শায়খ বাকী ইব্ন আখলাদ বাচ্চাটিকে ওই বিশেষ সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে সময়ে তার পা থেকে শিকল খুলে গিয়েছিল। ছেলেটির ঠিক সেই সময়ের কথা বলল যে সময়ে শায়খ তার জন্য দুআ করেছিলেন। বস্তুত ওই দুআর বরকতে মহান আল্লাহ্ ছেলেটিকে বিপদমুক্ত করলেন।

এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন সাঈদ ইব্ন মাখলাদ। তিনি খুব নামায পড়তেন এবং প্রচুর সদকা করতেন। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইবনুল আছীর তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে সাঈদ ইব্ন মাখলাদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর মধ্যে কিছুটা বোকামী ছিল। বস্তুত দুজনের দুধরনের মন্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন ইব্ন কুতায়বা। তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা দীনাওয়ারী আল-বাগদাদী। তিনি অন্যতম আলিম, সাহিত্যিক, হাফিযে হাদীস ও মেধাবী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনী পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একজন নেতৃস্থানীয় নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না এমন কতক লোক তাঁর সমালোচনা করে বটে।

তাঁর মৃত্যুর ঘটনা এভাবে ঘটে যে, তিনি এক লোকমা হালুয়া খেয়েছিলেন। সেটি ছিল খুব গরম। ব্যথায় তিনি প্রচণ্ড জোরে এক চীৎকার দেন। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। যুহরের সময় পর্যন্ত তিনি অজ্ঞান থাকেন। তারপর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি অনবরত কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে থাকেন। অবশেষে সাহরীর সময় তাঁর মৃত্যু হয়। এটি ছিল ২৭৬ হিজরী সনের রজব মাসের প্রথম রাত। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর ওফাত হয় ২৭০ হিজরী সনে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য তথ্যই সঠিক যে, ২৭৬ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ

আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবূ কিলাবা রুকাশী। তিনি একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ। কিন্তু তাঁর উপাধি আবূ কিলাবা নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, রাওহ ইব্ন উবাদা, আবূ দাউদ তায়ালিসী প্রমুখ শায়খ থেকে। তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন ইব্ন সাঈদ, আল-মাহামিলী, বুখারী, আবূ বকর শাফিঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ। তিনি একজন সত্যবাদী ও ইবাদতগুযার ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যহ ৪০০ রাকআত নামায তিনি আদায় করতেন। তাঁর মুখস্থ হাদীস ভাণ্ডার থেকে তিনি ৬০ হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কতক হাদীসে তিনি ইচ্ছাকৃত ভুল করেছেন। এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। আরো যাঁরা মারা যান তাঁরা হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আবূ আওয়াম, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আস-সায়িগ, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুস সামাদ, আবূ রাদ্দাদ মুআযযিন। তিনি হলেন আবদুল্লাহ্

ইব্ন আবদুস সালাম ইব্ন উবায়দ রাদ্দাদ আল-মুআযযিন, তিনি মিসরের ভূমি জরিপ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। আজ পর্যন্তও ওই বিভাগের দায়িত্ব তাঁর ও তাঁর বংশধরদের প্রতি ন্যস্ত। এটি বলেছেন ইব্ন খাল্লিকান। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

২৭৭ হিজরী সন

এই হিজরী সনে তরসূসের শাসক ইয়াযমান খুমারাবিয়া-এর নামে খুতবা পাঠ শুরু হয়। কারণ খুমারাবিয়া তাকে প্রচুর ও ব্যাপক সোনা-রূপা ও অন্যান্য উপহার প্রদান করে। এই হিজরী সনে খুমারাবিয়া তার একদল অনুগামী নিয়ে বাগদাদে আগমন করে। এই হিজরী সনে বাগদাদে নির্যাতনী মামলাগুলোর বিচার করার দায়িত্ব দেয়া হয় ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূবকে। জনগণের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করা হয় যে, যার বিরুদ্ধে যার যুলুমের দাবী আছে এমনকি আমীর আল-মুওয়াফফাকের বিরুদ্ধে হলেও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যেন এই আদালতে হাযির হয়। তিনি মানুষের মধ্যে একজন ভাল চরিত্রের নমুনা রেখে যান। বিচার কার্যে তিনি এত দৃঢ়তা দেখান যা সচরাচর দেখা যায় না।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন পূর্বোল্লিখিত আমীর হারূন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

ইবরাহীম ইব্ন সারা। ইসহাক ইব্ন আবূ আয়নায়ন। আবূ ইসহাক কূফী, ইনি ইব্ন সিমাআ-এর পর বাগদাদের বিচারক পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন মুআল্লা ইব্ন উবায়দ ও অন্যদের থেকে। তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন ইব্ন আবূ দুনয়া প্রমুখ। ৯৩ বছর বয়সে এই হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। তিনি একজন আস্থাভাজন, নির্ভরযোগ্য, সম্মানিত দীনদার ও সৎকর্মশীল মুহাদ্দিস ছিলেন।

আহ্মদ ইব্ন ঈসা

তাঁর উপনাম আবূ সাঈদ আল-খাররায। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সূফী সাধক ছিলেন। ইবাদত, বন্দেগী, মুজাহাদা, মুরাকাবা ও পরহেযগারীতে তিনি অনেক উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থও রয়েছে। তাঁর কারামতি, বিভিন্ন হালত ও বিপদে ধৈর্যধারণ সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। তিনি ইবরাহীম ইব্ন আদহামের শিষ্য ইবরাহীম ইব্ন বাশশার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মিসরী ও অন্যরা। তাঁর বাণীসমূহের মধ্যে রয়েছে "খোদাভীরুদের চক্ষু যখন খোদার ভয়ে কাঁদে তখন অশ্রু দিয়ে তারা আল্লাহ্র সাথে চুক্তিপত্র লিখে।" তিনি আরো বলেছেন, "নিরাপদ অবস্থান ভাল এবং মন্দ লোককে লুকিয়ে রাখে। বিপদ অবতীর্ণ হলে ভাল ও মন্দ লোকের পরিচয় পাওয়া যায়।" তিনি বলেছেন, "যে গোপন অবস্থান প্রকাশ্য অবস্থানের বিপরীত তা বাতিল।" তিনি আরো বলেছেন, "অতীত স্মৃতি রোমন্থন চলমান সময় অপচয়ের নামান্তর।" তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্র সান্নিধ্য প্রাপ্তদের জন্য যেটা ত্রুটি সাধারণ

লোকদের জন্য তা সৎকর্ম।" তিনি বলেছেন, "ফায়সালা হবার পূর্বে সন্তুষ প্রকাশ করা হল বিষয়টি আল্লাহ্র প্রতি সোপর্দ করে দেয়া আর ফয়সালা হবার পর সন্তুষ প্রকাশ করাটা হল তা মেনে নেয়া।"

আল্লামা বায়হাকী (র) তাঁর সনদে আহ্মদ ইব্ন ঈসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী : جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلٰى حُبِّ مَنْ اَحْسَنَ اِلَيْهَا "কল্বগুলোকে সেই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে সেগুলোর প্রতি ইহ্সান ও অনুগ্রহ করে।" এটা সম্পর্কে শায়খ আহ্মদ ইব্ন ঈসাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বললেন, তাহলে তো এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, যে কল্ব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে অনুগ্রহকারী পায় না সে কেমন করে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্মুখী হয় না! আমি বলি, বস্তুত এটি হাদীসরূপে বিশুদ্ধ ও সহীহ নয়। তা সত্ত্বেও এই বিষয়ে শায়খের বক্তব্য খুব সুন্দর হয়েছে।

তাঁর পুত্র সাঈদ বলেন, আমি একদিন আমার বাবার নিকট মাত্র এক দিরহামের ১/৬ অংশ পরিমাণ রূপা চেয়েছিলাম। তখন আমার বাবা বলেছিলেন, বৎস! ধৈর্য ধর। তোমার বাবা যদি চান যে, রাজা-বাদশাগণ তোমার বাবার দরজায় উপস্থিত হোক তবে তারা তা প্রত্যাখ্যান করবে না। ইব্ন আসাকির শায়খ আহ্মদ (র) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, একবার আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ্র নিকট খাদ্য প্রার্থনা করি। পরে মনে মনে বললাম যে, এটি তো তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতার বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মুখে কিছু বলব না বরং ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে তা চাইব। তখন আমার প্রতি গায়েবী আওয়াজ এল :

وَيَزْعَمُ اَنَّهُ مِنَّا قَرِيْبٌ - وَاَنَّا لاَ نُضِيْعُ مَنْ اَتَانَا ـ

"হায়! সে (শায়খ) তো মনে করে যে, সে আমার ঘনিষ্ঠ বান্দা আর যে আমার নিকট আসে আমি তাকে বিনষ্ট করি না।"

وَيَسْاَلُنَا الْقِرٰى جُهْدًا وَّصَبْرًا - كَاَنَّا لاَ نَرَاهُ وَلاَ يَرَانَا ـ

"সে আমার নিকট আতিথ্য চায় কষ্ট ও ধৈর্যের মাধ্যমে। যেন আমি তাকে দেখছি না এবং সেও আমাকে দেখছে না।"

শায়খ আহ্মদ বলেন, এরপর আমি উঠে পড়ি এবং কোন প্রকার সহায়-সম্বল ব্যতীত কিছু দূর হেঁটে যাই। এরপর তিনি মনে মনে বললো, হায়! প্রেমিকতো তার প্রিয় ব্যক্তিকে পাওয়ার জন্য সবকিছুর অসীলা ও সাহায্য নেয়। তার পদচিহ্ন মুছে দেয় তেমন কিছু ব্যবহার করে তার থেকে পৃথক হয়ে যায় না কিংবা তার খোঁজ-খবর নেয়া বর্জন করে না। এরপর তিনি নিজে নিম্ন বর্ণিত কবিতা আবৃত্তি করলেন :

اُسَائِلُكُمْ عَنْهَا فَهَلْ مِنْ مُّخْبِرٍ - فَمَالِيْ بِنُعْمٰى بَعْدَ مَكَّةَ لِيْ عِلْمٌ ـ

"আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, কেউ কি আমাকে একটু সংবাদ দিতে পারবেন? মক্কা নগরী ছেড়ে যাবার পর প্রেয়সী নু'মা কোথায় আছে তা আমার জানা নেই।"

فَلَوْ كُنْتُ اَدْرِىْ اَيْنَ خَيَّمَ اَهْلُهَا - وَاَىُّ بِلاَدِ اللهِ اِذْ ظَعَنُوا اَمُّوا ۔

"আহ্ হায়! আমি যদি জানতে পারতাম কোথায় তার পরিবার তাঁবু খাটিয়েছে এবং তারা যখন যাত্রা করল তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।"

اِذًا لَسَلَكْنَا مَسْلَكَ الرِّيْحِ خَلْفَهَا - وَلَوْ اَصْبَحَتْ نُعْمى وَمَنْ دُوْنَهَا النَّجْمُ ۔

"তাহলে তার পেছনে পেছনে আমি বায়ু গতিতে ছুটে যেতাম, নু'মা ও তার সাথিগণ নক্ষত্র হয়ে গেলেও।"

শায়খ আহ্মদ ইব্ন ঈসার মৃত্যু হয় এই হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেছেন, ৮৬ হিজরী সনে। প্রথম মন্তব্য অধিকতর সঠিক। এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সিনান ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন মূসা তায়ালিসী আল-হাফিয। তাঁর উপাধি রাআব। তিনি হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন আফফান ও আবূ নুআয়ম থেকে। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বকর শাফিঈ ও অন্যরা। ইমাম দারাকুতনী মন্তব্য করেছেন যে, ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ আস্থাভাজন মুহাদ্দিস। এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ৮৪ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

আবূ হাতিম আল-রাযী

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস ইব্ন মুনযির ইব্ন দাউদ ইব্ন মিহ্রান আবূ হাতিম আল-হানযালী আল-রাযী। অন্যতম হাফিযে হাদীস। হাদীসের সনদে ত্রুটি, সত্যায়ন ও সমালোচনা শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি আবূ যুরআ (র)-এর সমসাময়িক। বহু মানুষের নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। শহর ও নগর পরিভ্রমণ করেছেন। বড় বড় মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর থেকেও বহু লোক হাদীস সংগ্রহ করেছে। তাঁদের মধ্যে আছেন রাবী ইব্ন সুলায়মান, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা। এঁরা দুজন তাঁর অপেক্ষা বয়সে বড়। তিনি বাগদাদ এসেছিলেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা করেছেন ও দরস দিয়েছেন। বাগদাদ অধিবাসীদের মধ্যে ইবরাহীম আল-হারবী, ইব্ন আবূ দুনয়া, আল-মাহামিলী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ হাতিম আল-রাযী তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে বলেছিলেন, হে বৎস! হাদীসের খোঁজে ও সন্ধানে আমি হাজার মাইলের উপরে পথ পায়ে হেঁটে গিয়েছি। বর্ণিত আছে যে, কোন কোন সময় তিনি থাকতেন একেবারে খালি হাতে। ব্যয় করার মত কিছুই তাঁর কাছে থাকত না। কোন কোন সময় তিনদিন কেটে যেত তাঁর অনাহারে, উপবাসে। এরপর তাঁর কোন সঙ্গী শিষ্য থেকে অর্ধ দীনার ঋণ নিতেন। বহু আলিম ও ফিক্হবিদ তাঁর সুনাম ও প্রশংসা করেছেন। তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া হাফিযে হাদীস ব্যক্তিদেরকে তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলতেন, "যদি কেউ আমাকে আমার অজানা একটি সহীহ হাদীসের সন্ধান দিতে পার

তবে আমি তার পক্ষে একটি দিরহাম সদকা করে দিব।" তিনি বলতেন যে, এর অর্থ হল আমি এমন হাদীস শুনব যা আমার জানা নেই। কিন্তু কেউই ওই রকম হাদীস আনতে পারেনি। তাঁর দরবারে উপস্থিত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে আবূ যুরআ ও অন্যরা থাকতেন। এই হিজরী সনের শাবান মাসে ইব্‌ন আবূ হাতিম রাযীর ওফাত হয়।

এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আবূ জা'ফর কূফী আল-খাররায ওরফে জুনদী। তাঁর সংকলিত একটি বড় আকারের মুসনাদ গ্রন্থ রয়েছে। তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা, আল-কা'নাবী, আবূ নুআয়ম প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন সাঈদ, আল-মাহামিলী ও ইব্‌ন সাম্মাক। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান একজন আস্থাভাজন সজ্জন ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দান আবূ জা'ফর রাযীর ওফাত হয় এই হিজরী সনে। তিনি পাঁচশর বেশি শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনা করেন খুব কম। শাবান মাসে তাঁর ওফাত হয়। ইবনুল জাওযী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দান আল-বাযযার কানাবী থেকে হাদীস বর্ণনায় সংশয়যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী ছিলেন না। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দান নাহবী ব্যাকরণবিদ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২০১ হিজরী সনে। ইবনুল আছীর তাঁর "আল-কামিল" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, এই হিজরী সনে ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন হাররান ইমাম ফাসাবীর ওফাত হয়। তিনি কিছুটা শিয়াপন্থী ছিলেন বটে। ইয়াকূব ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন মা'কাল উমাবীর মৃত্যু হয় এই হিজরীতে। আরো যারা মারা যান আবুল আব্বাস আহ্‌মদ ইব্‌ন আসাম। খলীফা মা'মূনের রাজকীয় গায়িকা আরীব মারা যায় এই হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেন যে, আরীব ছিল জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া বারমাকীর কন্যা।

ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন হাররান

তিনি হলেন আবূ ইউসুফ ইব্‌ন আবূ মুআবিয়া ফারিসী আল-ফাসাবী। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। প্রায় হাজারের অধিক আস্থাভাজন শায়খ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর শায়খবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন হিশাম ইব্‌ন আম্মার, দুহায়ম, আবুল মুজাহির দামেশকী, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান দামেশকী, সাঈদ ইব্‌ন মনসূর, আবূ আসিম, মক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা, আল-কা'নাবী প্রমুখ।

তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাঈ। তাঁর সুনান গ্রন্থে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ, হাসান ইব্‌ন সুফিয়ান, ইব্‌ন খাররাশ, ইব্‌ন খুযায়মা এবং আবূ আওয়ানা আল-ইসফিরায়িনী প্রমুখ। তিনি আত-তারীখ ও আল-মা'রিফা এবং অনেক উপকারী কিতাব রচনা করেন। হাদীসের সন্ধানে তিনি বহু দূরদেশ ভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষে প্রায় ৩০ বছর তিনি নিজ জন্মস্থান থেকে দূরে ছিলেন। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্‌ন আসাকির বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, সফর অবস্থায় আমি রাতের বেলায় বাতির আলোতে লেখালেখি করতাম। এক রাতে

আমি লিখছিলাম, হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে কিছু একটা ঢুকে পড়ল। যার ফলে আমি বাতিই দেখতে পাচ্ছিলাম না। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। তদুপরি এই কারণে আমি হাদীস লিখতে পারব না তদুপরি আমি সফরে অবস্থান করছি। এই সকল দুঃখে আমি কাঁদতেই ছিলাম। এরপর আমি চোখের নিকট হার মানলাম। ঘুমিয়ে গেলাম, আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে। তিনি বললেন, তোমার কী খবর? আমি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়া এবং হাদীস লেখা থেকে বঞ্চিত হবার দুঃখ পেশ করলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে আস। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। আমার দুচোখে তিনি তাঁর হাত রাখলেন। তিনি কুরআন মজীদ থেকে কিছুটা পাঠ করছেন বলে মনে হল। এরপর আমি সজাগ হয়ে গেলাম। তখন আমি সব দেখতে পাচ্ছিলাম। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করতে করতে আমি উঠে বসলাম।

আবূ যুরআ দামেশকী ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ানের সুনাম করেছেন। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীও তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, পারস্য দেশে তিনি মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তিনি নিশাপুরেও আগমন করেছিলেন। আমাদের শায়খগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। কেউ কেউ তাঁকে শিয়া পক্ষীয় লোক বলে মন্তব্য করেছে। ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, পারস্য সম্রাট ইয়াকূব ইব্‌ন লায়ছের নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান উসমান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছেন। শাসক ইয়াকূব মুহাদ্দিস ইয়াকূবকে তলব করেন। তাঁর মন্ত্রী তখন তাঁকে বলে যে, মুহাদ্দিস ইয়াকূব তো আমাদের শায়খ উসমান ইব্‌ন আফফান সাজাযী সম্পর্কে কোন কথা বলে না সে বরং সাহাবী হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) সম্পর্কে মন্তব্য করে। তখন সম্রাট বললেন, ওই মুহাদ্দিসকে ছেড়ে দাও, সাহাবীদের বিষয় নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি তো মনে করেছিলাম, আমাদের ধর্মীয় গুরু উসমান ইব্‌ন আফফান সাজাযী সম্পর্কে সে বিরূপ মন্তব্য করেছিল।

আমি বলি, ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান সম্রাট হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) সম্পর্কিত সমালোচনার এই কথা সঠিক নয়। কারণ ইয়াকূব একজন মস্ত বড় সম্মানিত মুহাদ্দিস। তাঁর মুখে হযরত উসমান (রা)-এর সমালোচনা হবে তা কল্পনাও করা যায় না। এই হিজরী সনে আবূ হাতিম রাযীর মৃত্যুর একমাস পূর্বে রজব মাসে বসরাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে বলেছিল, আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আকাশ জগতে হাদীসের দরস্ দিই যেমন পৃথিবীতে হাদীসের দরস দিতাম। সেই সূত্রে আমি হাদীসের দরস দেয়ার জন্য চতুর্থ আসমানে বসেছি। আমার চারপাশে বসা আছে ফেরেশতাগণ। তাদের মধ্যে আছে হযরত জিবরাঈল (আ)। আমি যা বলছি ফিরিশতাগণ সোনার কলমে তা লিখে নিচ্ছেন।

আরীব আল-মা'মূনিয়া

এই হিজরী সনে মৃত্যু হয় আরীব আল-মা'মূনিয়া-এর। ইব্‌ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে

আরীবের জীবনী উল্লেখ করেছেন। কারো কারো বরাতে তিনি লিখেছেন যে, আরীব ছিল জা'ফর বারমাকী-এর মেয়ে। বারমাকীদের পতনের সময় ছোট্ট অবস্থায় সে চুরি হয়ে যায়। তাকে বিক্রি করা হয়। খলীফা মা'মূন তাকে ক্রয় করে নেন। এরপর ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেন, হাম্মাদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে তাঁর পিতা থেকে। ইসহাক বলেছেন যে, আমি তার মত কোন সুন্দরী মহিলা কখনো দেখিনি। তার চেয়ে অধিক শিষ্টাচারসম্পন্ন, গান-বাজনা, কবিতা, দাবা ও পাশা খেলায় তার চেয়ে দক্ষ ও চতুর কোন মহিলাও আমি কখনো দেখিনি। কোন মহিলার মধ্যে তুমি যদি কোন একটা উচ্চমানের গুণ ও বৈশিষ্ট্য দেখতে চাও আরীবার মধ্যে তা তুমি পাবে। সে একজন শক্তিশালী, শুদ্ধাচারী ও স্পষ্টভাষী কবি ছিল। খলীফা মা'মূন তাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসত। এরপর তার প্রেমে পড়ে খলীফা আল-মু'তাসিম। কিন্তু সে অন্য এক পুরুষকে ভালবাসত। তার নাম মুহাম্মদ ইব্ন হাম্মাদ। মাঝে মাঝে সে তার প্রেমিক পুরুষটিকে রাজপ্রাসাদে তার খাস কামরায় নিয়ে আসত। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। এটি উল্লেখ করেছেন ইব্ন আসাকির। এরপর সে সালিহ্ মুনযিরীর প্রেমে পড়ে এবং গোপনে তাকে বিয়ে করে। তাকে উপলক্ষ করে সে কবিতা রচনা করে। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের দরবারে কবিতা আবৃত্তিতে সে তার স্বামীর কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করত। কিন্তু সে কার কথা বলছে খলীফা তা বুঝতে পারতেন না। এ কাণ্ড দেখে খলীফার অন্য দাসীরা হাসাহাসি করত। তখন খলীফা বলতেন, ওহে পোড়ামুখীরা তোদের দৈহিক পরিশ্রমের চেয়ে এর গান ও কবিতার শ্রম অনেক ভাল। ইব্ন আসাকির তার অনেকগুলো কবিতা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে নিম্নের কবিতা রয়েছে। খলীফা মুতাওয়াক্কিল জ্বরে আক্রান্ত হবার পর তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে আরীবা এই কবিতা আবৃত্তি করেছিল। সে বলেছিল :

اَتَوْنِىْ فَقَالُوْا بِالْخَلِيْفَةِ عِلَّةٌ - فَقُلْتُ وَنَارُ الشَّوْقِ تُوَقَّدُ فِىْ صَدْرِىْ ·

"লোকজন আমার নিকট এল। তারা বলল, খলীফা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি বললাম, আমার বুকে তো প্রেমের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে।"

اَلاَ لَيْتَ فِىْ حُمَّى الْخَلِيْفَةِ جَعْفَرٍ - فَكَانَتْ لِى الْحُمَّى وَكَانَ لَه اَجْرِىْ ·

"হায়! খলীফা জা'ফরের এই জ্বর যদি আমার দেহে আসত, তাহলে ভাল হত। আমি জ্বরগ্রস্ত হতাম আর খলীফা আমার মত সুস্থ থাকতেন।"

كَفٰى بِىْ حُزْنُ اَنْ قِيْلَ حُمَّ فَلَمْ اَمُتْ - مِنَ الْحَزْنِ اِنِّىْ بَعْدَ هٰذَا لَذُوْ صَبْرِىْ ·

"খলীফা জ্বরগ্রস্ত হয়েছেন, আমার দুঃখিত-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অস্থির হয়ে ওঠার জন্য এটুকু সংবাদই যথেষ্ট। এই সংবাদ শ্রবণের পর আমি যদি শোকে-দুঃখে মারা না যাই তাহলে বলতে হবে আমি খুবই ধৈর্যশীল।"

جُعِلْتُ فِدًا لِلْخَلِيْفَةِ جَعْفَرٍ - وَذَاكَ قَلِيْلٌ لِلْخَلِيْفَةِ مِنْ شُكْرِىْ ·

"আমি খলীফা জা'ফরের জন্য উৎসর্গিত জান কুরবান। আমার প্রতি খলীফার অনুগ্রহের তুলনায় তাঁর জন্য আমার জীবন উৎসর্গীকরণ স্বল্পমাত্রার কৃতজ্ঞতা মাত্র।"

খলীফা সুস্থ হবার পর আরীব তাঁর নিকট গমন করে এবং নিম্নের গান গেয়ে শোনায় :

شُكْرًا لاَنْعُم مَنْ عَافَكَ مِنْ سُقْمٍ - دُمْتَ الْمُعَافَا مِنَ الالاَمِ واَسْقُمِ ·

"যে মহান সত্তা আপনাকে রোগ থেকে মুক্ত করলেন তাঁর এই নিআমতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আপনি চিরদিন সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন সকল ব্যথা-বেদনা ও রোগজরা থেকে।"

عَادَتْ بِبُرْئِكَ لِلاَيَّامِ بَهْجَتُهَا - واَهْتَزَّ نَبْتُ رِيَاضِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ·

"আপনার সুস্থতায় জনজীবনে আনন্দ ফিরে এসেছে। দান ও বদান্যতার বাগানে পত্র-পল্লবে দোলা ও নাচন সৃষ্টি হয়েছে।"

مَا قَامَا لِلدِّيْنِ بَعْدَ الْيَوْمِ مِنْ مَلِك - اَعَفَّ مِنْكَ وَلاَ اَرْعَى اِلَى الذِّمَمِ ·

"আজ পর্যন্ত দীনের সেবায় এমন কোন বাদশা আত্মনিয়োগ করেনি যে আপনার চেয়ে অধিক পবিত্র ক্ষমাশীল এবং আপনার অপেক্ষা অধিক যিম্মাদার ও দায়িত্বশীল।"

فَعَمَّرَ اللّٰهُ فِيْنَا جَعْفَرًا وَنَفَى - بِنُوْرِ وَجْنَتِهِ عَنَّا دُجَى الظُّلَمِ ·

"মহান আল্লাহ্ খলীফা জা'ফরকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁর চেহারার জ্যোতি ও রৌশনীতে অন্ধকারের কালিমা বিদূরিত করুন।"

খলীফার সুস্থতা লাভে আরীব নিম্নের কবিতাও আবৃত্তি করে :

حَمْدنَا الَّذِيْ عَافَى الْخَلِيْفَةَ جَعْفَرًا - عَلَى رَغْمِ اَشْيَاخِ الضَّلاَلَةِ وَالْكُفْرِ ·

"আমরা প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সেই মহান সত্তার যিনি গোমরাহী ও কুফরীর গুরুদের মুখে চুনকালি দিয়ে খলীফা জা'ফরকে সুস্থতা দান করেছেন।"

وَمَا كَانَ الاَّ مِثْلَ بَدْرٍ اَصَابَه - كُسُوْفُ قَلِيْلُ ثُمَّ اَجْلَى عَنِ الْبَدْرِ ·

"তিনি তো পূর্ণিমার চাঁদ। তাতে সামান্য চন্দ্র গ্রহণ হয়েছিল, এরপর তা কেটে গেছে। চাঁদ তার পূর্ণ জ্যোৎস্নায় প্রকাশিত হয়েছে।"

سَلاَمَتُه لِلدِّيْنِ عِزٌّ وَقُوَّةٌ - وَعِلَّتُه لِلدِّيْنِ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ ·

"তাঁর নিরাপদ ও সুস্থ থাকাটা দীন ধর্মের জনশক্তি ও বিজয়। তাঁর রোগগ্রস্ত হওয়া দীনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার নামান্তর।"

مَرِضْتُ فَاَمْرَضْتَ الْبَرِيَّةَ كُلَّهَا - وَاَظْلَمَتِ الاَمْصَارُ مِنْ شِدَّةِ الذُّعْرِ ·

"আপনি অসুস্থ হয়েছিলেন, আর তাতে অসুস্থ করে দিয়েছিলেন সকল মানুষকে। শহর-নগরসমূহ প্রচণ্ড ভয়ে আশঙ্কায় অন্ধকার হয়ে পড়েছিল।"

فَلَمَّا اسْتَبَانَ النَّاسُ مِنْكَ اِفَاقَةً - اَفَاقُوْا وَكَانُوْا كَالنِّيَامِ عَلَى الْجَمْرِ ·

"মানুষ যখন নিশ্চিত হল যে, আপনি সেরে উঠেছেন, তখন তারাও চেতনা ফিরে পেয়েছে, সচকিত হয়েছে। ইতোপূর্বে তারা ছিল জ্বলন্ত কয়লার উপরে শায়িত নিদ্রামগ্নের ন্যায়।"

سَلاَمَةُ دُنْيَانَا سَلاَمَةُ جَعْفَرٍ - فَدَامَ مُعَافًا سَالِمًا اخِرَ الدَّهْرِ ·

"জা'ফরের শান্তি আমাদের দুনিয়ার শান্তি। সুতরাং শেষদিন পর্যন্ত তিনি সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন।"

اِمَامٌ اَعَمَّ النَّاسَ بِالْفَضْلِ وَالنَّدَا - قَرِيْبًا مِنَ التَّقْوٰى بَعِيْدًا مِنَ الْوِزْرِ ·

"তিনি নেতা, দান-দক্ষিণায় সকলকে ভরে দিয়েছেন, সবাইকে শামিল করেছেন। তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারির কাছাকাছি থাকেন, পাপাচার ও অন্যায় থেকে দূরে অবস্থান করেন।"

বস্তুত আরীবের আরো বহু উন্নত ও উচ্চমানের কবিতা রয়েছে। ১৮১ হিজরী সনে তার জন্ম হয় এবং ২৭৭ হিজরী সনে ৯৬ বছর বয়সে 'সুররা-মান-রাআ' নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়।

২৭৮ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী বলেছেন, এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে একটি নক্ষত্র দেখা গেল আকাশে যে তা খোঁপ বিশিষ্ট। এরপর সেটি বেণী বিশিষ্ট হল। তিনি বলেন, এই হিজরী সনে নীল নদীর পানি শুকিয়ে যায়। অথচ ইতোপূর্বে কোন সময় তেমন হয়নি। অতীতেও এমনটি হয়েছে বলে ইতিহাসে আমরা পাইনি। এ কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যায় ভীষণভাবে। এই হিজরী সনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মানকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করা হয়। এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে আল-মুওয়াফফাক যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন। জনগণ তাঁকে নাহরাওয়ানে এসে গণসম্বর্ধনা দেয়। তিনি অসুস্থ অবস্থায় বাগদাদ প্রবেশ করেন। তখন তিনি বাত রোগে (نقـرس) আক্রান্ত ছিলেন। সফর মাসের প্রথম দিকের দিনগুলো তিনি বাস গৃহেই অতিবাহিত করেন। কয়েকদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। এই হিজরী সনে কারামাতী সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এরা হল যিন্দীক ও নাস্তিক্যবাদী সম্প্রদায়। তারা সেই সব লোকের দর্শন অনুসরণ করে যারা বিশ্বাস করে যে, যারদাশ ও মুযদিক দুজনী নবী ছিল। এরা দুজন হারাম বিষয়গুলো হালাল বলে ফতওয়া দিত। এরপর তারা তাদের অনুসারীদেরকে সরাসরি বাতিল ও কুফরীর দীক্ষা দিত। রাফিযী সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় তারা বেশি অরাজকতা সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং রাফিযী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই বেশির ভাগ তাদের দলে যোগ দিয়েছে। কারণ রাফিযীদের বিবেক-বুদ্ধি কম। তাদেরকে ইসমাঈলিয়াও বলা হয়। কারণ তারা নিজেদেরকে জা'ফর সাদিক (র)-এর পুত্র ইসমাঈল আল-আরাজের অনুসারী বলে দাবী করে। তারা কারামাতী সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। কারণ তারা নিজেদেরকে কারামাত ইব্ন আশআছ আল-বিকারের অনুসারী বলে পরিচয় দেয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের নেতা প্রথম ধাপে

যারা তার অনুসরণ করে তাদেরকে রাতে-দিনে মিলিয়ে ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্ত নামায আদায়ের নির্দেশ দিত। এটি ছিল তার গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আপাতত তাদেরকে অন্ধকারে রাখার কৌশল। এরপর সে ১২ জন নেতা মনোনীত করে এবং তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটা নীতিমালা তৈরি করে এবং তার অনুসারীদেরকে আহলে বায়ত-এর নেতৃত্ব মেনে নেয়ার আহ্বান জানায়। এরা বাতিনী সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। কারণ তারা মুখে রাফিযী কথাবার্তা বলে কিন্তু অন্তরে সাচ্চা কুফরী পোষণ করে। তারা খাররামী এবং বাবুকী সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। এতদ্ব্যরা তারা নিজেদেরকে খলীফা মু'তাসিমের আবির্ভূত হওয়া ও নিহত হওয়া বাবুক খাররামীর অনুসারী বলে ইঙ্গিত দেয়। তারা মুহাম্মিরা বা লাল বাহিনী নামেও পরিচিত। কারণ আব্বাসীদের কালো প্রতীকের বিরুদ্ধে তারা সর্বত্র লাল প্রতীক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তা'লিমিয়া নামেও পরিচিত। এজন্য যে, তারা নিষ্পাপ ইমাম থেকে তা'লীম প্রাপ্য হয় বলে দাবী করে। তাদেরকে সপ্তগ্রহীও বলা হয়। কারণ তারা বিশ্বাস করে, সপ্তগ্রহের পরিকল্পনায় এই জগৎ পরিচালিত হয় (তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত)। ওই সপ্তগ্রহ হল প্রথম কক্ষপথে চাঁদ, দ্বিতীয় কক্ষপথে বুধ, তৃতীয় কক্ষপথে শুক্র, চতুর্থ কক্ষপথে সূর্য, পঞ্চম কক্ষপথে মঙ্গল, ষষ্ঠ কক্ষপথে বৃহস্পতি এবং ৭ম কক্ষপথে চলমান রয়েছে শনি গ্রহ।

ইবনুল জাওযী বলেছেন, বাবুকিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল। কথিত আছে যে, তারা বছরে বিশেষ এক রাতে নারী-পুরুষ সবাই একত্রিত হয়। বাতি নিভিয়ে দিয়ে নারীদেরকে লুট করে। যার হাতে যে নারী পড়ে তাকে ভোগ করা তার জন্য বৈধ হয়। তারা বলে যে, এ জাতীয় শিকার বৈধ। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত। ইবনুল জাওযী তাদের মতবাদ ও দুর্নীতিমূলক নিয়ম-কানুন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে আবূ বকর বাকিল্লানী ও তাঁর 'হাতকুল আসতার ওয়া কাশফুল আসরার (هتك الاستار وكشف الاسرار) গ্রন্থে তাদের মুখোশ উন্মোচন করেন এবং ফাতিমী যুগে মিসরীয় কতক বিচারক মিলে আল-বালাগ আল-আযম ওয়া নামূসুল আকবর (البلاغ الاعظم والناموس الاكبر) নামে যে পুস্তক রচনা করেছিল তা রদ করেন। তারা তাদের পুস্তকটিকে ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছিল। প্রথম অধ্যায় হল আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামাআতভুক্তকেই তাদের দলে যোগ দিলে তাকে এই দীক্ষা দেয়া যে, হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদা হযরত উসমান (রা)-এর উপরে। এটি সে মেনে নিলে তাকে দীক্ষা দেয়া হবে যে, আলী (রা)-এর মর্যাদা হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর উপরে। এরপর আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে গাল-মন্দ ও সমালোচনা করার দীক্ষা দেয়া হবে। তাদের ভাষায় এই যুক্তিতে যে, তারা দুজন হযরত আলী (রা) এবং নবী পরিবারের প্রতি যুলুম করেছেন। এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে এই উম্মত মূর্খ ও জাহিল এবং অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করাটা ভুল পথ, এই দীক্ষা দেয়া হবে। এরপর ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সমালোচনা ও নিন্দাবাদ শুরু হবে।

বস্তুত এই জাতীয় লোকদেরকে সম্বোধন করার জন্য, পরিচিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সন্দেহবাদী-গোমরাহ এ জাতীয় কতক শব্দের উল্লেখ করেছেন। যেগুলো বদবখত, হতভাগা, মূর্খ ও বোকা লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ·

"শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের, তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই তা পরিত্যাগ করে।" (সূরা যারিয়াত : ৭-৯)

অর্থাৎ যে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সে এটি দ্বারা গোমরাহ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ·

"তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা, তোমরা কেউই কাউকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।" (সূরা সাফফাত : ১৬১-১৬৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন :

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِيْنَ الاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ وَلِتَصْغى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُوْنَ بِالاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ·

"এরূপে মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এমনটি করত না সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করুন এবং তারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন সেটির প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে।" (সূরা আনআম : ১১২-১১৩)

এ জাতীয় বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো বিবৃত করে যে, মন্দ লোক ছাড়া অন্য কেউ বাতিল, মূর্খতা, গোমরাহী এবং নাফরমানীর পথে যায় না, সেগুলোর প্রতি অনুগত হয় না।

জনৈক কবি বলেছেন :

اِنْ هُوَ مُسْتَحْوِذُ عَلى اَحَدٍ - اِلاَّ عَلى اَضْعَفِ الْمَجَانِيْنَ ·

"একমাত্র দুর্বল চিত্ত যাদের তাদেরকে ব্যতীত অন্য কারো উপর সে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে না।"

এরপরও ওই গোমরাহ দলের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন কুফরী, নাস্তিক্যবাদ, মূর্খতা। দুর্বল চিত্ত ও দুর্বল দীনদার লোকের উচিত এ জাতীয় বিষয়গুলো অনুধাবন ও উপলব্ধি করা এবং এগুলো থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা। দুর্বল ঈমান ও দুর্বল বুদ্ধির কারণে ইবলীস

শয়তান তাদের জন্য কুফরী ও অন্যান্য মূর্খতার পথ উন্মুক্ত করতে পারে। ইবলীস মাঝে মাঝে তার কতক অনুসারীর জন্য এমন কিছু করে দেয় যা সে ইতোপূর্বে জানত না। যেমন এক কবি বলেছেন :

وَكُنْتُ امْرَأً مِنْ جُنْدِ اِبْلِيْسَ بُرْهَةً - مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى صَارَ اِبْلِيْسُ مِنْ جُنْدِىَ .

"আমি বহুদিন ইবলীসের শিষ্য ছিলাম। অবশেষে ইবলীসই আমার শিষ্য হয়ে গিয়েছে।"

মোটকথা এইসব গোমরাহ দলগুলো এই হিজরীতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং বিভিন্ন স্থানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শেষ পর্যন্ত তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে। মসজিদের কাবাগৃহের চতুর্দিকে হাজীদেরকে হত্যা করে। হাজরে আসওয়াদ ভেঙ্গে ফেলে এবং নির্দিষ্ট স্থান থেকে খুলে ফেলে। ৩১৭ হিজরীতে তারা হাজরে আসওয়াদ নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। ৩৩৯ হিজরী সন পর্যন্ত হাজরে আসওয়াদ তাদের দেশেই ছিল। সর্বমোট ২২ বছর বায়তুল্লাহ শরীফ হাজরে আসওয়াদ থেকে খালি ছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই সব অঘটন ঘটেছিল, ঘটতে পেরেছিল খলীফাদের দুর্বলতার কারণে। তুর্কী সেনাপতিদের হতে খলীফাদের খেলার পুতুল স্বরূপ অবস্থান এবং বিভিন্ন দেশে তুর্কীদের কর্তৃত্ব স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই হিজরী সনে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এক. এই সকল ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উত্থান, দুই. ইসলামের তরবারি আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাকের ওফাত। তবে তাঁর ইন্তিকালের পর মহান আল্লাহ্ মুসলিম জাতির জন্য তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আহ্মদ আল-মু'তাদিদকে অবশিষ্ট রাখেন। তিনি একজন সাহস বীর পুরুষ ছিলেন।

আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাকের জীবনী

তিনি হলেন আমীর নাসির লিদীনীল্লাহ। তিনি আল-মুওয়াফফাক নামে পরিচিত। তার বংশ পরিচয় তালহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম ইব্ন হারূনুর রশীদ। ২২৯ হিজরী সনের ২রা রবিউল আউয়াল বুধবার তাঁর জন্ম হয়। তাঁর ভাই আল-মু'তামিদ খলীফা হবার পর তাঁকে তাঁর ভাই জা'ফরের পর পরবর্তী খলীফারূপে ঘোষণা দেন এবং তাঁকে আল-মুওয়াফফাক বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর যখন তিনি যানজী প্রধানকে হত্যা করলেন এবং তার অনুসারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন তখন তাঁকে নাসির লিদীলিল্লাহ্ উপাধি দেয়া হয়। সরকারি কাজে নিয়োগ দান, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তি প্রত্যাহারকরণ, চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ ইত্যাদি কাজগুলো তাঁর হাতে এসে যায়। খাজনা জমা হত তাঁর নিকট। মিম্বরে মিম্বরে খুতবায় তাঁর নাম উচ্চারিত হত। তাঁর জন্য খুতবায় দুআ করে বলা হত, হে আল্লাহ্! আমীর নাসির লিদীনিল্লাহ্ মুসলিম খিলাফতের উত্তরাধিকারী আমীরুল মু'মিনীনের ভাই আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাক বিল্লাহকে জনসেবার কল্যাণকর কাজের তাওফীক দান করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর ভাই খলীফা আল-মু'তামিদের মৃত্যুর ৬ মাস পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়ে

যায়। আল-মুওয়াফফাক বিল্লাহ্ একজন বিচক্ষণ ও সুসংহত সুসমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণকারী শাসনকর্তা ছিলেন। মযলূম ও নির্যাতিত প্রজাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তিনি বিচারকদেরকে নিয়ে দরবারে বসতেন। তারপর যালিম থেকে মযলূমের হক ও দাবী উসুল করে দিতেন। তিনি সাহিত্য, বংশ শাস্ত্র, ফিক্‌হ, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তাঁর অনেক সুকীর্তি ও জনকল্যাণমূলক কাজ রয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর কারণ এই ছিল যে, তিনি বাত (نقرس) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সফরে থাকা অবস্থায়। এরপর তিনি বাগদাদ ফিরে আসেন। তখনও তিনি অসুস্থ। সফর মাসের প্রথম দিকের দিনগুলো তিনি নিজ বাসস্থানে অতিবাহিত করেন। পর্যায়ক্রমে তাঁর রোগ বেড়ে যেতে থাকে। তাঁর পা ফুলে যায়, পা ফেঁপে ফুলে অনেক বড় হয়ে যায়। পায়ে বরফ জাতীয় অন্যান্য ঠাণ্ডা বস্তু দেয়া হত। তাঁকে তাঁর খাটে করে বহন করা হত। পর্যায়ক্রমে চল্লিশ জন লোক তাঁর খাট বহন করে নিয়ে যেত। প্রতিবারে বিশজন করে খাট বহন করত। একদিন তিনি তাদেরকে বললেন, আমি মনে করছি যে, আমাকে নিয়ে তোমরা বড় কষ্টে আছ। আমার প্রতি তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছ। হায়! আমি যদি তোমাদের মত হয়ে যেতে পারতাম, যদি আমি তেমন খাওয়া-দাওয়া করতে পারতাম যেমন তোমরা খাচ্ছ। তেমন পানি পান করতে পারতাম যেমন তোমরা পান করছ। তোমরা যেমন শান্তি ও সুস্থতার সাথে ঘুমাচ্ছ, আমিও যদি সেরূপ ঘুমাতে পারতাম! তিনি এটাও বলেছিলেন আমার রাজকোষ থেকে এক লক্ষ লোক রাষ্ট্রীয় ভাতা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে কেউই আমার চেয়ে কষ্টকর অবস্থায় নেই। এরপর আল-হুসায়নী প্রাসাদে সফর মাসের ৮ দিন বাকী থাকতে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন যে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১ মাস কয়েকদিন কম ৪৭ বছর।

তাঁর ওফাতের পর সেনাপতি ও আমীর-উমারা তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস আহমদের হাতে বায়আত গ্রহণের জন্য একত্রিত হয়। খলীফা মু'তামিদ তাঁকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে তাঁর হাতে বায়আত করেন। মিম্বরে মিম্বরে তাঁর নামে খুতবা পাঠের নির্দেশ দেন এবং তাঁর বাবা আল-মুওয়াফফাক চাকরিতে নিয়োগ দান, বরখাস্তকরণ, সম্পর্ক স্থাপন ও বিচ্ছিন্ন-করণসহ যে সকল কাজের দায়িত্ব পালন করতেন পুত্র আবুল আব্বাসকে সে সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁকে "আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্" উপাধি দেয়া হয়।

এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন ইদরীস ইব্‌ন সুলায়ম ফাকআসী মাওসিলী। ইবনুল আছীর উল্লেখ করেছেন যে, ইদরীস ইব্‌ন সুলায়ম বহু হাদীস বর্ণনাকারী ও নেক আমল করার মানুষ ছিলেন। আরো মারা যান জাযীরার শাসনকর্তা ইসহাক ইব্‌ন কিনদাজ। তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তাঁর জন্য নির্ধারিত ও সংরক্ষিত দায়িত্বগুলো বুঝে নেয়। আরো মারা যায় তরসূসের শাসনকর্তা ইয়াযমান। তিনি একটি রোমান রাজ্য ঘেরাও করে রেখেছিলেন। এই সময়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির তরফ থেকে একটি কামানের গোলা এসে তাঁকে আঘাত হানে। এরপর এই হিজরী সনের রজব মাসে তাঁর

ওফাত হয় এবং তরসূসে তাঁকে দাফন করা হয়। খুমারাবিয়া ইব্ন আহ্মদ-এর নির্দেশে ছুগূর রাজ্যের শাসনভার দেয়া হয় আহ্মদ আল-জুআয়ফীকে। তারপর অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তাকে বরখাস্ত করে তদস্থলে মূসা ইব্ন তূলূনকে নিয়োগ করা হয়। এই হিজরী সনে আবদা ইব্ন আবদুর রহীমের মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তার চেহারা কুৎসিৎ করুন। ইবনুল জাওযী (র) উল্লেখ করেছেন যে, এই হতভাগা মুসলিম মুজাহিদ ছিল। বেশির ভাগ যুদ্ধ করেছে রোমাদের বিরুদ্ধে রোমান অঞ্চলে। কোন এক যুদ্ধে মুসলমানগণ রোমান নগর অবরোধ করে রেখেছিল। ওই দুর্গে অবস্থানকারী অবরুদ্ধ এক রমণীর প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। সে তার প্রেমে পড়ে যায় এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করার পথ খোঁজে। কী করলে তার সাথে মিলিত হওয়া যাবে তা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে। মহিলা বলল যে, তুমি যদি খৃস্টধর্ম গ্রহণ কর এবং প্রাচীর বেয়ে আমার নিকট আসতে পার তাহলে আমার সাথে মিলিত হতে পারবে। এই হতভাগা মহিলার কথামত মুরতাদ হয়ে যায় এবং খৃস্টবাদ গ্রহণ করে। এরপর ওই মহিলার নিকট পৌঁছে যায়। মুসলমানগণ তার পরিণতি ও কার্যক্রম দেখে ভয় পেয়ে যায়। তারা খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে খৃস্টান হয়ে ওই মহিলার সাথেই বসবাস করতে থাকে। অনেকদিন পর মুসলমানগণ ওই পথে যাচ্ছিল। তারা ওই মুরতাদ হতভাগাকে মহিলাটির সাথে দুর্গে দেখতে পায়। তারা বলল, ওহে! এখন তোমার কুরআন পাঠের অবস্থা কী? তোমার জ্ঞানের পরিণতি কী? তোমার নামায, রোযা, জিহাদের খবর কী? সে বলল, শুনে নাও, আমি পূর্ণ কুরআন ভুলে গেছি। শুধু একটি আয়াত মনে আছে তা হল :

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ـ

"কখনও কখনও কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলমান হত। তাদেরকে ছেড়ে দিন, খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক। পরিণামে তারা বুঝবে।" (সূরা হিজর : ২-৩)

এখন তাদের মধ্যে থেকে আমার প্রচুর ধন-সম্পদ ও বহু সন্তান-সন্ততি হয়েছে।

২৭৯ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসের শেষ দিকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী ঘোষিত জা'ফরকে ওই উত্তরাধিকার থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং কর্মরত খলীফা আল-মু'তামিদের পর পরবর্তী খলীফারূপে এককভাবে আবুল আব্বাস আল-মু'তাদিদ ইব্ন আল-মুওয়াফফাককে মনোনয়ন দেয়া হয় এবং সর্বসমক্ষে তাঁর নামে খুতবা দেয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী পরবর্তী খলীফারূপে মনোনীত আল-মু'তাদিদকে অভিনন্দন জানিয়ে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে :

لِيُهْنِيْكَ عَقْدُ أَنْتَ فِيْهِ الْمُقَدَّمُ ـ حَبَاكَ بِهِ رَبٌّ بِفَضْلِكَ أَعْلَمُ ـ

"একটি চুক্তি আপনাকে অভিনন্দন যোগ্য করে তুলেছে। ওই চুক্তিতে আপনিই অগ্রগামী। মহান প্রভু আপনাকে এই পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। আপনার যোগ্যতা ও মর্যাদা সম্পর্কে মহান প্রভু সর্বাধিক অবগত।"

فَانْ كُنْتَ قَدْ اَصْبَحْتَ وَالِى عَهْدِنَا - فَاَنْتَ غَداً فِيْنَا الاِمَامُ الْمُعَظَّمُ ·

"এখন আপনি আমাদের যুবরাজ হয়েছেন, পরবর্তী খলীফারূপে মনোনীত হয়েছেন। আগামীকাল আপনি বাস্তবে আমাদের মহান নেতায় পরিণত হবেন।"

وَلاَ زَالَ مَنْ وَالاَكَ فِيْهِ مُبْلِغًا - مُنَاه وَمَنْ عَادَاكَ يَخْزى وَيَنْدَمُ ·

"এই বিষয়ে যে আপনার শুভ কামনা করবে আপনার সাথে ভালবাসা রাখবে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতেই থাকবে। আর যে ব্যক্তি আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"

وَكَانَ عَمُوْدُ الدِّيْنِ فِيْهِ تَعَوُّجُ - فَعَادَ بِهذَا الْعَهْدِ وَهُوَ مُقَوَّمُ ·

"কর্মরত খলীফা আল-মু'তামিদ আমূদ আল-দীন রা দীনের খুঁটি। তার মধ্যে কিছুটা বক্রতা ছিল। এই চুক্তি ও ঘোষণার মাধ্যমে তা পুরোপুরি সোজা ও সরল হয়ে গেল।"

وَاَصْبَحَ وَجْهُ الْمَلك جَذْلاَنَ ضَاحِكًا - يُضِيْئُ لَنَا مِنْهُ الَّذِىْ كَانَ مُظْلَمُ ·

"এই অঙ্গীকার ও ঘোষণার ফলে খলীফার মুখমণ্ডল লাবণ্যময় ও হাস্যোজ্জ্বল হয়ে গেল। কালো ও অন্ধকারময় থাকার পর আলো ও জ্যোতির দ্যুতি ছড়াতে লাগল আমাদের জন্য।"

فَدُوْنَكَ شُدَّدُ عَقْدَ مَا حَوَيْتَه - فَاَنَّكَ دُوْنَ النَّاسِ فِيْهِ الْمُحْكَمُ ·

"আপনি যে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের চুক্তি করেছেন তার পেছনে ইস্পাত কঠিন সমর্থন অবশ্যই থাকবে। কারণ এই পদের জন্য মানুষের মধ্যে আপনিই দৃঢ়চেতা ও মজবুত ব্যক্তি।"

এই হিজরী সনে বাগদাদে ঘোষণা দেয়া হয় যে, কোন গল্পকার, মন্ত্রকার, জ্যোতিষী ও এ জাতীয় কোন লোক কোন মসজিদে বসতে পারবে না এবং কোন রাস্তায়ও বসতে পারবে না। তর্কশাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিকারী কোন পুস্তকের অনুসরণ করা যাবে না। এটি সম্ভব হয়েছে সুলতানুল ইসলাম মহান খলীফা আবুল আব্বাস আল-মু'তাদিদ-এর সাহসিকতা ও সুদৃঢ় মনোবলের কারণে।

এই হিজরী সনে হারূন আল-শারী এবং শায়বান গোত্রের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় মাওসিলে। ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই হিজরী সনের রজব মাসে খলীফা আল-মু'তামিদ-এর ওফাত হয়। তাঁর মৃত্যু হয় রজব মাসের ১৯ তারিখ সোমবার রাতে।

আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ-এর জীবনী

তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আল-মু'তামিদ ইবন আল-মুতাওয়াক্কিল ইবন আল-মু'তাসিম

ইব্ন আল-রশীদ। তাঁর নাম হল আহ্মদ ইব্ন জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হারূন আল-রশীদ। ২৩ বছর ৬ দিন তিনি খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৫০ বছর কয়েক মাস বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ভাই মুওয়াফফাক অপেক্ষা তিনি মাত্র ৬ মাসের বড় ছিলেন এবং মুওয়াফফাকের মৃত্যুর ১ বছরের কম সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁই ভাই আল-মুওয়াফফাকের জীবদ্দশায় তাঁর নিজের কোন ক্ষমতাই ছিল না। এমনকি একদিন খলীফা মু'তামিদের ৩০০ দীনার প্রয়োজন হয়েছিল, তিনি তা চেয়েছিলেন কিন্তু তা হাতে পাননি। এই প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন :

وَمِنَ الْعَجَائِبِ فِى الْخَلاَفَةِ اَنْ - تَرَى مَا قَلَّ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ ·

"খিলাফত ইতিহাসে এটি এক আশ্চর্য ঘটনা যে, তুমি দেখতে পাবে স্বল্প বস্তু হতেও তিনি বঞ্চিত।"

وَتُؤْخَذُ الدُّنْيَا بِاسْمِهِ جَمِيْعًا - وَمَا ذَاكَ شَيْئٌ فِىْ يَدَيْهِ ·

"গোটা দুনিয়ার অর্থ সম্পদ তাঁর নামেই জমা নেয়া হয়, উসুল করা হয়। অথচ তার কিছুই তাঁর হাতে থাকে না।"

اِلَيْهِ تُحْمَلُ الاَمْوَالُ طَرًا - وَيُمْنَعُ بَعْضَ مَا يُجْبَى اِلَيْهِ ·

"ধন-সম্পদ তাঁর নিকটই তুলে আনা হয়। অথচ যা তাঁর নিকট আনীত হয় তার স্বল্প কিছু হতেও তিনি বঞ্চিত হন, রিক্ত হস্তে থাকেন।"

আল-মু'তামিদ প্রথম খলীফা যিনি সামাররা থেকে রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন। এরপর আর কোন খলীফা সামাররাতে রাজধানী নিয়ে যাননি। বরং পরবর্তী খলীফাগণ বাগদাদেই অবস্থান করেছেন। খলীফা আল-মু'তামিদের মৃত্যু ঘটনা সম্পর্কে ইবনুল আছীর উল্লেখ করেছেন যে, ওই রাতে খলীফা প্রচুর পানীয় পান করেছিলেন এবং খুব বেশি করে রাতের খাবার খেয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি বাগদাদের আল-হুসায়নী প্রাসাদেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজ আল-মু'তাদিদ, বিচারপতিবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা সকলে সাক্ষী হয়ে রইলেন যে, স্বাভাবিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপর তাঁকে গোসল দেয়া হল, কাফন পরানো হল, জানাযা পড়া হল তারপর সামাররায় নিয়ে দাফন করা হল। ওই শোক দিবসের ভোরবেলা খলীফারূপে আল-মু'তাদিদ-এর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এই হিজরী সনে মারা যান ইতিহাসবিদ বালাযুরী।

ইতিহাসবিদ বালাযুরী

তিনি হলেন আহ্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাবির ইব্ন দাঊদ আবুল হাসান। কেউ কেউ বলেন, আবূ জা'ফর। কেউ কেউ বলেন, আবূ বকর আল-বাগদাদী আল-বালাযুরী। "বালাযুরীর ইতিহাস" গ্রন্থের রচয়িতা তিনি নিজেই। তিনি হাদীস শুনেন হিশাম ইব্ন আম্মার, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সালাম, আবূ রাবী যুহরানী ও অপর একদল শায়খ থেকে। তাঁর নিকট থেকে

হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন নাদীম, আহ্মদ ইব্ন আম্মার, আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ইব্ন নাঈম ইব্ন কারকারা আল-আযদী প্রমুখ মুহাদ্দিসবৃন্দ। ইব্ন আসাকির বলেছেন যে, বালাযুরী একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর একাধিক উন্নতমানের সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। খলীফা মা'মূনের প্রশংসা করেছেন তিনি। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং খলীফা আল-মু'তামিদের শাসনামলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শেষ জীবনে তিনি সন্দেহ-সংশয়ের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, মাহমূদ আল-ওয়াররাক একবার আমাকে বলেছিল, এমন একটি কবিতা বলুন যা আপনাকে স্মরণীয় করে রাখবে এবং আপনার দোষগুলো বিদূরিত করবে। তখন আমি বললাম :

اِسْتَعِدِّىْ يَا نَفْسُ لِلْمَوْتِ وَاسْعِى - لِنَجَاةٍ فَالْحَازِمُ الْمُسْتَعِدُّ ·

"ওহে আত্মা! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও এবং নাজাত পাবার চেষ্টা সাধনা কর। কারণ চালাক ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে।"

اِنَّمَا اَنْتِ مُسْتَعِيْرَةٌ وَسَوْفَ - تُرَدِّيْنَ وَالْعَوَارِىْ تُرَدُّ ·

"ওহে আত্মা! তুমি তো ধারে নেয়া বস্তু। অবিলম্বে তুমি ফেরত যাবে। ধারে নেয়া বস্তু তো ফেরত দেয়াই হয়।"

اَنْتِ تَسْهِيْنَ وَالْحَوَادِثُ لاَ تَسْهُوْ - وَتَلْهِيْنَ وَالْمَنَايَا تَعُدُّ ·

"তুমি ভুলে থাক কিন্তু যুগ পরিক্রমা তো ভুলে না তুমি উদাসীন থাকতে পার কিন্তু মৃত্যু প্রস্তুতই হয়ে আছে।"

اَىُّ مُلْكٍ فِى الاَرْضِ وَاَىُّ حَظٍّ - لاَمْرِئٍ حَظُّه مِنَ الاَرْضِ لَحْدُ ·

"কিসের রাজ্য-রাজত্ব এই জগতে, আর কিসের জমা-জমির অংশ। এই জগতে একজন মানুষের অংশ হল কবরটুকু।"

لاَ تُرَجِّىْ الْبَقَاءَ فِىْ مَعْدِنِ الْمَوْتِ - وَدَارٍ حُتُوْفُهَا لَكَ وِرْدٌ ·

"মৃত্যুর খনিতে বেঁচে থাকার আশা করো না, যে বাড়ি থেকে একদিন চলে যেতে হবে সেখানে স্থায়ী হবার কথা ভেবো না।"

كَيْفَ يَهْوَىْ امْرُؤٌ لَذَاذَةَ اَيَّامٍ - اَنْفَاسُهَا عَلَيْهِ فِيْهَا تُعَدُّ ·

"কীভাবে মানুষ সময় ও দিবসগুলোতে স্বাদ ও মজা ভোগ করতে চায়। যে দিবসগুলোতে তার নিঃশ্বাসগুলোও গণনা করে রাখা হচ্ছে।"

আল-মু'তাদিদ-এর খিলাফত

তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আবুল আব্বাস আহ্মদ ইব্ন আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফ্ফাক ইব্ন জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল। আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন। এই হিজরী সনের রজব মাসের ২০ তারিখ খলীফা মু'তামিদের মৃত্যু দিবসের

ভোরবেলা আল-মু'তাদিদ খিলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন। সেদিনই তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে খিলাফতের পদ নিতান্তই দুর্বল ও মরণোন্মুখ হয়ে পড়েছিল। তাঁর ইনসাফ, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ তাঁর হাতে খিলাফতের পদকে পুনরুজ্জীবিত ও সুদৃঢ় করেন। তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওয়াহাবকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাঁর মুক্ত দাস বদরকে বাগদাদের পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব দেন। আমর ইব্ন লায়ছের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট উপহার আসে। আমর ইব্ন লায়ছ খুরাসানের শাসনকর্তার পদ চেয়ে আবেদন জানায়। তিনি ওই আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তার স্বীকৃতি স্বরূপ রাজকীয় উপহার এবং পতাকা তার নিকট পাঠিয়ে দেন। এতে খুশি হয়ে আমর ইব্ন লায়ছ তিনদিন যাবৎ তার বাড়িতে ওই পতাকা উড্ডীন রাখেন। খলীফা খুরাসানে কর্মরত শাসনকর্তা রাফি' ইব্ন হারছামাকে বরখাস্ত করেন। আমর ইব্ন লায়ছ খুরাসানে প্রবেশ করে এবং ক্ষমতাচ্যুত শাসনর্কা হারছামাকে ধরার জন্য তাকে ধাওয়া করে। সে শহর থেকে শহরে দৌড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। সে নিহত হয় ২৮৩ সনে। তাঁর মস্তক প্রেরণ করা হয় খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর নিকট। খুরাসানে আমরের শাসন ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়। এই হিজরী সনে মিসরের শাসনকর্তার খুমারাবিয়া-এর পক্ষ থেকে বিশাল উপহার নিয়ে হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ওরফে জাসসাস খলীফার দরবারে আগমন করে। এরপর খলীফা আল-মু'তাদিদ খুমারাবিয়া-এর কন্যাকে বিয়ে করেন। শাসনকর্তা খুমারাবিয়া বিয়েতে তার কন্যাকে এত উপহার সামগ্রী প্রদান করেন যা ইতোপূর্বে কেউ শোনেনি। এমনও বলা হয় যে, উপহার সামগ্রীর মধ্যে একশ স্বর্ণের বালতি ছিল। এইসব উপহার নববধুর সাথে মিসর থেকে রাজধানী বাগদাদে প্রেরণ করা হয়। বস্তুত এটি একটি স্মরণীয় দিন ছিল। এই হিজরী সনে শায়খ আহ্মদ ইব্ন ঈসা মারদীন দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে এটি ইসহাক ইব্ন কিনদাজের অধীন ছিল।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন হারূন ইব্ন মুহাম্মদ আল-আব্বাসী। এটি লোকদের নিয়ে করা তাঁর সর্বশেষ হজ্জ। তিনি ২৬৪ হিজরী সন থেকে এই পর্যন্ত লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এই হিজরী সনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন :

আমীরুল মু'মিনীন খলীফা আল-মু'তাদিদ, আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়ছামা, আহ্মদ ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ খায়ছামা। ইনি ছিলেন ইতিহাসবিদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন আবূ নুআয়ম ও আফফানের নিকট। হাদীস গ্রহণ করেন আহ্মদ ইব্ন হাম্বল এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন থেকে। বংশ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন মুসআব যুবায়রী থেকে। গণ-ইতিহাস অর্জন করেন আবুল হুসায়ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাদাইনী থেকে। সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন মুহাম্মদ ইব্ন সালাম আল-জুমাহী থেকে। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, মেধাবী ও প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে প্রচুর কল্যাণমূলক তথ্য ও গভীর জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে। আল্লামা বাগাবী (র), ইব্ন সাঈদ, ইব্ন আবূ দাউদ ইব্ন

মুনাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। ৯৪ বছর বয়সে এই হিজরী সনে অর্থাৎ ২৭৯ হিজরী সনে জমাদিউল আউয়াল মাসে তাঁর ওফাত হয়। এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন আবূ আবদুল্লাহ্ খাকান সূফী। তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনা ও কারামত রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী (র)

তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় হল মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন দাহহাক। কেউ কেউ বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন সাকান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন ঈসা সুলামী তিরমিযী আল-দারীর। কথিত আছে যে, তিনি অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর যুগে তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বহু গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর অন্যতম হল আল-জামি আশ-শামায়িল, আসমা-উস-সাহাবা ইত্যাদি। আল-জামি কিতাবটি সিহাহ্ সিত্তার অন্যতম কিতাব। সারা দুনিয়ার আলিমগণ এই কিতাবের মুখাপেক্ষী। আবূ ঈসা তিরমিযী (র) সম্পর্কে ইব্‌ন হাযমের অজ্ঞতায় কিছু আসে যায় না। ইব্‌ন হাযম তাঁর মুহাল্লা কিতাবে বলেছেন, "মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা আবার কে? কারণ তার অজ্ঞতা জ্ঞানী সমাজে ইমাম তিরমিযীর উচ্চ মর্যাদার হানি ঘটাতে কোনই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং তাতে হাফিযে হাদীস ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইব্‌ন হাযমের মর্যাদাই খাটো করে দেয়।

وَكَيْفَ يَصِحُّ فِى الاَذْهَانِ شَيْئٌ - اِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ اِلى دَلِيْلٌ ·

"তার মনে কোন বস্তু কী প্রভাব সৃষ্টি করবে যার মনে দিনকে দিন বলে সাব্যস্ত করার জন্য দলীলের প্রয়োজন হয়।"

ইমাম তিরযিমী (র)-এর শায়খ ও ওস্তাদগণের কথা আমরা 'আত-তাকমীল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন বহু লোক। তাঁদের মধ্যে আছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)। তিনি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আল-মুসনাদ সংকলক হায়ছাম ইব্‌ন কুলায়ব আল-শামী। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহবূব আল-মাহবূবী। তিনি ইমাম তিরমিযী (র)-এর জামি গ্রন্থের বর্ণনাকারী। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন শাকর। আবূ ইয়া'লা খলীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-খলীলী আল-কাযবীনী তাঁর উলূমুল হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন শাদ্দাদ হাফিযে হাদীস এই বিষয়ে সবাই একমত। তাঁর একটি কিতাব আছে সুনান বিষয়ে এবং একটি কিতাব আছে হাদীস শাস্ত্রের পরীক্ষণে। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মাহবূব ও অন্য উচ্চ স্তরের ব্যক্তিগণ। তিনি আমানত, ইমামতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ২৮০ হিজরীর পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে। হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন সুলায়মান আল-গুনজার তাঁর "তারিখ-ই বুখারী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন দাহহাক আল-সুলামী আল-তিরমিযী আল-হাফিয

বুখারাতে আগমন করেছিলেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা ও হাদীসের দরস দিয়েছেন। তিনি আল-জামি গ্রন্থের সংকলক এবং আত-তারীখ গ্রন্থের রচয়িতা। ২৭৯ হিজরী সনের ১৩ই রজব, সোমবার রাতে তিনি তিরমিয নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হাফিয আবূ হাতিম ইব্‌ন হাইয়ান তাঁকে নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম তিরমিযী সে সকল লোকের একজন যাঁরা হাদীস সংগ্রহ করেন, গ্রন্থ রচনা করেন, হাদীস মুখস্থ করেন এবং হাদীসের আলোচনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) আমার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন আতিয়া সূত্রে। তিনি আবূ সাঈদ থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেছিলেন :

لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَجْنُبُ فِيْ هذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِيْ وَغَيْرُكَ ٠

"এই মসজিদে আমি আর তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য জুনুবী হওয়া (গোসল ফরয হওয়ার মত অবস্থায় পৌঁছা) জায়িয ও বৈধ নয়।"

ইব্‌ন ইয়াকযা তাঁর 'তাকঈদ' গ্রন্থে তিরমিযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার এই সনদ বিশিষ্ট সহীহ্ গ্রন্থ সংকলন করার পর আরবের আলিমদের নিকট পেশ করেছিলাম। তাঁরা এটা দেখে খুশি হয়েছেন, এটির বিশুদ্ধতা বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন। আমি এটি ইরাকের আলিমদের নিকট পেশ করেছি তাঁরা এটি দেখে খুশি হয়েছেন এবং এটির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একমত হয়েছেন। আমি এটি খুরাসানের আলিমদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা খুশি হয়েছেন এবং একমত হয়েছেন। যার ঘরে এই কিতাব থাকবে তার ঘরে যেন স্বয়ং নবী করীম (সা) আছেন ও কথা বলছেন।

মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, আল-জামি গ্রন্থে মোট ১৫১টি অধ্যায় (كتاب) রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র)-এর 'কিতাবুল ইলাল' নামক একটি কিতাব রয়েছে। এটি তিনি সমরকন্দে রচনা করেন। ২৭০ হিজরী সনের ঈদুল আযহার দিন তিনি এটির রচনা শেষ করেন। ইব্‌ন আতিয়া বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল-মুকাদ্দিসীকে বলতে শুনেছি। আমি শুনেছি যে, আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আনসারী বলেছেন : ইমাম তিরমিযীর কিতাবটি আমার কাছে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের কিতাব অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। আমি বললাম, কেন, কোনদিক থেকে? তিনি বললেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের কিতাব থেকে উপকৃত হয় শুধু তারা যারা এই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর কিতাবের হাদীসগুলো ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, ফলে ফকীহবৃন্দ ও মুহাদ্দিসগণ নির্বিশেষে সকলেই এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আমি বলি, (ইব্‌ন কাছীর বলেন) ইমাম তিরমিযী (র)-এর সঠিক অবস্থা পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে, তিনি অন্ধ হন তাঁর দেশ-দেশান্তরের সফর, হাদীস শ্রবণ, গ্রন্থ প্রণয়ন, দরস অনুষ্ঠান ও পুস্তকাদি সংকলনের পর। এরপর বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে তাঁর নিজ দেশে তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

২৮০ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে খলীফা আল-মু'তাদিদ জনৈক যানজী সেনাপতিকে হত্যা করেন। সে খলীফার নিকট নিরাপত্তা কামনা করেছিল, তার নাম ছিল সালামা। খলীফা তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এরপর খলীফাকে জানানো হল যে, লোকটি জনসাধারণকে এমন একলোকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যাকে সে নিজেই চিনে না। এভাবে সে একাধিক লোককে নষ্ট করে দিয়েছে। তাকে খলীফার দরবারে তলব করা হল। তাকে তার দোষ স্বীকার করতে বলা হল, সে দোষ স্বীকার করল না। বরং সে বলল যে, ওই ব্যক্তি যদি আমার পায়ের নীচেও থাকে তবু আমি তা স্বীকার করব না। খলীফার নির্দেশে তাকে এক খুঁটিতে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর তাকে আগুনের উপর ঝুলানো হয়। তাতে তার শরীরের চামড়া খসে পড়ে। এরপর তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ে তাকে শূলিতে চড়ানো হয়। এটি হল মুহাররম মাসের ৭ (সাত) তারিখের ঘটনা।

এই হিজরী সনের সফর মাসের শুরুতে খলীফা আল-মু'তাদিদ মাওসিলের শায়বা গোত্রের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে যাত্রা করেন। নূবায পর্বতের নিকট তিনি তাদের উপর আক্রমণ চালান। তাতে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। খলীফার সাথে একজন রণসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ গায়ক ছিল। ওই রাতগুলোতে সে মু'তাদিদ-এর জন্য রণসঙ্গীত গেয়ে থাকত। সে তখন গেয়েছিল :

فَاَجْهَشْتُ لِلنُّوْبَاذِ حِيْنَ رَاَيْتُه - وَهَلَّلْتُ لِلرَّحْمٰنِ حِيْنَ رَانِىْ ٠

"আমি নূবায পর্বতকে দেখেই তার পরিণতি চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে উঠেছি। আর আমাকে দেখে নূবায পর্বত ভয়ে মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করেছে।"

وَقُلْتُ لَه اَيْنَ الَّذِيْنَ عَهِدْتُّهُمْ - بِظِلِّكَ فِىْ اَمْنٍ وَّذَيْفَ زِمَامِىْ ٠

"আমি তাকে বললাম, ওরা কোথায় যাদেরকে আমি তোমার ছায়ায় শান্তিতে থাকার জন্য অঙ্গীকার নিয়েছিলাম?"

فَقَالَ مَضَوْا وَاسْتَخْلَفُوْنِىْ مَكَانَهُمْ - وَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَبْقٰى عَلَى الْحَدَثَانِ ٠

"সে বলল, ওরা চলে গিয়েছে। ওদের স্থলে আমাকে রেখে গিয়েছে। এই জাতীয় ভয়ানক স্থানে জঙ্গী আক্রমণের মুখে কেইবা টিকে থাকে?"

এই হিজরী সনে খলীফা মু'তাদিদ হালওয়ান টিলা সমতল করার নির্দেশ দেন। তাতে ব্যয় হয় ২০ হাজার দীনার। এই টিলার কারণে মানুষের অনেক কষ্ট হত। এই হিজরী সনে তিনি আল-মনসূর বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারিত করে মনসূর প্রাসাদকে এর ভেতরে শামিল করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এতে ব্যয় হয় ২০ হাজার দীনার। মনসূর প্রাসাদটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিবলার

দিকে। ফলে সেটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মসজিদের মাঝখানে ১৭টি দরজা খুলে দেয়া হয়। মিম্বর ও মিহ্রাব কিবলার দিকে করে দেয়া হয় যাতে নিয়ম মত তা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিবলার দিকে হয়। ইতিহাসবিদ খতীব বলেন, মু'তাদিদের ক্রীতদাস বদর মনসূর প্রাসাদে দুটি ছাউনি বৃদ্ধি করে দেন। এ দুটি বদরিয়া ছাউনি নামে পরিচিত।

এই সময়ে বাগদাদে রাজ ভবন নির্মাণ

এই বছর খলীফা আল-মু'তাদিদ সর্বপ্রথম বাগদাদে রাজ ভবন নির্মাণ করেন। এই ভবনে বসবাসকারী খলীফাদের মধ্যে তিনিই প্রথম। প্রথমে এটি হাসান ইব্ন সাহলের বাসভবন ছিল। নাম ছিল হাসানী প্রাসাদ। এরপর সেটি হয় তাঁর কন্যা খলীফা মা'মূনের স্ত্রী বূরানের মালিকানাধীন। তিনি ভবনটিকে পুনঃনির্মাণ করেন। খলীফা মু'তাদিদ বূরানকে অনুরোধ করে ওই ভবন ছেড়ে দিতে। বূরান তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। এরপর বূরান নিজ তত্ত্বাবধানে প্রাসাদটির দুর্বল অংশ মজবুত করেন। নষ্ট অংশ সংস্কার করেন। স্থানে স্থানে মানানসই রঙ-বেরঙয়ের কার্পেট বিছিয়ে দেন। প্রয়োজনমত সেবক-সেবিকা নিয়োগ করেন। রুচিসম্মত ও আকর্ষণীয় খাদ্য সামগ্রী মজুদ করেন। এরপর ওই প্রাসাদের চাবিগুলো খলীফার নিকট হস্তান্তর করেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে সুসজ্জিত প্রাসাদ দেখে খলীফা তো অবাক। এরপর খলীফা নিজে এটিকে আরো সম্প্রসারিত করেন। চারদিকে নিরাপত্তা প্রাচীর তৈরি করেন। এটি সীরাজ নগরীর তুল্য হয়ে যায়। এরপর প্রশস্ত ময়দান তৈরি করেন এবং দাজলা নদীর তীরে সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করেন। তারপর খলীফা আল-মুকতাফী তাতে গম্বুজ নির্মাণ করেন। এরপর খলীফা আল-মুকতাদিরের শাসনামলে তিনি তাতে আরো বহুকিছু বৃদ্ধি ও সংযোজন করেন। কিন্তু এতসব কিছুর পর সেটির পতন শুরু হয়। জৌলুস বিনষ্ট হয়। এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, যেন সেখানে কোন ইমারত দালানই ছিল না। তাতারীদের বাগদাদ আক্রমণের সময় পর্যন্ত কিছু স্মৃতিচিহ্ন অক্ষুণ্ন ছিল বটে। এরপর তাতারীরা সেই চিহ্নটুকুও ধ্বংস করে দেয়। বাগদাদ নগরী বিধস্ত করে দেয়। নগরীর স্বাধীন সকল নারীকে বন্দী করে ফেলে। ৬৫৬ হিজরীর আলোচনায় তার বর্ণনা আসবে।

ইতিহাসবিদ আল-খতীব বলেছেন, বাস্তবসম্মত তথ্য এই যে, রাণী বূরান ওই প্রাসাদ খলীফা আল-মু'তামিদের হাতে তুলে দেন মু'তাদিদের হাতে নয়। কারণ মু'তাদিদের শাসনামল পর্যন্ত রানী বূরান জীবিত ছিলেন না।

এই হিজরী সনে একে একে ৬ বার আরদাবীল রাজ্যে ভূমিকম্প হয়। তাতে সব ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। পুরো রাজ্য জুড়ে ১০০ ঘরও অবশিষ্ট ছিল না। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে প্রায় দেড়লক্ষ লোক মারা যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই হিজরী সনে রায় ও তাবারিস্তান প্রদেশে পানি শুকিয়ে যায়। পানির আকাল পড়ে, দেড় পোয়া পানি বিক্রি হয় এক দিরহামে। এই সময়ে সেখানে দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। এই হিজরী সনে

ইসমাঈল ইব্‌ন আহ্‌মদ সামানী তুরস্কে অভিযান চালায়। ওদের রাজশহর জয় করে নেয়। রাণীকে এবং রাজপিতাকে বন্দী করে। আরো প্রায় দশ হাজার লোককে বন্দী করে। পশুপাল দ্রব্য-সামগ্রী এবং বহু ধন-সম্পদ দখল করে। এতে অশ্বারোহী প্রতি সৈনিক এক হাজার দিরহাম করে অংশ লাভ করে।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন ইসহাক আল-আব্বাসী।

এই হিজরী সনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন :

আহ্‌মদ ইব্‌ন সাইয়ার ইব্‌ন আইয়ূব আল-ফকীহ্‌ আল-শাফিঈ। ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ ইমরান মূসা ইব্‌ন ঈসা আবূ জা'ফর আল-বাগদাদী। তিনি শীর্ষস্থানীয় হানাফী আলিম ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সামাআ-এর নিকট তিনি ফিকহের দীক্ষা নিয়েছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সামাআ হলেন আবূ জা'ফর তাহাবী-এর ওস্তাদ। আবূ জা'ফর বাগদাদীর দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা ছিল। তিনি হাদীস শাস্ত্র গ্রহণ করেন আলী ইব্‌ন জাদ এবং অন্যদের নিকট থেকে। তিনি মিসর এসেছিলেন এবং সেখানে মুখস্থ হাদীসের দরস দিয়েছিলেন। এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে তাঁর ওফাত হয়। ইব্‌ন ইউনুস তাঁর "তারীখ-ই-মিসর" গ্রন্থে আবূ জা'ফর বাগদাদীকে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসরূপে উল্লেখ করেছেন।

আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আযহার

ইনি ২৮০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ওয়াসিত প্রদেশের বিচারক ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সংকলিত একটি মুসনাদ গ্রন্থ রয়েছে। তিনি হাদীস গ্রহণ করেন মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম, আবূ সালামা তাবূযাকী, আবূ নুআয়ম, আবূ ওয়ালীদ প্রমুখ থেকে। তিনি একজন আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে দীক্ষা নেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসানের শিষ্য সুলায়মান জাওযজানী থেকে। খলীফা আল-মুতায্‌যের শাসনামলে বাগদাদের পূর্বাংশে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। শাসনকর্তা আল-মুওয়াফফাক-এর শাসনামলে তাঁর তত্ত্বাবধানে এবং বিচারপতি ইসমাঈলের তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীমদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ধন-সম্পদ শাসনকর্তার নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়া হয়। বিচারপতি ইসমাঈল অবিলম্বে তা হস্তান্তর করেন। আলোচ্য আবুল আব্বাস আহ্‌মদ বারকী একটু সময় চেয়ে নেন। আর ইত্যবসরে দ্রুত তিনি উপযুক্ত ইয়াতীমদেরকে এই ধন-সম্পদ বণ্টন করে দেন। এরপর যখন তাঁর নিকট সম্পদ চাওয়া হয় তিনি বলেন যে, এই খাতে কোন সম্পদ আমার হাতে নেই। আমি উপযুক্ত লোকের নিকট তা দিয়ে দিয়েছি। এর ফলে তাঁকে বিচারকের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি আপন গৃহ কেন্দ্রিক জীবন-যাপন শুরু করেন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মশগূল হয়ে পড়েন। অবশেষে এই হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে তাঁর ওফাত হয়। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দাঁড়িয়ে

তাঁর সাথে মুসাফাহা করেন এবং তাঁর কপালে চুমু খেয়ে বলেন, মারহাবা সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার সুন্নত ও নিয়ম বাস্তবায়ন করেছে।

এই হিজরী সনে খলীফা আল-মু'তাদিদের পুত্র জা'ফরের মৃত্যু হয়। সে তার পিতার মত ছিল বটে। দীনাওয়ার নগরীতে আল-মুওয়াফফাকের দাস রশীদের মৃত্যু হয়। এরপর তাকে বাগদাদে নিয়ে আসা হয়। উসমান ইব্‌ন সাঈদ দারিমীর মৃত্যু হয় এই হিজরীতে। তিনি "আল-রাদ্দ আলা বাশারিল মুরায়সী" গ্রন্থের রচয়িতা। এটি জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন বিষয়ক গ্রন্থ। "طبقات الشافعية" গ্রন্থে আমরা তাঁর কথা উল্লেখ করেছি। এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন মাসরূর আল-খাদিম। তিনি নেতৃস্থানীয় সেনাপতি ছিলেন। আরো ইন্তিকাল করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-তিরমিযী। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। "আল-হাসানা ফী রমাদান" তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি বলেছেন ইবনুল আছীর। শায়খ যাহাবী, হিলাল ইব্‌ন মুআল্লাহ্ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তাঁর হাদীসের কিছু অংশ আমার নিকট পৌঁছেছে।

ব্যাকরণ পথিকৃৎ সীবাওয়ায়হ

২৮০ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ২৭৭ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন, ২৮৮ হিজরী সনে। আবার কেউ কেউ বলেন, ২৬১ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেন, ১৭৪ হিজরী সনে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তাঁর পরিচয় হল, আবূ বাশার উমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন কুম্বর ইব্‌ন কাব। কুম্বর হল হারিস গোত্রের ক্রীতদাস। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাবী ইব্‌ন যিয়াদ আল-হারিসী আল-বসরীর ক্রীতদাস। তাঁর সৌন্দর্য ও দু'গালের রক্তিম বর্ণের জন্য তাঁকে সীবাওয়ায়হ উপাধি দেয়া হয়। তাঁর দু'গাল ছিল যেন টসটসে কমলালেবু। ফারসী ভাষায় সীবাওয়ায়হ অর্থ কমলালেবুর সৌরভ। তিনি নেতৃস্থানীয় আলিম ও আল্লামা ছিলেন। সে যুগ থেকে এই যুগ পর্যন্ত তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের শায়খরূপে পরিগণিত। এই শাস্ত্রে রচিত তাঁর গ্রন্থের প্রতি সকলে মুখাপেক্ষী। এটির বহু ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু তাতে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে তা আয়ত্ত করতে পেরেছে খুব কম সংখ্যক লোক।

সীবাওয়ায়হ জ্ঞানার্জন করেছেন খলীল ইব্‌ন আহ্‌মদ থেকে। তিনি তাঁর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। সীবাওয়ায়হ তাঁর শায়খ খলীলের দরবারে এলে তিনি বলতেন, খোশ আমদেদ সেই দর্শনার্থীর জন্য যে কখনো বিরক্ত হয় না। তিনি ঈসা ইব্‌ন উমর, ইউনুস ইব্‌ন হাবীব, আবূ যায়দ আনসারী, আবূ খাত্তাব আল-আখফাশ প্রমুখ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম কিসাঈ যে সময়ে খলীফা হারূনুর রশীদের পুত্র আমীনকে পড়াতেন সেই সময়ে সীবাওয়ায়হ বসরা থেকে বাগদাদ আগমন করেন। এরপর আমীন ও সীবাওয়ায়হ ব্যাকরণ সম্পর্কিত একটি বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হন। তাঁদের তর্ক এ পর্যন্ত পৌঁছে যে, কিসাঈ বললেন, আরবগণ বলে, "আমার মনে হয় বোলতা মৌমাছি থেকে অধিক বিষাক্ত। বস্তুত তাই।" তখন সীবাওয়ায়হ বললেন, আমার আর একজন আরব বেদুঈনের মাঝে জন্মগতভাবে কোন সামঞ্জস্য নেই। আমীন তখন

তার শিক্ষকের সাহায্য কামনা করছিলেন। তখন তিনি একজন বেদুঈন লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে তেমনটিই বলল, যেমনটি সীবাওয়ায়হ বলেছিলেন। এটা আমীনের পছন্দ হলো না। তিনি তাকে বললেন, কিসাঈ তো তোমার বিপরীত কথা বলে। তখন বেদুঈন লোকটি বলল, আমার মুখ তো তাঁর বক্তব্যের অনুসরণ করে না। আমীন বললেন, আমি চাই যে, তুমি কিসাঈ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর ভাষা শুদ্ধ করে দিবে। বেদুঈন লোক সেই কথায় রাজী হল। শেষ পর্যন্ত বেদুঈনের এই কথায় মজলিস শেষ হল যে, তাহলে কিসাঈ ঠিক বলেছেন। এতে সীবাওয়ায়হ দুঃখ পেলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও গোষ্ঠীপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছে। তারপর তিনি বাগদাদ ছেড়ে চলে যান এবং শীরাজ নগরীর বায়দা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর জন্ম হয় বায়দা গ্রামে আর মৃত্যু হয় সারাহ নগরীতে ২৮০ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেন, ২৭৭ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেন, ২৮৮ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেন, ২৯১ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেন, ২৯৪ হিজরী সনে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছরের কিছু বেশি। কেউ কেউ বলেন, ৩২ বছর। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

কেউ কেউ তাঁর কবরে এ পঙক্তিগুলো পাঠ করেছেন :

ذَهَبَ الاَحِبَّةُ بَعْدَ طُولِ تَزَاوُرٍ - وَنَأَى الْمَزَارُ فَاَسْلَمُوكَ وَاَقْشَعُوا ‧

"দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশার পর বন্ধু-বান্ধব এখন বিদায় হয়ে গিয়েছে। এই মাযার লোকালয় থেকে অনেক দূরে। ওরা আপনাকে রেখে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।"

تَرَكُوكَ اَوْحَشَ مَاتَكُونُ بِقَفْرَةٍ - لَمْ يُؤْنِسُوكَ وَكُرْبَةٍ لَمْ يَدْفَعُوا ‧

"ওরা আপনাকে রেখে গিয়েছে চূড়ান্ত একাকী এক গর্তে। ওরা আপনার সাথী হয়নি। বিপদের মধ্যে রেখে গিয়েছে ওরা, বিপদ মুক্তির চেষ্টা করেনি।"

قَضَى الْقَضَاءُ وَصِرْتَ صَاحِبَ حُفْرَةٍ - عَنْكَ الاَحِبَّةُ اَعْرَضُوا وَتَصَدَّعُوا ‧

"সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। আপনি কবরের বাসিন্দা হয়েছেন। বন্ধু-বান্ধব আপনার প্রতি বিমুখ হয়েছে। ওরা দূরে সরে গিয়েছে।"

২৮১ হিজরী সন

এই হিজরী সনে মুসলমানগণ রোমান শহরগুলোতে প্রবেশ করে। ওখান থেকে গনীমতের মাল দখল করে এবং নিরাপদে ফিরে আসে। এই হিজরী সনে রায় এবং তাবারিস্তানের পানি পুরোপুরিই শুকিয়ে যায়। এই সময়ে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যায় ভীষণভাবে। মানুষ চরম থেকে চরমতম কষ্টে পতিত হয়। এমনকি একে অন্যকে খেতে শুরু করে। এমনকি পিতা তার পুত্র-কন্যাকে খেতে শুরু করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই হিজরী সনে খলীফা আল-মু'তাদিদ মারদীন দুর্গ অবরোধ করেন। সেটি হামদান ইব্ন হামদূনের দখলে ছিল। খলীফা সেটি জয় করে নেন এবং সেখানে থাকা ধন-রত্ন হস্তগত করেন। এরপর সেটি ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এই হিজরী সনে মিসরীয় শাসনকর্তা খুমারাবিয়া-এর কন্যা 'কাতরুন-নাদা' বিশাল সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বধূবেশে স্বামী খলীফা আল-মু'তাদিদের বাসস্থান বাগদাদে আগমন করে। তার সাথে ছিল উপহারের বিশাল বহর। এমনকি বলা হয় যে, শুধু খাঁটি স্বর্ণের বালতি ছিল ১০০টি। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী তো ছিল অগণিত। এর অতিরিক্ত আবার তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা মিসরে নেই ইরাকে আছে সেগুলো ক্রয় করার জন্য তার পিতা তাকে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দীনার দেয়। এই হিজরী সনে খলীফা আল-মু'তাদিদ জাবাল শহরের উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁর পুত্র আলী আল-মুকতাফীকে রায়, কাযবীন, আযারবায়জান, হামাদান ও দীনাওয়ারের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং মুকতাফীর সচিব নিয়োগ করেন আহ্মদ ইব্ন আসবাগকে। উমর ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন আবূ দুলাফকে ইস্পাহান, নিহাওয়ান্দ এবং কুরজ-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এরপর তিনি বাগদাদ ফিরে আসেন।

এই বছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন মুহাম্মদ ইব্ন হারূন ইব্ন ইসহাক। হজ্জ মওসুমে হাজীদের উপর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় এই বছর। বহু হাজী বন্যার পানিতে ডুবে মারা যায়। আবার বালির স্তূপে চাপা পড়ে যায় অনেকে। অবস্থা এমন বেগতিক হয়ে উঠেছিল যে, একজন মানুষ বালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে তার সাথী তা দেখছে কিন্তু তাকে উদ্ধার করার ক্ষমতা ও সুযোগ কারো ছিল না।

এই হিজরীতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন দীযীল আল-হাফিয। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। "ওয়াকআতু সিফফীন" তাঁর একটি গ্রন্থ। এটি বড় মাপের গ্রন্থ। আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-তাঈ ইন্তিকাল করেন জমাদিউল মাসে কূফাতে। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, তিনি ইবনুল জীলী নামে পরিচিত। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং হাদীসের ভিত্তিতে মানুষকে ফতওয়া দিতেন। তিনি হাফিয ও সমঝদার সুবিবেচকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আবূ বকর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ দুনয়া কুরাশী

তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন কায়স আবূ বকর ইব্ন আবূ দুনয়া আল-হাফিয। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি উমাইয়া গোত্রের মুক্ত করা ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলো গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ ও প্রভূত কল্যাণ সাধনকারী। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা একশর উপরে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনশ। কেউ কেউ তারও বেশি আবার কেউ কেউ তার চেয়ে কম বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্ন আবূ দুনয়া হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইব্ন মুনযির খুযামী, খালিদ ইব্ন খাররাশ, আলী ইব্ন জা'দ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ থেকে। তিনি খলীফা মু'তাদিদ এবং তদীয় পুত্র আলী আল-মুকতাফী-এর শিক্ষক

ছিলেন। এজন্য তিনি প্রতিদিন ১৫ দীনার ভাতা পেতেন। তিনি একজন সত্যপন্থী হাফিযে হাদীস ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। তবে সালিহ্ ইব্ন মুহাম্মদ হাযারা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বালখী নামক এক ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। ওই বালখী ছিল মিথ্যাবাদী। সে কালাম শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে মিথ্যা তৈরি করত এবং অগ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করত। ইব্ন আবূ দুনয়ার কবিতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন তার সাথিগণ তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন যে, তিনি অবিলম্বে তাদের নিকট আগমন করবেন। হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়, তিনি আটকা পড়েন। তখন তিনি একটি কাগজে নিম্নের কবিতাটি লিখেন :

أَنَا مُشْتَاقٌ إِلَى رُؤْيَتِكُمْ - يَا أَخِلاَّئِ وَسَمْعِيْ وَالْبَصَرَ ·

"হে আমার বন্ধুগণ! আমি তো তোমাদেরকে দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে আছি। তোমাদের কথা শোনার জন্য আমার কান, তোমাদের চেহারা দেখার জন্য আমার চোখ উৎসুক হয়েছে আছে।"

كَيْفَ أَنْسَاكُمْ وَقَلْبِيْ عِنْدَكُمْ - حَالَ فِيْمَا بَيْنَنَا هذَا الْمَطَرُ

"আমি তোমাদেরকে ভুলব কেমন করে? আমার হৃদয় তো তোমাদেরই নিকট। এই বৃষ্টি আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে।"

এই হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে ৭০ বছর বয়সে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। বিচারপতি ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। 'শুনিযিয়া' কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন মালিকী ফকীহ ও খ্যাতিমান হাফিযে হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আমর আবূ যুরআ বসরী দামেশকী ওরফে ইবনুল মুওয়ায। মালিকী মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলা সম্বলিত তাঁর পুস্তিকা রয়েছে। তাঁর একটি হল "উজূবুস সালাত্ আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিস-সালাত।"

২৮২ হিজরী সন

এই হিজরী সনের ৫ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার খলীফা আল-মু'তাদিদ তাঁর নববধূ খুমারাবিয়া-এর কন্যা কাতরুন-নাদা-এর সাথে মিলিত হন। ইতোপূর্বে এই নববধূ তার চাচা ও ইবনুল জাসসাসের সাথে বাগদাদ আগমন করে। এই সময়ে খলীফা বাগদাদে ছিলেন না। রাজ বধূর বাগদাদ প্রবেশের দিনটি একটি ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন ছিল। এই জৌলুস দেখা ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য দলে দলে মানুষ রাজপথে নেমে পড়ে যে, পথ অতিক্রম করার সুযোগ ছিল না। এই হিজরী সনে খলীফা আল-মু'তাদিদ জনসাধারণকে নওরোয (নবরোয) দিবসের কুসংস্কারজনিত কাজ-কর্ম তথা অগ্নিপূজকদের ন্যায় অগ্নি প্রজ্বলন ও পানি ছিটানো ইত্যাদি বন্ধের নির্দেশ দেন এবং এই দিনে জমিদারদের নিকট কৃষকদের উপহার-সামগ্রী প্রেরণ

ও বন্ধের নির্দেশ দেন। বরং এটি পরবর্তী হাযিরান[1] মাসের ১১ তারিখে প্রেরণের নির্দেশ দেন। ফলে এই ১১ তারিখটি নওরোয (নবরোয) আল-মু'তাদিদী নামে আখ্যায়িত হয়। খলীফা এই নির্দেশ সারা দেশে লিখে পাঠিয়ে দেন।

এই হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে ইবরাহীম ইব্ন আহ্মদ মাযরাঈ দামেশক থেকে ঘোড়ার গাড়িতে বাগদাদ আগমন করে এবং খলীফাকে জানায় যে, খুমারাবিয়া-এর সেবকগণ তাঁকে নিজ বিছানায় যবেহ করে হত্যা করেছে এবং তারপর তাঁর পুত্র জায়সকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছে, এরপর তাঁকে হত্যা করে হারূন ইব্ন খুমারাবিয়াকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছে। হারূন প্রতি বছর ১৫ লক্ষ দীনার খলীফার নিকট পাঠাবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এই শর্তে মু'তাদিদ তাকে ওই পদে বহাল রাখেন। মুকতাফী যখন তাকে বরখাস্ত করে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ওয়াছিকীকে তদস্থলে নিয়োগ দেন তখন তিনি তূলূনী সম্প্রদায়ের সকল ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এটি হল তাদের সাথে সরকারের শেষ আচরণ। এই হিজরী সনে আহ্মদ ইব্ন তূলূনের ক্রীতদাস লু'লুয়াকে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। চরম বিধস্ত ও অসহায় অবস্থায় সে মিসর ফিরে আসে। অথচ এমন এক সময় ছিল যে, ধনে-সম্পদে, ক্ষমতায়, কর্তৃত্বে ও ইজ্জত-সম্মানে সে সবার উপরে ছিল।

এই হিজরী সনে লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন পূর্বোল্লিখিত আমীর মুহাম্মদ ইব্ন হারূন ইব্ন ইসহাক।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন :

আহ্মদ ইব্ন দাঊদ আবূ হানীফা দীনাওয়ারী। তিনি একজন ভাষাবিদ ও 'আল-নাবাত' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন।

ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক

তাঁর পরিচয় হল ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ আবূ ইসহাক আল-আযদী আল-কাযী। তাঁর জন্ম বসরাতে। বড় হন বাগদাদে। হাদীস শুনেন মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী, আল-কা'নাবী ও আলী ইব্ন আল-মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে। তিনি একজন হাফিযে হাদীস ও মালিকী মাযহাবের ফকীহ্ ছিলেন। তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন, কিতাব রচনা করেন এবং তাফসীর, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে বহু ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেন। সিওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্-এর পর তিনি বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে। এরপর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। আবার নিয়োগ দেয়া হয়। এবার তিনি প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হন। তাঁর মৃত্যু ঘটে হঠাৎ। এই হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসের ৮ দিন বাকী থাকতে বুধবার রাতে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের উপরে। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন। এই হিজরী সনে প্রসিদ্ধ আল-মুসনাদ গ্রন্থের সংকলক হারিস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উসামা ইন্তিকাল করেন।

১. হাযিরান : রোমান বছরের নবম মাস যা কিছু পার্থক্যসহ আষাঢ় মাসের অনুরূপ।

খুমারাবিয়া ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূন

এই হিজরী সনে মিসরের শাসনকর্তা খুমারাবিয়া ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূনের মৃত্যু হয়। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ২৭১ হিজরী সনে তিনি মিসরের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হন। খলীফা আল-মু'তাদিদের পিতা আল-মুওয়াফফাকের শাসনামলে মু'তাদিদ এবং খুমারাবিয়া এ দুজন পরস্পরে যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছিল রামাল্লাতে। কেউ কেউ বলেছেন, আল-সাঈদ অঞ্চলে। ইতোপূর্বে যথাস্থানে তা আলোচিত হয়েছে। এরপর খিলাফতের পদ যখন আল-মু'তাদিদের অধীনে ন্যস্ত হল তখন মু'তাদিদ খুমারাবিয়া-এর কন্যাকে বিয়ে করলেন এবং দুজনে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এই হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে খুমারাবিয়া-এর এক খাসী ক্রীতদাস খাদিম তাঁর উপর আক্রমণ করে এবং তাঁকে যবেহ করে হত্যা করে তাঁর বিছানায়। তার কারণ হল খুমারাবিয়া ওই সেবককে তাঁরই এক ক্রীতদাসীর সাথে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। বস্তুত ৩২ বছর বয়সে খুমারাবিয়া-এর মৃত্যু হয়। এরপর মিসরের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তদীয় পুত্র হারূন ইব্‌ন খুমারাবিয়া। সে হল তূলূনী বংশের শেষ শাসনকর্তা।

ইবনুল আছীর উল্লেখ করেছেন যে, উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন খালিদ আবূ সাঈদ দারিমী এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শাফিঈ মাযহাব অনুসারী ফকীহ ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে দীক্ষা নেন বুওয়াইতী থেকে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। ফযল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসআব ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়সান ইব্‌ন বাদাম ইয়ামানী বাদ্‌শা। তাঁর মৃত্যুর কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বাদাম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়।

আবূ মুহাম্মদ শা'রানী

তিনি এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন সাহিত্যিক, ফকীহ, আবিদ, হাফিয ও জ্ঞান অন্বেষণে প্রচুর দেশ সফরকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈনের শিষ্য ছিলেন তিনি। "আল-ফাওয়াইদ ফিল জারহি ওয়াত-তা'দীল" ও অন্যান্য গ্রন্থ তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল ও আলী ইব্‌ন মাদীনী থেকেও জ্ঞানার্জন করেন। খালফ ইব্‌ন হিশাম আল-বাযযার-এর নিকট হাদীস পাঠ করে শুনান। ইব্‌ন আরাবী থেকে ভাষাগত জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন খাল্লাদ আবুল আয়না বসরী, দৃষ্টিশক্তি হারানো ব্যক্তি। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং উচ্চমানের ভাষাবিদ। আল-আসমাঈ তাঁর শিক্ষক। তাঁর উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্। উপাধি আবূ আয়না এজন্য দেয়া হয় যে, তাকে আয়না (عَيْنَاءُ) শব্দের ক্ষুদ্র অর্থবোধক শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, عُيَيْنَاءُ। আরবী সাহিত্য, গল্পসামগ্রী ও কৌতুক শাস্ত্রে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন খুব কম।

২৮৩ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে খলীফা মু'তাদিদ বাগদাদ থেকে মাওসিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন হারূন শারী খারিজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। শারীর সাথিগণ পরাজিত হয়। এই সংবাদ বাগদাদে পৌঁছানো হয়। খলীফা বাগদাদ ফিরে আসার পর হারূন শারীকে শূলে দেয়ার নির্দেশ দেন। শূলে দেয়ার সময় সে বলেছিল, "আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া কোন বিধান নেই, মুশরিকরা তা অপছন্দ করলেও।" এই যুদ্ধে হুসায়ন ইব্‌ন হামদান খলীফার সাথী হয়ে খারিজীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে খলীফা হুসায়নের পিতা হামদান ইব্‌ন হামদূনকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেন। মারদীন দুর্গ অধিকার করার পর থেকে এই পর্যন্ত হামদান সরকারি সৈন্যদের হাতে বন্দী ছিল। এখন খলীফা তাকে ছেড়ে দিলেন এবং তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করে তাকে উপহারও প্রদান করেন।

এই হিজরী সনে খলীফা আল-মু'তাদিদ সারা দেশে একটি ফরমান জারি করেন। তা হল অংশ ঘোষিত (যাবিল ফুরূয) উত্তরাধিকারীদেরকে নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর মৃত ব্যক্তির আসাবা (عصبه) না থাকলে অবশিষ্ট অংশ আত্মীয়দেরকে (যাবিল আরহাম) প্রদান করতে হবে। এটি জারি করেন বিচারপতি আবূ হাযিমের ফতওয়া অনুসারে। বিচারপতি আবূ হাযিম তাঁর ফতওয়াতে বলেছেন যে, এই বিষয়ে সাহাবীদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধুমাত্র যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) ছিলেন ব্যতিক্রমী সাহাবী। তিনি একা এই অভিমত পোষণ করতেন যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ বায়তুল মালে বা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। বিচারপতি আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিব আবূ হাযিমের সাথে একমত পোষণ করেন। বিচারপতি ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব তাঁদের দুজনের বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর মতামতের অনুসরণ করেন। কিন্তু খলীফা আল-মু'তাদিদ কাযী ইউসুফের মতামত গ্রহণ করেননি। বরং আবূ হাযিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরমান জারি করে দেন সারা দেশে। তা সত্ত্বেও খলীফা ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূবকে পূর্বাঞ্চলের বিচারপতির দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং তাঁকে উচ্চমানের উপহার প্রদান করেন। বিচারপতি আবূ হাযিমকে অনেক স্থানে বিচারপতির দায়িত্ব দেন। তিনি বিচারপতি ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিবকেও মূল্যবান উপহার প্রদান করেন।

এই হিজরী সনে মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে বন্দী মুক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সূত্রে তারা প্রায় দুই হাজার পাঁচশ চারজন মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দেয়।

এই হিজরী সনে সাকলাবা সম্প্রদায়ের লোকজন ইস্তাম্বুলে রোমকদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। এই সংকটে রোমান সম্রাট তাদের হাতে বন্দী মুসলিম সেনাদের সাহায্য কামনা করে এবং তাদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত করে দেয়। রোমানদের সাথে মুসলিম সৈন্যগণও অবরোধকারীদের

বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। সম্মিলিত আক্রমণে সাকলাবীগণ পরাজিত হয়। এবার রোমান সম্রাট মুসলিম সৈন্যদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আশঙ্কা করে। ফলে সে মুসলিম সৈন্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে বিভক্ত করে দেয়।

এই হিজরী সনে শাসনকর্তা আমর ইব্‌ন লায়ছ তাঁর ব্যক্তিগত কাজে নিশাপুর থেকে বাহিরে গিয়েছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন রাফি ইব্‌ন হারছামাকে। সে সুযোগ পেয়ে মিম্বরে মিম্বরে মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ আল-মুত্তালিবীর নামে এবং পরবর্তী খলীফারূপে তার পুত্রের নামে খুতবা দিতে শুরু করে। এরপর শাসনকর্তা আমর নিশাপুরে ফিরে আসেন এবং রাফিকে অবরুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে সেখান থেকে বের করে শহরের প্রবেশ পথে হত্যা করেন। এই হিজরী সনে খলীফা মু'তামিদ তাঁর উযীর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সুলায়মানকে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ দুলাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। উমরের নিকট পৌঁছার পর উমর তার নিকট নিরাপত্তা আশ্রয় কামনা করে। সে তাকে আশ্রয় দেয় এবং নিজের সাথে খলীফার নিকট নিয়ে আসে। অন্যান্য আমীর-উমারা সেখানে সমবেত হয়। খলীফা তাকে ক্ষমা করে দেন।

এই হিজরী সনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা মারা যান তাঁদের মধ্যে আছেন :

ইবরাহীম ইব্‌ন মিহরান আবূ ইসহাক ছাকাফী আস-সাররাজ নিশাপুরী। ইমাম আহ্‌মদ (র) তাঁর নিকট আসতেন। তাঁর সাথে খোশ-গল্প করতেন এবং সেখানে ইফতার করতেন। তিনি একজন আস্থাভাজন আবিদ আলিম ব্যক্তি ছিলেন। এই হিজরী সনের সফর মাসে তাঁর ওফাত হয়। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযিম আবুল কাসিম জীলী। ইনি ইতোপূর্বে আলোচিত ইসহাক নন। ইনি হাদীস শ্রবণ করেন দাউদ ইব্‌ন আমর আলী ইব্‌ন জা'দ ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস থেকে। ইমাম দারাকুতনী তাঁর সম্পর্কে হালকা বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি শক্তিশালী ও মজবুত বর্ণনাকারী নন। প্রায় ৮০ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। সাহল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ তুসতুরী আবূ আহ্‌মদ। তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সূফী ছিলেন। যুন্নুন মিসরী (র)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর মজার মজার কথার মধ্যে একটি এই "গতকাল মারা গেছে, আজ মৃত্যু যন্ত্রণা চলছে এবং আগামীকাল জন্ম হয়নি।" জনৈক কবির কবিতা ও এর সমর্থক যেমন :

مَا مَضَى فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ - وَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِيْ اَنْتَ فِيْهَا .

"যা অতীত হয়েছে তা তো শেষ হয়ে গিয়েছে। যা আশা তা এখনও অনুপস্থিত। তোমার হাতে আছে সেই সময়টুকু যে সময়টুকুকে তুমি অবস্থান করছ।"

সাহল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হাদীস গ্রহণ করেন তাঁর শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিওয়ার থেকে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সাহলের মৃত্যু হয়েছে ২৭৩ হিজরী সনে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এই হিজরী সনে আরো মারা যান আবদুর রহমান ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন খাররাশ আবূ মুহাম্মদ আল-হাফিয আল-মারওয়াযী। তিনি হাদীস সংগ্রহে বহু দেশ সফরকারী মুহাদ্দিস

এবং হাদীসের সনদ পরীক্ষণ শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। তিনি কিছুটা শিয়াপন্থী ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। খতীব তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, এই সম্পর্কিত বিষয়ে আমি পাঁচবার আমার প্রস্রাব পান করেছি। অর্থাৎ হাদীস সংগ্রহ সফরে চরম তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি বাধ্য হয়ে পাঁচবার তাঁর প্রস্রাব পান করেন। আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিব এবং আবদুল মালিক উমাবী বসরীও এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল মালিক সামাররার বিচারক ছিলেন। কোন এক সময় তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি হাদীস গ্রহণ করেন আবূ ওয়ালীদ ও আবূ আমর হাওসী থেকে। তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেন নাজ্জাদ, ইব্‌ন সায়িদ ও ইব্‌ন কানি। জনগণ তাঁর নিকট থেকে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন।

কবি ইব্‌ন রূমী

তিনি ছিলেন দীওয়ান বা কাব্য সংকলনের প্রণেতা। তাঁর নাম আলী ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন জুরায়জ আবুল হাসান ওরফে ইব্‌ন রূমী। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলোর মধ্যে কতক নিম্নে উল্লেখ করা হল :

اذَا مَا مَدَحْتَ الْبَاخِلِيْنَ فَانَّمَا - تُذَكِّرُهُمْ فِىْ سِوَاهُمْ مِنَ الْفَضْلِ .

"তুমি যখন কৃপণদের প্রশংসা কর তখন তুমি এমন গুণ নিয়ে প্রশংসা করে থাক যা তার মধ্যে নেই।"

وَتَهْدِىْ له غَمًّا طَوِيْلاً وَّحَسْرَةً - فَانْ مَنَعُوا مِنْكَ النوال فَبِالْعَدْلِ .

"আর তাতে তুমি তার জন্য দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ ও অনুশোচনা সৃষ্টি করে থাক। তোমার প্রশংসার বিনিময়ে সে যদি তোমাকে কোন পুরস্কার না দেয় তবে তা হবে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা।"

তিনি আরো বলেন :

اذَا مَا كَسَاكَ الدَّهْرُ سِرْبَالَ صِحَّةِ - وَلَمْ تَخْلُ مِنْ قُوْتٍ يَلَذُّ وَيَعْذُبُ .

"যুগ যদি তোমাকে সুস্থতার পায়জামা পরিধান করায়, আর তুমি যদি খাদ্য-সামগ্রী থেকে বঞ্চিত না হও তবে জীবন হবে আরামদায়ক ও স্বাদপূর্ণ।"

فَلاَ تَغْبِطَنَّ الْمُتْرَفِيْنَ فَانَّه . عَلى قَدْرِ مَا يَكْسُوْهُمَ الدَّهْرُ يَسْلُبُ .

"সুতরাং তুমি বিত্তবান ও ঐশ্বর্যশালীদেরকে দেখে ঈর্ষা করো না। কারণ যুগ তাদেরকে যে পরিমাণ ঐশ্বর্য দেয় সে পরিমাণ সুখ-শান্তি ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি আরো বলেছেন :

عَدُوُّكَ مِنْ صَدِيْقِكَ مُسْتَفَاد - فَلاَ تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ الصِّحَابِ .

"তোমার বন্ধু থেকে শত্রুতে পরিণত ব্যক্তি তোমাকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুতরাং বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করো না।"

فَانَّ الدَّاءَ اَكْثَرُ مَا تَرَاهُ - يَكُوْنُ مِنَ الطَّعَامِ اَوِالشَّرَابِ ۔

"তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে, অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় খাদ্য পানীয় থেকে।"

اِذَا انْقَلَبَ الصَّدِيْقُ غَدًا عَدُوًا - مُبِيْنًا وَالاُمُوْرُ اِلَى الاِنْقِلاَبِ ۔

"আজ যে ব্যক্তি তোমার বন্ধু সে আগামীকাল যদি তোমার শত্রুতে পরিণত হয়। তাহলে তোমার সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে।"

وَلَوْكَانَ الْكَثِيْرُ يَطِيْبُ كَانَتْ - مُصَاحَبَةُ الْكَثِيْرِ مِنَ الصَّوَابِ ۔

"শুধু বেশি হলেই যদি ভাল হত তাহলে বেশির সাথে সম্পৃক্ত সকলেই সৎপথে এবং সফলতার পথে থাকত।"

وَلٰكِنْ قَلَّ مَا اسْتَكْثَرْتَ اِلاَّ - وَقَعْتَ عَلَى ذِئَابٍ فِيْ ثِيَابٍ ۔

"কিন্তু তুমি যত বেশির সাথে আধিক্যের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট হবে তত বেশি তোমার ভুল ও পদস্খলন ঘটবে।"

فَدَعْ عَنْكَ الْكَثِيْرَ فَكَمْ كَثِيْرٍ - يُعَافُ وَكَمْ قَلِيْلٍ مُسْتَطَابُ ۔

"সুতরাং আধিক্য ও প্রাচুর্য বর্জন কর। কারণ প্রাচুর্যবান বহু লোক বঞ্চিত হয়। আবার স্বল্পতার মালিক বহু লোক সুখী হয়।"

وَمَا اللُّجَاجُ الْعِظَامُ بِحُوْرِيَاتٍ - وَيَكْفِى الرِّىَّ فِى النُّطْفِ الْعَذَابِ ۔

"সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ তৃষ্ণা নিবারণে কোন কাজে আসে না। স্বল্প পরিমাণ মিষ্ট পানি তোমার তৃষ্ণা নিবারণে যথেষ্ট।"

কবি ইব্‌ন রূমী আরো বলেছেন :

وَمَا الْحَسَبُ الْمَوْرُوْثُ اِلاَّ دَرْدَرَه - بِمُحْتَسَبٍ اِلاَّ بِاٰخَرَ مُكْتَسَبٍ ۔

"উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আভিজাত্য ও মর্যাদা হল মূলত মূল ব্যক্তির অর্জিত মর্যাদার তলানী-বর্জ্য তৈল-ময়লা। শেষ সিদ্ধান্ত হল এটি অর্জন যোগ্য বিষয়।"

فَلاَ تَتَّكِلْ اِلاَّ عَلَى مَا فَعَلْتَه - وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْمَجْدَ يُوْرَثُ كَالنَّسَبِ ۔

"সুতরাং নিজে যা করেছ তা ছাড়া অন্য কিছুর ভরসা করো না। মর্যাদা ও সম্মান বংশ-গৌরবের ন্যায় উত্তরাধিকার যোগ্য বিষয় নয়।"

فَلَيْسَ يَسُوْدُ الْمَرْءُ اِلاَّ بِفِعْلِه - وَاِنْ عَدَّ اٰبَاءً كِرَامًا ذَوِىْ حَسَبٍ ۔

"মানুষ তার নিজ কর্ম ব্যতীত নেতা হতে পারে না। তার পূর্ব পুরুষ সম্মানিত-মর্যাদাবান থাকলেও নিজের কর্ম ব্যতীত তা সম্ভব নয়।"

اِذَا الْعُوْدُ لَمْ يُثْمِرْ وَاِنْ كَانَ اَصْلُه - مِنَ الْمُثْمِرَاتِ عِنْدَهُ النَّاسُ فِى الْحَطَبِ ۔

"শুকনো কাঠ তো ফল উৎপাদন করে না। তার মূল বৃক্ষ ফলবান থাকলেও। মানুষ বরং সেটিকে জ্বালানীরূপেই ব্যবহার করে।"

وَلِلْمَجْدِ قَوْمٌ شَيَّدُوْهُ بِاَنْفُسٍ - كِرَامٍ وَلَمْ يَعْنُوا بِأُمٍّ وَلَا بَابٍ ٠

"মর্যাদা অর্জনের জন্য রয়েছে এমন কতক লোক যারা নিজ পরিশ্রমে তা অর্জন করে। ওরা পিতা-মাতার দিকে চেয়ে বসে থাকে না।"

তিনি আরো বলেছেন :

قَلْبِىْ مِنَ الطَّرْفِ السَّقِيْمِ سَقِيْمُ - لَوْ اَنَّ مَنْ اَشْكُوْ اِلَيْهِ رَحِيْمُ ٠

"সাকীম প্রেয়সীর কারণে আমার অন্তর বিষাদগ্রস্ত ও রোগাক্রান্ত থাকে। আমি যার নিকট দুঃখ প্রকাশ করি তিনি দয়াময় বটে।"

فِىْ وَجْهِهَا اَبَدًا نَهَارٌ وَاضِحٌ - مِنْ شَعْرِهَا عَلَيْهِ لَيْلٌ بَهِيْمُ ٠

"তার সুখে সদা আলোকোজ্জ্বল দিবস, আর চুল সে তো অন্ধকার কালো রাত।"

اِنْ اَقْبَلَتْ فَالْبَدْرُ لَاحَ وَاِنْ - مَشَتْ فَالْغُصْنُ رَاحَ وَاِنْ رَنَتْ فَالرِّيْمُ ٠

"সে এগিয়ে এলে পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্না বিকিরণ করে। আর চলে গেলে বৃক্ষ শাখে নতুন পাতা গজায়। আর সে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকালে মনে হয় সে যেন সাদা হরিণী।"

نَعِمَتْ بِهَا عَيْنِىْ فَطَالَ عَذَابُهَا - وَلَكُمْ عَذَابٍ قَدْ جَنَاهُ نَعِيْمُ ٠

"তাকে দেখলে আমার নয়ন দুটি শীতল হয় তাতে আমার দুঃখ আরো বাড়ে। অবশ্য বহু দুঃখ এমন আছে যা সুখ টেনে আনে।"

نَظَرَتْ فَقَصَدَتِ الْفُؤَادَ بِسَهْمِهَا ٠ ثُمَّ انْثَنَتْ نَحْوِىْ فَكِدْتُ اَهِيْمُ ٠

"সে তাকায়, তার দৃষ্টি তীরে আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এরপর সে আমার দিকে নুয়ে পড়ে। তখন আমি আত্মভোলা হয়ে যাই।"

وَيْلَاهُ اِنْ نَظَرَتْ وَاِنْ هِىَ اَعْرَضَتْ - وَقْعُ السِّهَامِ وَوَقْعُهُنَّ اَلِيْمُ ٠

"আহ্! সে তাকালেও বর্শার আঘাত, মুখ ফিরালেও বর্শার আঘাত। তা বর্শার আঘাতই আঘাত।"

يَا مُسْتَحِلَّ دَمِىْ مُحَرِّمَ رَحْمَتِىْ - مَا اَنْصَفَ التَّحْلِيْلَ وَالتَّحْرِيْمُ ٠

"ওহে আমার প্রাণ বিসর্জনে বৈধতা দানকারী, আমার শান্তি নিষিদ্ধকারী, হালাল-হারামের ক্ষেত্রে তো ইনসাফ করা হয়নি।"

কবি আরো বলেছেন এবং এই মন্তব্য করেছেন যে, অন্য কেউ এই বিষয়ে তাঁর অপেক্ষা এগিয়ে যেতে পারিনি।

اَرَاؤُكُمْ وَوُجُوْهُكُمْ وَسُيُوْفُكُمْ - فِى الْحَادِثَاتِ اِذَا دَجَوْنَ نُجُوْمُ ٠

"আপনাদের মতামত, আপনাদের মুখায়ব এবং আপনাদের তরবারি বিভিন্ন সমস্যায়-সংকটে নক্ষত্র রাজির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"

مِنْهَا مَعَالِمُ لِلْهُدَى وَمَصَابِحُ - تَجْلُو الدُّجى وَالْأُخْرِيَاتُ رَجُوْمُ ٠

"সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সৎপথের নির্দেশনা এবং আলোকরশ্মি। এগুলো অন্ধকারকে আলোকিত করে এবং অন্যগুলো হল উল্কাপিণ্ড।"

কথিত আছে যে, ২২১ হিজরী সনে কবি ইব্‌ন রূমী জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৮৩ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, ২৮৪ হিজরী সনে তিনি মারা যান। আবার কেউ কেউ বলেন, ২৭৬ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, খলীফা আল-মু'তাদিদের মন্ত্রী কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ কবি ইব্‌ন রূমীর নিন্দাবাদ ও সমালোচনাকে ভয় করত। ফলে সে কবির বাবুর্চির সাথে যোগসাজশে নিজে উপস্থিত থেকে বিষ মিশিয়ে দেয়। কবি খাদ্য গ্রহণ করেন। এরপর বিষের উপস্থিতি অনুভব করেন, তিনি উঠে দাঁড়ান। মন্ত্রী বলল, কোথায় যাচ্ছেন? কবি বললেন, আপনি আমাকে যেখানে পাঠিয়েছেন সেখানে। মন্ত্রী বলল, তবে আমার বাবা-মাকে (মৃত) সালাম জানাবেন। কবি বললেন, জাহান্নামের পাশ দিয়ে তো আমার যাওয়া হবে না।

এই হিজরী সনে আরো মারা যান মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন হারব আবূ বকর আল-বাগিনদী আল-ওয়াসিতী। তিনি একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ হাদীস বিষয়ে তাঁর নিকট জানতে চাইতেন। এতদসত্ত্বেও হাদীস পরীক্ষণের ইমামগণ তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং তাঁকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে গণ করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন হারব আবূ জা'ফর দাববী ওরফে তিনহাম। তিনি হাদীস শুনেছেন সুফিয়ান, কাবীসা ও কা'নাবী (র) প্রমুখ থেকে। তিনি নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম দারাকুতনী (র) বলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি ভুল করেছেন। এই হিজরী সনের রমাযান মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কবি বুহতুরী

ইনি বিখ্যাত কাব্য সংকলনের কবি। তাঁর নাম ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদা। কেউ কেউ বলেছেন, ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আবূ আব্বাদ তাঈ আল-বুহতুরী আশ-শায়ির। তাঁর জন্মস্থান 'মানবাজ' নগরী। তিনি পরে বাগদাদ আগমন করেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রশংসা কবিতা রচনা করেন। শোক গাথা অপেক্ষা প্রশংসাগীতিতে তাঁর দক্ষতা ছিল বেশি। এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেছিলেন, প্রশংসা হল পাওয়ার আশায় আর শোক হল পরিশোধের সূত্রে। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান তো স্বাভাবিক। কবি আল-মুবাররাদ, ইব্‌ন দারাসতাবিয়া ও ইব্‌ন মারযুবান তার কবিতা বর্ণনা করেছেন। তাঁকে একবার বলা হল যে, "লোকজন তো বলে আপনি আবূ তাম্মাম অপেক্ষা ভাল

কবি।" উত্তরে তিনি বললেন, আবূ তাম্মাম না হলে আমার কপালে রুটি জুটত না। আবূ তাম্মাম আমার গুরু। কবি আল-বুহতুরী একজন বিশুদ্ধভাষী স্বভাব কবি ছিলেন। এক সময় তিনি তাঁর নিজ শহরে ফিরে যান এবং এই হিজরী সনে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এই হিজরী বছরের পরের বছর ৮০ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

২৮৪ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে রাফি ইব্ন হারছামা-এর খণ্ডিত মস্তক বাগদাদে এসে পৌঁছে। খলীফার নির্দেশে এটি শহরের পূর্বাঞ্চলে ঝুলিয়ে রাখা হয় যুহরের সময় পর্যন্ত। এরপর রাত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয় পশ্চিম প্রান্তে। এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে আবূ জা'ফর মনসূর শহরে মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূবকে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। পূর্ববর্তী বিচারপতি ইব্ন আবূ শাওয়ারিবের মৃত্যুর পাঁচ মাস কয়েকদিন পর এই নিয়োগ দেয়া হয়। এই সময় পর্যন্ত সেখানে বিচারকের পদ শূন্য ছিল। এই হিজরী সনের রবীউছ ছানী মাসে মিসরের শহরাঞ্চল প্রচণ্ড ও গভীর কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায় আর আকাশের প্রান্তে প্রান্তে চকচকে লাল রঙ প্রকাশিত হয়। একজন লোক তার সাথীর মুখের দিকে তাকালে তা ভীষণ লাল দেখতে পেত। এভাবে বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা লাল দেখা যেতে লাগল। এভাবে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাটল। এরপর লোকজন উন্মুক্ত ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হল। তারা আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত প্রার্থনা ও কান্নাকাটি শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত এই বিপদ কেটে যায়।

এই হিজরী সনে খলীফা মু'তাদিদ সিদ্ধান্ত নেন যে, জুমআর মিম্বরে খুতবার সময় আমীর মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি অভিশাপ কামনা করবেন। তাঁর মন্ত্রী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব এই পদক্ষেপের দুঃখজনক পরিণাম সম্পর্কে খলীফাকে সতর্ক করে দিলেন। মন্ত্রী বললেন, এতে জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। কারণ জনসাধারণ এখন আমীর মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা মসজিদে মসজিদে তাঁর জন্য দুআ করে। খলীফা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। বরং তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। হযরত মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি লা'নত ও অভিশাপ সম্বলিত কপি খতীবদের নিকট প্রেরণ করেন। ওই কপিতে আমীর মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি অভিশাপের বিষয়ের সাথে তাঁর প্রতি নিন্দাবাদ, তাঁর পুত্র ইয়াযীদ ও অন্য কতক উমাইয়া বংশীয় লোকের নিন্দাবাদের কথা উল্লেখ ছিল। মুআবিয়া (রা)-এর নিন্দার পক্ষে কতক মিথ্যা হাদীস তাতে উল্লেখ করা হয়। বাগদাদ নগরীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে এটি পঠিত হতে থাকে। মুআবিয়া (রা)-জন্য দুআ কামনা ও দুআ করার বিষয়ে জনগণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মন্ত্রী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব তাকে পরামর্শ দিয়েই যাচ্ছিল সে এও বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পূর্বে কোন খলীফা এ কাজ করেননি।

জনসাধারণ কিন্তু তাদের জন্য দুআ করার পক্ষে। আপনি যদি এরকম করতে থাকেন তাহলে লোকজন তালিবী সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের দলে ভিড়ে যাবে। তাদের ডাকে সাড়া দিবে। ফলে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খলীফা মু'তাদিদ আমীর হযরত মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি অভিশাপ কামনার রেওয়াজ বন্ধ করে দেন। মূলত ওই মন্ত্রী ছিল নাসিবী সম্প্রদায়ভুক্ত। সে হযরত আলী (রা)-কে কাফির বলার পক্ষপাতী ছিল। বস্তুত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি অভিশাপ কামনার নির্দেশ দান খলীফা আল-মু'তাদিদের একটি পদস্খলন ও ভুল পদক্ষেপ ছিল।

এই হিজরী সনে শহরে শহরে ঘোষণা দেয়া হল যে, জনসাধারণ কোন গল্পকার, জ্যোতিষী এবং তার্কিক গোষ্ঠীর নিকট সমবেত হতে পারবে না। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেন নওরোয (নবরোয) দিবসকে গুরুত্বের সঙ্গে পালন না করে। এরপর অবশ্য নওরোযের ব্যাপারে নির্দেশ শিথিল করে দেয়া হয়। ফলে লোকজন ওই দিনে পথিকের গায়ে পানি ছিটিয়ে দিত। পরে এতে আরো উদারতা প্রদর্শন করা হয় ও বাড়াবাড়ি করা হয়। সৈনিক ও পুলিশ বাহিনীর লোকদের গায়েও পানি ছিটানো শুরু হয়। এটিও খলীফার একটি ভুল পদক্ষেপ।

ইবনুল জাওযী বলেন যে, এই হিজরীতে জ্যোতিষীরা জনগণকে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, শীত মওসুমে প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যা হবে। তাতে অধিকাংশ রাজ্য ও জনপদ পানিতে তলিয়ে যাবে, ডুবিয়ে যাবে। সকল জ্যোতিষী এই বিষয়ে সর্বসম্মত অভিমত প্রকাশ করে। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জনগণ পাহাড়ের চূড়ায় গুহায় আশ্রয় নিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ ত'আলা জ্যোতিষীদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে দিলেন। এই বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় বৃষ্টি বর্ষিত হল অনেক কম। ঝর্ণা ও কূপগুলোতে পানি হ্রাস পেল। পানির অভাবে মানুষ হাহাকার করতে লাগল। সব জনপদে অভাব-অনটন দেখা দিল। একাধিকবার বাগদাদ থেকে পানি সরবরাহ করা হল।

এই হিজরী সনে বাগদাদে এক রহস্যময় লোকের আবির্ভাব ঘটে। রাতের বেলায় খোলা তরবারি হাতে লোকটিকে রাজভবনে দেখা যায়। সৈন্য-সিপাহিগণ তাকে ধরতে গেলে সে কোন এক জায়গায় তথা ক্ষেতের মধ্যে, বৃক্ষ-লতার মধ্যে কিংবা রাজভবনে অবস্থানকারী সেবিকাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। দীর্ঘ চেষ্টা তদবীর ও খোঁজাখুঁজির পরও এই রহস্যের কোন কুল-কিনারা করা গেল না। এতে খলীফা মু'তাদিদ ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজভবনের নিরাপত্তা প্রাচীরগুলো নতুন ও আরো শক্ত করে নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। প্রহরীদেরকে চারদিকে কঠিনভাবে পাহারা দানের নির্দেশ দেয়া হল। কিন্তু কোনই লাভ হল না। ওই রহস্য পুরুষ নিয়ম মত আবির্ভূত হচ্ছিল আবার অদৃশ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। এবার জ্যোতিষী, যাদুকর ও তান্ত্রিকদেরকে ডাকা হল। সংকট উত্তরণে তাদের সাহায্য কামনা করা হল। তারা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। তারা বিফল হল। বেশ কিছুদিন পর মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। সে লোকটি ছিল রাজভবনের এক খাসী ক্রীতদাস। খলীফার প্রিয় এক

ক্রীদাসীকে সে ভালবাসত। তার প্রতি প্রেমাসক্ত ছিল সে। কিন্তু ওই ক্রীতদাসীর কাছে যাওয়া কিংবা দূর থেকে দেখে মনের তৃষ্ণা মিটানো কোনটাই তার জন্য সহজ ছিল না। ফলে সে বিভিন্ন রঙয়ের পোশাক জোগাড় করে। এক এক রাতে এক এক রঙয়ের পোশাক পরিধান করতে শুরু করে এবং পোশাকটা পরিধান করে বাঁকা ও অস্বাভাবিকভাবে। ফলে তাকে রাতের বেলা অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর দেখাত। তার এই কিম্ভূত কিমাকার রূপ দেখে দাসীরা ভয়ে অস্থির হয়ে যেত এবং একজন অন্যজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। সকলে এক জায়গায় জড়ো হত। অন্য সেবকগণও চারদিক থেকে এই রহস্য পুরুষকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ত। তাকে ধরতে গেলে সে দ্রুত কোন কিছুর আড়ালে, গৃহকোণে লুকিয়ে যেত। তারপর তার আলখেল্লা খুলে ফেলত এবং নির্দিষ্ট স্থানে তা রেখে দিত। এরপর সে দ্রুত বেরিয়ে অন্য সেবকদের সাথে মিশে রহস্য পুরুষকে খুঁজতে শুরু করত। হাঁকডাক শুরু করত কোথায় গেল, কোন দিকে গেল? খবর কী? তার হাতে তরবারিটা থাকত। সে এইভাবে দেখাত যে, আগন্তুকের ভয়ে ভীত হয়ে সে হাতে তরবারি রেখেছে। ওদিকে ভীত-সন্ত্রস্ত শাহী সেবিকা ও দাসিগণ যখন এক জায়গায় সমবেত হত তখন সে তার প্রেমিকা দাসীকে দেখে নয়ন জুড়াত, তৃপ্তি মেটাত। চোখের ইশারায় দাসীর সাথে কথা বলত। দাসীও তেমন ইশারা-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করত। এভাবেই তার রহস্য গোপন থেকেছিল। সে তার কাজ করে যাচ্ছিল। অবশেষে খলীফা পদে আসীন হলেন আল-মুকতাদির। তিনি ওই ক্রীতদাসকে এক সেনা অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে তরসূসে পাঠিয়ে দেন। তার বিরহে ওই ক্রীতদাসী অস্থির হয়ে উঠে। তার গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যায় এবং ওই যুদ্ধে সে মারা যায়।

এই হিজরী সনে মিসরীয় সেনাগণ তাদের শাসনকর্তা হারূন ইব্ন খুমারাবিয়া-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। তারা উপদেষ্টারূপে একজন সেনাপতিকে মনোনীত করে যে, তার পরামর্শ অনুযায়ী হারূন শাসন পরিচালনা করবে। সে হল হারূনের পিতা খুমারাবিয়ার আমলের সেনাপতি আবূ জা'ফর ইব্ন আবান। এরপর হারূন তাকে দামেশকে প্রেরণ করে। খুমারাবিয়া-এর মৃত্যুর পর দামেশকের লোকেরা নয় মাস পর্যন্ত বায়আত করা থেকে বিরত থাকে। সেখানকার পরিস্থিতি ছিল নাজুক ও ঘোলাটে। তারপর বদর আল-হাম্মামী এবং হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ মাযরাঈ-এর নেতৃত্বে সেখানে একটি সেনা বহর পাঠানো হয়। তাঁরা সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত করে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং তাফাহ ইব্ন খুফফাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করতঃ তাঁরা দুজন মিসরে ফিরে আসেন।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন

আহ্মদ ইবনুল মুবারক

তিনি হলেন আহ্মদ ইবনুল মুবারক আবূ আমর আল-মুসতামালী নিশাপুরী। তিনি একজন নির্মোহ আবিদ মানুষ ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'হুকমাওয়াইহ'। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন কুতায়বা, আহ্মদ, ইসহাক ও অন্যদের থেকে। প্রায় ৫৬ জন শায়খের নিকট তিনি হাদীস

শুনিয়েছেন। তিনি একজন এলোমেলো চুল, আলু থালু বেশ দুনিয়া ত্যাগী ফকীর-দরবেশ ভাবাপন্ন মুহাদ্দিস ছিলেন। একদিন তিনি আবূ উসমান সাঈদ ইব্ন ইসমাঈলের নিকট উপস্থিত হলেন। আবূ উসমান তখন হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। আবূ আমরের দরবেশী ও ফকীরী ভাব দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমাকে কাঁদিয়েছে একজন মহাজ্ঞানী লোকের ফকীরী ও দারিদ্র্য অবস্থা। এই মজলিসে তাঁর নাম উচ্চারণ করার সাহস আমার নেই। তাঁর কথা শুনে উপস্থিত লোকজন যার যা ছিল জামা-কাপড়, দিরহাম, দীনার এবং আংটি পর্যন্ত দান করে দিল। তাতে শায়খ আবূ উসমানের সম্মুখে মাল-পত্রের অনেক কিছু জমে গেল। এবার আবূ আমর দাঁড়ালেন এবং বললেন, "লোক সকল! শায়খ তাঁর বক্তব্যে আমার কথাই বলেছেন, আমার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি পাপের অপবাদে অপবাদযুক্ত হবেন এই আশঙ্কা না থাকলে তিনি যা গোপন করেছেন আমিও তা অর্থাৎ আমাকে গোপন রাখতাম।" আবূ আমর (র)-এর খুলুসিয়াত ও সচ্ছতা দেখে শায়খ আবূ উসমান অবাক হয়ে গেলেন। এরপর আবূ আমর ওই মালগুলো হাতে তুলে নিলেন এবং মসজিদের আঙ্গিনা থেকে বের হয়েই সব ফকীর-মিসকীন ও অভাবীদেরকে দান করে দিলেন। এই হিজরী সনের জমাদিউছ্ ছানী মাসে তাঁর ওফাত হয়।

ইসহাক ইব্ন হাসান

তিনি হলেন ইসহাক ইব্ন হাসান ইব্ন মায়মূন ইব্ন সা'দ আবূ ইয়াকূব আল-হারবী। তিনি আফফান, আবূ নুআয়ম ও অন্যদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবরাহীম আল-হারবী থেকে তিন বছরের বড় ছিলেন। ইসহাক (র)-এর ইন্তিকালের পর শহরে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা প্রচার করা হল। লোকজন জানাযার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ির দিকে আসছিল। কেউ কেউ মনে করছিল যে, ইবরাহীম হারবীর মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই তারা ইবরাহীম হারবীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। তখন ইবরাহীম তাদেরকে বলেছিলেন আজকের লক্ষ্য এ বাড়ি নয়। তবে অবিলম্বে আপনারা এই বিষয়ে এই বাড়ির উদ্দেশ্যে আসবেন। এরপর এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

এই হিজরী সনে আরো ইন্তিকাল করেন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব যুহরী। তিনি ৯০ বছর আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন নেককার মুহাদ্দিস ছিলেন। ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন ইমরান আল-ফকীহ্ আবূ আইয়ূব আল-ইসফিরাঈনী শাফিঈ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান ইব্ন ইসমাঈল আবুল আব্বাস হাশিমী। বাগদাদের হিসাব-নিকাশ বিভাগীয় পদ এবং রুসাফা জামে মসজিদের ইমামতির পদ দুটিতেই তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। আবদুল আযীয ইব্ন মুআবিয়া আত্তাবী। তিনি আত্তাব ইব্ন উসায়দ বসরী-এর বংশধর। তিনি বাগদাদ আগমন করেছিলেন। আযহার সাম্মান ও আবূ আসিম নাবীল থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ ইব্ন হায়ছাম ইব্ন তাহমান আবূ খালিদ আল-দাককাক ওরফে আলবাদ। ইবনুল জাওযী বলেছেন যে, বিশুদ্ধ অভিমত হল 'আলবাদ' নয় 'আলবাদী'।

কারণ তাঁরা দু সন্তান একসাথে মায়ের পেট হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দুজনের প্রথম জন্মগ্রহণকারী। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন ও অন্য মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। তিনি একজন আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য নেককার মুহাদ্দিস ছিলেন।

২৮৫ হিজরী সন

এ বছরই সালিহ ইব্ন মুদরিক আত-তাঈ আজফার নামক স্থানে হাজীদের কাফেলা আক্রমণ করে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং তাদের নারীদেরকে অপহরণ করে। বর্ণিত আছে, এরপর সে তাদের থেকে ১০ লক্ষ দীনার অর্থমূল্য সম্পন্ন ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে।[১] এছাড়া এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের ২০ তারিখ রবিবার কূফা শহরের চারপাশে গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যায়। এরপর অভূতপূর্ব বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকসহ বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এ সময় কোন কোন গ্রামে বৃষ্টির সাথে সাদা ও কালো প্রস্তর কঙ্কর বর্ষিত হয় এবং বিশালাকৃতির শিলাখণ্ড পতিত হয়। এসব শিলাখণ্ডের একেকটির ওজন ছিল ১৫০ দিরহাম (প্রায় দুই সের)। এছাড়া এ সময় প্রবাহিত প্রচণ্ড ঝড়বায়ুতে দজলা নদীর তীরবর্তী বহু খেজুর ও অন্যান্য গাছ উপড়ে যায় এবং দাজলার পানি বিপজ্জনকভাবে ফুঁসে উঠে। এমনকি বাগদাদ শহর নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

এছাড়া এ বছরই আল-মুওয়াফফাকের মাওলা (আযাদকৃত দাস) খাদিম রাগিব রোমক ভূখণ্ড আক্রমণ করে বহু দুর্গ জয় করেন এবং বহু সংখ্যক শত্রু নারী ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী করেন। তার সহযোদ্ধারা এ সময় তিন হাজার যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করে। এরপর তিনি নিরাপদে ও বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

আর এ বছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাঊদ আল-হাশিমী।

এ ছাড়া এ বছরই আমিদ শহরের প্রশাসক আহ্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন শায়খ ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ আমিদের শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন খলীফা মু'তাদিদ বিল্লাহ তাঁর পুত্র আবূ মুহাম্মদ আল-মুকতাফী বিল্লাহ্কে সাথে নিয়ে তার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। সেখানে পৌঁছে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ-এর বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করেন। এরপর সে খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে তার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে। তখন তিনি তার থেকে এ শহরের দায়িত্ব বুঝে নেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ঈসাকে তার মূল্যবান

১. তাবী ১১/৩৬২, ইবনুল আছীর ৭/৪৯০ এবং মুরূজুয যাহাব ৪/২৯৪তে রয়েছে ২০ লক্ষ দীনার। ঐতিহাসিক মাসউদী বলেন, লোকেরা সেদিন সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তি আবৃত্তি করত :

مَا اِنْ رَأَى النَّاسُ كَيَوْمِ الاَجْفَرْ - النَّاسُ صَرْعَى وَالْقُبُوْرُ تُحْفَرْ .

"আজফার দিবসের ন্যায় কোন দিবস মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি সেদিন মানুষ ধরাশায়ী হচ্ছিল আর তাদের কবর খনন করা হচ্ছিল।"

পরিধেয় দান করেন এবং আমিদ শহরের অধিবাসীদের সম্মানিত করেন। আর এ সময় খলীফা মু'তাদিদ তাঁর পুত্র আল-মুকাতাফী বিল্লাহ্কে এ শহরের স্থলাবর্তী শাসক নিয়োগ করেন। তারপর তিনি কিনসারীন ও আল-আওয়াসিম অভিমুখে রওয়ানা হন এবং হারূন ইব্ন খুমারাবিয়ার পত্রের মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। আর এই পত্রে তার অনুকূলে খলীফার অনুমতি এবং এ বছর খলীফার সাথে তার সন্ধির কথা বিদ্যমান ছিল। এ ছাড়া এ বছর ইব্ন আখশীদ তরসূসবাসীদের সাহচর্যে রোমক ভূখণ্ড আক্রমণ করেন এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে বহু দুর্গ জয় করেন। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

আর এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক

ইব্ন বাশীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রুসতুম আবূ ইসহাক আলী হারবী।[১] ফিক্হ, হাদীস এবং অন্যান্য শাস্ত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইমাম। এ ছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুযার ও দুনিয়াবিমুখ। তিনি ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের কাছে জ্ঞানার্জন করেন এবং তার থেকে বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেন। (তার সম্পর্কে) দারাকুতনী বলেন, ইবরাহীম হারবী একাধারে ইমাম (শীর্ষস্থানীয় আলিম) লেখক, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, সকল শাস্ত্রে পারদর্শী এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহ্ভীরুতা এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানে তাকে আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের সাথে তুলনা করা হত। তার অন্যতম উক্তি হল সকল জাতির বুদ্ধিমান লোকেরা এ বিষয়ে একমত, যে ব্যক্তি ভাগ্যের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে না সে জীবনে সুখ লাভ করেন। তিনি বলতেন পরিপূর্ণ পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে তার দুর্ভাবনাকে নিজের প্রতি আরোপ করে, পোষ্য পরিজনের প্রতি আরোপ করে না। ৪০ বছর যাবৎ আমি মাথা ও মুখমণ্ডলের যন্ত্রণায় আক্রান্ত কিন্তু আমি কাউকে কখনও তা অবহিত করিনি। এ ছাড়া বিগত ২০ বছর যাবৎ আমি এক চোখে দেখতে পাই না কিন্তু সে বিষয়েও আমি কখনও কাউকে অবহিত করিনি।

এ ছাড়া বর্ণিত আছে যে তিনি ৭০ বছরের অধিক আয়ু লাভ করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালে তিনি তার পরিবারের কাছে দুপুরের বা রাতের খাবার চেয়ে খাননি। যদি তার কাছে কিছু পৌঁছত তাহলে তিনি তা খেতেন। অন্যথায় পরবর্তী রাত পর্যন্ত অভুক্ত থাকতেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে কোন এক রমাযানে তিনি নিজের ও নিজের পোষ্য পরিজনের জন্য এক দিরহাম সাড়ে চার দানাক ব্যয় করেন। তিনি বলেন, আমরা (বর্তমানে প্রচলিত) এ সকল রকমারি রান্না-বান্নার কিছুই জানতাম না। আমাদের তরকারি ছিল বেগুন বা মূলাভাজি এ এ জাতীয় কিছু। একবার আমিরুল মু'মিনীন মু'তাদিদ তার কাছে দশ হাজার দিরহাম হাদিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তা ফিরিয়ে দেন। তারপর দূত

---

১. হারবী বলেন, হাদীস শিক্ষার উদ্দেশে আমি কারখ থেকে এক কাফেলার সাথে সফর করি। এ সময় তারা আমাকে আল-হারবী উপাধি প্রদান করেন। কেননা তাদের কাছে যে ব্যক্তি আল-হারবিয়ার আল-আতিকা পুল অতিক্রম করে সেই হল আল-হারবী। সিফাতুস সাফওয়া, ২/৪০৫।

ফিরে এসে বলে, খলীফা আপনাকে বলেছেন যে, আপনি তা আপনার দরিদ্র প্রতিবেশীদের মাঝে বন্টন করে দিন। তখন তিনি বললেন, তা (এ সম্পদ তো) আমরা সঞ্চয় করিনি এবং আমাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। সুতরাং তা বন্টনের ব্যাপারেও আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে বলবে, যদি তিনি আমাদেরকে এই বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি না দেন তাহলে আমরা এ শহর থেকে চলে যাব। মৃত্যু শয্যায় অন্তিম মুহূর্তে তাকে দেখার জন্য তার জনৈক বন্ধু তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে। এ সময় তার কন্যা তার বন্ধুর কাছে নিজেদের অভাব-অনটনের অভিযোগ করে বলে যে, শুষ্ক রুটি ও লবণ ব্যতীত তাদের কাছে খাওয়ার মত কিছুই নেই। এমনকি মাঝে মাঝে তাদের কাছে কোন লবণও থাকে না। তখন ইবরাহীম তার কন্যাকে (সান্ত্বনা দিয়ে) বলেন, "বৎস! তুমি কি দারিদ্র্যের আশঙ্কাবোধ করছ? ঘরের ঐ কোণের প্রতি লক্ষ কর সেখানে আমার হাতে লেখা বার হাজার পারা কুরআন শরীফ রয়েছে, যার প্রত্যেক পারা বিক্রি করে তুমি প্রতিদিন এক দিরহাম পাবে। সুতরাং যার কাছে বার হাজার দিরহাম রয়েছে সে দরিদ্র হতে পারে না।" তারপর তিনি যিলহজ্জ মাসের ২৩ তারিখ ইন্তিকাল করেন। কাযী ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব আম্বার শহরের প্রধান ফটকের নিকটে তার জানাযার নামায পড়ান। তার জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোক শরীক হয়।

নাহু শাস্ত্রবিদ মুবাররাদ

ইনি হলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল আকবার আবুল আব্বাস আল-আযদী আছ-ছুমালী যিনি নাহবী মুবাররাদ নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন বসরার আরবী ভাষাশাস্ত্রবিদ, তিনি এই বিদ্যার্জন করেন শায়খ আল-মাযিনী এবং আবূ হাতিম আস-সিজিস্তানী থেকে। তার উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহে তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। তিনি ছা'লাবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তার রয়েছে আরবী সাহিত্য সংকলন 'কিতাবুল কামিল'। তাকে মুবাররাদ নামকরণ করা হয়েছে, কেননা তিনি গভর্নর থেকে পলায়ন করে আবূ হাতিমের আশ্রয়ে আবর্জনার স্তূপের নীচে আত্মগোপন করেন। মুবাররাদ বলেন, একবার আমি এবং আমার কয়েকজন সঙ্গী রাক্কা শহরে পাগলদের সাক্ষাতে প্রবেশ করি, তখন আমরা তাদের মাঝে মসৃণ পোশাক পরিহিত এক নতুন যুবককে দেখতে পাই। তারপর সে যখন আমাদেরকে দেখতে পায় তখন বলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে দীর্ঘজীবি করুন। তোমাদের পরিচয় কী? আমরা তখন বলি, আমরা ইরাকের অধিবাসী। তখন সে বলে উঠে, ইরাক ও ইরাকবাসীর জন্য আমার পিতা উৎসর্গিত হোক,- তোমরা আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও অথবা আমি তোমাদেরকে শোনাই। মুবাররাদ বলেন, বরং তুমিই আমাদেরকে আবৃত্তি করে শোনাও। তখন সে বলতে লাগল :

اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّنِىْ كَمِدُ - لاَ اَسْتَطِيْعُ بَثَّ مَا اَجِدُ ٠

"আল্লাহ্ জানেন, আমি ব্যথাভারাক্রান্ত, কিন্তু আমি যা অনুভব করি তা প্রকাশ করতে পারি না।"

أَوْحَانِ لِى رُوْحٌ تَضَنَّهَا - بَلَدٌ وأُخْرى حَازَهَا بَلَدٌ ·

"আমার দুটি প্রাণ, একটি এক শহরে আর অন্যটি আরেক শহরে।"

أرى الْمُقِيْمَةَ لَيْسَ يَنْفَعُهَا - صَبْرٌ وَلاَ يَقْوى لَهَا جَلَدٌ ·

"আমার আমার সাহচর্যে অবস্থানকারী প্রাণের অবস্থা হল ধৈর্য তার কোন কাজে আসে না এবং কোন অবিচলতা তার সাথে পেরে উঠে না।"

وَاَظُنُّ غَائِبِىْ كَحَاضِرَتِىْ - بِمَكَانِهَا تَجِدُ الَّذِىْ اَجِدُ ·

"আর আমার ধারণা, আমার অনুপস্থিত প্রাণের অবস্থাও আমার উপস্থিত প্রাণের ন্যায়, আমি যা অনুভব করি সেও তা অনুভব করে।"

মুবাররাদ বলেন, তখন আমি তাকে বলি, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার এই কবিতা অত্যন্ত চমকপ্রদ। তুমি আমাদেরকে আরও আবৃত্তি করে শোনাও। তখন সে আবৃত্তি করতে থাকে :

لَمَّا اَنَاخُوا قُبَيْلَ الصُّبْحِ عِيْرَهم - وَحَمَّلُوْهَا فَثَارَتْ بِالْهَوى الإبِلُ ·

"যখন তারা তাদের ভারবাহী উটপালকে প্রত্যুষের পূর্বেই বসিয়ে তাদের পিঠে বোঝা চাপাল তখন উট দল আসক্তির কারণে অস্থির হল।"

وَاَبْرَزَتْ مِنْ خَلاَل السُّجف نَاظِرَهَا - تَرْنُوْ الىَّ وَدَمْعُ الْعَيْنِ يَنْهَمِلُ ·

"আর পর্দার আড়াল থেকে সে তার চক্ষুযুগল প্রকাশ করে আমার প্রতি নিষ্পলক তাকিয়ে রইল তখন তার অশ্রুধারা অঝোরে নামছিল।"

وَوَدَّعَتْ بِبَنَانٍ عَقْدُهَا عَنَمُ - نَادَيْتُ لاَ حَمَلَتْ رِجْلاَكَ يَاْجَمَلُ ·

"মসৃণ ও সুদৃশ আঙুল বেড়ে সে আমাকে বিদায় জানাল, আমি তখন আহ্বান করে বললাম, হে উট! তোমার পদদ্বয় যেন তার ভার বহন না করে।"

وَيْلِىْ مِنَ الْبَيْنِ مَاذَا حَلَّ بِىْ وَبِهِمْ - مِنْ نَازِلِ الْبَيْنِ حَانَ الْبَيْنُ وَارْ تَحَلُوْا ·

"বিচ্ছেদের কারণে আমার সর্বনাশ, বিচ্ছেদ-বিপদে আমারও তাদের উপর কী আপতিত হবে, বিচ্ছেদ ঘনিয়ে আসল এবং তারা প্রস্থান করল।"

يَا رَاحِلَ الْعِيْسِ عَجِّلْ كَىْ أُوَدِّعهم - يَا رَاحِلَ الْعِيْسِ فِىْ تَرْحَالِكَ الاَجَلُ ·

"হে উৎকৃষ্ট উটের আরোহী ত্বরা কর যেন আমি তাদেরকে বিদায় জানাতে পারি, হে আরোহী তোমার ভ্রমণের মাঝেই নিহিত মৃত্যু।"

انِّى عَلى الْعَهْدِ لَمْ اَنْقُضْ موَدَّتَهُمْ - فَلَيْتَ شِعْرِى لِطُوْلِ الْعَهْدِ مَا فَعَلُوْا ·

"আমি আমার অঙ্গীকার রক্ষা করেছি, তাদের ভালবাসা ত্যাগ করিনি। হায় আক্ষেপ কালের দীর্ঘতার কারণে তারা কী করল?"

তখন জনৈক বিদ্বেষী বলল, তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তখন যুবক বলল, তাহলে আমিও মৃত্যুবরণ করব। তখন সে বলল সেটা তোমার ইচ্ছা। তখন সে সটান হয়ে কাছের একটি

স্তম্ভের সাথে হেলান দিল এবং তখনই মৃত্যুবরণ করল। তারপর আমরা তাকে দাফন করলাম। আর মুবাররাদ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর বয়স ৭০ বছরের অধিক।

২৮৬ হিজরী সন

এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে ইব্ন শায়খের পক্ষ থেকে আমিদ শহরের কর্তৃত্ব অর্পণ সম্পন্ন হয় এবং মিসর থেকে হারূন ইব্ন আহ্মদ ইব্ন তূলূনের পত্র যখন খলীফা মু'তাদিদের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি আমিদ শহরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন। এপত্রে হারূন এই শর্তে মু'তাদিদের কাছে কিনসারীন ও আল-আওয়াসিমের কর্তৃত্ব অর্পণ করতে সম্মত হন যে তিনি তাকে মিসরীয় ভূখণ্ডের প্রশাসকরূপে বহাল রাখবেন। তখন খলীফা মু'তাদিদ তার এ শর্তপূরণে সম্মতি প্রদান করেন। তারপর তিনি ইরাক অভিমুখে আমিদ শহর ত্যাগ করেন এবং এ শহরের নগর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন তার অংশবিশেষ ভাঙা হয় কিন্তু সম্পূর্ণটুকু ভাঙা সম্ভব হয়নি। কবি ইবনুল মুতায্য তাঁকে আমিদ বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আবৃত্তি করেন :

اِسْلَمْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَدُمْ - فِىْ غِبْطَة وَلْيُهْنِكَ النَّصْرُ ·

"হে আমীরুল মু'মিনীন আপনি নিরাপদ থাকুন, আপনার ঈর্ষণীয় অবস্থা স্থায়ী হোক এবং বিজয় আপনাকে অভিনন্দিত করুক।"

فَلَرُبَّ حَادِثَة نَهَضْتَ لَهَا - متقدمًا فَتَاَخَرَ الدَّهْرُ ·

"কখনওবা কোন দুর্যোগ মুকাবিলায় আপনি অগ্রসর হলে কাল পিছু হটে।"

لَيْثُ فَرَائِسَهُ اللُّيُوْثُ - فَمَا بَيْضَ مِنْ دَمِهَا لَهُ ظفر ·

"আপনি হলেন এমন সিংহ যার শিকার হল সিংহ দল, আর শিকারের রক্ত থেকে তার কোন নখর এখনও সাদা হয়নি।"

খলীফা যখন বাগদাদে পৌঁছেন তখন নিশাপুর থেকে তাঁর কাছে আমর ইব্ন লায়ছের হাদিয়া এসে পৌঁছে। এই হাদিয়া বাগদাদে পৌঁছে জমাদিউছ ছানী মাসের ২২ তারিখ বৃহস্পতিবার। আর তা এ পরিমাণে ছিল যে, তার মূল্য ছিল ৪০ লক্ষ দিরহাম এবং তা ছিল বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণের অতিরিক্ত। এছাড়া এ বছর ইসমাঈল ইব্ন আস-সামানী এবং আমর ইব্ন লায়ছ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর তার পটভূমি হল যে, আমর ইব্ন লায়ছ যখন রাফি ইব্ন হারছামাকে হত্যা করে এবং তার কর্তিত মস্তক খলীফার কাছে পাঠায় তখন সে খলীফার কাছে তার কর্তৃত্বাধীন খুরাসানের সাথে مَا وَرَاءَ النَّهْرِ (মা-ওয়ারাআন-নাহর)[১] অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব

১. مَا وَرَاءَ النَّهْرِ শাব্দিক অর্থ নদীর পিছনের অংশ বা ওপার অঞ্চল। প্রাচীনকাল থেকে আরবগণ এই শব্দ দ্বারা জায়হুন ও আমুদরিয়া নদীর উত্তর অঞ্চলের ভূখণ্ডকে বুঝিয়ে থাকে যা বর্তমান তুর্কমেনিস্তান সংলগ্ন। ইসলামী সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। এ অঞ্চলের অন্যতম শহর হল, বুখারা, সমরকন্দ এবং তাশখন্দ।—অনুবাদক

প্রার্থনা করে। তখন খলীফা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, ফলে এ অঞ্চলের প্রশাসক ইসমাঈল ইব্‌ন আহ্‌মদ আস-সামানী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং একথা লিখে তার কাছে পত্র প্রেরণ করেন, তুমি তো বিস্তৃত অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব ভোগ করছ। সুতরাং আমার শাসনাধীন অঞ্চলের কর্তৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করে তোমার বর্তমান কর্তৃত্বাধীন ভূখণ্ড নিয়েই তুষ্ট থাক। কিন্তু আমর ইব্‌ন লায়ছ তা গ্রহণ না করায় ইসমাঈল ইব্‌ন আহ্‌মদ অতি বিশাল বাহিনী নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হন। তারপর বলখের কাছে উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হন। এ লড়াইয়ে আমরের যোদ্ধারা পরাজিত হয় এবং আমর নিজে বন্দী হন। তারপর যখন তাকে ইসমাঈল ইব্‌ন আহমদের কাছে আনা হয় তখন তিনি উঠে গিয়ে তার কপাল চুম্বন করেন, তার মুখমণ্ডল ধৌত করে দেন এবং তার মূল্যবান পরিধেয় তাকে দান করে, তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তারপর তার বিষয়ে খলীফাকে লিখে পাঠান। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা আমরের শাসন কর্তৃত্বে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তখন ইসমাঈলের অনুকূলে খলীফার ফরমান আসে তার (আমরের) তাবৎ ধন-সম্পদ ও সঞ্চিত কর-খাজনা বুঝে নেয়ার জন্য। তখন তিনি তার থেকে এসব কিছু আদায় করেন। পরিশেষে তার পরিণাম হয় বন্দিত্ব ও কয়েদখানা অথচ ইতোপূর্বে তার ভ্রাম্যমান রন্ধনশাল বহন করে বেড়াত ৬০০ উট। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হল আমরের সাথে ছিল পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা যাদের একজনও এ যুদ্ধে আহত বা নিহত হয়নি এবং একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ বন্দীও হয়নি। আসলে এটাই লোভতাড়িত ব্যক্তির প্রতিফল। প্রলোভনের শিকার হয়েই পরিশেষে তিনি দারিদ্র্যের অপদস্থতায় নিপতিত হন। আর পার্থিব জীবনে অন্যায় লোভের শিকার এবং আধিক্যের প্রত্যাশী প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ্‌র অলঙ্ঘনীয় বিধান।

কারামাতীদের শীর্ষনেতা আবূ সাঈদ আল-জানাবীর আত্মপ্রকাশ[১]

এ বছরের জমাদিউছ ছানী মাসে বসরার আশেপাশে সে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় তার সমর্থনে বহু গ্রাম্য আরব ও অন্যান্য মানুষ তার চারপাশে সমবেত হয় এবং তার দাপট বেশ বৃদ্ধি পায়। আর সে তার আশেপাশের অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। তারপর বসরার নিকটবর্তী আল-কাতীফের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করে। তখন খলীফা মু'তাদিদ তার প্রশাসককে তার নগর-প্রাচীর সুরক্ষিত করার ফরমান লিখে পাঠান। ফলে এ শহরের অধিবাসীরা প্রায় চার হাজার দীনার[২] ব্যয়ে তার সংস্কার ও নবায়ন সম্পন্ন করে এবং এ কারণে তারা কারামাতীদের থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। এদিকে আবূ সাঈদ আল-জানাবী এবং তার সহচর কারামাতীরা হাজর ও তার পার্শ্ববর্তী শহরসমূহে তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করে এবং ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

---

১. এরা কৃষাঙ্গদের চেয়ে খবীছ এবং কলহ ও বিশৃঙ্খলাপ্রবণ।

২ তাবারী ও ইবনুল আছীরে রয়েছে চৌদ্দ হাজার দীনার, দ্র. নুরুজ্জুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৮ পৃ.।

এই আবূ সাঈদ আল-জানাবীর উত্থান সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সে খাদ্যশষ্যের দালাল ছিল, তা বিক্রি করত এবং ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষে তার মূল্য গণনার কাজ করত। এ সময় ২৮১ হিজরীতে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল মাহ্‌দী নামক এক ব্যক্তি তাকে নিয়ে আসে এবং কাতীফবাসীকে আল-মাহ্‌দীর বায়আতের আহ্বান জানায়। এ সময় আলী ইবনুল আলা[১] ইব্‌ন হামদান আয-যিয়াদী নামক এক ব্যক্তি তার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং মাহ্‌দীর প্রতি আনুগত্যের এই আহ্বানে তাকে সহযোগিতা করে এবং কাতীফ অঞ্চলের সকল শীআকে সমবেত করে। তারপর এরা সকলে তার আহ্বানে সাড়া দেয়। আর এই আবূ সাঈদ আল-জানাবীও ছিল এ সকল সাড়া প্রদানকারীদের একজন। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। তারপর সে ক্রমান্বয়ে তাদের কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং তাদের মাঝে কারামাতিয়া মতাদর্শ প্রকাশ করে। তখন শীআরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। তারপর সে তাদের শীর্ষ নেতায় পরিণত হয়। তার উৎসস্থল ছিল সে অঞ্চলের 'জানাবা' নামক শহর। তার ও তার অনুসারীদের বিষয়ে যা ঘটবে তার বর্ণনা অচিরেই আসছে।

ইবনুল জাওযী 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে বলেন, এ বছর যে সকল আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে তার অন্যতম হল, তিনি নিজস্ব সূত্রে তা বর্ণনা করেন, জনৈকা স্ত্রী লোক 'রায়' শহরের কাযীর দরবারে এসে দাবী করে যে তার স্বামীর কাছে মহর বাবদ তার ৫০০ দীনার পাওনা রয়েছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে। তখন স্ত্রীলোকটি এ বিষয়ে তার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করে। তখন বলা হয়, আমরা চাই সে তার মুখমণ্ডল অনাবৃত করুক যাতে আমরা জানতে পারি সেই লোকটির স্ত্রী কি না? এ বিষয়ে যখন স্ত্রীলোকটিকে পীড়াপীড়ি করা হয়, তখন স্বামীটি বলে, তার চেহারা অনাবৃত করার প্রয়োজন নেই, সে তার দাবীতে সত্যবাদিনী। লোকটি তার স্ত্রীকে পরপুরুষের নজর থেকে রক্ষার জন্য তার দাবী স্বীকার করে নেয়। তারপর স্ত্রীলোকটি যখন বুঝতে পারে যে তার চেহারাকে বেগানা নজর থেকে বাঁচানোর জন্যই তার স্বামী তার দাবী স্বীকার করেছে তখন সে বলে, তার কাছে আমার প্রাপ্য মহর থেকে সে দুনিয়া ও আখিরাতে দায়মুক্ত।

এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন,

আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা[২] আবূ সাঈদ আল-খাররায যেমন আমাদের শায়খ যাহাবী উল্লেখ করেছেন। আর ইবনুল জাওযী ২৭৭ হিজরীর আলোচনায় তা সংকলিত করেছেন। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আবান

এই ব্যক্তি হল আবূ ইয়াকূব আন-নাখঈ আল-আহমার। আল-ইসহাকিয়া নামক শীআ

---

১. ইবনুল আছীরে রয়েছে 'আল-মুআল্লা'।

২ ইনি হলেন সূফীদের শায়খ বা গুরু। আত-তারীখ গ্রন্থে সুলামী বলেন, আবূ সাঈদ হলেন সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রের পুরোধা ব্যক্তি। তার উৎসস্থল হল বাগদাদ। তিনি হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি 'বিনাশ ও স্থায়িত্ব' শাস্ত্রের ব্যাপারে কথা বলেন।

গোষ্ঠী তারই নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ইব্‌ন নাওবাখতী, খতীব এবং ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর প্রতি খোদাত্ব আরোপ করত এবং এই বিশ্বাস পোষণ করত যে তার থেকে তা প্রথমে হযরত হাসান তারপর হযরত হুসায়ন (রা)-এর প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তিনি সর্বদা আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। আর অনেকে এই কুফরীতে বিশ্বাসী হয়ে তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাকে লাঞ্ছিত করুন। আর তাকে 'আল-আহ্‌মার' বা 'লাল' বলার কারণ তার শরীরে শ্বেতকুষ্ঠ ছিল, আর তার রঙ পরিবর্তনের জন্য সে তার উপর (লাল রঙের) প্রলেপ দিত। নাওবাখতী কুফরী সংক্রান্ত তার ভয়াবহ একাধিক উক্তি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করুন। আর সে মাযিনী এবং তার সমস্তরের ব্যক্তিদের থেকে কিছু কাহিনী ও চুটকি বর্ণনা করেছে। আর নিন্দা ব্যতীত এ জাতীয় বিষয় তার সম্পর্কে বর্ণনা বা উল্লেখ করার তুলনায় ক্ষুদ্রতর ও হীনতর।

বাকী ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আবূ আবদুর রহমান আন্দালুসী আল-হাফিয

পশ্চিমের বিশিষ্ট আলিম। তার রয়েছে তাফসীর, মুসনাদ, সুনান ও আছার গ্রন্থ। যাকে ইব্‌ন হাযম, ইব্‌ন জারীরের তাফসীর, ইমাম আহ্‌মদের মুসনাদ এবং ইব্‌ন আবূ শায়বার মুসাননাফের তুলনায় শ্রেয়তর আখ্যা দিয়েছেন। তবে ইব্‌ন হাযমের এই দাবী বিতর্কের উর্দ্ধে নয়। হাফিয ইব্‌ন আসাকির তাঁর আত-তারীখে জীবনী উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন। তিনি (রাবী হিসাবে) তাকে সংরক্ষক ও ত্রুটিমুক্ত এবং মাকবূল দুআর অধিকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ বছরে ৭৫ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

হাসান ইব্‌ন বাশশার

ইনি হলেন আবূ আলী আল-খায়াত, যিনি রিওয়ায়াত করেন আবূ বিলাল আশআরী থেকে আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেন আবূ বকর আশ-শাফিঈ। আর তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। একবার অসুস্থ অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন জনৈক কথক তাকে বলছেন, 'না' ভক্ষণ কর এবং 'না' মালিশ কর। তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াত زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ "যায়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়" দ্বারা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। তারপর যায়তুন বা জলপাই খান এবং তা থেকে তৈরি তেল পান করেন। ফলে তিনি তার সেই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেন।

এছাড়া আরও যারা রয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আবূ জা'ফর আল-আনমাতী যিনি মুরাববা নামে পরিচিত এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈনের শিষ্য। ইনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য হাফিয রাবী। অন্যরা হলেন আবদুর রহীম আর-রাক্কী,[১] মুহাম্মদ ইব্‌ন

---

১. ইনি হলেন আবদুর রহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহীম ইব্‌ন বারকী যিনি যুহরীদের মাওলা বা আযাদকৃত দাস। ইনি ইব্‌ন হিশাম থেকে সীরাত রিওয়ায়াত করেন। আর তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। শাযারাত ২/১৯৩।

ওয়াযযা,[১] আল-মুসাননিফ (অর্থাৎ লেখক) এবং মুনসাদ সংকলক আলী ইব্ন আবদুল আযীয আল-বাগাবী।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউনুস

ইনি হলেন ইব্ন মূসা ইব্ন সুলায়মান ইব্ন উবায়দ ইব্ন রাবীআ ইব্ন কাদীম আবুল আব্বাস আল-কুরাশী আল-বসরী আল-কাদীমী। ইনি নূহ ইব্ন উবাদার পুত্র। ১৮৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি (হাদীস) শ্রবণ করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাউদ আল-খারীবী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী, আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী, আল-আসামাঈ এবং অন্যদের থেকে। আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেন ইব্নুস সাম্মাক এবং নাজ্জাদ। তার থেকে সর্বশেষ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি হলেন আবূ বকর ইব্ন মালিক আল-কুতায়ফী। আর তিনি হাফিয রাবী ছিলেন তবে তার রিওয়ায়াতের সংখ্যা অধিক এবং সেগুলো আশ্চর্যজনক। আর তার এই আশ্চর্যজনক রিওয়ায়াতসমূহের কারণে লোকেরা তার সমালোচনা করেছে। 'আত-তাকমীল' গ্রন্থে আমরা তার জীবনী উল্লেখ করেছি। এ বছরের জমাদিউছ ছানী মাসের ১৫ তারিখ শুক্রবার তিনি ১০০ বছরের অধিক বয়সে ইন্তিকাল করেন। তার জানাযার নামায পড়ান কাযী ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব।

ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন নুখবা আবূ ইউসুফ আল-ওয়াসিতী। ইনি ইয়াযীদ ইব্ন হারূন থেকে শ্রবণ করেন এবং বাগদাদে আগমন করে চারটি হাদীস রিওয়ায়াত করেন এবং শ্রোতাদেরকে পরবর্তী দিন হাদীস বর্ণনা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু সেই রাতেই ১১২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আল-ওয়ালীদ আবূ উবাদা আল-বুহতুরী, যেমন যাহাবী উল্লেখ করেছেন। আর ৮৩ হিজরীর বর্ণনায় তার আলোচনা বিগত হয়েছে। যেমন ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

২৮৭ হিজরী সন

এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে আবূ সাঈদ জানাবীর অনুসারী কারামাতীদের বিষয়টি গুরুতর রূপ ধারণা করে। এ সময় তারা হাজর অঞ্চলে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বহু মানুষকে বন্দী ও হত্যা করে। তখন খলীফা তাদের অভিমুখে প্রেরণের উদ্দেশ্যে বিপুলসংখ্যক ফৌজের এক বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং আব্বাস ইব্ন আমর আল-গানাবীকে এদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এছাড়া আবূ সাঈদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি তাকে ইয়ামামা ও বাহরায়ন

১. আবূ আবদুল্লাহ্ আন্দালুসী, শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং কর্ডোভার হাদীস শাস্ত্রবিদ। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ ওয়ালা এবং হাদীসের দুর্বলতা ও ত্রুটি সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী। তিনি দরিদ্র কিন্তু নির্মোহ ছিলেন। দুইবার তিনি আন্দালুস থেকে পূর্ব দিকে ভ্রমণ করেন।

অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। তারপর উভয় বাহিনী সেখানে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এ যুদ্ধে আব্বাসের সাথে ছিল দশ হাজার যোদ্ধা। এদের সকলকে আবূ সাঈদ বন্দী করে এবং একমাত্র সেনাপতি আব্বাস ব্যতীত তাদের মধ্য থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায়নি। আর অন্যদেরকে তার সামনে স্থির মস্তিষ্কে হত্যা করা হয়। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। এটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর এবং তা আমর ইব্ন লায়ছের ঘটনার বিপরীত। কেননা তিনি তার অনুচরদের মধ্য থেকে একাকী বন্দী হন এবং তারা সকলে নিষ্কৃতি লাভ করে যাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার।

বর্ণিত আছে, আবূ সাঈদ জানাবী যখন স্থির মস্তিষ্কে আব্বাসের সহচরদের হত্যা করে তখন আব্বাস স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে। কেননা সেও অন্যদের সাথে বন্দী হয় এবং কয়েকদিন আবূ সাঈদের কাছে অবস্থান করে। তারপর আবূ সাঈদ তাকে একাধিক বাহনসহ মুক্তি দিয়ে বলে, তোমার কর্তার কাছে ফিরে যাও এবং তুমি যা দেখেছ তাকে তা অবহিত কর আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছরের শাবান মাসের শেষদিকে। তারপর এই ভয়াবহ ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখন লোকজন ভীষণ উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বসরার অধিবাসীরা শহর ত্যাগে উদ্যত হয়। তখন বসরার শাসক আহ্মদ আল-ওয়াসিকী তাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেন। এছাড়া এ বছর রোমকগণ তরসূস অঞ্চলে আক্রমণ করে। এ অঞ্চলের শাসক ইবনুল আখশীদ বিগত বছর ইন্তিকাল করেন এবং সীমান্ত অঞ্চলে আবূ নাবিতকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করে যান। ফলে রোমকগণ ঐ অঞ্চল দখলের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে তাদের সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। এ সময় আবূ ছাবিত তাদের মুখোমুখি হন, কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পেরে উঠেননি। তখন তারা তার যোদ্ধাদের একদলকে হত্যা করে এবং আরেক দলের সাথে তাকে বন্দী করে। তখন ইবনুল আরাবীর নেতৃত্বে সীমান্তবাসীরা সমবেত হয় এবং তারা তাকে তাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করে। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় রবীউছ ছানী মাসে এবং এ বছরেই তিনি নিহত হন।

মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ আল-আলাবী

ইনি হলেন তাবারিস্তান ও দায়লাম অঞ্চলের শাসক। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইসমাঈল আস-সামানী যখন আমর ইব্ন লায়ছকে পাকড়াও করেন তখন মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ ধারণা করেন যে, ইসমাঈল তার নিজ শাসনাধীন এলাকা অতিক্রম করবে না এবং খুরাসানের কর্তৃত্ব তার জন্য একচ্ছত্র হয়েছে। তখন তিনি খুরাসানের উদ্দেশ্যে নিজ শহর ত্যাগ করেন। কিন্তু ইসমাঈল তার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যান এবং তাকে লিখে পাঠান—আপনি আপনার শাসনাধীন অঞ্চলে অবস্থান করুন, তা অতিক্রম করে অন্যদিকে অগ্রসর হবেন না কিন্তু মুহাম্মদ তা গ্রাহ্য না করায় ইসমাঈল তার বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ইব্ন হারূনের নেতৃত্বে সেনাদল পাঠান যিনি ছিলেন রাফি ইব্ন হায়ছামার স্থলবর্তী। উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন ধোঁকা

১. তাবারী (১১/৩৬৭), যুরূজুয যাহাব (৪/২৯৯)-এ রয়েছে সে তার সহচরদের সাতশজনকে বন্দী ও হত্যা করে। আর ইবনুল আছীর (৭/৪৯৯)-এ রয়েছে সে সকল বন্দীকে হত্যা করে পুড়িয়ে দেয়।

দেয়ার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন প্রথমে পলায়ন করেন। এ অবস্থায় মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দের বাহিনী তাকে পিছু ধাওয়া করে। এ সময় মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন পাল্টা আক্রমণ করলে ইব্‌ন যায়দের সৈন্যরা পরাজিত হয়। তখন ইব্‌ন হারূন শত্রু শিবিরের সবকিছু ছিনিয়ে নেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দকে গুরুতরভাবে আহত করেন যার কারণে তিনি কয়েকদিন পরেই মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দের পুত্র যায়দকে বন্দী করেন এবং তাকে ইসমাঈল ইব্‌ন আহ্‌মদের কাছে প্রেরণ করেন। তখন ইসমাঈল তাকে সম্মানিত করেন এবং তাকে পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দেন। আর এই মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ ঐ অঞ্চলের শাসনামলে গুণী ধর্মভীরু ও সুন্দর চরিত্রের শাসকরূপে খ্যাত ছিলেন। তিনি কিছুটা শীআ ঘেঁষা ছিলেন। কোন একদিন তার কাছে বিবাদরত দুই ব্যক্তি উপস্থিত হয়, যাদের একজনের নাম ছিল মুআবিয়া, অন্যজনের নাম আলী। তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ বলেন, তোমাদের মাঝের ফয়সালা তো সুস্পষ্ট। তখন মুআবিয়া বলেন, হে আমীর! আপনি আমাদের নাম দ্বারা প্রতারিত হবেন না। কেননা আমার পিতা ছিলেন কট্টর শীআ নেতা, আমার নাম তিনি মুআবিয়া রেখেছেন আমাদের শহরের আহলে সুন্নাতের সাথে সৌজন্য-সৌহার্দ বজায় রাখার জন্য। আর এর পিতা ছিলেন কট্টর শীআ বিদ্বেষীদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আপনাদের থেকে আত্মরক্ষার্থে তিনি তার নাম আলী রেখেছিলেন। লোকটির এ বক্তব্য শুনে মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ হেসে ফেলেন এবং তাদের উভয়ের প্রতি সদাচার ও বদান্যতা প্রকাশ করেন।

ইবনুল আছীর তার 'কামিল' গ্রন্থে বলেন : এ বছর আরও যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন উমর ইব্‌নুল খাত্তাব আল-আদবী। ইনি আল-জাযীরায় রাবীআ গোত্রের প্রধান ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলবর্তী হন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হায়ছাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তামির। এছাড়া এদের মধ্যে রয়েছেন আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সালামের শিষ্য আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয বাগাবী, মাহদী ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মাহদী আল-আযদী আল-মাওসিলী যিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ইবনুল আছীর এবং আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, মু'তাদিদের স্ত্রী কাতরুন-নাদা (শিশির ফোঁটা) বিন্‌ত খুমারাবিয়া ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন তূলূন ইন্তিকাল করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর রজব মাসের ৭ তারিখ তিনি ইন্তিকাল করেন এবং রুসাফাতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ হন। এছাড়া এদের মধ্যে আরও রয়েছেন, ইয়াকূব ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন আইয়ূব, আবূ বকর আল-মিতওয়ায়ী, ইনি আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল এবং আলী ইবনুল মাদীনী থেকে হাদীস শোনেন। তাঁর থেকে শোনেন আন-নাজজাদ এবং আল-খালদী। তাঁর দৈনিক ওযীফা ছিল একত্রিশ কিংবা একচল্লিশ হাজার বার সূরা ইখলাস পাঠ করা। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, আরও যাঁরা এ বছর ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, সুন্নাহ ও মুসাননাফসমূহের সংকলক আবূ বকর ইব্‌ন আবূ আসিম। আর তিনি হলেন :

আহ্‌মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ আসিম যাহ্‌হাক ইব্‌ন নাবীল। হাদীস বিষয়ে তাঁর বহু গ্রন্থ সংকলন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল : كِتَابُ السُّنَّةِ فِيْ اَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ عَلَى طَرِيْقِ السَّلَفِ ।

তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন। এছাড়া সালিহ্ ইব্ন আহ্মদের পর তিনি ইস্পাহানের কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইতোপূর্বে তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং আবূ তুরাব আন-নাখশাবী এবং অন্য সূফী মাশায়িখদের সাহচর্য লাভ করেন। একবার তাঁর একটি বিরাট কারামাত প্রকাশ পায়। বিরাট নেককার দুই ব্যক্তির সাথে তিনি কোন এক সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে তারা সাদা বালির ভূখণ্ডে যাত্রা বিরতি করেন। তখন এই আবূ বকর তাঁর হাত দিয়ে তা (সাদা বালি) চুমু খেতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এই বালির রঙের হালুয়া প্রাতরাশরূপে দান করুন। তার এই দুআ শেষ হতে না হতেই এক বেদুঈন আরব এসে হাযির হয়, যার হাতে ছিল একটি বরতন, আর তাতে ছিল ঐ বালির রঙের মত শুভ্র হালুয়া। তখন তারা সকলে তা থেকে আহার করেন। তিনি বলতেন, আমার মজলিসে কোন বিদআতী বা (বিদআতের) দাবীদার অন্যের সমালোচনাকারী বা অভিশাপকারী বা অশ্লীল আচরণকারী কিংবা অশ্লীল উচ্চারণকারী কিংবা ইমাম শাফিঈ এবং আহলে হাদীস থেকে বিমুখ ব্যক্তি উপস্থিত হোক আমি তা পছন্দ করি না। তিনি এ বছর ইস্পাহানে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে নামাযরত দেখতে পায়, নামায শেষে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছে? তখন তিনি বলেন আমার প্রতিপালক আমাকে অন্তরঙ্গতা দান করে থাকেন।

২৮৮ হিজরী সন

এ বছর (মুসলিম বিশ্বে) একাধিক বিপদ ও বিপর্যয় দেখা দেয়। তন্মধ্যে একটি হল রোমকগণ বিশাল ও ব্যাপক বাহিনী নিয়ে স্থল ও জলপথে রাক্কা শহর আক্রমণ করে। এ সময় তারা বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করে এবং ১৫ হাজার নারী-শিশুকে যুদ্ধবন্দী করে। এছাড়া এ বছর আযারবায়জানবাসীরা ভয়াবহ মহামারীতে আক্রান্ত হয়। এমনকি সেখানে (সংখ্যাধিক্যের কারণে) মৃতদের দাফন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং মৃতদেহসমূহ অনাবৃত অবস্থায় পথে পথে পড়ে থাকে। এছাড়া একবার 'আরদাবীল' অঞ্চলে সন্ধ্যাকাল থেকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। তারপর সেখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দেয়। এই ভূমিকম্প কয়েকদিন অব্যাহত থাকে। ফলে বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত হয়, লোকজন ভূমিধসে চাপা পড়ে। ভূমিধসে চাপা পড়ে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।

এছাড়া এবছর কারামাতীরা বসরার নিকটবর্তী হয়। তখন বসরাবাসীরা তাঁদের ভয়ে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বসরা ত্যাগে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় তার গভর্নর তাদেরকে নিবৃত্ত করেন।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

বিশর ইব্ন মূসা ইব্ন সালিহ আবূ আলী আল-আসাদী। ইনি ১৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রূহ ইব্ন উবাদা থেকে একটি হাদীস শোনেন এবং হাওদা ইব্ন খলীফা হাসান

ইব্‌ন মূসা আল-আশআব, আবূ নাঈম, আলী ইব্‌ন জা'দ, আসমাঈ ও অন্যদের থেকে বহু হাদীস শোনেন। আর তাঁর থেকে হাদীস শোনেন ইবনুল মুনাদী, ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন সায়িদ, আন-নাজজাদ, আবূ আমর আয-যাহিদ, আল-খালদী, আস-সুলামী, আবূ বকর আশ-শাফিঈ, ইবনুস সাওয়াফ ও অন্যরা। ইনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান। ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর রচিত অন্যতম কবিতা পঙক্তি হল :

ضَعُفْتُ وَمَنْ جَازَ الثَّمَانِيْنَ يَضْعُف – وَيُنْكر مِنْهُ كُلُّ مَا كَانَ يَعْرِفُ
وَيَمْشي رُوَيْدًا كَالأَسِيْر مُقَيَّدًا – يُدَانى خُطَاه فِي الْحَدِيْدَ يَرْسُفُ

"আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, আর যে আশি বছর অতিক্রম করেছে সে দুর্বল হয়েই এবং নিজের পরিচিত সব তার কাছে অপরিচিত ঠেকবে। বেড়ি পরিহিত বন্দী যেমন লৌহ শৃঙ্খল হেঁচড়ে ছোট ছোট পায়ে হাঁটে সে তেমনিভাবে ধীরে ধীরে হাঁটবে।"

ছাবিত ইব্‌ন কুররা ইব্‌ন হারূন। কারও কারও মতে ইব্‌ন যাহরূন, ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন কাদ্দাম ইব্‌ন ইবরাহীম আস-সায়িবী (যার অন্য পরিচয় হল) হাররানী দার্শনিক বহু গ্রন্থ প্রণেতা। এ সকল গ্রন্থের অন্যতম হল, কিতাব 'ইকলীদাস' যাকে আরবীতে রূপান্তরিত করেছেন হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক আল-ইবাদী। প্রথমত তিনি একজন সূফী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তা ত্যাগ করেন এবং علمُ الاوائل চর্চায় নিমগ্ন হন এবং এই শাস্ত্রের অনুসারীদের কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তারপর তিনি বাগদাদে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে বিরাট মান-মর্যাদা লাভ করেন। তারকা উপাসকদের ধর্মানুসারী থাকা অবস্থায় তিনি জ্যোতিষীদের সাথে খলীফার সাক্ষাতে প্রবেশ করতেন। তার পৌত্রের রয়েছে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট একটি ইতিহাস সংকলন আর তিনি ছিলেন দক্ষ ও কুশলী ভাষাশিল্পী। তার পিতৃব্য ইবরাহীম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন কুররা ছিলেন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। এই জীবনী আলোচনায় কাযী ইব্‌ন খাল্লিকান তাদের সবার কথা উল্লেখ করেছেন।

হাসান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাহম আবুল হাসাম শীআপন্থী আল-মনসূরের সমর্থক শীআ রাফিযী নন। ইনি আলী ইব্‌ন মাদীনী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন এবং বিশর আল-হাফী থেকে বর্ণনা করেন। আর তার থেকে বর্ণনা করেন আবূ আমর ইব্‌ন সাম্মাক, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন ওয়াহাব, যিনি ছিলেন মু'তাদিদের উযীর এবং তার প্রিয়ভাজন। তার মৃত্যুতে মু'তাদিদ অত্যন্ত শোকাহত হন এবং তারপর কাকে তার স্থলবর্তী করবেন সে ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। অবশেষে তিনি তাকে হারানোর আঘাত সহনীয় করার জন্য তার পুত্র কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌কে তার পিতার পর উযীর নিয়োগ করেন।[১]

---

১. ফাখরী বলেন (২৫৬ পৃ.) : তারপর উবায়দুল্লাহ্ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন মু'তাদিদ সংকল্প করেন তার বংশধরদের মূলোৎপাটন করার এবং ধন-সম্পদ নিঃশেষ করার। তখন কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ হাযির হয়ে মু'তাদিদের গোলাম বদরের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং ২০ লক্ষ দীনার প্রদানের প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করেন, তখন মু'তাদিদ তাকে উযীর নিয়োগ করেন।

এছাড়া আবুল কাসিম উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন বাশশার, যিনি আল-আনমাতী নামে পরিচিত এবং শাফিঈদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। আর আমরা শাফিঈদের 'আত-তাবাকাতে' তার আলোচনা করেছি এবং হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসা আবূ মূসা আল-হাশিমী যিনি একাধারে কয়েক বছর হজ্জে লোকদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আর তিনি হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন এবং এ বছরের রমাযান মাসে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

২৮৯ হিজরী সন

এ বছর কারামাতীরা কূফার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তখন জনৈক গভর্নর তাদের একটি দলকে পাকড়াও করেন।[১] তারপর তিনি তাদের দলনেতা আবুল ফাওয়ারিসকে খলীফা মু'তাদিদের কাছে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি খলীফার সামনে হযরত আব্বাস সম্পর্কে অশোভন উক্তি করে। তখন খলীফার নির্দেশে তার মাড়ির দাঁত উপড়ে ফেলা হয়, হস্তদ্বয়ে হাড়ের জোড়া খুলে ফেলা হয়। তারপর পদদ্বয়ের সাথে তা কর্তন করা হয়। তারপর তাকে হত্যা করে বাগদাদে শূলবিদ্ধ করা হয়। এছাড়া এ বছর কারামাতীরা বিশাল বাহিনী নিয়ে দামেশক অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন হারূন ইব্‌ন খুমারাবিয়া-এর পক্ষ থেকে তার গভর্নর তুগজ ইব্‌ন জুফ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু কারামাতীরা তাকে একাধিকবার পরাজিত করে এবং তাদের অবস্থা নিয়ন্ত্রণাতীত হয়ে দাঁড়ায়। আর তা সংঘটিত হয় ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকরাওয়াহ ইব্‌ন বাহরাওয়ায়হর দূতিয়ালিতে যে কারামাতীদের কাছে দাবী করে যে সে হল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, অথচ তার দাবী ছিল মিথ্যা। তাদের কাছে সে আরও দাবী করে যে, তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাকে এক লক্ষ মানুষ অনুসরণ করেছে এবং আর উটনী ঐশী নির্দেশপ্রাপ্ত সে তাকে নিয়ে যেদিকেই অভিমুখী হয় সে সেদিকের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তার এই মিথ্যাচার তাদের কাছে সাদরে গৃহীত হয় এবং তারা তাকে শায়খ উপাধি প্রদান করে এবং বনূ আসবাগের একটি দল তাকে অনুসরণ করে যারা ফাতিমী নামে পরিচিত হয়। এ সময় খলীফা এদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন, তখন তারা তাকে পরাজিত করে। তারপর এরা (ফাতিমীরা) রুসাফা শহর অতিক্রমকালে তার জামে মসজিদ জ্বালিয়ে দেয় এবং যে জনপদই অতিক্রম করে সেখানেই লুণ্ঠন চালায়। তাদের এই তাণ্ডব অব্যাহত থাকে এমনকি তারা দামেশকে পৌঁছে যায়। তখন দামেশকের গভর্নর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু তারা তাকে একাধিকবার পরাজিত করে এবং তার অধিবাসীদের বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করে এবং সেখানকার প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে খলীফা মু'তাদিদ ইন্তিকাল করেন।

---

১. তিনি হলেন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঈ-এর গোলাম (ক্রীতদাস) শিবল (তাবারী, ইবনুল আছীর)।

খলীফা মু'তাদিদ

তিনি হলেন আমীর আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাকের পুত্র আহ্মদ যাঁর উপাধি নাসির দীনিল্লাহ (আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী)। আর আবূ আহ্মদের নাম মুহাম্মদ মতান্তরে তালহা ইব্ন জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ ইব্ন মু'তাসিম ইব্ন হারুন রশীদ, আবুল আব্বাস আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্। তিনি ২৪২ মতান্তরে ২৪৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ। তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের শীর্ণদেহী ব্যক্তি। তার দেহবর্ণ ছিল বাদামী। তার শরীরে বার্ধক্য চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁর দাড়ির অগ্রভাগ ছিল দীর্ঘ এবং তার মাথায় ছিল শুভ্র চিহ্ন। ২৭৯ হিজরীর রজব মাসের ১৯ তারিখ সোমবার সকালে তার অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। আর তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন সুলায়মানকে উযীর নিয়োগ করেন এবং ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক, ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব এবং ইব্ন আবুশ-শাওয়ারিবকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করেন। তাঁর পিতৃব্য খলীফা মু'তামিদের শাসনামলে খিলাফত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর যখন মু'তাদিদ খলীফা নিযুক্ত হন তখন তিনি মানমর্যাদা পুনোরুদ্ধার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন গুণবান এবং সাহসী পুরুষ। দূরদর্শিতা, দুঃসাহসিকতা ও বিচক্ষণতায় তিনি ছিলেন কুরায়শের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। আর তার পিতাও অনুরূপ ছিলেন। ইবনুল জাওযী তাঁর নিজ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে খলীফা মু'তাদিদ শশা ক্ষেত বিশিষ্ট কোন এক গ্রাম অতিক্রম করছিলেন। তখন সে ক্ষেতের মালিক দাঁড়িয়ে চিৎকার করে খলীফার সাহায্য প্রার্থনা করে। তারপর খলীফা তাকে ডেকে তার বৃত্তান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে বলে আপনার সেবক কয়েকশ সৈনিক আমার বেশকিছু শশা উঠিয়ে নিয়েছে। খলীফা তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি তাদেরকে চিনতে পারবে? তখন সে বলে হ্যাঁ! তারপর তিনি তাদেরকে লোকটির সামনে উপস্থিত করলে সে তাদের তিনজনকে শনাক্ত করে। তখন খলীফা তাদেরকে বেড়ি পরিয়ে বন্দী করার নির্দেশ প্রদান করেন। পরদিন সকালে লোকেরা তিন ব্যক্তিকে সদর রাস্তায় শূলবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায়। তখন লোকজন বিষয়টিকে গুরুতর গণ্য করে এবং খলীফার এই আচরণের নিন্দা ও সমালোচনা করে। তারা বলে, সামান্য কয়েকটি শশার কারণে তিনি তিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন। কিছু সময় পর তিনি তার নৈশ সহচর খাওয়াসকে নির্দেশ দেন আমীরদের উপস্থিতিতে তার উক্ত কর্মের সমালোচনা করতে এবং এ বিষয়ে তাকে সম্বোধনে সতকর্তা অবলম্বন করতে। তারপর কোন এক রাতে এই সংকল্প নিয়ে সে খলীফার সাক্ষাতে প্রবেশ করে। তখন তার মনের যে কথা সে প্রকাশ করতে চায় খলীফা তা বুঝতে পারেন। তিনি তাকে বলেন, আমি জানি, তোমার মনে কিছু কথা আছে। তা কী? তখন সে বলে হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কি নিরাপদ? তিনি বলেন হ্যাঁ! তখন সে বলে, লোকজন রক্তপাতে আপনার ত্বরা প্রবণতার সমালোচনা করছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে যথার্থ কারণ ব্যতীত আমি কোন অন্যায় রক্তপাত ঘটাইনি। তখন সে বলে তাহলে আপনি কেন আপনার খাদেম আহ্মদ ইব্ন তাইয়িবকে হত্যা

করেন। অথচ তার কোন বিশ্বাসঘাতকা প্রকাশ পায়নি। তখনি তিনি বলেন, তোমার সুমতি হোক! সে তো সকলের অজান্তে আমাকে আল্লাহ্র প্রতি কুফরী ও নাস্তিকতার দিকে আহ্বান করেছে। সে যখন আমাকে সেদিকে আহ্বান করে আমি তখন তাকে বলি, হে দুরাচার! আমি হলাম শরীআত প্রবর্তকের পিতৃব্য পুত্র এবং আমি তার স্থলবর্তী। সুতরাং আমি কি কুফরী করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? তারপর আমি তাকে কুফরী ও নাস্তিকতার কারণে হত্যা করি। তারপর সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, ঐ তিনজনের কী অপরাধ যাদেরকে আপনি শশার কারণে হত্যা করেছেন? তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এরা তারা নয় যারা শশা উঠিয়ে নিয়েছিল। এরা ছিল ডাকু-লুটেরা, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধে অপরাধী, তাই তাদেরকে হত্যা করা অপরিহার্য ছিল। এ কারণে আমি লোক পাঠিয়ে তাদেরকে জেলখানা থেকে আনিয়ে হত্যা করি এবং লোকদেরকে বুঝাই যে এরা হল শশা ছিনতাইকারী। এ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল ফৌজকে ভয় দেখানো যাতে তারা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং মানুষের প্রতি বাড়াবাড়ি না করে এবং তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ থেকে নিবৃত্ত হয়। তারপর তিনি শশা ছিনতাইকারীদের কয়েদখানা থেকে বের করে আনার নির্দেশ দেন এবং তাওবা করানোর পর তাদেরকে মুক্তি প্রদান করেন। এ সময় তিনি তাদেরকে তাঁর মূল্যবান পরিধেয় দান করেন এবং তাদের ভাতা পুনরায় চালু করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, একদিন খলীফা মু'তাদিদ বের হয়ে বাবুশ-শামাসিয়াতে সৈন্য সমাবেশ ঘটান এ সময় তিনি সকলকে কারও ফল বাগান থেকে কোন ফল নিতে নিষেধ করেন। তারপর তার কাছে এক হাবশীকে হাযির করা হয় যে এক কাঁদি আধপাকা খেজুর নিয়েছিল। তখন তিনি তাকে দীর্ঘক্ষণ নিরীক্ষণ করেন এবং হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর উপস্থিত আমীরদের দিকে ফিরে বলেন, সাধারণ লোক এর সমালোচনা করে বলবে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ কোন ফল বা কাঁচা খেজুর চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।[১] অথচ খলীফা তার হাত কেটে ক্ষান্ত হননি এমনকি তাকে হত্যা করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিকে তার চুরির অপরাধে হত্যা করিনি। আসলে এই কৃষ্ণকায় ব্যক্তি হল হাবশীদের একজন যে আমার পিতার জীবদ্দশায় তার জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। তারপর জনৈক মুসলমানের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে সে তাকে আঘাত করে তার হাত কেটে ফেলে এবং সেই মুসলমান মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু আমার পিতা হাবশীদের মন রক্ষার্থে উক্ত মুসলমানের রক্তপণ মূল্যহীন করে দেন। তখন আমি মনে মনে শপথ করি, যদি আমি কোন দিন তাকে বাগে পাই, তাহলে অবশ্যই তাকে হত্যা করব। আর এ সময়েই আমি তাকে আমার আয়ত্তে পেয়েছি এবং তাকে ঐ ব্যক্তির হত্যার বিনিময়ে হত্যা করেছি।

১. ইমাম আবূ দাউদ তা উল্লেখ করেছেন কিতাবুল হুদূদ, অধ্যায় (১৩) এবং ইমাম তিরমিযীও কিতাবুল হুদূদে, অধ্যায় (১৯), ইব্ন মাজা কিতাবুল হুদূদে অধ্যায় (২৭), দারিমী কিতাবুল হুদূদে, অধ্যায় (৭), ইমাম মালিক মুয়াত্তায় কিতাবুল হুদূদে (৩২) এবং ইমাম আহ্মদ মুসনাদে ৩/৪৬৩, ৪/১৪০-১৪২।

আবূ বকর আল-খতীব বলেন, আমাদেরকে অবহিত করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন ইয়াকূব। (তিনি বলেন) আমাদের বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন নুআয়ম আয-যব্বী। (তিনি বলেন) আমি ফকীহ্ আবুল ওয়ালীদ হাসসান ইব্‌ন মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি। (তিনি বলেন) আমি আবুল আব্বাস ইব্‌ন সুরায়জকে বলতে শুনেছি। (তিনি বলেন) আমি কাযী ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাককে বলতে শুনেছি। একবার আমি খলীফা মু'তাদিদের সাক্ষাতে প্রবেশ করে দেখতে পাই তাঁর শিয়রে একাধিক সুদর্শন রোমক বালক। তখন আমি তাদের দিকে তাকাই। এসময় মু'তাদিদ দেখতে পান যে আমি তাদেরকে নিরীক্ষণ করছি। এরপর আমি প্রস্থান করতে চাইলে তিনি ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বলেন। তখন আমি কতক্ষণ সেখানে বসি। তারপর যখন তিনি একাকী হন তখন আমাকে বলেন, কাযী সাহেব! আল্লাহ্‌র কসম! কোন অবৈধ যৌন কর্মের জন্য আমি কখনও আমার পায়জামা বন্ধনমুক্ত করিনি। এছাড়া বায়হাকী বর্ণনা করেন হাকিম থেকে, তিনি হাসসান ইব্‌ন মুহাম্মদ থেকে, তিনি কাযী ইব্‌ন সুরায়জ ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক থেকে। তিনি বলেন, একদিন আমি খলীফা মু'তাদিদের সাক্ষাতে প্রবেশ করলে তিনি আমাকে একটি কিতাব দেন। তখন আমি তা পড়ে দেখি তাকে জনৈক লেখক তার জন্য ইমামদের বিচ্যুতিমূলক অবকাশসমূহ একত্রে সংকলিত করে দিয়েছে। তারপর আমি তাকে বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা সংকলন করেছে জনৈক নাস্তিক ধর্মদ্রোহী। তিনি বললেন, কীভাবে? আমি বললাম, ইমামদের মধ্যে যিনি মুতআ বা ক্ষণস্থায়ী বিবাহকে বৈধ বলেছেন তিনি গানকে বৈধ বলেননি। আর যিনি গানকে বৈধ বলেছেন তিনি গানের সাথে বাদ্য-যন্ত্রের অনুমোদন দেননি। আর যে ব্যক্তি ইমামদের বিচ্যুতিসমূহ একত্র করে তার অনুসরণ করে সে তার দীন খুইয়ে ফেলে। তখন খলীফা ঐ কিতাব পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।

খতীব বর্ণনা করেছেন খাদিম সাফী আল-জারমী থেকে। তিনি বলেন, তারপর আমাকে সাথে নিয়ে খলীফা মু'তাদিদ একটি নোংরা ও অগোছালো গৃহে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে তার পুত্র জা'ফর আল-মুকতাদির বসা অবস্থায় ছিল, এসময় তার চারপাশে দশজনের মত সখী ছিল এবং তার সমবয়সী বেশ কয়েকজন বালক সখাও ছিল। তার সামনে ছিল একটি রূপার থালা, যাতে একগুচ্ছ আঙুর ছিল। উল্লেখ্য যে, সে সময় আঙুর বেশ দুষ্প্রাপ্য ছিল। সে একটি করে আঙুর খায় তারপর তার প্রত্যেক সহচরকে একটি করে আঙুর দেয়। তখন মু'তাদিদ তাকে ছেড়ে কোন এক গৃহকোণে দুশ্চিন্তগ্রস্ত হয়ে বসে পড়েন। এ অবস্থায় আমি তাকে বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কী হয়েছে? তখন তিনি বলেন, কী আর বলব তোমাকে। আল্লাহ্‌র কসম! যদি জাহান্নামের আগুন এবং লোকনিন্দার আশঙ্কা না হত তাহলে অবশ্যই আমি এই বালককে হত্যা করতাম। কেননা তার হত্যার মাঝে উম্মতের কল্যাণ নিহিত। তখন আমি বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন! তা করা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে অর্পণ করছি। তখন তিনি বলেন, কী বলছ তুমি হে সাফী! আমি বালকদের সাথে যা করতে দেখলাম তা থেকেই বোঝা যায় সে অত্যন্ত উদারহস্ত। কেননা বালকদের স্বভাব বদান্যতা বিমুখ। অথচ

সে অতিবদান্য। আর লোকেরা আমার পর আমার পুত্রকেই খলীফা বানাবে। সুতরাং আল-মুকতাফী আমার পর অচিরেই তাদের খলীফা হবে কিন্তু তার যে ব্যাধি রয়েছে সে ব্যাধির কারণে তার খিলাফত বেশি দিন স্থায়ী হবে না। তারপর সে মৃত্যুবরণ করবে এবং তারপর লোকদের খলীফা হবে এই বালক জা'ফর। তখন বায়তুল মালের সব ধন-সম্পদ এই সকল রমণীদের জন্য ব্যয় হবে। কারণ এদের প্রতি তার আসক্তি এবং প্রেম নিবেদন হচ্ছে নিকটবর্তীকালের। এভাবে মুসলমানদের বিষয়সমূহ বরবাদ হবে, সীমান্তসমূহ পরিত্যক্ত হবে, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য এবং অনিষ্ট-অকল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। সাফী বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তার সম্পূর্ণ কথাকে সত্য পরিণত হতে দেখেছি।

ইবনুল জাওযী খলীফা মু'তাদিদের জনৈক খাদিম থেকে বর্ণনা করেছেন। সে বলে, একদিন দ্বিপ্রহরকালে খলীফা মু'তাদিদ ঘুমিয়ে ছিলেন। এসময় আমরা (সেবকগণ) তার চারপাশে ছিলাম। এমন সময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠেন এবং আমাদেরকে চিৎকার করে ডাকেন। তৎক্ষণাৎ আমরা তার কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, হায় হায়! তোমরা দাজলার পাড়ে যাও, সেখানে প্রথম যে খালি নৌকাকে ভাটির দিকে নামতে দেখবে তার মাঝিকে আমার কাছে নিয়ে আসবে এবং নৌকাটিকে হিফাযত করবে। তখন আমরা দ্রুত সেদিকে যাই এবং একটি খালি সুমায়রিয়া নৌকায় একজন মাঝিকে ভাটির দিকে নামতে দেখি। তারপর আমরা তাকে খলীফার কাছে নিয়ে আসি। সে যখন খলীফাকে দেখতে পায় তখন আতঙ্কে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন খলীফা তাকে এমন বজ্রকণ্ঠে ধমক দেন যে তার প্রাণবায়ু বের হওয়ার উপক্রম হয়। তারপর খলীফা তাকে বলেন, হে অভিশপ্ত নরাধম! যে নারীকে আজ তুমি হত্যা করেছ আমাকে তার ঘটনা সত্য সত্য বল, অন্যথায় আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সে আমতা আমতা করে বলে—আমীরুল মু'মিনীন! বলছি শুনুন—আজ ভোররাতে আমি আমার অমুক খেয়াঘাটে ছিলাম। এমন সময় সেখানে এক সুন্দরী নারীর আগমন ঘটে। তার গায়ে ছিল মূল্যবান পরিধেয় এবং বহু রত্নালঙ্কার। তখন আমার সেগুলোর প্রতি লোভ হয় এবং কৌশলে তার মুখ বেঁধে আমি তাকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করি এবং তার সকল মূল্যবান পরিধেয় এবং গহনাপত্র ছিনিয়ে নিই। কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় আমি তা নিয়ে বাড়ি ফেরার পরিবর্তে ওয়াসিতে যাওয়ার ইরাদা করি। তারপর আপনার এই খাদিমরা আমার দেখা পেয়ে আমাকে ধরে নিয়ে আসে। তখন খলীফা তাকে প্রশ্ন করেন, কোথায় সেই গহনাপত্র? সে বলে, নৌকার অগ্রভাগে চাটাইয়ের নীচে। তখন খলীফার নির্দেশে সেই গহনাপত্র তার সামনে উপস্থিত করা হয়। তখন দেখা যায় বহু গহনা যার অর্থমূল্য অনেক। তখন খলীফার নির্দেশে মাঝিকে ঐ স্থানেই ডুবিয়ে দেয়া হয় যেখানে সে ঐ নারীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটির স্বজন-পরিজনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তারা উপস্থিত হয়ে তার সম্পদ গ্রহণ করে। তখন বাগদাদের বাজারসমূহ এবং অলিগলিতে তিনদিন ঘোষণা করা হয় এবং তিনদিন পর তারা

উপস্থিত হয়। খলীফা তাদের কাছে স্ত্রীলোকটির গহনা ও মূল্যবান পরিধেয় অর্পণ করেন এবং এসবের কোন কিছুই খোয়া যায়নি।

তারপর খলীফার খাদিমরা তাকে প্রশ্ন করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! কীভাবে আপনি এ ঘটনা জানতে পারলেন? তিনি বলেন, আমি আমার সে সময়ের মধ্যাহ্ন নিদ্রায় জনৈক শুভ্র কেশ ও শুভ্র বস্ত্রধারী বৃদ্ধকে দেখতে পাই যিনি ডেকে ডেকে বলছেন, হে আহ্মদ! হে আহ্মদ! এই মুহূর্তে যে মাঝি ভাটির দিকে নেমে আসছে তাকে পাকড়াও কর এবং আজ সে যে নারীকে হত্যা করে তার অলঙ্কার ও পরিধেয় হরণ করেছে সে ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি আদায় কর এবং তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান কর। আর তারপর যা কিছু হল তা তো তোমরাও প্রত্যক্ষ করেছ।

দ্বাররক্ষী জুআয়ফ সমরকন্দী বলেন, একবার আমি আমার মাওলা খলীফা মু'তাদিদের সাথে তার কোন এক শিকারাভিযানে ছিলাম। এসময় তিনি ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তার সাথে আমি ব্যতীত আর কেউ ছিল না। এমন সময় হঠাৎ একটি সিংহ আমাদের সামনে বেরিয়ে আসে এবং আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে জুআয়ফ! এ মুহূর্তে কি আমি তোমার থেকে কোন কল্যাণ-সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি? আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম না! তিনি বললেন, এতটুকুও কি প্রত্যাশা করতে পারি না যে তুমি আমার ঘোড়াটি ধরে রাখবে আর আমি নেমে সিংহের মুখোমুখি হব? তখন আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি তার ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তার কাপড়ের প্রান্তসমূহ কোমরবন্ধে গুঁজে দিলেন। তারপর তিনি তার তরবারি কোষমুক্ত করে তার খাপ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং সিংহের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর সিংহটি তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল, তখন তিনি তরবারির আঘাতে তার সামনের একটি পা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ফলে সিংহটি তার কর্তিত পায়ের প্রতি মনোযোগী হল। তারপর তিনি দ্বিতীয় আঘাতে তার মাথার খুলি চিঁড়ে দিলেন। তখন সিংহটি ধরাশায়ী হল। তারপর তিনি তার লোমে তরবারি মুছে আমার দিকে আসলেন এবং তরবারি কোষবদ্ধ করলেন। তারপর তিনি নিজ অশ্বে আরোহণ করলেন এবং আমরা ফৌজের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। জুআয়ফ সমরকন্দী বলেন, আমৃত্যু আমি খলীফা মু'তাদিদের সাহচর্যে ছিলাম কিন্তু তিনি এই ঘটনা কারও সামনে উল্লেখ করেছেন বলে আমি শুনিনি। জানি না আমি তার কোন আচরণে বিস্মিত হব? তার সাহসিকতায়? নাকি সে ঘটনার প্রতি কোন গুরুত্বারোপ না করায়, যার প্রমাণ তিনি কারও সামনে তা উল্লেখ করেননি? নাকি আমাকে কোন তিরস্কার ও ভর্ৎসনা না করায় অথচ নিজ প্রাণ রক্ষার্থে আমি তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম। আল্লাহ্র কসম! এ ব্যাপারে তিনি কখনও আমাকে ভর্ৎসনা করেননি।

ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন আবুল হুসায়ন আন-নূরী থেকে যে, একবার তিনি একটি নৌকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। যাতে মদ বোঝাই করা ছিল। মাঝিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটা কী এবং কার? তখন সে বলে, এ হল খলীফা মু'তাদিদের পানীয় শরাব। তখন

আবূ হুসায়ন সেই নৌকায় আরোহণ করেন এবং তার হাতে বিদ্যমান লাঠি দিয়ে মদের সব পিপা ভেঙ্গে ফেলেন, শুধুমাত্র একটি পিপা অক্ষত ছেড়ে দেন। এসময় মাঝি চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করলে সিপাহী দল এসে আবুল হুসায়নকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং তাকে মু'তাদিদের সামনে দাঁড় করায়। খলীফা তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কে? তিনি বলেন, আমি হিসাব রক্ষক। খলীফা তাকে আবার প্রশ্ন করেন, তোমাকে হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব কে দিয়েছেন? তিনি বলেন, যিনি আপনাকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন হে আমীরুল মু'মিনীন! তারপর খলীফা মাথা ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকেন তারপর মাথা উঠিয়ে বলেন, কীসে তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে? তিনি বলেন, আপনার প্রতি দয়ার্দ্রতা এবং আপনাকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর ইচ্ছা। তখন খলীফা মাথা ঝুঁকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। তারপর মাথা উঠিয়ে বলেন, তাহলে একটি পিপা না ভেঙ্গে অক্ষত রেখেছ কেন? তখন তিনি বলেন, কেননা আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ কাজ শুরু করি এবং পিপাগুলো ভাঙ্গতে থাকি। এসময় আমি কারও পরওয়া করিনি। অবশেষে আমি যখন এই পিপার কাছে পৌঁছি তখন একথা ভেবে আমার মাঝে আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি হয় যে আমি আপনার মত খলীফার বিরুদ্ধে সাহসের পরিচয় দিয়েছি। একারণে আমি এই পিপাটি না ভেঙ্গে অক্ষত রেখে দেই। তখন মু'তাদিদ তাকে বলেন, যাও আমি তোমার হাতকে অবাধ করে দিলাম। তুমি যে গর্হিত কাজকে চাও পরিবর্তন করে দাও। তখন নূরী তাকে বলেন, এখন থেকে গর্হিত কর্ম পরিবর্তনের ব্যাপারে আমার প্রত্যয়ের অবসান ঘটান। তখন তিনি বলেন, কেন? নূরী বলেন, কেননা আমি তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই পরিবর্তন সাধন করতাম। কিন্তু এখন তো আমি তা করব কোন সিপাহীর পক্ষ থেকে। তারপর খলীফা বলেন, তোমার প্রয়োজন প্রার্থনা কর। তিনি বলেন, আমি চাই আপনি আমাকে আপনার দরবার থেকে নিরাপদে বিদায় দিন। তখন খলীফার নির্দেশে তাকে দরবার থেকে বের করে আনা হয় এবং তিনি বসরায় স্থানান্তরিত হন। তারপর থেকে তিনি সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন এই আশঙ্কায় যে খলীফা মু'তাদিদের কাছে প্রয়োজন উদ্ধারের ব্যাপারে কেউ তাকে বিব্রত করবে। অবশ্য খলীফা মু'তাদিদের মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

কাযী আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ আল-হাশিমী জনৈক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, জনৈক আমীরের কাছে আমার বিরাট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সে আমাকে প্রাপ্য বঞ্চিত করে গড়িমসি ও তালবাহানা করতে থাকে। আর যখনই আমি তার কাছে আমার হক তলব করতে যেতাম তখনই আমার সাক্ষাৎ এড়িয়ে যেত এবং তার অনুচরদের আমাকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করার নির্দেশ দিত। তখন আমি তার বিরুদ্ধে উযীরের কাছে অভিযোগ করলাম। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। তদ্রূপ রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যক্তির কাছেও নালিশ করলাম কিন্তু তারাও তার থেকে কিছু আদায়ে সমর্থ হলেন না। এসবই তার অস্বীকৃতি ও একগুঁয়েমি বৃদ্ধি করল। আমি তখন তার কাছে প্রাপ্য অর্থের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলাম এবং তার কারণে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার শিকার হলাম। এটাকে আমি যখন দুর্ভাবনা

ও হতাশায় আচ্ছন্ন, আর কার কাছে নালিশ করব। একথা ভেবে হতবুদ্ধি, তখন আমাকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি অমুক মসজিদের ইমাম অমুক দর্জির কাছে যাবেন? তখন আমি বললাম, এই যালিমের সামনে একজন দর্জি কী করতে পারবে? যেখানে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কিছু করতে পারেননি। তখন সে আমাকে বলল : আপনি যাদের কাছে নালিশ করেছেন, এই দর্জি তাদের সকলের চেয়ে তার কাছে অধিক কার্যকর এবং ভীতিপ্রদ। আপনি তার কাছে যান, সম্ভবত আপনি তার কাছে এর সমাধান পেয়ে যাবেন। তিনি বলেন, তখন আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ব্যাপারে কোন গুরুত্বারোপ না করে তার কাছে গেলাম এবং তাকে আমার প্রয়োজন, অবস্থা এবং আমার সাথে এই যালিমের কৃত আচরণের কথা উল্লেখ করলাম। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে উক্ত আমীরের কাছে হাযির হলেন, আর তাকে দেখামাত্র আমীর সসম্মানে তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তার কাছে প্রাপ্য আমার হক আদায়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল এবং দর্জির পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ ছাড়াই সে আমাকে আমার হক পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করে দিল। দর্জি তাকে শুধু এতটুকু বলেছিলেন, এই ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ করো অন্যথায় আমি আযান দিতে বাধ্য হব। তার একথা শুনে আমীরের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে আমাকে আমার প্রাপ্য প্রদান করল। ব্যবসায়ী বলেন, তখন আমি জীর্ণ পোশাকধারী এবং শীর্ণদেহের অধিকারী এই দর্জির ব্যাপারে অবাক হলাম, কীভাবে উক্ত আমার তার কথা মেনে নিল। তারপর আমি তাকে কিছু পরিমাণ অর্থ (কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি আমার থেকে কিছুই গ্রহণ করলেন না এবং আমাকে বললেন, আমি যদি এটাই চাইতাম তাহলে (এতদিনে) আমি অগণিত অর্থ-সম্পদের অধিকারী হতাম। তখন আমি তাকে তার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলাম, তার প্রতি আমার বিস্ময়বোধের কথা উল্লেখ করলাম এবং প্রকৃত রহস্য খুলে বলার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করলাম। তিনি বললেন, আমার এই কার্যকারিতার কারণ হল আমাদের প্রতিবেশী ছিল এক তুর্কী আমীর। সে ছিল উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি এবং সুদর্শন যুবক। একদিন মূল্যবান পোশাকে সজ্জিতা এক সুন্দরী নারী হাম্মামখানা থেকে বের হয়ে তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তখন মাতাল অবস্থায় সে তার দিকে অগ্রসর হল এবং তাকে টানাটানি করে তার গৃহে প্রবেশ করাতে চাইল, যেন সে তাকে ভোগ করতে পারে। স্ত্রীলোকটি তাকে বাধা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে মুসলমানগণ! আমি সধবা নারী অথচ এই ব্যক্তি আমাকে তার গৃহে প্রবেশ করিয়ে তার কামনা চরিতার্থ করতে চায়। আমার স্বামী শপথ করেছেন যে আমি যেন তার গৃহ ব্যতীত অন্যত্র রাত্রি যাপন না করি। এখন যদি এখানে রাত্রি যাপন করি তাহলে আমি তার থেকে তালাকপ্রাপ্তা বলে গণ্য হব এবং সে কারণে এখন কলঙ্কের পাত্রী হব যা কালের আবর্তে হারিয়ে যাবে না এবং অশ্রুতা ধুবে না। দর্জি বলেন, তখন আমি লোকটির দিকে অগ্রসর হলাম। তারপর তাকে তিরস্কার করে তার হাত থেকে স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করতে চাইলাম। সে আমাকে হাতের লাঠি দিয়ে প্রহার করে আমার মাথায় ক্ষত সৃষ্টি করল। তারপর সে স্ত্রীলোকটিকে কাবু করে জোরপূর্বক নিজ গৃহে

প্রবেশ করাল। তারপর আমি ফিরে এসে আমার ক্ষতস্থানে রক্ত ধুয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধলাম এবং ইশার নামায পড়ালাম। এসময় আমি উপস্থিত মুসল্লীদেরকে বললাম, এই ব্যক্তি যা করেছে তাতে তোমরা সকলেই জেনেছ। এখন এসো আমার সাথে আমরা তার কাছে গিয়ে এর প্রতিবাদ করি এবং তার কবল থেকে স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করি। তখন তারা আমার সাথে আসল এবং আমরা তার বাড়িতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম। ফলে সে তার চাকর-নওকরদের একটি দলের সাথে লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের উপর চড়াও হল এবং আমাদেরকে প্রহার করতে লাগল। এসময় সকলের মধ্য থেকে সে আমার দিকে অগ্রসর হল এবং ভীষণ প্রহারে আমাকে রক্তাক্ত করে দিল। অবশেষে ভীষণ অপমানিত ও অসহায় অবস্থায় সে আমাদেরকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিল। তারপর আমি বাড়ি ফিরে চললাম কিন্তু ব্যথার তীব্রতায় এবং রক্তের আধিক্যে আমি ঠিকমত পথের দিশা পাচ্ছিলাম না। তারপর আমি আমার বিছানায় ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার ঘুম আসল না। একথা ভেবে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম যে, রাত্রের মধ্যেই স্ত্রীলোকটিকে তার কবল থেকে উদ্ধারের জন্য আমি কী করতে পারি, যাতে সে ফিরে গিয়ে নিজ বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে পারে। তাহলে আর সে তার স্বামীর তালাকপ্রাপ্তা হবে না। তখন আমি এই প্রেরণা লাভ করলাম যে মধ্যরাতে আযান দেব, যাতে ঐ ব্যক্তি ধারণা করে যে ভোর হয়ে গেছে তাহলে সে স্ত্রীলোকটিকে তার বাড়ি থেকে বের করে দেবে এবং সে তার স্বামীর বাড়িতে ফিরে যাবে। তখন আমি মিনারে আরোহণ করলাম এবং আমার অভ্যাস মাফিক আযানের পূর্বে কথা বলতে লাগলাম আর লোকটির বাড়ির দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম স্ত্রীলোকটিকে দেখা যায় কিনা এই প্রত্যাশায়। তারপর আমি আযান দিলাম কিন্তু সে বের হল না। তখন আমি সংকল্প করলাম যদি সে বের না হয় তাহলে আমি ভোর হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে থাকব। আমি যখন লক্ষ করছিলাম স্ত্রীলোকটি বের হয়েছে কিনা ঠিক তখনই দেখতে পেলাম অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীদের ভিড়ে সড়ক পূর্ণ হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, কোথায় ঐ ব্যক্তি যে এখন আযান দিয়েছে? তখন আমি বললাম, এই যে আমি আর আমার প্রত্যাশা ছিল তারা আমাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করবে। এসময় তারা আমাকে বলল, তুমি নেমে আস! আমি নেমে আসলাম। তখন তারা আমাকে বলল, আমীরুল মু'মিনীনের কাছে চল! একথা বলে তারা আমাকে জোরপূর্বক নিয়ে চলল এবং আমাকে খলীফার সামনে হাযির করাল। আর আমি যখন খলীফাকে তাঁর আসনে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম তখন ভয়ে শিউরে উঠলাম এবং ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। খলীফা আমাকে বললেন, কাছে আস! তখন আমি কাছে গেলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি স্থির ও শান্ত হও। এভাবে তাঁর কিছুক্ষণের কোমল আচরণ ও উচ্চারণে আমার ভয় দূর হল এবং আমি আশ্বস্ত হলাম। এসময় তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমিই কী এই অসময়ে আযান দিয়েছ? আমি বললাম! জী হ্যাঁ! হে আমীরুল মু'মিনীন! তখন তিনি বললেন, এই অসময়ে আযান দিতে কীসে তোমাকে প্ররোচিত করল, অথচ এখনও অর্ধেকের বেশি রাত বাকী। এই

আযান দ্বারা রোযাদার, মুসাফির, নামাযী ও অন্যরা ধোঁকাগ্রস্ত হবে। আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন যদি আমাকে অভয় দেন তাহলে আমি এর বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাতে পারি? তিনি বললেন, তুমি নিরাপদ-নির্ভয়! তখন আমি তাকে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। দর্জি ইমাম বলেন, ঘটনা শুনে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন সেই আমীর এবং স্ত্রীলোকটিকে তৎক্ষণাৎ হাযির করার নির্দেশ দিলেন। অত্যন্ত দ্রুত তাদেরকে হাযির করা হল। তারপর খলীফা তার পক্ষ থেকে একাধিক বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক এবং একজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকটিকে তার স্বামীর কাছে পাঠালেন এবং তার দূতকে নির্দেশ দিলেন স্ত্রীলোকটির স্বামীকে নির্দেশ প্রদান করতে যেন সে তাকে ক্ষমা ও মার্জনা করে এবং তার প্রতি সদাচার করে, কেননা সে তো নিরুপায় ও অসহায়। তারপর তিনি ঐ যুবক আমীরের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার ভাতা কত? তোমার কাছে কী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আছে এবং তোমার স্ত্রী ও বাঁদীর সংখ্যা কয়টি? তখন সে বিপুল পরিমাণ ও সংখ্যার কথা উল্লেখ করল। এ সময় খলীফা তাকে বললেন, দুরাচার! আল্লাহ্ তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়নি যে তুমি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়েছ এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করেছ এবং খলীফার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছ। এমনকি এসব করেও তুমি ক্ষান্ত হওনি এবং যে ব্যক্তি তোমাকে ভাল কাজের নির্দেশ দিয়েছে এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করেছে তাকে তুমি প্রহার করে অপমানিত ও রক্তাক্ত করেছ? তখন আর তার মুখে কোন উত্তর আসল না। তারপর খলীফার নির্দেশে তার পায়ে এবং গলায় বেড়ি পড়ানো হল এবং তাকে বস্তাবন্দী করা হল এবং লাঠি দ্বারা বেদম প্রহার করা হল। ফলে সে নিস্তেজ ও নিঃসাড় হয়ে পড়ল। অবশেষে খলীফার নির্দেশে তাকে দাজলায় নিক্ষেপ করা হল আর সেটাই ছিল তার শেষ পরিণতি। তারপর খলীফা তাঁর পুলিশ প্রধান বদরকে বায়তুল মাল থেকে গৃহীত ঐ ব্যক্তির সকল সঞ্চিত ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিলেন এবং ঐ নেককার দর্জিকে বললেন, যখনই আপনি কোন ছোট-বড় অন্যায় কর্ম দেখতে পাবেন এমনকি যদি এই ব্যক্তির থেকেও হয়; এ সময় তিনি পুলিশ প্রধানের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তাহলে আমাকে জানাবেন। যদি আপনি আমার সাক্ষাৎ পান তাহলে বেশ। অন্যথায় আমার ও আপনার মাঝে সংকেত হল আযান। তখন আপনি যে কোন সময়ে কিংবা আপনার এই সময়ে আযান দেবেন। দর্জি ইমাম বলেন, এ কারণে যখনই আমি এই সকল আমীরদের কাউকে কোন নির্দেশ প্রদান করি তখন সে তা পালন করে এবং যখনই তাদের কাউকে কোন কিছু থেকে নিষেধ করি তখনই সে তা বর্জন করে। আর তারা এরূপ করে খলীফা মু'তাদিদের ভয়ে। এঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি ঐ সময়ে আযান দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি।

উযীর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওয়াহাব উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, একদিন আমি খলীফা মু'তাদিদের কাছে ছিলাম। এসময় জনৈক খাদিম তার শিয়রে দাঁড়িয়ে তার থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মাছি তাড়ানোর দণ্ডের আঘাতে খলীফার মাথার টুপি নীচে পড়ে

গেল। তখন আমি বিষয়টিকে গুরুতর গণ্য করলাম এবং সংঘটিত ঘটনার ভয়াবহতায় শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু খলীফা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বরং তিনি নিজেই তাঁর টুপি উঠিয়ে মাথায় পড়ে নিলেন তারপর একজন খাদিমকে বললেন, এই বেচারাকে নিয়ে যাও এবং বিশ্রাম নিতে বল। কেননা সে তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আর পালাক্রমে মাছি বিতাড়নকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর। উযীর বলেন, তখন আমরা খলীফার প্রশংসা করতে লাগলাম এবং তাঁর সহনশীলতার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন, এ বেচারা ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেনি, সে আসলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা হতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধকারীর, যে ভুলে যায় কিংবা ভুল করে তার নয়। দ্বাররক্ষী জুআয়ফ সমরকন্দী বলেন, খলীফা মু'তাদিদের কাছে যখন তার উযীর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মানের মৃত্যু সংবাদ আসল তখন তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এসময় তাঁকে বলা হল, হে আমীরুল মু'মিনীন! উবায়দুল্লাহ্ তো আপনার খিদমত করত এবং আপনার কল্যাণ কামনা করত। তখন তিনি বললেন, এই জন্য আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদায় শোকর আদায় করলাম যে আমি তাকে পদচ্যুত করিনি এবং কষ্ট দিইনি। উল্লেখ্য যে, ইব্ন সুলায়মান ছিলেন বিচক্ষণ ও শক্তিমান ব্যক্তি। আর খলীফা মু'তাদিদ যখন তার স্থলে আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল ফুরাতকে নিয়োগ করতে চাইলেন তখন পুলিশ প্রধান বদর তাকে সে মত থেকে সরিয়ে আনলেন এবং তাঁকে পরামর্শ প্রদান করলেন কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে নিয়োগ করতে। এ পরিস্থিতিতে খলীফা তার রায়কে নির্বুদ্ধিতা প্রসূত বলে গণ্য করলেন। কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তাকেই নিয়োগ দিলেন এবং পিতার মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে এবং নতুন উযীর নিযুক্ত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে তার কাছে দূত প্রেরণ করলেন।

আর কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ উযীর নিযুক্ত হতে না হতেই খলীফা মু'তাদিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-মুকতাফী খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং বদরকে হত্যা করলেন। খলীফা মু'তাদিদ অবশ্য সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরাল থেকে তাদের দুজনের মাঝে বিদ্যমান শত্রুতা দেখতে পেতেন। আর এটা নিঃসন্দেহে বিরাট দূরদর্শিতা এবং শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।

কোন একদিন খলীফা মু'তাদিদের সামনে নাফরমানিতে সংঘবদ্ধ একটি দলকে হাযির করা হল। তখন তিনি স্বীয় উযীরের কাছে তাদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, তাদের কতককে শূলবিদ্ধ করা উচিত এবং কতককে পুড়িয়ে মারা উচিত। তখন তিনি বললেন, ধিক তোমাকে! তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধাগ্নিকে তুমি তোমার নিষ্ঠুরতা দ্বারা নির্বাপিত করে দিলে। তুমি কি জান না, বাদশা ও শাসকের কাছে প্রজারা হল আল্লাহ্র আমানত এবং তিনি তাকে (কাল কিয়ামতে) তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। আর তিনি তাদের ব্যাপারে উযীরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। তার এই মনোভাবের কারণেই তিনি যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার অর্থ শূন্য ছিল এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বিশৃঙ্খল। এসময় আরবরা সবদিকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি তার রায় ও

সিদ্ধান্ত সঠিকায়নের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সকল দিক ও অঞ্চলে অবস্থা সংশোধিত হয়।

তার এক বাঁদী মৃত্যুবরণ করলে তিনি তার শোকে আবৃত্তি করেন :

يَا حَبِيْبًا لَمْ يَكُنْ يَعْدِلُهُ - عِنْدِي حَبِيْبُ .

"হে আমার ঐ প্রিয়জন! আমার কাছে যার সমকক্ষ অন্য কোন প্রিয়জন নেই।"

اَنْتَ عَنْ عَيْنِيْ بعيدُ - وَمِنَ الْقَلْبِ قَرِيْبُ .

"তুমি আমার দৃষ্টির অন্তরালে কিন্তু হৃদয়ের অতি নিকটে।"

لَيْسَ لِيْ بَعْدَكَ فِيْ شَيْئٍ - مِنَ النَّهْوِ نَصَيْبُ .

"তোমার (মৃত্যুর) পর আর আনন্দ-বিনোদনে আমার কোন অংশ নেই।"

لكَ مِنْ قَلْبِي عَلَى قَلْبِي - وَاِنْ غِبْتَ رَقِيْبُ .

"যদিও তুমি অদৃশ্য হয়েছ কিন্তু আমার হৃদয়ের একাংশ তোমার ব্যাপারে অপরাংশের পর্যবেক্ষক।"

وَحَيَاتِيْ مِنْكَ مُذْ غِبْت - حَيَاةُ لاَ تَطِيْبُ .

"যে দিন থেকে তুমি নেই সেদিন থেকে আমার জীবন নিরানন্দ।"

لَوْ تَرَانِيْ كَيْفَ لِيْ بَعْدَكَ - عَولُ وَنَحِيْبُ .

"যদি তুমি দেখতে তোমার মৃত্যুর পর আমার বিলাপ ও ক্রন্দন।"

وَفُؤَادِيْ حَشْوُهُ مِنْ - حَرْقَ الْحُزْنِ لَهِيْبُ .

"আর আমার হৃদয়, দুঃখ দহনে তার অভ্যন্তর যেন লেলিহান অগ্নিশিখা।"

مَا اَرى نَفْسِيْ وَاِنْ طَيَّبْتَهَا - عَنْكَ تَطِيْبُ .

"আমার মনে হয় না তোমার বিচ্ছেদে যদি তুমি আমার মনকে সান্ত্বনা প্রদান কর তাহলে সে সান্ত্বনা লাভ করবে।"

وَلَيْسَ دَمْعُ لِيْ يَعْصِيْ نِيْ - وَصَبْرِيْ مَا يُجِيْبُ .

"আর কোন অশ্রু আমাকে অমান্য করে না আর আমার ধৈর্য সাড়া প্রদান করে না।"

তার প্রসঙ্গে তিনি আরও আবৃত্তি করেন :

لَمْ اَبْكِ لِلدَّارِ وَلكِنْ لِمَنْ - قَدْ كَانَ فِيْهَا مرة سَاكِنَا .

"আমার কান্না গৃহের শোকে নয় কিন্তু তা হল গৃহবাসীর শোকে।"

فَخَانَنِيْ الدَّهْرُ بِفُقْدَانِه - وَكُنْتَ مِنْ قَبْلُ لَهُ أمِنَا .

"তাকে ছিনিয়ে নিয়ে কাল আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে আর ইতোপূর্বে আমি তার প্রতি আশ্বস্ত ছিলাম।"

وَدَّعَتُ صَبرِیْ عَنْه تَوْدِيْعَهُ – وَبَانَ قَلْبِیْ مَعَهُ ظَاعِنَا ۔

"তার ব্যাপারে আমি ধৈর্যকে বিদায় জানিয়েছি যেমন তাকে বিদায় জানিয়েছি। আর আমার হৃদয় তার সাথে সফর করে আমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে।"

এসময় কবি ইবনুল মু'তায তার মৃত্যুজনিত বিপদে খলীফাকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখে পাঠান :

يَا اِمَامَ الْهُدٰى حَيَاتُكَ طَالَتْ – وَعِشْتَ اَنْتَ سَلِيْمًا ۔

"হে সুপথ প্রদর্শক নেতা, আপনার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হোক এবং আপনি সুস্থ ও নিরাপদ হয়ে বেঁচে থাকুন।"

اَنْتَ عَلَّمْتَنَا عَلَى النِّعَمِ الشُّكْرَ – عِنْدَ الْمَصَائِبِ التَّسْلِيْمَا ۔

"আপনিই আমাদেরকে শিখিয়েছেন নিআমত প্রাপ্ত হলে শোকর আদায় করা এবং বিপদগ্রস্ত হলে আত্মসমর্পণ করা।"

فَتَسَلَّى عَنْ مَا مَضٰى وَكَانَ الَّتِیْ – كَانَتْ سُرُوْرًا صَارَتْ ثَوَابًا عَظِيْمًا ۔

"যা অতীত হয়েছে তার জন্য আপনি সান্ত্বনা লাভ করুন, আর একদিন যে আনন্দের উৎস ছিল সে আজ বিরাট সাওয়াবের কারণ হয়েছে।"

قَدْ رَضِيْنَا بِاَنْ تَمُوْتَ وَتَحْيٰى – اِنَّ عِنْدِیَ فِیْ ذَاكَ حَظًّا جَسِيْمًا ۔

"আমরা এতে সম্মত আছি যে, আমরা মৃত্যুবরণ করব আর আপনি জীবিত থাকবেন, আমার কাছে তা এক বিরাট সৌভাগ্য।"

مَنْ يَّمُتْ طَائِعًا لِمَوْلَاهُ فَقَدْ – اُعْطِیَ فَوْزًا وَّمَاتَ مَوْتًا كَرِيْمًا ۔

"স্বেচ্ছায় সে তার মনিবের জন্য আত্মাহুতি দেয়, সে বিরাট সফলতা প্রাপ্ত হয় এবং সম্মানজনক মৃত্যুবরণ করে।"

এছাড়া আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তায আল-আব্বাসী ইব্‌ন উমর খলীফা মু'তাদিদের মৃত্যুতে সুন্দর একটি শোকগাথা রচনা করেন। তিনি বলেন :

يَا دَهْرُ مَا اَبْقَيْتَ لِیْ اَحَدًا – وَاَنْتَ وَالِدُ سَوْءٍ تَاْكُلُ الْوَلَدَا ۔

"হে মহাকাল! ধিক্ তোমাকে! তুমি আমার কোন আপনজন অবশিষ্ট রাখনি, তুমি তো সন্তান ভক্ষক মন্দজনক।"

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ بَلْ ذَا كُلُّه قَدَرٌ – رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَاحِدًا صَمَدًا ۔

"আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন, বরং তার সবই ভাগ্যলিপির বিধান আর আমি তো আল্লাহ্‌কে এক ও অমুখাপেক্ষী রব মেনে নিয়েছি।"

يَا سَاكِنَ الْقَبْرِ فِیْ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ – بِالظَّاهِرِيَّةِ مَقْصِیَ الدَّارِ مُنْفَرِدًا ۔

"গৃহ থেকে নিঃসঙ্গ হে যাহিরিয়ার ধূসর ভূখণ্ডে অবস্থিত কবরের বাসিন্দা।"

أَيْنَ الْجُيُوْسَ الَّتِيْ قَدْ كُنْتَ تَشْحَنُهَا - أَيْنَ الْكُنُوْزَ الَّتِي لَمْ تُحْصِهَا عَدَدًا .

"কোথায় সেই ফৌজ যাদেরকে আপনি রণ সাজে সজ্জিত করতেন, কোথায় সেই ধন ভাণ্ডার যা আপনি গণনা করে শেষ করতে পারেননি?"

أَيْنَ السَّرِيْرُ الَّذِيْ قَدْ كُنْتَ تَمْلَؤُهُ - مَهَابَةً مَنْ رَأَتْهُ عَيْنُهُ ارْتَعَدَا .

"কোথায় সেই সিংহাসন যা আপনার সমীহে পূর্ণ হয়ে থাকত, যেই তাকে দেখত প্রকম্পিত হয়ে উঠত?"

أَيْنَ الْقُصُوْرُ الَّتِيْ شَيَّدْتَهَا فَعَلَتْ - وَلَاحَ فِيْهَا سَنَا الْإِبْرِيْزِ فَانْقَدَا .

"কোথায় আপনার নির্মিত সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ যা খাঁটি সোনার দ্যুতি ছড়াত তারপর তা বিদীর্ণ হয়ে গেল?"

قَدْ اَتْعَبُوْا كُلَّ مِرْقَالٍ مُذَكَّرَةٍ - وَجْنَاءَ تَنْثُرُ مِنْ اَشْدَاقِهَا الزَّبَدَا .

"লোকেরা সকল দ্রুতগামী ও চওড়া চোয়ালের অধিকারী শক্তিশালী উটনীকে ক্লান্ত করে ফেলেছে যার মুখের পাশ বেয়ে ফেনা ঝরছে।"

أَيْنَ الْأَعَادِيْ الْأُلَى ذَلَّلْتَ صَعْبَهُمْ · أَيْنَ اللُّيُوْثُ الَّتِيْ صَيَّرْتَهَا نَقْدًا .

"কোথায় ঐ সকল শত্রুরা যাদের অবাধ্যতাকে আপনি বাধ্যতায় পরিণত করেছেন এবং কোথায় ঐ সকল সিংহ পুরুষ যাদেরকে আপনি ছাগ-শিশুতে পরিণত করেছেন?"

أَيْنَ الْوُفُوْدُ عَلَى الْأَبْوَابِ عَاكِفَةً - وِرْدَ الْقَطَا صِفْرًا مَا جَالَ وَاطَّرَدَا .

"কোথায় সে প্রতিনিধি দল যারা আপনার দরজায় এসে পড়ে থাকত, ক্ষুধার্ত তৃষ্ণায় অবস্থায় পানির ঘাটে নেমে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে যাওয়া পাখিদের ন্যায়।"

أَيْنَ الرِّجَالُ قِيَامًا فِيْ مَرَاتِبِهِمْ - مَنْ رَاحَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَظْمُرْ فَقَدْ سَعِدَا .

"কোথায় স্ব স্ব পদমর্যাদায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নীচ না হয়ে অতীত হয়েছে সে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান।"

أَيْنَ الْجِيَادُ الَّتِيْ حَجَّلْتَهَا بِدَمٍ - وَكُنَّ يَحْمِلْنَ مِنْكَ الضَّيْغَمَ الْأَسَدَا .

"কোথায় ঐ সকল উৎকৃষ্ট অশ্বপাল যাদেরকে আপনি রক্ত রাঙা করেছেন আর তারা আপনার পক্ষ থেকে সাহসী সিংহ বহন করে ফিরত?"

أَيْنَ الرِّمَاحُ الَّتِي غَذَّيْتَهَا مُهَجًا - مُذْمِتَّ مَا وَرَدَتْ قَلْبًا وَلَا كَبِدًا .

"কোথায় ঐ সকল বর্শা যেগুলো আপনি হৃদপিণ্ডের রক্তে সিঞ্চিত করতেন? আপনার মৃত্যুর পর তো সেগুলো কোন হৃদপিণ্ড কিংবা যকৃতের স্পর্শ পায়নি।"

أَيْنَ السُّيُوْفُ وَأَيْنَ النَّبْلُ مُرْسَلَةً - يُصِبْنَ مَن شِئْتَ مِن قُرْبٍ وَآنٍ بَعُدَا .

"কোথায় উদ্যত তীর ও তরবারিসমূহ যেগুলো আপনার ইচ্ছামাফিক দূর ও কাছের সবাইকে আঘাত করত?"

أَيْنَ الْمَجَانِيْقُ امثالُ السُّيُوْلِ اذا - رَمَيْنَ حَائِطا حِصْنٍ قَائِمٍ قَعَدَا .

"কোথায় প্লাবন সদৃশ মিনজানিকসমূহ,[১] যখন সেগুলো মজবুত দুর্গে প্রস্তরাঘাত করত তখন তা ধসে পড়ত?"

أَيْنَ الْفِعَالُ الَّتِيْ قَدْ كُنْتَ تُبْدِعُهَا - وَلاَ تَرى اَنَّ عَفْوًا نافِعًا اَبَدًا .

"কোথায় ঐ সকল কর্মকাণ্ড যা আপনি উদ্ভাবন করতেন? আর সবসময় আপনি ক্ষমা ও মার্জনাকে উপকারী মনে করতেন না।"

أَيْنَ الْجِنَانُ الَّتِى تَجْرِيْ جَدَاوِلُهَا - وَيَسْتَجِيْبُ اِلَيْهَا الطائر الغُرْدا .

"কোথায় ঐ সকল মনোহর উদ্যান যার প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হত এবং সেখানে গায়ক পাখিরা আগমন করত?"

أَيْنَ الوَصَائِفُ كَالغِزْلاَنِ رَائِحَةً - يَسْحَبْنَ من حُلَلٍ مُوْشية جُدُدًا .

"কোথায় চঞ্চলা হরিণী সদৃশ তরুণীরা যারা তাদের কারুকার্যময় নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াত?"

أَيْنَ الْمَلاَهِيْ وَأَيْنَ الرَّاحُ تَحْسَبُهَا - يَاقُوتَةً كُسِيَتْ مِنْ فِضَّةٍ زَرَدًا .

"কোথায় সে সব পানশালা এবং কোথায় সেই স্বচ্ছ শরাব যা দেখে মনে হত যেন তা রৌপ্য জামা পরিহিত নীলকান্ত মণি।

أَيْنَ الوُثُوْبُ إِلى الأَعْدَاءِ مُبْتَغِيَا - صَلاَحَ مَلِكَ بَنِى الْعَبَّاسِ إِذْ فَسَدَا .

"নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকালে বনূ আব্বাসের সাম্রাজ্য সুসংহত করার উদ্দেশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত সেই আক্রমণ কোথায়?"

مَا زِلْتَ تَقْسِرُ مِنْهُمْ كُلَّ قَسْوَرَةٍ - وَتَحطِمُ الْعَاتِيْ الْجَبَارِ مُعْتَمِدًا .

"তখন আপনি তাদের প্রত্যেক বীরপুরুষকে দমন করতে থাকতেন এবং দুর্বিনীত প্রতাপশালী মু'তামিদকে পর্যুদস্ত।"

ثُمَّ انْقَضَيْتَ فَلاَ عَيْنٌ وَلاَ أَثَرٌ - حَتَى كَأَنَّكَ يَوْمًا لَمْ تَكُنْ اَحَدًا .

"তারপর আপনি অতীত হলেন, আপনার কোন অস্তিত্ব কিংবা তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না, এমনকি মনে হয় আপনি কোন দিন কেউ ছিলেন না।"

لاَ شَيْءَ يَبْقى سِوَى خَيْرٍ تُقَدِّمُهُ - مَا دَامَ مُلْكُ لإِنْسَانٍ وَلاَ خُلْدًا .

"অগ্রে প্রেরিত আপনার কল্যাণকর্ম ব্যতীত কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, আর কখনও কোন মানুষের সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করেনি।"

---

১. মিনজানিক : বৃহৎ প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করার প্রাচীনকালের যন্ত্রবিশেষ।

ইব্‌ন আসাকির তাঁর 'আত-তারিখে' এই শোকগাথা উল্লেখ করেছেন। কোন এক রাতে খলীফা মু'তাদিদের কাছে তাঁর সহচরেরা সমবেত হয়, তারপর যখন নৈশ আড্ডা শেষ হয় এবং তিনি তার 'প্রিয়াদের' কাছে গমন করেন এবং নৈশ সহচরেরা সব ঘুমিয়ে যায় তখন জনৈক খাদিম তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলে, আমীরুল মু'মিনীন তোমাদেরকে বলছেন, তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করার পর তিনি অনিদ্রার শিকার হয়েছেন, আর ইতিমধ্যে তিনি একটি কবিতার পঙক্তি রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার পরবর্তী পঙক্তিটি মেলাতে পারছেন না। যে ব্যক্তি তার পরবর্তী পঙক্তিটি রচনা করতে পারবে তার জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার। আর তার রচিত পঙক্তিটি হল :

وَلَمَّا انْتَبَهْنَا لِلْخَيَالِ الَّذِيْ سرى - اذَا الدَّارُ قَفْرٌ وَالْمزارُ بَعِيْدُ .

"মনে উদিত ভাবনার কারণে যখন আমি জেগে উঠলাম তখন গৃহভোগ জনশূন্য এবং দর্শনস্থল দূরবর্তী।"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা তাদের শয্যাত্যাগ করে পরবর্তী পঙক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করল। এমন সময় তাদের একজন বলে উঠল :

فَقُلْتُ لِعَيْنِى عَاوِدِىْ النَّوْمَ وَاهْجَعِىْ - لَعَلَّ خَيَالاً طَارِقًا سَيَعُوْدُ .

"তখন আমি আমার চোখকে বললাম, ঘুমে ফিরে আস এবং নিদ্রিত হয়ে যাও, তাহলে ঘুম ভাঙানো কোন ভাবনা অচিরেই ফিরে আসবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, খাদিম যখন ঐ কবিতা পঙক্তি নিয়ে খলীফার কাছে ফিরে আসল তখন তিনি তা পছন্দ করলেন এবং তার কথককে মূল্যবান পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

কোন একদিন খলীফা মু'তাদিদ জনৈক কবির মুখে হাসান[১] ইব্‌ন মুনীর আল-মাযিনী আল-বসরীর নিম্নোক্ত পঙক্তিসমূহ শুনে গুরুতর উৎকণ্ঠিত হন।

لَهْفِىْ عَلى مَنْ اَطَارَ النَّوْمَ فَامْتَنَعَا - وَزَادَ قَلْبِىْ عَلى اَوْجَاعِه وَجَعًا .

"আমার আক্ষেপ ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিদ্রা হরণ করেছে, ফলে তা স্থগিত হয়ে পড়েছে এবং আমার হৃদয়ের বিদ্যমান বেদনার উপর বেদনা বৃদ্ধি করেছে।"

كَاَنَّمَا الشَّمْسُ مِنْ اَعْطَافِه طَلَعَتْ حُسْنًا اَوِ الْبَدْرُ مِنْ اَرْدَانِه لَمَعَا .

"তার পরিধেয় থেকে প্রদীপ্ত সূর্য উঁকি দিয়েছে কিংবা তার জামার মাঝ থেকে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে।"

فِىْ وَجْهِه شَافِعٌ يَمْحُوْ اِسَاءَتَهُ - مِنَ الْقُلُوْبِ وَجِيْهًا اَيْنَ مَا شَفَعَا .

"তার মুখায়বেে রয়েছে এক বিমূর্ত আবেদন যা অন্তরসমূহ থেকে তার মন্দ আচরণকে মুছে দেয়। কেননা যেখানেই তিনি সুপারিশ করেন সেখানেই সম্মানিত বিবেচিত হন।"

১. মুরূজুয যাহাবে (৪/৩১৩) রয়েছে আল-হাকাম ইব্‌ন কানবারা আল-মাযিনী আল-বসরী, যিনি বসরাবাসী কবি।

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে খলীফা মু'তাদিদের রোগ যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করে। তখন শীর্ষস্থানীয় আমীরগণ যেমন খাদিম ইউনুস প্রমুখ উযীর কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র সাথে একত্রিত হন। এ সময় তারা সকলে পরামর্শ প্রদান করে মু'তাদিদ পুত্র মুকতাফীর অনুকূলে বায়আত নবায়ন করার জন্য লোকজন সমবেত করতে। তখন খলীফা তাই করেন এবং এভাবে বায়আতটি দৃঢ়তা লাভ করে। আর এতে বহু কল্যাণ নিহিত ছিল। খলীফা মু'তাদিদের অন্তিম মুহূর্ত যখন উপস্থিত হয় তখন তিনি নিজে আবৃত্তি করেন :

تَمَتَّعْ مِنَ الدُّنْيَا فَانَّكَ لاَ تَبْقِى - وَخُذْ صَفْوَهَا مَا إِنْ صَفَتْ وَدَعِ الرَّنْقَا ·

"দুনিয়াতে ভোগ করে নাও, কেননা তুমি অমর নও, দুনিয়ার স্বচ্ছটুকু গ্রহণ কর যদি তা স্বচ্ছ হয় আর তার অস্বচ্ছ অংশ বর্জন কর।"

وَلاَ تَأْمَنَنَّ الدَّهْرَ انِّىْ ائْتَمَنْتُهُ - فَلَمْ يُبْقِ لِىْ حَالاً وَلَمْ يَرْعَ فِىْ حَقًّا ·

"কালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ো না, আমি তাকে বিশ্বাস করেছি কিন্তু সে আমার কোন অবস্থা অপরিবর্তিত রাখেনি এবং আমার কোন হক বিবেচনা করেনি।"

قَتَلْتَ صَنَادِيْدَ الرِّجَالِ فَلَمْ اَدَعْ - عَدُوًا وَلَمْ اُمْهِلْ عَلى خُلُقٍ خَلْقًا ·

"সাহসী বীরদের আমি হত্যা করেছি আর কোন শত্রুকে আমি ছাড় দেইনি।"

وَاَخْلَيْتُ دَارَ الْمُلْكِ مِنْ كُلِّ نَازِعٍ - فَشَرَّدْتُهُمْ غَرْبًا وَمَزَّقْتُهُمْ شَرْقًا ·

"আর আমি রাজ গৃহকে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে মুক্ত করেছি, পশ্চিমে তাদেরকে বিতাড়িত করেছি, আর পূর্বে তাদেরকে তছনছ করেছি।"

فَلَمَّا بَلَغْتُ النَّجْمَ عِزًا وَرِفْعَةً - وَصَارَتْ رِقَابُ الْخَلْقِ لِىْ اَجْمَعُ رِقًّا ·

"তারপর আমি যখন মর্যাদায় উচ্চতায় তারকালোকে পৌঁছেছি এবং গোটা জগতের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করেছি।"

رَمَانِىْ الرَّدى سَهْمًا فَاَخْمَدَ جَمْرَتِىْ - فَمَا اَنَا ذَا فِىْ حُفْرَتِىْ عَاجِلاً اُلْقى ·

"তখন মৃত্যুবাণ আমাকে বিদ্ধ করল এবং জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করে দিল, এখন অতি সত্বর আমাকে আমার কবর গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে।"

وَلَمْ يُغْنِ عَنِّىْ مَا جَمَعْتُ وَلَمْ اَجِدْ - لَدى مَلِكٍ إلا حَبَانى حُبُّهَا رُفْقا ·

"আর আমার সঞ্চিত ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না।"

وَاَفْسَتُ دُنْيَاىَ وَدِيْنِى سَفَاهَةً - فَمَنْ ذَا الَّذِىْ مِثْلِى بِمَصْرَعِه اَشْقًا ·

"নির্বুদ্ধিতায় আমি নিজের দীন ও দুনিয়া বরবাদ করেছি, আর আমার মত যে হবে সে ধরাশায়ী হয়ে হতভাগা হবে।"

فيا لَيْتَ شِعرى بَعْدَ مَوْتِىْ هَلْ اَصِرْ - اِلى رَحْمَةِ اللهِ اَمْ فِىْ نَارِه اُلْقى ·

"হায়! যদি আমি জানতে পারতাম, মৃত্যুর পর আমার পরিণতি, আমি কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকব নাকি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হব?"

আর খলীফা মু'তাদিদ ওফাত লাভ করেন এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসের ২২ তারিখ সোমবার রাতে। মৃত্যুকালে তার বয়স ৫০ বছরের কম ছিল। আর তাঁর খিলাফতকাল ছিল ৯ বছর ৯ মাস ১৩ দিন। তিনি আলী, মুকতাফী, জা'ফর মুকতাদির এবং হারূন নামক ৪ পুত্রের জনক ছিলেন। তাঁর কন্যা সংখ্যা ছিল ১১। মতান্তরে ১৭ জন। বায়তুল মালে তার রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ ছিল, এক কোটি সত্তর লক্ষ দীনার। আর তিনি অস্থানে সম্পদ ব্যয় থেকে বিরত থাকতেন। একারণে কেউ কেউ তাঁকে কৃপণ আখ্যা দিত। আবার কেউ কেউ তাকে জাবির ইব্‌ন সামুরা-এর হাদীসে উল্লিখিত খুলাফারে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

আবূ মুহাম্মদ আল-মুকতাফী বিল্লাহ্ এর খিলাফত

ইনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্। এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে তাঁর পিতার মৃত্যুকালে তাঁর অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়। খলীফাদের মধ্যে তিনি এবং হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ব্যতীত আর কারও নাম আলী নেই। তদ্রূপ তাদের মাঝে তিনি এবং হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, আল-হাদী এবং আল-মুসতাউদী বিল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপনাম আবূ মুহাম্মদ নেই। খলীফা মুকতাফী যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায় এবং তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এছাড়া এ বছরের রজব মাসে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ বছর রমাযান মাসে রাতের শেষ প্রহরে আকাশ থেকে বহু সংখ্যক উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। এমনকি তা সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি যখন খলীফারূপে ঘোষিত হন তখন তিনি রাক্কা শহরে অবস্থান করছিলেন। এ সময় উযীর এবং শীর্ষস্থানীয় আমীরগণ পত্র মারফত তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হন এবং এক ঐতিহাসিক দিনে বাগদাদে প্রবেশ করেন। আর তা হল এ বছরের জমাদিউল মাসের ৮ তারিখে সোমবার।[১] এদিনেই তিনি তার পিতার কয়েদখানায় বন্দী আমর ইব্‌ন লায়ছ আস-সাফফারকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন[২] এবং তার পিতা কর্তৃক বন্দীদের জন্য নির্মিত কয়েদখানাসমূহ ভেঙে সেখানে জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়া এদিন তিনি উযীর কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সুলায়মানকে ৬টি পরিধেয় জামা দান করেন এবং স্বহস্তে তার কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে দেন

১. মুরূজুয যাহাবে (৪/৩০৯) আছে, জমাদিউল আউয়াল মাসের ২৩ তারিখ।

২ তাবারী বলেন (১১/৩৭৩) তিনি তাকে মুক্ত করে তার প্রতি সদাচার করতে চান কিন্তু কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ তা অপছন্দ করে এবং সে গুপ্তঘাতকের সাহায্যে তাকে হত্যা করে। (ইবনুল আছীর, ৭/৫১৬)।

(সোর্ড অব অনার প্রদান করেন) যেদিন তিনি খিলাফতের দায়িত্বে নিয়োজিত হন সেদিন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর কয়েক মাস।

এছাড়া এ বছর কারামাতীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজীদের কাফেলা লুণ্ঠন করে। এমনকি তাদের একজন 'আমীরুল মু'মিনীন' নাম গ্রহণ করে। তখন খলীফা আল-মুকতাফী তাদের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক সেনা প্রেরণ করেন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কতক অনিষ্ট দমন করেন। তদ্রূপ এবছর মুহাম্মদ ইব্ন হারূন বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ সামানীর আনুগত্য ত্যাগ করে এবং মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ তালিবীকে হত্যার পর রায়বাসীকে পত্রযোগে তার প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানায়। তখন তারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার কর্তৃত্ব মেনে নেয় এবং শহরের শাসনভার তার হাতে ন্যস্ত করে। এভাবে সে রায় শহরের কর্তৃত্ব অর্জন করে। তখন ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ সামানী তার বাহিনী নিয়ে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাকে পরাজিত করে সেখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় বহিষ্কার করেন। ইবনুল জাওযী 'আল-মুনতাযামে' বলেন, এবছর যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ গ্রীষ্মকালীন পোশাক পরে গ্রীষ্মকালে লোকজন আসরের নামায পড়ে। এমন সময় হঠাৎ ভীষণ শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এমনকি লোকদের আগুন পোহানোর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তারা পশমী ও গরম কাপড়সমূহ পরিধান করে। এমনকি শীতকালের ন্যায় পানি জমাট বেঁধে যায়।

ইবনুল আছীর বলেন, এবছর হিমস শহরেও এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় এবং বসরা শহরে প্রচণ্ড ঝড়ো বায়ু প্রবাহিত হয়। এ ঝড়ে বহু সংখ্যক খেজুর বৃক্ষ উৎপাটিত হয় এবং একস্থানে ভূমি ধসের ঘটনা ঘটে। যার নীচে চাপা পড়ে সাত হাজার মানুষ নিহত হয়। ইবনুল জাওযী ও ইবনুল আছীর বলেন, এবছর রজব মাসে বাগদাদে একাধিকবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্ন আবদুল মালিক।

এবছর মৃত্যুবরণ করেন অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম। যিনি হলেন শীর্ষস্থানীয় সূফীদের একজন। ইবনুল আছীর বলেন, তিনি হলেন সারী সাকতী (র)-এর সহচর। তিনি বলেন, তোমার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার অণু পরিমাণ আল্লাহ্র দিকে ফিরানো তোমার জন্য জগতের দৃশ্যমান সবকিছু থেকে উত্তম। এছাড়া রয়েছেন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্। অত্যধিক সহবাসের কারণে রুক্ষ মেজাজ এবং পানি শূন্যতার শিকার হন। চিকিৎসকগণ তাকে শরীরে আর্দ্রতা সৃষ্টিকারী উপকরণের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। কিন্তু তিনি তার বিপরীত উপকরণ সেবন করতেন। এভাবে এক পর্যায়ে তার দেহশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

খলীফা মু'তাদিদের গোলাম সেনাপ্রধান বদর

উযীর কাসিম সংকল্প করেছিলেন খলীফা মু'তাদিদের পুত্রদের খিলাফত থেকে সরিয়ে রাখতে। এ উদ্দেশ্যে তিনি এই বছরের সাথে আলোচনা করেন কিন্তু বদর তাকে সাড়া দানে

বিরত থাকেন এবং তার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর যখন মু'তাদিদ পুত্র আল-মুকতাফী খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন তখন উযীর কাসিম তার এই কৃতকর্মের কারণে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং খলীফা মুকতাফীকে বদরকে হত্যা করতে প্ররোচিত করেন। তখন মুকতাফী লোক পাঠিয়ে বদরের সঞ্চিত বিত্ত ও অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এ সময় তিনি ছিলেন ওয়াসিতে অবস্থানরত। এদিকে উযীর কাসিম তাকে জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করে তলব করে পাঠান। তারপর বদর যখন আগমন করেন তখন তিনি তাকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠান যারা তাকে এ বছরের রমাযান মাসের ৬ তারিখ শুক্রবার হত্যা করে। তারপর তার মাথা কেটে নেয়া হয় এবং ধড় পড়ে থাকে, তখন পরিবারের লোকজন একটি কফিনে তা মক্কায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে তা দাফন করা হয়। কেননা তিনি তার অসিয়ত করে যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সকল গোলাম আযাদ করে যান। ঘাতকরা যখন তাকে হত্যা করার সব আয়োজন সম্পন্ন করে তখন তিনি দু রাকআত নামায পড়েন।

এছাড়া আরও রয়েছেন, হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ফাহিম ইব্ন মুহরিয ইব্ন ইবরাহীম আল-হাফিয আল-বাগদাদী। ইনি হাদীস শোনেন খালফ ইব্ন হিশাম, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ এবং অন্যান্য থেকে। আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন আল-হানতাবী এবং আত-তূমারী। তিনি তার সাহচর্য অবলম্বকারী ব্যতীত অন্যদের কাছে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। ইতিহাস, বংশবিদ্যা, কবিতা এবং রিজাল শাস্ত্রে তার বেশ ভাল দখল ছিল। ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি ইরাকী মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন, তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

এছাড়া রয়েছেন, আত-তারীখ আলাস-সুনান গ্রন্থের রচয়িতা উমারা ইব্ন ওয়াছীমা ইব্ন মূসা আবূ রিফাআ আল-ফারিসী। ইনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং লায়ছের কাতিব এবং অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমর ইব্ন লায়ছ আস-সাফফার যিনি বিশিষ্ট আমীরদের অন্যতম। খলীফা মুকতাফীর বাগদাদ আগমনের সূচনাতেই নিহত হন।

২৯০ হিজরী সন

এ বছর শায়খ নামে পরিচিত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকরাওয়ায়হ ইব্ন মাহরাওয়ায়াহ আবুল কাসিম আল-কারামাতী বিশাল ফৌজ নিয়ে আগমন করে এবং রাক্কা শহরের উপকণ্ঠে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। তখন খলীফা তার বিরুদ্ধে দশ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা বাহিনী প্রেরণ করেন। এছাড়া এ বছর অবস্থানের উদ্দেশ্যে খলীফা বাগদাদ থেকে সামাররা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু উযীর তার মত পরিবর্তন ঘটান, তখন তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন। আর এ বছরই দামেশকের নগর দ্বারের সম্মুখে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকরাওয়ায়হ নিহত হয়। জনৈক মরক্কোবাসী তাকে ক্ষুদ্রকায় আগুনে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। তখন

লোকজন তার হত্যায় উৎফুল্ল হয়, আর অগ্নিবর্শা তার শরীরে গেঁথে যাওয়ায় তা তাকে দগ্ধ করে। আর এই মরক্কোবাসী মিসরী ফৌজের সদস্য ছিল। ইয়াহ্ইয়ার মৃত্যুর পর কারামাতীদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তার ভাই হুসায়ন। এসময় সে আহ্মদ নাম, আবুল আব্বাস উপনাম এবং আমীরুল মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করে। আর কারামাতীরা তার অনুসরণ করে, তখন সে দামেশক অবরোধ করে। ফলে দামেশকবাসীরা অর্থের বিনিময়ে তার সাথে সন্ধি করে। তারপর সে হিমস অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তা জবর দখল করে। এসময় হিমস শহরের মিম্বরসমূহে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তারপর সে 'হামা' এবং "মাআররা নু'মান" অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের নির্যাতন-নিপীড়ন করে; সে তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে। এ সময় সে গবাদি পশু এবং মকতবসমূহে অধ্যয়নরত শিশুদের হত্যা করে এবং তার সহচরদের জন্য বলাৎকার বৈধ ঘোষণা করে। ফলে একই নারী একাধিক পুরুষের বলাৎকারের শিকার হয়। তার ফলে নারীটি কোন সন্তান প্রসব করলে এই বলাৎকারীরা একে অন্যকে অভিনন্দন জানাত। তখন সিরিয়াবাসীরা এই অভিশপ্তের এহেন নির্যাতন ও কুকীর্তির কথা খলীফাকে অবহিত করে। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিশাল ফৌজ প্রস্তুত করেন এবং তাদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। এ বছর রমাযান মাসে তিনি ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হন এবং রাক্কা শহরে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে কারামাতীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চতুর্দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই পাপিষ্ঠ কারামাতী তার অনুসারীদের কাছে লিখত, "আল্লাহ্র হিদায়াতপ্রাপ্ত বান্দা আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মাহদী, যে সাহায্যপ্রাপ্ত, আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী, আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নকারী, আল্লাহ্র বিধান মাফিক ফয়সালাকারী, কিতাবুল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, আল্লাহ্র পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষাকারী এর তরফ থেকে[১] এবং আল্লাহ্র রাসূলের মনোনীত অধঃস্তন।"

সে দাবী করত যে, সে হযরত আলী এবং মা ফাতিমার অধঃস্তন। অথচ তার এই দাবী ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট ও নির্জলা মিথ্যা, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। কেননা, কুরায়শদের প্রতি তার শত্রুতা ছিল তীব্রতর, আর বনূ হাশিমের তো কথাই নেই। সে যখন সালমিয়া শহরে প্রবেশ করে তখন সেখানকার বনূ হাশিমের সকল পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে এবং তাদের নারীদের উপর বলাৎকার করে। এছাড়া এবছর তরসূস শহরের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবূ গামির আহ্মদ ইব্ন নাসর, মুজাফফর ইব্ন জানাহ-এর পরিবর্তে। কেননা সীমান্তের অধিবাসীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে।

আর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্ন মুহাম্মদ আল-আব্বাসী।[২]

এছাড়া এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

---

১. এই পত্রের পূর্ণ বিবরণ তাবারীতে (১১/৩৮৪) বিদ্যমান।

২ তাবারী ও ইবনুল আছীরে এবং মুরূজুয যাহাবে আছে ফযল ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী।

ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল তনয় আবদুল্লাহ্‌

ইনি হলেন আবূ আবদুর রহমান আশ-শায়বানী। ইনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম, আস্থাভাজন হাফিয। তার পিতা এবং অন্যদের থেকে বহু সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইবনুল মুনাদী বলেন, তিনিই তাঁর পিতা থেকে সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি তাঁর থেকে ত্রিশ হাজার মুসনাদ হাদীস এবং এক লক্ষ বিশ হাজার তাফসীর বা ব্যাখ্যা হাদীস রিওয়ায়াত করেন। এ সকল হাদীসের কোনটি শ্রুত, কোনটি অনুমোদিত, কোনটি রহিত, কোনটি রহিতকারী, কোনটি পূর্ববর্তী, কোনটি পরবর্তী। এই হাদীস বিদ্যমান রয়েছে 'ফী কিতাবিল্লাহ্‌ ওয়াত-তারীখ', 'হাদীস সাবআ ওয়া কারামাতুল কুররা', 'আল-মানাসিক আল-কাবীর' এবং 'আল-মানাসিক আস-সগীর' ও অন্যান্য গ্রন্থে এবং 'হাদীস আশ-শুয়ূখ' গ্রন্থে। ইবনুল মুনাদী বলেন, আমরা আমাদের শীর্ষস্থানীয় শায়খদের তাঁর অনুকূলে হাদীসের রাবী পরিচিতি, হাদীসের দুর্বলতা, রাবীদের নাম, উপনাম সম্পর্কে অবগতি এবং ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে হাদীস সংগ্রহে অধ্যবসায়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে শুনেছি। আর তাঁরা তাদের পূর্ববর্তী গুরুজনদের সাথে তার অনুকূলে এ স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ তাঁর পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ এবং এ ব্যাপারে তার অবগতি প্রসঙ্গে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যখন তিনি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় আপনি কোথায় সমাহিত হতে চান? তখন তিনি বলেন, আমার কাছে নির্ভুল তথ্য রয়েছে যে কাতইয়াতে জনৈক নবী সমাহিত রয়েছেন। আর কোন নবীর পাশে সমাহিত হওয়া আমার কাছে আমার পিতার পাশে সমাহিত হওয়ার চেয়ে প্রিয়তর। তিনি এবছর জমাদিউছ ছানী[১] মাসে ৭৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতাও ৭৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় বহু সংখ্যক লোক শরীক হয়। তাঁর জানাযার নামায পড়ান তার ভ্রাতুষ্পুত্র যুহায়র এবং তাকে 'বাবুত-তীন' নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্‌ তাকে রহম করুন।

এছাড়া রয়েছেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ আবূ বাহর আর রিবাতী আল-মারওয়াযী। ইনি আবূ তুরাব নাখশাবীর সাহচর্য লাভ করেন। জুনায়দ (বাগদাদী) তাঁর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করতেন।

এ বছর আরো ইন্তিকাল করেন, উমর ইব্‌ন ইবরাহীম আবূ বকর আল-হাফিয যিনি আবুল আযান নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসায়ন ইবনুল ফারাজ আবূ মায়সারা আল-হামদানী। ইনি মুসনাদের সংকলক, বিশিষ্ট গ্রন্থ সংকলক ও প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আবূ বকর আদ-দাক্কাক

তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সূফী ও আবিদ। জুনায়দ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, স্বপ্নে

১. জমাদিউছ ছানী, [আ. জুমাদাল আখিরা]।

আমি ইবলীসকে বিবস্ত্রপ্রায় দেখতে পেয়ে বললাম তুমি মানুষ থেকে লজ্জাবোধ কর না? সে তখন বলল, আর সে তাদেরকে মানুষ গণ্য করে না, যদি তারা মানুষ হত তাহলে কি আমি তাদেরকে নিয়ে এমনভাবে খেলতে পারতাম যেমনভাবে শিশুরা বল নিয়ে খেলে থাকে। প্রকৃত মানুষ হল অন্য একটি দল। আমি তখন বললাম, কোথায় তারা? সে বলল, তারা রয়েছেন শূনীযীর মসজিদে। তারা আমার অন্তরকে কাহিল করেছে এবং আমার দেহকে ক্লান্ত করেছে। যখন আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে উদ্যত হয়েছি, তখনই তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ইঙ্গিত করেছে আর আমি পুড়ে মরার উপক্রম হয়েছি। জুনায়দ বলেন, তারপর আমি যখন জাগ্রত হলাম তখন আমি আমার পোশাক পড়লাম এবং উল্লিখিত মসজিদে গেলাম। আমি সেখানে তিন ব্যক্তিকে তালিযুক্ত কাপড়ে মাথা আবৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তারপর তাদের একজন আমার দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আবুল কাসিম! আপনি ঐ পিশাচের কথায় প্রতারিত হবেন না! আপনাকে যখনই কিছু বলা হবে তা কি আপনি গ্রহণ করে নেবেন? তখন আমি আবিষ্কার করলাম তাঁরা (তিনজন) হলেন, আবূ বকর আদ-দাক্কাক, আবুল হুসায়ন আন-নূরী এবং মুযানীর শিষ্য শাফিঈ ফকীহ আবূ হামযা মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আলাবী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-জুরজানী। ইবনুল আছীর তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

২৯১ হিজরী সন

এ বছর কারামাতীদের বিরুদ্ধে খলীফার বাহিনীর বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তারা কারামাতীদের পরাস্ত করে এবং তাদের নেতা ও প্রধান তিলকধারী হাসান ইব্‌ন যাকরাওয়ায়হকে বন্দী করে। বন্দী করার পর তাকে তার শীর্ষস্থানীয় অনুসারীদের সাথে তাকে খলীফার কাছে প্রেরণ করা হয় এবং প্রসিদ্ধ একটি হাতির পিঠে চড়িয়ে তাকে বাগদাদে প্রবেশ করানো হয়। এ সময় খলীফার নির্দেশে একটি উঁচু ঢিবি নির্মাণ করে তাকে তার উপর বসানো হয়। তারপর তার অনুসারীদের সেখানে উপস্থিত করা হয় এবং তার চোখের সামনে একে একে তাদের সকলের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। আর ইতোপূর্বেই তার মুখে চওড়া এক কাষ্ঠখণ্ড প্রবেশ করিয়ে তা তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়। এরপর তাকে সেখান থেকে নামান হয় এবং দুশ চাবুক লাগান হয়। তারপর তার উভয় হাত ও পা কর্তন করা হয় এবং তাকে তপ্ত লোহার ছ্যাঁক দেয়া হয়। সবশেষে তাকে জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং তার কর্তিত মস্তক একটি কাষ্ঠখণ্ডে স্থাপন করে বাগদাদ শহরে প্রদর্শন করা হয়। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে।

এছাড়া এ বছর তুর্কীরা বিশাল ও বিপুল লশকর নিয়ে জায়হুন ও আমুদরিয়া নদীর পশ্চাদবর্তী ভূখণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হয়। এ সময় মুসলমানগণ রাত্রিকালে তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের বহু সংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে এবং অগণিত যোদ্ধাকে বন্দী করে।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۔

"আর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি।" (সূরা আহযাব : ২৫)।

এবছর রোম সম্রাট দশটি ক্রুশ দিয়ে বিশাল এক ক্রুসেড বাহিনী প্রেরণ করেন যার প্রতিটি ক্রুশের অধীনে দশ সহস্র যোদ্ধা ছিল। এরা সীমান্তবর্তী ভূখণ্ডসমূহ আক্রমণ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে এবং বেশকিছু সংখ্যক নারী ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী করে। এছাড়া এবছর তরসূসের প্রশাসক রোমক ভূখণ্ডে প্রবেশ করে ইনতাকিয়া শহর জয় করেন। আর এটি ছিল সমুদ্র উপকূলীয় এক বিশাল শহর যা তাদের কাছে ছিল কনস্টান্টিনোপলের (ইস্তাম্বুলের) সমপর্যায়ের। এসময় তিনি পাঁচ হাজার মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে উদ্ধার করেন এবং রোমকদের ৬০টি সামরিক বাহন ছিনিয়ে নেন এবং প্রচুর পরিমাণে গনীমত লাভ করেন। এমনকি প্রত্যেক যোদ্ধা তার ভাগে ১০০ দীনার লাভ করেন।

এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-হাশিমী।

এছাড়া এবছর যে সকল বিশিষ্টজন ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

আহ্‌মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সায়য়ার আবুল আব্বাস আশ-শায়বানী। শায়বান গোত্রের মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)। তার উপাধি ছা'লাব। তিনি আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে কূফীদের অন্যতম পুরোধা। তার জন্ম ২০০ হিজরীতে। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ আল-আরাবী যুবায়র ইব্‌ন বাককার এবং আল-কাওয়ারিরী এবং অন্যান্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর থেকে শ্রবণ করেন ইবনুল আম্বারী, ইব্‌ন আরাফা এবং যাহিদ আবূ আমর। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন, ধর্মপরায়ণ, নেককার এবং আপন সততা ও সংরক্ষণ গুণে প্রসিদ্ধ। বর্ণিত আছে যে, তিনি আল-কাওয়ারিরী থেকে এক লক্ষ হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি এবছর জমাদিউল আউয়াল[১] মাসের ১৭ তারিখ শনিবার ৯১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল, (একবার) তিনি একটি কিতাব হাতে নিয়ে তাতে চোখ বুলাতে বুলাতে মসজিদ থেকে বের হন, আর ইতোপূর্বেই তাঁর শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল। পথিমধ্যে এক ঘোড়া তাঁকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দেয়, তখন তিনি মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পরদিন ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ হল কিতাবুল ফাসীহ। এটি ক্ষুদ্রাকৃতির কিন্তু বেশ উপকারী কিতাব। এছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কিতাবুল মাসূন, ইখতিলাফুন নাহবিয়্যীন, মাআনীল কুরআন, কিতাবুল কিরাআত, মাআনিশ-শি'রি ইত্যাদি। তাঁর দিকে সম্পৃক্ত কয়েকটি কবিতা পঙক্তি :

اِذَا كُنْتَ قُوْتَ النَّفْسِ ثُمَّ هَجَرْتَهَا - فَكَمْ تَلْبَثُ النَّفْسُ الَّتِيْ اَنْتَ قُوْتُهَا ۔

"তুমি যদি প্রাণের খোরাক হয়ে থাক তারপর তুমি তা ত্যাগ কর, তাহলে ঐ প্রাণের স্থায়িত্ব কতক্ষণ তুমি যার খোরাক।"

---

১. জমাদিউল আউয়াল [আ. জুমাদাল-উলা।

سَيُبْقِى بَقَاءَ النَّبْتِ فِى الْمَاءِ أَوْ كَمَا - أَقَامَ لَدى دَيْمُوْمَةِ الْمَاءِ صَوْتُهَا ٠

"সে তো ততক্ষণ স্থায়ী হবে যতক্ষণ তৃণ উদ্ভিদ পানিতে স্থায়ী হয় অথবা প্রবাহকালের পানির শব্দ যতক্ষণ স্থায়ী হয়।"

أَغَرَّكَ أَنِّىْ قَدْ تَصَبَّرْتُ جَاهِدًا - وَفِى النَّفْسِ مِنِّىْ مِنْكَ مَا سِيمتها ٠

"আমার কষ্টার্জিত ধৈর্য অবলম্বনই তোমাকে প্রতারিত করেছে, অথচ তোমার ব্যাপারে আমার মনে যা আছে তা আমি উল্লেখ করিনি।"

فَلَوْ كَانَ مَابِىْ بِالصُّخُوْرِ لَهَدَّهَا - وَبِالرِّيْحِ مَا هَبَّتْ وَطَالَ هُفُوْفُهَا ٠

"আমার অবস্থা যদি কোন প্রস্তর খণ্ডের উপর আপতিত হত তাহলে তা চূর্ণ হয়ে যেত আর যদি বায়ুর উপর হত তাহলে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত।"

فَصَبْرًا لَعَلَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا - فَأَشْكُوْ هُمُوْمًا مِنْكَ فِيْكَ لَقِيْتُهَا ٠

"সুতরাং ধৈর্য অবলম্বন কর, সম্ভবত আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন, এখন আমি তোমার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনায় নিমজ্জিত আছি।"

এছাড়া এবছর উযীর কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওয়াহাব ইন্তিকাল করেন। প্রথমত তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর খলীফা মু'তাদিদের খিলাফতকালের শেষ দিকে উযীর নিযুক্ত হন। তারপর তার পুত্র মুকতাফীর উযীর নিযুক্ত হন। এ বছর রমাযান মাসে যখন তিনি অসুস্থ হন তখন তিনি জেলখানাসমূহে লোক পাঠিয়ে সেখানে অবস্থানরত মাতলবীদের মুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি এবছর যিলকদ মাসে ইন্তিকাল করেন। আর এসময় তার বয়স ছিল ৩৩ বছর, তিনি খলীফার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তার রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ ছিল সাত লক্ষ দীনার।

এছাড়া এবছর আরও ইন্তিকাল করেন ওয়াসিতের কাযী মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন শাদ্দাদ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বসরী। যিনি জাবরূঈ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি মুসাদ্দাদ, আলী ইবনুল মাদীনী, ইব্ন নুমায়র এবং অন্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী এবং বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ ও বদান্য কাযী।

এছাড়া রয়েছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আল-বূশানযী,[১] মুহাম্মদ ইব্ন আলী আস-সায়িগ,[২] বিশিষ্ট কারী ও আলিম কুম্বুল।[৩]

---

১. তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান, আবূ আবদুল্লাহ্, যিনি নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস এবং ফকীহ। তিনি ৮০ বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। (তাকরীবুত তাহযীব) ইবনুল আছীর বলেন, তিনি হলেন নিশাপুরের ফকীহ।

২ মক্কার মুহাদ্দিস, তিনি কা'নাবী ও সাঈদ ইব্ন মনসুর, তিনি যিলকদ মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

৩. তিনি হলেন আবূ আমর ইব্ন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী আল-মাক্কী, তিনি বনূ মাখযুমের মাওলা, মক্কাবাসীর কারী, তিনি কিরাআত অধ্যয়ন করেন আবুল হাসান আল-কাওওয়াসের কাছে। আর ৯৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

২৯২ হিজরী সন

এ বছর মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান দশ হাজারের মত যোদ্ধা নিয়ে হারূন ইব্ন খুমারাবিয়া-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য খলীফা মুকতাফীর পক্ষ থেকে মিসরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। তখন হারূন আত্মপ্রকাশ করে এবং তারা দুজন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারপর মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান তাকে পরাজিত করেন।[১] এছাড়া এসময় মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান তূলূন পরিবারের যোদ্ধাদের একত্র করে, যাদের সংখ্যা ছিল ১৭ জন, তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি দখল করে নেন। আর মিসরীয় ভূখণ্ডে তূলূনী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান খলীফা মুকতাদীর কাছে বিজয়ের সংবাদ লিখে পাঠান।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্ন আবদুল মালিক আল-হাশিমী যিনি পূর্বের বছরগুলোতে হাজীদের বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

এছাড়া এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম আল-কাজ্জী

তিনি হলেন বিশিষ্ট প্রবীণ মুহাদ্দিস। তাঁর দরসে কালির দোয়াতসহ উপস্থিতদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। আর এরা ছিল সাধারণ শ্রোতাদের অতিরিক্ত। তাঁর বক্তব্যের শ্রুতলিখনের জন্য সাত ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন হত, যাদের প্রত্যেকে তার পরবর্তী জনের কাছে পৌঁছে দিতেন। এমনকি স্থানাভাবে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে লিখতেন। আর যখন তিনি দশ হাজার হাদীস রিওয়ায়াত পূর্ণ করতেন তখনই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সদকা করতেন। তিনি যখন সুনানের পঠন-শ্রবণ সম্পন্ন করেন তখন বিশাল এক ভোজের আয়োজন করেন যার কারণে তিনি এক হাজার দীনারের ক্ষতির সম্মুখীন হন। আর এসময় তিনি বলেন, আজ আমি আল্লাহ্র রাসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছি এবং শুধু আমার সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমল করব না? ইবনুল জাওযী এবং খতীব রিওয়ায়াত করেছেন আবূ মুসলিম কাজ্জী থেকে। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে এক হাম্মামখানা অতিক্রম করলাম আর তখন আমি জানাবাতগ্রস্ত ছিলাম। এসময় আমি সেখানে প্রবেশ করে তার তত্ত্বাবধায়ককে প্রশ্ন করলাম, তোমার হাম্মামখানায় কি এর আগে কেউ প্রবেশ করেছে? তখন সে বলল, না। তারপর আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমি যখন হাম্মামখানার ভিতরের দরজা খুললাম তখন জনৈক কথক বলে উঠল, হে আবূ মুসলিম! তুমি আত্মসমর্পণ কর তাহলে নিরাপদ হবে। তারপর সে আবৃত্তি করতে লাগল :

لَكَ الْحَمْدُ اِمَّا عَلَى نِعْمَةٍ - وَاِمَّا عَلَى نِقْمَةٍ تَدْفَعُ

---

১. ইবনুল আছীর (৭/৫৩৬)-এ রয়েছে, হারূনের সহযোদ্ধারা পরস্পর কলহে লিপ্ত হলে হারূন তাদেরকে শান্ত করার জন্য বের হন, তখন জনৈক মরক্কোবাসী তাকে ছোট বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে।

"কোন নিআমত দান করার কারণে কিংবা কোন শাস্তি রোধ করার কারণে আপনার শোকর ও প্রশংসা করছি।"

تَشَاءُ فَتَفْعَلُ مَا شِئْتَهُ - وَتَسْمَعُ مِنْ حَيْثُ لاَ يُسْمَعُ

"আপনি ইচ্ছা করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা কার্যে পরিণত করেন, আর এমনভাবে শ্রবণ করেন যেভাবে শ্রবণ করা যায় না।"

আবূ মুসলিম বলেন, তখন আমি দ্রুত বের হয়ে হাম্মামীকে বললাম, তুমি বললে তোমার হাম্মামে কেউ নেই। তখন সে বলল, হ্যাঁ! তবে আপনার কী হয়েছে? তখন আমি বললাম, আমি তো জনৈক কথককে এই এই বলতে শুনলাম। তখন সে বলল, আপনি কি সত্যিই তা শুনেছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ! সে তখন বলল—জনাব, এ হল জনৈক জিন, কখনও কখনও সে দেখা দেয় এবং কবিতা আবৃত্তি করে এবং উপদেশমূলক ভাল ভাল কথা বলে। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি কি তার আবৃত্তি করা কোন কবিতা পঙক্তি শোনাতে পার। সে বলল, হ্যাঁ! তারপর সে আমাকে নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিসমূহ আবৃত্তি করে শোনাল :

أَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُفْرِطُ مَهْلاً - كَمْ تُمَادِىْ تَكْسِبُ الذَّنْبَ جَهْلاً

"হে সীমালঙ্ঘনকারী পাপী ক্ষান্ত হও! অজ্ঞতায় বাড়াবাড়ি করে তুমি আর কত পাপ অর্জন করবে।"

كَمْ وَكَمْ تُسْخِطُ الْجَلِيْلَ بِفِعْلٍ - سَمِجٍ وَهُوَ يُحْسِنُ الصُّنْعَ فِعْلاً ·

"কদর্য কর্ম দ্বারা তুমি মহান সত্তাকে আর কত ক্রুদ্ধ করবে অথচ তিনি তোমার প্রতি সদাচার করে চলেছেন।"

كَيْفَ تَهْدَأُ جُفُوْنُ مَنْ لَيْسَ يَدْرِىْ - أَرَضِىَ عَنْهُ مَنْ عَلَى الْعَرْشِ أَمْ لاَ ·

"তার চোখের পাতা কিভাবে স্থির হবে—সে জানে না যে, আরশ অধিপতি তার প্রতি প্রসন্ন নাকি অপ্রসন্ন।"

এছাড়া রয়েছেন হানাফী কাযী আবূ হাতিম আবদুল হামীদ ইব্‌ন আবদুল আযীয। তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাযী, বিশিষ্ট ফকীহ্ এবং শীর্ষস্থানীয় আলিম, আল্লাহ্‌ভীরু, পবিত্র স্বভাব, ধর্মপ্রাণ এবং আমানতদার।

ইবনুল জাওযী 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে তার একাধিক সুকীর্তি এবং সুকর্মের বিবরণ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

২৯৩ হিজরী সন

হুসায়ন কারামাতী যিনি যুশশামা নামে পরিচিত সে বিগত বছরে নিহত হয়। এবছর তার ভ্রাতার আশেপাশে ফুরাত অঞ্চলে কারামাতীদের বহুসংখ্যক লোক সমবেত হয়। সে তখন তাদেরকে নিয়ে উল্লিখিত ভূখণ্ডে ভীষণ নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তারপর সে তাবারিয়ার

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হলে সে জোরপূর্বক সেখানে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বিপুল সংখ্যক পুরুষ লোককে হত্যা করে প্রচুর সম্পদ করায়ত্ত করে। তারপর সে মরুপল্লীতে ফিরে যায়। আর তাদের একটি দল 'হীত' অঞ্চলে প্রবেশ করে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করে এবং সেখান থেকে তিন হাজার উট বোঝাই বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ হস্তগত করে। তখন খলীফা মুকতাফী তাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন, তারা এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের নেতাকে গ্রেফতার করে। তারপর তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়।

এছাড়া (এবছর) কারামাতীদের এক ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ইয়ামান অঞ্চলে সে দায়ী (আহ্বায়ক) নামে খ্যাতি লাভ করে। এসময় সে (ইয়ামানের রাজধানী) সানআ অবরোধ করে এবং বলপূর্বক সেখানে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বহু সংখ্যক অধিবাসীকে হত্যা করে। তারপর সে ইয়ামানের অন্যান্য শহর অভিমুখে অগ্রসর হয়। এসময় সে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং বহু মানুষকে হত্যা করে। তারপর সানআবাসী তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তাকে পরাজিত করে। পরে সে ইয়ামানের কোন কোন শহর আক্রমণ করে এবং খলীফা সেখানে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মুজাফফর ইব্ন হাজ্জাজকে প্রেরণ করেন। তখন তিনি সেদিকে রওয়ানা হন এবং তার সেখানে থাকা অবস্থায় খলীফার মৃত্যু হয়।

ঈদুল আযহার দিন কারামাতীদের একটি দল কূফায় প্রবেশ করে এবং 'হুসায়নের রক্তের বদলা চাই' এই শ্লোগান দিতে থাকে। আর হুসায়ন দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল পূর্ববর্তী বছরের বাগদাদে শূলবিদ্ধ ব্যক্তি। তাদের প্রতীকী শ্লোগান ছিল হে আহ্মদ! হে মুহাম্মদ! তা দ্বারা তারা তাদেরকে বোঝাতে যারা তার (হুসায়নের) সাথে নিহত হয়েছিল। এসময় লোকজন ঈদগাহ থেকে দ্রুত কূফায় প্রবেশ করে এবং তারা তাদের পরে সেখানে প্রবেশ করে। তখন লোকজন তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। এভাবে তারা তাদের ২০ জন মত লোককে হত্যা করে এবং অন্যরা অপদস্থ হয়ে ফিরে যায়।

এছাড়া এবছর খালিজী নামে জনৈক ব্যক্তি মিসরে আত্মপ্রকাশ করে।[১] এসময় সে খলীফার আনুগত্য প্রত্যাহার করে এবং একদল সৈন্য তার চারপাশে জড়ো হয়। তখন খলীফা দামেশক ও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের প্রশাসক আহ্মদ ইব্ন কানগালাগকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এসময় তারা মিসরের উপকণ্ঠে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং খালীজী তাকে জঘন্যভাবে পর্যুদস্ত করে। তখন তিনি তার বিরুদ্ধে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তারা খালীজীকে পরাজিত ও বন্দী করে। তারপর তারা তাকে খলীফার হাতে সোপর্দ করে। এদিকে তার আলোচনা স্তিমিত হয়ে যায় এবং সেনাবাহিনী মিসরীয় ভূখণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

---

১. মুরূজুয যাহাব (৪/৩২১), ইবনুল খালীজী, ইবনুল আছীর (৭/৫৩৬) খালানজী আর সে হল মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের অন্যতম সেনাপতি।

এসময় কারামাতীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ নামক শিশুদের জনৈক শিক্ষকের অধীনে বুসরা শহর অভিমুখে এক বাহিনী প্রেরণ করে। সে বসরা, আযরুআত এবং বাশনিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। এসময় ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। তারপর সে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে। কিন্তু সে যখন তাদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে তখন তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী কর। এমনকি সে দামেশকে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে। তখন দামেশকের প্রশাসক আহ্‌মদ ইব্‌ন কানগালাগ যিনি সালিহ ইব্‌ন ফযল তার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু কারামাতী তাকে পরাজিত করে এবং সালিহ এই যুদ্ধে নিহত হন। আর কারামাতী দামেশক অবরোধ করে কিন্তু তার পক্ষে তা জয় করা সম্ভব হয়নি। তারপর সে তাবারিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। এসময় সে তার অধিকাংশ বাসিন্দাকে হত্যা করে এবং সেখান থেকে যেমন আমরা উল্লেখ করেছি—বহু জিনিস লুণ্ঠন করে। তারপর সে 'হীত' অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং সেখানেও অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হয় যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তারপর সে ঈদুল আযহার দিন কূফা অভিমুখে অগ্রসর হয় যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর এসবই সংঘটিত হয় যাকরাওয়ায়হ্ ইব্‌ন মাহরাওয়ায়হ্-এর ইঙ্গিতে। এসময় সে কারামাতীদের একটি গোষ্ঠীর মাঝে নিজ শহরে আত্মগোপন করে। যখন তার সন্ধানে খলীফার প্রেরিত সেনাদল আসত সে তখন আত্মগোপনের জন্য পূর্ব নির্ধারিত একটি কূপে নামত। আর এসময় তার গৃহদ্বারের সম্মুখে একটি উনুন থাকত যা প্রজ্বলিত করে জনৈক স্ত্রীলোক তাতে রুটি প্রস্তুত করত। ফলে কেউ তার অস্তিত্ব অনুভব করত না এবং সে কোথায় রয়েছে তা জানত না। অবশেষে খলীফা তার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, তখন যাকরাওয়ায়হ নিজেই তাদের বিরুদ্ধে অনুসারীদের নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং খলীফার বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ লাভ করে। এর ফলে সে বাড়তি শক্তি লাভ করে এবং তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব তীব্র আকার ধারণ করে। তারপর খলীফা তার বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। আর তখন তার ও তাদের কী পরিণাম হয় তা আমরা অচিরেই উল্লেখ করব।

এছাড়া এবছর খুরাসান এবং মা-ওয়ারাআন-নাহর অঞ্চলের প্রশাসক ইসমাঈল ইব্‌ন আহ্‌মদ সামানী তুর্কীদের ভূখণ্ডের বিশাল এলাকা বিরান করেন এবং এবছরেই রোমকগণ হালকের অন্তর্গত কতক অঞ্চলে আক্রমণ করে এবং সেখানে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং তার অধিবাসীদের বন্দী করে।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-হাশিমী।

আর এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

কবি আবুল আব্বাস আন-নাশী

তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল আব্বাস আল-মু'তাযিলী। তাঁর আদি নিবাস হল 'আল-আমবার' অঞ্চলে। বেশ কিছুকাল তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। তারপর মিসরে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট মেধাশক্তির অধিকারী।

তিনি কবিদের বিরোধিতা করে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেন এবং যুক্তিশাস্ত্রবিদ এবং ফুরুযীদের যুক্তি খণ্ডন করতেন। তিনি ছিলেন শক্তিমান কবি, তবে তার কবিতায় চঞ্চলতা, চিন্তাশূন্যতা ও বিশৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশ পরিচয় বর্ণনায় তার একটি উৎকৃষ্ট কাসীদা বা কাব্য রয়েছে যা আমরা 'সীরাতে' উল্লেখ করেছি। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তিনি একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল মানতিক বা তর্কশাস্ত্র। একাধিক শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর রচিত চার হাজার কবিতা পঙক্তি রয়েছে। এছাড়া তার গ্রন্থ সংকলন এবং বহু কবিতা রয়েছে।

উবায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালফ আবূ মুহাম্মদ আল-বাযযার যিনি আবূ ছাওরের শিষ্যদের মাঝে অন্যতম ফকীহ্। তিনি তার শায়খ আবূ ছাওরের ফিক্‌হের অধিকারী ছিলেন এবং বিশিষ্ট অভিজাত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

নাসর ইব্‌ন আহ্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয আবূ মুহাম্মদ আল-কিন্দী আল-হাফিয যিনি 'নাসরাক' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীস। বুখারার প্রশাসক আমীর খালিদ ইব্‌ন আহ্মদ আয-যুহালী তাকে তার সাথে সংযুক্ত করে নেন এবং তার জন্য মুসনাদ সংকলন করেন। তিনি এবছর বুখারায় ইন্তিকাল করেন।

২৯৪ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসে যাকরাওয়ায়হ তার অনুসারী শিষ্যদের নিয়ে খুরাসানবাসী হাজীদের এক কাফেলার পথরোধ করে যখন তারা মক্কা থেকে ফিরছিলেন। সে তাদের সকল পুরুষকে হত্যা করে এবং তাদের সকল ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং তাদের নারীদেরকে বন্দী করে। সে তাদের থেকে ২০ লক্ষ দীনার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। এসময় সে প্রায় ২০ হাজার মানুষকে হত্যা করে। কারামাতী নারীরা পানির পাত্র হাতে নিয়ে নিহত হাজীদের মাঝে বিচরণ করছিল এবং এমনভাব করছি যেন তারা তৃষ্ণার্ত আহত ব্যক্তিকে পানি পান করাচ্ছে। এসময় যে সকল আহত ব্যক্তি তাদের সাথে কথা বলছিল তারা তাদেরকে চূড়ান্তভাবে হত্যা করছিল। আল্লাহ্ কারামাতী পুরুষ এবং তাদের নারীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন।

অভিশপ্ত যাকরাওয়ায়হ-এর হত্যাকাণ্ড

খলীফার কাছে যখন হাজীদের এই দুরাবস্থা এবং এই পিশাচের কৃতকর্মের বৃত্তান্ত পৌঁছে তিনি তখন তার বিরুদ্ধে বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনী যখন তার মুখোমুখি হয় তখন উভয় বাহিনী প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ লড়াইয়ে বহু কারামাতী প্রাণ হারায়, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই রক্ষা পায়। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এবছর রবীউল আউয়াল মাসে। এসময় জনৈক যোদ্ধা যাকরাওয়ায়হকে তরবারি দিয়ে মাথায় আঘাত করে এবং সে আঘাত তার মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। আর সে বন্দী অবস্থায় ধৃত হয় ৫ দিন পর মৃত্যুবরণ করে। তারপর তাকে

তার পেট চিঁড়ে পচনরোধক ঔষধ প্রয়োগ করে নেতৃস্থানীয় অনুসারীদের সাথে তাকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে খলীফার প্রেরিত বাহিনী কারামাতীদের হস্তগত ধন-সম্পদ ও ভাণ্ডারসমূহ অধিকার করে আর খলীফা যাকরাওয়ায়হ কারামাতীর অনুসারীদের হত্যা করার এবং সমগ্র খুরাসানে তার কর্তিত মস্তক প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করেন যাতে লোকজন হজ্জ থেকে বিরত না হয়। এছাড়া তিনি কারামাতীদের হাতে বন্দী সকল নারী ও শিশুকে মুক্ত করে দেন।

আর এবছরই দামেশকের প্রশাসক আহ্‌মদ ইব্‌ন কানগালাগ তরসূসের দিক থেকে রোমক ভূখণ্ড আক্রমণ করেন। এসময় তিনি তাদের প্রায় চার হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং তাদের পঞ্চাশ হাজার নারী ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী করেন। এসময় জনৈক পাদ্রী ও সহচর প্রায় দুশর মত বন্দী যারা মুসলমানদের হাতে আটক ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রোম সম্রাট সেই পাদ্রীকে গ্রেফতার করার জন্য এক বাহিনী প্রেরণ করেন। আর সেই পাদ্রী তখন মুসলমান যোদ্ধাদের এক বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলায় অগ্রসর হন এবং এক ঝটিকা আক্রমণে রোমক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। তিনি তাদের মাঝে মহাহত্যাযজ্ঞ ঘটান এবং বিপুল গনীমত লাভ করেন। তারপর তিনি যখন খলীফার দরবারে আগমন করেন তখন খলীফা তাকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং তাঁর কাছে তার মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

এছাড়া এবছর সিরিয়ায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যে নিজেকে সুফিয়ানী বলে দাবী করে। তখন তাকে গ্রেফতার করে বাগদাদে প্রেরণ করা হয়। সে তখন বলে যে সে বিভ্রমের শিকার। তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-হাশিমী।

এছাড়া এবছর আরও যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মারওয়ান আবূ আলী যিনি উবায়দ আল-আজালী নামে পরিচিত। মুসনাদসমূহ কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী নিপুণ এবং অধিক সংখ্যক রিওয়ায়াতের অধিকারী। তিনি এবছর সফর মাসে ইন্তিকাল করেন।

এছাড়া রয়েছেন, সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাবীব আবূ আলী আল-আসাদী, বনূ খুযায়মার শাখা গোত্রীয়, যিনি 'জাযরা' নামে পরিচিত। তাঁর এই নামকরণ সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি জনৈক শায়খের নিকট পড়েন, তার একটি خَرَزَةٌ (খারযা বা পুঁতির দানা) ছিল যা দ্বারা তিনি রোগীর ঝাড়ফুঁক করতেন। কিন্তু পাঠবিভ্রমের কারণে তিনি (خَرَزَةٌ) এর পরিবর্তে جَزَرَةٌ পড়ে ফেলেন। তখন তা তার পরিচিতিতে প্রাধান্য লাভ করে এবং তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়। আর তিনি ছিলেন বহুসংখ্যক রিওয়ায়াতের অধিকারী হাফিয এবং পর্যটক ও পরিব্রাজক। তিনি সিরিয়া, মিসর ও খুরাসান অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। প্রথমত তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তারপর সেখান থেকে বুখারায় স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে বসবাস করেন।

এছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন থেকে তিনি বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেন। এছাড়া তাঁর রয়েছে বহুসংখ্যক প্রশ্ন। ২১০ হিজরীতে তিনি রাক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

এছাড়া এবছর ইন্তিকাল করেন মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস যিনি আল-বায়াযী নামে খ্যাত। কেননা তিনি আল-বায়ায বা শুভ্রবসন পরিহিত অবস্থায় খলীফার দরবারে উপস্থিত হন। তখন খলীফা প্রশ্ন করেন, ঐ বায়াযী বা শুভ্র বসনধারী ব্যক্তি কে? তখন থেকে তিনি এ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। আর তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন ইবনুল আমবারী এবং ইব্ন মাকসিম থেকে। কারামাতীরা এবছর তাকে হত্যা করে।

এছাড়া আরও রয়েছেন ইমাম ইসহাক ইব্ন রাওয়ায়হ্-এর পুত্র মুহাম্মদ। তিনি তাঁর পিতা এবং ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল থেকে হাদীস শোনেন। তিনি একাধারে ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। উত্তম পন্থা ও উৎকৃষ্ট জীবন চরিতের অধিকারী ছিলেন তিনি। কারামাতীরা এবছর যে সকল হাজীকে হত্যা করে তার সাথে তাকেও হত্যা করে।

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মারওয়াযী

তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন, নিশাপুরে লালিত-পালিত হন এবং সমরকন্দে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সাহাবা, তাবেঈ এবং শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মতপার্থক্যসমূহ সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। এছাড়া শরঈ বিধি-বিধান সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ অবগতি ছিল। তিনি বিভিন্ন ভূখণ্ডে গমন করেন এবং শায়খদের থেকে বহু উপকারী বিষয় শ্রবণ করেন এবং সারগর্ভ ও উপকারী গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন। তার নামায ছিল অতি উৎকৃষ্টমানের এবং খুশূ ও বিনম্রতাপূর্ণ। নামায সম্পর্কে তিনি এক বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

খতীব তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, মক্কার উদ্দেশ্যে নৌপথে আমার এক বাঁদীকে নিয়ে আমি মিসর থেকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমাদের নৌযান নিমজ্জিত হলে আমার দুহাজার দীনার পানিতে নিমজ্জিত হল। তবে আমি ও আমার বাঁদী রক্ষা পেলাম এবং আমরা (সাঁতরে) একটি দ্বীপে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমরা পানির সন্ধান করলাম কিন্তু তার দেখা পেলাম না। তখন আমি জীবনের আশা ত্যাগ করে বাঁদীর উরুতে মাথা রেখে হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিলাম এমন সময় হাতে পানির পাত্র নিয়ে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, এই নিন (পানি)। তখন আমি তার থেকে তা নিয়ে নিজে পান করলাম এবং বাঁদীটিকে পান করালাম। তারপর লোকটি চলে গেল কিন্তু আমি জানতে পারলাম না সে কোথা থেকে আসল এবং কোথায় চলে গেল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করলেন। ফলে আমাদেরকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহৎপ্রাণ ও বদান্য ব্যক্তি।

ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ প্রতি বছর তাঁকে চার হাজার দিরহাম হাদিয়া প্রদান করতেন এবং তার ভাই ইসহাক ইব্ন আহ্মদ চার হাজার দিরহাম প্রদান করতেন এবং সমরকন্দবাসীও

তাকে চার হাজার দিরহাম প্রদান করত। আর তিনি এর সবটুকু ব্যয় করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে (একবার) বলা হল, আপদকালীন সময়ের জন্য যদি কিছু সঞ্চয় করতেন? তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আমি যখন মিসরে অবস্থান করতাম তখন সারা বছরে ২০ দিরহাম ব্যয় করতাম। তাই আমি ভেবে দেখছি এই অর্থের কোন কিছু যদি আমার হাতে না আসে তাহলে বছরে আমার ২০ দিরহামও জোগাড় হবে না। মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আল-মাওওয়াযী যখন ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ সামানীর সাক্ষাতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। ফলে একদিন তার ভাই ইসহাক এ ব্যাপারে তাকে তিরস্কার করে বলে, তোমার কর্তৃত্বাধীন সভায় খুরাসানের শাসক হয়ে তুমি আরেক ব্যক্তির জন্য উঠে দাঁড়াও! ইসমাঈল বলেন, ভাইয়ের কথায় বিক্ষিপ্ত মনে আমি সেই রাত যাপন করি। উল্লেখ্য যে, তারা খুরাসান ও মা-ওয়ারাআন-নাহরের শাসক ছিলেন, তিনি (ইসমাঈল) বলেন, সে রাতে আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পাই। তিনি আমাকে বলছেন, হে ইসমাঈল! তুমি মুহাম্মদ ইব্ন নাসরকে তাযীম করেছো। ফলে তোমার এবং তোমার পুত্রদের রাজত্ব দৃঢ় হয়েছে। আর মুহাম্মদ ইব্ন নাসরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে তোমার ভাইয়ের রাজত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। একবার মিসরে মুহাম্মদ ইব্ন নাসর, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুনযির একত্রিত হন। তারা একটি গৃহে অবস্থান করে হাদীস লিখছিলেন কিন্তু সেদিন তাদের কাছে খাওয়ার মত কিছু ছিল না। তখন তাদের মাঝে কে খাদ্য সংগ্রহে বের হবেন এ ব্যাপারে তারা লটারী করলেন। তখন লটারীতে মুহাম্মদ ইব্ন নাসরের নাম উঠল, মুহাম্মদ ইব্ন নাসর তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুআ করতে লাগলেন আর এটা ছিল মধ্যাহ্ন নিদ্রার সময়। ফলে মিসর প্রশাসক তূলূন মতান্তরে আহ্মদ ইব্ন তূলূন স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলছেন, "মুহাদ্দিসদের সহযোগিতা কর, কেননা তাদের কাছে কোন আহার সামগ্রী নেই।" তিনি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে মুহাদ্দিস কারা রয়েছেন? তখন তার কাছে এই তিনজনের নাম উল্লেখ করা হল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের জন্য এক সহস্র দীনার প্রেরণ করলেন। তারপর দূত তা নিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এভাবে তিনি তাদের দুর্দশা দূর করলেন এবং কষ্ট লাঘব করলেন। তারপর বাদশা তূলূন ঐ গৃহখানি খরিদ করে তা মসজিদ বানিয়ে দিলেন এবং তা হাদীস চর্চাকারীদের জন্য নির্ধারণ করে তার অনুকূলে বিপুল স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর অতি বার্ধক্যে উপনীত হন। আর তিনি আল্লাহ্র কাছে সন্তান প্রার্থনা করতেন। এসময় একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করে। তখন তিনি উভয় হাত উঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও ছানা করে বলে, "প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাকে বার্ধক্যে (পুত্র) ইসমাঈল দান করেছেন।" উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন তা থেকে একাধিক বিষয় বুঝতে পারেন। তন্মধ্যে একটি হল যে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনার পর বার্ধক্যে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তদ্রূপ আরেকটি হল যে, তিনি জন্ম দিবসে তার

পুত্রের নাম রাখেন যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম দিবসের পূর্বে তাঁর পুত্র ইবরাহীমের নাম রেখেছিলেন।

মূসা ইব্ন হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবূ ইমরান যার পিতা 'মুটে' নামে পরিচিত। তিনি ২১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনি আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন এবং অন্যদের থেকে হাদীস শোনেন। হাদীস কণ্ঠস্থ করা এবং রাবী পরিচিতির ব্যাপারে তিনি তার কালের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, কুশলী, অত্যন্ত আল্লাহ্ভীরু এবং বিরাট সমীহের পাত্র। হাফিয সাঈদ মিসরীর পুত্র আবদুল গনি বলেন, হাদীসের ব্যাপারে তাঁর আলোচনা ছিল অনুপম। আলী ইবনুল মাদীনী, মূসা ইব্ন হারূন এবং দারাকুতনী তাঁর প্রশংসা করেছেন।

২৯৫ হিজরী সন

এ বছর রোমক ও মুসলমানদের মাঝে বন্দী বিনিময় হয়। এসময় রোমকদের হাত থেকে নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার যুদ্ধবন্দীকে উদ্ধার করা হয়। এছাড়া এবছর সফর মাসের মাঝামাঝি খুরাসান ও মা-ওয়ারাআন-নাহর-এর প্রশাসক ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ আস-সামানীর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাদের ব্যাপারে সদগুণ সম্পন্ন, সহনশীল ও মহানুভব শাসক। তিনিই ঐ ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়াযীর প্রতি সদাচার করতেন, তাকে সম্মান ও সমীহ করতেন এবং আপন মজলিসে তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহ্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ সামানী শাসনভার গ্রহণ করেন এবং খলীফা তার কাছে সম্মাননা প্রেরণ করেন।

কোন একদিন লোকজন এই ইসমাঈল ইব্ন আহমদের কাছে বংশ গৌরবের আলোচনা করে। তখন তিনি বলেন, গর্ব ও গৌরবের কারণ হল কাজ ও কীর্তি। মানুষের 'আত্মকর্মগর্বী' হওয়া উচিত 'পরকীর্তি' আশ্রয়ী হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ নিজের দ্বারা গর্ব করা উচিত। বংশপরিচয়, দেশপরিচয় ও পূর্বপুরুষ পরিচয় দ্বারা বড়াই করা অনুচিত। যেমন কেউ বলেছেন, 'আমি আমার নিজ গুণ ও কীর্তিতে মহত্ত্ব অর্জন করেছি, পূর্বপুরুষদের কীর্তি গেয়ে নয়।'

অন্য কেউ বলেছেন :

حَسْبِىْ فَخَارًا وَشِيْمَتِىْ أَدَبِىْ - وَلَسْتُ مِنْ هَاشِمٍ وَلاَ الْعَرَبِ

"নিজেকে নিয়ে গর্ব করাই আমার জন্য যথেষ্ট, আর শিষ্টাচার হল আমার বৈশিষ্ট্য, তবে আমি বনূ হাশিম কিংবা আরব গোত্রীয় নই।

اِنَّ الْفَتٰى مَنْ يَقُوْلُ هَا اَنَاذَا - وَلَيْسَ الْفَتٰى مَنْ يَقُوْلُ كَانَ اَبِىْ -

প্রকৃত মর্যাদাবান সে যে বলে এই যে আমি (দেখুন আমাকে) আর সে কিন্তু প্রকৃত মর্যাদাবান সে নয় যে বলে আমার পিতা ছিলেন (অমুক অমুক)।"

আর এবছর যিলকদ মাসে খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্‌র ওফাত হয়।

খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্ আবূ মুহাম্মদ ইবনুল মু'তাদিদ জীবন চরিত ও মৃত্যুর আলোচনা

তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আল-মুকাতাফী বিল্লাহ্ ইবনুল মু'তাদিদ ইবনুল আছীর আবূ আহ্মদ মুওয়াফফাক ইবনুল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ। আর ইতোপূর্বে আমরা এই তথ্য উল্লেখ করেছি যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এর পর তিনি ব্যতীত আর কোন খলীফার নাম আলী নেই এবং হাসান ইব্ন আলী (রা) এবং তিনি ব্যতীত আর কোন খলীফার উপনাম আবূ মুহাম্মদ নেই। তিনি ২৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার জীবদ্দশায় তাঁর পরবর্তী খলীফারূপে তার অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। আর সেদিনটি ছিল ২৮৯ হিজরীর রবীউছ্ ছানী মাসের ১৯ তারিখ শুক্রবার। এসময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২৫ বছর।

আর তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির, সুদর্শন, কোমল চেহারা ও সুদৃশ কেশগুচ্ছ এবং ঘন ও প্রশস্ত শ্মশ্রুর অধিকারী। তার পিতা খলীফা মু'তাদিদ যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন জনৈক কবি তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে আবৃত্তি করেন :

أَجَلُّ الرَّزَايَا اَنْ يَمُوْتَ اِمَامٌ - وَاَسْنَى الْعَطَايَا اَنْ يَقُوْمَ اِمَامٌ ٠

"ঘোরতর বিপর্যয় হল কোন শাসকের মৃত্যুবরণ আর শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি হল কোন শাসকের অভিষেক অনুষ্ঠান।"

فأسقى الذى مات الغمام وجوده - ودامت تحيات له وسلام ٠

"যিনি মরহূম হয়েছেন তার অস্তিত্ব মেঘমালাকে সিঞ্চিত করেছে এবং তার জন্য অভিন্দন ও সালাম সম্ভাষণ স্থায়ী হয়েছে।"

وَاَبْقَى الَّذِىْ قَامَ الاله وَزَادَهُ - مَوَاهِبُ لاَ يَفْنى لَهُنَّ دَوَامُ ٠

"আর যিনি অভিষিক্ত হয়েছেন আল্লাহ্ তাকে স্থায়িত্ব দান করুন এবং এমন সব যোগ্যতা ও প্রতিভা দানে সমৃদ্ধ করুন যার স্থায়িত্ব রয়েছে।"

وَتَمَّتْ لَهُ الاٰمَالُ وَاتَّصَلَتْ بِهَا - فَوَائِدُ مَوْصُوْلُ بِهِنَّ تَمَامُ ٠

"তার আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণতা লাভ করুক এবং তার সাথে পরিপূর্ণ উপকার ও লাভসমূহ সংশ্লিষ্ট হোক।"

هُوَ الْمُكْتَفِىْ بِاللهِ يَكْفِيْهِ كُلَّمَا - عَنَاهُ بِرُكْنٍ مِنْهُ لَيْسَ يَرَامُ ٠

"তিনি হলেন আল-মুকতাফী বিল্লাহ্ (আল্লাহ্কে যথেষ্ট জ্ঞানকারী) যখনই তিনি তার সাহায্য কামনা করেন তখন তিনি তার পক্ষ থেকে অভাবিত কোন সাহায্য দ্বারা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।"

তখন খলীফা তার জন্য মূল্যবান বখশিশের নির্দেশ প্রদান করেন। এদ্বারা তিনি নিজেও কাব্য চর্চা করতেন। যেমন তিনি বলেন :

مَنْ لِىْ بِاَنْ اَعْلَمَ مَا اَلْقى - فَتَعْرِفُ مِنِّىْ الصَّبَابَةَ وَالْعِشْقَا ٠

"কে আছে যে আমার অনুকূলে এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে, ভবিষ্যতে আমি অমুক জিনিস লাভ করব, ফলে তুমি আমার গভীর অনুরাগ ও প্রেমের পরিচয় লাভ করবে।"

مَازَالَ لِيْ عَبْدًا وَحُبِّيْ لَهُ - صَيَّرَنِيْ عَبْدًا لَهُ رِقًّا .

"সে (এখনও) আমার অনুগত দাস আর তার প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে তার ক্রীতদাস বানিয়ে ছেড়েছে।"

اَلْعَتْقُ مِنْ شَأْنِيْ وَلٰكِنَّنِيْ مِنْ حُبِّهِ لَا اَمْلِكُ الْعِتْقَا .

"ক্রীতদাস মুক্ত করা আমার স্বভাব কিন্তু তার প্রতি ভালবাসার কারণে আমি তাকে মুক্ত করতে পারি না।"

তার আংটির নকশায় একথা খোচিত ছিল : عَلِيُّ الْمُتَوَكِّلُ عَلٰى رَبِّهِ অর্থাৎ আপন প্রতিপালকের প্রতি ভরসাকারী 'আলী'। তার সন্তানগণ হলেন যথাক্রমে মুহাম্মদ, জা'ফর, আবদুস সামাদ, মূসা, আবদুল্লাহ্, হারূন, ফযল, ঈসা, আব্বাস এবং আবদুল মালিক। তার শাসনামলেই ইনতাকিয়া জয় করা হয়। সেখানে বিরাট ও বিপুল সংখ্যক মুসলমান যুদ্ধবন্দী ছিল। তার মৃত্যুক্ষণ যখন নিকটবর্তী হয় তখন তিনি তার ভাই আবুল ফযল জা'ফর ইবনুল মু'তাদিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, আর তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে তার বয়ঃপ্রাপ্তির ঘটেছে। তখন তিনি এবছর যিলকদ মাসের ১১ তারিখ শুক্রবার তাকে হাযির করেন এবং কাযীদের হাযির করেন। তারপর তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে সাক্ষী বানান যে তিনি তারপর খিলাফতের দায়িত্ব তার (এই ভাইয়ের) অনুকূলে ন্যস্ত করেছেন। আর তিনি তাকে আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ উপাধি প্রদান করেন। এ ঘটনার তিনদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন, মতান্তরে যিলকদ মাসের ১২ তারিখ শনিবার বাদ মাগরিব অথবা যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে। আর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহিরের গৃহে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩২ কিংবা ৩৩ বছর। তার খিলাফতকাল ছিল ৬ বছর ৬ মাস ১৯ দিন। তিনি তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ থেকে ছয় লক্ষ দীনার সদকার জন্য অসিয়ত করেন। যা তিনি তার শৈশবে সঞ্চয় করেছিলেন। আর মৃত্যুর কারণ ছিল এক ধরণের বক্ষব্যাধি (যক্ষ্মা বিশেষ) আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ আবুল ফযল জা'ফর ইব্ন মু'তাদিদের খিলাফত

এবছর অর্থাৎ ২৯৫ হিজরীর যিলকদ মাসের ১৪ তারিখ রাতের শেষ প্রহরে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার অনুকূলে বায়আত ও আনুগত্যের শপথ নবায়ন করা হয়। এসময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর ১ মাস ২১ দিন। তার পূর্বে তার চেয়ে কম বয়স্ক কেউ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

তিনি যখন (প্রথম) খলীফার আসন গ্রহণ করেন তখন প্রথমে চার রাকআত নামায আদায় করেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে দুআ ও ইসতিখারা করতে থাকেন। তারপর লোকজন তার হাতে

যায়আত করে। ফলক ইত্যাদিতে তার নাম المقتدر بالله (আল-মুকতাদির বিল্লাহ্) লেখা হয়। আর এসময় বিশেষ কোষাগারে ছিল দেড় কোটি দীনার এবং সাধারণ কোষাগারে ছিল ছয় লক্ষ দীনারের কিছু বেশি। এছাড়া বনূ উমাইয়া এবং বনূ আব্বাসের শাসনামলের সূচনা থেকে মূল্যবান রত্নসমূহ রত্নভাণ্ডারে গচ্ছিত ছিল। মুকতাদির বিল্লাহ্ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই বিপুল অর্থ সে তার প্রিয়পাত্রী (বাঁদীদের) এবং সহচরদের মাঝে বণ্টন করে শেষ করে ফেলেন। আর এটাই হল বালক ও নির্বোধ শাসকদের অবস্থা। এছাড়া তিনি বিরাট সংখ্যক কাতিবকে তার উযীর নিয়োগ করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল ফুরাত। খলীফা মুকতাদির তাকে নিয়োগ করেন, পরে তাকে বরখাস্ত করে অন্যকে নিয়োগ করেন। তারপর পুনরায় তাকে নিয়োগ করে অপসারণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করেন। ইবনুল জাওযী তার সকল উযীরের কথা উল্লেখ করেছেন। তার সেবক, পরিচারক, সহচর ও দ্বাররক্ষীদের সংখ্যা ছিল বিরাট। অবশ্য তিনি ছিলেন মহৎপ্রাণ ও ইবাদতগুযার। এছাড়া তিনি অনেক নফল রোযা রাখতেন এবং নফল নামায পড়তেন। তার শাসনকালের সূচনায় আরাফার দিন তিনি ত্রিশ হাজার গরু-ছাগল ও মেষ এবং দুই হাজার উট বিতরণ করেন। এছাড়া এসময় তিনি তার খাজনা, ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক ব্যয়কে বনূ আব্বাসের প্রথম যুগের খলীফাদের (সময়ের) অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি ঐ সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দেন যাদেরকে মুক্ত করা বৈধ। আর বিষয়টি তিনি কাযী আবূ উমর মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফের হাতে অর্পণ করেন। 'রাহবাতে' তার জন্য একাধিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল যার পিছনে মাসিক ১০০ দীনার ব্যয় হত। মুসলমানদের সড়ক সম্প্রসারণের জন্য তিনি তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। শীঘ্রই তার জীবনচরিতে তার সময়ের আলোচনা আসছে।

এছাড়া এবছর ইন্তিকাল করেন :

আবূ ইসহাক আল-মুযাক্কী

ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাখতাওয়ায়হ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবূ ইসহাক আল-মুযাক্কী। তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস এবং দুনিয়াবিমুখ যাহিদ এবং হাদীসশাস্ত্র, তার রাবী এবং হাদীসের খুঁত ও দুর্বলতার জ্ঞানে নিশাপুরের তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ইমাম। তিনি একাধিক প্রখ্যাত শায়খদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের সাক্ষাতে প্রবেশ করে তার সাথে হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা করেন। তাঁর মজলিস হত গাম্ভীর্যপূর্ণ। বলা হয় তার দুআ কবুল হত। বসবাসের বাড়ি এবং একটি (ভাড়ার) দোকান ব্যতীত তার কিছুই ছিল না। এই দোকান থেকে তিনি মাসিক ১৭ দিরহাম লাভ করতেন যা তিনি তার নিজের জন্য এবং পোষ্য পরিজনের জন্য ব্যয় করতেন। আর তিনি কারও থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। তার জন্য সিরকা মিশিয়ে গাজর রান্না করা হত এবং তা তিনি গোটা শীতকাল তরকারিরূপে ব্যবহার করতেন। হাফিয আলীর পুত্র আবূ আলী হুসায়ন বলেন, তাঁর মত কাউকে আমি দেখিনি।

অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সূফী আবুল হুসায়ন আন-নূরী

তাঁর নাম আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ। মতান্তরে মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ। তবে প্রথমটি অধিকতর শুদ্ধ। আর তিনি ইবনুল বাগাবী নামেও পরিচিত। তার আদি নিবাস হল খুরাসান।[১]

প্রথমত তিনি সারী সাকতী[২] থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর তিনি বিশিষ্ট ও শীর্ষস্থানীয় হাদীস বর্ণনাকারীতে পরিণত হন। আবূ আহ্মদ আল-মুগাযিলী বলেন, আবুল হুসায়ন আন-নূরীর চেয়ে ইবাদতগুযার কাউকে আমি দেখিনি। তাকে প্রশ্ন করা হয়, জুনায়দ বাগদাদীকেও নয়? তখন তিনি বলেন, না! জুনায়দ কিংবা অন্য কাউকেও নয়।

আরেকজন বর্ণনাকারী বলেন, এমনভাবে তিনি ২০ বছর রোযা রাখেন যে তার স্বজন-পরিজন কিংবা অন্য কেউ তা জানতে পারেনি। মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় মসজিদের ভিতরে তিনি ইন্তিকাল করেন। ফলে চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে কেউ বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেনি।

ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ ইব্ন সামান

তিনি হলেন খুরাসানের অন্যতম প্রশাসক। তিনিই হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি আমর ইব্ন লায়ছ আস-সাফফার আল-খারিজীকে হত্যা করেন এবং খলীফা মু'তাদিদকে তা লিখে জানান। তখন তিনি তাকে খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব দান করেন তারপর খলীফা মুকতাফী তাকে রায়, মা-ওয়ারাআন-নাহর এবং তুর্কিস্তানের শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি তাদের ভূখণ্ড আক্রমণ করেন এবং তাদের উপর তীব্র যুদ্ধাঘাত হানেন। মহাসড়কসমূহে তিনি সীমান্ত চৌকি স্থাপন করেন যার প্রতিটিকে এক সহস্র অশ্ব প্রস্তুত থাকত। এছাড়া তিনি তাদের অনুকূলে বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন। তাহির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন লায়ছ তাকে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন প্রদান করেন। তন্মধ্যে ১৩টি মূল্যবান রত্নখণ্ড ছিল যার প্রতিটির ওজন ছিল ৭ থেকে ১০ মিছকাল, তার কতক ছিল লোহিত বর্ণ আর কতক নীল বর্ণ যার মূল্য ছিল লক্ষ দীনার। তখন তিনি তা খলীফা মু'তাদিদের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাহিরের ব্যাপারে সুপারিশ করেন। খলীফা তার ব্যাপারে ইসমাঈলের সুপারিশ কবূল করেন। ইসমাঈল ইব্ন আহ্মদ যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং খলীফা মুকতাফীর কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি কবি আবূ নুওয়াসের এই পঙক্তি আবৃত্তি করেন :

لَنْ يُّخْلِفَ الدَّهْرُ مِثْلَهُمْ اَبَدًا - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ شَانُهُ عَجَبُ

"তাদের মত কাউকে আর মহাকাল স্থলবর্তী করবে না, সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, তার ব্যাপার অত্যন্ত বিস্ময়কর।

১. তিনি হিরাত ও মারভের মধ্যবর্তী বাগশূর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এজন্যই তাকে ইবনুল বাগাবী বলা হয়েছে। (সিফাতুস সাফওয়া, ২/৪৩৯)।

২ ইবনুল জাওযী বলেন নূরী সারী সাকতী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলামী কৃত তাবাকাতে সূফীয়া গ্রন্থে বলেন তা হল হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূর্ণ করল সে সারাজীবন ভর আল্লাহ্র ইবাদতের সাওয়াব পাবে।

হাফিয আল-মা'মারী

ইনি হলেন 'দিন ও রাতের আমল' গ্রন্থের গ্রন্থকার। হাসান ইব্ন আলী ইব্ন শাবীব আবূ আলী আল-মা'মারী আল-হাফিয। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং শায়খদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বহু গুণীজনের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন। আর তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন ইব্ন সায়িদ, নাজ্জাদ এবং জালদী। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর এবং হাফিযে হাদীস, সত্যবাদী এবং নির্ভরযোগ্য।

বার্ধক্যের কারণে তার দাঁত বাঁধানো ছিল, কেননা তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। প্রথমত তিনি আবুল কাসিম এবং পরবর্তীতে আবূ আলী উপনাম গ্রহণ করেন। আর তিনি বুরতীর পক্ষে আল-কাসর ও তার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তাকে মা'মারী বলার কারণ তার মাতা হলেন মা'মার ইব্ন রাশিদের শিষ্য আবূ সুফিয়ান কন্যা উম্মুল হাসান। মা'মারী রাত ও দিনের আমল সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট মানের কিতাব প্রণয়ন করেন। আর তার পূর্ণ নাম হল হাসান ইব্ন আলী ইব্ন শাবীব আবূ আলী মা'মারী। তিনি এ বছর মুহাররম মাসের ১৯ তারিখ শুক্রবার রাতে ইন্তিকাল করেন।

এছাড়া রয়েছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আবূ শুআয়ব। আর আবূ শুআয়বের নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম আবূ শুআয়ব আল-উমাবী আল-হাররানী। যিনি ছিলেন শিষ্টাচার শিক্ষক এবং মুহাদ্দিস পুত্র মুহাদ্দিস। তিনি ২৮৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা, পিতামহ, আফফান ইব্ন মুসলিম এবং আবূ খায়ছামা থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আর রাবী হিসাবে তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ। তিনি এ বছর যিলহজ্জ মাসে ইন্তিকাল করেন।

আলী ইব্ন আহ্মদ আল-মুকতাফী বিল্লাহ্, যাঁর আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। আবূ জা'ফর আত-তিরমিযী মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন নাসর আবূ জা'ফর আত-তিরমিযী যিনি হলেন শাফিঈ ফকীহ্। তিনি ছিলেন জ্ঞানবান ও দুনিয়াবিমুখ যাহিদ। দারাকুতনী তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন নিরাপদ এবং ধার্মিক ব্যক্তি। কাযী আহ্মদ ইব্ন কামিল বলেন, ইমাম শাফিঈর শিষ্যদের মাঝে ইরাকে তাঁর চেয়ে নেতৃস্থানীয় এবং আল্লাহ্ভীরু কেউ ছিল না। তিনি দারিদ্র্য, আল্লাহ্ভীরুতা এবং ধৈর্যের কারণে অতি অল্প আহার গ্রহণ করতেন। প্রতিমাসে তিনি (মাত্র) চার দিরহাম ব্যয় করতেন। কারও কাছে কিছু চাইতেন না। জীবনের শেষ বয়সে তাঁর বুদ্ধি বিভ্রম দেখা দেয়। আর তিনি এবছর মুহাররম মাসে ইন্তিকাল করেন।

২৯৬ হিজরী সন

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে একদল সেনাপতি, সেনাসদস্য এবং আমীর সমবেত হয় খলীফা মুকতাদিরের বায়আত প্রত্যাহার করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাযকে খিলাফতের দায়িত্ব

প্রদান করতে। তখন তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতায্‌য) এই শর্তে তাদের আহ্বানে সাড়া দেন যে এ কারণে কোন রক্তপাত হবে না। এদিকে খলীফা মুকতাদির ছড়ি নিয়ে খেলতে বের হন, তখন হাসান ইব্‌ন হামদান অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হয়। এরপর খলীফা মুকতাদির যখন চিৎকার শুনতে পান তখন তিনি দ্রুত দারুল খিলাফতের দিকে অগ্রসর হন এবং ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন। এসময় বিদ্রোহী আমীর-উমারা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কাযিগণ দারুল মাখরামীতে সমবেত হন, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুতায্‌যের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং তাকে খলীফা সম্বোধন করা হয় এবং তাকে আল-মুরতাযী বিল্লাহ্ উপাধি প্রদান করা হয়।

ঐতিহাসিক সূলী বলেন, তারা তাকে আল-মুনতাসিফ বিল্লাহ্ উপাধি প্রদান করে। তিনি আবূ উবায়দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদকে তার উযীর নিয়োগ করেন এবং দূত মারফত খলীফা মুকতাদিরকে দারুল খিলাফত থেকে দারু ইব্‌ন তাহিরে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তিনি সেখানে উঠতে পারেন। তখন মুকতাদির দূত মারফত তার আনুগত্যের কথা জানিয়ে দেন। এদিকে পরদিন হাসান ইব্‌ন হামদান যখন দখল বুঝে নেয়ার জন্য দারুল খিলাফতে পৌঁছেন তখন সেখানকার খাদিম ও অধিবাসীরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তার হাতে দারুল খিলাফতের দখল অর্পণের পরিবর্তে তারা তাকে পরাজিত করে এবং কোনক্রমে তিনি তাদের কবল থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

এরপর তিনি তৎক্ষণাৎ মাওসিলে গমন করেন। এসময় ইবনুল মুতায্‌যের আনুগত্যের শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তার অনুসারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তখন ইবনুল মুতায্‌য অবস্থান গ্রহণের জন্য সামাররায় স্থানান্তরিত হতে উদ্যত হন কিন্তু কোন আমীর তার অনুসরণ করতে সম্মত হয় না। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে ইবনুল জাসসাসের গৃহে প্রবেশ করে তার আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

এসময় দেশে লুণ্ঠন সংঘটিত হয় এবং লোকজন নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং খলীফা মুকতাদির ইবনুল মুতায্‌যের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করেন এবং তাদের অধিকাংশকে হত্যা করেন এবং ইবনুল ফুরাতকে পুনরায় উযীর নিয়োগ করেন। তখন তিনি মুকতাদিরের প্রতি তার বায়আতকে নবায়ন করেন এবং ইব্‌ন জাসসাসের গৃহে লোক পাঠিয়ে তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এসময় তিনি ইবনুল মুতায্‌য এবং ইব্‌ন জাসসাসকে হাযির করেন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থসহ ইব্‌ন জাসসাসকে আটক করেন যার পরিমাণ ছিল প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ দিরহাম। তারপর তিনি তাকে মুক্তি দান করেন এবং ইবনুল মুতায্‌যকে বন্দী করেন। রবীউছ ছানী মাসের ২ তারিখ লোক সমক্ষে তার মৃত্যুর কথা প্রচারিত হয় এবং তার মৃতদেহ বের করে তার স্বজনদের হাতে অর্পণ করা হয়। এরপর তাকে সমাহিত করা হয়। অবশ্য এসময় খলীফা মুকতাদির এই ফিতনা ও বিশৃঙ্খলায় তৎপর অন্যদের ক্ষমা করেন যাতে লোকজনের নিয়ত নষ্ট না হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন, আমীন ও মুকতাদির ব্যতীত আর কোন খলীফার কথা কেউ জানে না যার বায়আত প্রত্যাহার করার পর পুনরায় তা গ্রহণ করা হয়েছে। এবছর রবীউল আউয়াল মাসের ২৬ তারিখ শনিবার বাগদাদে ব্যাপক তুষারপাত হয় এমনকি এসময় ছাদসমূহে চার বিঘত পরিমাণ পুরু বরফ হয়ে যায়। আর বাগদাদে এটা ছিল অতি অভিনব ঘটনা। এবছর শেষ হতে না হতেই লোকজন মৌসুম থেকে বিলম্বিত হওয়ায় ইসতিসকা নামাযের জন্য বের হয়। আর এবছর শাবান মাসে খলীফা খাদিম মু'নিসকে তার পরিধেয় দান করেন এবং রোমক ভূখণ্ডে আক্রমণের উদ্দেশ্যে তরসূস অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

এছাড়া এবছরই খলীফা মুকতাদির ইয়াহূদী, খৃস্টান কাউকে রাষ্ট্রীয় দফতরে কাজে না লাগানোর পরামর্শ দেন এবং তাদেরকে স্বগৃহে অবস্থানের বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধানের এবং কাঁধের উপর কাপড়ের তালি স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তা দ্বারা তারা পরিচিতি লাভ করে এবং সর্বস্থানে তাদের জন্য হীনতা ও অপদস্থতা অবলম্বন বাধ্যতামূলক করে দেন।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্‌ন্ আবদুল মালিক আল-হাশিমী। আর বহু মানুষ পথিমধ্যে পানির অভাবের কারণে ফিরে আসেন (হজ্জযাত্রা থেকে)।

এছাড়া এবছর ইন্তিকাল করেন বিশিষ্ট ব্যক্তি হাফিয আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ আত্তাব আবূ বকর আল-বাগদাদী। তিনি 'মায়মূনের ভাই' নামে পরিচিত। তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী ও অন্যদের থেকে এবং তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন তাবারানী। অবশ্য তিনি আনুষ্ঠানিক হাদীস রিওয়ায়াত থেকে বিরত থাকতেন। তার থেকে হাদীস শোনা যেত আলোচনার সময়। তিনি এবছর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

আবূ বকর আছরাম

আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হানী আত-তাঈ আল-আছরাম। ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বলের শিষ্য। তিনি আফফান, আবুল ওয়ালীদ কা'নাবী, আবূ নুআয়ম এবং অন্য বহুজন থেকে হাদীস শোনেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, হাফিযে হাদীস এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ইব্‌ন মুঈন তাঁর সম্পর্কে বলতেন, তার মাতা-পিতার একজন জিন; একথা তিনি বলতেন তার প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তির কারণে। হাদীসের দোষ-ত্রুটি, রহিতকারী কারণ ও রহিত হাদীস সম্পর্কে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ বিদ্যমান। আর তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর।

খালফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ঈসা

আবূ মুহাম্মদ আল-আকবারী। তিনি হাদীস শোনেন। এছাড়া তিনি ছিলেন চৌকস ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর ছিল ত্রিশটি আংটি এবং ত্রিশটি ছড়ি। মাসে প্রতিদিন তিনি নতুন আংটি পরতেন এবং নতুন লাঠি হাতে নিতেন। তারপর দ্বিতীয় মাসে পুনরায় তা শুরু করতেন। তার গৃহে একটি ঝুলন্ত চাবুক ছিল। এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পোষ্য-পরিজনের ভীতি সৃষ্টির জন্য।

কবি ও খলীফা ইব্নুল মুতায্য

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতায্য বিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ জা'ফর ইব্ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনুর রশীদ। তার উপনাম হল আবুল আব্বাস আল-হাশিমী আল-আব্বাসী। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী ও পরিপূর্ণ কবি। কুরায়শগণ হল কল্যাণ সাধনে এবং অকল্যাণ দমনে অন্যদের পথিকৃৎ। তিনি মুবাররাদ ও ছা'লাবা থেকে রিওয়ায়াত করেন। আর তাঁর থেকে বহু প্রজ্ঞা ও শিষ্টাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য।

জীবিত ব্যক্তির প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস পাপে পূর্ণ। দুনিয়াবাসী হল নিদ্রিত চলমান আরোহী দল। লোভ কখনও নিয়ে আসে কিন্তু ফিরিয়ে দেয় না। পান করে তৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই কখনও পানকারী প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। যে ব্যক্তি প্রয়োজন পরিমাণ অতিক্রম করে আধিক্য তার কোন কাজে আসে না। প্রতিযোগিতার বিষয়ের গুরুত্ব যত বৃদ্ধি পায় তার ব্যর্থতার বিপদও তত বিরাট আকার ধারণ করে। লোভের বশবর্তী হয়ে যে সফর করে চাহিদা তাকে অসুস্থ করে। অন্য বর্ণনায় দুর্বল করে। লোভ মানুষের মর্যাদাহানি ঘটায় কিন্তু ভাগ্যে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। শাসকের নিকটতম ব্যক্তি হল সবচেয়ে দুর্ভাগা, যেমন আগুনের নিকটতম বস্তুর পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। শাসকের সাথে যে ব্যক্তি পার্থিব মর্যাদায় শরীক হবে পরকালে সে তার সাথে অপদস্থতায়ও শরীক হবে। হিংসুকের জন্য এই শাস্তিই যথেষ্ট যে তোমার আনন্দের সময়ে দুশ্চিন্তায় থাকবে। সুযোগ দ্রুত ফসকে যায় এবং কদাচিৎ ফিরে আসে। গোপন বিষয়ের সংরক্ষণকারীর সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। পদচ্যুত শাসকদের অহমিকা থেকে তোমাকে উপদেশ প্রদান করে। ভীত-উৎকণ্ঠা ধৈর্যের চেয়ে ক্লান্তিকর। কঠোরতা দ্বারা ক্ষমাকে কলুষিত করো না। উত্তরাধিকার হল উত্তরাধিকারীর মর্যাদার বিষয় আর মৃত ব্যক্তির অমর্যাদার বিষয়। এছাড়াও তার অন্যান্য কথা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী রয়েছে।

অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তার রচিত অন্যতম কবিতা পঙক্তি হল :

بَادِرْ اِلَى مَالِكِ وَرِثْهُ - مَا الْمَرْءُ فِى الدُّنْيَا بِلَبَّاثْ

"তুমি দ্রুত মালিক (আল্লাহ্) অভিমুখী হও, তার জন্য সকল সম্পদ রেখে দাও। কারণ, পৃথিবীতে মানুষ দীর্ঘস্থায়ী নয়।"

كَمْ جَامِعٍ يَخْنُقُ اَكْيَاسَهُ - قَدْ صَارَ فِىْ مِيْزَانِ مِيْرَاثْ .

"কতজনইতো তাদের থলের মুখ বন্ধ করে রাখে অথচ তাদের জানা নেই যে, তা তাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদে পরিণত হয়েছে।"

يَاذَا الْغِنَى وَالسَّطْوَةِ الْقَاهِرَةِ - وَالدَّوْلَةِ النَّاهِيَةِ الْآمِرَةْ .

"হে অঢেল সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বিপুল কর্তৃত্বের অধিকারী।"

وَيَاشَيَاطِيْنَ بَنِىْ آدَمَ - وَيَا عَبِيْدَ الشَّهْوَةِ الْفَاجِرَةِ .

"হে বনী আদমের শয়তানকুল! হে পাপ-কামনার দাস-দল।"

انْتَظِرُوا الدُّنْيَا وَقَدْ اَدْبَرَتْ - وَعَنْ قَلِيْلٍ تَلِدُ آلاخِرَةَ ·

"দুনিয়ার প্রতীক্ষা কর, তা পশ্চাদগামী অচিরেই তা আখিরাত প্রসবকারী।"

অন্যত্র তিনি বলেন :

ابْكِ يَا نَفْسُ وَهَاتِي - تَوْبَةً قَبْلَ الْمَمَاتِ ·

"হে আমার নফস তুমি কাঁদ এবং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করে নাও।"

قَبْلَ اَنْ يَفْجَعَنَا الدَّهْرُ - بِبَيْنٍ وَشَتَاتٍ ·

"(নির্মম) কাল আমাদেরকে কোন বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা দ্বারা আঘাত করার পূর্বে।"

لاَ تَخُوْنِيْنِى اِذَا مِتُّ - وَقَامَتْ بِى نُعَاتِىْ ·

"আমি যখন মৃত্যুবরণ করব এবং আমার মৃত্যু ঘোষকগণ উঠে দাঁড়াবে তখন আমার সাথে প্রতারণা করো না।"

اِنَّمَا الْوَفِىُّ بِعَهْدِىْ - مَنْ وَفَى بَعْدَ وَفَاتِىْ ·

"সেইতো আমার প্রকৃত অঙ্গীকার রক্ষাকারী যে আমার মৃত্যুর পর ওয়াদা রক্ষা করবে।"

ঐতিহাসিক সূলী বলেন, একবার ইবনুল মু'তায্ তার পিতার জীবদ্দশায় জনৈকা বাঁদীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার প্রেমাসক্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর তার পিতা তাকে দেখতে এসে প্রশ্ন করেন, তুমি এখন কেমন অনুভব করছ? তখন সে আবৃত্তি করে :

اَيُّهَا الْعَاذِلُوْنَ لَنَا تَعْذِلُوْنِىْ - وَانْظُرُوا حُسْنَ وَجْهِهَا تَعْذِرُوْنِىْ

"হে ভর্ৎসনাকারীর দল আমাকে ভর্ৎসনা না করে তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের দিকে তাকাও তাহলে আমার অজুহাত মেনে নেবে।"

وَانْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ اَحْسَنَ مِنْهَا - اِنْ رَاَيْتُمْ شَبِيْهَهَا فَاعْذِلُوْنِىْ ·

"তোমরা খুঁজে দেখ তার চেয়ে রূপবতী কাউকে পাও কিনা? যদি তার সদৃশ কারও সন্ধান পাও তাহলে আমাকে ভর্ৎসনা করো।"

সূলী বলেন, তখন খলীফা ঘটনার খোঁজ নিয়ে বাঁদীটির বিষয় অবগত হন। তারপর তিনি সেই বাঁদী মনিবের কাছে লোক পাঠিয়ে তার থেকে সাত হাজার দীনারের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন এবং তাকে তার পুত্রের কাছে পাঠান।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে আমির-উমারা ও কাযিগণ খলীফা মুকতাদিরের বায়আত প্রত্যাহারের ব্যাপারে এবং এই আবদুল্লাহ্ ইবনুল মু'তাযকে খলীফা নির্ধারণের ব্যাপারে একমত হন। আর এ সময় তাকে আল-মুরতাযী এবং আল-মুনতাসিফ বিল্লাহ্ উপাধি প্রদান করা হয়। তারপর তিনি একদিন কিংবা একদিনের অংশবিশেষ খলীফার দায়িত্বে থাকেন। তারপর মুকতাদির বিজয় লাভ করেন এবং ইবনুল মু'তায তার কাছে গৃহবন্দী হন। এ সময় তিনি খাদিম মু'নিসের তত্ত্বাবধানে থাকেন তারপর রবীউছ ছানী মাসের শুরুতে ২ তারিখে নিহত হন। বলা হয়, অসুস্থ অবস্থায় জীবনের শেষদিন তিনি আবৃত্তি করেন :

يَا نَفْسُ صَبْرًا لَعَلَّ الْخَيْرَ عُقْبَاكُ - خَانَتْكِ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْأَمْنِ دُنْيَاكِ .

"হে আমার প্রাণ ধৈর্যধারণ কর তাহলে তোমার পরিণতি কল্যাণকর হবে, দীর্ঘ নিরাপত্তার পর তোমার দুনিয়া তোমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে।"

مَرَّتْ بِنَا سَحَرًا طَيْرٌ فَقُلْتُ لَهَا - طُوبَاكِ يَا لَيْتَنِي اِيَّاكِ طُوبَاكِ .

"রাতের শেষ প্রহরে পাখিকুল আমাদের নিকট দিয়ে গেল তখন আমি সেগুলোকে বললাম ধন্য তোমরা! ধন্য! যদি আমি তোমাদের মত হতাম!"

اِنْ كَانَ قَصْدُكَ شَرْقًا فَالسَّلَامُ عَلَى - شَاطِئِ الصَّرَاةِ اَبْلِغِي اِنْ كَانَ مَسْرَاكِ .

"তোমাদের গন্তব্যে যদি পূর্ব দিকে হয়ে থাকে তাহলে 'সারাত তটে' সালাম পৌঁছে দিও যদি তা তোমাদের 'নৈশ পথে' হয়ে থাকে।"

مِنْ مُوثَقٍ بِالْمَنَايَا لَا فِكَاكَ لَهُ - يَبْكِي الدِّمَاءَ عَلَى اِلْفٍ لَهُ بَاكِي .

"মৃত্যুবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার কোন মুক্তি নেই ক্রন্দনকারী আর ভালবাসায় রক্তাশ্রু বর্ষণ করছে।"

فَرُبَّ آمِنَةٍ جَاءَتْ مَنِيَّتُهَا - وَرُبَّ مُفْلِتَةٍ مِنْ بَيْنِ اَشْرَاكِ .

"কখনওবা কোন নিরাপদ ব্যক্তির মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় আবার কখনও ফাঁদ থেকে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তির।"

اَظُنُّهُ آخِرَ الْأَيَّامِ مِنْ عُمُرِي - وَاَوْشَكَ الْيَوْمَ اَنْ يَبْكِي لِيَ الْبَاكِي .

"তাকে আমি আমার জীবনের শেষ দিন মনে করছি আর ক্রন্দনকারী আজ আমার শোক কাঁদতে উদ্যত।"

তাকে যখন হত্যা করার জন্য পেশ করা হয় তখন তিনি আবৃত্তি করতে থাকেন :

فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا رُوَيْدًا - اَمَامَكُمُ الْمَصَائِبُ وَالْخُطُوبُ

"আমাদের বিপদে উল্লসিতদের বলে দাও, তোমরা সামান্যকাল অপেক্ষা কর, তোমাদের সামনে রয়েছে বিপদাপদ এবং সংকট ও দুর্যোগ।"

هُوَ الدَّهْرُ لَا بُدَّ مِنْ اَنْ - يَكُونَ اِلَيْكُمْ مِنْهُ ذُنُوبَ .

"আর তা হল মহাকাল, অবশ্যই তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অনাচার হবে।"

তারপর এবছর রবীউছ ছানী মাসের ২ তারিখ তার হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ পায়। ইব্ন খাল্লিকান তাঁর বহু গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তাবাক্বাতুশ শুআরা, কিতাব আশআরুল মুলূক, কিতাবুল আদাব, কিতাবুল বাদী এবং সঙ্গীত বিষয়ে একটি বই এবং আরও অন্যান্য বই।

উল্লিখিত আছে যে একদল আমীর-উমারা খলীফা মুকতাদিরের বায়আত ত্যাগ করে একদিন একরাতের জন্য তার খিলাফতের অনুকূলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তারপর

তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ইবনুল মু'তায তখন ইব্ন জাসসাস আল-জাওহারীর গৃহে আত্মগোপন করেন। তারপর তিনি ধৃত ও নিহত হন এবং ইব্ন জাসসাসকে দুহাজার দীনার জরিমানা করা হয় আর তার কাছে ছয় লক্ষ দীনার অবশিষ্ট থাকে।

ইবনুল মু'তায ছিলেন বাদামী গাত্রবর্ণ এবং গোলাকার মুখমণ্ডলের অধিকারী কিন্তু তিনি কাল খিযাব ব্যবহার করতেন। তিনি ৫০ বছর জীবিত ছিলেন, তার বেশকিছু কথা ও কবিতা পঙক্তি উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

এছাড়া রয়েছেন মুসনাদ রচিয়তা কূফাবাসী মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন হাবীব আবূ হুসায়ন আল-ওয়াদাঈ আল-কাযী। তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং সেখানে আহ্মদ ইব্ন ইউনুস আল-ইয়ারবূঈ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল হামীদ এবং জুনদুল ইব্ন ওয়ালিক থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন ইব্ন সায়িদ, নাজ্জাদ এবং মুহামিলী। দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন, কূফায় ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইবনুল জাররাহ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-কাতিব উযীর আলী ইব্ন ঈসা-এর পিতৃব্য। তিনি ইতিহাস ও খলীফাদের ঘটনাবহুল দিনসমূহ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি উমর ইব্ন শায়বা ও অন্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আর তাঁর ইন্তিকাল হয় এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে ৫৩ বছর বয়সে।

২৯৭ হিজরী সন

এ বছর কাসিম ইব্ন সীমা সায়িফা আক্রমণ করেন এবং খাদিম মু'নিস রোমকদের হাতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করেন। ইবনুল জাওযী সাবিত ইব্ন সিনান থেকে বর্ণনা করেন যে, খলীফা মুকতাদিরের আমলে তিনি বাগদাদে উভয় বাহুহীন এক স্ত্রীলোককে দেখেছেন আসলে তার হাতের তালুদ্বয় ছিল তার কাঁধের সাথে সংযুক্ত। তা দ্বারা সে কোন কাজ করতে পারত না, মেয়েরা হাত দিয়ে যে সকল কাজ করে থাকে সে তা করত পায়ের সাহায্যে যেমন সুতা বোনা, সুতা পাকানো, মাথা আঁচড়ানো ইত্যাদি। এছাড়া এবছর বাগদাদে বৃষ্টির মৌসুম বিলম্বিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে খবর আসে যে মক্কায় বিরাট বন্যা দেখা দিয়েছে এমনকি কা'বা ঘরের রুকনসমূহ নিমজ্জিত হয়েছে এবং যমযম কূপ প্লাবিত হয়েছে। এমনটি আর ইতোপূর্বে দেখা যায়নি।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্ন হাশিমী।

এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইব্ন আলী : ইনি হলেন ফকীহ যাহিরীর পুত্র ফকীহ আবূ বকর। তিনি একাধারে চৌকস আলিম, সাহিত্যিক, কবি এবং দক্ষ ফকীহ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ হল 'কিতাবুয যাহরা'। তিনি তার পিতার খিদমতে মশগূল হন এবং তার মাযহাব মতাদর্শ এবং

নির্বাচিত পন্থা ও তরীকার ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করেন। তার পিতা তাকে ভালবাসতেন এবং নিকট সান্নিধ্য দান করতেন। রুওয়ায়ম ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন, একদিন আমরা দাউদের কাছে ছিলাম, এমন সময় তার এই পুত্র কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হল। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে তোমার? সে বলল, ছেলেরা আমাকে 'কাঁটাযুক্ত চড়ুই' বলছে। একথা শুনে তার পিতা হেসে ফেললেন। তখন তার ক্রোধ তীব্রতর হল এবং তার পিতাকে বলল, আপনি তো আমার সাথে তাদের চেয়ে কষ্টদায়ক আচরণ করলেন। তার একথা শুনে তার পিতা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্! উপাধি সব আসমান থেকে এসে থাকে। বৎস তুমি "কাঁটাযুক্ত চড়ুই বটে।"

আর তার পিতার যখন মৃত্যু হল তখন দরসের হালকায় তার স্থানে তাকে বসিয়ে দেয়া হল। কিন্তু লোকজন তাকে এর উপযুক্ত মনে করল না। কোন একদিন জনৈক প্রশ্নকারী তাকে নেশা বা মাতলামির সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তার উত্তরে বললেন, যখন তার বোধ-বুদ্ধি লোপ পায় এবং সে তার গোপন কথা ফাঁস করে দেয় (তখন সে মাতাল বলে বিবেচিত হবে) তখন উপস্থিত শ্রোতারা তার এই উত্তরের প্রশংসা করল এবং লোকদের দৃষ্টিকে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ইবনুল জাওযী 'আল-মুনতাযামে' বলেন, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন জামি মতান্তরে মুহাম্মদ ইব্‌ন যুহরুফ নামক জনৈক বালকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি সে ব্যাপারে দীন ও চারিত্রিক পবিত্রতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার ব্যাপারে এই পবিত্রতা অবলম্বন ও আত্মদমনের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

'আল-বিদায়া'র গ্রন্থকার বলেন, এভাবে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত মারফূ ও মাওকূফ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন : مَنْ عَشِقَ فَكَتم فعف فَمَاتَ مَاتَ شَهِيْداً "যে প্রেমাসক্ত হয়, কিন্তু তা গোপন রেখে চারিত্রিক পবিত্রতা অবলম্বন করে, তারপর মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।" তার সম্পর্কে বলা হয় চারিত্রিক পবিত্রতা অবলম্বনের শর্তে তিনি প্রেম ও ভালবাসাকে বৈধ মনে করতেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মকতবে পড়া অবস্থা থেকে তিনি প্রেমাসক্ত ছিলেন এবং তার শৈশব থেকে এ ব্যাপারে তিনি কিতাবুয যাহরা সংকলন করেন। তার পিতা দাউদ-এর যে অংশ অবহিত হয়েছেন তিনি তার রদ করেছেন। অনেক সময় কাযী আবূ উমর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফের উপস্থিতিতে তিনি এবং আবুল আব্বাস ইব্‌ন শুরায়হ বিতর্কে লিপ্ত হতেন। তখন কাযী আবূ উমর তাদের বিতর্ক ও তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন। একদিন বিতর্ককালে ইব্‌ন শুরায়হ তাকে বলেন, আপনি তো এই বিতর্কে চেয়ে কিতাবুয যাহরা দ্বারা অধিক প্রসিদ্ধ। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাকে কিতাবুয যাহরা দ্বারা লজ্জা দিচ্ছ অথচ তুমি তা ভালভাবে পড়তে পার না। আমি তো ঠাট্টাচ্ছলে তা সংকলন করেছি, তুমি সচেষ্ট হয়ে তার অনুরূপ একটি কিতাব রচনা করে দেখাও। কাযী আবূ উমর বলেন, একদিন আমি এবং আবূ বকর ইব্‌ন দাউদ আরোহী অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ জনৈকা বাঁদী গেয়ে উঠল :

اشْكُوْ الَيْكَ فُؤَادًا انْتَ مُقْلقُهُ - شَكْوى عَلِيْلٍ الى الف يُعَلِّلُهُ

"আমি আপনার কাছে এমন এক হৃদয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি আপনিই যাকে বরবাদ করেছেন। প্রিয়জনের কাছে ব্যাধিগ্রস্তের অভিযোগ যে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করবে।"

سُقْمِىْ تَزِيْدُ عَلى الأَيَّامِ كَثْرَتُهُ - وَانْتَ فِىْ عِظَمِ مَا الْقى تُقَلِّله

"দিন দিন আমার ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ আমি যে গুরুতর অবস্থার শিকার তাকে আপনি সামান্য মনে করছেন।"

اَللهُ حَرَّمَ قَتْلِىْ فِى الْهوى اَسَفًا - وَانْتَ يَا قَاتِلِىْ ظُلْمًا تُحَلِّلُهُ .

"প্রেমাসক্তির অনুশোচনায় আমার হত্যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, অথচ হে আমার ঘাতক অন্যায়ভাবে আপনি তা হালাল ভাবছেন।"

তখন আবূ বকর বলেন, এটা পুনরাবৃত্তির উপায় কী? তখন আমি তাকে বললাম, সে আশা সুদূর পরাহত, আরোহী দল তাকে নিয়ে প্রস্থান করেছে। আর মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ এ বছর রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তার মৃত্যুর পর ইব্ন শুরায়হ তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, আমি শুধু ঐ মাটির প্রশংসা করি মুহাম্মদ ইব্ন দাউদের জিহ্বাকে যে গ্রাস করেছে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ শায়বা

তার উপনাম আবূ জা'ফর। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন, আলী ইবনুল মাদীনী এবং অন্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেন ইব্ন সায়িদ, আল-খালদী, আল-বাগিনদী এবং অন্যরা। ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থ রয়েছে। সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ জাযরাহ্ ও অন্যান্যরা তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ তাকে অবিশ্বস্ত আখ্যা দিয়ে বলেছেন, সে সুস্পষ্টভাবে অবিশ্বস্ত এবং তিনি তাদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছেন যারা তার থেকে রিওয়ায়াত করে। তিনি এবছর রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন তাহির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন মুসআব। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশীয়। বেশ কিছুকাল তিনি ইরাকের খুরাসানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর আটান্ন হিজরীতে ইয়াকূব ইব্ন লায়ছ তার বিরুদ্ধে জয় লাভ করেন এবং তাকে বন্দী করেন। এসময় চার বছর তিনি তার সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন। তারপর কোন এক ঘটনায় তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং এবছর মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করেন।

মূসা ইব্ন ইসহাক

ইব্ন মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবূ বকর আল-আনসারী আল-খাতমী[1] তিনি ২১০ হিজরীতে

---

১. খাতমী, আনসারদের শাখা গোত্র বানূ খাতমার সাথে সম্পৃক্ত।

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতাসহ আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, আলী ইব্ন জা'দ এবং অন্যদের থেকে হাদীস শোনেন। আর তাঁর যৌবনকালেই লোকেরা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করে এবং তার কাছে কুরআন শিক্ষা করে। তিনি ইমাম শাফিঈর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এছাড়া তিনি আহ্ওয়াযের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য গুণী, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধভাষী ও বহু হাদীসের রাবী। এবছর মুহাররম মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব

ইনি হলেন কাযী আবূ উমরের পিতা ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ। ইনিই হাল্লাজকে[1] হত্যা করেন। এই ইউসুফ ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট ও শীর্ষস্থানীয় আলিম। তিনি ২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনি সুলায়মান ইব্ন হারব, আমর ইব্ন মারযূক, হুদবা এবং মুসাদ্দাদ থেকে হাদীস শোনেন। রাবী হিসাবে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এক সময় তিনি বসরা, ওয়াসিত এবং পূর্ব বাগদাদের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন সচ্চরিত্র, সম্মানী এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের অধিকারী। একদিন খলীফা মু'তাদিদের জনৈক পরিচারক তার কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে এসে মজলিসে নিজ প্রতিপক্ষের তুলনায় উচ্চতর আসন গ্রহণ করে। তখন কাযীর দ্বাররক্ষী তাকে প্রতিপক্ষের বরাবর আসন গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু সে খলীফার কাছে নিজের বিশেষ অবস্থানের গরিমায় তা অমান্য করে। তখন কাযী তাকে ধমক দিয়ে বলেন, (কে আছ) আমার কাছে দাস বাজারের কোন দালালকে নিয়ে আস, তাহলে আমি এই 'দাসকে' বিক্রি করে খলীফার কাছে তার মূল্য পাঠিয়ে দিতে পারি। তারপর কাযীর দ্বাররক্ষী এসে তাকে তার প্রতিপক্ষের সাথে বসিয়ে দেয়।

তারপর যখন বিচার কার্য সম্পন্ন হয় তখন পরিচারক খলীফা মু'তাদিদের কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলে। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার কী হয়েছে? সে তখন খলীফাকে সব ঘটনা খুলে বলে এবং তাকে যে কাযী বিক্রি করতে চেয়েছেন সে কথাও অবহিত করে। খলীফা তখন বলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি তোমাকে বিক্রি করে দিতেন তাহলে আমি তার বিক্রয়কে অনুমোদন করতাম এবং তোমাকে কখনও ফিরিয়ে নিতাম না। আমার কাছে তোমার বিশেষত্ব শরীআতের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না। কেননা শরীআত হল প্রজা শাসনের স্তম্ভ এবং দীনসমূহের নিয়ন্ত্রক। এবছর রমাযান মাসে তার মৃত্যু হয়।

---

১. সে হল হুসায়ন ইব্ন মনসূর আর তার উপনাম হল আবুল গায়ছ। সে মূলত পারস্যবাসী অগ্নিউপাসক। ওয়াসিত শহরে সে প্রতিপালিত হয় মতান্তরে তাসতুর শহরে। সে সাহল তাসতুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তার ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও বিশ্বাস বিদ্যমান। তার থেকে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায় এবং সাধারণ মানুষকে কতক অলৌকিক বিষয়াদি দ্বারা গোমরাহ করে। ৩০৯ হিজরীতে নিহত হওয়ার পর তার মরদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। (দ্র. ফাখরী, পৃ. ২৬০-২৬১)।

২৯৮ হিজরী সন

এ বছর কাসিম ইব্‌ন সীমা রোম থেকে আগমন করেন এবং যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন। এ সময় তাদের হাতে ছিল স্বর্ণনির্মিত ক্রুশসমূহ। এছাড়া এবছর খুরাসানের প্রশাসক আহ্‌মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আহ্‌মদ সামানী প্রেরিত উপহার-উপঢৌকন এসে পৌঁছে। এসব উপহার সামগ্রীর অন্যতম ছিল ১২০ জন ক্রীতদাস, তাদের বর্শা, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ ৫০টি শিকারী বাজপাখি, মূল্যবান কাপড়বাহী ৫০টি উট, ৫০টি উট, ৫০ রতল[১] মিশক এবং অন্যান্য সামগ্রী।

এবছর কাযী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবুশ শাওয়ারিব পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। তখন তাঁর পুত্র মুহাম্মদকে (বাগদাদের) পূর্বপ্রান্ত এবং কারখের বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া এবছর শাবান মাসে দুই ব্যক্তি ধৃত হয় তাদের একজনের নাম ছিল আবূ কাবীরা, আর অন্যজন হল আস-সামারী। বর্ণিত আছে যে, এরা দুজন হল মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর নামক জনৈক ব্যক্তির শিষ্য যে নিজেকে খোদা বলে দাবী করত। এবছরই খবর আসে যে, রোমকগণ লাজিকিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। এবছর এই মর্মেও খবর পাওয়া যায় যে, মাওসিল শহরে এক ধরনের উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সেখানে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল আল-হাশিমী।

এছাড়া এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইব্‌ন রাওয়ানদী[২]

অন্যতম প্রখ্যাত নাস্তিক। তার পিতা ছিল ইয়াহূদী, পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণের ভান করে। বর্ণিত আছে যে, সে তাওরাত বিকৃত করে আর তার পুত্র কুরআনের সাথে শত্রুতা করে তাতে ত্রুটি আরোপ করে। সে কুরআন প্রত্যাখান করে 'আদ-দামিগ' নামে এবং শরীআতের বিরুদ্ধে 'আয-যামারাদা' নামে ভিন্ন ভিন্ন দুটি বই রচনা করে। তদ্রূপ একই বিষয়ে সে 'আত-তাজ' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করে। এছাড়া তার রচিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম হল 'কিতাবুল ফরীদ' এবং 'কিতাবু ইমামাতুল মাফযূলিল ফাযিল'। ইব্‌ন রাওয়ানদীর এই সকল বইয়ের প্রত্যুত্তর দিতে একদল আলিম তৎপর হন। তাদের অন্যতম হলেন শায়খ আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাব আল-জুব্বাঈ, তৎকালীন মু'তাযিলা গুরু। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি

১. রতল : আধা সের ওজন।

২ সে হল আবুল হুসায়ন আহ্‌মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইসহাক রাওয়ানদী। রাওয়ানদী হল রাওয়ানদের সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হল ইস্পাহানের পার্শ্ববর্তী কাসান অঞ্চলের এক পল্লী। মতান্তরে এটি নিশাপুরের উপকণ্ঠের একটি এলাকা।

কুশলতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তদ্রূপ তাঁর পুত্র আবূ হাশিম আবদুস সালাম ইব্ন আবূ আলী। শায়খ আবূ আলী বলেন, আমি এই মূর্খ ও নির্বোধ নাস্তিকের বই পড়েছি। তাতে আমি নির্বুদ্ধিতা, মিথ্যাচার এবং মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছু পাইনি। তিনি বলেন, সে জগতের অনাদি হওয়া, কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকা এবং দাহরিয়া মতবাদের সংশোধনে এবং তাওহীদবাদীদের প্রত্যাখ্যানে একটি কিতাব রচনা করে। এছাড়া সে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাত প্রত্যাখ্যান করে ১৭ খণ্ডের একখানি গ্রন্থ রচনা করে এবং তাকে মিথ্যাশ্রয়ী আখ্যা দেয় এবং কুরআনের সমালোচনা করে। এছাড়া সে ইয়াহূদী-খৃস্টানদের জন্যও একখানি কিতাব রচনা করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে। সেখানে সে তাদের অনুকূলে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়ত বাতিলের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছে। এছাড়াও তার রচিত আরও অন্যান্য কিতাব রয়েছে যা স্পষ্টভাবে তার ইসলাম ত্যাগকে নির্দেশ করে। তার সম্পর্কে ইবনুল জাওযী তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনুল জাওযী তাঁর 'মুনতাযামে' তার কিছু কথা, নাস্তিকতা এবং কুরআনের আয়াত ও শরীআতের বিরুদ্ধে তার সমালোচনা উল্লেখ করেছেন এবং তা খণ্ডন করেছেন। আসলে তার প্রতি এবং তার মূর্খতা, কথাবার্তা, প্রলাপ, নির্বুদ্ধিতা এবং মিথ্যাচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা অন্যায়। কেননা সে তার চেয়ে নিম্নস্তরের এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি। তার সম্পর্কে একাধিক ঘটনা বর্ণিত আছে যাতে তার বিদ্রূপ, উন্মাদনা, কুফরী এবং কবীরা গুনাহসমূহের বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু সঠিক আর কিছু তারই মত ব্যক্তি যারা তার পন্থার অনুসারী এবং কুফরী ও ধর্মবিদ্রূপ গোপন করতে তৎপর তাদের পক্ষ থেকে তার প্রতি আরোপিত মিথ্যা। যদিও তারা বিদ্রূপাকারে তা প্রকাশ করে থাকে কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ কুফরী ও নাস্তিকতায় পূর্ণ। আর যারা মুনাফিক হয়েও ইসলাম দাবী করে এটা তাদের মাঝে প্রচুর। তারা রাসূল, দীন এবং দীনী কিতাবের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরা হল ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .

"এবং আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে।" (সূরা তাওবা : ৬৫)

কাগজ বিক্রেতা আবূ ঈসা এই ইব্ন রাওয়ানদীর সহচর ছিল। আল্লাহ্ তাদের উভয়কে লাঞ্ছিত করুন। তারপর লোকজন যখন তাদের বিষয় জানতে পারে তখন সুলতান আবূ ঈসাকে তলব করেন এবং তাকে মৃত্যু পর্যন্ত জেলখানায় বন্দী করে রাখেন। আর ইব্ন রাওয়ানদী তখন পলায়ন করে ইয়াহূদী ইব্ন লাবী-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার কাছে অবস্থানকালেই সে তার 'আদ্-দামিগ লিল-কুরআন' কিতাবটি রচনা করে। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই সে

মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করুন। বর্ণিত আছে যে, সে ধৃত ও শূলবিদ্ধ হয়। আবুল ওয়াফা ইব্ন আকীল বলেন, একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে আমি দেখেছি যে, সে মাত্র ৩৬ বছর জীবিত ছিল এবং এই অল্প বয়সেই সে বিভিন্ন অপছন্দ কর্মে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন এবং তার অস্থিচূর্ণকেও রহম না করুন। ইব্ন খাল্লিকান তার 'ওফায়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে কোন সনদ বা সূত্র উল্লেখ ব্যতীত যেমনটি আলিম-উলামা ও কবিদের ব্যাপারে তার রীতি। কেননা তিনি কবিদের জীবনী দীর্ঘায়িত করেছেন আর আলিমগণের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন আর আল্লাহ্দ্রোহীদের আল্লাহ্দ্রোহিতার কথা এড়িয়ে গিয়েছেন। ইব্ন খাল্লিকান ২৪৫ হিজরী সনে তার মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি গুরুতর বিভ্রমের শিকার হয়েছেন। বিশুদ্ধ মত হল সে এবছর মৃত্যুবরণ করে। যেমন ইবনুল জাওযী ও অন্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া এবছর ইন্তিকাল করেন :

জুনায়দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জুনায়দ

আবুল কাসিম আল-খাযযায। তাকে কাওয়ারীরী বলা হয়। তার আদি নিবাস হল নাহওয়ানদ। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত-পালিত হন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন হুসায়ন ইব্ন আরাফা থেকে, আর ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন আবূ সাওর ইবরাহীম ইব্ন খালিদ কালবী-এর নিকট। তাঁর বয়স যখন ২০ বছর মাত্র তখন থেকেই তিনি ফকীহ আবূ সাওরের উপস্থিতিতে ফতওয়া প্রদান করতেন। طبقات الشافعية-এ আমরা তার উল্লেখ করেছি। তিনি হারিস মুহাসিবী এবং তার মাতুল সারী সাকতীর সাহচর্যের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এসময় তিনি ইবাদত বন্দেগীতে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন হন। তখন তার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিপুল জ্ঞান দান করেন। এছাড়া তিনি সূফী তরীকার সমালোচনা করেন। তার দৈনিক ওযীফা ছিল ৩০০ রাকআত নামায এবং ত্রিশ হাজার তাসবীহ। চল্লিশ বছর তিনি কোন বিছানায় শয্যা গ্রহণ করেননি। এসবের কল্যাণে তিনি এমন কল্যাণকর জ্ঞান এবং নেক আমল প্রাপ্ত হন যা তার কালে কেউ লাভ করেনি। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্র বিশারদ। তিনি যখন তাতে প্রবৃত্ত হতেন তখন কোন জড়তা বা বিরতির সম্মুখীন হতেন না। এমনকি তিনি একটি মাত্র মাসআলায় এমন বহু সমাধান উল্লেখ করতেন যা অন্য আলিমদের চিন্তায়ও আসত না। এভাবে তাসাওউফ ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার অনুরূপ অবস্থা ছিল। যখন তার ওফাতের সময় উপস্থিত হয় তখন তিনি নামায পড়তে থাকেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকেন। তাঁকে বলা হয়, এরূপ অবস্থায় যদি আপনি নিজের প্রতি কিছুটা কোমল হতেন; তখন তিনি তার উত্তরে বলেন, এই মুহূর্তেই তো আমি এই আমলের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী। এটা তো আমার আমলনামা গুটিয়ে নেয়ার সময়।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তিনি আবূ সাওর থেকে ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। বর্ণিত আছে তিনি সুফিয়ান সাওরীর মাযহাব অনুসারে ফিক্হ শাস্ত্র অনুশীলন করতেন। ইব্ন সুরায়হ

সার্বক্ষণিক তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করতেন। এ সময় তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের এমন অনেক জ্ঞান লাভ করেন যা কখনও তাঁর চিন্তায় আসেনি। বর্ণিত আছে, একবার তিনি তাকে কোন মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি তাকে এর বহু জবাব দেন। তখন ইব্‌ন সুরায়হ বলেন, হে আবুল কাসিম আপনার উল্লিখিত জবাবসমূহের তিনটি মাত্র আমার জানা ছিল। সুতরাং আপনি জবাবগুলো আবার আমাকে শোনান। তখন তিনি আরও বহুসংখ্যক জবাবসহ মাসআলাটির পুনরাবৃত্তি করেন। তখন সুরায়হ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আজকের পূর্বে আমি এগুলো কখনও শুনিনি। সুতরাং আপনি তা আবার বলুন। এবার তিনি পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি এমন একাধিক জবাব প্রদান করেন। এ সময় সুরায়হ তাকে বলেন, এমনটি আমি কখনও শুনিনি। আপনি আমাকে শোনান যাতে আমি তা লিখে নিতে পারি। তখন জুনায়দ বলেন, আমি যদি নিজ থেকে তা চালিত করতাম তাহলে তোমাকে লিখে রাখার জন্য তা শোনাতাম। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আমার অন্তরে তা চালিত করেন এবং আমার কণ্ঠে তা নিঃসৃত হয়। এটা কোন বইপড়া ও শিক্ষা করা থেকে গৃহীত নয়। এটা হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তিনি আমাকে তা ইলহাম করেন এবং আমার মুখে তা উচ্চারিত করান। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করেন তাহলে আপনি কোথা থেকে এই জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ধ্যানে ৪০ বছর কাটিয়ে আর বিশুদ্ধ মতে তিনি সুফিয়ান সাওরীর মাযহাব ও তরীকার অনুসারী ছিলেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

জুনায়দকে প্রশ্ন করা হয় 'আরিফ' কে? উত্তরে তিনি বলেন, তোমার থেকে না শুনে ও যে তোমার গোপন খবর বলতে পারে। এছাড়া তিনি বলেন, আর আমাদের এই মাযহাব কিতাব সুন্নাহর বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন শেখেনি এবং হাদীস লেখেনি আমাদের মাযহাবে সে অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য নয়। জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে তাসবীহ্ দেখে প্রশ্ন করে, এই মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার পরও আপনি তাসবীহ্ ব্যবহার করছেন। তখন তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আমি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করেছি। সুতরাং আমি তা ছাড়ব না। তাঁর মামা সারী সাকতী তাঁকে বলেন, লোকদেরকে উপদেশমূলক কথা বল। কিন্তু তিনি নিজেকে তার উপযুক্ত মনে করেননি। তারপর তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পান, তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন, তুমি লোকদের উপদেশমূলক কথা বল। তখন তিনি প্রত্যুষে তার মামার কাছে গিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তার কথা শুনে তিনি বলেন, তুমি আমার কথা শুনলে না এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর থেকে তিনি লোকদেরকে উপদেশমূলক কথা বলা শুরু করেন।

কোন একদিন জনৈক খৃষ্টান যুবক মুসলমানের বেশে তাঁর কাছে এসে বলেন, হে আবুল কাসিম : اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَانَّه يَنْظُرُ بِنُوْرِ الله। "মু'মিনের দূরদর্শিতা ভয় কর, কেননা সে আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা দেখে।"

নবী (সা)-এর একথার কী অর্থ? তখন জুনায়দ কিছুক্ষণ তার মাথা ঝুঁকিয়ে চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। কেননা তোমার মুসলমান হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সেই যুবক ইসলাম গ্রহণ করে। জুনায়দ

বলেন, কোন কিছুর দ্বারা আমি এত উপকৃত হয়নি যত উপকৃত হয়েছি কয়েকটি কবিতা পঙক্তি দ্বারা। এগুলো আমি এক বাঁদীকে তার কামরায় আবৃত্তি করতে শুনেছি :

اذا قلت : اهدى الهجر لى حلل البلى - تقولين : لولا الهجر لم يطب الحب ·

"বিরহ আমাকে জীর্ণতার পোশাক উপহার দিয়েছে, একথা আমি যখন বলি, তখন তুমি বল—বিরহ না থাকলে প্রেম এত মধুর হত না।"

وان قلت : هذا القلب احرقه الجوى - تقولين لى : ان الجوى شرف القلب ·

"আর আমি যদি বলি প্রেমের তাপ এই হৃদয়কে দগ্ধ করেছে, তখন তুমি বল—প্রেম-যন্ত্রণা হল হৃদয়ের মর্যাদা।"

وان قلت : ما اذ نبت قالت مجيبة - حياتك ذنب لا يقاس به ذنب ·

"আমি যদি বলি, আমার কী অপরাধ সে তখন উত্তর দিয়ে বলে, তোমার জীবনই এমন এক গুরুতর অপরাধ যার তুল্য কোন অপরাধ নেই।"

জুনায়দ বলেন, এই পঙক্তিগুলি শুনে তৎক্ষণাৎ আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। তখন বাড়ির মালিক বের হয়ে প্রশ্ন করে, জনাব! আপনার কী হয়েছে? তখন আমি বলি, আমি যা শুনেছি তার কারণেই আমার এই অবস্থা। একথা শুনে তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে এই বাঁদীটি দান করলাম। তখন আমি বলি আমি আপনার দান গ্রহণ করলাম তবে সে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে স্বাধীন। তারপর আমি তাকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিই এবং তার গর্ভে এক নেক সন্তানের জন্ম হয় যে পায়ে হেঁটে ৩০বার হজ্জ করে।

এছাড়া এবছর আরও ইন্তিকাল করেন :

ওয়ায়িয সাঈদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মনসূর আবূ উসমান

ইনি রায় শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত-পালিত হন। তারপর সেখান থেকে নিশাপুরে[১] স্থানান্তরিত হন এবং আমৃত্যু সেখানে অবস্থান করেন। তিনি বাগদাদেও গমন করেন। বলা হত তিনি মাকবূল দুআর অধিকারী। খতীব বলেন, আমাদেরকে আবদুল করীম ইব্‌ন হাওয়াযিন বলেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ উসমানকে বলতে শুনেছি, ৪০ বছর যাবৎ আল্লাহ্ আমাকে এমন কোন অবস্থায় রাখেননি যা আমি অপছন্দ করেছি এবং আমাকে অন্য কোন অবস্থায় স্থানান্তরিত করেননি যাতে আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি। আবূ উসমান আবৃত্তি করতেন :

اسأت ولم احسن وجئتك هاربا - واين لعبد عن مواليه مهرب ؟

"অন্যায় করে আমি আপনার আশ্রয়ে পালিয়ে এসেছি আর গোলামের জন্য মনিব থেকে পালানোর স্থান কোথায়?"

---

১. তিনি আবূ উসমান আল-হিয়ারী নামে খ্যাত। আর এটা হল নিশাপুরের একটি বড় মহল্লা (ইরাকের হীরা নয়)। সেখানে তিনি আবূ হাফস নিশাপুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং নিশাপুরে স্থায়ী আবাস গ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

يُؤْمِلُ غُفْرَانًا فَانْ خَابَ ظَنُّهُ - فَمَا اَحَدُ مِنْهُ عَلَى الاَرْضِ اَخْيَبُ ٠

"সে মার্জনা প্রত্যাশা করে, আর যদি তার প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে তার চেয়ে ব্যর্থ আর কেউ নেই।"

খতীব বর্ণনা করেন, তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার কাছে আপনার কোন আমল সর্বাধিক আশাব্যাঞ্জক? তখন তিনি বলেন, রায় শহরে থাকা অবস্থায় আমি যখন যৌবন প্রাপ্ত হলাম তখন লোকেরা আমাকে বিবাহ দিতে চাইত। কিন্তু আমি অস্বীকৃতি জানাতাম। তখন আমার কাছে জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আবূ উসমান! আমি আপনাকে এমন গভীরভাবে ভালবেসেছি যে তা আমাকে বিনিদ্র ও অস্থির করে রেখেছে। আর আমি অন্তর্যামী আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আপনার কাছে নিবেদন করছি, আপনি আমাকে বিবাহ করুন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তোমার পিতা আছেন কি? সে উত্তর দিল হ্যাঁ। তারপর আমি তাকে হাযির করলাম এবং তিনি সাক্ষীদের ডাকলেন এবং আমি তাকে বিবাহ্ করলাম। তারপর আমি যখন তার সাথে একান্তে মিলিত হলাম তখন দেখতে পেলাম তার এক চোখ অন্ধ, এক পা খোঁড়া এবং তার দেহাবয়ব বিকৃত আকৃতির। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার জন্য আপনার শোকর। অথচ আমার স্বজনরা এই মহিলাকে বিবাহ্ করার কারণে আমাকে ভর্ৎসনা করত। আর আমি তার প্রতি আরও অধিক সম্মান ও সদাচার প্রদর্শন করতাম। কখনওবা সে আমাকে তার কাছে আটকে রাখত এবং কোন কোন মজলিসে[১] উপস্থিত হওয়া থেকে আমাকে বাধা দিত। কখনও কখনও আমি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর থাকার যন্ত্রণা বোধ করতাম। কিন্তু আমি তার সামনে এর কিছুই প্রকাশ করতাম না। এভাবে আমি ১৫ বছর অতিবাহিত করেছি। আমার দিক থেকে তার অন্তরে যে অনুভূতি রয়েছে তার সাথে তা অক্ষুণ্ন রাখার চেয়ে বড় কোন পুণ্য আমার নেই।

আর এবছরই ইন্তিকাল করেন :

সামনূন ইব্‌ন হামযা

কারও কারও মতে তার নাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। তিনি অন্যতম সূফী শায়খ। তার প্রাত্যহিক আমল ছিল ৫০০ রাকআত নামায। তার নিম্নোক্ত কথার কারণে সে নিজেকে মিথ্যাবাদী সামনূন আখ্যা দেয় :

فَلَيْسَ لِى فِىْ سِوَاكَ حَظٌّ - فَكَيْفَمَا شِئْتَ فَامْتَحِنِىْ ٠

"তুমি ব্যতীত অন্য কারও ব্যাপারে আমার কোন অংশ নেই। সুতরাং তোমার যেভাবে ইচ্ছা আমাকে পরীক্ষা কর।"

এক সময় সে মূত্রাবদ্ধতার শিকার হয়। এসময় সে বিভিন্ন মকতবে যেত এবং সেখানকার শিশুদেরকে বলত, তোমাদের মিথ্যাবাদী চাচার জন্য দুআ কর। প্রেম সম্পর্কে তার দৃঢ় কথা

---

১. সিফাতুস সাফওয়া (৪/১০৫)-এর আরও রয়েছে, তখন আমি তার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে এবং তার মন রক্ষার্থে মজলিস বর্জন করেছি।

রয়েছে। জীবনের শেষ বয়সে তিনি ওয়াসওয়াসার শিকার হন। এছাড়া প্রেম বিষয়ে তার বেশ সঠিক বক্তব্য পাওয়া যায়। আর তিনি এ বছরই ইন্তিকাল করেন।

সাফী আল-হারবী

ইনি ছিলেন আব্বাসী সাম্রাজ্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আমীর। মৃত্যুশয্যায় তিনি এই মর্মে অসিয়ত করেন যে, তার গোলাম কাসিমের কাছে তার কিছুই নেই। তারপর তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার গোলাম কাসিম উযীরের কাছে এক হাজার দীনার এবং স্বর্ণখচিত সাতশ বিশটি কোমরবন্ধ নিয়ে যায়।

ইসহাক ইব্‌ন হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক

ইনি হলেন আবূ ইয়াকূব আল-ইবাদী।[১] আল-জাযীরার গোত্রসমূহের দিকে সম্পৃক্ত করে ইনি হলেন চিকিৎসক পুত্র চিকিৎসক। চিকিৎসা শাস্ত্রে তার এবং তার পিতার বহু গ্রন্থ বিদ্যমান। তার পিতা অ্যারিস্টটল ও অন্য গ্রীক দার্শনিকদের বাণী অনুবাদ করতেন। তিনি এবছর ইন্তিকাল করেন।

হুসায়ন ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়া

শীআ[২] (মাযহাবের অনুসারী) আবূ আবদুল্লাহ্ যিনি খলীফা মাহদীর সমর্থক ও আহ্বায়ক ছিলেন। আর তিনি হলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন যিনি দাবী করতেন যে, তিনি ফাতিমী। আর একাধিক ইতিহাসবেত্তা দাবী করেন যে, সে ছিল সালামিয়ার জনৈক ইয়াহূদী রঙকারক। আর এখনকার বর্ণনার উদ্দেশ্য হল, যে শীআপন্থী আবূ আবদুল্লাহ্ নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় আফ্রিকায় প্রবেশ করে। তারপর নিরবচ্ছিন্ন কৌশলের মাধ্যমে যিয়াদাতুল্লাহ আবূ মুযারের হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়, যিনি ছিলেন আফ্রিকায় বনূ আগলাবের সর্বশেষ বাদশা। এসময় সে তার মাখযূম মাহদীকে পূর্বদেশ থেকে আহ্বান করে। তখন তিনি আগমন করেন, কিন্তু দীর্ঘ দুর্ভোগের পরই তিনি তার কাছে পৌঁছতে সক্ষম হন। এসময় পথিমধ্যে তিনি আটকা পড়েন। তখন এই শীআ তাকে উদ্ধার করে এবং ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে। এসময় তার ভাই আহ্‌মদ তাকে ভর্ৎসনা করে বলে, এ তুমি কী করেছ? এই ব্যক্তির পরিবর্তে তুমিই তো এই ক্ষমতার একক কর্তৃত্ব লাভ করতে পারতে। তখন সে অনুতপ্ত হয়ে খলীফা মাহদীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে। মাহদী বিষয়টি আঁচ করতে পেরে কায়রুওয়ান প্রদেশের রাকাদা শহরে

---

১. আল-ইবাদী : হীরা অঞ্চলের ইবাদ-এর সাথে সম্পৃক্ত। এরা হল হীরায় বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের শাখা। তার ছিল খৃস্টান, বহুলোককে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। (ওফায়াতুল আয়ান, ১/২০৬), ২৯৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারীদের সাথে ইবনুল আছীর তার উল্লেখ করেছেন।

২ এই ব্যক্তি সানআর অধিবাসী, প্রথমে তিনি মক্কায় তারপর কাতামা ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হন সেখানে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বারবারীয় গোত্রসমূহ তার কর্তৃত্ব মেনে নেয়। (ইবনুল আছীর ৮/৩৩, ওফায়াতুল আয়ান, ২/১৯২)।

তাদের দুজনকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক প্রেরণ করেন। আর এটা হল ইব্‌ন খাল্লিকানের বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার।

২৯৯ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর তিনটি ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হয়। একটি রমাযান মাসে এবং দুটি যিলকদ মাসে। কয়েকদিন দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তা অদৃশ্য হয়ে যায়। এ বছরই পারস্য ভূখণ্ডে মহামারী দেখা দেয় যার কারণে সাত হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এছাড়া এবছরই খলীফা তার উযীর আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল ফুরাতের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে উযীরের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তার বাড়ি-ঘর বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে অতি জঘন্যভাবে তার বাড়ি-ঘর ছিনিয়ে নেয়া হয়। তারপর খলীফা উযীর নিয়োগ করেন আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খাকানকে। এই ব্যক্তি এক লক্ষ দীনারের বিনিময়ে খলীফা মু'তাদিদের জনৈকা উম্মুওয়ালাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল ফলে সে তার নিয়োগের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

এছাড়া এবছর মিসর, খুরাসান ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু উপহার উপঢৌকন আসে। এসবের মধ্যে রয়েছে মিসর থেকে আগত পাঁচ লক্ষ দীনার যা নাকি সেখানে প্রাপ্ত কোন গুপ্তধনের অংশ যা অনায়াসে অর্জিত যেমনটি দাবী করে থাকে নির্বোধ জনসাধারণ ও অন্যরা। আসলে এটা হল লোভী ও পাপী জনগণ এবং সাধারণ মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাতের জন্য সৃষ্ট চক্রান্ত ও ধোঁকা। এই গুপ্তধনের মাঝে একটি মনুষ্য বাহু পাওয়া গিয়েছিল যার দৈর্ঘ্য ছিল চার বিঘত আর প্রস্থ এক বিঘত। বর্ণিত আছে—তা হল আদ সম্প্রদায়ের কোন সদস্যের বাহু। আর আল্লাহ্ অধিক জানেন। মিসর থেকে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রীর মাঝে ছিল একটি পাঁঠা ছাগল যার ওলান ছিল এবং তা থেকে দুধ নিঃসৃত হত। এছাড়া একটি গালিচা ছিল যা ইব্‌ন আবূ সাজ তার উপহার সামগ্রীর মাঝে প্রেরণ করেছিলেন। যার দৈর্ঘ্য ছিল ৭০ গজ এবং প্রস্থ ছিল ৬০ গজ। ১০ বছরে তা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এসময় আরও মূল্যবান বস্তু উপহার-উপঢৌকন আসে খুরাসান থেকে যা প্রেরণ করেন আহ্‌মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আহ্‌মদ।

এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন দীর্ঘ সময় যাবৎ হজ্জ পরিচালনাকারী ফযল ইব্‌ন আব্দুল মালিক আল-আব্বাসী।

আর এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

আহ্‌মদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন ইবরাহীম আবূ আমর খাফফাফ

ইনি হলেন হাফিযে হাদীস। এক লক্ষ হাদীস তার মুখস্থ ছিল। ইনি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ এবং তাঁর সমশ্রেণীর মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন। এভাবে একাধারে তিনি ৩০ বছরের অধিককাল রোযা রাখেন। এছাড়া তিনি অধিক

দান সদকা করতেন। একবার এক প্রার্থী তার কাছে প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাকে ২ দিরহাম দেন, তারপর লোকটি আল্লাহ্র প্রশংসা করে ফলে তিনি তাকে আরও ৩ দিরহাম দান করেন। পুনরায় সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে, তিনি তখন তাকে মোট ১০ দিরহাম দেন। তারপর প্রার্থী আল্লাহ্র প্রশংসা করতে থাকে আর তিনি তাকে বাড়িয়ে দিতে থাকেন। এমনকি এভাবে তিনি তাকে ১০০ দিরহাম দান করেন। অবশেষে প্রার্থী লোকটি বলে, আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষাকারী ও চিরস্থায়ী সম্পদ দান করুন। তখন তিনি প্রার্থী লোকটিকে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি তুমি আল্লাহ্র প্রশংসা করতেই থাকতে তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে দিতে থাকতাম এমনকি দশ হাজার দিরহাম পর্যন্ত হলেও।

বাহলূল ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাহলূল

ইনি হলেন ইব্ন হাসসান ইব্ন সিনান আবূ মুহাম্মদ আত-তানূখী। তিনি ইসমাঈল ইব্ন আবূ উয়ায়স, সাঈদ ইব্ন মনসূর এবং মুসআব আয-যুবায়রী ও অন্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন একদল আলিম যাদের সর্বশেষ জন হলেন হাফিয আবূ বকর আল-ইসমাঈলী আল-জুরজানী। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধভাষী এবং সংরক্ষণকারী হাফিযে হাদীস। তিনি এবছর ৯৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ আবূ আলী আল-খারকী

ইনি হলেন ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের মাযহাব অনুসারে ফিক্হ শাস্ত্রের আল-মুখতাসার গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ছিলেন মারওয়াযির খলীফা। তিনি ঈদুল ফিতরের দিন ইন্তিকাল করেন এবং তাকে ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের কবরের নিকট দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মাগরিবী

এই ব্যক্তি পায়ে হেঁটে ৯৭ বার হজ্জ করেন। অন্ধকার রাতে খালি পায়ে তিনি এমনভাবে হাঁটতেন যেমনভাবে কেউ দিনের আলোয় হাঁটে। লোকজন পায়ে হেঁটে তার অনুসরণ করত এবং তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন, বহু বছর যাবৎ আমি কোন অন্ধকার দেখিনি। হাঁটার আধিক্য সত্ত্বেও তার পা দুটি ছিল যেন কোন বিলাসী নববধুর পা। তার রয়েছে সরস ও উপকারী কথামালা। মৃত্যুকালে তিনি তার শায়খ আলী ইব্ন রাযীন-এর পাশে সমাহিত হওয়ার অসিয়ত করেন। ফলে তাদের উভয়ের কবর হল তূর পাহাড়ে।

আবূ নুআয়ম বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মাগরিবী ছিলেন দীর্ঘায়ু ব্যক্তি। ১২০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার সমাধি তার শায়খ আলী ইব্ন রাযীনের কবরের কাছে তূরে সিনাই পর্বতে। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, সর্বোত্তম আমল হল ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তিকে আবাদ করা। তিনি আরও বলেন, 'ফকীর' ঐ ব্যক্তি যে জগতে কোন কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না তবে শুধু ঐ সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করে যার প্রতি সে অভাবী যাতে তার সাহায্য প্রার্থনা দ্বারা তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন যেমনভাবে তিনি তার প্রতি মুখাপেক্ষিতা দ্বারা তাকে সম্মানিত

করেছেন। তিনি আরও বলেন, সর্বনিকৃষ্ট অপদস্থ হল ঐ দরিদ্র যে কোন ধনীর মোসাহেবী করে এবং তার সামনে নত হয়। আর সর্বাপেক্ষা সম্মানী ঐ ধনী যে কোন দরিদ্রের সামনে নত হয় কিংবা তার সম্ভ্রম রক্ষা করে।

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়ছামা

ইনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয ইব্ন হাফিয। তার পিতা ইতিহাস সংকলনের কাজে তার সাহায্য গ্রহণ করতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন চৌকস, বুদ্ধিমান এবং হাফিয। তিনি এবছর যিলকদ মাসে ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন কায়সান আন-নাহবী

ইনি হলেন বিশিষ্ট নাহু শাস্ত্রবিদ। একই সাথে তিনি বসরী এবং কূফীদের মাযহাব সংরক্ষণ করতেন। ইব্ন মুজাহিদ তার সম্পর্কে বলেন, ইব্ন কায়সান নাহু শাস্ত্রের শীর্ষ গুরুদ্বয় মুবাররাদ ও ছা'লাবের চেয়ে অধিক নাহু জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া

ইনি হলেন আবূ সাঈদ। দামেশকের অধিবাসী। ইনি রিওয়ায়াত করেন ইবরাহীম ইব্ন সা'দ জাওহারী, আহ্মদ ইব্ন মানী', ইব্ন আবূ শায়বা ও অন্যদের থেকে। আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেন, আবূ বকর নাক্কাশ ও অন্যরা। এই মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে নিজ কাফনের বাহক ডাকা হত। আর তার কারণরূপে খতীব যা উল্লেখ করেছেন তা হল, তিনি বলেন, তার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে তার ইন্তিকালের পর তাকে নিয়ম সম্মতভাবে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তাকে কবরে দাফন করা হয়। তারপর যখন রাত হয় তখন জনৈক কাফন চোর তার কাফন চুরির উদ্দেশ্যে আসে এবং তার কবর খুঁড়ে লাশ বের করে। তারপর যখন সে তার কাফনের বন্ধন খুলে ফেলে তখন তিনি উঠে বসেন এবং কাফন চোর তখন ভীত-আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করে। এদিকে এই মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তার কাফনসহ কবর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নিজগৃহ অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে গিয়ে তিনি তার স্বজন-পরিজনকে তার শোকে কান্নাকাটি করতে শোনেন। তারপর তিনি দরজায় কড়া নাড়েন। তখন তারা প্রশ্ন করে, কে আপনি? তিনি বলেন, আমি অমুক। তখন তারা বলে, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমাদের দুঃখ বৃদ্ধি করো না। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অমুক। তারপর তারা তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারে এবং তাকে দেখে অবর্ণনীয় আনন্দ লাভ করে এবং আল্লাহ্ তাদের দুঃখকে আনন্দে পরিবর্তিত করে দেন। তারপর তিনি তাদেরকে তার সাথে কাফন চোরের কাহিনী উল্লেখ করেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় কোন কারণে তিনি মৃতবৎ নিশ্চল হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যু ঘটেনি, ফলে আল্লাহ্ তাঁর কুদরতে এই কাফন চোরকে তার কাছে পাঠান এবং সে তার কবর খুঁড়ে তাকে বের করে। ফলে তা তার জীবন রক্ষার কারণ হয়। তারপর তিনি কয়েক বছর জীবিত থাকেন। তারপর এবছর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

গৃহকর্ত্রী ফাতিমা

একবার খলীফা মুকতাদির তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার তাবৎ সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তার সম্পদ থেকে তিনি যা কিছু গ্রহণ করেন তার মধ্যে অন্যতম হল দুই লক্ষ দীনার। এরপর এবছর তিনি (ফাতিমা) তার নিজস্ব নৌযানে নিমজ্জিত হয়ে মারা যান।

৩০০ হিজরী সন

এবছর দাজলা নদীর পানি বৃদ্ধি পায় এবং বাগদাদে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এবছর জমাদিউছ ছানী মাসের ২৩ তারিখ বুধবার রাতে একাধিক উল্কাপিণ্ড খসে পড়ে। এছাড়া এবছর বাগদাদে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি বিস্তার লাভ করে এবং কুকুর এমনকি মরুপল্লীতে নেকড়ে পর্যন্ত জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। দিনের বেলায় তারা মানুষকে আক্রমণ করে বসত। আর যাকে কামড় দিত সে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হত। এবছর দীনাওয়ার অঞ্চলের একটি পাহাড় যা 'টিলা'রূপে পরিচিত ছিল উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তার তলদেশ থেকে বিপুল পানি উৎসারিত হয়ে একাধিক গ্রাম জনপদকে নিমজ্জিত করে। এছাড়া এবছর লুবনান[১] পাহাড়ের একাংশ সমুদ্রে ধসে পড়ে। এবছর একটি খচ্চর অশ্বশাবক প্রসব করে। এছাড়া হুসায়ন ইব্‌ন মনসূর হাল্লাজকে শূলবিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থায় সে চারদিন জীবিত ছিল, দুইদিন (বাগদাদের) পূর্বপ্রান্তে এবং দুইদিন পশ্চিমপ্রান্তে। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে।

এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন পূর্বোল্লিখিত আমীর ফযল ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-হাশিমী আল-আব্বাসী। আল্লাহ্ তাকে এর পূর্ণ বিনিময় দান করুন এবং তার এই আমল কবূল করুন।

আহওয়াস ইব্‌ন ফযল

ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন গাসসান আবূ উমাইয়া আল-গাললাবী বসরা ও অন্যান্য শহরের কাযী। তিনি তার পিতা থেকে তারীখ বর্ণনা করেছেন। একবার ইবনুল ফুরাত তার আশ্রয়ে আত্মগোপন করেন। তারপর তিনি যখন পুনরায় উযীর হন তখন আহওয়াস ইব্‌ন ফযলকে বসরা, আহওয়ায এবং ওয়াসিতের কাযী নিয়োগ করেন। আর তিনি ছিলেন পূতঃচরিত্র ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। তারপর ইবনুল ফুরাত যখন তার প্রতি বিরূপ হন তখন বসরার গভর্নর তাকে গ্রেফতার করে জেলে বন্দী করে। সেখানে বন্দী থাকা অবস্থাতেই এবছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোন কাযী জেলে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

---

১. লুবনান : এটি একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। যা তৎকালীন শামদেশে (অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের সম্মিলিত ভূখণ্ড) বিদ্যমান ছিল।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির

ইব্ন হুসায়ন ইব্ন মুসআব আবূ আহ্মদ আল-খুযাঈ। ইনি বাগদাদের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি যুবায়র ইব্ন বাককার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন সূলী ও তাবারানী। তিনি ছিলেন গুণী ও সাহিত্যসেবী। তাঁর রচিত অন্যতম কবিতা পঙক্তি হল :

حَقُّ التَّنَائِىْ بَيْنَ اَهْلِ الْهَوى - تَكَاتُبُ يُسْخِنُ عَيْنَ النَّوى

"প্রিয়জনদের মাঝে দূরত্বের দাবী হল এমন পত্র বিনিময় যা দূরত্বের চোখকে তপ্ত করে।"

وَفِى التَّدَانِىْ لاَ انْقَضِىْ عُمْرُه - تَزَاوُرُ يَشْفِىْ غَلِيْلَ الْجَوى .

"আর পারস্পারিক নৈকট্যে তার আয়ু যেন শেষ না হয়, এমন দর্শন হয়ে থাকে যা বিরহ যন্ত্রণাকে উপশম করে।"

ঘটনাক্রমে একবার তার জনৈকা বাঁদী অসুস্থ হয়ে বরফ খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, আর এই বাঁদী ছিল তার প্রিয়পাত্রী। কিন্তু তখন এক ব্যক্তি ছাড়া কারও কাছে বরফ ছিল না। এসময় তার প্রতিনিধি এক রতল বরফ কেনার জন্য তার সাথে দর-দাম করে। তখন ঐ বিক্রেতা প্রতি এক ইরাকী রতল বরফের দাম নির্ধারণ করে পাঁচ হাজার দিরহাম। কেননা বরফওয়ালা তাদের প্রয়োজনের তীব্রতার কথা জানতে পারে, এ অবস্থায় উক্ত প্রতিনিধি তার সাথে পরামর্শ করার জন্য ফিরে আসে। তখন তিনি তাকে বলেন, হতভাগা! যে কোন মূল্যে তা কিনে আন। এরপর লোকটি বরফওয়ালার কাছে ফিরে যায়। এবার বরফওয়ালা বলে এখন আমি তা দশ হাজারের কমে বিক্রি করব না। তখন সে তা দশ হাজারের বিনিময়ে ক্রয় করে। এরপর বাঁদীটি আরও বরফ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, আর সেটা ছিল বরফ বিক্রেতার সাথে তার যোগসাজশের মাধ্যমে। তখন লোকটি ফিরে এসে তার থেকে দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে আরেক রতল বরফ কিনে। এরপর দশ হাজারের বিনিময়ে আরেক রতল। আর বরফ বিক্রেতার কাছে দুই রতল বরফ অবশিষ্ট থাকে। তখন তার মন চায় তা থেকে রতল বরফ খেতে, যাতে সে বলতে পারে আমি দশ হাজার দিরহাম মূল্যের এক রতল বরফ খেয়েছি। ফলে সে তা খায় এবং সর্বশেষে তার কাছে এক রতল বরফ বাকী থাকে। এরপর যখন তার কাছে ঐ প্রতিনিধি আসে তখন সে তার কাছে ঐ সর্বশেষ রতল বরফ ত্রিশ হাজারের কমে বিক্রি করতে অস্বীকার করে। অগত্যা প্রতিনিধি ঐ মূল্যেই তা কিনে নেন। এরপর বাঁদীটি আরোগ্য লাভ করে এবং বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সদকা করে। এরপর তার মনিব বরফওয়ালাকে ডেকে পাঠায় এবং তাকে সেই সদকা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করে। ফলে সে এরপর অন্যতম ধনবান ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং ইব্ন তাহির তাকে নিজের সাহচর্যে রেখে সেবায় নিয়োগ করে। আর আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

আর ৩০০ হিজরীর সীমানায় আর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

কবি সানূবারী

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুরাদ আবূ বকর আয-যাববী আস-সানূবারী আল-হাম্বলী। হাফিয ইব্‌ন আসাকির বলেন, তিনি ছিলেন সুকবি, তিনি আলী ইব্‌ন সুলায়মান আখফাশ থেকে কবিতা বর্ণনা করেন। এরপর স্বরচিত বেশকিছু কবিতা পঙক্তি উল্লেখ করেন, তন্মধ্যে অন্যতম হল :

لاَ النَّوْمُ أَدْرِيْ بِهِ وَلاَ الأَرَقُ - يَدْرِيْ بِهذَيْنِ مَنْ بِهِ رَمَقُ ·

"আমি জানি না নিদ্রা কী আর অনিদ্রা কী? অথচ যার মাঝে প্রাণের ক্ষণতম আভাস রয়েছে সেও তা জানে।"

انَّ دُمُوْعِيْ مِنْ طُوْلِ مَا اسْتَبَقَتْ - كَلَّتْ فَمَا تَسْتَطِيْعُ تَسْتَبِقُ ·

"দীর্ঘকাল অগ্রবর্তী থাকার কারণে আমার অশ্রুধারা ক্লান্ত-শ্রান্ত, ফলে সে আর অগ্রবর্তী হতে পারে না।"

وَلِيَ مَلِكٌ لَمْ تَبْدُ صُوْرَتُه - مُذْ كَانَ الاَّ صَلَّتْ لَهَ الْحَدَقُ ·

"আমার একজন বাদশা আছেন যখনই তাঁর চেহারা প্রকাশ পায় তখনই আমার চোখের তারা অভিভূত হয়ে পড়ে।"

نَوَيْتُ تَقْبِيْلَ نَارِ وَجْنَتِهِ - وَخِفْتُ اَدْنُوْ مِنْهَا فَاَحْتَرِقَ ·

"আমি তার গণ্ডদেশের অগ্নি চুম্বনের ইচ্ছা করেছি এবং পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তার কাছে ঘেঁষতে আতঙ্কবোধ করেছি।"

তার রচিত আরও দুটি কবিতা পঙক্তি হল :

شَمْسٌ غَدَا يُشْبِهُ شَمْسًا غَدَتْ - وَخَدُّهَا فِي النُّوْرِ مِنْ خَدِّهِ

"আগামীকাল তিনি এমন সূর্যে পরিণত হবেন যা অস্তমিত সূর্যের ন্যায় এবং আলোর উত্তাপে সূর্যের গণ্ডদেশ তার গণ্ডদেশ সদৃশ।"

تَغِيْبُ فِيْ فِيْهِ وَلكِنَّهَا - مِنْ بُعْدِ ذَا تَطْلُعُ فِيْ خَدِّهِ ·

"যা তার মুখগহ্বরে অদৃশ্য হয় কিন্তু তা তার দূরত্বের কারণে তার গণ্ডদেশেই উদিত হয়।"

হাফিয বায়হাকী তাঁর শায়খ হাকিম থেকে, তিনি আবুল ফযল নাসর ইব্‌ন মুহাম্মদ আত-তূসী থেকে রিওয়ায়াত করে বলেন, আমাদেরকে আবূ বকর সানূবারী আবৃত্তি করে শোনান :

هَدَمَ الشَّيْبُ مَا بَنَاهُ الشَّبَابُ - وَالْغَوَانِيْ مَا عَصَيْنَ خِضَابُ

"যৌবন যা গড়েছিল বার্ধক্য তা ভেঙে দিয়েছে আর খিযাবের অবাধ্যতাকে ভেঙ্গেছে রূপসীরা।"

قَلْبُ الاَبْنُوسِ عَاجًا - فَلِلْأَعْيُنِ مِنْهُ وَالْقُلُوبِ انْقِلاَبُ

"আবনূস কাঠের গজদন্তে পরিণত হওয়া চক্ষুও হৃদয়ের বিরাট পরিবর্তন।"

وَضَلاَلٌ فِي الرَّأيِ اَن يَشْنَأ الْ بَازِيْ - عَلَى حُسْنِه وَيَهْوِيْ الْغُرَابُ ٠

"আর ঈগল পাখিকে তার সৌন্দর্যের কারণে ঈর্ষা করা আর তার পরিবর্তে কাককে পছন্দ করা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিভ্রান্তি।"

এছাড়া ইব্‌ন আসাকিরের বর্ণনায় তার এক দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুধ ছাড়ানোর কারণে সে সন্তানের তার বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকার বিবরণ রয়েছে :

مَنَعُوهُ اَحَبَّ شَيْءٍ اِلَيْهِ - مِنْ جَمِيْعِ الْوَرى وَمِنْ وَالِدَيْهِ

"তারা তাকে তার প্রিয়তম বস্তু থেকে বঞ্চিত করেছে যে বস্তু তার কাছে সকল সৃষ্টি থেকে এবং তার পিতা-মাতা থেকে অধিক প্রিয়।"

مَنَعُوهُ غِزَاهُ وَلَقَدْ كَانَ - مُبَاحًا لَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ

"তারা তাকে তার খোরাক থেকে বঞ্চিত করেছে অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেও তা তার জন্য বৈধ ও হাতের নাগালে ছিল।"

عَجَابًا لَهُ عَلَى صِغَرِ السِّنِّ - هَوى فَاهْتَدى الْفِرَاقُ اِلَيْهِ ٠

"তার বিষয়টি আশ্চর্যনজক, শিশু হয়েও যখনই সে আসক্তিবোধ করেছে তখনই বিচ্ছেদ তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ইবরাহীম ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ

ইবনুল মুওয়াল্লাদ, আবূ ইসহাক আস-সূফী, রাক্কা শহরের ওয়ায়িজ এবং সেখানকার অন্যতম শায়খ। তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন এবং আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জালা আদ-দামেশকী, জুনায়দ এবং আরও একাধিক ব্যক্তি থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন তাম্মাম ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী। ইব্‌ন আসাকির তাঁর কবিতায় কবিতা পঙক্তি উল্লেখ করেছেন :

لَكَ مِنِّيْ عَلَى الْبِعَادِ نَصِيْبُ - لَمْ يَنَلْهُ عَلَى الدُّنُوِّ حَبِيْبُ ٠

"দূরবর্তী হয়েও তুমি আমার যে প্রেম-ভালবাসা লাভ করে থাক তা নিকটবর্তী হওয়ার পরেও কোন প্রিয়জন লাভ করতে পারে না।"

وَعَلَى الطَّرْفِ مِنْ سِوَاكَ حِجَابُ - وَعَلَى الْقَلْبِ مِنْ هَوَاكَ رَقِيْبُ ٠

"তুমি ব্যতীত অন্য কারও ব্যাপারে আমার চোখের উপর আবরণ রয়েছে, আর আমার অন্তরে রয়েছে তোমার ভালবাসার পাহারাদার।"

زَيَّنَ فِيْ نَاظِرِيْ هَوَاكَ وَقَلْبِيْ - وَالْهَوى فِيْهِ رَائِعٌ وَمَشُوْبُ ٠

"আমার চোখে ও আমার অন্তরে তোমার ভালবাসাকে সুশোভিত করা হয়েছে, আর প্রেমভালবাসায় খাঁটি ও ভেজাল বিদ্যমান।"

كَيْفَ يُغْنِىْ قُرْبُ الطَّبِيْبِ عَلِيْلا – اَنْتَ اَسْقَمْتَه وَاَنْتَ الطَّبِيْبُ .

"চিকিৎসকের নৈকট্য কীভাবে অসুস্থের কাজে আসবে তুমিই তাকে অসুস্থ করেছ আর তুমিই তার চিকিৎসক।"

اَلصَّمْتُ آمِنٌ مِنْ كُلِّ نَازِلَةٍ – مَنْ نَالَهُ نَالَ اَفْضَلَ الْغَنَمِ .

"নিশ্চুপতা সকল আপদ থেকে মুক্ত, যে ব্যক্তি তা লাভ করল সে সর্বোত্তম গনীমত লাভ করল।"

مَا نَزَلَتْ بِالرِّجَالِ نَازِلَةٌ – اَعْظَمُ ضَرًا مِنْ لَفْظَةِ نَعَمٍ .

"হ্যাঁ শব্দের চেয়ে ক্ষতির কোন আপদ মানুষের উপর আপতিত হয়নি।"

عَثْرَةُ هذَا اللِّسَانِ مُهْلِكَةٌ – لَيْسَتْ لَدَيْنَا كَعَثْرَةِ الْقَدَمِ .

"এই জিহ্বার স্খলন বিধ্বংসী আমাদের কাছে তা পদস্খলনের মত (লঘু) নয়।"

اِحْفَظْ لِسَانًا يُلْقِيْكَ فِىْ تَلَفٍ – فَرُبَّ قَوْلٍ اَذَلَّ ذَا كَرَمٍ .

"এমন জিহ্বাকে সংযত রাখ যে তোমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করবে। কেননা একটি মাত্র কথাও কখনও সম্মানিত ব্যক্তিকে অপদস্থ করে।"

৩০১ হিজরী সন

এ বছরই হুসায়ন ইব্‌ন হামদান গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালনা করেন এবং রোমক ভূখণ্ডের বহু দুর্গ জয় করেন। এসময় তিনি অগণিত শত্রুযোদ্ধা হত্যা করেন। এছাড়া এ বছরই খলীফা মুকতাদির মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহকে তার উযীরের পদ থেকে অপসারিত করেন এবং ঈসা ইব্‌ন আলীকে সে পদে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন ন্যায়বিচার, সদাচার ও সত্যের অনুসারী অন্যতম শ্রেষ্ঠ উযীর। এ বছর জুলাই-আগস্ট মাসে বাগদাদে রক্তসংক্রান্ত রোগব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয়। ফলে সে কারণে বহুসংখ্যক বাগদাদবাসী প্রাণ হারায়। এছাড়া এবছরই ওমান শাসকের উপঢৌকন বাগদাদে পৌঁছে। তন্মধ্যে ছিল একটি শ্বেত খচ্চর এবং একটি কৃষ্ণ হরিণ। এবছর শাবান মাসে খলীফা মুকতাদির বাগদাদের বাবে শাম্মাসিয়া পর্যন্ত অশ্বে আরোহণ করে গমন করেন এরপর দাজলা পাড়ে অবস্থিত তার প্রাসাদের দিকে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল জনসমক্ষে তাঁর প্রথম আরোহণ।

এছাড়া এবছর উযীর আলী ইব্‌ন ঈসা কারামাতীদের শীর্ষগুরু আবূ সাঈদ আল-হাসান ইব্‌ন বাহরাম আল-জানাবীর সাথে পত্র বিনিময়ের ব্যাপারে খলীফা মুকতাদিরের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি এক দীর্ঘ পত্র লিখেন। এতে তিনি তাকে আনুগত্যের আহ্বান জানান এবং তার সালাত ও যাকাত বর্জন, গর্হিত কর্মে লিপ্ত

১. তাবারী (১১/৪০৮), ফাখরী পৃ. (২৬৭), মুরূজুয যাহাব (৪/৩৪২)-এ আছে : আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন জাররাহ, ফাখরী তার মন্ত্রীত্ব কালের সারমর্ম উল্লেখ করেছেন, তার উযীর থাকাকালীন ছিল অত্যন্ত সুসময়। সূলী বলেন, বনূ আব্বাসের আলী ইব্‌ন ঈসার ন্যায় কোন উযীর ছিল না।

হওয়া এবং তাদের কর্তৃক আল্লাহ্র যিকর, তাসবীহ্ ও হামদের সমালোচনা করা, ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা, স্বাধীনা নারীদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করা ইত্যাদি কারণে তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন। এরপর তিনি তাকে যুদ্ধের ভয় দেখান এবং হত্যার হুমকি দেন। পরে যখন দূত পত্র নিয়ে তার সাক্ষাতে রওয়ানা হয় তখন পত্র পৌঁছার পূর্বেই আবূ সাঈদ নিহত হয়। তার জনৈক অনুচরই তাকে হত্যা করে। আর ইতোপূর্বে সে তার পর পুত্র সাঈদের জন্য কর্তৃত্ব অর্পণ করে। কিন্তু সাঈদের ভাই আবূ তাহির সুলায়মান ইব্ন আবূ সাঈদ এ ব্যাপারে তাকে পরাজিত করে। এরপর সে যখন উযীরের পত্রপাঠ করে তখন সে তার উত্তর প্রদান করে যার মর্ম হল : তোমরা আমাদেরকে উল্লিখিত যে সকল অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত করছ তা তোমাদের কাছে অন্যায়রূপে সাব্যস্ত হয়েছে এমন লোকদের মাধ্যমে যারা আমাদের বদনাম করে থাকে। আর খলীফা যদি আমাদেরকে কুফুরির সাথে সম্পৃক্ত করে থাকেন তাহলে আর তিনি কীভাবে আমাদেরকে আনুগত্যের আহ্বান জানান। আর এবছরই বিখ্যাত হুসায়ন ইব্ন মনসূর হাল্লাজকে বাগদাদে আনা হয়। সে এক উটে আরোহী হয় এবং তার এক অনুচর আরেকটি উটে আরোহণ করে। এসময় ঘোষক তার পরিচয় ঘোষণা করছিল—এ হল কারামাতীদের একজন প্রচারক তোমরা তাকে চিনে নাও। এরপর তাকে আটক করে রাখা হয় এবং উযীরের মজলিসে হাযির করা হয়। উযীর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেখেন সে কুরআন পড়তে পারে না এবং ফিক্হ ও হাদীসের কিছুই জানে না। তদ্রূপ আরবী ভাষা, ইতিহাস এবং কাব্যবিদ্যায়ও তার কোন জ্ঞান নেই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের যে প্রমাণ পত্র পাওয়া যায় তা হল যে তার কাছে কয়েকটি লিখিত চামড়ার টুকরা পাওয়া যায় যাতে সে লোকদেরকে গোমরাহী, মূর্খতা এবং বিভিন্ন প্রকার ইঙ্গিত সূচক বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সে তার লিখিত বিষয়াদিতে প্রায়ই এই কথা উল্লেখ করেছে—কল্যাণময় ঐ সত্তা যে বিক্ষিপ্ত জ্যোতির অধিকারী। এসব দেখে উযীর তাকে বলেন, পবিত্রতা ও ফরয বিধান শিক্ষা করা তোমার জন্য ঐ সকল অর্থহীন পত্রাদি রচনা করার চেয়ে বেশি উপকারী। আর তোমার শিষ্টাচার শিক্ষা করাও খুবই প্রয়োজন। এরপর তিনি নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকে লোকদের জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাস্তিমূলকভাবে শূলবিদ্ধ করে রাখা হয়। এরপর তাকে নামিয়ে দারুল খিলাফতে নিয়ে বসান হয়। তখন সে সকলের সামনে এমনভাব প্রকাশ করতে থাকে যেন সে সুন্নাতের অনুসারী যাহিদ। আর তার এই কথায় দারুল খিলাফতের অনেক মূর্খ খাদিম, অনুচর ও অন্যরা বিভ্রান্ত হয় এমনকি তারা তার পরিধেয় কাপড় স্পর্শ করে বরকত লাভ করতে থাকে। সে যখন অধিকাংশ ফকীহ ও সূফীদের ঐকমত্যের সিদ্ধান্তে নিহত হয় তখন তার কী পরিণতি হয়েছিল তার বিবরণ অচিরেই আসছে।

এবছরের শেষ দিকে বাগদাদে তীব্র মহামারী দেখা দেয়, যে কারণে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। বিশেষত 'হারবিয়া' মহল্লায়। সেখানকার অধিকাংশ বাড়ি-ঘর অধিবাসীশূন্য হয়ে পড়ে।

আর এবছর হজ্জ লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন পূর্বোল্লিখিত আমীর।

এছাড়া এবছর যে সকল বিশিষ্টজন ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ শাফিঈ

ইনি একাধারে আলিম ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। তার অন্যতম পরিচয় হল তিনি ছিলেন আবূ বকর আল-ইসমাঈলীর শিষ্য।

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ

ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন মুসতাফায দীনাওয়ারের কাযী আবূ বকর আল-ফারইয়াবী। জ্ঞান অন্বেষণে তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন এবং বহু সংখ্যক শায়খ থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর শায়খদের অন্যতম হলেন কুতায়বা, আবূ কুরায়ব এবং আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন আবুল হুসায়ন ইবনুল মুনাদী, নাজ্জাদ, আবূ বকর শাফিঈ এবং আরও অনেকে। তিনি বাগদাদকে স্থায়ী নিবাসরূপে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক হাফিযে হাদীস। তাঁর দরসের হালকায় যারা সচরাচর উপস্থিত হত তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজারের মত। যার মাঝে শ্রুতিলিপি লেখক ছিল তিনশর অধিক। আর দোয়াত-কলম নিয়ে উপস্থিত থাকত দশ হাজার। এবছর মুহাররম মাসে তিনি ৯৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে তিনি তার নিজের জন্য কবর খনন করে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি সেখানে এসে দাঁড়াতেন কিন্তু সেখানে সমাহিত হওয়া তার জন্য নির্ধারিত ছিল না বরং অন্য একস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি যেখানে আছেন আল্লাহ্ সেখানেই তাকে রহম করুন।

আবূ সাঈদ আল-জানাবী আল-কারামাতী

সে হল কারামাতীদের শীর্ষগুরু। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। তার কর্তৃত্ব ছিল বাহরাইন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

আলী ইব্‌ন আহ্‌মদ আররাসিবী সে ওয়াসিত থেকে শাহরবূর ও অন্যান্য এলাকায় কর্তৃত্বাধিকারী ছিল। সে বহু ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছিল। তন্মধ্যে ছিল নগদ দশ লক্ষ দীনার এবং এক লক্ষ দীনার ওজনের স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র। এছাড়া ছিল এক হাজার ষাঁড়, গরু এবং এক হাজার ঘোড়া, উট ও খচ্চর।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ শাওয়ারীক

সে আহনাফ নামে পরিচিত। তার পিতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে এই ব্যক্তি তার স্থলাবর্তীরূপে মদীনাতুল মনসূরের কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। আর তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন রজব মাসে। তাদের দুজনের মৃত্যুকালের ব্যবধান ছিল ৭৩ দিন। তাদের দুজনকে একই স্থানে সমাহিত করা হয়।

এছাড়া রয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন আল-বারদাঈ, হাফিয ইব্‌ন নাজিয়া।[১] আর আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত।

৩০২ হিজরী সন

এবছর এমর্মে খাদিম মু'নিসের পত্র আসে যে সে রোকমকদের বিরুদ্ধে গুরুতর আক্রমণ চালিয়েছে এবং তাদের ১৫০ জন পাদ্রীকে বন্দী করেছে। তখন মুসলমানরা তাতে উৎফুল্ল হয়। এছাড়া এবছর খলীফা মুকতাদির তার পাঁচ পুত্রের সুন্নতে খাৎনা করান এবং তাদের খাৎনা উৎসবে ছয় লক্ষ দীনার ব্যয় করেন। অবশ্য তিনি তাদের পূর্বে এবং তাদের সাথে বেশকিছু ইয়াতীমেরও সুন্নতে খাৎনা করান এবং তাদেরকে নগদ অর্থ ও পরিধেয় দান করেন। ইনশাআল্লাহ্ এটা সৎকর্ম। এবছর মুকতাদির আবূ আলী ইব্‌ন জাসসাদের যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তার থেকে এক কোটি ষাট লাখ দীনার উসুল করেন, যা ছিল মূল্যবান তৈজসপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদের অতিরিক্ত।

এছাড়া এবছর খলীফা তার পুত্রদেরকে মকতবে প্রেরণ করেন। আর সেটা ছিল এক স্মরণীয় দিন। আর এবছর উযীর বাগদাদের হারবিয়া এলাকায় বিপুল অর্থব্যয়ে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল আল-হাশিমী। এসময় বেদুঈন আরব এবং কারামাতীরা ফেরত হাজীদের কাফেলা লুণ্ঠন করেন এবং তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ছিনতাই করে। এসময় তারা বহুসংখ্যক হাজীকে হত্যা করে এবং দুইশর[২] বেশি স্বাধীনা নারীকে যুদ্ধবন্দী করে। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।

এছাড়া এবছর যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

বিশর ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মনসূর

ইনি হলেন শাফিঈ ফকীহ আবুল কাসিম, মিসরের অধিবাসী 'আরাকের গোলাম' নামে পরিচিত। আর সে হল বাদশার অন্যতম অনুচর। সে ডাক বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তারপর সে এই ব্যক্তিকে নিয়ে মিসরে আগমন করে এবং সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে।

এছাড়া রয়েছে উরায়বের গায়িকা বাঁদী বাদআ। আগ্রহী খলীফাদের কারও পক্ষ থেকে তার মনিবকে এক লক্ষ বিশ হাজার দীনার তার মূল্য স্বরূপ প্রদানের প্রস্তুতি নেয়া হয়। এরপর

---

১. আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাজিয়া ইব্‌ন নাজবা আল-বারবারী বাগদাদী। তিনি সুআয়দ ইব্‌ন সাঈদ আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন গিয়াস এবং তাদের স্তরের মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন ইবনুল জাআবী, ইসহাক না'আলী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুযাফ্ফর।

২ তাবারী (১১/৪০৯), দুশ আশি; ইবনুল আছীর (৮/৯০) দুশ পঞ্চাশ।

বিষয়টি তার সামনে পেশ করা হয় কিন্তু সে তার মনিবের বিচ্ছেদ অপছন্দ করে। তখন তার মনিবের নিজ মৃত্যুর পর তাকে স্বাধীনা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে তার মৃত্যু এবছর পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। এই স্ত্রীলোক এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং সহায়-সম্পত্তি রেখে যান যা সাধারণ কোন পুরুষ মানুষও রেখে যায় না।

কাযী আবূ যুরআ মুহাম্মদ ইব্ন উসমান আশ-শাফিঈ

প্রথমে মিসরের এরপর দামেশকের কাযী। তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সিরিয়ায় ইমাম শাফিঈর মাযহাব অনুসারে ফয়সালা করেন এবং সেখানে এর প্রসার ঘটান। আর ইতোপূর্বে সিরিয়াবাসীরা ইমাম আওযাঈর মৃত্যুকাল থেকে এবছর পর্যন্ত তার মাযহাবের অনুসারী ছিল। অবশ্য এরপরও বহুলোক তাঁর মাযহাব আঁকড়ে থাকেন। আর আবূ যুরআ ছিলেন আস্থাভাজন, ন্যায়পরায়ণ এবং নেতৃস্থানীয় বিচারক। তিনি মূলত আহলে কিতাব বা ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত। এরপর ইসলাম গ্রহণ করে এই স্তরে উন্নীত হন। আর ইতোপূর্বে طبقات الشافعية -এ আমরা তার জীবনী উল্লেখ করেছি।

৩০৩ হিজরী সন

এবছর খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ হারামায়ন শরীফায় ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং ভূসম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন। এসময় তিনি কাযীবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বান করেন এবং তার ঐ ওয়াকফের ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষী করেন। এছাড়া এবছর একদল বেদুঈন বন্দী তার সামনে উপস্থিত করা হয়, যারা ইতোপূর্বে হাজীদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছিল। ফলে তখন আর জনসাধারণকে নিবৃত্ত করা গেল না, তারা তাদেরকে নিজ হাতে হত্যা করল। অবশ্য সুলতানের পূর্বে তাদের প্রতি এই বাড়াবাড়ির অপরাধে তাদের কাউকে কাউকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া এবছর বাগদাদের কাঠের বাজারে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ফলে গোটা বাজার পুড়ে ভস্মীভূত হয়।

এবছর যিলহজ্জ মাসে খলীফা মুকতাদির ১৩ দিন অসুস্থ থাকেন। তাঁর দীর্ঘ খিলাফতকালে এই অসুস্থতা ছাড়া তিনি আর অসুস্থ হননি।

এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল আল-হাশিমী। এছাড়া এবছর উযীর হাজীদের উপর কারামাতীদের আক্রমণের আশঙ্কায় তাদের কাছে সতর্কতামূলক পত্র প্রেরণ করেন, তাদেরকে তাতে ব্যস্ত রাখার জন্য। তখন কোন কোন সচিব তার প্রতি কারামাতীদের সাথে পত্রালাপের অপবাদ আরোপ করেন। পরবর্তীতে যখন তার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেল তখন তিনি মানুষের অনেক প্রিয়পাত্রে পরিণত হলেন।

এছাড়া এবছর আরও যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

নাসাঈ আহ্মদ ইব্ন আলী

ইব্ন শুআয়ব ইব্ন আলী ইব্ন সিনান ইব্ন বাহর ইব্ন দীনার, আবূ আবদুর রহমান আন-নাসাঈ, সুনান রচয়িতা। সমকালীন ইমাম এবং সমসাময়িকদের মাঝে অগ্রবর্তী ও শ্রেষ্ঠ।

তিনি বিভিন্ন এলাকায় সফর করে হাদীস শ্রবণ এবং দক্ষ ইমামদের সাহচর্য লাভে ব্যস্ত থাকেন। এ সময়ই তিনি তাঁর ঐ সকল শায়খরে সাহচর্য লাভ করেন যাদের থেকে তিনি মৌখিকভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আমাদের গ্রন্থ তাকমীলে আমরা তাদের উল্লেখ করেছি এবং সেখানে তার জীবনীও উল্লেখ করেছি। তাঁর থেকে বহুজন রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তিনি আস-সুনান আল-কাবীর সংকলিত করেন। এরপর তা থেকে কয়েকগুণ ছোট আকৃতিতে হাদীস বাছাই করে আরেকটি সংকলণ করেন। আমার (ইব্‌ন কাছীর) এই উভয়গ্রন্থ শোনার সুযোগ ঘটেছে। সংকলনে তাঁর সংরক্ষণ, কুশলতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বাস, জ্ঞান ও অবগতির প্রকাশ ঘটেছে। হাকিম দারাকুতনী থেকে বর্ণনা করেন, আবূ আবদুর রহ্‌মান আন-নাসাঈ তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তী। তাঁর সংকলিত সুনানকে আস-সহীহ বলা হত। আবূ আলী হাফিয বলেন, **রাবীদের ক্ষেত্রে নাসাঈর শর্ত ইমাম মুসলিমের শর্তের চেয়ে কঠিন**। তিনি ছিলেন মুসলমানদের অন্যতম ইমাম বা শীর্ষস্থানীয় আলিম। তিনি আরও বলেন, তিনি হলেন অবিসংবাতিভাবে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম। হাফিয আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুযাফফর বলেন, আমি মিসরে আমার শায়খদের তাঁর অগ্রবর্তিতা ও নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতে শুনেছি। তাঁরা দিনে ও রাতে তাঁর ইবাদত সাধনা এবং হজ্জ ও জিহাদে তার ধারাবাহিকতা কথা বর্ণনা করতেন।

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, **তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন**। তার ছিল চারজন **স্ত্রী এবং দুজন বাঁদী**। তার যৌনাকাঙ্খা ছিল তীব্র। তিনি ছিলেন সুশ্রী ও উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের অধিকারী। বলা হয় তিনি স্ত্রীদের সাথে যেমন অধিকার বন্টন করতেন তদ্রূপ **বাঁদীদের সাথেও**। দারাকুতনী বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন হাদ্দাদ বহু হাদীসের রাবী তবে তিনি নাসাঈ ব্যতীত কারও থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেননি। তিনি বলেন, আমার ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে প্রমাণরূপে আমি তাঁকে পেয়েই সন্তুষ্ট। ইব্‌ন ইউনুস মন্তব্য করেন, নাসাঈ ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য হাফিয এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ৩০২ হিজরীতে তিনি মিসর থেকে বের হন। ইব্‌ন আদী বলেন, আমি ফকীহ মনসূরকে এবং আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম আত-তাহাবীকে বলতে শুনেছি, আবূ আবদুর রহ্‌মান নাসাঈ হলেন মুসলমানদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইমাম। একইভাবে আরও একাধিক ইমাম তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রবর্তিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি হিমস শহরের শাসনভার গ্রহণ করেন। আমি তা শ্রবণ করেছি আমাদের শায়খ মুযযী থেকে তাবারানীর রিওয়ায়াতে তার মধ্যম মু'জামে তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিমসের প্রশাসক আহ্‌মদ ইব্‌ন শুআয়ব। বর্ণনাকারীরা উল্লেখ করেন যে তাঁর স্ত্রী ছিল চারজন। আর তিনি ছিলে অতি সুপুরুষ, তাঁর **মুখমণ্ডল ছিল যেন উজ্জ্বল প্রদীপ**। প্রতিদিন তিনি একটি মোরগ আহার করতেন এবং তারপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আঙুরের হালাল তাড়ি পান করতেন। তার সম্পর্কে একথাও বলা হয়েছে, তাকে কিছুটি শীআ ঘেঁষা গণ্য করা হয়।

বলা হয়, তিনি যখন দামেশকে প্রবেশ করেন তখন তথাকার অধিবাসীরা তাকে হযরত মুআবিয়ার ফযীলত সম্পর্কিত কিছু হাদীস বর্ণনা করার অনুরোধ জানায়। তখন তিনি বলেন, মুআবিয়ার জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, তিনি একটি মাথার বিনিময়ে আরেকটি মাথা হরণ করেছেন এমনকি তার ফযীলত বয়ান করতে হবে? এসময় লোকজন উঠে তার কোমরে ধাক্কা দিতে দিতে তাকে জামে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। তখন তিনি সেখান থেকে মক্কায় গমন করেন এবং এবছর সেখানেই ইন্তিকাল করেন এবং সমাধিস্থ হন। হাকিম এমনভাবেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইস্পাহানীর সূত্রে তার শায়খদের উদ্ধৃতিতে। দারাকুতনী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন তাঁর সমসাময়িক কালে মিসরের সবচেয়ে বড় ফকীহ এবং সহীহ ও দুর্বল হাদীস এবং হাদীসের রাবীদের ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি যখন এই স্তরে উন্নীত হন তখন তাঁর সমসাময়িক অনেকে তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন এবং তিনি রামাল্লায় গমন করেন সেখানেও তাকে হযরত মুআবিয়ার ফযীলত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি নিরবতা অবলম্বন করেন। ফলে লোকজন তাঁকে জামে মসজিদে প্রহার করে। এসময় তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা আমাকে মক্কার দিকে বের করে দাও। তখন অসুস্থ অবস্থায় তারা তাকে মক্কার দিকে বের করে দেয়। এরপর তিনি শহীদ অবস্থায় নিহত হন। আল্লাহ্ তাকে যে সকল বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন তার সাথে তিনি শেষ জীবনে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

তিনি ৩০৩ হিজরীতে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল গনী ইব্ন নুকতা তাঁর তাকয়ীদে বলেন, আর তাঁর হস্তাক্ষর এবং হাফিয আবূ আমির মুহাম্মদ ইব্ন সাদূন আবদারীর হস্তাক্ষর থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি : আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ ফিলিস্তীনের শহর রামাল্লায় ৩০৩ হিজরীর সফর মাসের ১০ তারিখ রবিবার ইন্তিকাল করেন এবং বায়তুল মাকদিসে সমাধিস্থ হন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তিনি এবছর শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত আলী (রা) এবং আহলে বায়তের ফযীলত সম্পর্কে আল-খাসাইস রচনা করেন। কেননা তিনি যখন ৩০২ হিজরীতে দামেশকে আগমন করেন তখন তার অধিবাসীদের মাঝে হযরত আলীর প্রতি বিরূপ মনোভাব লক্ষ করেন। এসময় তারা যখন তাকে হযরত মুআবিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তিনি তাদেরকে যা বলার তা বলেন। তখন তারা তার অণ্ডকোষে আঘাত করলে তিনি সে কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন ইউনুস এবং আবূ জা'ফর আত-তাহাবী এমনই উল্লেখ করেছেন যে তিনি এবছর সফর মাসে ফিলিস্তীনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জন্মকাল ছিল ২১৪ কিংবা ২১৫ হিজরীর কাছাকাছি সময়। সে মতে তাঁর বয়স ছিল ৮৮ বছর।

হাসান ইব্ন সুফিয়ান

ইব্ন আমির ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন নু'মান ইব্ন আতা, আবুল আব্বাস আশ-শায়বানী আন-নাসাবী, খুরাসানের মুহাদ্দিস। হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞানার্থীরা আগমন করত। তিনি নিজেও বিভিন্ন দেশে গমন করেন এবং

ফকীহ আবূ ছাওরের নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁর মাযহাব অনুসারে ফতওয়া দিতেন। তিনি সাহিত্য জ্ঞান লাভ করেন নযর ইব্‌ন শুমায়লের শিষ্যদের থেকে। খুরাসানে তিনিই ছিলেন সকল জ্ঞানার্থীর ভ্রমণ তীর্থ। তাঁর অন্যতম একটি আশ্চর্য ঘটনা হল, হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এবং তার সতীর্থদের একটি দল মিসরে অবস্থান করছিলেন। এসময় তারা নিদারুণ আর্থিক সংকটে পতিত হন, এমনকি তিনদিন অনাহারে কাটান। এমন কিছু তাদের কাছে ছিল না যা তারা বিক্রি করে খাবার সংগ্রহ করতে পারতেন। অবস্থা তাদেরকে অন্যের কাছে হাতপাতার স্তরে পৌঁছে দিল। কিন্তু তাদের মন তা থেকে ঘৃণাবোধ করল এবং তারা তা থেকে বিরত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু অবস্থা তাদেরকে সেই সিদ্ধান্তে বাধ্য করল। তখন তারা নিজেদের মাঝে লটারী করলেন, তাদের মধ্য থেকে কোনজন এই দায়িত্ব পালন করবেন। তখন লট্যারীতে এই হাসান ইব্‌ন সুফিয়ানের নাম উঠল। এ অবস্থায় তিনি লোকদের মজলিস থেকে উঠে মসজিদের এক নির্জন কোণে গেলেন এবং দীর্ঘ দুই রাকআত নামায পড়লেন। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর কাছে তাঁর মহান নামসমূহের অসীলায় প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি নামায শেষ করতে না করতেই মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক সুঠামদেহী সুদর্শন যুবক তাদের সাথে প্রবেশ করে বলল, হাসান ইব্‌ন সুফিয়ান কোথায়? (হাসান বলেন) তখন আমি বললাম, আমি। তখন সে বলল, আমাদের আমীর তূলূন আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনাদের ব্যাপারে অবহেলার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। এখানে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য ১০০ করে দীনার রয়েছে। তখন আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম, কিসে তাকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করল? তখন সে বলল, আজ তিনি একাকী অবস্থান করতে চেয়েছিলেন। এসময় তিনি যখন ঘুমিয়েছিলেন হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখলেন শূন্য থেকে তাঁর কাছে জনৈক অশ্বারোহী উদ্যত বর্শা হাতে আসল। এরপর সে জোরপূর্বক তার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং বর্শার পশ্চাদভাগ দিয়ে তার কোমরে গুঁতো দিয়ে বলল, উঠ, হাসান ইব্‌ন সুফিয়ান এবং তার সাথীদের ব্যবস্থা কর। উঠ, যাও, তাদের ব্যবস্থা কর, উঠ, যাও তাদের ব্যবস্থা কর। ৩ দিন যাবৎ তারা অমুক মসজিদে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? তিনি তখন বললেন, আমি হলাম জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতা রিযওয়ান। এ স্বপ্ন দেখে আমীর জেগে উঠলেন, এসময় তিনি তার কোমরে তীব্র ব্যথা অনুভব করছিলেন। তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাদের কাছে আপনাদের এই হাত খরচ পাঠিয়ে দিলেন। এ ঘটনার পর তিনি নিজে তাদের সাক্ষাতে আসেন এবং উক্ত মসজিদের আশেপাশের ভূসম্পত্তি ক্রয় করে সেখানে আগমনকারী হাদীস শিক্ষার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। আল্লাহ্‌ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আর হাসান ইব্‌ন সুফিয়ান ছিলেন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় হাফিযে হাদীস এবং মুহাদ্দিস। একবার তাঁর কাছে একদল হাফিযে হাদীস সমবেত হয়েছিলেন, তন্মধ্যে ছিলেন ইব্‌ন জারীর ও

অন্যরা। (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে) তারা তাঁকে কয়েকটি হাদীস শোনাল, এসময় তারা এগুলোর সনদ পরিবর্তন করতে থাকেন যাতে তারা তার জ্ঞানের গভীরতা অনুধাবন করতে পারেন। এরপর তাঁরা যে সকল সনদ পরিবর্তন করেছিলেন তিনি তার সবগুলোকে যথাযথভাবে উল্লেখ করেন, অথচ তখন তার বয়স ৭০ বছর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ছিলেন পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হাফিযে হাদীস। তাঁর বর্ণিত হাদীসের কোন অংশ বিস্মৃত হতেন না।

রুওয়াম ইব্ন আহ্মদ

বলা হয় ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন রুওয়াম ইব্ন ইয়াযীদ, আবুল হাসান। আবার কারও কারও মতে আবূ মুহাম্মদ অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সূফী। তিনি কুরআন ও এর অর্থ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি দাঊদ ইব্ন আলী আয-যাহিরীর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, রুওয়াম ৪০ বছর পার্থিব মোহকে গোপন রেখেছিলেন, অর্থাৎ তিনি ৪০ বছর তাসাওউফ অবলম্বন করেছিলেন। ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক যখন বাগদাদের কাযী মনোনীত হন তখন তিনি তাকে তার তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। এরপর তিনি সূফীবাদ বর্জন করেন এবং রকমারি বস্ত্র পরিধান করেন, অশ্বে আরোহণ করেন, সুস্বাদু আহারাদি গ্রহণ করেন এবং বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ করেন।

যুহায়র ইব্ন সালিহ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাম্বল

তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেন আবূ বকর আহ্মদ ইব্ন সুলায়মান আন-নাজ্জাদ। ইনি নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। যুবক অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। দারাকুতনী এমনই বলেছেন।

আবূ আলী আল-জুব্বাঈ

এই ব্যক্তি হল মু'তাযিলাদের শীর্ষ গুরু। তার নাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব আবূ আলী আল-জুব্বাঈ, তার সমকালের মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের শীর্ষ ধর্মগুরু। ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এরপর তিনি তার থেকে বিমুখ হন। জুব্বাঈর রচিত জ্ঞানগর্ভ বিশালায়তন তাফসীর রয়েছে। সেখানে তাফসীরের ক্ষেত্রে তার একাধিক অদ্ভুত নির্বাচন রয়েছে। ইমাম আশআরী সেসব মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় কুরআন যেন জুব্বা অধিবাসীদের ভাষায় নাযিল হয়েছে।[১] তার জন্ম হয় ২৩৫ হিজরীতে এবং তিনি এবছর মৃত্যুবরণ করেন।

---

১. মূল গ্রন্থে এমনই বিদ্যমান। মু'জামুল বুলদানে جُبَّى শব্দ বিদ্যমান। এটি হল খুজিস্তানের একটি এলাকা। ইব্ন খাল্লিকান ইব্ন হাওকালের উদ্ধৃতিতে রয়েছে جُبَّى হল খেজুর বাগান, আখের ক্ষেত ইত্যাদি সম্মলিত জনবহুল বসতি।

কবি আবুল হাসান ইব্ন বাসসাস

তার নাম আলী ইব্ন আহ্মদ[1] ইব্ন মনসূর[2] ইব্ন নাসর ইব্ন বাসসাম মহানিন্দুক কবি। কারও নিন্দা না করে ক্ষান্ত হয়নি। এমনকি সে তার পিতা এবং তার মাতা উসামা বিন্ত হামদূন আন-নাদীমের নিন্দা করে। ইব্ন খাল্লিকান তার বহু কবিতা পঙক্তি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক হুসায়ন ইব্ন আলীর সমাধি বিরান করা এবং তার চিহ্নাদি নিশ্চিহ্ন করে সেখানে চাষাবাদ করার নির্দেশের ব্যাপারে তার কবিতা উল্লেখযোগ্য। হযরত আলী ও তাঁর সন্তানদের ব্যাপারে সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। এরপর ২৩৬ হিজরীতে যখন ঐ ঘটনা সংঘটিত হয় যা আমরা উল্লেখ করেছি তখন এই ইব্ন বাসসাম সে ব্যাপারে বলেন :

تَاللهِ إِنْ كَانَتْ أُمَيَّةُ قَدْ أَتَتْ - قَتْلُ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّهَا مَظْلُوْمًا

"আল্লাহ্র কসম! বনূ উমাইয়া যদি নবী দৌহিত্রকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে থাকে।"

فَلَقَدْ أَتَاهُ بَنُو أَبِيْهِ بِمِثْلِهِ - هٰذَا لَعَمْرُكَ قَبْرُهُ مَهْدُوْمًا

"তাহলে একথাও সত্য তার পিতৃব্য পুত্ররাও অনুরূপ কর্ম করেছে, তার প্রমাণ হল তার এই বিধ্বস্ত সমাধি।"

أَسِفُوْا عَلَى أَنْ لاَ يَكُوْنُوْا شَارَكُوْا - فِيْ قَتْلِهِ فَتَتَبَّعُوْهُ رَمِيْمًا

"যেহেতু তারা তার হত্যায় শরীক হতে পারেনি তাই তারা অস্থিচূর্ণের পিছু নিয়ে (তার সমাধিকে আক্রমণ করেছে)।"

৩০৪ হিজরী সন

এবছর খলীফা মুকতাদির তার উযীর আবুল হাসান আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন জাররাহকে অপসারণ করেন। আর তার কারণ হল যে তার মাঝে এবং দারুল খিলাফতের বিশিষ্ট পরিচারিকা উম্মু মূসার মাঝে ভীষণ ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ফলে উযীর নিজেই তার পদ থেকে অব্যাহতি চান। তখন তাকে অপসারিত করা হয়। অবশ্য তার কোন ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। এসময় আবুল হাসান ইবনুল ফুরাতকে তলব করা হয় এবং ৫ বছর পূর্বে এই পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর তাকে পুনর্বহাল করা হয়। এবছর যিলহজ্জের ৮ তারিখ খলীফা তাকে সাত জোড়া মূল্যবান পোশাক দান করেন এবং তার কাছে তিন লক্ষ দিরহাম, দশ থলে কাপড় এবং বহুসংখ্যক ঘোড়া, খচ্চর ও উট প্রেরণ করেন। এছাড়া খলীফা তাকে হারেম সংলগ্ন বাড়িটি বসবাসের জন্য দান করেন এবং তিনি সেখানে বসবাস করেন।

---

১. মুরূজুয যাহাবে (৪/৩৩৩) এবং ওফায়াতুল আয়ানে (৩/৩৬৩) রয়েছে মুহাম্মদ।

২ মুরূজুয যাহাবে এটি তার বংশ লতিকা থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

এবছরই ঐ রাতের ভোজোৎসব উদযাপিত হয় এবং অতিথিদেরকে চল্লিশ হাজার রতল বরফ পান করানো হয়।

এছাড়া এবছরের মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে 'যারনাব' নামক একটি প্রাণী রাতে বিচরণ করে শিশুদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে নিয়ে খায় এবং বড়দেরকে আক্রমণ করে, কখনওবা কোন পুরুষের হাত কিংবা নারীর স্তন বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এদিকে এর প্রতিকারের জন্য লোকজন তাদের বাড়ির ছাদে তামা ইত্যাদির ঘন্টি বাজিয়ে ঐ প্রাণীকে তাদের থেকে বিতাড়িত করত। এমনকি রাতে গোটা বাগদাদে এই আওয়াজে প্রকম্পিত হত। এসময় লোকজন তাদের শিশু সন্তানদের জন্য খেজুর গাছের শাখা ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের খেলার সরঞ্জাম তৈরি করে দিয়েছিল। আর চোরেরা এই সুযোগ লুফে নেয়। ফলে সিঁদেল চুরি এবং টাকা-পয়সা চুরি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন খলীফা নির্দেশ প্রদান করেন, উদবিড়াল শিকার করে দাজলার পুলের উপর শূলবিদ্ধ করতে যাতে লোকজন এই উৎপাত থেকে নিস্তার লাভ করে। তখন তাই করা হয় ফলে লোকজন স্বস্তি লাভ করে আশ্বস্থ হয় এবং এই আপদ থেকে স্বস্তি লাভ করে।

এছাড়া এবছর চিকিৎসক সাবিত ইব্ন সিনান বাগদাদের চিকিৎসালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। আর এসকল চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ছিল পাঁচ। এই চিকিৎসক ঐতিহাসিক ছিলেন। এবছর খুরাসান থেকে এই মর্মে একটি পত্র আসে যে সেখানকার লোকেরা বেশ কয়েকজন শহীদের কবরের সন্ধান পেয়েছেন, যাঁরা ৭০ হিজরীতে নিহত হন। তাদের কানের সাথে বাঁধা চামড়ার টুকরাতে তাদের নামসমূহ লিখিত ছিল। আর তাদের দেহসমূহ ছিল তরতাজা। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

এছাড়া এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

লাবীদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হায়ছাম ইব্ন সালিহ

ইনি হলেন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলকামা ইব্ন নুআয়ম ইব্ন উতারিদ ইব্ন হাজিব, আবুল হাসান আত-তামীমী। যার উপাধি হল ফারক্কজা। তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস।

ইউসুফ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী

ইনি হলেন আবু ইয়াকূব আর-রাযী, যিনি আহ্মদ ইব্ন হাম্বল থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং যুননূন মিসরীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি জানতে পারেন যে যুননূন মিসরী 'ইসমে আযম' জানেন তখন তিনি তা শেখার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গমন করেন। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি আমার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেন, আর এসময় আমার দাড়ি ছিল দীর্ঘ এবং আমার সাথে ছিল একটি দীর্ঘকার পাত্র। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে যুননূন মিসরীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং তাকে যুক্তি পরাভূত করে নির্বাক করে দেয়। তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে বলি, শায়খকে অব্যাহতি দিয়ে আমার প্রতি মনোনিবেশ কর। সে তখন

আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং যুক্তিতে পরাস্ত করা আমি তাকে নির্বাক করে দিই। এরপর যুননূন মিসরী উঠে এসে আমার সামনে বসেন অথচ তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ আর আমি যুবক। এসময় তিনি তার পূর্বাচরণের জন্য আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর আমি এক বছর তাঁর খিদমত করি। তারপর আমাকে ইসমে আযম শিক্ষা দেয়া জন্য তাঁর কাছে আবেদন করি। তখন তিনি আমাকে ত্যাগ না করে তার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর আমি ৬ মাস তার সাহচর্যে অবস্থান করি। তারপর (একদিন) আমার কাছে রুমাল আবৃত একটি পাত্র দিয়ে বলেন, এই পাত্রটি তুমি আমাদের অমুক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দাও। ইউসুফ বলেন, তখন আমি পথিমধ্যে ভাবতে লাগলাম কী বস্তু দিয়ে তিনি আমাকে পাঠালেন? এরপর আমি যখন পুলের কাছে পৌঁছলাম তখন আমি পাত্রটির ঢাকনা খুললাম, হঠাৎ তখন একটি ইঁদুর বের হল এবং লাফ দিয়ে দৌড়ে পালাল। আমি তখন মনে মনে একথা ভেবে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলাম যে যুননূন আমার সাথে বিদ্রূপ করেছেন। ফলে আমি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় তার কাছে ফিরলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার! আমি তো তোমাকে পরীক্ষা করেছি। একটা ইঁদুরের ব্যাপারে যদি তুমি বিশ্বস্ততার পরিচয় না দিতে পার তাহলে তো ইসমে আযমের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার পরিচয় না দিতে পারা আরও স্বাভাবিক। যাও তুমি! এরপর আর তোমাকে যেন আমার দেখতে না হয়। মৃত্যুর পর এই আবুল হুসায়ন আর-রাযী স্বপ্নে দৃষ্ট হন তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তখন তিনি বলেন, মৃত্যুকালে আমার এই কথার কারণে তিনি আমাকে মাফ করেছেন, হে আল্লাহ্ কথায় আমি লোকদেরকে হিতোপদেশ দান করেছি কিন্তু কাজে নিজের সাথে প্রতারণা করেছি। সুতরাং আমার মৌখিক হিতোপদেশের কারণে আমার কাজের প্রতারণা মার্জনা করে।[১]

ইয়ামূত ইব্ন মুযাররি ইব্ন ইয়ামূত

ইনি হলেন আবদুল কায়স গোত্রের সদস্য আবূ বকর আল-ইবাদী। আর ইনি সাওরী এবং জাহিযের ভগ্নিপুত্র। ইনি বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং সেখানে আবূ উসমান আল-মাযিনী, আবূ হাতিম সিজিস্তানী এবং আবুল ফযল আর-রিয়াশি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[২] এছাড়া তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, রম্যরচনায় পারঙ্গম ছিলেন। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ রাখেন, কিন্তু প্রথম নামেই তার পরিচিতি প্রাধান্য লাভ করে। তিনি যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে দরজায় করাঘাত করতেন, তখন পরিচয় জিজ্ঞাসিত হলে বলতেন, ইবনুল

১. ইবনুল জাওযীর বর্ণনায় রয়েছে, অন্তিম মুহূর্তে তাকে বলা হল, আবূ ইয়াকূব কিছু বলুন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ বাহ্যিকভাবে আমি আপনার সৃষ্টিকে হিতোপদেশ প্রদান করেছি কিন্তু গোপনে আমি নিজের সাথে প্রতারণা করেছি। সুতরাং আপনি আপনার সৃষ্টিকে হিতোপদেশ দানের কারণে আমার আত্মপ্রতারণা মার্জনা করুন। এরপর তার রূহ বের হল।

২ তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ বকর খারাইতী, আবুল মায়মূন ইব্ন রশিদ, আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ রাক্কী এবং আবূ বকর ইব্ন মুজাহিদ।

মুযাররি। এসময় তিনি নিজের নাম উল্লেখ করতেন না যাতে লোকজন তার নাম ইয়ামূত। [অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে] শুনে কুলক্ষণ গ্রহণ না করে।

৩০৫ হিজরী সন

এবছর বন্দী বিনিময় এবং সন্ধি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রোম সম্রাটের দূত আগমন করে। এই দূত ছিল নব্য যুবক আর তার সাথে ছিল জনৈক রোমক বৃদ্ধ এবং ২০জন বালক ক্রীতদাস। বাগদাদ আগমন করে এই দূত মহা আয়োজন প্রত্যক্ষ করে। আর তার কারণ ছিল খলীফা স্বয়ং ফৌজ এবং বাগদাদবাসীকে এই মহোৎসব আয়োজনের নির্দেশ প্রদান করেন যাতে সে শত্রুভীতি উদ্রেককারী বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারে। তখন এক লক্ষ ষাট হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সম্পূর্ণ বাহিনীকে সামরিক বিন্যাসে বিন্যস্ত করা হয়। আর এরা ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্ব পালনরত সেনাদের অতিরিক্ত। মহড়ায় অংশগ্রহণকারী এই সৈনিকরা পরিপূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণ করে। খলীফার বিশেষ বাহিনীর সদস্য সাত হাজার। চার হাজার শ্রুভ্র বর্ণ এবং তিন হাজার কৃষ্ণ বর্ণ। আর এরা সকলে পূর্ণযুদ্ধ পরিধেয় ও সমর সজ্জায় সজ্জিত ছিল। এসময় খলীফার দ্বাররক্ষীদের সংখ্যা ছিল ৭০০। আর দাজলা নদীতে ছিল নানা প্রকার সুসজ্জিত কিশতী ও নৌযান। ফলে রোমক দূত যখন খলীফার প্রাসাদে প্রবেশ করল তখন সে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে চোখ ধাঁধানো সেবক পরিচারক, সাজ-সজ্জা দেখতে পেল। সে যখন দ্বাররক্ষীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাকেই খলীফা ধারণা করল। তখন তাকে বলা হল এতো খলীফার দ্বাররক্ষী। এরপর সে উযীরের পাশ দিয়ে গেল তখন তার জাঁকজমকের কারণে তাকেও সে খলীফা মনে করল। এসময় তাকে বলা হল ইনি হলেন উযীর। আর এসময় খলীফার প্রাসাদকে অশ্রুতপূর্ব সাজে সজ্জিত করা হয় তখন সেখানে আটত্রিশ হাজার পর্দা ছিল যার মধ্যে দশ হাজার পাঁচশ পর্দা ছিল স্বর্ণখচিত। সেখানে অতি মূল্যবান তেইশ হাজার গালিচা ও ফরাশ বিছানো হয়। এছাড়া সেখানে কয়েক পাল পোষা বন্য প্রাণী ছিল। যেগুলো দর্শনার্থীদের হাত থেকে খেত। আর ছিল ১০০ হিংস্র পশু। এরপর তাকে দারুশ-শাজারাতে প্রবেশ করানো হয়। আর তা ছিল মূলত স্বচ্ছ পানির হাউয, যার মধ্যস্থলে ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত একটি বৃক্ষ, যার ছিল ১৮টি ডাল বা শাখা যার অধিকাংশই ছিল স্বর্ণনির্মিত। আর এ সকল শাখাতে ছিল স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তা খচিত ফলের থোকা ও গুচ্ছ। তার উপর প্রবাহিত পানির কারণে তা বিভিন্ন প্রকার ঝংকার ও সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করত আর এসব জীবন্ত গাছের ন্যায় এই গাছটিও বিস্ময়করভাবে আন্দোলিত হত। এরপর তাকে ফিরদাউস নামক স্থানে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে ছিল বিভিন্ন প্রকার ফরাশ, গালিচা ও বিভিন্ন উপকরণ। যার সৌন্দর্য ও আধিক্য বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। এর দহলিজ বা করিডোরে ছিল আঠার হাজার স্বর্ণখচিত বর্ম। এভাবে যখনই সে একটি স্থান

অতিক্রম করে তখনই তাকে বিস্মিত করে এবং তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, অবশেষে সে ঐস্থানে উপনীত হয় যেখানে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্ ছিলেন। এসময় তিনি আবনূস কাঠের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সিংহাসনের মেঝে স্বর্ণখচিত গালিচা বিছানো ছিল। আর এই সিংহাসনের ডান দিকে ছিল ১৭টি ঝুলন্ত আঙুর থোকা এবং বামদিকেও অনুরূপ সংখ্যক থোকা। আর এগুলো সবই ছিল মূল্যবান রত্ন নির্মিত, যার প্রতিটির আলোকচ্ছটা ছিল সূর্যের আলোকচ্ছটার চেয়ে তীব্র, দ্যুতিময়। যার প্রতিটি রত্নই ছিল অমূল্য।

এসময় দূত ও তার সহচরদের খলীফার প্রায় ১০০ গজ সামনে দাঁড় করান হয়। উযীর আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল ফুরাত খলীফার সামনে দাঁড়ান আর দোভাষী উযীরের সামনে দাঁড়ায়। উযীর সম্বোধন করেন দোভাষীকে আর দোভাষী সম্বোধন করেন তাদের উভয়কে। খলীফা যখন তাদের দুজন (যুবক ও বৃদ্ধ) থেকে অবসর হন তখন তাদের দুজনকে তার মূল্যবান পরিধেয় দান করেন। এছাড়া তাদের দুজনকে ৫০টি থলে প্রদান করেন যার প্রতিটি থলেতে ছিল পাঁচ হাজার দিরহাম। এরপর তাদের দুজনকে খলীফার সামনে থেকে সরিয়ে দারুল খিলাফতের অবশিষ্টাংশ প্রদক্ষিণ করানো হয়। আর সে সময় দাজলার পাড়ে ছিল হাতি, জিরাফ, চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী। আর দাজলার একাংশে প্রবাহিত হত দারুল খিলাফতের গা ঘেঁষে। আর এ বছরে সংঘটিত এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা।

এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল আল-হাশিমী।

এছাড়া এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ আবূ মূসা

কূফী নাহু শাস্ত্রবিদ 'জাহিয' নামে খ্যাত। তিনি ৪০ বছর ছা'লাবের সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং তারপর তার দরসের হালকায় তার স্থলবর্তী হন। এছাড়া তিনি গারীবুল হাদীস, খালকুল ইনসান, আল-উহূশ ওয়ান-নাবাত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু ও নেক ব্যক্তি। আবূ উমর আয-যাহিদ তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি এবছর যিলহজ্জ মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন এবং 'বাবুততীন-এ সমাধিস্থ হন। এছাড়া এবছর আরও ইন্তিকাল করেন হাফিয আবদুল্লাহ্ শীরাওয়ায়হ,[১] ইমরান ইব্ন মুজাশি,[২] আবূ খলীফা

---

১. তাযকিরাতুল হুফফায (১/৭৫০), আর-মূলে রয়েছে বিশরাওয়াযহি, আর তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন শীরাওয়ায়হ ইব্ন আসাদ আল-কুরাশী আল-মাতলাবী আন-নিশাপুরী, হাফিয ফকীহ্ আবূ মুহাম্মদ। তিনি ইসহাক ইব্ন রাওয়ায়হ এবং আহ্মদ ইব্ন মানী থেকে এবং তাদের সমস্তরের মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তিনি একাধিক গ্রন্থ সংকলন করেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। ৯০ বছরের অধিক বয়সে বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২ তিনি হলেন ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন মুজাশি আল-জুরজানী, নির্ভরযোগ্য হাফিয আবূ ইসহাক, জুরজামীর মুহাদ্দিস। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন হুদবা ইব্ন খালিদ, ইবরাহীম ইব্ন মুনযির আল-হিযামী এবং অন্যান্যদের থেকে। ৯০০ বছরের অধিক বয়সে বৃদ্ধ অবস্থায় রজব মাসে তিনি মারা যান।

আল-ফযল ইব্‌ন হুবাব' এবং বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য রাবী কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-মুতাররিয আল-মুকরী। ইনি আবূ কুরায়ব এবং সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন আর তার থেকে শ্রবণ করেন খালদী এবং আবুল জাআবী। ইনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

৩০৬ হিজরী সন

এবছর মুহাররম মাসের প্রথম দিনে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় যা নির্মাণ করে খলীফা মুকতাদিরের সম্মানিত মাতা। এসময় সিনান ইব্‌ন ছাবিত সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানে চিকিৎসক, সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়। আর এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাসিক ব্যয় ছিল ৬০০ দীনার। এদিকে সিনান খলীফাকে আরেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করে। তখন খলীফা তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তা নির্মাণ করেন এবং তাকে 'আল-মুকতাদিরিয়া' নামে নামকরণ করেন। এছাড়া এ বছর রোম দেশে গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালনাকারী আমীরদের (সেনাপতিদের) আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল দুর্গ বিজয় দান করেন সে সম্পর্কিত খরবা-খবর আসতে থাকে। এবছর সাধারণ মানুষ গুজব আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে খলীফা মুকতাদিরের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেয়। তখন তিনি বিশাল ফৌজ নিয়ে 'ছুরায়া' নামক স্থানে পৌঁছে এবং 'বাবুল আম্মা' নামক নগর দ্বার দিয়ে ফিরে আসেন। এসময় তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন যাতে প্রজা সাধারণ তাকে দেখতে পায়। এরপর তিনি বাহনে আরোহণ করে শামাসিয়াতে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে দাজলা পাড়ের দারুল খিলাফতে নেমে আসেন। ফলে সকল ফিতনা ও নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা স্তিমিত হয়।

এছাড়া এবছর খলীফা মুকতাদির হামিদ ইব্‌ন আব্বাসকে উযীর নিয়োগ করেন এবং তাকে তার মূল্যবান পরিধেয় দান করেন। এসময় সে যখন খলীফার দরবার থেকে বের হয় তখন তার পিছনে ছিল তার নিজের ৪০০ ক্রীতদাস। আর কয়েকদিন অতিবাহিত[২] হওয়ার পর এ দায়িত্ব পালনে তার অক্ষমতা প্রকাশ পায়। তখন নির্দেশাদি বাস্তবায়নের জন্য এবং তার সাথে কর্মকাণ্ডসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য আলী ইব্‌ন ঈসাকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়া আবূ আলী ইব্‌ন মুকলা ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা উযীর হামিদ ইব্‌ন আব্বাসের উপস্থিতিতে ফরমান লিখত। এরপর আলী ইব্‌ন ঈসা সকল মর্যাদার অধিকারী হন এবং পরবর্তী বছর পূর্ণ

---

১. আবূ খলীফা আল-জুসামী আল-বসরী। তিনি ছিলেন একাধারে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিমান হাদীসবেত্তা, ঐতিহাসিক এবং আলিম। মৃত্যুকালে তার বয়স ১০০ ছুঁইছুঁই করছিল।

২ মুরূজুয যাহাবে (৪/৩৪২) রয়েছে, তার উযীর হওয়ার পর দিন খলীফা আলী ইব্‌ন ঈসাকে মুক্তি প্রদান করেন এবং তার কাছে বিষয়াদির কর্তৃত্ব অর্পণ করেন, আর হামিদ ইব্‌ন আব্বাসকে বন্দী করেন। আর ফখরী বলেন, (২৬৮ পৃ.) তিনি তাকে (আলী ইব্‌ন ঈসা) তার (হামিদ ইব্‌ন আব্বাসের) সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং তাকে তার নায়িব বানিয়ে দেন। আর হামিদ ছিলেন নামে মাত্র উযীর, প্রকৃত উযীর ছিলেন আলী ইব্‌ন ঈসা।

কর্তৃত্বের অধিকারী উযীরে পরিণত হন।[১] আর এবছর খলীফা মুকতাদিরের সম্মানিতা মাতা তামাল[২] নাম্নী জনৈকা একান্ত পরিচারিকাকে রুসাফাতে তিনি তুরবা নামক যে প্রাসাদ নির্মাণ করেন সেখানে প্রতি শুক্রবার বসার এবং তার কাছে উত্থাপিত প্রজাদের নির্যাতনমূলক অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। তার মজলিসে কাযী ও ফকীহ্গণ উপস্থিত থাকতেন।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ফযল ইব্‌ন হাশিম।[৩]

এছাড়া এবছর ইন্তিকাল করেন :

ইবরাহীম ইব্‌ন আহ্‌মদ ইবনুল হারিছ

তিনি হলেন আবুল কাসিম আল-কিলাবী আশ-শাফিঈ। তিনি হারিছ ইব্‌ন মিসকীন এবং অন্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ছিলেন নেককার লোক যিনি শাফিঈ ফিক্‌হে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি নির্জনতাপ্রিয় ও প্রচারবিমুখ ছিলেন। তিনি এবছর শাবান মাসে ইন্তিকাল করে। বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী প্রবীণ মুহাদ্দিস সূফী আহ্‌মদ ইবনুল হাসান।[৪]

আহ্‌মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন সুরায়জ

শীরাযের কাযী আবুল আব্বাস। তিনি ৪০০-এর মত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় শাফিঈ আলিম। তাঁর উপাধি ছিল 'ধূসর ঈগল'। তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন আবূ কাসিম আল-আনমাতী এবং ইমাম শাফিঈর সাগরিদ মুযানী ও অন্যদের থেকে। তাঁর মাধ্যমেই ইমাম শাফিঈর মাযহাব বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 'আত-তাবাকাত' গ্রন্থে আমরা তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। তিনি এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে ৫৭ বছর ৬ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তিনি ৫৭ বছর ৩ মাস বয়সে এবং রবীউল আউয়াল মাসের ২৫ তারিখ সোমবার ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর যিয়ারত করা হয়।

আহ্‌মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-জাল্লা, বাগদাদের অধিবাসী। তিনি সিরিয়ায় বাস করেন এবং আবূ তুরাব নাখশাবী ও যুননূন মিসরীর সাহচর্য লাভ করেন। হাফিয আবূ নুআয়ম তাঁর উদ্ধৃতিতে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যুবক বয়সে আমি আমার পিতা-মাতাকে বললাম আমি চাই আপনারা দুজন আমাকে আল্লাহ্‌র জন্য দান করবেন। তখন তাঁরা বললেন, আমরা

---

১. পূর্ববর্তী পাদটীকা দ্র., ফাখরীতে রয়েছে, আলী ইব্‌ন ঈসাই ছিলেন প্রকৃত উযীর। তারপর হামিদ বরখাস্ত হন এবং তারপর খলীফা মুকতাদির আলী ইব্‌ন ফুরাতকে উযীর নির্ধারিত করেন।

২ সাবী কৃত আল-উযারা (পৃ. ৪৮) গ্রন্থে রয়েছে ছুমাল। আর মাআসিরুল আনাফা গ্রন্থে রয়েছে (১/২৭২) শুমাল।

৩. মুরূজুয যাহাবে (৪/৪৫৯) রয়েছে ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম।

৪. ইনি রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইবনুল জা'দ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন এবং একদল মুহাদ্দিস থেকে। ইনি নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ইনি ৯০ বছরের অধিক বয়সে ইন্তিকাল করেন।

তোমাকে আল্লাহ্‌র জন্য দান করলাম। এরপর আমি দীর্ঘকাল তাঁদের থেকে অনুপস্থিত থাকলাম। তারপর কোন এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যাকালে নিজ শহরে ফিরে আসলাম। এসময় আমি আমাদের ঘরের দরজায় উপস্থিত হয়ে করাঘাত করলাম। তখন আমার মাতা-পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? আমি বললাম, আমি তো আপনাদের পুত্র অমুক। তখন তারা দুজন বললেন, আমাদের একটি পুত্র ছিল যাকে আমরা আল্লাহ্‌র জন্য দান করে দিয়েছি। আর আমরা আরবগণ যা দান করে ফেলি তা আর ফিরিয়ে নিই না। একথা বলে তারা আমার জন্য আর দরজা খোলেননি।

হাসান ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ

ইনি হলেন কাযী আবূ ইয়ালা যিনি কাযী আবূ উমর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফের ভাই। জর্ডানের বিচার কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই ন্যস্ত ছিল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন যিয়াদ

ইনি হলেন কাযী আবূ মুহাম্মদ আল-জাওয়ালীকী যিনি 'আবদান' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি আহওয়াযের অধিবাসী। ২১৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য রাবী। এক লক্ষ হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন হুদবা, কামিল ইব্‌ন তালহা এবং অন্যদের থেকে আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেন ইব্‌ন সায়িদ, মুহামিলী এবং অন্যরা।

মুহাম্মদ বাবশায আবূ উবায়দুল্লাহ আল-বসরী

ইনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং সেখানে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয আল-আনবারী, বিশর ইব্‌ন মুআয আল-আকদী এবং অন্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। অবশ্য তাঁর বর্ণিত হাদীসে একাধিক 'গরীব' ও 'মুনকার' হাদীস রয়েছে। তিনি এবছর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন শাহরিয়ার

ইনি হলেন আবূ বকর আল-কাত্তান। ইনি মূলত বলখের অধিবাসী। তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন ফাল্লাস ও বিশর ইব্‌ন মুআয থেকে আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেন আবূ বকর শাফিঈ। মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন জাআবী। অবশ্য ইব্‌ন নাজিয়া তাকে অবিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। আর দারাকুতনী বলেন, তার হাদীস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।

মুহাম্মদ ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন হাইয়ান ইব্‌ন সাদাকা ইব্‌ন যিয়াদ

তিনি হলেন কাযী আবূ বকর আয-যব্বী যিনি 'ওয়াকী' নামে খ্যাত। তিনি অত্যন্ত গুণী আলিম, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, বিশিষ্ট ফকীহ, কারী এবং নাহু শাস্ত্রবিদ। তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুরআনের আয়াত সংখ্যার কিতাব। তিনি আহওয়াযের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি হাসান ইব্‌ন আরাফা, যুবায়র

ইব্‌ন বাক্কার এবং অন্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেন আহ্‌মদ ইব্‌ন কামিল, আবূ আলী সাওয়াফ এবং অন্যরা। তার অন্যতম উৎকৃষ্ট কবিতা পঙক্তি হল :

اذا مَا غدَتْ طلاَّبَةُ العِلْمِ تَبْتَغِيْ - مِنَ العِلْمِ يَوْمًا مَا يَخْلُدُ فِى الكُتُبِ ٠

"জ্ঞানার্থীরা যখন কোন একদিন কিতাবে বিদ্যমান অমর জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়।"

غَدَوْتُ بِتَشْمِيرِ وَجِدِّ عَلَيْهِمْ - ومِحْبَرَتِىْ أذُنِىْ وَدَفْتَرُهَا قَلْبِىْ ٠

"তখন আমি সচেষ্ট ও তৎপর হয়ে তাদের সাথে গমন করি, আর তখন আমার কান হয় দোয়াত আর অন্তর হয় খাতা।"

মনসূর ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন উমর

তিনি ফকীহ আবুল হাসান শীর্ষস্থানীয় শাফিঈ ইমাম। মাযহাব বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া তার রচিত উৎকৃষ্ট কবিতাও বিদ্যমান। ইবনুল জাওযী বলেন, তার কবিতায় তার শীআ প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সৈনিক ছিলেন। এরপর তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এবং তিনি রামাল্লায় বসবাস শুরু করেন। সবশেষে তিনি মিসরে আগমন করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

আবূ নাসর আল-মুহিব

বিশিষ্ট সূফী শায়খ। তিনি ছিলেন মহানুভবতা, দানশীলতা এবং মানবিকতা গুণ সম্পন্ন। একবার তিনি জনৈক প্রার্থীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন বলছিল, তোমাদের কাছে আমার সুপারিশকারী হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। তার একথা শুনে আবূ নাসর তৎক্ষণাৎ তার পরিধেয় লুঙ্গি দুভাগ করে অর্ধেক তাকে দান করলেন। এরপর তিনি দুই পা অগ্রসর হয়ে পুনরায় তার কাছে ফিরে আসলেন এবং তাকে বাকী অর্ধেক দান করে বললেন, এটা তুচ্ছ দান।

৩০৭ হিজরী সন

এবছর সফর মাসে কারখের 'বাকীল্লানাতায়ন'-এ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তাতে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এছাড়া এবছর রবীউছ ছানী মাসে কারখ থেকে ১৫০ জনের মত বন্দী আনা হয়, যাদেরকে আমীর বদর আল-হাম্মানী রক্ষা করেন। এছাড়া এবছর যিলকদ মাসে বিশালাকৃতির একটি উল্কাপিণ্ড তিন খণ্ড হয়ে পতিত হয় এবং তার পতনের পর কোন মেঘ ব্যতীত প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি শোনা যায়। ইবনুল জাওযী তা উল্লেখ করেছেন। এবছরই কারামাতীরা বসরায় প্রবেশ করে এবং সেখানে ব্যাপক বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এছাড়া এবছর হামিদ ইব্‌ন আব্বাস মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত হন এবং আবুল হাসান ইবনুল ফুরাত তৃতীয়বারের মত মন্ত্রী পদে পুনর্বহাল হন।

এছাড়া এবছর জনসাধারণ জেলখানার দরজাসমূহ ভেঙে কয়েদীদের বের করে দেয়। তবে পুলিশ তাদের সবাইকে ধরে ফেলে এবং জেলে ফেরত পাঠায়।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন পরিচারিকা উম্মে মূসার ভাই আহ্মদ ইব্ন আব্বাস।

এছাড়া এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আহ্মদ ইব্ন আলী ইবনুল মুছান্না : আবূ ইয়ালা আল-মাওসিলী যিনি প্রসিদ্ধ মুসনাদ প্রণেতা। ইনি ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ও তাঁর শ্রেণীর মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইনি ছিলেন সুলেখক ও উত্তম হাফিযে হাদীস এবং ন্যায়পরায়ণ রাবী এবং নিপুণভাবে হাদীস বর্ণনাকারী।

ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা

ইনি হলেন আবূ ইয়াকূব আল-বাযযার আল-কূফী। ইনি সিরিয়া ও মিসর গমন করেন, বহুকিছু লিখেন এবং মুসনাদ সংকলন করেন। এরপর বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ইনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর থেকে হাফিয ইবনুল মুযাফফর হাদীস রিওয়ায়াত করেন। এরপর তিনি একসময় বাগদাদ আগমন করেন এবং তাঁর থেকে তাবারানী, আযদী এবং অন্যরা হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আর তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস এবং আরিফ বিল্লাহ্। এবছর তিনি হালবে ইন্তিকাল করেন।

যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস-সাজী

ইনি হলেন বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস। সুন্নাহ ও হাদীস শাস্ত্রে আবুল হাসান আশআরীর শায়খ।

আলী ইব্ন সাহল ইবনুল আযহার

আবুল হাসান ইস্পাহানী। প্রথম জীবনে ইনি বিলাসী ছিলেন। এরপর আবিদ-যাহিদ হন, দিনের পর দিন উপবাস থাকতেন। এসময় তিনি বলতেন, আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহ আমাকে পানাহার ভুলিয়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলতেন, লোকেরা যেমন রোগ-ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে আমি তেমন মৃত্যুবরণ করব না। আমার মৃত্যু হবে দুআ মাধ্যমে, আমি দুআর করব এবং আমার দুআ কবূল হবে। আর তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমই হয়েছিল। একদিন তিনি মজলিসে বসাছিলেন হঠাৎ লাব্বায়িক বলে মৃত্যুরূপে ভূপাতিত হলেন।

এছাড়া এদের অন্যতম হলেন, মুসনাদ প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্ন হারূন আর রুয়ানী,[১] ইব্ন দুরায়জ[২] আল-আকবারী এবং হায়ছাম ইব্ন খালফ।[৩]

---

১. হাফিয ইমাম আবূ বকর। ইনি আবূ কুরায়ব ও তার সমস্তর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তার একাধিক সংকলন রয়েছে। আর তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী।

২. তারীখে বাগদাদে জুরায়হ আর তিনি হলেন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ ইব্ন জুরায়হ, ইনি জাব্বারা ইব্ন মুগাল্লিস এবং একদল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৩. আবূ মুহাম্মদ, ইনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারিরী এবং তার সমস্তর থেকে রিওয়ায়াত করেন। এছাড়া তিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেন।

৩০৮ হিজরী সন

এবছর বাগদাদে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে হামিদ ইব্ন আব্বাসের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয়। কেননা সে খলীফার পক্ষ থেকে জামিন হওয়ার কারণেই মূলত এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এদিন তারা জুমআর খতীবের উপর চড়াও হয়। উল্লেখ্য যে, সেদিন ছিল জুমআর দিন। এসময় তারা খতীবকে খুৎবা প্রদানে বাধা দান করে, মিম্বর ভেঙে ফেলে, সিপাহীদের হত্যা করে এবং বহু পুল জ্বালিয়ে দেয়। তখন খলীফা জানসাধারণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন। এরপর হামিদ ইব্ন আব্বাসের ঐ যামানত ভঙ্গের নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং প্রতি কুর গম[১] পাঁচ দীনারের কমে বিক্রি হয় এতে জনসাধারণ মানসিক স্বস্তি লাভ করে শান্ত হয়।

এছাড়া এবছর জুলাই মাসে প্রচণ্ড শীত পড়ে এমনকি লোকজন উঁচুস্থান থেকে নেমে গরম পোশাক ও লেপ-কম্বল ব্যবহার করতে থাকে। এবছর শীতে মানুষের ব্যাপকভাবে কফ নির্গত হয় এবং এমন প্রচণ্ড শীত পড়ে যে তা খেজুর গাছেরও ক্ষতি সাধন করে।

আর এবছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন আহ্মদ ইব্ন আব্বাস।

এছাড়া এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন

ফকীহ্ ইবরাহীম ইব্ন সুফিয়ান

ইনি হলেন সহীহ্ মুসলিমের রাবী।

আহ্মদ ইব্ন সালত

ইবনুল মুগাল্লিস আবুল আব্বাস আল-হাম্মানী অন্যতম। এই ব্যক্তি তার মামা জাব্বারা ইবনুল মুগাল্লিস, আবূ নুআয়ম, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সালাম এবং অন্যদের এমন কতগুলো হাদীস রিওয়ায়াত করেছে যার প্রতিটি সে ইমাম আবূ হানীফার বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা এবং অন্য বিষয়ে গড়েছে। এছাড়া সে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন, আলী ইবনুল মাদীনী এবং বিশর ইব্ন হারিছ থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছে যার সবই মিথ্যা। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবুল ফাওয়ারিস আমাকে বলেন, আহ্মদ ইব্ন সালত হাদীস জাল করত।

ইসহাক ইব্ন আহ্মদ আল-খুযাঈ, মুফায্যল আল-জুনদী এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াহাব আদ-দীনাওয়ারী।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছাবিত ইব্ন ইয়াকূব

কারী নাহু শাস্ত্রবিদ আবূ আবদুল্লাহ্ আত-তূযী। ইনি বাগদাদে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করেন

---

১. ছয় গাধার বোঝা পরিমাণ গম।

এবং আমর ইব্‌ন শাব্‌বা থেকে রিওয়ায়াত করেন। আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেন আমর ইব্‌ন সাম্মাক। তার রচিত উৎকৃষ্ট কয়েকটি কবিতা পঙক্তি হল :

اِذَا لَمْ تَكُنْ حَافِظًا وَاعِيًا - فَعِلْمُكَ فِى الْبَيْتِ لاَ يَنْفَعُ

"যদি তুমি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী না হও, তাহলে গৃহে তোমার জ্ঞান তোমার কোন উপকারে আসবে না।"

وَتَحْضُرُ بِالْجَهْلِ فِىْ مَجْلِسٍ - وَعِلْمُكَ فِى الْكُتُبِ مُسْتَوْدَعُ

"তাহলে তুমি মুর্খ হয়ে মজলিসে আসবে, আর তোমার ইলম কিতাবের পাতায় রক্ষিত থাকবে।"

وَمَنْ يَكُ فِىْ دَهْرِهِ هٰكَذَا - يَكُنْ دَهْرُهُ الْقَهْقَرَى يَرْجِعُ .

"আর যে ব্যক্তি তার সময়কালে এমন হবে, তার সময়কালের পুনরাবৃত্তি হবে।"

৩০৯ হিজরী সন

এবছর জনৈক নাস্তিকের কারণে, যে নাস্তিক পরবর্তীতে নিহত হয়, বাগদাদের চতুর্দিকে বহু অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তার পক্ষের লোকেরা বহু স্থানে অগ্নি নিক্ষেপের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। এ কারণে বহু মানুষ নিহত হয়। এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে খলীফা মুকতাদির তার খাদিম মু'নিসকে মিসর ও সিরিয়ার শাসনভার অর্পণ করেন এবং তাকে মুযাফফর বা বিজয়ী উপাধি প্রদান করেন এবং তিনি বিভিন্ন প্রান্তে পত্র প্রেরণের সময় তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া এবছর যিলকদ মাসে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারীকে কয়েকটি বিষয়ে হাম্বলীদের সাথে বিতর্ক করার জন্য উযীর ঈসা ইব্‌ন আলীর গৃহে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তাদের একজনও সেখানে উপস্থিত হয়নি।

এছাড়া এবছরই উযীর হামিদ ইব্‌ন আব্বাস লক্ষ দীনার মূল্যের একটি উদ্যান উপঢৌকনরূপে খলীফার কাছে উপস্থাপন করেন যা তিনি 'নাউরা' নামে নির্মাণ করেন। এই উদ্যানে তিনি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান গালিচা বিছিয়ে দেন।

আর এবছরই হুসায়ন ইব্‌ন মনসূর হাল্লাজের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এখানে আমরা তার জীবনী ও জীবন চরিত এবং হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সংক্ষেপে যথাযথভাবে মূল উদ্দেশ্য বর্ণনার লক্ষ্যে উল্লেখ করেছি। আমাদের এ বর্ণনায় কোনরূপ অন্যায় আক্রমণ, প্রবৃত্তিপরায়ণতা এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্ব থাকবে না।

হাল্লাজের জীবন চরিত

সে যা বলেনি তার বিরুদ্ধে তা বলা অথবা তার কথাবার্তা ও কাজকর্মে তার উপর অন্যায় আক্রমণ করা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হল—হুসায়ন ইব্‌ন মনসূর ইব্‌ন মাহমী আল-হাল্লাজ আবূ মুগীছ। কারও কারও মতে আবূ আবদুল্লাহ্।

তার পিতামহ ছিল মাজূসী বা অগ্নিউপাসক। তার নাম ছিল মাহসী, সে ছিল পারস্যের অধিবাসী, আল-বায়যা শহরের বাসিন্দা। সে লালিত-পালিত হয় ওয়াসিত শহরে মতান্তরে তাসতূরী শহরে। এরপর সে বাগদাদ গমন করে এবং একাধিকবার মক্কায় যাওয়া-আসা করে এবং সেখানে শীত-গ্রীষ্মে মসজিদের মধ্যস্থলে অবস্থান গ্রহণ করে। এভাবে সে বিচ্ছিন্ন বেশ কয়েক বছর অবস্থান করে। সে নিজেকে সার্বক্ষণিক ধৈর্য ও সাধনায় ব্যাপৃত রাখত এবং খোলা আকাশের নীচে মসজিদুল হারামের ছাদে ছাড়া বসত না। এক বছর পর্যন্ত শুধু সামান্য রুটির টুকরা আহার করত এবং সামান্য পানি পান করত। এছাড়া সে প্রচণ্ড উত্তাপের মাঝে আবূ কুবায়স পাহাড়ে উন্মুক্ত প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে থাকত। শীর্ষস্থানীয় সূফী সাধকদের একটি দলের সাহচর্য সে লাভ করে যেমন জুনায়দ ইব্ন মুহাম্মদ, আমর ইব্ন উসমান মক্কী এবং আবুল হুসায়ন আন-নূরী।

খতীব বাগদাদী বলেন, সূফিগণ তার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের অধিকাংশের মত হল হাল্লাজ তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তাদের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে আবুল আব্বাস ইব্ন আতা আল-বাগদাদী, মুহাম্মদ ইব্ন খফীফ শীরাযী এবং ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ নাসরাবাদী নিশাপুরী তাকে গ্রহণ করেছেন এবং তার অবস্থাকে সঠিক বলেছেন এবং তার কথাবার্তা সংকলন করেছেন। এমনকি ইব্ন খফীফ বলেন, হুসায়ন ইব্ন মনসূর একজন আল্লাহ্ওয়ালা আলিম। আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেন, আর তার নাম হল মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন। আমি ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ নাসরাবাদীকে বলতে শুনেছি যখন তাকে হাল্লাজ থেকে রূহের ব্যাপারে কিছু বর্ণনা করায় ভর্ৎসনা করা হয়, তিনি তার ভর্ৎসনাকারীকে বলেন, নবী এবং সিদ্দীকদের পর যদি কোন তাওহীদ-বিশ্বাসী থেকে থাকে তবে সে হল হাল্লাজ। আবূ আবদুর রহমান বলেন, আমি মনসূর ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শিবলীকে বলতে শুনেছি, আমি এবং হুসায়ন ইব্ন মনসূর অভিন্ন মতের অধিকারী, তবে সে তার মত প্রকাশ করেছে আর আমি গোপন রেখেছি।

শিবলী থেকে অন্য একসূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি শূলবিদ্ধ হাল্লাজকে বলেন, আমি কি তোমাকে জনসমক্ষে প্রকাশ হতে নিষেধ করিনি? খতীব বলেন, যারা তার সূফীত্ব নাকচ করে দিয়েছে তারা তার কর্মকাণ্ডকে ভেল্কিবাজির সাথে এবং আকীদা বিশ্বাসকে নাস্তিকতার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তিনি বলেন, এখনও তার অনুসারী শিষ্যরা রয়েছে যারা নিজেদেরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। হাল্লাজ ছিল সুমিষ্টভাষী। সূফীদের তরীকায় তার রচিত কবিতা বিদ্যমান। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, হাল্লাজ নিহত হওয়ার পর থেকে লোকজন তার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। ফকীহদের ব্যাপারে বলা হয়, একাধিক আসিম ও ইমাম থেকে তার হত্যার ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য উল্লেখ করা হয়। এছাড়া একথাও বলা হয় যে সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। আসলে সে ছিল, ভণ্ড ভেল্কিবাজ, তার ব্যাপারে অধিকাংশ সূফীর এই মত। তাদের একদল যেমনটি পূর্বে বর্ণিত

হয়েছে তার ব্যাপারে সুধারণার বশবর্তী হয়ে সুমত প্রকাশ করেছেন। আসলে তারা তার বাহ্য অবস্থা দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন কিন্তু তারা তার প্রকৃত অবস্থা এবং তার কথার মর্মার্থ অনুধাবন করেননি। কেননা প্রথম প্রথম সে ইবাদত-বন্দেগী এবং সূফীদের আধ্যাত্মিক সাধনার চর্চা করত। কিন্তু তার প্রকৃত কোন জ্ঞান ছিল না এবং সে তার বিষয় ও অবস্থাকে আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ভিতের উপর নির্মাণ করেনি। এ কারণেই সে যতটুকু সংশোধন করেছে তার চেয়ে অধিক বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না বলেন, আমাদের আলিমদের মাঝে যারা বিগড়েছে তাদের মাঝে ইয়াহূদীদের সাদৃশ ছিল আর আমাদের আবিদদের মাঝে যারা বিগড়েছে তাদের মাঝে নাসরানীদের সাদৃশ্য ছিল। এ কারণেই হাল্লাজের মাঝে ঐশী অস্তিত্বে বিলীন[১] হওয়ার বিশ্বাস জন্ম লাভ করেছিল। ফলে সে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়। একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, সে বিভিন্ন অবস্থার শিকার হয় এবং বিভিন্ন দেশে গমন করে। এসময় সে নিজেকে দীনের একজন দাঈরূপে প্রকাশ করত। বিশুদ্ধ মতে, সে ভারতবর্ষে আগমন করে, সেখানে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করে। এ ব্যাপারে সে বলত, জাদু দ্বারা আমি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি।

ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তাকে পত্রযোগে 'আল-মুগীছ' ত্রাণকর্তা সম্বোধন করত অর্থাৎ সে ত্রাণকর্তার লোক। আর সারাকসানের অধিবাসীরা তাকে 'আল-মুকীত' খোরাকদাতা সম্বোধন করে পত্র প্রেরণ করত। এছাড়া খুরাসানবাসীরা তাকে পত্রযোগে 'আল-মুমায়্যিয' পার্থক্যকারী এবং পারস্যবাসীরা 'যাহিদ আবূ আবদুল্লাহ্' আর খূযিস্তানবাসীরা 'রহস্যভেদী যাহিদ আবূ আবদুল্লাহ্' সম্বোধন করত। সে যখন বাগদাদে ছিল তখন তাদের কেউ কেউ তাকে 'আল-মুসতালিম' মূলোৎপাটনকারী এবং বসরার অধিবাসীরা তাকে 'আল-মুহায়্যির' হতবুদ্ধিকারী' বলত।

বর্ণিত আছে, আহওয়াযবাসীরা তাকে হাল্লাজ উপাধি প্রদান করে। কেননা সে তাদেরকে মনের কথা বলে দিত। আবার এও বর্ণিত আছে, একবার সে জনৈক হাল্লাজকে (ধুনকার) বলে, আমার অমুক কাজে যাও। লোকটি তখন বলে, আমি তো তুলা ধুনন কাজে ব্যস্ত। সে তখন তাকে বলে, যাও তুমি। আমি তোমার হয়ে ধুনন কাজ সম্পন্ন করব। তখন লোকটি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখে যে সে তার ভাণ্ডারের সব তুলা ধুনে শেষ করে রেখেছে। বর্ণিত আছে, সে তার হাতের দণ্ড দিয়ে ইঙ্গিত করার সাথে সাথে তুলাবীজ তুলা থেকে পৃথক হয়ে

---

১. ঐশী সত্তায় বিলীন হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়, আল্লাহ্র আনুগত্যে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং ভোগ-বিলাস ও কুপ্রবৃত্তিতে সংযম অবলম্বন করে সে নিকট সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের স্তরে উন্নীত হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে তার অন্তর স্বচ্ছ ও নির্মল হতে থাকে এমনকি মানুষ্যত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করে। এরপর যখন তার মাঝে আর কোন মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে না তখন তার মাঝে পরমাত্মা অবতরণ করে। যেমন ঈসা ইব্ন মারয়ামের মাঝে অবতরণ করেছিল তখন তার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যায় এবং তার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়। (আল-ফারুকু বায়নাল ফিরাক, পৃ. ১৯৮)।

যায়। তবে এই বর্ণনার বিশুদ্ধতায় এবং তার সাথে সম্পৃক্তটিতে আপত্তি রয়েছে। আর যদি এমনটি ঘটেও থাকে তাহলে বলতে হবে এটা হয়েছে শয়তানের সহযোগিতায়। আর কারও কারও মতে তার পিতা 'হাল্লাজ' (ধুনকার) ছিল তাই তাকেও ধুনকার বলা হত। সে যে শুরু থেকেই 'ঐশী সত্তায় লীন হওয়া'র বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল তার একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে রয়েছে তার নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তি :

جُبِلَتْ رُوْحُكَ فِيْ رُوْحِيْ كَمَا - يَجْبُلُ الْعَنْبَرُ بِالْمِسْكِ الْفَتِقْ

"তোমার আত্মা আমার আত্মায় লীন হয়েছে যেমনভাবে আম্বর মেশকের মাঝে লীন হয়ে থাকে।"

فَاِذَا مَسَّكَ شَيْئٌ مَسَّنِيْ - وَاِذَا اَنْتَ اَنَا لاَ نَفْتَرِقْ ‏.

"আর তোমাকে যখন কোন অবস্থা স্পর্শ করে তখন তা আমাকেও স্পর্শ করে আর তুমি যখন আমি-তে লীন হল তখন আর আমরা বিচ্ছিন্ন সত্তা থাকি না।"

مُزِجَتْ رُوْحُكَ فِيْ رُوْحِيْ كَمَا - تُمْزَجُ الْخَمْرَةُ بِالْمَاءِ الزُّلاَلِ

"তোমার আত্মা আমার আত্মায় একাত্ম হয়েছে যেমনভাবে সুপেয় পানির সাথে মদিরা মিশ্রিত করা হয়।"

فَاِذَا مَسَّكَ شَيْئٌ مَسَّنِيْ - فَاِذَا اَنْتَ اَنَا فِيْ كُلِّ حَالٍ ‏.

"আর তোমাকে যখন কোন অবস্থা স্পর্শ করে তখন তা আমাকেও স্পর্শ করে, আর সর্বাবস্থায় তুমিই আমি।"

তদ্রূপ তার নিম্নোক্ত উক্তিও এর প্রমাণ :

قَدْ تَحَقَّقْتُكَ فِيْ سِرِّيْ - فَخَاطَبَكَ لِسَانِيْ

"আমি আমার অভ্যন্তরে তোমার অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করেছি, ফলে আমার জিহ্বা (বাকশক্তি) তোমাকে সম্বোধন করেছে।"

فَاجْتَمَعْنَا لِمَعَانٍ - وَافْتَرَقْنَا لِمَعَانٍ

"কয়েকটি কারণে আমরা একাত্ম হয়েছি আবার কয়েকটি কারণে হয়েছি বিচ্ছিন্ন।"

ان يَكُنْ غَيَّبَكَ التَّعْظِيم - عن لَحْظِ العِيَانِ

"তাযীম যদি তোমাকে চর্মচক্ষু থেকে অদৃশ্য করে রাখে।"

فَلَقَدْ صَيَّرَكَ الوجد - مِنَ الأَحْشَاءِ دَانٍ ‏.

"তাহলে বুঝতে হবে 'ওয়াজদ' তোমাকে হৃদয়ের নিকটবর্তী করেছে।"

ইব্‌ন আতা-এর নিকট হাল্লাজের নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তি আবৃত্তি করা হয় :

أُرِيْدُكَ لاَ أُرِيْدُكَ لِلثَّوَابِ - وَلَكِنِّيْ أُرِيْدُكَ لِلْعِقَابِ

"আমি তোমাকে চাই, তবে পুরস্কার লাভের জন্য আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে চাই শাস্তি লাভের জন্য।"

وَكُلُّ مَا رِبِيْ قَدْ نِلْتُ مِنْهَا – سِوى مَلْذُوْذِ وَجْدِى بِالْعَذَابِ .

"তা থেকে আমি আমার সকল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছি, শুধুমাত্র আযাবের কারণে আমার বিশেষ অবস্থার আনন্দ ব্যতীত।"

তখন ইব্‌ন আতা বলেন, এ দ্বারা আসক্তির যন্ত্রণা, প্রেমের তৃষ্ণা এবং অনুশোচনার দহন বৃদ্ধি পায়। আর যখন তা স্বচ্ছ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তখন সত্যের সুপেয় ও চিরস্থায়ী পানীয়ে উন্নীত হয়।

এছাড়া তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খফীফ বর্ণিত হাল্লাজের এই উক্তি আবৃত্তি করেন :

سُبْحَانَ من أظْهرَ نَاسُوْتَهُ – سِرُّسنا لاَهوتُهُ الثَّاقِب

"পবিত্র ঐ সত্তা যিনি নিজকে প্রকাশ করেছেন পরিষ্কারভাবে সৃষ্টির মাঝে।"

ثُمَّ بَدَا فِيْ خَلْقِه ظَاهِرًا – فِيْ صُوْرَةِ الآكِلِ والشَّارِبِ

"তারপর তিনি প্রকাশ্যভাবে পানাহারকারীর অবয়বে তার সৃষ্টির মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে।"

حَتَّى قَدْ عَايَنَهُ خَلْقُهُ – كلحْظَةِ الحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ .

"এমনকি তার সৃষ্টি তাকে প্রত্যক্ষ করেছে যেমনভাবে এক অন্য সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করে।"

তখন ইব্‌ন খাফীফ বলেন, এমন কথা বলে যে ব্যক্তি তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত। তখন তাকে বলা হয়, এটা তো হাল্লাজের রচিত কবিতা। তখন তিনি বলেন, এটা তার নামে অন্যের রচিত হতে পারে। এছাড়াও হাল্লাজের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয় :

اَوْشَكْتَ تَسْأَلُ عَنِّيْ كَيْفَ كُنْتَ – وَمَا لاَقَيْتُ بَعْدَكَ مِنْ هَمٍّ وَحُزْنٍ

"তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে উদ্যত হয়েছ, আমি কেমন ছিলাম এবং তোমার বিচ্ছেদের পর কী দুঃখ দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়েছি।"

لاَ كُنْتُ اِنْ كُنْتُ اَدْرِيْ كَيْفَ كُنْتُ – وَلاَ لاَ كُنْتُ اَدْرِى كَيْفَ لَمْ اكُنِ .

"কীভাবে আমি অস্তিত্ব লাভ করেছি তা যদিও আমি জানি কিন্তু কীভাবে আমি অস্তিত্বহীন হয়েছি তা জানি না।"

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, উপরোক্ত কবিতা পঙক্তিদ্বয় হল সামনূনের; হাল্লাজের নয়। এছাড়া তার অন্যতম কবিতা হল :

مَتى سَهِرَتْ عَيْنِيْ لِغَيْرِك اَوْ بَكَتْ – فَلاَ أُعْطِيت مَا اَمَلَتْ وَتَمَنَّتْ

"আমার চক্ষু যখন তুমি ব্যতীত অন্য কারও জন্য রাত জাগরণ করে অথবা ক্রন্দন করে তখন যেন সে প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত না হয়।"

وَاِنْ اَضْمَرَتْ نَفْسِى سِوَاكَ فَلاَ زَكَتْ – رِيَاضُ الْمُنى مِنْ وَجْنَتَيْكِ وَجَنَّتْ .

"আর আমার মন যদি তুমি ব্যতীত অন্য কোন সত্তাকে গোপন করে তাহলে তোমার গন্ডদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষার উদ্যান যেন সুগন্ধিময় ও ফলপূর্ণ না হয়।"

دُنيا تُغَالِطُنِىْ كَاَنَّ نِىْ - لَسْتُ اَعْرِفُ حَالَهَا

"দুনিয়া আমাকে ভ্রান্তিতে ফেলার চেষ্টা করে, যেন আমি তার অবস্থা জানি না।

حَظَرَ الْمَلِيْكُ حَرَامَهَا - وَاَنَا احْتَمَيْتُ حَلاَلَهَا

"মালিক তার অবৈধ বস্তুকে নিষিদ্ধ করেছেন আর আমি বৈধ ভোগবিলাসও পরিহার করেছি।"

فَوَجَدْتها مُحْتَاجَةً - فَوَهَبْتُ لَذَّتَهَا لَهَا ۔

"এরপরও আমি তাকে অভাবী পেয়েছি, তখন আমি তার আনন্দ তাকেই দান করেছি।"

হাল্লাজ বিচিত্র ধরনের পোশাক পরিধান করত। কখনও সে সূফীদের পোশাক পরত, কখনও বা সৈনিকের পোশাক পরে বিত্তবান, শাহজাদা এবং সৈনিকদের সাথে উঠা-বসা করত। একবার তার জনৈক শিষ্য তাকে জীর্ণ পোশাকে একটি লাঠি ও ছোটপাত্র হাতে প্রদক্ষিণ করতে দেখে প্রশ্ন করল। হাল্লাজ, এ আপনার কী অবস্থা? তখন সে বলতে লাগল :

لَئِنْ اَمْسَيْتُ فِىْ ثَوْبَى عَدِيْمٍ - لَقَدْ بَلِيَا عَلَى حُرٍّ كَرِيْمٍ

"আমি যদি নিঃস্বের কাপড় পরিধান করে থাকি তাহলে যেন রাখ এই কাপড় জীর্ণ হয়েছে এক স্বাধীন সম্ভ্রান্তের স্পর্শে।"

فَلاَ يَغُرُّرَكَ اَنْ اَبْصَرْتَ حالاً - مُغَيَّرَةً عن الحالِ القَدِيْمِ

"সুতরাং পূর্বের অবস্থার পরিবর্তিত রূপ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।"

ولى نَفْسُ فَتَتْلَفُ او سَتَرقى - لَعَمْرُكَ بِى الى اَمْرٍ جَسِيْمٍ ۔

"তোমার জীবনকালের শপথ! আমার এমন একটি প্রাণ রয়েছে যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অথবা এক গুরুতর স্তরে উপনীত হবে।"

তার অন্যতম উৎকৃষ্ট বচন—যখন তাকে এক ব্যক্তি উপকারী কিছু অসিয়ত করার জন্য বলে, যদি নিজেকে কোন ভাল কাজে ব্যস্ত রাখতেন না পার তাহলে নিজেকে সংযত রাখ, অন্যথায় তোমার সত্তা তোমাকে ভাল কাজ থেকে বিরত রাখবে। একবার এক ব্যক্তি তাকে বলে, আমাকে উপদেশ দিন। তখন সে বলে, সত্য যা আরোপ করে সে অনুযায়ী সত্যের সাথে থাক। খতীব তার সূত্রে তার থেকে বলেন, তাবৎ মানুষের জ্ঞানের সারমর্ম হল চারটি বিষয় : ১. মহান সত্তাকে ভালবাস, ২. অল্পকে ঘৃণা কর, ৩. কুরআনের অনুসরণ কর ও ৪. স্থানান্তরকে ভয় কর।

আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, শেষ দুটির ব্যাপারে হাল্লাজ ভুল করেছে, সে কুরআনের অনুসরণ করেনি এবং সঠিক অবস্থায় অবিচল থাকেনি বরং সে তা থেকে বক্রতা, বিদআত ও গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আবূ আবদুর রহমান সুলামী আমর ইব্ন উসমান মক্কী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমি মক্কার কোন এক গলিতে আমি হাল্লাজের সাথে হাঁটছিলাম। এসময় আমি কুরআন পাঠ করছিলাম, সে আমার তিলাওয়াত শুনে বলে উঠল, এর মত কালাম আমিও বলতে পারি। তার একথা শুনে আমি তাকে ত্যাগ করলাম। খতীব বলেন, আমাকে মাসউদ ইব্ন নাসির বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্ন বাকওয়া আশ-শীরাযী বলেন, আমি আবূ যুরআ তাবারীকে বলতে শুনেছি, লোকজন তার ব্যাপারে অর্থাৎ হুসায়ন ইব্ন মনসূর হাল্লাজের ব্যাপারে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাঝে মত ব্যক্ত করে থাকে। কিন্তু আমি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া রাযীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমর ইব্ন উসমানকে তাকে লা'নত করে বলতে শুনেছি, আমি যদি পারতাম তাহলে আমি তাকে নিজ হাতে হত্যা করতাম। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি তাকে কী অবস্থায় পেয়েছেন? তিনি বললেন, একবার আমি কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম, তখন সে বলল, আমি নিজেও এমন কালাম পড়তে পারি।

আবূ যুরআ তাবারী বলেন, আমি আবূ ইয়াকূব আকতাকে হুসায়ন ইব্ন হাল্লাজের উত্তম তরীকা এবং ইবাদত সাধনায় মুগ্ধ হয়ে আমি তার সাথে আমার মেয়েকে বিবাহ দিলাম। কিন্তু তার পরই আমার কাছে প্রকাশ পেল যে, সে আসলে একজন ধূর্ত জাদুকর এবং পিশাচ কাফির। আল-বিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তার এই বিবাহ প্রদান মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার স্ত্রী ছিল আবূ ইয়াকূব আল-আকতা-এর কন্যা উম্মুল হুসায়ন। তার গর্ভে হাল্লাজ পুত্র আহ্মদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন মনসূরের জন্ম হয়। সে তার পিতার জীবনী উল্লেখ করেছে যেমনভাবে খতীবের সূত্রে তা উদ্ধৃত করেছে। আবুল কাসিম কুশায়রী তার পুস্তিকায় 'মাসায়িখের কলবের হিফাযত' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, একবার মক্কায় অবস্থানকালে আমর ইব্ন উসমান হাল্লাজের সাক্ষাতে প্রবেশ করেন, সে তখন কাগজে কিছু লিখছিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, এটা কী? সে তখন বলে, এটা হল কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বী রচনা। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে বদ দুআ করেন। ফলে এরপর আর সে সফল হয়নি। এছাড়া তিনি তার সাথে কন্যা বিবাহ দেয়ায় আবূ ইয়াকূব আল-আকতা-এর সমালোচনা করেন। আমর ইব্ন উসমান হাল্লাজকে লা'নত করে এবং তার থেকে লোকজনকে সতর্ক করে বিভিন্ন দিকে বহুপত্র প্রেরণ করেন। এরপর থেকে বিতাড়িত ও ভবঘুরে হয়ে হাল্লাজ দেশে দেশে ঘুরতে থাকে এবং দিকে দিকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। এসময় সে প্রকাশ করতে থাকে যেন সে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করছে এবং বিভিন্ন কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করছে। তার এই রীতি ও অবস্থা অব্যাহত থাকে অবশেষে তার উপর আল্লাহ্র ঐ অবধারিত শাস্তি নেমে আসে যা অপরাধী সম্প্রদায় থেকে রোধ করা যায় না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শরীআতের ঐ তরবারি দ্বারা হত্যা করেন যা শুধুমাত্র কোন নাস্তিকের গর্দানেই আপতিত হয়, আর কোন সত্যবাদীর উপর তা চাপিয়ে দেয়া থেকে আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে অধিক ন্যায়পরায়ণ। আর কীভাবে সে সত্যবাদী

হতে পারে অথচ সে কুরআনের উপর আক্রমণ করেছে এবং পবিত্র শহর মক্কায় কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে, যেখানে জীবরীল (আ) তা নিয়ে নাযিল হয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ٠

"আর যে ইচ্ছা করে সীমালঙ্ঘন করে পাপ কাজের, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা হজ্জ : ২৫)

হাল্লাজ তো হঠকারিতায় কুরায়শ কাফিরদের ন্যায় আচরণ করেছে :

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ٠

"যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তারা তখন বলে, আমরা তো শ্রবণ করলাম। ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি। এ তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।" (সূরা আনফাল : ৩১)

হাল্লাজের ধূর্ততার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, যে হাল্লাজ তার এক বিশিষ্ট শিষ্যকে এক পাহাড়ী শহরে প্রেরণ করে। এসময় সে তাকে লোক সম্মুখে ইবাদত-বন্দেগী, সততা ও যুহদ প্রকাশ করতে বলে। এরপর সে যখন দেখবে তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে ভালবেসেছে এবং তার প্রতি সুধারণা পোষণ করেছে, তখন সে তাদের সামনে প্রকাশ করবে যেন সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন পর এমনভাব করবে যেন তার হাত-পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। এরপর ভক্তরা যখন তার চিকিৎসার জন্য সচেষ্ট হবে, সে তখন তাদেরকে বলবে, হে ভাল লোকের দল! তোমরা যা কিছু করছ তাতে আমার কোন উপকার হবে না। এর কয়েকদিন পর সে লোকদেরকে বলবে যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছে যে, তিনি তাকে বলছেন, জনৈক কুতুব ব্যতীত অন্য কারও হাতে তোমার আরোগ্য লাভ হবে না, সে অমুক মাসের অমুক দিন তোমার কাছে আগমন করবে এবং তার বর্ণনা হল এই এই। এসময় হাল্লাজ তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, সে সময় আমি তোমার সাক্ষাতে আগমন করব।

তখন ঐ ব্যক্তি সেই দেশে গমন করল এবং সেখানে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হল এবং সততা, সাধনা ও তিলাওয়াতের আধিক্য প্রদর্শন করতে লাগল। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর তার প্রতি লোকজনের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মাল। এরপর পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক সে তাদেরকে বলতে লাগল যে, সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে এবং এ অবস্থায় সে কিছুকাল অতিবাহিত করল। তারপর সে প্রকাশ করল যেন সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তখন লোকজন সম্ভাব্য সকল প্রকার চিকিৎসা প্রদান করল। কিন্তু কোন চিকিৎসাই তার ব্যাপারে ফলপ্রসূ হল না। সে তখন ভক্তদের বলল, হে ভাল লোকের দল! এই যে চিকিৎসা যা তোমরা

আমার ব্যাপারে অবলম্বন করছ, তা আমার কোন কাজে আসবে না। আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে বলছেন, তোমার সুস্থতা ও রোগমুক্তি ঘটবে জনৈক কুতুবের হাতে। আর সে অমুক মাসের অমুক দিন তোমার কাছে আগমন করবে।

এদিকে প্রথম প্রথম লোকেরা পথ দেখিয়ে তাকে মসজিদে নিয়ে যেত। এরপর ঐ সময় উপস্থিত হল যে সময়ের ব্যাপারে সে হাল্লাজের সাথে একমত হয়েছিল। তখন হাল্লাজ আগমন করল এবং শুভ্র পশমী পোশাকে শহরে প্রবেশ করল। এরপর সে মসজিদে প্রবেশ করে একটি স্তম্ভের পাশে অবস্থান গ্রহণ করল এবং কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সেখানে ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হল। তখন লোকেরা তাকে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিনল যা ঐ অসুস্থ ব্যক্তি তাদেরকে বর্ণনা করেছিল। তখন তারা ছুটে গিয়ে তাকে সালাম করতে লাগল এবং তার হাত-পা ছুঁয়ে বরকত গ্রহণ করতে থাকল। এরপর লোকজন যখন ঐ আরোগ্য প্রত্যাশী প্রতিবন্ধীর কাছে এসে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত জানাল তখন সে বলল, তোমরা আমাকে তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য বল। তখন তারা তাকে তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করল। তাদের বর্ণনা শুনে সে বলে উঠল এই ব্যক্তির সম্পর্কেই আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে স্বপ্নে অবহিত করেছেন যে তার হাতে আমার রোগমুক্তি ঘটবে। আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। তখন তারা তাকে বহন করে তার সামনে নিয়ে রাখল। তারপর তার সাথে কথা বলে সে তাকে চিনতে পারল। এ সময় সে তাকে বলল, হে আবূ আবদুল্লাহ্‌! আমি তো স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছি, এরপর সে তাকে তার স্বপ্ন বর্ণনা করল। একথা শোনার পর হাল্লাজ দুহাত উঠিয়ে প্রথমে তার জন্য দুআ করল। তারপর তার মুখ থেকে একটু থু থু তার উভয় হাতের তালুতে নিল এবং তা দিয়ে তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিল। তখন সে এমনভাবে তার চোখ খুলল যেন কোনদিনই তার চোখে কোন সমস্যা ছিল না এবং তৎক্ষণাৎ সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। এরপর সে কিছুটা থু থু নিয়ে তার উভয় পায়ে হাত বুলিয়ে দিল। তখন সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে এমনভাবে হাঁটতে লাগল যেন কখনোই তার পায়ে কোন সমস্যা ছিল না। এসময় সেখানে বহু লোকজন এবং শহরের আমীর-উমারা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা উপস্থিত ছিল। তারা এরূপ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবার এবং সুবহানাল্লাহ্‌ বলে উঠল। এছাড়া তারা এসময় হাল্লাজের মিথ্যা অভিনয় দেখে তার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করল। এরপর কিছুকাল সে তাদের কাছে অবস্থান করল। এসময় লোকজন তার প্রতি তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করতে লাগল এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগল যেন তিনি তাদের থেকে কিছু নগদ অর্থ গ্রহণ করেন। এরপর সে যখন তাদের থেকে বিদায় নিতে চাইল তখন তারা তার খিদমতে বিপুল পরিমাণ অর্থ পেশ করতে চাইল। তখন হাল্লাজ বলল, আমার পার্থিব ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। দুনিয়া ত্যাগ করেই তো আমি এই স্তরে পৌঁছতে পেরেছি। সম্ভবত তোমাদের ঐ সাথীর কিছু সংখ্যক সাধক বন্ধু-বান্ধব আছে যারা তরসূস সীমান্তে জিহাদরত এবং নিয়মিত হজ্জ ও দান-সদকা করে থাকে। তাদের মনে হয় আর্থিক প্রয়োজন বিদ্যমান।

তখন সদ্য রোগমুক্ত ব্যক্তি বলল, শায়খ যথার্থই বলেছেন, আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেছেন। সুতরাং আমি আমার ঐ সকল নেককার বন্ধুদের সাহচর্যে আমার বাকী জীবন জিহাদ ও হজ্জ করে কাটাব। এরপর সে উপস্থিত সকলকে তাদের সমস্ত অর্থ তাকে প্রদানে উৎসাহ প্রদান করল। এরপর হাল্লাজ তাদের থেকে বিদায় নিল। আর ঐ ব্যক্তি তাদের মাঝে রয়ে গেল এবং লোকজন তাকে হাজার হাজার দীনার-দিরহাম প্রদানের উদ্দেশ্যে একত্রিত করল। তারপর সে তার কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অর্থ-কড়ি নিয়ে তাদেরকে বিদায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এরপর সে হাল্লাজের সাথে গিয়ে মিলিত হল এবং সেই অর্থ তারা দুজন নিজেদের মাঝে বন্টন করে নিল।

জনৈক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন—আমি শুনতাম হাল্লাজের বিভিন্ন বিস্ময়কর অবস্থা ও কারামত প্রকাশ পায়। তাই আমি একবার বিষয়টি যাচাই করে দেখতে চাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি তার কাছে এসে তাকে সালাম করলাম, সে তখন আমাকে প্রশ্ন করল, এই মুহূর্তে কোন কিছু খেতে তোমার মন চায়? আমি বললাম, টাটকা মাছ। একথা শুনে সে তার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং কিছুক্ষণ পর পায়ে মাটিকাদা মাখা অবস্থায় একটি তরতাজা মাছ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হল। সে আমাকে বলল, আমি আল্লাহ্র দরবারে দুআ করলাম আর তিনি আমাকে এই মাছ নিয়ে আমার জন্য পাথুরে জলাভূমিতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই আমি 'আহওয়াযে' গমন করলাম। আমার এই পায়ের মাটি সেখানকার মাটি। আমি তখন বললাম, আপনি চাইলে আমি আপনার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে দেখতাম তাহলে আমার বিশ্বাস আরও মজবুত হত। যদি অন্য কিছু পাওয়া না যায় তাহলে আমি নিশ্চিন্তে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারতাম। তখন বলল, ঠিক আছে তুমি ভিতরে প্রবেশ কর। তখন আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং সে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আমার অপেক্ষায় বসে থাকল। এরপর আমি সম্পূর্ণ বাড়ি ঘুরে দেখলাম কিন্তু ঐ দরজা ছাড়া কোন প্রবেশ পথের সন্ধান পেলাম না। তখন আমি তার বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। এরপর আমি যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলাম হঠাৎ তখন একটি গুপ্ত দরজার সন্ধান পেলাম এবং সেখানে প্রবেশ করে এক বিশাল উদ্যানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সকল প্রকার ফলমূল এবং বহুরকম খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। এছাড়া সেখানে ছিল বেশ বড় একটি হাউয যা ছোটবড় মাছে পূর্ণ ছিল। এরপর আমি সে হাউযে নেমে একটি মাছ ধরলাম। সে সময় আমার পায়েও কাদামাটি লেগে গেল যেমন হাল্লাজের পায়ে লেগেছিল। অবশেষে আমি প্রথম দরজায় এসে বললাম, দরজা খুলুন আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছি।

কিন্তু দরজা খুলে সে যখন আমাকে তার অবস্থায় দেখতে পেল তখন আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সে আমার পিছে পিছে দৌড়ে আসল। এ অবস্থায় আমি সেই মাছ দিয়ে তার মুখমণ্ডলে আঘাত করে বললাম, হে আল্লাহ্র দুশমন! আজ তুই আমাকে বেশ ভোগালি। তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কয়েকদিন পর আমার সাথে তার দেখা হয় তখন সে হাস্যোচ্ছলে

আমাকে বলে, তুমি যা দেখে এসেছো কারও কাছে তা প্রকাশ করো না অন্যথায় আমি গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে তোমাকে হত্যা করে ফেলব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমি যদি তার গোমর ফাঁক করে দেই তাহলে সে তার হুমকি কার্যকর করবে। তাই সে শূলবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি কাউকে তা বলিনি।

হাল্লাজ একদিন এক ব্যক্তিকে বলল, আমার প্রতি ঈমান আন তাহলে আমি তোমার কাছে এমন একটি চড়ুই পাঠাব যে তুমি তার বিষ্ঠার এক দানা যদি বিশাল পরিমাণ তামার উপরে রাখ তাহলে তা স্বর্ণে পরিণত হবে। তখন লোকটি তাকে বলল, তার চেয়ে বরং তুমিই আমার প্রতি ঈমান আন তাহলে আমি তোমার কাছে এমন একটি হাতি পাঠাব যে সে যদি চিৎ হয়ে শোয় তাহলে তার পা গিয়ে আসমানে ঠেকবে। আর তুমি যখন তাকে লুকাতে চাইবে তখন তাকে তোমার এক চোখে রেখে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে হাল্লাজ বেকুব ও নির্বাক হয়ে গেল। সে যখন বাগদাদে আগমন করে তখন সে লোকজনকে নিজের দিকে ডাকতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও ভেল্কিবাজি ও শয়তানী অবস্থা প্রকাশ করতে থাকে। আর সে তার এই সকল কর্মকাণ্ডের বেশির ভাগই চালাত রাফিযীদের উপর। কেননা তারা ছিল কম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে দুর্বল। একদিন সে রাফিযীদের এক শীর্ষ নেতাকে ডেকে এনে তাকে তার প্রতি ঈমান আনতে বলে। তখন রাফিযী ব্যক্তি তাকে বলে, আমি হলাম নারী আসক্ত এক ব্যক্তি। একদিকে আমার মাথায় টাক, আর আমার চুলে পাক ধরেছে। তুমি যদি আমার মাথার টাক ও চুলের বার্ধক্য দূর করতে পার তাহলে আমি তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং বিশ্বাস করব যে তুমি নিষ্পাপ ইমাম। আর তখন যদি তুমি চাও তাহলে বলব, তুমি নবী, এমনকি তুমি যদি চাও তাহলে বলব তুমিই আল্লাহ্। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে হাল্লাজ হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং তাকে কোন উত্তর দিতে পারল না।

শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, হাল্লাজ ছিল বহুরূপী। কখনও সে পশমী জুব্বা, কখনও আলখেল্লা কখনও বা অন্য পোশাক পরিধান করত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাথে সে তাদের মাযহাবের অনুসরণ করত। তারা আহলে সুন্নাত হোক রাফিযী হোক, মু'তাযিলা হোক, সূফী হোক কিংবা ফাসিক-ফাজির হোক।

সে যখন আহওয়াযে অবস্থান গ্রহণ করল তখন কিছু দিরহাম বের করে ব্যয় করত যাকে সে কুদরতি দিরহাম নাম দিয়েছিল। এসময় শায়খ আবূ আলী আল-জুবাঈকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এসব মানুষ অর্জন করে থাকে কৌশলের মাধ্যমে। তোমরা তাকে আবদ্ধ একটি গৃহে প্রবেশ করিয়ে তাকে দুই আঁটি কাঁটা বের করতে বল। একথা যখন হাল্লাজের কানে পৌঁছল তখন সে আহওয়ায থেকে সটকে পড়ল।

খতীব বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন মুখাল্লাদ শুনে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন আলী আল-খতীব তার তারীখে জানিয়েছেন তিনি বলেন, (এসময়ে) হাল্লাজ হুসায়ন ইব্‌ন মনসূর নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকার কারণে সে

খলীফার নির্দেশে বন্দী ছিল। আর এটা ছিল আলী ইব্ন ঈসার উযীর থাকার প্রথম মেয়াদে। এই ব্যক্তি সম্পর্কে নানা ধরনের নাস্তিকতা এবং লোকজন বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এসব সে করত অনেকটা জাদু ও ভেলকিবাজির মত পদ্ধতিতে। এছাড়া সে নবুওয়তের দাবীও করত। এই সকল অভিযোগের কারণে আলী ইব্ন ঈসা তাকে বন্দী করেন এবং খলীফা মুকতাদির বিল্লাহকে তার বিষয়টি অবহিত করেন। কিন্তু সে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার না করায় তিনি তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। দাজলা নদীর পুলের প্রান্তে তাকে জীবিত অবস্থায় কয়েকদিন শূলবিদ্ধ করে রাখা হয়। প্রতিদিন সকালে তাকে শূলবিদ্ধ করা হত এবং তার কীর্তিকলাপ উল্লেখ করে ঘোষণা দেয়া হত। এরপর তাকে নামিয়ে এনে বন্দী করে রাখা হত। এরপর সে বহু বছর জেলখানায় অবস্থান করে। এসময় তাকে এক জেল থেকে আরেক জেলে স্থানান্তর করা হতে থাকে, যেন সে দীর্ঘকাল এক জেলে অবস্থান করে জেল কয়েদীদের গোমরাহ না করতে পাারে। অবশেষে তাকে দারুল খিলাফতে এনে বন্দী করা হয়। এসময় সে খলীফার সেবক পরিচারকদের একদলকে গোমরাহ করে এবং নানা কৌশলে তাদেরকে আকৃষ্ট করে। এমনকি তারা তার পক্ষ নিয়ে তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে এবং তাকে সুস্বাদু খাবার-দাবার সরবরাহ করতে থাকে। এরপর সে বাগদাদ ও অন্যান্য এলাকার একদল কাতিব ও অন্যদের কাছে পত্র বিনিময় করে। তখন তারা হাল্লাজের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এমনকি সে নিজেকে খোদা দাবী করে বসে। এসময় সে তার একদল অনুসারী নিয়ে খলীফা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করে। তখন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কারও কারও কাছে এমন কিছু লিখিত কাগজ পাওয়া যায় যা হাল্লাজ সম্পর্কে কথিত আলোচনার সত্যতা প্রমাণ করে। এছাড়া ধৃতদের কেউ কেউ মুখেও তা স্বীকার করে। এভাবে তার খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকজন তাকে হত্যা করার ব্যাপারে আলোচনা করে। তখন খলীফা হাল্লাজকে হামিদ ইব্ন আব্বাসের হাতে সমর্পণ করার নির্দেশ দেন এবং তাকে নির্দেশ দেন হাল্লাজ ও তার অনুসারীদের আলিম ও কাযীদের সামনে উপস্থিত করে প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটনের। এসময় এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর খলীফা তার বিষয়ে নিশ্চিত হন এবং তার সম্পর্কে উল্লিখিত খবরসমূহ অবগত হন। এছাড়া কাযীদের কাছেও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়। তখন আলিমগণ তাকে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলার ফতওয়া প্রদান করেন। এরপর তাকে ৩০৯ হিজরীর যিলকদ মাসের ২১ তারিখ সোমবার (বাগদাদের) পশ্চিম প্রান্তীয় সিপাহী কার্যালয়ে হাযির করা হয়। সেখানে তাকে এক হাজারের মত চাবুক মারা হয়। এরপর তার উভয় হাত ও পা কেটে ফেলা হয়। তারপর তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার মরদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া তার কর্তিত মস্তক (বাগদাদের) নতুন পুলের দেয়ালে স্থাপন করা হয় এবং জনসমক্ষে তার কর্তিত হাত-পা ঝুলিয়ে রাখা হয়।

আবূ আবদুর রহমান ইব্ন হাসান সুলামী বলেন, আমি বক্তা ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আবুল কাসিম আর-রাযী বলেন, তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্ন মুমশায বলেন, দীনাওয়ারে আমাদের কাছে একবার এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তার সাথে ছিল একটি থলে যা সে রাতদিন কোন সময় হাতছাড়া করত না। তখন লোকজনের সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তারা লোকটির থলে তল্লাশী করে। তখন তারা তাতে হাল্লাজের একটি পত্র পায় যার শিরোনাম ছিল, "পরম দয়ালু দয়াময় এর পক্ষ থেকে অমুক পুত্র অমুকের কাছে", এই পত্রে সে তাকে তার প্রতি ঈমান এবং গোমরাহীর দিকে আহ্বান করেছিল। এরপর সেই পত্র বাগদাদে প্রেরণ করা হয় এবং হাল্লাজকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন সে একথা স্বীকার করে যে সেই পত্রের লেখক। তখন তাকে বলা হয়, পূর্বে তো তুমি নবুওয়ত দাবী করতে, আর এখন তুমি নিজেদে খোদা দাবী করছ? একথা শুনে সে বলে, আমাদের কাছে এর মর্ম হল, প্রকৃত লেখকতো আল্লাহ্ই, আমি এবং আমার হাত উপকরণ মাত্র। তখন তাকে বলা হয়, তোমার এই মত পোষণকারী আর কেউ আছে? সে বলে, হ্যাঁ ইব্ন আতা, আবূ মুহাম্মদ হারিরী এবং আবূ বকর শিবলী। কিন্তু হারিরীকে যখন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, একথা যে বলবে সে তো কাফির হয়ে যাবে।

আর শিবলীকে যখন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন, একথা যে বলবে তাকে বাধা দেয়া হবে। তবে ইব্ন আতাকে প্রশ্ন করা হলে সে বলে, এ ব্যাপারে হাল্লাজের কথাই যথার্থ। তখন তাকে এমন কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয় যার কারণে তার মৃত্যু হয়। এরপর আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী রিওয়ায়াত করেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান আর-রাযী থেকে যে, উযীর হামিদ ইব্ন আব্বাস যখন হাল্লাজকে হাযির করেন তখন তিনি তাকে তার আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, সে তখন তা স্বীকার করে এবং তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর তিনি বাগদাদের ফকীহদের সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন তারা এই আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এই আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তও লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর উযীর বলেন, এটা হল আবুল আব্বাস ইব্ন আতার বক্তব্য। তারা তখন বলেন, যে ব্যক্তি এই মতে বিশ্বাসী সে কাফির। এরপর উযীর ইব্ন আতাকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠান এবং সে এসে মজলিসের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করে। তখন উযীর তাকে হাল্লাজের বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে বলে, যে ব্যক্তি এই বক্তব্য সমর্থন করবে না তার তো কোন আকীদা নেই। একথা শুনে উযীর ইব্ন আতাকে বলেন, দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি কি এই জাতীয় কথা এবং এই আকীদাকে সঠিক আখ্যা দিচ্ছ? ইব্ন আতা তখন বলে উঠে, এর সাথে আপনার কী সম্পর্ক? মানুষের অর্থ আত্মসাৎ, তাদেরকে নির্যাতন নিপীড়ন ও হত্যার যে দায়িত্বে আপনাকে নিয়োজিত করা হয়েছে আপনি তার প্রতি মনোযোগী হোন। আপনার সাথে এই সকল স্থানীয় আল্লাহ্ওয়ালাদের কী সম্পর্ক? একথা শুনে,

উযীর নির্দেশ দিলেন, তার মুখের দুই প্রান্তে আঘাত করতে এবং তার পায়ের মোজা খুলে তা দ্বারা তার মাথায় আঘাত করতে। তখন তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হতে থাকে এমনকি তার নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। এরপর তিনি তাকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। তখন লোকজন তাকে বলে, জনসাধারণ এতে আতঙ্কবোধ করবে এবং এই পদক্ষেপ তাদের কাছে ভাল লাগবে না। ফলে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইব্ন আতা এ সময় বদ দুআ করে বলে উঠে, হে আল্লাহ্ তুমি তাকে ধ্বংস কর এবং তার হাত পা কর্তন কর। তারপর সাতদিন পর ইব্ন আতা নিজেই মৃত্যুবরণ করে। এর কিছুদিন পর উযীর জঘন্যভাবে নিহত হয়, আর তার হাত-পা কর্তন করা হয় এবং তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর জনসাধারণ তাদের অভ্যাস মাফিক মনে করত এটা ঘটেছে ইব্ন আতার বদ দুআর কারণে। এমনকি যারা ইব্ন আরাবীকে কষ্ট দিয়েছিল কিংবা হাল্লাজ ও অন্যদের অমার্যাদা করেছিল তাদের ব্যাপারে একদল আলিমও এরূপ মন্তব্য করে বলেছিলেন এটা অমুকের সাথে মন্দ আচরণের প্রতিফল। এসময় বাগদাদের আলিমগণ সকলেই হাল্লাজের কুফরী ও নাস্তিকতার ব্যাপারে একমত হন এবং তারা তাকে শূলবিদ্ধ করে হত্যার রায় প্রদান করেন। আর তৎকালীন সময়ে বাগদাদের আলিমগণই ছিলেন সবকিছু।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন দাঊদ আয-যাহিরীকে তার ওফাতের পূর্বে প্রথমবার যখন হাল্লাজকে হাযির করে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন, যদি আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করে থাকেন এবং তিনি সত্য নিয়ে এসে থাকেন তাহলে হাল্লাজের কথা মিথ্যা। তিনি তার প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন।

আবূ বকর আস-সূলী বলেন, আমি হাল্লাজকে দেখেছি এবং তার সাথে কথা বলেছি। তখন আমি তাকে বুদ্ধিমত্তার ভানকারী মূর্খ, আতিশয্য প্রিয় নির্বোধ, মিথ্যা দাবীকারী পিশাচ এবং ভণ্ড যাহিদ ও আবিদ পেয়েছি। তাকে যখন প্রথমবার শূলবিদ্ধ করা হয় এবং চারদিন যাবৎ তার কুকীর্তি ও শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয় তখন একটি গাভীর পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় তাকে শূলবিদ্ধ করার জন্য হাযির করা হয়। এসময় জনৈক ব্যক্তি তাকে বলতে শুনে, আমি তো হাল্লাজ নই। আসলে আমার উপর তার সাদৃশ্য আরোপ করা হয়েছে এবং সে (হাল্লাজ) তোমাদের থেকে অদৃশ্য হয়েছে। এরপর যখন তাকে শূলবিদ্ধ করার জন্য নির্ধারিত কাষ্ঠখণ্ডের নিকটবর্তী করা হয় তখন আমি শূলবিদ্ধ অবস্থায় তাকে বলতে শুনেছি, হে ঐ সত্তা যিনি বিলীন হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন, আপনি আমাকে বিলীন হতে সাহায্য করুন। অন্য এক ব্যক্তি বলেন, আমি তাকে শূলবিদ্ধ অবস্থায় বলতে শুনেছি, হে মাবূদ! আমি তো আকাঙ্ক্ষার নিবাসে পৌঁছে গেছি, অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করছি। হে মাবূদ! আপনাকে যে কষ্ট দেয় তার প্রতিও আপনি প্রেমময় আচরণ করে থাকেন। সুতরাং আপনার জন্য যে নির্যাতিত হচ্ছে তার সাথে আপনি কেমন আচরণ করবেন?

হাল্লাজের নিহত হওয়ার বর্ণনা

খতীব বাগদাদী ও অন্যরা বলেন, শেষবারের মত হাল্লাজ বাগদাদ আগমন করে এবং এসময় সে সূফীদের সাহচর্য গ্রহণ করে তাদের পরিচয় লাভ করে। সে সময় উযীর ছিলেন হামিদ ইব্‌ন আব্বাস। তার কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, হাল্লাজ দারুল খিলাফতের বেশ কয়েকজন সেবক পরিচারক এবং দ্বার রক্ষীকে বিভ্রান্ত করেছে। এছাড়া সে দ্বার রক্ষী নাসর কাশূরীর ক্রীতদাসদেরও গোমরাহ করেছে। এসময় সে যে সকল কারামতের দাবী করত তার অন্যতম হল যে, সে মৃতকে জীবিত করে, আর জিনরা তার সেবা করে, সে যা ইচ্ছা করতে পারে এবং তার মন যা চায় তাই তার সামনে হাযির করে। এছাড়া সে একথাও বলে যে, সে একাধিক পাখিকে জীবিত করেছে।

এসময় আলী ইব্‌ন ঈসাকে বলা হয় মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল-কিনাই আল-কাতিব নামক এক ব্যক্তি হাল্লাজের পূজা করে এবং লোকজনকে তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে। তখন উযীর তাকে তলব করেন এবং তার বাড়ি ঘেরাও করে তাকে ধরে আনা হয়। এরপর সে স্বীকার করে যে, সে হাল্লাজের শিষ্য। এসময় তার বাড়িতে অত্যন্ত মূল্যবান চামড়া দ্বারা বাঁধাই করা রেশমী কাগজে স্বর্ণের পানি দিয়ে হাল্লাজের হাতের লিখিত একাধিক পত্র পাওয়া যায়। এছাড়া তার কাছে হাল্লাজের মলমূত্র ও অন্যান্য কিছু বস্তু এবং তার খাওয়া উচ্ছিষ্ট, কিছু রুটির টুকরা পাওয়া যায়। এদিকে উযীর খলীফা মুকতাদিরের সাথে হাল্লাজের ব্যাপারে কথা বলার অনুমতি চাইলে তিনি তার বিষয়টি উযীরের হাতে ন্যস্ত করেন। তখন তিনি হাজ্জাজের একদল শিষ্যকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করেন। এসময় তারা তার সামনে স্বীকার করে যে, তারা একথা বিশ্বাস করে যে, সে (হাল্লাজ) আল্লাহ্‌র শরীক উপাস্য এবং সে মৃতকে জীবিত করে। কিন্তু তারা যখন হাল্লাজের সামনা-সামনি হয়ে তার বিরুদ্ধে এসকল কথা উত্থাপন করে তখন সে তা অস্বীকার করে তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলে, নিজেকে খোদা অথবা নবী দাবী করা থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি হলাম আল্লাহ্‌র এক বান্দা। তার উদ্দেশ্যে আমি অধিক পরিমাণ নামায আদায় করি এবং রোযা রাখি এবং কল্যাণমূলক কাজ করি। এছাড়া আমি আর কিছু জানি না। এসময় সে দুই শাহাদত এবং তাওহীদ ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করল না এবং বার বার এ কথা বলতে লাগল। আপনি পবিত্র! আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি অন্যায় করেছি এবং নিজের প্রতি অবিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি ব্যতীত আর কেউ পাপ ক্ষমা করে না। এসময় হাল্লাজের পরিধেয় ছিল একটি কাল জুব্বা এবং তার দু'পায়ে ছিল ১৩ শৃঙ্খল। জুব্বাটি তার হাঁটু পর্যন্ত সংযুক্ত ছিল আর শৃঙ্খলগুলোও ছিল তার হাঁটু পর্যন্ত সংযুক্ত। এ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সে দিন রাতে এক হাজার রাকআত নামায পড়ত।

উযীর হামিদ ইব্‌ন আব্বাস হাল্লাজকে গ্রেফতার করার পূর্বে সে দ্বার রক্ষী নাসর কাশূরীর বাড়ির একটি হুজরায় অবস্থান করত। এসময় সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তার সাথে দেখা করার অনুমতি

ছিল। কখনও সে নিজেকে হুসায়ন ইব্‌ন মনসূর আবার কখনও মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ আল-ফারিসী বলে পরিচয় দিত। এই দ্বার রক্ষী নাসর তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ধারণা করেছিল যে, সে একজন নেককার লোক। সে একবার হাল্লাজকে খলীফা মুকতাদিরের সাক্ষাতে প্রবেশ করায় তখন সে খলীফাকে ব্যথা-বেদনার কারণে ঝাড়-ফুঁক করে এবং ঘটনাক্রমে সেই বেদনা দূর হয়ে যায়। তদ্রূপ সে খলীফার মায়ের ব্যথা বেদনাও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে দূর করে। এভাবে সে আনুকূল্য লাভ করে এবং দারুল খিলাফতে প্রিয়ভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এরপর যখন তার ব্যাপারে সমালোচনা শুরু হয় তখন তাকে উযীর হামিদ ইব্‌ন আব্বাসের হাতে অর্পণ করা হয়। তিনি তার পায়ে বহু শৃঙ্খল দিয়ে তাকে বন্দী করেন। এসময় তিনি ফকীহ্‌দেরকে সমবেত করে তার ব্যাপারে ফতওয়া গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা সকলে হাল্লাজের কাফির ও নাস্তিক হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সে হল ভণ্ড জাদুকর। এসময় হাল্লাজের অনুসারীদের দুই ব্যক্তি তাকে পরিত্যাগ করে। তাদের একজন হল আবূ আলী হারূন ইব্‌ন আবদুল আযীয আওয়ারিজী। আর অন্যজনকে বলা হত দাব্বাস। এরা দুজন হাল্লাজের বিভিন্ন কুকীর্তি এবং লোকজনকে সে যে সকল মিথ্যা, পাপাচার, নির্বুদ্ধিতা ও জাদুর দিকে ডাকত তার অনেক কিছু উল্লেখ করে। তদ্রূপ তার পুত্র সুলায়মানের স্ত্রীকে হাযির করা হলে সে তার সম্পর্কে বহু কলঙ্কের কথা উল্লেখ করে। তন্মধ্যে একটি হল একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় সে তাকে বলাৎকারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় কিন্তু সে জেগে উঠায় সে তাকে বলে, যাও উঠে গিয়ে নামায পড় অথচ তার উদ্দেশ্য ছিল তাকে বলাৎকার করা।

এছাড়া সে তার কন্যাকে নির্দেশ দেয় তাকে সিজদা করার জন্য। তখন সে বলে, কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষকে সিজদা করে? উত্তরে হাল্লাজ বলে হ্যাঁ! উপাস্য একজন হলেন আসমানে আর আরেকজন জমিনে। এরপর সে তাকে নির্দেশ দেয় সেখানকার একটি চাটাইয়ের নীচ থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে তখন সে তার নীচে বহু সংখ্যক দীনার পায়।

হাল্লাজ যখন উযীর হামিদ ইব্‌ন আব্বাসের গৃহে বন্দী ছিল তখন জনৈক তরুণ খাদিম তার খাওয়ার জন্য খাবারের পাত্র নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়। খাদিম তখন দেখতে পায় হাল্লাজ (বিশাল আকৃতি ধারণ করে) ঘরের মেঝ থেকে ছাদ পর্যন্ত পূর্ণ করে রেখেছে। এ অবস্থা দেখে খাদিম ভীষণ ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তার হাতে খাবারের পাত্র ফেলে জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েকদিন অসুস্থ থাকে।

শেষবারের মত হাল্লাজকে যখন মজলিসে আনা হয় তখন কাযী আবূ উমর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ সেখানে উপস্থিত হন। সেই মজলিসে তার জনৈক শিষ্যের বাড়ি থেকে তার লিখিত একটি পত্র উপস্থিত করা হয়। তাতে লিখিত ছিল, যে ব্যক্তি হজ্জের ইরাদা করে কিন্তু তার সে সামর্থ্য নেই সে যেন তার বাড়িতে একটি ঘর নির্মাণ করে যাতে কোন নাপাক বস্তু লাগাবে না এবং সেখানে সে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না। এরপর যখন হজ্জের মওসুম উপস্থিত হবে তখন সে তিনদিন রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘর যেভাবে তাওয়াফ করা হয় সেভাবে যেন সে

এই ঘরের তাওয়াফ করে। তারপর সে যেন বাড়িতে ঐ সকল কাজ করে যা হাজীরা মক্কায় করে থাকে। এরপর সে ৩০জন ইয়াতীমকে ডেকে নিজ হাতে তাদেরকে খাওয়াবে এবং তাদের একটি একটি করে জামা পরাবে এবং তাদের প্রত্যেককে ৭টি দিরহাম অথবা ৩টি দিরহাম প্রদান করবে। এসব কাজ যখন সে শেষ করবে তখন তা তার হজ্জের স্থলবর্তী হবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি একাধারে ৩দিন অনাহারে থেকে চতুর্থদিন হানদাবা গাছের পাতা দিয়ে ইফতার করবে তাহলে তা তার রমাযানের রোযার পরিবর্তে যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশ থেকে শেষাংশ পর্যন্ত সময়ের মাঝে দুরাকআত নামায পড়বে তাহলে তা তার পরবর্তী নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি ১০ দিন শহীদদের এবং কুরায়শদের কবরস্থানে ১০ দিন অবস্থান করে দুআ ও নামাযে মশগূল হবে এবং এই ১০ দিন রোযাও রাখবে এরপর যবের রুটি ও লবণ বিশেষ দ্বারা ইফতার করবে তাহলে আর তার বাকী জীবনে ইবাদত করার প্রয়োজন হবে না।

তার এসব কথা শুনে কাযী আবূ উমর তাকে প্রশ্ন করেন, এসব তুমি কোথায় পেয়েছ? সে তখন বলে, হাসান বসরী (র)-এর কিতাবুল ইখলাস থেকে। তখন তিনি বলেন, হে হত্যা বৈধ ব্যক্তি তুমি মিথ্যা বলেছ। আমরা মক্কায় হাসান বসরীর কিতাবুল ইখলাস শুনেছি কিন্তু তাতে এসব কিছুই নেই। এসময় উযীর কাযীর প্রতি মনোনিবেশ করে বলেন, আপতি তাকে "হত্যা বৈধ" ব্যক্তি সম্বোধন করেছেন। সুতরাং এই পত্রে আপনি তা লিপিবদ্ধ করুন। লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করে তিনি তার সামনে দোয়াত এগিয়ে দেন। তখন তিনি একটি পত্রে তা লিপিবদ্ধ করেন। এসময় উপস্থিত সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে স্বাক্ষর করেন এবং উযীর এই স্বাক্ষর সম্বলিত পত্রকে খলীফা মুকতাদিরের কাছে প্রেরণ করেন। আর হাল্লাজ তাদেরকে বলতে থাকে, তার পিঠ রক্ষিত এবং আমার প্রাণ সংহার হারাম। তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে তোমরা আমার বিরুদ্ধে এমন ব্যাখ্যা করবে যা আমার প্রাণ হত্যা বৈধ করবে। আমার আকীদা হল ইসলাম আর মাযহাব হল সুন্নাহ। এছাড়া আমি (সাহাবীদের মধ্যে) হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, তালহা, যুবায়ব, সা'দ, সাঈদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ এবং আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে সুন্নাহ সংক্রান্ত আমার একাধিক গ্রন্থ লিখিত আছে। সুতরাং আমাকে হত্যার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কিন্তু তারা কেউ তার প্রতি কিংবা তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এসব কথা সে বারংবার বলতে থাকে আর তারা তখন এ বিশেষ পত্রে তাদের স্বাক্ষর প্রদান করছিলেন।

এরপর হাল্লাজকে কয়েদখানায় ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং খলীফা মুকতাদিরের জবাব ৩ দিন বিলম্বিত হয়। ফলে উযীর হামিদ ইব্‌ন আব্বাস খলীফার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তখন তিনি এই মর্মে খলীফাকে পত্র লিখেন, হাল্লাজের ব্যাপারটি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তার (হত্যার) ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। আর ইতিমধ্যেই তার দ্বারা বহু মানুষ

গোমরাহ হয়েছে। এরপর এই মর্মে খলীফার ফরমান আসে যে, তুমি তাকে পুলিশ প্রধান মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুস সামাদের হাতে অর্পণ করবে এবং সে তাকে এক হাজার চাবুক মারবে। এতে যদি সে মারা যায়, যাবে অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। তখন উযীর তাতে খুশি হন এবং পুলিশ প্রধানকে তলব করে হাল্লাজকে তার হাতে অর্পণ করেন। এসময় তিনি তার সাথে তার একদল ব্যক্তিগত অনুচরকে প্রহরার উদ্দেশ্যে পাঠান যারা তাকে পুলিশদের হাতে তুলে দিবে। যাতে করে সে পালিয়ে যেতে না পারে।

আর এটা ছিল এবছরের যিলকদ মাসের ২৪ তারিখ সোমবার রাতের ঘটনা। এসময় হাল্লাজকে খচ্চরে আরোহণ করিয়ে এবং তার পাশে রাজ সিপাহীরা তার মত খচ্চরে আরোহণ করে তাকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে যায়। এরপর এই রাতে পুলিশখানায় তার ঠিকানা স্থির করা হয়। উল্লিখিত আছে এই রাত সে নামায ও দুআয় অতিবাহিত করে।

আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী বলেন, আমি আবূ বকর আশ-শাশীকে বলতে শুনেছি। আবূ হাদীদ মিসরী বলেন, যেদিন সকালে হাল্লাজ নিহত হয় তার পূর্বের রাতে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকে। এরপর রাতের শেষ প্রহর উপস্থিত হয় সে তখন চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার হাত কিবলার দিকে প্রসারিত করে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করে। তার সেই প্রার্থনা যে অংশ আমার স্মরণ আছে তা হল, আমরা হলাম তোমার সাক্ষ্য প্রমাণ। তোমার শক্তি ও সম্মান যদি আমাদেরকে পথ দেখায়, তাহলে তুমি তোমার যে শান ও ইরাদা প্রকাশ করতে চাও তা প্রকাশ পাবে। তুমি আসমানে ইলাহ জমিনেও ইলাহ। তুমি যার সামনে ইরাদা কর তাজাল্লী প্রকাশ কর। সর্বোত্তম অবয়বে তোমার ইরাদায় তোমার তাজাল্লীর ন্যায়। আর এই অবয়বে রয়েছে জ্ঞান, প্রকাশ ও সামর্থ্যের প্রকাশক প্রাণসত্তা। এরপর আমি তোমার সাক্ষীকে অগ্রবর্তী হয়ে নির্দেশ প্রদান করেছি। কেননা আমি তোমার সত্তার মাঝে বিলীন। তোমার অবস্থা কীরূপ হয় যখন তুমি আমার সত্তার অবতরণের সময় আমার সত্তার আকৃতি ধারণ কর এবং আমার সত্তার মাধ্যমেই আমার সত্তার দিকে আহ্বান কর এবং আমি আমার জ্ঞান ও মু'জিযার রহস্যসমূহ প্রকাশ কর। আমি এখন আমার সৃষ্টিকুল থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার অনন্ত আরশসমূহের পানে উর্ধ্বমুখী সোপানসমূহে আরোহণ করতে থাকি। এখন আমি মৃত্যুপথযাত্রী। অচিরেই আমি শূলবিদ্ধ ও নিহত হব, এরপর আমাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হবে।

এরপর সে আবৃত্তি করতে থাকে :

أنْعى اليْكَ نُفُوْسًا طاحَ شَاهدُهَا - فِيْمَا ورَا الحيْث بل فى شَاهدِ القِدَم ·

"তোমার কাছে আমি কতক প্রাণের ধ্বংস ঘোষণা করছি যাদের সাক্ষী হারিয়ে গেছে অস্তিত্বের আড়ালে বরং আদি সাক্ষীর মাঝে।"

أنْعى اليْكَ قُلوبًا طالمَا هَطلتْ - سَحَائِبُ الوحى فِيْهَا أبْحُرَ الحِكَمِ ·

"তোমার কাছে আমি এমন সব অন্তরের বিলুপ্তি ঘোষণা করছি, ওহীর মেঘমালা দীর্ঘকাল যেখানে প্রজ্ঞা·বারি বর্ষণ করেছে।"

أنْعِى اِلَيْكَ لِسَانَ الْحَقِّ مِنْكَ وَمَنْ - أَوْدَى وَتَذْكَارُهُ فِى الْوَهْمِ كَالْعَدَمِ ·

"আমি তোমার কাছে মৃত্যু ঘোষণা করছি তোমার পক্ষ থেকে সত্য উচ্চারণকারীর এবং ঐ ব্যক্তির যে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আর কল্পনায় তার স্মরণ হল অস্তিত্বহীন।"

أنْعِى اِلَيْكَ بَيَانًا يَسْتَكِينُ لَهُ - أَقْوَالُ كُلِّ فَصِيْحٍ مِقْوَلٍ فَهِمٍ ·

"আমি তোমার কাছে মৃত্যু ঘোষণা করছি এমন কথায় যে কথার সামনে সকল বিশুদ্ধ ভাষী জ্ঞানী ও বাগ্মী বক্তার বক্তব্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়।"

أنْعِى اِلَيْكَ اِشَارَاتِ الْعُقُوْلِ مَعًا - لَمْ يَبْقَ مِنْهُنَّ اِلاَّ دَارِسَ الْعَلَمِ ·

"একই সাথে আমি তোমার কাছে মৃত্যু ঘোষণা করছি জ্ঞান-বুদ্ধির, ইশার-ইঙ্গিতের যার নিশানাহীন কিছু অংশই অবশিষ্ট রয়েছে।"

أنْعِى وَحُبِّكَ أَخْلاَقًا بِطَائِفَةٍ - كَانَتْ مَطَايَاهُمْ مِنْ مَكْمَدِ الْكَظْمِ ·

"আমি ঐ সকল লোকের প্রতি তোমার ভালবাসার অভ্যাস ও স্বভাবের মৃত্যু ঘোষণা করছি যাদের বাহন হচ্ছে দুঃখজনক ক্রোধে পূর্ণ।"

مَضَى الْجَمِيْعُ فَلاَ عَيْنٌ وَلاَ أَثَرٌ - مَضَى عَادٌ وَفُقْدَانُ الأُوْلَى اِرَمِ ·

"সবাই তো অতীত হয়েছে তাদের নিশান চিহ্ন কিছুই নেই, আদ জাতি অতীত হয়েছে এবং অতীত হয়েছে তাদের পূর্বেকার ইরাম জাতি।"

وَخَلَّفُوْا مَعْشَرًا يَحْذُوْنَ لِبِسْتَهُمْ - اَعْمَى مِنَ الْبُهْمِ بَلْ اَعْمَى مِنَ النَّعَمِ ·

"আর তারা এমন লোকদেরকে স্থলবর্তী করেছে যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে, যারা চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট।"

বর্ণিত আছে হাল্লাজ যে গৃহে রাত যাপন করে সেখান থেকে যখন তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের করে নেয়া হয় তখন সে আবৃত্তি করে :

طَلَبْتُ الْمُسْتَقَرَّ بِكُلِّ اَرْضٍ - فَلَمْ اَرَ لِىْ بِاَرْضٍ مُسْتَقَرًا

"সকল ভূখণ্ডে আমি ঠিকানা সন্ধান করেছি কিন্তু কোন ভূখণ্ডেই আমি কোন ঠিকানার দেখা পাইনি।"

وَذُقْتُ مِنَ الزَّمَانِ وَذَاقَ مِنِّىْ - وَجَدْتُ مَذَاقَهُ حُلْوًا وَمُرًا

"আমি কালের স্বাদ গ্রহণ করেছি এবং কালও আমাকে পরখ করেছে, আর আমি কালের স্বাদ মিষ্ট ও তিক্ত পেয়েছি।"

اَطَعْتُ مَطَامِعِى فَاسْتَعْبَدَتْنِىْ - وَلَوْ اَنِّىْ قَنَعْتُ لَعِشْتُ حُرًا ·

"আমি আমার লোভ-লালসার অনুগত হয়েছি ফলে তা আমাকে দাসে পরিণত করেছে, আর আমি যদি অল্পে তুষ্ট হতাম (লোভ-লালসা বর্জন করে) তাহলে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতাম।"

অবশ্য একথাও বর্ণিত আছে, সে এই পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করে যখন তাকে শূলবিদ্ধ করার জন্য যূপ কাষ্ঠের দিকে চালিত করা হয়। তবে প্রথম মত প্রসিদ্ধ। পরিশেষে যখন তাকে শূলবিদ্ধ করার জন্য বের করা হয় তখন সে গর্বিতভাবে সে দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়। এসময় তার পায়ে ১৩টি শৃঙ্খল ছিল এ অবস্থায় সে দুলে দুলে আবৃত্তি করতে থাকে :

نَدِيْمِىْ غَيْرُ مَنْسُوْبٍ - اِلى شَيْئٍ مِنَ الْحَيْفِ

"আমার পান-সহচর কোনভাবেই অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্তি নয়।"

فَلَمَّا دَارَتِ الْكَأْسُ - دَعَا بِالنَّطعِ وَالسَّيْفِ

"এরপর পানপাত্র যখন তার ঘূর্ণন সমাপ্ত করল সে তখন তার শত্রুবধ সরঞ্জাম চেয়ে পাঠাল।"

سَقَانِىْ مِثْلَ مَا يَشْرَبُ - فِعْلُ الضَّيْفِ بِالضَّيْفِ

"সে আমাকে নিজের মতই পান করাল, যেমনটি আপ্যায়নকারী অতিথির জন্য করে থাকে।"

كَذا مَنْ يَشْرَبِ الرَّاحَ - مَعَ التِّنِّيْنَ فِى الصَّيْفِ ·

"আর যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে অতিমাত্রায় সুরা পান করে তার পরিণতি এমনই হয়ে থাকে।"

তারপর সে এই আয়াত পাঠ করে :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ·

"যারা তা বিশ্বাস করে না তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে এবং জানে কে তা সত্য।" (সূরা শূরা : ১৮)

এরপর সে আর কোন কথা বলেনি, অবশেষে তার সাথে যা করার তা করা হয়। কেউ কেউ বলেন, এসময় প্রথমে তাকে এক হাজার চাবুক মারা হয়। তারপর তার উভয় হাত ও উভয় পা কেটে ফেলা হয়। আর এসময় সে সম্পূর্ণ চুপ ছিল একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি, তার চেহারাও বিবর্ণ হয়নি। অবশ্য একথাও বর্ণিত আছে যে, প্রতিটি চাবুকাঘাতের সময় সে আহাদ আহাদ (আল্লাহ্ এক) বলতে থাকে। আবূ আবদুর রহমান বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি ধোপা ঈসাকে বলতে শুনেছি, নিহত হওয়ার সময় হাল্লাজ সর্বশেষ যে কথা বলেছিল তা হল, একজনের জন্য এটাই যথেষ্ট যে তাকে তাঁর (আল্লাহ্র) জন্য পৃথক করা। আর তৎকালীন শায়খদের যিনিই একথা শুনেছেন তিনিই তার প্রতি সহানুভূতিবোধ করেন এবং তার একথাকে পছন্দ করেন। সুলামী বলেন, আমি আবূ বকর আল-মুহামিলীকে বলতে শুনেছি, আমি হাল্লাজের শিষ্য আবুল ফাতিক বাগদাদীকে বলতে শুনেছি, হাল্লাজ নিহত হওয়ার তিনদিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান, আর আমি বলছি ইয়া রব! হুসায়ন ইব্ন মনসূরের কী অবস্থা? তখন তিনি বলেন, আমি তাকে আমার কিছুটা পরিচয় অবগতি দান করেছিলাম কিন্তু সে বিভ্রান্ত হয়ে

সকলকে নিজের দিকে আহ্বান করে। ফলে তার পরিণতি কী হয় তা তুমি দেখেছ। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, নিহত হওয়ার পূর্বে সে অত্যন্ত বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং অনেক কান্নাকাটি করে। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

খতীব বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন উসমান আস-সায়রাফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে বলেছেন আবূ উমর ইব্ন হায়বিয়া, হুসায়ন ইব্ন মনসূর হাল্লাজকে যখন হত্যার উদ্দেশ্যে বের করা হয় তখন আমি লোকদের সাথে অগ্রসর হই। এরপর আমি ভিড় ঠেলে অগ্রসর হয়ে তাকে দেখতে পাই এবং তার নিকটবর্তী হই। সে তখন তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলে, আমার এই অবস্থায় তোমরা শঙ্কিত হয়ো না, ৩০ দিন পর আমি তোমাদের মাঝে ফিরে আসছি। এরপর সে নিহত হয় ফলে তার আর ফিরে আসা হয়নি। খতীব উল্লেখ করেন যে, তাকে যখন প্রহার করা হচ্ছিল সে তখন পুলিশ প্রধান মুহাম্মদ ইব্ন আবদুস সামাদকে বলে, আমাকে আপনার কাছে ডেকে নিন (অর্থাৎ প্রহার থেকে অব্যাহতি দিন)। কেননা আমার কাছে এমন একটি মূল্যবান উপদেশ আছে যা ইস্তাম্বুল বিজয়ের বরাবর। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করেন বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি এ জাতীয় কথাবার্তা বলবে কিন্তু তোমাকে প্রহার না করার কোন পথ নেই। তারপর তার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। তার মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তার মৃতদেহ পুড়িয়ে তার ছাই দাজলায় নিক্ষেপ করা হয়। এসময় তার কর্তিত মস্তক দুইদিন বাগদাদে পুলের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর এই মাথা খুরাসানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেদিকে তা প্রদক্ষিণ করানো হয়। এদিকে শিষ্যরা তাদের কাছে ৩০ দিন পর হাল্লাজের ফিরে আসার দিন গণনা করতে থাকে। এমনকি তাদের কেউ কেউ এই দাবীও করে বসে যে, সে ৩০তম দিনের শেষভাগে হাল্লাজের সাক্ষাৎ লাভ করেছে। হাল্লাজ তখন একটি গাধায় আরোহণ করে নাহরাওয়ানের পথে ছিল। এসময় সে তাকে লক্ষ্য করে বলে, তুমি সম্ভবত তাদের দলে যারা এই ধারণায় রয়েছে যে আমি প্রহৃত ও নিহত ব্যক্তি। আসলে আমি সে নই। আসলে এক ব্যক্তির উপর আমার সাদৃশ্য আরোপ করা হয়েছে। এরপর তোমরা যা কিছু দেখেছ তা তার সাথেই করা হয়েছে। আর মূর্খতার কারণে তারা বলত, আসল হাল্লাজের জনৈক শত্রুকে বধ করা হয়েছে। এ ঘটনা যখন তৎকালীন জনৈক আলিমকে বলা হয় তখন তিনি বলেন, একথা যদি সত্য হয়েও থাকে তাহলে শয়তান হাল্লাজের আকৃতিতে তার সামনে প্রকাশ পেয়েছে লোকজনকে গোমরাহ করার জন্য যেমন 'ক্রুশবিদ্ধ'-কে নিয়ে খৃষ্টানদের একদল গোমরাহ হয়েছে।

খতীব বলেন, ঘটনাক্রমে এবছর দাজলার পানি অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তখন কেউ কেউ বলে, দাজলার পানি বৃদ্ধির কারণ হল তার সাথে হাল্লাজের ছাই মিশ্রিত হওয়া। র এ জাতীয় ব্যাপারে সাধারণ মানুষের বহু প্রলাপ প্রসার লাভ করে, যা অতীতেও ঘটেছে ং বর্তমানেও ঘটছে। এসময় বাগদাদে ফরমান ঘোষণা করা হয় যে, হাল্লাজের বইপত্র না-বেচা করা যাবে না। সে নিহত হয় ৩০৯ হিজরীর যিলকদ মাসের ২৪ তারিখ মঙ্গলবার।

ইব্‌ন খাল্লিকান 'ওফায়াতে' তা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তিনি এ ব্যাপারে লোকদের মত ভিন্নতার কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গাযালী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি 'মিশকাতুল আনওয়ারে' হাল্লাজের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার কথা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। এরপর ইব্‌ন খাল্লিকান ইমামুল হারামায়ন থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি হাল্লাজের সমালোচনা করে বলতেন, আসলে সে (হাল্লাজ), জানাবী এবং ইবনুল মুকাফফা লোকদের আকীদা নষ্ট করার ব্যাপারে একমত হয়ে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। জানাবী ছিল হাযার ও বাহরায়নে, ইব্‌ন মুকাফফা তুর্কিস্তানে এবং হাল্লাজ ইরাকে। আর পরবর্তীকালে তার সঙ্গীদ্বয়কে তার ব্যাপারে সালিস বানানো হয় তার মিথ্যা ও প্রচারণা দ্বারা ইরাকবাসী ধোঁকাগ্রস্ত না হওয়ায়।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, এই বর্ণনাটি সঠিক নয়। কেননা ইবনুল মুকাফফা হল হাল্লাজের বেশ পূর্বের খলীফা সাফফাহ ও মনসূরের সমসাময়িক। সে ২৪৫ হিজরী অথবা তারও পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। সম্ভবত ইমামুল হারামায়নের উদ্দেশ্য হল খুরাসানী ইব্‌ন মুকাফফা যে নিজেকে খোদা দাবী করেছিল এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েছিল। তার নাম হল আতা। এই ব্যক্তি ১৬৩ হিজরীতে বিষপানে আত্মহত্যা করে। আর তারও হাল্লাজের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি ইমামুল হারামায়নের কথা ঠিক রাখতে চাই তাহলে এমন তিনজনের কথা বলতে হয় যারা একই সময়ে মানুষকে গোমরাহ করার কাজে এবং মানুষের আকীদা নষ্ট করার কাজে একত্রিত হয়েছিল। তাহলে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হাল্লাজ আর সে হল হুসায়ন ইব্‌ন মনসূর যার কথা সে উল্লেখ করেছে। ইবনুস সামআনী অর্থাৎ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী এবং আবূ তাহির সুলায়মান ইব্‌ন আবূ সাঈদ আল-হাসান ইব্‌ন বাহরাম আল-জানাবী আল-কারামাতী যে হাজ্জাজকে হত্যা করে, হাজরে আসওয়াদ স্থানচ্যুত করে, যমযম কূপ চাপা দেয় এবং কা'বা ঘরের গিলাফ ছিনিয়ে নেয়। এই তিনজনের একই সময় একত্র হওয়া সম্ভব যেমন আমরা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। আর ইব্‌ন খাল্লিকান তা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন।

আর এবছর যে সকল বিশিষ্টজন ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

শীর্ষস্থানীয় সূফী আবুল আব্বাস ইব্‌ন আতা

তিনি হলেন আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আতা আল-আদমী। তিনি ইউসুফ ইব্‌ন মূসা আল-কাতান, মুফাযযাল ইব্‌ন যিয়াদ এবং অন্যান্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। কতক আকীদাগত বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর ক্ষেত্রে তিনি হাল্লাজের সাথে একমত ছিলেন। এই আবুল আব্বাস প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন। আর রমাযান মাস আসলে তিনি প্রতিদি[ন] তিন খতম কুরআন পড়তেন। এছাড়া তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনা সহকারে এক খতম কুর[আন] পড়তেন। এতে তিনি ১৭ বছর ব্যয় করেন কিন্তু সে খতম সম্পন্ন করার পূর্বেই তিনি মৃত্যু[বরণ] করেন। আর এই ব্যক্তি ছিলেন ঐ সকল লোকের দলে যাদের কাছে হাল্লাজের বিষয়টি

ছিল, ফলে তিনি তার সাথে একমত পোষণ করতেন। এই অপরাধের কারণে উযীর হামিদ ইব্ন আব্বাস তাকে শাস্তি প্রদান করেন। এসময় তার মুখের দুই কোণে আঘাত করা হয় এবং তার পায়ের মোজা দুটি খুলে তা দ্বারা তার মাথায় আঘাত করা হয় এমনকি তার নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং এই কারণে ৭ দিন পর তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি উযীরের বিরুদ্ধে বদ দুআ করেন যেন তার হাত ও পা কর্তন করা হয় এবং তাকে জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালে এভাবেই উযীরের মৃত্যু ঘটে।

এছাড়া এবছর চিকিৎসক আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন হারূন আল-হাররানী এবং আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদূন আন-নাদীম মৃত্যুবরণ করেন।

৩১০ হিজরী সন

এবছর ইউসুফ ইব্ন আবুস-সাজ বন্দিত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং তার অর্থ-সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে তার গভর্নর পদে পুনর্বহাল করা হয়। এসময় তাকে আরও কয়েকটি অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব অতিরিক্ত প্রদান করা হয়। আর খলীফাকে প্রদানের জন্য তার উপর বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ দীনার কর আরোপ করা হয়। তখন তিনি খাদিম মু'নিসের কাছে দূত পাঠান কারী আবূ বকর ইব্ন আদমীকে তলব করে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি ২৬১ হিজরীতে তিনি যখন বন্দী হন তখন তার সামনে এই আয়াত পাঠ করেছিল :

وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ٠

"আর আপনার প্রতিপালকের শাস্তি এমনই যখন তিনি যালিম জনপদকে শাস্তি প্রদান করেন।" (সূরা হূদ : ১০২)

এই কারী তার শাস্তির আশঙ্কা এবং খাদিম মু'নিসের কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। তখন মু'নিস তাকে (অভয় দিয়ে) বলেন, তুমি যাও, পুরস্কারে আমি তোমার অংশীদার। এরপর সে যখন ইউসুফের সাক্ষাতে প্রবেশ করে তখন তার সামনে উপস্থিত হয়ে এই আয়াত পাঠ করে :

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ٠

"তাকে আমার কাছে নিয়ে আস আমি তাকে একান্ত সহচর করে নিব।" (সূরা ইউসুফ : ৫৪)

তখন ইউসুফ তাকে বলেন, আমি বরং চাই যে তুমি ঐ আয়াত পাঠ কর যা তুমি পাঠ করেছিলে আমার বন্দী হওয়ার সময় وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ কেননা সেটাই ছিল আমার তাওবা ও আল্লাহ্মুখিতার কারণ। তার তা ছিল তোমার হাতে। তারপর তিনি [illegible] বিরাট পরিমাণ অর্থ পুরস্কারের নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকে সম্মানিত করেন।

এবছর উযীর আলী ইব্ন ঈসা অসুস্থ হন। তখন মুকতাদির পুত্র হারূন তাকে [illegible] তার পিতার সালাম পৌঁছানোর জন্য তার কাছে আসেন। এসময় তার [illegible]য়। তারপর তিনি যখন তার বাসগৃহের নিকট পৌঁছেন তখন উযীর

তার অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান। এসময় হারূন তাকে খলীফার সালাম জানান। খাদিম মু'নিসও তাঁর সাথে এসেছিলেন। তারপর এই মর্মে খবর আসে যে খলীফা নিজেও তাকে দেখতে আসার সংকল্প করেছেন। একথা শুনে তিনি খাদিম মু'নিসের কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। এরপর অনেক কষ্ট করে বাহনে আরোহণ করে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে আসেন যাতে খলীফাকে কষ্ট করে তার কাছে আসতে না হয়।

এছাড়া এবছর উম্মু মূসা 'আল-কাহরামানা' এবং তার সাথে সম্পৃক্তদের গ্রেফতার করা হয়। তার থেকে বাজেয়াপ্ত দশ লক্ষ দীনার বায়তুল মালে জমা করা হয়।

এছাড়া এবছর রবীউছ ছানী মাসের ২০ তারিখ বৃহস্পতিবার খলীফা মুকতাদির ইব্ন আশনানী নামে পরিচিত উমর ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলীকে কাযীর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হাফিযে হাদীস এবং ফকীহ। কিন্তু ৩ দিন পরই তিনি তার পদ থেকে অপসারিত হন। আর ইতোপূর্বে তিনি বাগদাদে বন্দী ছিলেন। এছাড়া এবছর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুস সামাদ বাগদাদ পুলিশের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হন এবং 'নাযূক' তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় তিনি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। এবছর জমাদিউছ ছানী মাসে দীর্ঘকায় পুচ্ছবিশিষ্ট ধুমকেতু দৃষ্টিগোচর হয়। আর এবছর শাবান মাসে মিসরের গভর্নর হুসায়ন ইব্ন মাদরানীর উপহার-উপঢৌকন এসে পৌঁছে। তন্মধ্যে ছিল শাবকসহ একটি খচ্চর এবং জিহ্বা ঝুলে থাকা একজন ক্রীতদাস। এবছরই রোমক ভূখণ্ডে মুসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত খবরা-খবর মিম্বরসমূহে পাঠ করে শোনান হয় এবং এই মর্মে খবর আসে যে, ওয়াসিত অঞ্চলের ভূখণ্ডে ১৭টি স্থানে বিশাল বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। যার দীর্ঘতম ফাটলের দৈর্ঘ্য এক হাজার গজ এবং হ্রস্বতম ফাটলটি হল দশ গজ। এসময় এখবরও আসে যে, এক হাজার তিনশটি জনবহুল গ্রাম নিমজ্জিত হয়েছে।

আর এ বছর লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন ইসহাক ইব্ন আবদুল মালিক আল-হাশিমী।

এছাড়া এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আবূ বিশর আদ-দূলাবী

ইনি হলেন আনসারদের আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্মাদ আবূ সাঈদ আবূ বিশর আদ-দূলাবী[১] ওয়াররাক নামে পরিচিত, অন্যতম শীর্ষস্থানীয় হাফিযে হাদীস। ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি মূল্যবান সংকলন রয়েছে। তার থেকে বহুজন রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন ইউসুফ বলেন, তিনি মাঝে মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। হজ্জে যাওয়ার পথে মক্কা মদীনার মধ্যস্থলে তিনি আল-আরজ[২] নামক স্থানে যিলকদ মাসে ওফাত লাভ করেন। এছাড়া এবছরই ইন্তিকাল করেন :

---

১. আদ-দূলাবী : 'দূলাব'-এর সাথে সম্পৃক্ত। এটা 'রায়' প্রদেশের একটি গ্রাম। অবশ্য আহওয়া[illegible] এলাকাতেও আদ-দূলাব নামক গ্রাম রয়েছে।

২ আল-আরজ : এটা হল মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী হজ্জ সড়কের একটি পাহাড়ী স্থান। [illegible] তায়েফ অঞ্চলেও একটি আরজ এলাকা বিদ্যমান। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, আমার [illegible] আরজে নাকি দ্বিতীয় আরজে ইন্তিকাল করেছেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর আত-তাবারী

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কাছীর ইব্ন গালিব ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাবারী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২২৪ হিজরী সনে। তিনি ছিলেন বাদামী বর্ণ, আয়াতলোচন, লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী দীর্ঘদেহী এবং বিশুদ্ধভাষী। তিনি বহুজন থেকে বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশে সফর করেন এবং বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত 'আত-তাফসীর' একটি অনন্য গ্রন্থ। এছাড়া মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি উপকারী গ্রন্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে সর্বোত্তম গ্রন্থ হল তাহযীবুল আসার, তিনি যদি তা সম্পূর্ণ করতেন তাহলে আর কোন কিছুর প্রয়োজন হত না, তাই যথেষ্ট বিবেচিত হত কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করেননি। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ৪০ বছর যাবৎ প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখেন। খতীব বাগদাদী বলেন, ইব্ন জারীর বাগদাদে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন তাঁর সমকালের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম।

তাঁর মত ও বক্তব্য দ্বারা ফয়সালা করা হত এবং তার জ্ঞান ও অবগতির আশ্রয় নেয়া হত। এমন কিছু জ্ঞান ও শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন যে ব্যাপারে তার সমসাময়িক কারও কোন অবগতি ছিল না। তিনি একাধারে হাফিযে কুরআন, কারী, কুরআনের অর্থ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন এবং আহকাম বিষয়ে ফকীহ, হাদীস ও তার সনদ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিশেষত হাদীসের সহীহ্ যঈফ, নাসিখ-মানসূখ এবং সাহাবী, তাবিয়ী এবং তৎপরবর্তীদের উক্তি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এছাড়া অতীত যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস সম্পর্কেও তার অবগিত ছিল। বিভিন্ন জাতি ও রাজা-বাদশাদের ইতিহাস বিষয়ে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। আর তাফসীর বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের মত গ্রন্থ আর প্রণীত হয়নি। এছাড়া তাহযীবুল আসার নামে যে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন এই বিষয়ে আমি দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ দেখিনি। তবে তিনি তা সম্পূর্ণ করেননি।[১] তদ্রূপ ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতি এবং শাখা বিষয়ে তাঁর বহুগ্রন্থ ও মতামত বিদ্যমান। এছাড়া তাঁর একক মত সম্বলিত কিছু মাসায়িল সংরক্ষিত আছে। খতীব বলেন, শায়খ আবূ হামিদ আহ্মদ ইব্ন আবূ তাহির আল-ফকীহ আস-ফারাইনী সম্পর্কে আমার কাছে এই তথ্য পৌঁছেছে যে তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র ইব্ন জারীর তাবারীর তাফসীর অধ্যয়ন করার জন্য চীন দেশ পর্যন্ত সফর করে তাহলে তা খুব বেশি কিছু হবে না। এছাড়া খতীব শীর্ষস্থানীয় ইমাম আবূ বকর ইব্ন খুযায়মা সম্বন্ধে বর্ণনা করেন যে, তিনি কয়েক বছর সময় ব্যয় করে মুহাম্মদ ইব্ন জারীর-এর তাফসীর শুরু থেকে শেষ [পর্য]ন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর মন্তব্য করেন (বর্তমানে) পৃথিবী পৃষ্ঠে ইব্ন জারীরের চেয়ে বড় [আ]লিম আছে বলে আমার জানা নেই। হাম্বলীরা তাঁরা প্রতি অবিচার করেছে। জনৈক

---

[১] ...অন্যতম বিস্ময়কর গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থের সূচনা করেন আবূ বকর (রা)-এর সহীহ ...ত্যেক হাদীসের দুর্বলতা, সনদ ও ফিক্হ, সে ব্যাপারে আলিমদের মতপার্থক্য, তাঁদের ...দের শব্দ বিশ্লেষণ করেছেন।

ব্যক্তি যে শায়খদের থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য বাগদাদে গমন করে ইব্ন খুযায়মা তাকে বলেন, তুমি যদি মুহাম্মদ ইব্ন জারীর থেকে লিখতে পারতে তাহলে তা তোমার জন্য তা অন্য সবার থেকে লেখার তুলনায় উত্তম হত। উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি ইব্ন জারীর থেকে হাদীস শোনার সুযোগ ঘটেনি। কেননা হাম্বলীরা তার সাথে কাউকে উঠা-বসা করতে বাধা প্রদান করত।

আল-বিদায়া প্রণেতা বলেন, ইব্ন জারীর ইবাদত-বন্দেগী, যুহদ, আল্লাহ্ভীতি এবং সত্য অবলম্বনে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করতেন না। তার তিলাওয়াতের কণ্ঠস্বর ছিল সুললিত এবং বিভিন্ন কিরাআত সম্পর্কে তাঁর ছিল পূর্ণ ও সুগভীর জ্ঞান। এছাড়া তিনি ছিলেন তৎকালীন অন্যতম বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি হলেন ঐ সকল বিশিষ্ট হাদীসবেত্তাদের অন্যতম যাঁরা ইব্ন তূলূনের সময়ে মিসরে একত্রিত হয়েছিলেন। এরা হলেন শীর্ষ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা, মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়াযী, মুহাম্মদ ইব্ন হারূন আর-রুওয়ানী এবং এই মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী। ইতোপূর্বে আমরা মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়াযীর জীবনীতে তাদের উল্লেখ করেছি। (পূর্বোল্লিখিত ঘটনায়) যিনি নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা মতান্তরে মুহাম্মদ ইব্ন নাসর। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

এসময় একদিন খলীফা মুকতাদির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন ওয়াক্ফ সংক্রান্ত এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করার যার শর্তগুলো আলিমদের কাছে সর্বসম্মত হবে। তখন তাঁকে বলা হয়, একমাত্র ইব্ন জারীর তাবারীর পক্ষেই তা প্রস্তুত করা সম্ভব। তখন খলীফা তাকে এর নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি তা প্রণয়ন করেন। এরপর খলীফা তাকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন এবং তাকে নিকট সান্নিধ্য দান করেন। এসময় তিনি তাকে বলেন, আপনার কী প্রয়োজন, বলুন। তখন তিনি বলেন, আমার কোন প্রয়োজন নেই। একথা শুনে খলীফা বলেন, অবশ্যই আপনাকে আমার কাছে কোন প্রয়োজন কিংবা কোন কিছু চাইতে হবে। তখন তিনি বলেন, তাহলে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে আমার দাবী তিনি যেন সিপাহী দলকে নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তারা জুমআর দিন জামে মসজিদের মিহরাব পর্যন্ত প্রবেশ করা থেকে ভিক্ষুকদের বাধা প্রদান করে। তখন খলীফা সেই নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজের ব্যয় নির্বাহ করতেন তাবারাস্তানের একটি গ্রামের আয় থেকে যা তিনি পৈতৃকসূত্রে উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা পঙক্তি হল :

اِذَا اَعْسَرْتُ لَمْ يَعْلَمْ رَفِيْقِيْ - وَاَسْتَغْنِيْ فَيَسْتَغْنِيْ صَدِيْقِيْ

"আমি যখন অসচ্ছলতার শিকার হই আমার সঙ্গী তা জানতে পারে না, আমি তখন সচ্ছলতার ভাব প্রকাশ করি, ফলে আমার বন্ধুও আমাকে সচ্ছল জ্ঞান করে।"

...ظُ لِىْ مَاءَ وَجْهِيْ - رِفْقِيْ فِيْ مُطَالَبَتِيْ رَفِيْقِيْ

"আমার লজ্জাবোধ আমার চক্ষুলজ্জা রক্ষা করে এবং চাহিদার কো... সঙ্গী।"

وَلَوْ اَنِّيْ سَمَحْتُ بِبَذْلِ وَجْهِيْ - لَكُنْتُ إِلى الغنى سَهْلَ الطَّرِيْقِ .

"আমি যদি আমার আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে সম্মত হতাম তাহলে সহজেই আমি অর্থবিত্তের পথ পেতাম।"

خُلُقَانِ لاَ اَرْضَى طَرِيْقَهُمَا - بَطَرُ الْغِنى وَمَذَلَّةُ الفَقْرِ

"দুটি স্বভাব আমার পছন্দ নয় ধনাঢ্যতার ঔদ্ধত্য এবং দারিদ্র্যের অপমান।"

فَاِذَا غَنِيْتَ فَلاَ تَكُنْ بَطِراً - وَاِذَا افْتَقَرْتَ فَتِهْ عَلَى الدَّهْرِ .

"সুতরাং তুমি যদি ধনী হও উদ্ধত হয়ো না। আর যদি দারিদ্র্যের শিকার হও তাহলে কালের নিষ্পেষণের মুকাবিলায় নিজকে রক্ষা করো।"

আর তার ওফাত হয় ৩১০ হিজরীর সাওয়াল মাসের ২৮ তারিখ রবিবার সন্ধ্যাবেলায় মাগরিবের সময়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ কিংবা ৮৬ বছর। এসময় তাঁর মাথা ও দাড়ির অনেকাংশ কাঁচা ও কাল ছিল। তাকে তার গৃহেই দাফন করা হয়। কেননা কতিপয় কট্টরপন্থী হাম্বলী তাকে রাফিযী অপবাদ দিয়ে দিনে দাফন করার ব্যাপারে বাধা প্রদান করে। মূর্খদের কেউ কেউ তাঁর প্রতি নাস্তিকতার অপবাদও আরোপ করে। আসলে তিনি এসব অপবাদের বহু উর্ধ্বে ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর ইলম ও আমলে ইসলামের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইমাম। আসলে তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপের ব্যাপারে লোকজন ফকীহ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন দাউদের অনুসরণ করে। কেননা সে ইব্ন জারীরের সমালোচনা করত এবং তাকে রাফিযী আখ্যা দিত। তিনি যখন ওফাত পান তখন বাগদাদের সকল এলাকা থেকে লোকজন সমবেত হয় এবং তাঁর গৃহে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। এসময় কয়েকমাস পর্যন্ত লোকজন তাঁর কবর যিয়ারত করে সেখানে তার জন্য দুআ করতে থাকে। আমি তার একটি কিতাব দেখেছি যেখানে তিনি 'পচাপানির জলাশয়' সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বিশাল দুটি খণ্ডে সংকলন করেন। এছাড়া আরেকটি গ্রন্থ তিনি সংকলন করেন পাখি বিষয়ক হাদীসের সূত্র সন্নিবেশিত করে। তার দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হয় যে তিনি অযূতে পা মাসেহকে বৈধ মনে করতেন এবং তা ধোয়া ওয়াজিব মনে করতেন না। এ বিষয়টি তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অবশ্য কোন কোন আলিম দাবী করেন যে, ইব্ন জারীর নামক দুই ব্যক্তি রয়েছেন তাদের একজন হল শিয়াপন্থী তার দিকেই উল্লিখিত বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়। আর তারা আবূ জা'ফরকে এই সকল বিষয় থেকে মুক্ত বলে থাকেন। আর তাঁর তাফসীরের যে কথার উপর এই মতের ভিত্তি সে কথা হল, যে তিনি অযূতে পা ধোয়ার সময় ধোয়ার সাথে সাথে পা ডলাকেও ওয়াজিব বলে থাকেন। আর সেই ডলাকেই তিনি 'মাসেহ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাই বহুলোক তার কথার অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়নি। আর যারা তার কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে তারা তার থেকে একথা উল্লেখ করেছে যে, তিনি ধোয়া এবং 'মাসেহ' তথা ডলাকে ওয়াজিব বলেছেন। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। অনেকেই তাঁর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনুল আরাবী। তিনি বলেন :

ثُ مُفْظِعُ وَخَطْبُ جَلِيْلُ – دَقَّ عَنْ مِثْلِهِ اصْطِبَارُ الصَّبُوْرِ .

"ভয়াবহ ঘটনা এবং গুরুতর ব্যাপার, ধৈর্যশীলের ধৈর্য তার সামনে ক্ষীণ।"

قَامَ نَاعِنْ الْعُلُوْمِ اَجْمَعُ لَمَّا – قَامَ نَاعِى مُحَمَّدِ بن جَرِيْرِ .

"মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীরের মৃত্যু ঘোষক যখন দাঁড়াল তখন আসলে সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রের মৃত্যু ঘোষক দাঁড়াল।"

فَهَوَتْ اَنْجَمُ لَهَا زَاهِرَاتُ – مُؤْذِنَاتُ رُسُوْمَهَا بِالدُّثُوْرِ .

"ফলে ঐ সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রের প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ যেন খসে পড়ল তার চিহ্নসমূহকে লুপ্ত ঘোষণা দিয়ে।"

وَتَغَشَّى ضِيَاهَا النَّيِّرَ الاِشْرَاقِ – ثَوْبُ الدُّجِنَّةِ الدَّيْجُوْرِ .

"তার উদ্ভাসিত ও দীপ্তিময় আলোকে আবৃত করেছে ঘোর অন্ধকারের আবরণ।"

وَغَدَا رَوْضُهَا الاَنِيْقُ هَشِيْمًا – ثم عَادَتْ سُهُوْلُهَا كَالْوُعُوْرِ .

"তার দৃষ্টি নন্দন উদ্যানসমূহ পরিণত হয়ে বিশুষ্ক তৃণে আর তার মসৃণ সমতলভূমিসমূহ পরিণত হয়েছে কঠিন ভূখণ্ডে।"

يَا اَبَا جَعْفَرٍ مَضَيْتَ هَمِيْدًا – غَيْرَ وَانٍ فِى الْجِدِّ وَالتَّشْمِيْرِ .

"হে আবূ জা'ফর আপনি প্রশংসিত অবস্থায় অতীত হয়েছেন, চেষ্টা-সাধনায় সচেষ্ট ও তৎপর অবস্থায়।"

بَيْنَ اَجْرٍ عَلَى اجْتِهَادِكَ مَوْفُوْرٍ – وَسَعْىٍ اِلَى التُّقَى مَشْكُوْرٍ .

"আপনার সাধনার পূর্ণ বিনিময় এবং তাকওয়ার প্রতি সাদরে গৃহীত চেষ্টার মাঝে।"

مُسْتَحِقًّا بِهِ الْخُلُوْدَ لَدَى جَنَّةِ – عَدْنٍ فِى غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ .

"আর তার দ্বারা আপনি চিরস্থায়ী জান্নাতে স্থায়িত্বের উপযুক্ত হয়েছে আনন্দিত ও গর্বিত অবস্থায়।"

এছাড়া আবূ বকর ইব্‌ন দুরায়দের তার ব্যাপারে দীর্ঘ শোকগাথা বিদ্যমান। খতীব বাগদাদী তা সম্পূর্ণ উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জানেন।

---

১. তার অংশ বিশেষ স্থল, তাযকিরাতুল হুফফায, (১/৭১৫)।

اِنَّ الْمَنِيَّةَ لَمْ تَتْلَفْ بِهِ رَجُلاً – بَلْ اَتْلَفَتْ عَلَمًا لِلدِّيْنِ مَنْصُوْبًا

"মৃত্যু তাকে হরণ করে কোন ব্যক্তিকে হরণ করেনি বরং তা দ্বারা ধ্বংস করেছে দীনের এক সমুন্নত ঝাণ্ডাকে।"

كَانَ الزَّمَانُ بِهِ تَصْفُوْ مَشَارِبُهُ – وَالآنَ اَصْبَحَ بِالتَّكْدِيْرِ مَقْطُوْبًا

"তার কারণে যামানার পানস্থানসমূহ ছিল পরিচ্ছন্ন, আর এখন তা ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে।"

৩১১ হিজরী সন

এবছরই কারামাতীদের প্রধান আবূ তাহির সুলায়মান ইব্ন আবূ সাঈদ আল-জানাবী ১৭০০ অশ্বারোহী নিয়ে রাত্রিকালে বসরা আক্রমণ করে। নগর প্রাচীরে কৃত্রিম সিঁড়ি লাগিয়ে তারা জোরপূর্বক নগরে প্রবেশ করে নগর দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর তারা যাকে সামনে পায় তাকেই হত্যা করে। অধিকাংশ নগরবাসী এসময় প্রাণ ভয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে তাদের বহুসংখ্যক পানিতে ডুবে মারা যায়। এসময় এই ব্যক্তি সেখানে ১৭ দিন অবস্থান করে হত্যা লুণ্ঠন চালাতে থাকে এবং নারী-শিশুদের যুদ্ধবন্দী করে। এরপর সে তার ভূখণ্ডে 'হাযারে' ফিরে আসে। খলীফা যখনই তার বিরুদ্ধে তার পক্ষ থেকে সেনাদল প্রেরণ করতেন তখনই সে তার আক্রমণস্থল বরবাদ করে পালিয়ে যেত। ইন্নালিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এছাড়া এবছর খলীফা মুকতাদির হামিদ ইব্ন আব্বাস এবং আলী ইব্ন ঈসাকে উযীরের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তৃতীয় বারের মত আবুল হাসান ইব্ন ফুরাতকে এই পদে বহাল করেন এবং প্রাক্তন উযীর হামিদ ও আলী ইব্ন ঈসাকে তার হাতে ন্যস্ত করেন।

এসময় হামিদ ইব্ন আব্বাসকে উযীর পুত্র মুহসিন খলীফা মুকতাদিরের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ কোটি দীনার জরিমানা করে, তখন সে তা থেকে অব্যাহতি চায়। ফলে মুহসিন তাকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করে এবং তার থেকে বিপুল ও অগণিত পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জবরদখল করে। তারপর তাকে কয়েকজন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকের সাথে ওয়াসিতে প্রেরণ করে যাতে তারা সেখানে তার অর্থ-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি হস্তগত করতে পারে। এসময় সে তাকে পথিমধ্যে বিষপ্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করে। তখন তারা তার চাওয়া একটি ভাজা ডিমের মাধ্যমে তাকে বিষ প্রয়োগ করে। ফলে এবছরের রমাযান মাসে সে মৃত্যুবরণ করে। আর আলী ইব্ন ঈসার তিন লক্ষ দীনার বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তার কাতিবদের একটি দলের দন-সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ সময় এদের থেকে যা কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং রাজ-পরিচারিকা থেকে বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ ছিল লক্ষ লক্ষ দীনার। এছাড়া ছিল বিভিন্ন গৃহ সামগ্রী, বাহন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র।

এসময় উযীর ইব্নুল ফুরাত খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্কে পরামর্শ দেয় খাদিম মু'নিসকে তার থেকে দূরে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিতে। সে সময় তিনি সদ্য রোমান ভূখণ্ড থেকে জিহাদ করে ফিরেছেন এবং রোমকদের বহু শহর ও দুর্গ জয় করে এবং বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ করে এসেছেন। তখন খলীফা উযীরের এই পরামর্শ মাফিক মু'নিসকে তার অভিপ্রায়ের কথা বলেন। তখন মু'নিস খলীফাকে অনুরোধ করেন তাকে রমাযান মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে। আর ইতোপূর্বে মু'নিস খলীফাকে মানুষকে শাস্তি প্রদান এবং মানুষের ধন-সম্পদ

বাজেয়াপ্ত করার যে উযীরপুত্র অবলম্বন করত সে সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তাই মু'নিসকে সিরিয়া অভিমুখে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

এছাড়া এবছর পঙ্গপালের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং সেগুলো বহু শস্য বিনাশ করে। এ বছরই রমাযান মাসে খলীফা মীরাছের অবশিষ্টাংশকে মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মাঝে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এই রমাযানেই বাগদাদের প্রধান ফটকের সামনে নাস্তিকদের ২০৪ গাইট কিতাব পুড়িয়ে ফেলা হয়। এসব কিতাবের মধ্যে হাল্লাজ ও অন্যান্য নাস্তিকের কিতাবও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আগুনের তাপে এসকল কিতাবের গিলাফ থেকে অনেক স্বর্ণ বিগলিত হয়ে পতিত হয়। এছাড়া এবছরই উযীর আবুল হাসান ইবনুল ফুরাত বাগদাদের 'দারাবুল ফাযল' নামক স্থানে একটি চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। এই চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রতি মাসে নিজের পক্ষ থেকে দুশ দীনার ব্যয় করতেন।

এছাড়া এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আল-খাল্লাল আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন

ইনি হলেন আবূ বকর আল-খাল্লাল। ইমাম আহমদের মাযহাব বিষয়ক 'আল-কিতাবুল জামে'-এর প্রণেতা। ইমাম আহমদের মাযহাবে এ জাতীয় কোন গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। খাল্লাল হাদীস শ্রবণ করেন হাসান ইব্‌ন আরাফা, সা'দান ইব্‌ন নাসর এবং অন্যদের থেকে। তিনি এবছর মুহাররম মাসের ২ তারিখ জুমআর দিন নামাযের পূর্বে ইন্তিকাল করেন।

আবূ মুহাম্মদ আল-জারীরী

শীর্ষস্থানীয় সূফী আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসায়ন আবূ মুহাম্মদ আল-জারীরী। ইনি সারী সাকতীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। জুনায়দ তাকে শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। যখন জুনায়দের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তিনি জারীরের সাহচর্য লাভের ওসিয়ত করেন। এই জারীরী হাল্লাজের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি তার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। অবশ্য এই জারীরী নিজে সৎ, ধর্মভীরু এবং শিষ্টাচার সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

মা'আনিল কুরআন প্রণেতা যাজ্জাজ

ইবরাহীম ইব্‌ন সারী ইব্‌ন সাহল আবূ ইসহাক আয-যাজ্জাজ। ইনি ছিলেন গুণী ধর্মভীরু এবং সঠিক আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর রয়েছে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্টমানের গ্রন্থ। তন্মধ্যে কিতাব মা'আনিল কুরআন ও এ জাতীয় বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ। প্রথম জীবনে তিনি কাঁচের কাজ করতেন। এরপর নাহু শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মুবাররাদের কাছে গমন করেন। তিনি মুবাররাদকে প্রতিদিন এক দিরহাম প্রদান করতেন। এরপর তাঁর সচ্ছলতা অর্জিত হয় এবং অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তিনি মুবাররাদের মৃত্যু পর্যন্ত তার ঐ এক দিরহাম প্রদান স্থগিত করেননি। এই যাজ্জাজ ছিলেন কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহর গৃহ শিক্ষক। কাসিম যখন উযীর পদে আসীন হন তখন লোকজন তাঁর (যাজ্জাজের) কাছে আবেদনপত্র নিয়ে আসত

.রের কাছে তা পেশ করার জন্য। তখন একাজের সম্মানী বাবদ তিনি চল্লিশ হাজার দীনারের অধিক লাভ করেন। তিনি এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। আবূ আলী ফারিসী এবং ইব্ন কাসিম আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক আয-যাজ্জাজ তার থেকে নাহু শিক্ষা করেন। শেষোক্ত জনকে তার থেকে নাহু শেখার কারণেই যাজ্জাজী বলা হয়। এই ব্যক্তি হলেন নাহু শাস্ত্রের 'কিতাবুল জুমাল' এর প্রণেতা।

মু'তাদিদের মাওলা (আযাদকৃত দাস) বদর

তিনি হলেন বদর আল-হাম্মামী। তাকে বড় বদরও বলা হয়। জীবনের শেষ বয়সে তিনি পারস্যের গভর্নর ছিলেন। তারপর এই অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র মুহাম্মদ।

হামিদ ইব্ন আব্বাস

তিনি হলেন উযীর। ৩০৬ হিজরীতে খলীফা মুকতাদির তাকে উযীর নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও ক্রীতদাসের মালিক। মুক্তহস্ত দানকারী এবং মহৎ মানবীয় গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। একাধিক ঘটনা এমন রয়েছে যা তার বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ প্রদান ও ব্যয়ের সাক্ষী। এতদসত্ত্বেও তিনি বহু অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। তাঁর গৃহে ভূগর্ভস্থ এক কুঠুরিতে হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। প্রতিদিন তিনি যখন সেখানে প্রবেশ করতেন তখন সেখানে এক হাজার দীনার নিক্ষেপ করতেন। এরপর যখন তা পূর্ণ হয়ে যেত তখন তিনি তা মাটি চাপা দিতেন। তারপর যখন তার অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন তিনি তার সন্ধান দেন, তখন সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করা হয়। তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুকীর্তি হল তিনি হুসায়ন আল-হাল্লাজের হত্যার ব্যাপারে চেষ্টাকারীদের একজন। উযীর হামিদ ইব্ন আব্বাস এই বছর রমাযান মাসে বিষপ্রয়োগে নিহত হন। এছাড়া এবছরই উমর ইব্ন মুহাম্মদ বুজায়র আল-বুজায়রী ইন্তিকাল করেন যিনি আস-সহীহ গ্রন্থের সংকলক।

ইব্ন খুযায়মা

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুগীরা ইব্ন সালিহ ইব্ন বকর আস-সুলামী, ইমামুল আইম্মা (শীর্ষ ইমাম) উপাধিপ্রাপ্ত ইমাম আবূ বকর ইব্ন খুযায়মা মুহসিন ইব্ন মুযাহিম-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)। তিনি ছিলেন এক জ্ঞান সমুদ্র। ইলম ও হাদীসের অন্বেষণে তিনি দেশে দেশে এবং দিক দিগন্তে ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি বহুগ্রন্থ লিখেন এবং সংকলন করেন। তার রচিত আস-সহীহ গ্রন্থখানি সবচেয়ে উপকারী ও মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি হলেন দীন ইসলামের অন্যতম একজন মুজতাহিদ। طبقات الشافعية -এ শায়খ আবূ ইসহাক শীরাযী তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আমি ১৬ বছর বয়সে উপনীত হই, তখন থেকে আমি কারও (কোন ইমামের) তাকলীদ (অনুসরণ) করিনি।

আমরা আমাদের গ্রন্থ طبقات الشافعية -এ তার সুদীর্ঘ জীবনী আলোচনা করেছি।। হলেন ঐ সকল মুহাম্মদের অন্যতম যারা মিসরে পাথেয় শূন্য হয়ে পড়েন এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তার নামাযের বরকতে তাদেরকে রিযিক প্রদান করেন। হাসান ইব্ন সুফিয়ানের জীবনীতে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

এছাড়া এবছর চিকিৎসা শাস্ত্রের 'আল-মুসাননাফ আল-কাবীর' গ্রন্থ রচিয়তা চিকিৎসক' মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়া ইন্তিকাল করেন।

৩১২ হিজরী সন

এবছর মুহাররম মাসে আবূ তাহির হুসায়ন ইব্ন আবূ সাঈদ আল-কারামাতী আল-জানাবী, আল্লাহ্ তাকে এবং তার জন্মদাতাকে অভিশপ্ত করুন। আল্লাহ্র পবিত্র গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের কাফেলা লুণ্ঠন করে যারা আল্লাহ্র ফরয বিধান আদায় সম্পন্ন করেছিলেন। তখন তারা নিজেদের জান-মাল ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সে অগণিত সংখ্যক হাজীকে হত্যা করে, যাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। এসময় সে তাদের নারী ও শিশুদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা যুদ্ধবন্দী করে এবং তাদের অর্থ-সম্পদের যতটুকু ইচ্ছা ছিনিয়ে নেয়। সে তাদের থেকে যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তার অর্থমূল্য ছিল দশ লক্ষ দীনার। এছাড়া সে সমপরিমাণ অর্থমূল্যের দ্রব্য সামগ্রী ও বাণিজ্য সম্ভার ছিনিয়ে নেয়। এরপর সে অবশিষ্টদের বাহন, পাথেয়, অর্থ-কড়ি, স্ত্রী-সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে সেই বিজন মরুপ্রান্তরে খাদ্য, পানীয় ও বাহনহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়। এসময় এই সকল লোকের পক্ষে কুফার গভর্নর আবু হায়জা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদান লড়াই করেন কিন্তু আবূ তাহির কারামাতী তাকে পরাজিত ও বন্দী করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।

এসময় আবূ তাহির কারামাতীর সাথে ৮০০ যোদ্ধা ছিল আর তার (নিজের) বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। আল্লাহ্ তাকে শায়েস্তা করুন। এসকল আক্রান্ত হাজীদের খবর যখন বাগদাদে পৌঁছে তখন তাদের স্ত্রী-পরিজনেরা এলোচুলে নিজেদের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করে শোক-বিলাপ শুরু করে আর তাদের সাথে যোগ দেয় ঐ সকল নারী যাদের স্বামীরা উযীর পুত্রের প্রতিহিংসার শিকার ছিল। এ কারণে সেদিন ছিল বাগদাদের ইতিহাসে অন্যতম কদর্য ও জঘন্য স্মরণীয় দিন। এসময় খলীফা এ সম্পর্কে জানতে চান। তখন তারা তাকে বলে, এরা হল লুণ্ঠিত হাজীদের স্ত্রী-পরিজন। তাদের সাথে রয়েছে ঐ সকল লোকের স্ত্রীরা যাদের অর্থ-সম্পদ ইবনুল ফুরাত বাজেয়াপ্ত করেছে।

---

১. আল-ইবারের গ্রন্থকার বলেন, এই ব্যক্তি শৈশবে গায়ক ছিলেন। তিনি ৪০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা শাস্ত্রে চর্চায় মনোনিবেশ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে আল-হাদী, আল-জামে', কিতাবুল আ'সাব উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। (দ্র. আল-ওয়াফী ৩/৭৪)।

এ সময় দ্বাররক্ষী হাজিব নাসর ইব্ন আল-কাশূরী বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই কারামাতী যা জবর দখল করেছে তা সে করতে পেরেছে বিজয়ী বীর খাদিম মু'নিসকে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার কারণে। এ কারণেই এরা প্রান্তীয় ভূখণ্ডসমূহের কর্তৃত্ব লাভের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছে। আর ইবনুল ফুরাতই আপনাকে পরামর্শ দিয়েছে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য। তখন খলীফা ইবনুল ফুরাতের কাছে একথা বলে দূত পাঠালেন যে, লোকেরা আমার প্রতি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। এসময় খলীফা তাকে আশ্বস্ত করার জন্য দূত পাঠান। তৎক্ষণাৎ সে ও তার পুত্র খলীফার সাক্ষাতে উপস্থিত হয়। এসময় খলীফা তাদের দুজনকে খাতির করেন এবং তাদের মনকে আশ্বস্ত করেন। এরপর তারা দুজন যখন তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে আসে তখন দ্বাররক্ষী নাসর ও বিশিষ্ট আমীর-উমারা তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। এদিকে উযীর তার দফতরে বসেন এবং অভ্যাস মাফিক বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এরপর রাতভর তিনি তার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। সারারাত বিনিদ্র যাপন করার পর তিনি সকালে আবৃত্তি করেন :

فَاصْبَحَ لاَ يَدْرِىْ وَاِنْ كَانَ حَزِمًا - اَقُدَّامُهُ خَيْرٌ لَّهُ اَمْ دَارِه ·

"বিচক্ষণ হয়েও এমন অবস্থায় তার সকাল হল যে, সে জানে না তার কল্যাণ কি অগ্রে নাকি পশ্চাতে।"

এরপর সেদিনই খলীফার পক্ষ থেকে তার কাছে দুজন আমীর আসে এবং তারা তার গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাকে খোলা মাথায় অত্যন্ত অপমানিত, অপদস্থ, কলঙ্কিত ও লজ্জিত অবস্থায় বের করে আনে এবং দাজলার অপর পাড়ে নেয়ার জন্য একটি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করায়। তখন লোকজন তার অবস্থা বুঝতে পেরে তার দিকে পাথর, ইটের টুকরা নিক্ষেপ করে। এসময় জামে মসজিদসমূহ জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং লোকজন মসজিদের মিহরাবসমূহ বরবাদ করে ফেলে এবং তারা সেখানে জুমআর নামায ত্যাগ করে। এসময় উযীরের বিশ লক্ষ দীনার এবং তার পুত্রের ত্রিশ লক্ষ দীনার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদের দুজনকেই পুলিশ প্রধান নাযূকের কাছে সমর্পণ করা হয়। এরপর তাদেরকে বেশ কিছুদিন বন্দী করে রাখা হয় এবং তাদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ উদ্ধার করা হয়। এরপর খলীফা খাদিম মু'নিসের উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করেন। তার আগমনের পর খলীফা তাদের দুজনকে তার হাতে অর্পণ করেন। তিনি তখন প্রহার ও তীব্র ভর্ৎসনার মাধ্যমে উযীর ও তার অপরাধী পুত্রকে যারপর নাই অপমান করেন। তারপর তাদের দুজনকেই হত্যা করা হয়। আর (পরবর্তী) উযীর হিসাবে নিয়োগ করা হয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খাকান আবুল কাসিমকে। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এবছর রবীউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ।

মু'নিস যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন তিনি বিরাট সাজ-সজ্জার সাথে প্রবেশ করেন এবং খাকান পুত্রের কাছে সুপারিশ করেন আলী ইব্ন ঈসার কাছে দূত প্রেরণের ব্যাপারে।

উল্লেখ্য যে ইতোপূর্বে তিনি খলীফার বিরাগভাজন হওয়ায় ইয়ামানের রাজধানী সান৩ স্বনির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং উযীর তার কাছে দূত পাঠান তাকে সিরিয়া ও মিসরের শাসন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদানের সংবাদ দিয়ে।

এদিকে খলীফা মু'নিসকে কারামাতীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন কূফার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এসময় খলীফা তার এই যুদ্ধাভিযানের জন্য দশ লক্ষ দীনার ব্যয় করেন। এদিকে আবূ তাহির কারামাতী যে হাজীদের বন্দী করেছিল তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এরা ছিলেন ২০০০ পুরুষ এবং ৫০০ স্ত্রীলোক। এদের সাথে কূফা প্রশাসক আবূ হায়জাকেও সে মুক্তি দেয়। এসময় সে বসরা ও আহওয়াযের শাসন কর্তৃত্ব প্রার্থনা করে খলীফার কাছে পত্র প্রেরণ করে, কিন্তু খলীফা তার সে আহ্বানে সাড়া দেননি।

এরপর বিজয়ী মু'নিস বিশাল বাহিনী নিয়ে কূফায় গমন করেন, তখন সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর তিনি ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হন এবং খাদিম ইয়াকূতকে কূফার নায়িব নিয়োগ করেন। এভাবে সকল বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

এছাড়া এবছরই কূফা ও বাগদাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যে নিজেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব বলে দাবী করে। আর বেদুঈন আরব ও নীচু শ্রেণীর একদল লোক এ ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করে তার চারপাশে সমবেত হয় এবং শাওয়াল মাসে এদের শক্তি বেশ বৃদ্ধি পায়। তখন উযীর তার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন তারা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে পরাজিত করে এবং তার অনুসারীদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে। আর অবশিষ্টরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এই উল্লিখিত দাবীদার ব্যক্তিই হল ইসমাঈলিয়া গোষ্ঠির প্রধান ও প্রথম ব্যক্তি। এছাড়া এসময় পুলিশ প্রধান নাযূক হাল্লাজের ৩ শিষ্যকে আটক করেন, এরা হল হায়দারা, শা'রানী এবং ইব্‌ন মনসূর। তিনি হাল্লাজের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকীদা থেকে তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু তারা সে নির্দেশ অমান্য করে। তখন তিনি তাদের শিরশ্ছেদ করেন এবং বাগদাদের পূর্বপ্রান্তে তাদেরকে শূলবিদ্ধ করে রাখেন। আর কারামাতীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় এবছর কোন ইরাকবাসী হজ্জ করতে পারেনি।

এছাড়া এবছর যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইবরাহীম ইব্‌ন খামীস

দুনিয়া ত্যাগী ওয়ায়িয আবূ ইসহাক। তিনি লোকদেরকে ওয়ায করতেন। তাঁর মূল্যবান কথার অন্যতম হল—নির্ধারিত ফয়সালা সতর্কতা দেখে, মৃত্যু আশা- আকাঙ্ক্ষা দেখে, তাকদীর-তদবীর দেখে এবং পূর্ব নির্ধারিত বণ্টন কষ্ট-ক্লেশ দেখে বিদ্রূপের হাসি হেসে থাকে।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুরাত

খলীফা তাকে উযীর পদে নিয়োগ করেন এরপর পদচ্যুত করেন, পুনরায় নিয়োগ করেন,

পুনরায় পদচ্যুত করেন। এভাবে আরও কয়েকবার নিয়োগ ও পদচ্যুতির পর তিনি তাকে এবছর হত্যা করেন। তিনি তার পুত্রকেও হত্যা করেন। এই উযীর ছিলেন বিপুল অর্থ-সম্পদের অধিকারী। তিনি এক কোটি দীনারের মালিক ছিলেন। জায়গীর বা ভূসম্পত্তি থেকে তার বাৎসরিক আয় ছিল দশ লক্ষ দীনার। তিনি পাঁচ হাজার আলিম-উলামা ও ক্রীতদাসের ভরণপোষণ করতেন। প্রতি মাসে তাদের ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয় তার পক্ষ থেকে নির্বাহ করা হত। মন্ত্রীত্ব ও হিসাব বিষয়ে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একদিনে এক সহস্র পত্র পাঠ করেন এবং এক সহস্র চিরকুটে স্বাক্ষর করেন। তখন উপস্থিত সকলে তা দেখে অবাক হয়ে যায়। তার কর্তৃত্বকালে তার মাঝে সবসময় উদারতা, মহত্ত্ব ও সদাচার বিদ্যমান ছিল শুধুমাত্র এই একবার ব্যতীত। কেননা এবার তিনি অন্যায় ও অবিচার করে জনগণের অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং তা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। ফলে আল্লাহ্ তাকে অনাচারী ও যালিম জনপদের ন্যায় পাকড়াও করেন শক্তিমান ও পরাক্রমশালীর পাকড়াও। অর্থ ব্যয়ে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত ও উদারচিত্ত। কোন এক রাতে তার সান্নিধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস বিশারদ, সূফী এবং সাহিত্যিক সমবেত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা থেকে তিনি প্রত্যেক দলের জন্য বিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন।

একবার এক ব্যক্তি তার নামে মিসরের গভর্নরের কাছে পত্র প্রেরণ করে যাতে তার পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির প্রতি সদাচারের নির্দেশ বিদ্যমান ছিল। এরপর যখন মিসর শাসকের কাছে এই পত্র অর্পণ করা হয় তখন তিনি এই পত্রের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ করেন এবং বলেন, এটা তো উযীরের হস্তাক্ষর নয়। এরপর তিনি উযীরের কাছে সেই পত্র প্রেরণ করেন। তারপর উযীর যখন এই পত্র দেখেন তখন তিনি বুঝতে পারেন এই ব্যক্তি তার পত্র জাল করেছে। তখন তিনি তার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের পরামর্শ চান। ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে তার নামে পত্র জাল করেছে। তখন কেউ বলেন, তার দুই হাত কেটে দিন। আর কেউ বলেন, তার উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দিন। আবার কেউ বলেন, তাকে বেদম প্রহার করা হোক। তখন উযীর বলেন, এর চেয়ে উত্তম কিছু কি হতে পারে? এরপর তিনি ঐ পত্র নিয়ে তার উপর লেখেন, হ্যাঁ! এটা আমারই হস্তাক্ষর, আর সে আমার বিশিষ্ট সহচর। তুমি তোমার সাধ্য মাফিক তার প্রতি কল্যাণমূলক আচরণ কর। তারপর যখন উযীরের পত্র ফিরে আসে তখন মিসরের গভর্নর ঐ ব্যক্তির প্রতি সর্বাত্মক সদাচারণ করেন এবং তাকে প্রায় বিশ হাজার দীনার প্রদান করেন।

একদিন উযীর ইব্ন ফুরাত তার এক 'কাতিব'কে ডেকে বলেন, দুর্ভাগ্য তোমার! তোমার ব্যাপারে আমার ইরাদা ভাল নয়। সবসময় আমার মন চায় তোমাকে গ্রেফতার করি এবং তোমার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করি। কিন্তু আমি স্বপ্নে দেখি একটি রুটি দ্বারা তুমি আমাকে তা থেকে বিরত রাখছ আর কয়েক রাত আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছি কিন্তু তুমি আমার থেকে আত্মরক্ষা করছ। তখন আমি আমার বাহিনীকে নির্দেশ দিলাম তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করার। এরপর তারা যখনই তোমাকে কোন তীর বা

অন্য কিছু দ্বারা আঘাত করে তখনই তুমি তোমার হাতের এক টুকরা রুটি দ্বারা আত্মরক্ষা কর। ফলে তোমাকে কোন কিছু আঘাত করতে পারে না। তোমার এই রুটির কাহিনী কী আমাকে বল দেখি। তখন সে বলে, মহামান্য উযীর! আমি যখন ছোট শিশু ছিলাম তখন থেকেই আমার মাতা (প্রতি রাতে) আমার বালিশের নীচে একটি রুটি রাখতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি আমার পক্ষ থেকে সেই রুটিটি দান করতাম। মৃত্যু পর্যন্ত এটা তার অভ্যাস ছিল। এরপর তিনি যখন মারা যান তখন আমি নিজে থেকেই তা অব্যাহত রাখি। প্রতি রাতে আমি আমার বালিশের নীচে একটি রুটি রাখতাম এবং সকাল বেলা তা সদকা করে দিতাম। একথা শুনে উযীর বিস্মিত হয়ে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আজকের পর আর আমার পক্ষ থেকে তোমাকে কোন মন্দ আচরণ স্পর্শ করবে না। তোমার ব্যাপারে আমি আমার নিয়ত ভাল করে নিয়েছি এবং তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছি। আর ইব্ন খাল্লিকান তাঁর দীর্ঘ জীবনী আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি তার জীবনীতে আমাদের উল্লিখিত কিছু বিষয় এনেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুর রহমান

আবূ বকর আল-আযদী আল-ওয়াসিতী যিনি আল-বাগুন্দী নামে পরিচিত। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, বিন আবূ শায়বা, শায়বান ইব্ন ফাররুখ এবং আলী ইবনুল মাদীনী থেকে হাদীস শোনেন। এছাড়া তিনি সিরিয়া, মিসর, কূফা, বসরা এবং বাগদাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে দূরবর্তী শহর ও নগরসমূহে গমন করেন। এই শাস্ত্রচর্চায় তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং তার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি বর্ণিত আছে নিজের অজান্তে তিনি সনদসহ কোন কোন হাদীস নামাযে এবং ঘুমের মধ্যে বলতে শুরু করতেন। তখন পার্শ্ববর্তী লোকজন তাকে সুবহানাল্লাহ্ ইত্যাদি বলে সতর্ক করত যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি নামাযে রয়েছেন। তিনি বলতেন, আমি হাদীস থেকে তিন লক্ষ মাসলার ব্যাপারে উত্তর দিয়ে থাকি এর বাইরের কোন আলোচনা করি না। একবার স্বপ্নযোগে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করেন হে আল্লাহ্র রাসূল! হাদীসের ব্যাপারে কে অধিক নির্ভরযোগ্য মনসূর নাকি আ'মাশ? তখন তিনি তাকে বলেন, মনসূর। অবশ্য তিনি 'তাদলীসের' কারণে সমালোচিত হয়েছেন। এমনকি দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন, এই ব্যক্তির 'তাদলীস' অনেক। কখনওবা সে যা শোনেনি তা রিওয়ায়াত করত। আবার কখনও (অন্যের বর্ণিত) কিছু কিছু হাদীস নিজের বলে চালিয়ে দিত। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

৩১৩ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী বলেন, (এবছর) মুহাররম মাসের একরাত একদিন বাকী থাকতে অর্থাৎ ২৯ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে একটি উল্কাপিণ্ড আকাশের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে গিয়ে পতিত

হয়। এ ঘটনার সময় আকাশ আলোকিত হয়ে উঠে এবং তীব্র বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়। এছাড়া এবছর সফর মাসে খলীফার কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে রাফিযীদের একটি দল বারাছীর মসজিদে সমবেত হয়ে সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করে, জুমআর নামায ত্যাগ করে, কারামাতীদের সাথে পত্র বিনিময় করে এবং কূফা ও বাগদাদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে আত্মপ্রকাশকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে একথা বলে যে, সেই হল মাহদী। উপরন্তু তারা খলীফা মুকতাদির এবং তার অনুগতদের থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করে। এ পরিস্থিতিতে খলীফা তাদের ব্যাপার সতকর্তা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং এই মসজিদের ব্যাপারে আলিমগণের ফতওয়া তলব করেন। তখন তাঁরা এই মর্মে ফতওয়া প্রদান করেন যে এটা হল অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ। এরপর তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে নাগালে পাওয়া যায় তাদেরকে বেদম প্রহার করা হয়, তাদের অপকর্মের কথা ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি খলীফা উল্লিখিত ঐ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন ফলে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। নাযূক তা ভাঙ্গার দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে উযীর খাকানীর নির্দেশে সে স্থানটিকে কবরস্থানে পরিণত করা হয় এবং সেখানে একদল আযাদকৃত ক্রীতদাসকে দাফন করা হয়।

এছাড়া এবছর যিলকদ মাসে লোকজন যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন পথিমধ্যে আবূ তাহির সুলায়মান ইব্‌ন আবূ সাঈদ আল-জানাবী আল-কারামাতী তাদের বাধা প্রদান করে। তখন অধিকাংশ হজ্জযাত্রী নিজ নিজ এলাকায় ভূখণ্ডে ফিরে যায়। বর্ণিত আছে, কেউ কেউ ফিরে যাওয়ার জন্য তার কাছে অনুমতি চায় এবং সে তাদেরকে অনুমতি দেয়। এসময় খলীফার সেনাদল তার বিরুদ্ধে লড়াই করে কিন্তু তার শক্তিমত্তা ও যুদ্ধাক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে তারা অকার্যকর প্রমাণিত হয়। এ ঘটনায় বাগদাদের অধিবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং শহরের পশ্চিম প্রান্তের বাসিন্দারা কারামাতীদের ভয়ে পূর্বপ্রান্তে গমন করে। এরপর আবূ তাহির কারামাতী কূফায় প্রবেশ করে। সেখানে সে একমাস কাল অবস্থান করে এবং সেখানকার অধিবাসীদের যা ইচ্ছা অর্থ-সম্পদ ও নারীদের থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে থাকে।

ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর বাগদাদে প্রচুর পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হয়। এমনকি ৮ রতল গাছপাকা খেজুরের মূল্য হয় এক 'হাব্বাহ' তখন তা শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং বসরায় প্রেরণ করা হয়।

এছাড়া এসময় খলীফা মুকতাদির তার উযীর খাকানীকে নিয়োগের ১ বছর ৬ মাস ২ দিন পর অপসারণ করেন এবং তার স্থলে আবুল কাসিম আহ্‌মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আহ্‌মদ আল-খতীব আল-খসীবী। আর এর কারণ ছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ যা তিনি ব্যয় করেন হাসান ইব্‌ন ফুরাতের জনৈকা স্ত্রীর পক্ষ থেকে। আর এই অর্থের পরিমাণ ছিল, সাত লক্ষ দীনার। এদিকে উযীর খসীবী আলী ইব্‌ন ঈসাকে নির্দেশ প্রদান করেন মিসর ও সিরিয়ার তত্ত্বাবধায়ক শাসক হওয়ার জন্য। এসময় তিনি মক্কায় অবস্থান করতেন, মাঝে মধ্যে উল্লিখিত

ভূখণ্ডে যেতেন এবং সেখানকার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসতেন।

এছাড়া এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আলী ইব্ন আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান

ইনি হলেন আবুল হাসান আল-গাযাইরী। তিনি হাদীস শোনেন আল-কাওয়ারীরী ও আব্বাস আল-আম্বরী থেকে। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি বলেন, একদিন আমি সারী সাকতী-এর কাছে এসে তাঁর দরজায় করাঘাত করি। তখন তিনি আমার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন এবং দরজায় হাত রেখে বলেন, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তিকে ব্যস্ত কর যে আমাকে তোমার থেকে অন্যমনস্ক করেছে তোমাকে দিয়ে। তিনি বলেন, এরপর আমি এই দুআর বরকত লাভ করি এবং হালব থেকে পায়ে হেঁটে মক্কায় গিয়ে ৪০০বার হজ্জ করি।

আবুল আব্বাস আস-সাররাজ আল-হাফিয

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মাহরান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ছাকাফী, বনূ ছাকীফের আযাদকৃত ক্রীতদাস আবুল আব্বাস আস-সাররাজ। ইনি হলেন বিশিষ্ট শীর্ষস্থানীয় নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২১৮ হিজরীতে। তিনি কুতায়বা, ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ এবং খুরাসান, বাগদাদ, কূফা, বসরা ও হিজাযের বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শোনেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। যদিও তারা উভয়ে তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, তার পূর্বে তারা জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বহু উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন যাদের দুআ কবূল হয়। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি একটি সিঁড়িতে আরোহণ করছেন। সেখানে তিনি ৯৯ ধাপ আরোহণ করেন। এরপর যাকেই তিনি এ স্বপ্নের কথা বলেন, তিনিই তাকে বলেন, আপনি ৯৯ বছর বাঁচবেন। আর এমনই হয়েছিল। তার বয়স যখন ৮৩ বছর তখন তার পুত্র আবূ আমর জন্মগ্রহণ করে। হাকিম বলেন, আমি আবূ আমরকে বলতে শুনেছি, লোকজনের উপস্থিতিতে আমি যখন মসজিদে আমার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করতাম তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, এ আমার ৮৩ বছর বয়সের কোন এক রাতের ফসল।

৩১৪ হিজরী সন

এবছর রোম সম্রাট দামাসতাক আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করুন। সমদ্র উপকূলের অধিবাসীদের নিকট তার কাছে কর আদায়ের নির্দেশ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। সে তখন এ বছরের শুরুর দিকে তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এছাড়া সে এসময় মালতিয়ায় প্রবেশ করে সেখানকার অধিবাসীদের অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দী করে এবং সেখানে ১৬ দিন অবস্থান করে। এদিকে সেখানকার অধিবাসীরা বাগদাদ এসে তার বিরুদ্ধে খলীফার সাহায্য প্রার্থনা করে। এবছর বাগদাদে দুটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় যাতে বহু লোক নিহত হয়। এদের

একটি অগ্নিকাণ্ডে এক হাজার বাড়ি ও দোকান ভস্মীভূত হয়। আর খৃস্টান বাদশা দামাসতাকের মৃত্যু খবর নিয়ে পত্রসমূহ পৌঁছে। তখন মসজিদের মিম্বরে এসব পত্র পঠিত হয়। এছাড়া এসময় মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে এই মর্মে পত্র পৌঁছে যে, কারামাতীদের নিকট অবস্থান এবং আক্রমণের আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত। একারণে তারা সেখান থেকে তায়িফ ও তার পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। এবছরই এক প্রবল ও প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হয় যা গাছপালা উপড়ে ফেলে এবং বাড়ি-ঘর ধসিয়ে দেয়। ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর শাওয়াল মাসের ৮ তারিখ শনিবার মুতাবিক ৭ ডিসেম্বর বাগদাদে ব্যাপক বরফপাতের কারণে ভীষণ শীত পড়ে। যার ফলে বহু খেজুর ও অন্যান্য গাছ নষ্ট হয় এবং তেল, পানীয়, গোলাপ পানি, সিরকা এমনকি দাজলার পানি পর্যন্ত জমাট বরফে পরিণত হয়। এসময় কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনার জন্য দাজলা পৃষ্ঠের জমাট বরফের উপর দরসের মজলিস অনুষ্ঠিত করেন এবং সেখানে তা লেখা হয়। এরপর এক প্রবল বর্ষণে এই বরফের স্তর ভেঙ্গে যায় এবং সব বরফ দূরীভূত হয়। এবছর হজ্জযাত্রীরা খুরাসান থেকে বাগদাদে আগমন করে। তখন খাদিম মু'নিস তাদের কাছে এই অজুহাত পেশ করেন যে কারামাতীরা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। তখন তারা ফিরে যায় এবং এবছর ইরাক অঞ্চল থেকে কারও পক্ষেই হজ্জ করা সম্ভব হয়নি। এবছর যিলকদ মাসে ১ বছর ২ মাস পর খলীফা তার উযীর আবুল আব্বাস খসীবীকে অপসারণ করেন এবং তাকে গ্রেফতার করে বন্দী রাখার নির্দেশ দেন। আর এর কারণসমূহ হল, তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং মদাসক্ত হওয়া। প্রতিরাতে মদপান এবং মাতাল অবস্থায় তার সকাল হওয়া ছিল তার নিত্যদিনের অবস্থা। এছাড়া সে সকল বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করে তার অধীনস্থদের হাতে। তখন তারা তাতে খিয়ানত করে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে। আর তিনি (খলীফা) আবুল কাসিম উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কালূযানীকে আলী ইব্‌ন ঈসার আগমন পর্যন্ত সময়ের জন্য তার স্থলবর্তীরূপে নিয়োগ করেন। এরপর তিনি দামেশকে অবস্থানরত আলী ইব্‌ন ঈসাকে তলব করে লোক পাঠান। তখন তিনি বিরাট জাঁকজমকের সাথে বাগদাদ আগমন করেন। তিনি এসে সাধারণ ও বিশেষ সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নজর দেন এবং সবকিছুকে সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এসময় তিনি খসীবীকে ডেকে পাঠান। তারপর জনগণের বিষয়ে এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে সে যে সকল অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত ছিল তার কারণে কাযী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তাকে জেরা করেন এবং ভর্ৎসনা ও ভীতি প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি তাকে জেলে ফেরত পাঠান। এবছরই সৌভাগ্যবান উপাধিপ্রাপ্ত নাসর ইব্‌ন আহ্‌মদ আস-সামানী 'রায়' শহর দখল করে এবং সেখানে ৩১৬ হিজরী পর্যন্ত বসবাস করেন। এবছরই গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনাকারীরা তরসূস থেকে রোমক ভূখণ্ড আক্রমণ করে এবং প্রচুর গনীমত লাভ করে। আর কারামাতীদের ভয়ে ইরাকের কোন কাফেলা এবছর হজ্জ করেনি।

এছাড়া এবছর আরও যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন:

সা'দ আন-নূবী। ইনি হলেন বাগদাদের দারুল খিলাফতের বাবুন-নূবীর দ্বাররক্ষী। তার মৃত্যুর পর এই দ্বার রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তার ভাই। পরবর্তীকালে তার দিকেই এই দ্বারকে সম্পৃক্ত করা হয়।

এছাড়া আরও ইন্তিকাল করেন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাহিলী,[১] মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন লুবাবা আল-কুরতুবী[২] আবুল লায়ছ নাসর ইব্ন কাসিম আল-ফারায়িযী আল-হানাফী। ইনি কাওয়ারীরী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি হানাফী মাযহাবের সম্পত্তি বণ্টন বিদ্যায় নির্ভরযোগ্য এবং মানুষের প্রিয়ভাজন ও সমীহের পাত্র ছিলেন।

৩১৫ হিজরী সন

এবছর সফর মাসে উযীর আলী ইব্ন ঈসা দামেশক থেকে আগমন করেন। এসময় লোকজন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে অগ্রসর হয়। তাদের কেউ কেউ আনবার পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। আবার কেউ অগ্রসর হয় আরও কম। তিনি যখন খলীফার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন তখন খলীফা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং সাদরে গ্রহণ করেন। এরপর উযীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর খলীফা তার পশ্চাতে রাজকীয় বিছানা, গালিচা ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিশ হাজার দীনার প্রেরণ করেন। পরদিন খলীফা তাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে তার পরিধেয় রাজ পরিচ্ছদ দান করেন। তখন এই রাজকীয় পোশাকে তিনি আবৃত্তি করেন:

مَا النَّاسُ اِلاَّ مَعَ الدُّنْيَا وَصَاحِبُهَا - فَكَيْفَ مَا انْقَلَبْتَ بِـهِ انْقَلَبُوْا

"মানুষ সর্বদা দুনিয়া ও দুনিয়াদারের অনুগত হয়ে থাকে, দুনিয়া তাদেরকে যে অবস্থায় পরিবর্তিত করে, তারাও সেই অবস্থায় পরিবর্তিত হয়।"

يُعَظِّمُوْنَ اَخَا الدُّنْيَا فَانْ وَثَبَتْ - يَوْمًا عَلَيْهِ بِمَا لاَ يَشْتَهِىْ وَثَبُوْا

"দুনিয়াদারকে তারা সমীহ করে, আর যদি দুনিয়া কোনদিন তার প্রতি বিরূপ হয় তাহলে তারাও বিরূপ হয়।"

এবছরই এই মর্মে পত্র আসে যে রোমকগণ 'শামীসাত' ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে এবং সেখানকার সবকিছু দখল করে নিয়েছে। সেখানে সম্রাটের বিশেষ তাঁবু স্থাপন করেছে এবং সেখানকার জামে মসজিদে তাদের ধর্মীয় প্রতীক গির্জার ঘণ্টা বাজিয়েছে। তখন খলীফা খাদিম

১. তিনি হলে মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাফফাহ ইব্ন বদর, ইসহাক ইব্ন আবূ ইসরাঈল ও তার স্তরের লোকদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এবছর রবিউছ ছানী মাসে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন।

২ আবূ আবদুল্লাহ্ কুরতুবী। আন্দালুসিয়ার মুফতী। বিশিষ্ট ফকীহ্, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কবি। ২২৫ হিজরীতে জন্ম, আসবাগ ও আতাবী থেকে রিওয়ায়াত করেন। এবছর শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মু'নিসকে তাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাকে তার পরিহিত মূল্যবান পোশাক দান করেন। এরপর এই মর্মে পত্র আসে যে মুসলমানগণ রোমকদের উপর আক্রমণ করে তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করেছে। সুতরাং প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্র।

এদিকে মু'নিস যখন তার যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন তখন জনৈক অনুচর এসে তাকে জানায় যে, বিদায় সাক্ষাৎকালে খলীফা তাকে গ্রেফতার করতে চান। আর এই সংবাদে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েন, ফলে তিনি খলীফার সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। এদিকে সকল দিক থেকে আমীর-উমারা তার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে তার পক্ষ অবলম্বন করে। খলীফার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। তখন খলীফা তার নিজ হাতে লেখা একটি চিরকুট পাঠান, তাতে তিনি এইমর্মে শপথ করেন যে, তার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে তা সঠিক নয়। এ পত্র পেয়ে মু'নিস আশ্বস্ত হন এবং তার সেবক-পরিচারক পরিবেষ্টিত হয়ে দারুল খিলাফতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তারপর তিনি যখন খলীফার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন, তখন খলীফা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং শপথ করে বলেন যে, তিনি তার প্রতি প্রসন্ন এবং পূর্বের মতই আন্তরিক। এরপর তিনি তার কাছ থেকে সসম্মানে বিদায় নিয়ে বের হন। এসময় খলীফা পুত্র আব্বাস, উযীর এবং দ্বাররক্ষী নাসর তাকে বিদায় জানানোর জন্য তার সাথে বের হন এবং আমীর-উমারা তার সামনে দ্বারক্ষীদের ন্যায় তাকবীর বলেন। তার রওয়ানা হওয়ার এই দিনটি ছিল এক স্মরণীয় দিন। এদিন তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান।

এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে শ্বাসরোধকারী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, যে বেশ কয়েকজন নারীকে হত্যা করে। স্ত্রীলোকদের কাছে সে দাবী করত যে সে জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী। এ কারণে স্ত্রীলোকেরা তাদের কছে আসত। এরপর সে যখন স্ত্রীলোকটির সাথে একাকী হত তখন সে তাকে বলাৎকার করত। তারপর তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করত। এ কাজে তার স্ত্রী তাকে সহযোগিতা করত। হত্যার পর সে নিজ গৃহে গর্ত করে তাকে মাটি চাপা দিত। অবশেষে সেই গৃহ যখন নিহতদের কবরে পূর্ণ হয়ে যেত তখন সে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হত। তাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন সর্বশেষ সে যে বাড়িতে অবস্থান করছিল সেখানে ১৭ জন মহিলার লাশ পাওয়া যায় যাদেরকে সে শ্বাসরোধকরে হত্যা করে। এরপর তার বাসকৃত অন্য বাড়ির খোঁজ নেওয়া হয়। তখন দেখা যায় সে এভাবে বহুসংখ্যক স্ত্রী লোককে হত্যা করেছে। অবশেষে তাকে এক হাজার চাবুক মারা হয় এরপর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।

এছাড়া এবছর রায় অঞ্চলে দায়লামীদের উত্থান ঘটে। আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন। তাদের কর্তৃত্ব লাভ করে মারদাবীজ নামক জনৈক ব্যক্তি। সে নিজে একটি স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করত আর তার সামনে থাকত রূপার আরেকটি সিংহাসন। সে বলত আমি হলাম দাউদ পুত্র সুলায়মান। রায়, কাযবীন ও ইস্পাহানবাসীদের সাথে থেকে অতি কদর্য আচরণ

করে। শয্যায় থাকা অবস্থায় সে নারী ও শিশুদের হত্যা করত এবং মানুষের অর্থ-সম্পদ লুট করত। আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপে সে ছিল চরম উদ্ধত, দুর্বিনীত ও দুঃসাহসী। এরপর সে তুর্কীদের হাতে নিহত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের তার অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি ও স্বস্তি দান করেন।

এবছর ইউসুফ ইব্ন আবূ সাজ এবং আবূ তাহির কারামাতীর মাঝে কূফার কাছে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসময় আবূ তাহির পূর্বেই সেখানে অবস্থান নিয়ে ইউসুফ ও কূফার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তখন ইউসুফ ইব্ন আবূ সাজ তাকে লিখে পাঠান—আমার আনুগত্য স্বীকার কর, অন্যথায় শাওয়ালের ৯ তারিখ শনিবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আবূ তাহির এর উত্তরে লিখে পাঠায়, এসো যুদ্ধে! এ যুদ্ধাহ্বানের পর ইউসুফ সেদিকে অগ্রসর হন। দুই বাহিনী মুখোমুখি হলে ইউসুফ কারামাতী বাহিনীকে অল্প সংখ্যক মনে করে। কেননা তার সাথে ছিল বিশ হাজার যোদ্ধা। আর আবূ তাহির কারামাতীর সাথে ছিল মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচশ পদাতিক যোদ্ধা। তাই ইউসুফ মন্তব্য করেন—এই কুকুরদের কী মূল্য আছে? যুদ্ধ শুরু করার পূর্বেই সে কাতিবকে নির্দেশ প্রদান করেন খলীফাকে তাদের বিজয় সম্পর্কে অবহিত করতে। এরপর যখন লড়াই শুরু হয় তখন কারামাতীরা বিরাট দৃঢ়তার পরিচয় প্রদর্শন করে। এসময় কারামাতী তার বাহন থেকে নেমে তার সহযোদ্ধাদের উৎসাহিত করে এবং তাদেরকে নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। ফলে তারা খলীফার বাহিনীকে পরাস্ত করে এবং তাদের সেনাপতি ইউসুফ ইব্ন আবূ সাজকে বন্দী করে। এসময় তারা খলীফার বাহিনীর বহু সংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে এবং কূফার কর্তৃত্ব জবর দখল করে।

এ সম্পর্কিত খবরা-খবর যখন বাগদাদে পৌঁছে এবং এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কারামাতীরা বাগদাদ দখল করতে চায় তখন লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উঠে এবং এই কথাকে সত্য মনে করে। এ পরিস্থিতিতে উযীর খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করার উদ্দেশ্য হল যেন তা আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়ক হয়। আর সাহাবায়ে কিরামের যুগের পর এমন বীভৎস ঘটনা আর ঘটেনি। এই কাফির লোকদের হজ্জের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং একের পর এক মুসলমানদের আক্রমণ করে চলেছে। অথচ বায়তুল মাল অর্থশূন্য। সুতরাং হে আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং আপনার মাতার সাথে কথা বলুন। তিনি হয়ত সংকটকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করে থাকবেন। আর এখনই হল তা কাজে লাগানোর উপযুক্ত সময়। তখন খলীফা তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনিই প্রথম এই মহৎ উদ্যোগের সূচনা করেন। তিনি তার জন্য পাঁচ লক্ষ দীনার ব্যয় করেন। আর বায়তুল মালেও সমপরিমাণ অর্থ ছিল। তখন খলীফা কারামাতীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর-সজ্জায় ব্যয় করার জন্য তা উযীরের হাতে তুলে দেন। এরপর উযীর বালীক নামক সেনাপতির নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী রণসজ্জায় সজ্জিত করেন এবং উল্লিখিত সেনাপতি তার বাহিনী নিয়ে কারামাতীদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তারা যখন তার

রওয়ানা হওয়ার কথা শুনল তখন তারা বিভিন্ন পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। এ অবস্থায় সেনাপতি বালীক বাগদাদে প্রবেশ করতে চাইল, কিন্তু তাতে সক্ষম হল না। এরপর তারা তার মুখোমুখি হল কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই সেনাপতি বালীক ও তার যোদ্ধারা পরাজয়বরণ করল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। এদিকে ইউসুফ ইব্ন আবূ সাজ বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিল, যুদ্ধ চলাকালে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাই আবূ তাহির কারামাতী ফিরে তাকে বলল, তুমি কি পালাতে চাচ্ছিলে? তারপর তার নির্দেশে তার শিরশ্ছেদ করা হয়। আর কারামাতী বাগদাদের দিক থেকে আনবারের দিকে ফিরে আসে। এরপর সে 'হীত' অঞ্চলে ফিরে যায়। এসময় বাগদাদের অধিবাসীরা অধিক দান-সদকা করে। একইভাবে খলীফা, তার মাতা এবং উযীরও দান-সদকা করেন শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ্ তাকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া এবছরই নিজেকে ফাতিমী বলে দাবীকারী মরক্কোর অধিবাসী মাহদী তার পুত্র আবুল কাসিমকে এক বাহিনীতে সেখানকার কোন অঞ্চলে প্রেরণ করে। কিন্তু তার সে বাহিনী পরাজিত হয় এবং তার বহু অনুসারী নিহত হয়। এবছরই উল্লিখিত মাহদী তার 'মুহাম্মদিয়া' নামক শহরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এছাড়া এবছরই আবদুর রহমান ইব্ন দাখিল বনূ উমাইয়ার আন্দালুসিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে টলেডো শহর অবরোধ করেন। যদিও তার অধিবাসীরা মুসলমান ছিল কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। তাই তিনি শক্তি প্রয়োগ করে টলেডো শহর জয় করেন এবং তার বেশকিছু সংখ্যক অধিবাসীকে হত্যা করেন।

এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইব্ন জাসসাস জাওহারী

তার নাম হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাসসাস আল-জাওহারী আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বাগদাদী। তিনি ছিলেন বিপুল বিত্ত বৈভবের মালিক। তার বিত্ত বৈভবের উৎস ছিল আহ্মদ ইব্ন তূলূন পরিবার। তিনি তাকে রত্ন সংগ্রাহক নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি ইব্ন তূলূনের জন্য মিসরে পাওয়া মূল্যবান রত্নসমূহ সংগ্রহ করতেন। এই কারণে তিনি বিপুল অর্থ-সম্পদের অধিকারী হন।

ইব্ন জাসসাস বলেন, একদিন আমি ইব্ন তূলূনের বাসগৃহের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় সেখানে রাজপরিচারিকার আগমন ঘটে। এসময় তার হাতে ছিল ১০০ দানা বিশিষ্ট একটি মূল্যবান রত্নের হার যার প্রতিটি দানার মূল্য ছিল দু'হাজার দীনার। সে বলল, আমি চাই যে তুমি আমার এই হারটি খুলে আবার গেঁথে দিবে যাতে তার আকৃতি এর চেয়ে ছোট হয়। কেননা এটার এই আকৃতি আমার পছন্দনীয় নয়। তখন আমি হারটি তার থেকে নিলাম এবং তা নিয়ে আমার বাড়িতে গেলাম এবং ঐ হারের দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে কমমূল্যের অপেক্ষাকৃত ছোট দানার একটি হার প্রস্তুত করলাম। এরপর সেটি আমি তাকে দিলাম আর সে যেটিকে দানা ছোট করে নষ্ট করতে চেয়েছিল সেটির মালিক হলাম। আর তার মূল্য ছিল দুই লক্ষ দীনার।

৩১৬ হিজরী সন

এবছরে আবূ তাহির সুলায়মান ইব্ন আবূ সাঈদ আল-জানাবী আল-কারামাতী দেশে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। 'আর-রাহবা' স্থানটি ঘেরাও করে ও জোর করে উক্ত জায়গায় প্রবেশ করে এবং সেখানের বাসিন্দাদেরকে হত্যা করে। কারকীসীয়ার বাসিন্দাগণ তার কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করলে সে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে। তার পাশেই অবস্থিত মরু অঞ্চলগুলোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করে। তাদের অনেক লোককে সে হত্যা করে। পরিবেশ পরিস্থিতি এত অধঃস্থলে নেমে যায় যে, যখন জনগণ তার সম্পর্কে আলোচনাকালে তার নাম শুনত তারা পলায়ন করতে শুরু করত। সে মরুবাসীদের উপর কর ধার্য করে দিয়েছিল প্রতি বছর জনপ্রতি দুই দীনার যা তারা হিজর নামক স্থানে পৌঁছে দিত। মাওসিলের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সানজার এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে এ শহরগুলোকে ধ্বংস করেছিল, লোকজনকে হত্যা করেছিল এবং ধন-সম্পদ লুটপাট করেছিল। খলীফার খাদিম মু'নিস তার প্রতি হামলা পরিচালনা করার মনস্থ করেছিল কিন্তু সে এ শহরগুলোর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে নিজ শহর হিজরের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে এবং সেখানে একটি বাসস্থান তৈরি করে যার নাম দেয়া হয়েছিল دَارُ الْهِجْرَةِ (হিজরতের ঘর)। পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় আল-মাহদীয়া নামক শহরে সে জনগণকে আল-মাহদীর প্রতি আহ্বান জানায়। তার ব্যাপারটি প্রকট আকার ধারণ করে এবং তার অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। সাওয়াদ নামক এলাকার গ্রামগুলোতে তার অনুসারীরা হঠাৎ উপনীত হত, বাসিন্দাদের তারা হত্যা করত এবং সহায়-সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যেত। সে স্বয়ং কূফায় অনুপ্রবেশ করে সেখানের সম্পদ লুটপাট করতে চেয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণবশতঃ সে তা করতে পারেনি। মন্ত্রী আলী ইব্ন ঈসা যখন ইসলামী রাষ্ট্রে কারামাতীয়া দলের এ সদস্যের কুকীর্তি দেখতে পেল এবং আরো দেখতে পেল যে, তাকে প্রতিরোধ করার মত কেউ নেই তখন সে খলীফা ও তার সৈন্যদের দুর্বলতার কারণে মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিল এবং মন্ত্রীত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। এরপর প্রসিদ্ধ লেখক আলী ইব্ন মুকাল্লা এ ব্যাপারে চেষ্টা করেন এবং আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী গভর্নরের দারোয়ানের সুপারিশে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হন। বারীদ থেকে বারীদী হয়েছে। আবার বারীদীর স্থলে কেউ কেউ বলেন, আল-ইয়াযীদী। কেননা তিনি তার দাদা ইয়াযীদ ইব্ন মনসূর আল-জুহায়রীর খিদমতে ছিলেন নিবেদিত। তারপর খলীফা তার খদিম মু'নিসের সহায়তায় একটি বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন। তারা কারামাতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কারামাতীদের একটি বিরাট বাহিনীকে হত্যা করে এবং তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বহুসংখ্যককে বন্দী করে। খাদিম মু'নিস সেনাবাহিনীকে

নিয়ে বাগদাদ প্রবেশ করে। তার সাথে ছিল বহু পতাকা। তার মধ্যে কিছু পতাকা ছিল অর্ধনমিত। এগুলোর মধ্যে লিখিত ছিল :

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ .

"আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে।" (সূরা কাসাস : ৫)

এতে জনগণ অত্যন্ত খুশি হলেন। বাগদাদবাসী আনন্দিত হলেন ও তৃপ্তি লাভ করলেন। ইরাক ভূখণ্ডে যেসব কারামাতীরা গজিয়ে উঠেছিল এবং বিস্তৃতি লাভ করেছিল তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। তারা তাদের বিষয়টি এক ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করল যার নাম ছিল হুরায়স ইব্ন মাসউদ। তারা জনগণকে মাহ্দীর প্রতি আহ্বান করত যিনি ফাতিমীদের নেতা বলে নিজে দাবী করতেন। তিনি (মুসলিম) পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলোতে আত্মপ্রকাশ করেন। তাদের এ দাবী ছিল মিথ্যা। একাধিক আলিম এরূপ তথ্য উল্লেখ করেছেন। আমরা এদের সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করব।

এ বছরই খাদিম মু'নিস ও খলীফা আল-মুকতাদিরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তার কারণ হল নিম্নরূপ :

পুলিশ প্রধান নাযূক ও খলীফা আল-মুকতাদিরের মামাতো ভাই হারূন ইব্ন গারীবের মধ্যে একবার মতবিরোধ দেখা দেয়। নাযূকের বিরুদ্ধে হারূন জয়লাভ করে এবং জনগণের মধ্যে গুজব রটে যায় যে হারূন অচিরেই চীফ প্রশাসক নিযুক্ত হচ্ছে।

রাক্কাতে অবস্থানরত খাদিম মু'নিসের কাছে যখন এখবর পৌঁছে তখন সে দ্রুত বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে। খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে ও দুইজনের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এরপর খলীফা হারূনকে রাজধানীতে বদলী করেন তাতে তাদের মধ্যে মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়। আমীরদের একটি দল মু'নিসের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের মধ্যে মতবিনিময় হয়। এভাবে বর্তমান বছরটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এসব কিছুই প্রশাসনিক দুর্বলতা, অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলার আধিক্য ও বিস্তৃতির কারণে ঘটে গিয়েছিল।

এ বছরই রায়-এর বাসিন্দা আলবী সম্প্রদায়ের আহ্বায়ক আল-হুসায়ন ইব্ন আল-কাসিম আদ-দায়লামের বাসিন্দা এক ব্যক্তির হাতে নিহত হয়। তাদের শাসকের নাম ছিল অপরাধী মারদাবীজ। (আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন)

এবছর যেসব ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন :

বানান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামাদান ইব্ন সাঈদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল হাসান বানান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামাদান ইব্ন সাঈদ আয-যাহিদ অর্থাৎ সংসারবিরাগী। আবার তিনি হাম্মাল বলেও পরিচিত। তাঁর ছিল বহু কারামাত বা অলৌকিক ঘটনা। জনগণের কাছে ছিল তাঁর বড় সম্মান ও মর্যাদা। তিনি প্রশাসক থেকে কোন

উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। একদিন তিনি ইব্‌ন তূলূনের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন; তার খারাপ কাজগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন এবং তাকে সৎকাজের আদেশ দিলেন। তখন তার সম্বন্ধে হুকুম জারি করা হল এবং তাকে সিংহের সামনে ফেলে দেয়া হল। সিংহ তাকে শুঁকতে ছিল এবং তার ভয়ে পিছনের দিকে আসছিল। তখন তাঁকে সিংহের সম্মুখ থেকে উঠিয়ে নেয়ার হুকুম দেয়া হল। আর লোকজন তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতে লাগল। কোন এক ব্যক্তি তাঁর ঐ সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল যখন তিনি সিংহের সামনে ছিলেন, তখন তিনি তাকে বললেন—আমার জন্য কোন অসুবিধার কারণ ছিল না। আমি হিংস্র প্রাণির উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম এবং এ সম্বন্ধে আলিমগণের মতামত নিয়ে ভাবছিলাম—তা কি পাক না নাপাক? লোকজন তাঁর সম্পর্কে বলেন, একদিন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করল এবং তাঁকে বলল, এক ব্যক্তির কাছে আমার ১০০ দীনার পাওনা রয়েছে কিন্তু দলীলটি হারিয়ে গিয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত লোকটি পাওনা অর্থের কথা অস্বীকার করবে। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি আমার জন্য দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দলীলটি ফেরত দান করেন। তখন বানান বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যার বয়স হয়েছে অনেক এবং হাড় হয়েছে নরম। আর আমি মিষ্টিদ্রব্য পছন্দ করি যাও আমার জন্য এক রতল[১] মিষ্টি খরিদ কর ও আমাকে তা প্রদান কর। আমি তোমার জন্য দুআ করব। লোকটি চলে গেল এক রতল মিষ্টি খরিদ করল এবং তাঁর কাছে তা নিয়ে আসল। যে প্যাকেটে মিষ্টি ছিল সে প্যাকেটটি খুলল এবং দেখতে পেল প্যাকেটের মধ্যে ১০০ দীনারের দলীলটি রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, এটা কি তোমার দলীল? সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তোমার দলীলটি গ্রহণ কর এবং মিষ্টিগুলোও নিয়ে যাও। এরপর তোমার ছেলে-মেয়েদেরকে এগুলো থেকে খেতে দাও। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন শহরের বাসিন্দাগণ তার সম্মানার্থে ও তাঁর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তার জানাযায় ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন।

এবছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে অন্য একজন ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীল আল-বালখী; আরো একজন ছিলেন আল-হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী; আরো একজন ছিলেন আবূ আওয়ানা ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল-ইসফারায়িনী যিনি اَلصَّحِيْحُ الْمُسْتَخْرَجُ عَلٰى مُسْلِمٍ-এর প্রণেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন মুফাসসির, হাফিয ও প্রসিদ্ধ ইমামদের অন্যতম। আরো একজন ছিলেন দারোয়ান নাসর। তিনি ছিলেন দীনদার ও বুদ্ধিমান আমীরদের অন্যতম। তিনি কারামাতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক লাখ দীনার ব্যয় করেছেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করার লক্ষ্যে নিজ ঘর থেকে বের হন তবে তিনি রাস্তার মধ্যে এবছর ইন্তিকাল করেন। আর তিনি ছিলেন খলীফা আল-মুকতাদিরের দারোয়ান।

---

১. এক রতল = আধা সের ওজন।

৩১৭ হিজরী সন

এবছর খলীফা আল-মুকতাদিরের পদচ্যুতি এবং আল-কাহির মুহাম্মদ ইব্ন আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্-এর সিংহাসনে আরোহণ করার ঘটনা সংঘটিত হয়। আর তা হয়েছিল মুহাররম মাসে। খাদিম মু'নিস ও খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্-এর মধ্যে মতবিরোধ চরমে উঠেছিল। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে এবং উপস্থিত সকলকে আল-মুকতাদিরের পদচ্যুতি ও আল-কাহির মুহাম্মদ ইব্ন আল-মু'তাদিদের মনোনয়নে বাধ্য করে। তারা সকলে তার হাতে খিলাফতের বায়আত করে এবং খিলাফতকে তাঁর হাতেই সোপর্দ করে। আর তাকে আল-কাজির বিল্লাহ্ উপাধি প্রদান করে। এ ঘটনাটি ঘটে মুহাররম মাসের ১৫ তারিখ শনিবার রাতে। আলী ইব্ন মুকাল্লা উযারতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল-মুকতাদিরের শাহী মহল লুণ্ঠিত হয়েছিল। আর এ মহল থেকে বহু মালামাল খোয়া গিয়েছিল। আল-মুকতাদিরের মাতার পাঁচ লাখ দীনার হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি তা একটি কবরের মাটিতে দাফন করে রেখেছিলেন। এগুলো সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে গিয়েছিল। আল-মুকতাদির, তাঁর মাতা, তাঁর খালা, তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বাঁদীদেরকে শাহী মহল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এর পূর্বে রাজধানী ঘেরাও করা হয়েছিল। সেখানে যেসব দারোয়ান ও খাদিম ছিল তারা পলায়ন করেছিল। নাযূক পুলিশের দায়িত্ব পালন করার অতিরিক্ত দারোয়ানীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মুকতাদিরকে খিলাফত থেকে ইস্তফানামা লিখে দেয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল এবং একদল আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাতে সাক্ষী হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। আর এ ইস্তফানামা কাযী আবূ আমর মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফের কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্র আল-হুসায়নকে বলেছিলেন, এ ইস্তফানামাটি সংরক্ষণ করে রাখবে। আল্লাহ্র মাখলূকের কাউকে দেখাবে না। দুইদিন পর যখন আল-মুকতাদির আবার রাজধীনীতে ফিরে আসেন তখন এটা তাঁর কাছে কাযী ফেরত প্রদান করেন। আল-মুকতাদির তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁকে 'কাযীউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত করেন। যখন রবিবার দিনটি আসল যা ছিল মুহাররমের ১৬ তারিখ, আল-কাহির বিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন আর তার সামনে তার উযীর হিসেবে বসে যান আবূ আলী ইব্ন মুকাল্লা। উযীর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কর্মচারীদের কাছে পত্র লিখে আল-মুকতাদিরের পরিবর্তে আল-কাহিরের খিলাফত সম্বন্ধে অবগত করেন। আর আলী ইব্ন ঈসাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। যারা তার খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন তাদের একদল আমীরের জন্য জায়গীরের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন। তাদের অন্যতম ছিলেন আবুল হাইজা ইব্ন হামাদান। এরপর যখন সোমবার সমাগত হল সেনাবাহিনী আগমন করল, তারা তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহের আহ্বান জানাল। খাদ্য না পেয়ে তারা হৈ-চৈ শুরু করল। তারপর তারা নাযূকের কাছে দ্রুত গমন করল এবং তার কাছেও খাদ্য না পেয়ে ক্রোধান্বিত

হয়ে তাকে তারা হত্যা করল। তখন সে ছিল মাতাল। তারপর তারা তাকে শূলে চড়াল। অবস্থা দেখে উযীর ইব্‌ন মুকাল্লা পলায়ন করল, দারোয়ানরাও পলায়ন করল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল ইয়া মুকতাদির! ইয়া মনসূর! মু'নিস ঐদিন উপস্থিত ছিলেন না। সেনাবাহিনী মু'নিসের দরজার দিকে আগমন করল তারা আল-মুকতাদিরকে খোঁজ করছিল। তার দরজাটি ছিল তার দিক দিয়ে বন্ধ এবং তার খাদিমগণও তাকে তাদের থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টায় ছিল রত। কিন্তু মু'নিস যখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে মুকতাদিরকে সেনাবাহিনীর কাছে সোপর্দ করে দেয়া উচিত তখন তিনি তাঁকে বের হয়ে আসার অনুরোধ করলেন। কিন্তু আল-মুকতাদির ভয় করতে লাগলেন যে তিনি তাদের ক্রোধের শিকারে পতিত হন কিনা। এরপর তিনি সাহসে বুক বেঁধে বের হয়ে আসলেন। লোকজন তাঁকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিল ও তাঁকে নিয়ে রাজধানীর শাহী মহলে প্রবেশ করল। আল-মুকতাদির তখন নিজের ভাই আল-কাহির আবুল হাইজা ইব্‌ন হামাদান সম্বন্ধে খোঁজ নিতে লাগলেন যাতে তিনি তাদের জন্য একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিতে পারেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে খাদিম এসে উপস্থিত হল আর তার সাথে ছিল আবুল হাইজার মাথা। ইতিমধ্যে তার মাথাটি কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তারপর তিনি তাঁর ভাই আল-কাহিরকে ডাকলেন, তাকে সামনে বসালেন এবং তাকে আরো নিকটে নিয়ে আসলেন ও তার দুচোখে চুমু খেলেন। এরপর বললেন, হে আমার ভাই! তোমার কোন পাপ নেই। আমি জেনে নিয়েছি তুমি ছিলে অপারগ ও প্রভাবিত। আল-কাহির বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার জানের আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল-মুকতাদির বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্য বাণী নিয়ে এসেছেন, আমার পক্ষ থেকে তোমার কোন দিনও ক্ষতি হবে না। ইব্‌ন মুকাল্লা ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন এলাকায় পত্র লিখে আল-মুকতাদিরের রাজধানীতে ফিরে আসার সংবাদটি তাদের কাছে পরিবেশন করেন। যাবতীয় কার্যকলাপ পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে বলেও তাদেরকে অবগত করান। নাযূক ও আবুল হাইজার কর্তিত মস্তকগুলো উপরের দিকে উত্তোলন করা হল এবং ঘোষণা করা হল এগুলো হচ্ছে তাদের কর্তিত মাথা যারা নিজ প্রভুর অবাধ্য হয়েছিল। আবুস সারাইয়া ইব্‌ন হামাদান মাওসিলের দিকে পলায়ন করে চলে যান।

ইব্‌ন নাফীস আল-মুকতাদিরের ভয়ানক শত্রুদের অন্যতম ছিলেন। তাই আল-মুকতাদির যখন রাজধানীতে ফিরে আসেন ইব্‌ন নাফীস অসন্তুষ্ট হয়ে বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং মাওসিলে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি আরমানিয়ায় চলে যান। তিনি সেখান থেকে ইস্তাম্বুল আগমন করেন এবং সেখানের বাসিন্দাদের সাথে খৃষ্টান হয়ে যান। তবে মু'নিস অন্তরের দিক দিয়ে আল-মুকতাদিরের বিরোধী ছিলেন না। তিনি একদল আমীরের সাথে জবরদস্তির কারণে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। এজন্যই যখন আল-মুকতাদির তাঁর ঘরে পৌঁছেন মু'নিস তাঁর প্রতি কোন প্রকার অসন্তুষ কিংবা যুলুম অনুভব করছিলেন না বরং তার অন্তর ছিল তার প্রতি সন্তুষ্ট। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তিনি ঘর থেকে বের করে আনার সময় মুকতাদিরকে হত্যা

করতে পারতেন। এজন্যই মুকতাদির যখন রাজধানীতে ফিরে আসেন তখন তিনি মু'নিসের ঘরে আগমন করেন এবং সেখানে তার কাছে রাত যাপন করেন। কেননা তাঁর প্রতি মুকতাদিরের দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

তিনি আবূ আলী ইব্‌ন মুকাল্লাকে উযীর হিসেবে বহাল রাখেন। আর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফকে কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত করেন। নিজ ভাই মুহাম্মদ আল-কাহিরকে তার মায়ের কাছে বন্দী অবস্থায় রেখে দেন। মা তার সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করতেন, তার জন্য সুন্দরী সুন্দরী রমণী খরিদ করতেন এবং তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

কারামাতী সম্প্রদায় কর্তৃক হাজরে আসওয়াদ তথা কালো পাথর তাদের দেশে অপহরণের ঘটনা

এবছরই ইরাকের একটি কাফেলা ঘর থেকে বের হল। তাদের আমীর ছিল মনসূর আদ-দায়লামী। তারা নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে। দূর-দূরান্ত ও বিভিন্ন এলাকা থেকে কাফেলার পর কাফেলা এসে সেখানে পৌঁছল। লোকজন শুধু কারামাতীর শক্তি সাহসের প্রতি বিশ্বাসী ছিল এবং তারা অবগত হয়েছিল যে, সে তার দল নিয়ে তারবিয়ার দিন যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, সে তাদের সহায়-সম্পদ লুটপাট করা এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছে। এরপর সে মক্কায় বিস্তীর্ণ এলাকা, পাহাড়ী ঘাঁটি, মসজিদুল হারাম এমনকি কা'বার ভিতরে বহু হাজীদেরকে হত্যা করে। কারামাতীদের আমীর আবূ তাহির (তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক) কা'বার দরজায় উপবিষ্ট ছিল। তার পাশেই লোকজনকে হত্যা করা হত। পবিত্র মাসের তারবিয়ার সম্মানিত দিনে মসজিদুল হারামে লোকজনকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হত এবং সে বলত : اَنَا اللّٰهُ وَبِاللّٰهِ اَنَا اَنَا اَخْلُقُ الْخَلْقَ وَاُفْنِيْهِمْ اَنَا "আমি আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি, আমি সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করি আর আমিই তাদেরকে ধ্বংস করি।"

লোকজন তার থেকে পলায়ন করছিল, তারা কা'বার গিলাফে মজবুত করে ধরত আশ্রয়ের আশায় কিন্তু তাতে কিছু ফল হত না বরং সেখান থেকে এনেও তাদেরকে হত্যা করা হত। আবার তাদেরকে ঐ অবস্থায়ও হত্যা করা হত। লোকজনকে তাদের তাওয়াফের অবস্থায় হত্যা করা হত। ঐদিন একজন হাদীস বিশারদ তাওয়াফ করেন। যখন তিনি তাওয়াফ শেষ করেন তখন তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়।

যখন তিনি লুটিয়ে পড়েন তখন তিনি আবৃত্তি করেন :

تَرَى الْمُحِبِّيْنَ صَرْعَى فِىْ دِيَارِهِمْ – كَفِتْيَةِ الْكَهْفِ لاَ يَدْرُوْنَ كَمْ لَبِثُوْا .

"তুমি প্রেমিকেদেরকে তাদের শহরে মৃত দেখতে পাচ্ছ। তারা জানে না কতদিন যাবত মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যেমন গুহার লোকজন জানত না কতদিন তারা ঐ গুহায় অবস্থান করছিলেন।"

যখন কারামাতী দলনেতা (তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক) নিজের কাজ শেষ করল এবং হাজীদের সাথে জঘন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ সমাপ্ত করল, মৃতদেরকে যমযম কূয়ায় দাফন করার জন হুকুম দিল। হারামের বিভিন্ন জায়গায় ও মসজিদুল হারামে তাদের অনেককে দাফন করল। এসব নিহত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তি কতই না ভাগ্যবান। আর এ দাফনের জায়গা ও স্থানটি কতই না মহিমান্বিত! এতদসত্ত্বেও তাদেরকে গোসল দেয়া হয়নি, তাদের কাফন পরানো হয়নি এবং তাদের উপর সালাত আদায় করা হয়নি। কেননা তারা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে শহীদ ও ইহরামের পোশাক পরিহিত। যমযমের স্থাপনাটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। কা'বার দরজাটি উপড়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। কা'বার গিলাফটি খুলে ফেলা হয় এবং তার সাথীদের মধ্যে ছিড়ে বন্টন করার নির্দেশ দেয়া হয়। এক ব্যক্তিকে মীযাবে কা'বা অর্থাৎ কা'বার ছাদের পানি প্রবাহিত হওয়ার নালায় চড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং এটাকে সমূলে উপড়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। লোকটি হোঁচট খেয়ে মাথা নীচের দিকে হয়ে পড়ে মারা যায় এবং জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। তখন পাপিষ্ঠ লোকটি মীযাব ছেড়ে অন্যদিকে মনোযোগ দেয়।

এরপর সে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরটি উৎপাটন করতে হুকুম দেয়। এক ব্যক্তি পাথরের কাছে আগমন করল এবং তার হাতের ভারী মুগুর দিয়ে আঘাত করল এবং বলতে লাগল, কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিগুলো এবং কোথায় প্রস্তুর, কংকর? এরপর সে কালো পাথর উৎপাটন করল। আর যখন তারা তাদের দেশে গমন করল তখন তারা তাদের সাথে এটাকে নিয়ে গেল। এ পাথরটি তাদের কাছে ২২ বছর ছিল। তারপর তারা তা ফেরত দেয়। ৩৩৯ হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হবে। আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

কারামাতী দলনেতা যখন কালো পাথর নিয়ে তার দেশের দিকে রওয়ানা হল। মক্কার আমীর তাঁর পরিবারবর্গ ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং তাকে অনুরোধ করলেন ও তার কাছে জোর সুপারিশ করলেন যেন সে কালো পাথরটি ফেরত দেয় যাতে তিনি এটাকে এটার স্থানে স্থাপন করতে পারেন। তার কাছে যত সম্পদ ছিল সব সম্পদই কারামাতী নেতার জন্য খরচ করবেন বলে জানান। কিন্তু সে তার দিকে কোন প্রকার দৃষ্টিই দেননি।

তারপর মক্কার আমীর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। কারামাতী নেতা তাঁকে, তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য, মক্কাবাসী ও তাঁর সৈন্য-সামন্তকে হত্যা করল আর কালো পাথর ও হাজীদের মালামাল এবং আসবাবপত্র নিয়ে দেশের দিকে অবিরাম ভ্রমণ করতে লাগল। এ অভিশপ্তটি মসজিদুল হারামে যেরূপ শিরক করল তার পূর্বে কেউ কোনদিন এরূপ জঘন্য শিরকের শিকার হয়নি। অচিরেই তার উপর এমন শাস্তি আরোপিত হবে যার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না। এ পাষণ্ডদেরকে এরূপ জঘন্য কর্মকাণ্ডের প্রতি যে বস্তুটি ধাবিত করেছিল তা হল যে, তারা ছিল যিনদীক-কাফির। তারা

ঐসব ফাতিমীদের অনুরাগী ছিল যারা এবছর পশ্চিমাঞ্চলীয় আফ্রিকার দেশগুলোতে আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের নেতাকে মাহদী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সে ছিল আবূ মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন আল-কাদাহ। সে ছিল সালামিয়া নামক জায়গার রঙকার। সে ছিল ইয়াহূদী, পরে সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে। এরপর সে সালামিয়া থেকে সফর শুরু করে এবং আফ্রিকান দেশগুলোতে প্রবেশ করে। তারপর সে নিজেকে মর্যাদাবান ফাতিমী বলে দাবী করে।

বার্বার ও অন্যান্য জাহিল সম্প্রদায়ের একটি বিরাট দল তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস স্থাপন করে। তার একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়ে যায়। সে সাজালমাসা নামক শহরের অধিকারী হয়ে যায়। তারপর সে অন্য একটি শহর নির্মাণ করে যার নাম দেয়া হয় আল-মাহদীয়া। আর সেখানেই ছিল তার রাজধানী। কারামাতীরা তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, তার পক্ষে জনগণকে আহ্বান করে ও তার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকে। কথিত আছে যে, তারা রাজনীতি ও রাজ্য লাভের জন্য এরূপ করত যার কোন শরঈ ভিত্তি নেই।

ইবনুল আছীর উল্লেখ করেন, এই মাহদী আবূ তাহিরের কাছে পত্র লিখে ও মক্কায় সে যা কিছু করেছে তার জন্য তাকে তিরস্কার করে। কেননা তাতে লোকজন তাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের ন্যক্কারজনক রহস্যগুলো ফাঁস হয়ে গিয়েছে তারা যেগুলো এতদিন পর্যন্ত গোপন করে রেখেছিল। মক্কা থেকে তারা যেসব বস্তু ছিনতাই করেছিল তা ফেরত দেয়ার জন্য তাদেরকে সে হুকুম দিল। কারামাতী নেতা তার হুকুম মান্য করে, আনুগত্য প্রকাশ করে তার পত্রের উত্তর দিল এবং তাকে যা কিছু বলা হল তা সে কবূল করল। কারামাতীদের হাতে একজন হাদীসবিশারদ বন্দী হয়ে যান। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের হাতে বন্দী থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুক্তি দান করেন। তিনি তাদের স্বল্প বুদ্ধি ও ধর্মহীনতা সম্বন্ধে বিচিত্র ধরনের কাহিনী বর্ণনা করেন। যে তাকে বন্দী করেছিল সে তার দ্বারা কষ্টকর খিদমত আদায় করত। আর যখন সে মাতাল হত অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। এক রাত মাতাল অবস্থায় সে আমাকে বলল, 'তুমি তোমাদের মুহাম্মদ সম্বন্ধে কী বল?' আমি বললাম, 'আমি জানি না।' তখন সে বলল, 'সে ছিল রাজনীতিবিদ।' এরপর বলল, 'তুমি আবূ বকর সম্বন্ধে কী বল?' আমি বললাম, 'আমি জানি না।' সে বলল, 'সে ছিল দুর্বল ও বেআদব। আর উমর ছিল বদ মেযাজ ও কঠোর। উসমান ছিল মূর্খ ও বোকা এবং আলী ছিল মিথ্যাবাদী। তার কাছে এমন কোন লোক ছিল না যে তার অন্তরে রয়েছে বলে দাবীকৃত ইলম সম্বন্ধে জানত। হ্যাঁ তার জন্য এটা সম্ভব ছিল হয়ত সে জানবে এ শব্দটা কী ও ঐ শব্দটা কী?

এরপর সে বলল, এগুলো সব মিথ্যা। পরদিন সে বলতে লাগল, আমি তোমাকে যা কিছু বললাম এ সম্বন্ধে তুমি কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারবে না। ইবনুল জাওযী তাঁর 'আল-মুনতাযাম' নামক কিতাবে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

জনৈক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, তারবিয়ার দিন মসজিদুল হারামে তাওয়াফের জায়গায় আমি অবস্থান করছিলাম এমন সময় আমার পাশে অবস্থানকারী এক ব্যক্তি আমার উপর হামলা করল। তখন একজন কারামাতী তাকে হত্যা করে। এরপর সে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে 'হে গাধাগুলো তোমরা কি তোমাদের এই ঘর সম্বন্ধে বলনি : وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا "যে কেউ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ।" (সূরা আলে ইমরান : ৯৭) এখন নিরাপত্তা কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি তোমার উত্তর শুনবে?' সে বলল, 'হ্যাঁ' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন : 'তোমরা তাকে নিরাপত্তা দান করবে।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন সে ঘোড়ার মাথা ঘুরাল এবং অন্যদিকে চলে গেল।

কেউ কেউ এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, 'মহাশক্তিশালী আল্লাহ্ তা'আলা হস্তী অধিপতিদের উপর কিতাবে উল্লিখিত আযাব নাযিল করেছিলেন আর তারা ছিল খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু এরা মক্কায় যা কিছু করল তাদের বিরুদ্ধে কোন আযাব নাযিল করা হল না এটার কারণ কি? অথচ কারামাতীরা ছিল ইয়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের থেকে অধিক মন্দ বরং মূর্তিপূজকদের থেকেও বেশি খারাপ। তারা নিঃসন্দেহে মক্কায় যা কিছু করেছে কেউ কোনদিন এরূপ করেনি। তাদেরকে কেন দ্রুত আযাব ও শাস্তি দেয়া হয়নি যেমনিভাবে হস্তীওয়ালাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেয়া হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, বায়তুল্লাহ্র সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ও তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য হাতীওয়ালাদেরকে দ্রুত আযাব দেয়া হয়েছিল। যে শহরে সম্মানিত ঘর অবস্থিত সে শহরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করে মহাসম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা করা হয়েছিল। অন্য দিকে কাফিররা যখন আল্লাহ্র এ পবিত্র ভূমির ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্রতাকে বিনষ্ট করতে ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অতি দ্রুত ধ্বংস করে দেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা প্রমাণকারী শরীআতও অস্তিত্ব লাভ করেছিলেন। তাই যদি তারা বায়তুল্লাহ্ হতে প্রবেশ করতে পারত ও তা ধ্বংস করতে পারত তাহলে মানুষের অন্তরসমূহ বায়তুল্লাহ্র মর্যাদা সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত। কিন্তু এ কারামাতীরা যা কিছু করেছে শরীআত এবং ইসলামী রীতিনীতি পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে করেছে। মক্কা ও কা'বার সম্মান আল্লাহ্র দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে সকলের জানা। প্রতিটি মু'মিন জানেন যে এসব ব্যক্তি হারাম শরীফে কিরূপ জঘন্য কার্যকলাপ সম্পাদন করেছে। আর তারা নিঃসন্দেহে শীর্ষ মুশরিক ও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুস্পষ্ট সুন্নাত মজুদ রয়েছে এজন্যই তাদেরকে অতি দ্রুত শাস্তি প্রদানের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। বরং মহান প্রতিপালক তাদেরকে চক্ষু স্থির হওয়ার দিন পর্যন্ত সুযোগ প্রদান করলেন। মহাশক্তিশালী আল্লাহ্ তা'আলা অবকাশ দেন, সুযোগ দেন এবং ধীরে কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এরপর পরাক্রমশালী মহাশক্তিমানের ন্যায় কঠোরভাবে পাকড়াও করেন যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ·

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। এরপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছাড়েন না।" এরপর তিনি নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ·

"তুমি কখনও মনে করবে না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল। তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চোখ হবে স্থির।" (সূরা ইবরাহীম : ৪২)

তিনি আরো একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন :

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰى هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ·

"যারা কুফরী করেছে দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এটা সামান্য ভোগ মাত্র। এরপর জাহান্নাম তাদের আবাস আর এটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৬)

তিনি আরো একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন :

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ·

"আমি তাদের জীবনোপকরণ ভোগ করতে দেব স্বল্পকালের জন্য। এরপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।" (সূরা লুকমান : ২৪)

তিনি আরো একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন :

مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ·

"পৃথিবীতে তাদের জন্য রয়েছে কিছু সুখ সম্ভোগ; পরে আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর কুফরী হেতু তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদন গ্রহণ করাব।"(সূরা ইউনুস : ৭০)

এবছরই আবূ বকর আল-মারওয়াযী আল-হাম্বলীর সাথিগণ ও জনসাধারণের একটি দলের মধ্যে বাগদাদে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তারা কুরআনুল করীমের সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মতবিরোধ করেন। আয়াতটি হল :

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ·

"আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯)

হাম্বলিগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর সাথে আরশে বসাবেন। অন্যরা বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে শাফাআতে উযমা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শাফাআত। একারণে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের দুদলের মধ্যে বহুলোক হতাহত হয়। সুতরাং আমরা তো আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্র দিকেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কুরআনের পরে বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাকামে মাহমূদের অর্থ হল শ্রেষ্ঠ শাফাআতের মর্যাদা।

আর এটা হল বান্দাদের মধ্যে ফয়সালার ক্ষেত্রে শাফাআতের মর্যাদা। এটা এমন এক মর্যাদা এটার প্রতি সমস্ত সৃষ্টি আগ্রহান্বিত এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ)ও। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত।

এবছর মাওসিলে জনগণের মাঝে জীবিকা অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষ বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে দুষ্কৃতিকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারা শোভাযাত্রা ও মিছিল করে এবং তাদের মধ্যে অন্যায়-অবিচার বিরাজ করে। পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়।

এ বছরই খুরাসানের শহরগুলোতে বনূ সাসানের সদস্য ও তাদের আমীর সাঈদ উপাধিতে ভূষিত নাসর ইব্ন আহ্মদের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়।

এবছরের শাবান মাসে মাওসিলে একজন খারিজী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অন্য একজন 'বাওয়াযীজ' নামক স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐসব এলাকার জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে তাদের যুলুম-অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের সদস্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এবছরই মুফলিহ আস-সাজী ও রোমের বাদশা দামাসতাক-এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুফলিহ তাকে পরাজিত করেন ও রোম সাম্রাজ্যের পিছনের দিকে তাকে বিতাড়িত করেন। তিনি এ যুদ্ধ বহু রোমানকে হত্যা করেন।

এবছরই বাগদাদে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায় এবং হিজাযের লাল ধূলাবালির ন্যায় লাল বর্ণের ধূলাবালি বহন করে নিয়ে আসে তাতে সব ঘর-বাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এবছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন :

আবূ বকর আহ্মদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আল-ফারাজ ইব্ন সুফিয়ান আন-নাহবী

তিনি কূফাবাসীদের মাযহাব সম্বন্ধে খুব জ্ঞাত ছিলেন। আর নাহু সম্পর্কে তাঁর কিছু প্রকাশনাও রয়েছে।

আহ্মদ ইব্ন মাহদী ইব্ন রুস্তম

তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও সংসার বিরাগী। তিনি ইলম অন্বেষণের খরচ বাবদ তিন লক্ষ দিরহাম ব্যয় করেছিলেন। তিনি ৪০ বছর যাবৎ একাধারে বিছানায় পিঠ লাগাননি। হাফিয আবূ নুআয়ম তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এক রাতে একজন মহিলা তাঁর কাছে আগমন করে এবং তাঁকে বলে আমি একটি বিপদে পড়েছি। আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ফলে আমি গর্ভবতী হয়ে পড়েছি। আমি আপনার মাধ্যমে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকার মনস্থ করেছি এবং ব্যক্ত করেছি যে আপনি নিঃসন্দেহে আমার স্বামী। এ গর্ভ আপনার থেকে আমার মধ্যে এসেছে বলে আমি প্রকাশ করেছি। আপনি আমাকে যদি গুনাহের অন্তরালে রাখেন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে গুনাহের অন্তরালে রাখবেন। আপনি আমাকে দয়া করে অপমানিত করবেন

না। তিনি তখন মহিলার কথায় চুপ করে রইলেন। যখন মহিলাটি সন্তান প্রসব করল তখন মহল্লার অধিবাসীরা তাদের মসজিদের ইমাম আমাকে সন্তান সম্পর্কে সম্ভাষণ জানাবার জন্য আমার কাছে আগমন করেন। আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম এবং লোক প্রেরণ করলাম ও দুই দীনার দিয়ে কিছু মিষ্টি দ্রব্য কিনে আনালাম এবং তাদেরকে ভক্ষণ করতে দিলাম। প্রতি মাসে মসজিদের ইমামের মাধ্যমে সন্তানটির খরচের জন্য মহিলাটির কাছে আমি দুই দিরহাম অর্থ প্রেরণ করতাম এবং বলতাম, মহিলাটির কাছে আমার সালাম দিন। আমার থেকে এমন কাজ সংঘটিত হয়েছে যার মাধ্যমে আমার ও মহিলার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা হয়ে গেছে। এভাবে দুবছর অতিবাহিত হল। এরপর সন্তানটি মারা যায়। তারা আমার কাছে সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য আগমন করেন। আমি সন্তানটির জন্য তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলাম। এরপর সন্তানটির মাতা আমার কাছে ঐসব দীনারসহ উপস্থিত হল যা আমি তার সন্তানের খরচের জন্য মাসে মাসে প্রেরণ করতাম। মহিলাটি এগুলো একটি থলিতে জমা করে রেখেছিল। আমি তাকে বললাম, আমি এগুলো সন্তানটির প্রতি দয়া দেখাবার জন্য প্রেরণ করেছি। আর সে এখন মরে গেছে। তুমি এগুলোর উত্তরাধিকারিণী সূত্রে মালিক। তাই এগুলো তোমার। তুমি এগুলো দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পার। তখন মহিলাটি আমার জন্য দুআ করল এবং বিদায় নিয়ে চলে গেল।

বদর ইবন হায়ছাম

ইনি হলেন কূফার কাযী আবুল কাসিম বদর ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন খালফ ইব্ন খালিদ ইব্ন রাশিদ ইব্ন আদ-দাহহাক ইব্ন আন-নু'মান ইব্ন মুহরিক ইব্ন আন-নু'মান ইব্ন আল-মুনযির আল-বালখী। তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং আবূ কুরায়ব ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার বয়সের ৪০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি হাদীস শুনেন। তিনি ছিলেন খুবই নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। তিনি ১১৭ বছর বেঁচে ছিলেন। এবছরের শাওয়াল মাসে তিনি কূফায় ইন্তিকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আযীয

ইনি হলেন আবুল কাসিম ইব্ন আল-মিরযাবান ইব্ন সাবূর ইব্ন শাহানশাহ আল-বাগাবী। তিনি বিনৃত মানী-এর পুত্র বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২১৩ কেউ কেউ বলেন, ২১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সালামকে দেখেছেন কিন্তু তাঁর থেকে কোন হাদীস শুনেননি। তিনি আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, আলী ইব্ন আল-মাদীনী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন, আলী ইব্ন আল-জাদ, খালফ ইব্ন হিশাম আল-বাযযার ও অন্য বহু লোক থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর সাথে ছিল একটি ছোট কিতাব তার মধ্যে ছিল যা তিনি ইব্ন মুঈন থেকে শুনেছেন। এটাকে হাফিয মূসা ইব্ন হারূন হস্তগত করেন এবং দাজলা নদীতে ফেলে দেন আর বলেন, তিনি তিনজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চান অথচ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ৮৭ জন শায়খ থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন

বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী হাফিয এবং হাফিযদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর অনেকগুলো সংকলন রয়েছে।

হাফিয মূসা ইব্‌ন হারূন বলেন, বিন্‌ত মানী-এর পুত্র ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। একদিন তাঁকে বলা হয়, এখানেও বহুলোক রয়েছেন যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'না, তাঁরা তাঁর প্রতি হিংসা করছেন। কেননা বিন্‌ত মানী-এর পুত্র শুধু সত্যই বলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও অন্যরা বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ্ বা শুদ্ধ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। দারাকুতনী বলেন, বাগাবী কমই হাদীসের সমালোচনা করেন। আর যখন করেন তখন তাঁর কথা যেন ঠিক কাঠে লোহার পেরেক। ইব্‌ন আদী তাঁর কিতাব كامل-এর মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন এবং সমালোচনাও পেশ করেন আর বলেন, তিনি এমন এমন বস্তু সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেন যা আমি তাঁর জন্য শোভনীয় মনে করিনি। হাদীস পরিচিতি ও হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু অবদান রয়েছে। ইব্‌ন আদীর সমালোচনাকে প্রতিহত করার জন্য ইবনুল জাওযী সাড়া দিয়েছেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ঈদুল ফিতরের রাতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ১০৩ বছর কয়েকমাস বয়স পূর্ণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি সঠিক শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও সুস্থ সবল দাঁতের অধিকারী ছিলেন। তিনি দাসীদের সাথে রীতিমত সঙ্গম করতেন। তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন এবং بَابُ التِّبْنِ-এর গোরস্থানে সমাহিত হন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁর কবরকে শান্তিময় ও মর্যাদাবান করুন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান

ইনি হলেন আবুল ফযল আল-হারীরী। তিনি ছিলেন হাফিয ও শহীদ। তিনি ইব্‌ন আবূ সা'দ বলে জনগণের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং সেখানে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন হাফিয ইব্‌ন আল-মুযাফফর। তিনি হাফিয, বিশ্বস্ত ও সুদৃঢ় হিফয শক্তির অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সহীহ্ মুসলিমের ১৩টির অধিক হাদীসের সমালোচনা পেশ করেন। এবছর তারবিয়ার দিন মক্কায় কারামাতীরা যেসব লোককে হত্যা করেছিলেন তিনিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁর কবরকে সম্মানিত করুন।

আল-কা'বী আল-মুতাকাল্লিম

ইনি হলেন আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্মদ ইব্‌ন মাহমূদ আল-বালখী বনূ কা'বের প্রতি সম্পর্কিত ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-কা'বী বলা হত। তিনি মু'তাযিলা শায়খদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর কা'বিয়া সম্প্রদায় মু'তাযিলীদের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তিনি ইলম কালাম সম্পর্কে বিজ্ঞ প্রবীণ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইলম কালামে তাঁর প্রচুর দখল ছিল। তাঁর মতামতের একটি হল তিনি মনে করতেন,

আল্লাহ্র কার্যকলাপগুলো আল্লাহ্র ইচ্ছা ও পছন্দ ব্যতীত সংঘটিত হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে, আল-কা'বী বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত কুরআনী দলীলের বিরোধিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ "আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।" (সূরা কাসাস : ৬৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ "যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এটা করত না।" (সূরা আনআম : ১১২)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন : وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا "আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম।" (সূরা সাজদা : ১৩) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, وَلَوْ اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا "আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন এটার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৬)। আরো অন্যান্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন সেগুলো অতিশয় জরুরী বলে স্বীকৃত এবং বিবেক ও বর্ণনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

৩১৮ হিজরী সন

এবছর খলীফা আল-মুকতাদির তাঁর উযীর আবূ আলী ইব্ন মুকাল্লাহ্কে বরখাস্ত করেন। তাঁর উযারতের সময়কাল ছিল ২ বছর ৪ মাস ৩ দিন। তাঁর স্থলে খলীফা উযীর নিয়োগ করেন সুলায়মান ইব্ন আল-হাসান ইব্ন মাখলাদকে এবং আলী ইব্ন ঈসাকে তাঁর সাথে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেন। এবছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে আবূ আলী ইব্ন মুকাল্লার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। আর এ বাড়ি-ঘর তৈরি করতে তিনি খরচ করেছিলেন এক লক্ষ দীনার। ধ্বংসের পর বাড়ির অবশিষ্ট কাঠগুলো লোকজন লুট করে নিয়ে যায়। তার মধ্যে লোহা, সীসা ও অন্যান্য জিনিস যা পাওয়া গিয়েছিল তা সবই লোকজন লুট করে নিয়ে যায়। খলীফা তার থেকে দুই লাখ দীনার জরিমানা আদায় করেন। এবছরই খলীফা বাগদাদ থেকে ঐসব লোককে বিতাড়িত করেন যারা রাজধানীতে বসবাস করত। কেননা যখন খলীফা আল-মুকতাদির রাজধানীতে ফিরে আসেন তখন তারা খলীফার বিরুদ্ধে হিংসামূলক কথাবার্তা বলতে ছিল। তারা আরো বলত যে ব্যক্তি যালিমকে সাহায্য করে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা অন্যকে জয়ী করে দেন। যে ব্যক্তি গাধাকে ঘরের ছাদে উঠায় সে তাকে কোনদিনও নামাতে পারে না। তিনি তাই তাদেরকে বের হয়ে যেতে হুকুম দিলেন। এভাবে তাদেরকে বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করলেন। আর যারা সেখানে রয়ে গেল তাদেরকে শাস্তি দেয়া হল। তাদের বহু আত্মীয়ের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হল। তাদের কোন কোন মহিলা ও শিশুকে পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়া হল। এভাবে তারা সেখান থেকে অত্যন্ত অবমাননাকর অবস্থায় বিতাড়িত হল। এরপর তারা ওয়াসিত নামক স্থানে আগমন করে ও সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানকার প্রশাসককে তারা বহিষ্কার করে দেয়। তাদের উদ্দেশ্যে খাদিম মু'নিস সৈন্য পরিচালনা করেন ও

তাদের সাথে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। মু'নিস তাদের অনেককে হত্যা করেন। এরপর তাদের থেকে মাথা তোলার মত কোন ব্যক্তিত্ব আর বাকী রইল না।

এবছরের রবীউল আউয়াল মাসে খলীফা মাওসিল থেকে নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদানকে বরখাস্ত করেন এবং তথায় তাঁর দুই চাচা হামাদানের পুত্রদ্বয় সাঈদ ও নাসরকে নিযুক্ত করেন। আর হামাদানকে রাবীআ অঞ্চলসমূহের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। অঞ্চলগুলো হল : নাসীবায়ন, সিনজার এবং রাসূল আইন। এগুলোর সাথে রয়েছে মিয়াফারকায়ন ও আযরান। সম্পদের বিনিময়ে তিনি খলীফা থেকে শাসনভার গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হল প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ খলীফাকে দিতে হবে।

এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে আল-বাওয়াযীজের শহরগুলোতে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার নাম ছিল সালিহ্ ইব্‌ন মাহমূদ। বনূ মালিকের একটি দল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন সে সিনজারের দিকে গমন করে। শহরটিকে ঘেরাও করে ফেলে। এরপর তাতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে প্রচুর সম্পদ লাভ করে। সেখানে একটি বিরাট খুতবা দান করে ও জনগণের মধ্যে ওয়ায করে। সে যা কিছু বলেছিল তার অংশবিশেষ হল নিম্নরূপ :

আমরা দুই শায়খ হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে শ্রদ্ধা করি। দুই খবীছকে অপছন্দ করি এবং দুই মোজার উপর মাসেহ করার পক্ষপাতী নই। এরপর সে সেখান থেকে অগ্রসর হয় এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। নাসর ইব্‌ন হামাদান তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন তার সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাকে বন্দী করেন। তার সাথে ছিল তার দুই পুত্র। তাকে বাগদাদ আনা হয়। সে যখন বাগদাদে প্রবেশ করে তখন সেখানে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

মাওসিলের শহরগুলোতে অন্য একজন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এক হাজার লোক তার অনুগামী ছিল। সে নাসীবায়নের বাসিন্দাদের ঘেরাও করে। বাসিন্দারা তার মুকাবিলায় ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে। সে তাদের একজনকে হত্যা করে এবং একহাজার জনকে বন্দী করে। তারপর সে তাদেরকে তাদের কাছে বিক্রি করে ফেলে। বাসিন্দারা জরিমানা হিসেবে তার কাছে চার লক্ষ দিরহাম আদায় করে। এরপর নাসিরুদ্দৌলা তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন তার সাথে যুদ্ধ করেন, তার উপর জয়লাভ করেন, তাকে বন্দী করেন এবং পরে তাকেও বাগদাদ প্রেরণ করেন।

এবছর খলীফা তাঁর পুত্র হারূনকে উপঢৌকনে ভূষিত করেন। তার সাথে উযীর ও সেনাবাহিনী ছিলেন। তিনি তাকে পারস্য, কারমান, সিজিস্তান ও মাকরানের শাসনক্ষমতা দান করেন। তার অন্য পুত্র আবুল আব্বাস আর-রাযীকে উপঢৌকনে ভূষিত করেন এবং তাকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরসমূহ, মিসর ও সিরিয়ার শাসনভার অর্পণ করেন। খাদিম মু'নিসকে সহযোগী নিযুক্ত করেন যেন তিনি তার কাজে সাহায্য-সহায়তা করতে পারেন।

এবছর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন আবদুস সামী ইব্ন আইয়ূব ইব্ন আবদুল আযীয আল-হাশিমী। হাজীগণ কারামাতীদের থেকে আসা-যাওয়ার সময় নিরাপত্তা লাভের জন্য গাফারা হয়ে দ্রুত হজ্জের জন্য বের হন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন :

আহ্মদ ইব্ন ইসহাক

ইনি হলেন ইব্ন আল-বাহলূল ইব্ন হাসসান ইব্ন আবূ সিনান আবূ জা'ফর আত-তানূযী। তিনি হানাফী মাযহাবের কাযী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুনসিফ ও বিশ্বস্ত। তাঁর উপাধি ছিল আর-রাযী। তিনি ছিলেন দক্ষ ফকীহ। তিনি বহু হাদীস শুনেছেন। তিনি আবূ কুরায়ব থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি নাহ্ শাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বাক্য গঠন ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তাঁর কবিতা ছিল উত্তম। আইন প্রয়োগে তাঁর নিপুণতা ও দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়।

একবার ঘটনাক্রমে খলীফা আল-মুকতাদিরের মাতা কোন একটি সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন। কাযী সাহেব ওয়াকফের একটি কপি আইনের একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। তারপর খলীফার মাতা এই ওয়াক্ফটি ভঙ্গ করতে মনস্থ করেন ও কাযী সাহেবকে ডেকে পাঠান ও হুকুম দেন তিনি যেন ওয়াক্ফনামাটি নিয়ে হাযির হন যাতে তিনি কাযী সাহেব থেকে ওয়াক্ফনামাটি হস্তগত করতে পারেন ও তা ধ্বংস করে দিতে পারেন। কাযী সাহেব যখন পর্দার আড়ালে হাযির হন তখন তিনি উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারলেন এবং খলীফার মাতাকে বললেন, এটা সম্ভব নয়। কেননা আমি মুসলমানদের খাজাঞ্চি। আপনারা আমাকে কাযী পেশা থেকে বরখাস্ত করতে পারেন এবং আমি ব্যতীত অন্যকে একাজ করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারেন কিংবা আপনারা যা করতে ইচ্ছা করেন তা বাদ দিতে পারেন। এটার কোন বিকল্প নেই। কেননা আমি হুকুমদাতা। খলীফার মাতা তার সন্তানের কাছে কাযীর বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করেন। মুকতাদির কাযীর কাছে সুপারিশ প্রেরণ করেন। তখন কাযী তাঁর কাছে অবস্থার সম্পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন। খলীফা তাঁর মায়ের কাছে ফিরে গেলেনে এবং তাঁকে বললেন, এ ব্যক্তিটি এ ব্যাপারে আগ্রাহান্বিত, এটা সে পরিত্যাগ করবে না। আর তাকে বরখাস্তও করা যাবে না কিংবা তাকে নিয়ে তামাশাও করা যাবে না। তারপর খলীফার মাতা তাঁর প্রতি রাযী হলেন এবং তিনি যা করেছেন তার ভিত্তিতে তাঁর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। কাযী সাহেব বললেন, যিনি আল্লাহ্র হুকুমকে বান্দার হুকুমের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন আল্লাহ্ তাদের অকল্যাণ থেকে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তাঁকে তাদের চেয়ে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন। এবছরই তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি ৮০ বছর বয়স অতিক্রম করেছিলেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সায়িদ

তিনি হলেন আবূ মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন আবূ জা'ফর আল-মনসূরের আযাদকৃত গোলাম। হাদীস অন্বেষণে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি হাদীস লিখতেন, শুনতেন এবং কণ্ঠস্থ করতেন।

তিনি প্রবীণ হাফিয ও বর্ণনাকারী শায়খদের ছিলেন অন্যতম। একদল প্রবীণ মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস লিখতেন। তাঁর ছিল বেশ কয়েকটি প্রকাশনা যা তাঁর হিফয, ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও হৃদয়ঙ্গমের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি কূফায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

আল-হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন বাশশার ইব্‌ন যিয়াদ

তিনি ইবনুল আল্লাফ আদ-দারীর আন-নাহরাওয়ানী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। আল-মু'তাদিদকে যারা রাতে গল্প শুনাতেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিড়াল সম্বন্ধে রচিত একটি দীর্ঘ শোকগাথা পাওয়া যায়। তার বিড়ালটিকে তার পড়ীশীরা মেরে ফেলেছিল। কেননা এ বিড়ালটি প্রতিবেশীদের বাসা থেকে তাদের কবুতরের বাচ্চা মেরে খেত। কেউ কেউ বলেন, এ শোকগাথাটি ছিল ইবনুল মু'তাযের জন্য কিন্তু খলীফা আল-মুকতাদিদের ভয়ে কবি তার প্রতি এটাকে সম্পর্কিত করার সাহস করেননি। কেননা তিনিই ইবনুল মু'তাযকে হত্যা করেছিলেন। এ শোকগাথার প্রথম পঙক্তিটি হল :

يَا هِرُّ فَارَقْتَنَا وَلَمْ تَعُدْ - وَكُنْتَ عِنْدِىْ بِمَنْزِلِ الْوَلَدِ ·

"হে বিড়াল! তুমি আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলে এবং আর ফিরে আসলে না। আমার কাছে তুমি ছিলে আমাদের সন্তানের মত।"

শোকগাথাটিতে ছিল ৬৫টি পঙক্তি।

৩১৯ হিজরী সন

এবছর মুহররম মাসে হাজীগণ বাগদাদে প্রবেশ করেন। কারামাতীদের ভয়ে খাদিম মু'নিস এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে হজ্জের জন্য বের হয়েছিলেন। এতে মুসলমানগণ তার উপর অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। সেদিন তারা বাগদাদকে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং মু'নিসের তাঁবু ও সামিয়ানা তৈরি করেছিলেন। রাস্তার মাঝখানে মু'নিসের কাছে খবর পৌঁছল যে কারামাতীরা তাঁর সামনে অবস্থান করছে। তখন তিনি লোকজনকে নিয়ে প্রধান সড়ক থেকে বিচ্যুত হয়ে চলতে লাগলেন। কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন গুহা ও উপত্যকার মাঝে চলতে লাগলেন। এসব জায়গায় ও গুহায় বিভিন্ন ধরণের আশ্চর্য বস্তুসমূহ লোকজন প্রত্যক্ষ করতে লাগল। তারা এমন এমন লোক দেখতে পেল যারা পাথরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তারা বৃহৎ ও অত্যন্ত মোটা আকারের জিনিসপত্র দেখতে পেল। তাদের কেউ কেউ এমন একটি মহিলাকে দেখতে পেল যে ছিল একটি উনুনের পাশে দণ্ডায়মান। সে রুটি তৈরি করা অবস্থায় পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আবার উনুনটিতে পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এসব জিনিসের বহুকিছু মু'নিস খলীফাকে দেখানোর জন্য নিজের সঙ্গে নিয়ে নিলেন যাতে খলীফাকে এসব জিনিস সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করার পর খলীফা তার সংবাদটিকে সত্য বলে বুঝতে পারেন।

ইবনুল জাওযী তার কিতাব 'আল-মুনতাযাম'-এ এরূপ বর্ণনা করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, তারা ছিল আদ, ছামূদ ও শুআয়ব সম্প্রদায়ের লোকজন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

এবছরই ১ বছর ২ মাস ৯ দিন পর আল-মুকতাদির নিজের উযীর সুলায়মান ইব্ন আল-হাসানকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে আবুল কাসিম উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কালূযানীকে উযীর নিযুক্ত করেন। আবার ২ মাস ৩ দিন পর তাকে বরখাস্ত করেন এবং আল-হুসায়ন ইব্ন আল-কাসিমকে উযীর নিযুক্ত করেন। পরে তাকেও বরখাস্ত করেন।

এবছর মু'নিস ও খলীফার মধ্যে তিক্ততা দেখা দেয়। তার কারণ ছিল যে, খলীফা এক ব্যক্তিকে হিসাব রক্ষক নিযুক্ত করেন যার নাম ছিল মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূত। তিনি পুলিশ প্রধান ছিলেন। মু'নিস বলেন, হিসবা বা হিসাব বিভাগে নিযুক্ত হন শুধুমাত্র কাযী ও মুনসিফগণ। আর তিনি এটা উপযুক্ত নন। এরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর খলীফা মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূতকে হিসাব বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ থেকেও বরখাস্ত করেন। দুজনের মধ্যে বিরাজমান অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এরপর এবছরের যিলহজ্জ মাসে মতানৈক্য পুনরায় দেখা দেয়। অবস্থা প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। তারপর অবস্থা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্র নিহত হওয়ার দিকে মোড় নেয়। পরে আমরা তা বর্ণনা করব।

এ বছরই তরসূসের শাসক ছমাল রোমে একটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটান। তাদের অনেক লোককে তিনি হত্যা করেন, তিন হাজারের ন্যায় লোককে বন্দী করেন। বহু সোনা, রূপা ও রেশম গনীমত হিসেবে লাভ করেন। এরপর দ্বিতীয়বার তাদের মধ্যে অনুরূপ ঘটনা ঘটান।

এবছর ইবনুদ-দায়রানী নামক একজন আরমানী রোমানদের কাছে পত্র লিখে তাদেরকে মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করার জন্যে উৎসাহ দেয় এবং তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য ও সহায়তা করার অঙ্গীকার করে। তখন তারা একটি বিরাট সৈন্যদল গঠন করে। আর আরমানীও তাদের সাথে মিলিত হয়। আযারবায়জানের নায়িব ইউসুফ ইব্ন আবুস সাজ-এর গোলাম মুফলিহ তাদের মুকাবিলায় রওয়ানা হন। অনুগত অনেক লোক তার সাথে যোগ দেন। তিনি প্রথমত ইবনুদ-দায়রানীর শহরগুলোতে আক্রমণ চালান এবং তাদের প্রায় এক লক্ষ লোককে হত্যা করেন, অনেককে বন্দী করেন এবং প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে অর্জন করেন। ইবনুদ-দায়রানী সেখানে তার একটি দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং রোমানদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। রোমানরা 'শামীশাত'-এ পৌঁছে তা ঘেরাও করে নেয়। বাসিন্দারা লোক প্রেরণ করে মাওসিলের নায়িব সাঈদ ইব্ন হামাদান-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে গমন করেন এবং রোমানদেরকে এমন অবস্থায় পান যে তারা প্রায় শহরটিকে জয় করে ফেলেছিল। যখন তারা তার আগমনের খবর পেল তারা ওখান থেকে চলে গেল এবং মালতিয়ায় গমন করে সেখানে লুটপাট করল। এরপর লাঞ্ছিত হয়ে নিজেদের শহরে ফিরে আসল। তাদের সাথে ছিল ইব্ন নাফীস আল-মুনতাসির। সে ছিল বাগদাদের অধিবাসী। ইব্ন

হামাদান সম্প্রদায়ের পিছনে পিছনে গমন করেন ও তাদের শহরে প্রবেশ করেন। তাদের অনেককে তিনি হত্যা ও বন্দী করেন এবং অনেক সম্পদ গনীমত হিসেবে অর্জন করেন।

ইবনুল আছীর বলেন, এ বছরের শাওয়াল মাসে 'তিকরীত'-এ বিরাট বন্যা দেখা দেয়। বাজারগুলোতে পানি ১৪ বিঘত উপরে উঠে এবং এ কারণে ৪০০ বাড়ি ডুবে যায়। আর কত মানুষ যে ডুবে যায় তার সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। মুসলমান ও খৃস্টানগণ একত্র মিলে তাদেরকে দাফন করে কিন্তু তারা একে অন্যকে চিনত না। এবছরই মাওসিলে প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়। আকাশ লাল রং ধারণ করে। এরপর সবকিছু কালো হয়ে যায়। দিনের বেলায় কোন ব্যক্তি তার সাথীকে দেখতে পেত না। জনগণ ধারণা করেছিল যে, কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি নাযিল করেন এবং আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান আল-ইনতাকী

তিনি ছিলেন সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার কাযী এবং ইবনুস সাবূন বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা করেন।

আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন হারব ইব্ন ঈসা

তিনি মিসরে দীর্ঘসময়ের জন্য বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বিদ্বান ও ন্যায়পরায়ণ বিচারকদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ ছাওরের মাযহাব সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন। طبقات الشافعية নামক কিতাবে তাঁর সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি বিচারকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তখন ৩১১ হিজরীতে তাকে এ পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং এবছরের সফর মাসে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে বসবাস করেন। আবূ সাঈদ আল-ইসতিখরী তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়। দারাকুতনী বলেন, আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ তাঁর বিশুদ্ধ কিতাবে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সম্ভবত ইমাম নাসাঈর ২০ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আল-ফযল ইব্ন আল-আব্বাস আল-বালখী

তিনি একজন পরহেযগার, দুনিয়াবিরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি ৪০ বছর যাবৎ নিজ প্রবৃত্তির দিকে এক কদম রাখেননি। আর আল্লাহ্র প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থে তাঁর ভাল লাগে এমন জিনিসের দিকেও দৃষ্টি করেননি। তিনি ৩০ বছর যাবৎ নিজ মনিবের সাথে কোন একদিন খারাপ আচরণ করেননি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবুল হুসায়ন আল-ওয়াররাক

তিনি আবূ উসমান নিশাপুরীর সাথী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ফকীহ্। দৈনন্দিন বৈধ লেনদেন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিতেন। তাঁর উত্তম কয়েকটি মন্তব্য হল নিম্নরূপ : যে ব্যক্তি নিজ দৃষ্টিকে মুহাররম থেকে অবনত রাখে এর দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কথায় এমন প্রজ্ঞা সৃষ্টি করে দেন যার দ্বারা শ্রবণকারীরা সঠিক পথের সন্ধান পায়। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুর ব্যবহার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে এমন এক জ্যোতি সৃষ্টি করে দেন যার দ্বারা তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথগুলোর প্রতি সঠিক নির্দেশনা লাভ করে থাকেন।

আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা আল-ফারিসী

তিনি মিসরে আর-রাবী ইব্‌ন সুলায়মান থেকে হাদীস লিখেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচারকদের কাছে সত্যবাদী।

৩২০ হিজরী সন

এবছর খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ নিহত হয়েছিলেন। আর তার কারণ ছিল নিম্নরূপ :

খাদিম মু'নিস এবছরের মুহাররম মাসে খলীফার শান-শওকত ও মালিকানাধীন সহায়-সম্পদ সম্পর্কে খলীফার উপর রাগান্বিত হয়ে বাগদাদ থেকে মাওসিলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। রাস্তার মধ্যখান থেকে নিজের গোলাম ইউসরাকে আল-মুকতাদির খলীফার কাছে ফেরত পাঠান যাতে সে খলীফাকে তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল করতে পারে। আবার তার সাথে একটি পত্র প্রেরণ করেন এটার মাধ্যমে আমীরুল মু'মিনীনকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছিল। এরপর গোলাম যখন পৌঁছল উযীর গোলামকে এগুলো জানাবার জন্য হুকুম দিলেন। উযীর ছিলেন আল-হুসায়ন ইব্‌ন আল-কাসিম। আর তিনি ছিলেন মু'নিসের বড় দুশমনদের অন্যতম। কিন্তু গোলাম খলীফা ব্যতীত অন্য কারো কাছে জানাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উযীর তাকে তাঁর সামনে হাযির করালেন এবং উযীরের সামনে তা বলার জন্য তাকে হুকুম দেয়া হল কিন্তু সে বিরত থাকে এবং বলে আমার মনিব আমাকে এরূপ করতে বলেননি। তখন উযীর তাকে গালি দেন এবং তার প্রভু মু'নিসকেও গালি দেন। তাকে প্রহার করার জন্য হুকুম দেন এবং তিন লক্ষ দীনার তার থেকে জরিমানা আদায় করেন। আর তার ঘর-বাড়ি লুট ও পুড়িয়ে দেবারও হুকুম দেন। এরপর উযীর মু'নিসের মালিকানাধীন জমি-জমা ও তার সাথে যারা ছিলেন তাঁদেরও সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দেন। এভাবে উযীর প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন। আর আল-মুকতাদিরের কাছে উযীরের মর্যাদা বেড়ে যায়। তাঁকে উপাধি দেয়া হয় আমীদুদ্দৌলা। আর দীনার ও দিরহামের উপর তাঁর নাম মুদ্রিত করা হয়। যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি কিছুদিনের জন্য কর্মচারীদের

বরখাস্ত করতেন ও নিয়োগ করতেন। এক এলাকাকে খণ্ড-বিখণ্ড করতেন আবার দুই তিন এলাকাকে একত্রিত করতেন। কিছুক্ষণের জন্য নিজে নিজে খুশি হতেন। হারূন ইব্ন আরীব ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূতের কাছে লোক প্রেরণ করতেন। মু'নিসের পরিবর্তে তাদেরকে সামনে হাজির করাতেন। আরো কত কিছু করতেন। অন্যদিকে মু'নিস নিজের ভ্রমণে কৃর্তকার্য হয়ে চলেছেন। তিনি মাওসিলে অনায়াসে প্রবেশ করলেন। মরু অঞ্চলের আমীরদেরকে বলছিলেন খলীফা মাওসিল এবং রাবীআ-এর অঞ্চলসমূহের প্রশাসক আমাকে নিযুক্ত করেছেন। তাদের মধ্য থেকে বহু লোক তার সাথে যোগ দিল। তিনিও তাদের জন্য বহু সম্পদ ব্যয় করতে লাগলেন। এর পূর্বেও তাদের জন্য তাঁর অনেক অবদান ছিল। এদিকে উযীর আল-হামাদানের কাছে পত্র লিখেন। আর তাঁরা হলেন মাওসিল ও অন্যান্য এলাকার প্রশাসকবৃন্দ। তিনি তাদেরকে মু'নিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেন। তাদের ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ তারা তার দিকে অগ্রসর হন। অন্যদিকে মু'নিসও ৮০০ খাদিম সৈন্য নিয়ে নিয়ে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। মু'নিস তাদেরকে পরাজিত করেন। তবে একজন ব্যতীত তিনি তাদের অন্য কাউকে হত্যা করেননি। ঐ ব্যক্তিকে বলা হত দাউদ। আর সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী। আবার মু'নিসই তাকে লালন-পালন করেছিলেন যখন সে ছোট শিশু ছিল। মু'নিস নির্বিঘ্নে মাওসিলে প্রবেশ করেন। আর সেনাবাহিনীও চতুর্দিক থেকে তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে লাগল। কেননা পূর্বে তিনি তাদের প্রতি ইহসান করেছিলেন। বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর ও আরব মরু অঞ্চল চতুর্দিক থেকে সেনাবাহিনী আগমন করে একটি বিরাট বাহনী সৃষ্টি করে। অন্যদিকে উল্লিখিত উযীরের বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাগতা প্রকাশ পাওয়ায় রবীউছ ছানী মাসে খলীফা তাকে বরখাস্ত করেন। আর তার স্থলে আল-ফযল ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-ফুরাতকে উযীর নিযুক্ত করেন। আর ইনিই ছিলেন আল-মুকতাদিরের সর্বশেষ উযীর। ৯ মাস যাবৎ মু'নিস মাওসিলে অবস্থান করেন। এরপর তিনি শাওয়াল মাসে সেনাবাহিনী নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যাতে তিনি আল-মুকতাদিরের কাছে সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য রেশন সংগ্রহ ও ইনসাফ নিশ্চিত করতে পারেন। তিনি পথ চলেন। এর পূর্বে অগ্রবর্তী দলসমূহ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বাগদাদ পৌঁছলেন এবং বাবুশ শামাসিয়ায় অবস্থান নেন। তাঁর মুকাবিলায় তাঁর কাছে ইব্ন ইয়াকূত ও হারূন ইব্ন গারীব ঘৃণা সহকারে অবস্থান নেন। খলীফাকে ইঙ্গিত দেয়া হয় তিনি যেন তাঁর মাতা থেকে হলেও ঋণ গ্রহণ করে সেনাবাহিনীর জন্য খরচ করেন। তিনি বলেন, তাঁর কাছে কোন বস্তুই অবশিষ্ট নেই। তাই খলীফা ওয়াসিতে পলায়ন করে যেতে সংকল্প করেন। আর বাগদাদকে মু'নিসের কাছে রেখে যেতে চান যতক্ষণ না জনগণের অবস্থা পূর্ববত ফিরে আসবে তখন তিনিও বাগদাদে ফিরে আসবেন। ইব্ন ইয়াকূত তাঁকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখেন এবং মু'নিস ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার ইঙ্গিত দেন। কেননা যখন তারা সকলে খলীফাকে দেখল তারা সকলে তাঁর কাছে দৌড়িয়ে আসল এবং মু'নিসকে একা ছেড়ে আসল। তিনি অসন্তুষ্টি সহকারে

রওয়ানা হলেন। তাঁর সামনে ছিলেন ফকীহ সকল, তাঁদের সাথে ছিল খোলা কালামুল্লাহ, তাঁর উপর ছিল চাদর, আর চতুর্দিকে ছিল জনগণ। তিনি একটি উঁচু টিলার উপর দাঁড়ালেন যা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে ছিল। জনগণের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হল যে ব্যক্তি শত্রুর কোন মাথা নিয়ে আসবে তাকে দেয়া হবে ৫ দীনার। আর যে ব্যক্তি কোন বন্দীকে উপস্থাপন করবে তার জন্য রয়েছে ১০ দীনার। এরপর আমীরগণ তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁরা তাঁকে চান যেন তিনি অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত অগ্রসর হতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর তাঁরা তাকে এ ব্যাপারে বারবার অনুরোধ করেন। তখন তিনি কঠিন বিরোধিতার পর আগমন করেন কিন্তু তিনি তাঁদের কাছে পৌঁছার পূর্বেই তাঁর সেনাবাহিনী পরাজিত হয় ও পলায়ন করে। তারা কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টি করল না এবং তাঁর প্রতি দয়ামায়া দেখাল না।

মু'নিসের আমীরদের থেকে যে প্রথমত খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে সে হল আলী ইব্ন বুলায়ক। খলীফা যখন তাকে দেখলেন তিনি মাটিতে নেমে পড়েন এবং তাঁর সামনের মাটিতে চুম্বন করেন ও বলেন, এদিন তোমাকে বিদ্রোহ করার জন্য যে ইঙ্গিত করেছে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত। এরপর সে পশ্চিমাঞ্চলীয় বার্বার সম্প্রদায়কে খলীফার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করে। খলীফা যখন তাদেরকে ছেড়ে যেতে চান তখন তারা তাঁর দিকে অস্ত্র তাক করে। খলীফা তাদেরকে বলেন, তোমাদের দুর্ভাগ্য আমি তোমাদের খলীফা। তখন তারা তাঁকে উত্তরে বলল, আমরা তোমাকে চিনি হে বেয়াকূব! তুমি ইবলীসের খলীফা। তোমার সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমি ঘোষণা দিচ্ছ যে ব্যক্তি শত্রুর একটি মাথা নিয়ে আসবে তার জন্য ৫ দীনার। এ বলে তাদের একজন তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। অমনি তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অন্য একজন এসে তাঁকে যবেহ করে ও তারা তাঁর শরীরটাকে ফেলে রেখে চলে যায়। তারা তাঁর সবকিছুই ছিনতাই করে এমনকি তাঁর পায়জামাটাও তারা নিয়ে নেয়। তিনি উলঙ্গ অবস্থায় জমিনে পড়ে রইলেন। এরপর এক ব্যক্তি এসে ঘাস দিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান ঢেকে দিল এবং তাঁর জায়গায় তাঁকে দাফন করল। পরে সে কবরের চিহ্ন মিটিয়ে দেয়। পশ্চিমারা কাঠের উপরে করে আল-মুকতাদিরের মাথাটা নিয়ে যায়। এ কাঠটিকে তারা উত্তোলন করছিল ও তাঁর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করছিল। তারা এটাকে নিয়ে মু'নিসের কাছে পৌঁছল আর মু'নিস ঘটনার সময় ছিলেন অনুপস্থিত। তিনি যখন নজর করলেন নিজের মাথায় ও চেহারায় চপেটাঘাত করে বললেন, ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে বলিনি। তোমাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। আল্লাহ্র শপথ! আমরা সকলেই নিহত হব। এরপর মু'নিস রওয়ানা হলেন এবং রাজধানীর কাছে অবস্থান করলেন যাতে তা লুটপাট না হতে পারে। আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আল-মুকতাদির ও হারুন ইব্ন গারীব এবং রাইকের পুত্ররা মাদায়িনে পালিয়ে যায়। এ মু'নিসের কার্যকলাপের দরুণই আশেপাশের বাদশাগণ খলীফদের সম্পর্কে লোভ-লালসার আশ্রয় নেয়। আর এদিক দিয়ে খিলাফতের বিষয়টিও অত্যন্ত দুর্বল একটি বিষয়ে পরিণত হয়। অথচ আল-মুকতাদির সম্পদের

কম-বেশি ব্যয় করা, মহিলাদের আনুগত্য করা এবং উযীরদের নিযুক্তি ও বরখাস্ত ইত্যাদির ব্যাপারে মু'নিসের উপর আস্থা রাখতেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে, বিভিন্ন অবৈধ কারণে ও কার্যকলাপে যেসব সম্পদ ব্যয় করা হয় তার পরিমাণ প্রায় আট কোটি দীনার।

আল-মুকতাদির বিল্লাহ্র জীবনী

তিনি ছিলেন জা'ফর ইব্ন আহ্মদ আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্ আহ্মদ ইব্ন আবূ আহ্মদ আল-মুওয়াফফাক ইব্ন জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম ইব্ন হারূনুর রশীদ। তাঁর উপনাম ছিল আবুল ফযল, আমীরুল মু'মিনীন আল-আব্বাসী। তাঁর জন্ম ছিল ২৮২ হিজরীর রমাযান মাসের ২২ তারিখ শুক্রবার রাতে। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ। তাঁর নাম ছিল শাগাব। তার সন্তানের খিলাফতের আমলে তাঁর উপাধি দেয়া হয়েছিল সাইয়িদা। তাঁর ভাই মুকতাফীর পর রবিবার দিন ২৯৫ হিজরীর যিলকদ মাসের ১৪ তারিখ তাঁর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর ১ মাস কয়েকদিন। এজন্যই সেনাবাহিনী ২৯৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে তাঁকে খিলাফত থেকে বয়স কম ও নাবালেগ হওয়ার কারণে অপসারণ করতে চেয়েছিল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-মু'তাযের শাসন পরিচালনার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তবে বিষয়টি পাকাপোক্ত হচ্ছিল না। দ্বিতীয় দিনই বিষয়টি ভণ্ডুল হয়ে যায় যেমন আমি ইতিমধ্যে বর্ণনা করেছি। তারা তাকে ৩১৭ হিজরীর মুহাররম মাসে অপসারণ করে এবং তার ভাই মুহাম্মদ আল-কাহিরকে শাসক নিযুক্ত করে যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। দুইদিন ব্যতীত এটা কার্যকর হয়নি। তারপর মুকতাদিরের খিলাফতের অনুকূলে অবস্থা ফিরে আসে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আল-মুকতাদিরের ছিল মাঝারি ধরনের গঠন। তিনি সুন্দর চেহারা ও সুন্দর দুচোখের অধিকারী ছিলেন। দুই বাহুর মধ্যে দূরত্ব ছিল। সুন্দর চুল, গোলগাল চেহারা, লালচে রঙ, চমৎকার আচরণ, মাথায় ও দুগালে ছিল যৌবনের ছোঁয়া। তিনি দয়ালু ও দানশীল। তাঁর ছিল চমৎকার বিবেক-বুদ্ধি, পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গমের ক্ষমতা এবং বিশুদ্ধ চিন্তাধারা। পর্দার অন্তরালকে পছন্দ করতেন। খরচের ব্যাপারে ছিলেন দরাজ হাত ও খিলাফতের নিয়ম-কানুন এবং রাজ্য শাসনের ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। যতই অতিরিক্ত করতে চাইতেন ততই কাজ হত কম। তার ঘরে ছিল এগার হাজার খাসী খাদিম। তাদের মধ্যে সাকালিবা সম্প্রদায়ের কোন সদস্য ছিল না। তারা ছিল পারস্য, রোম ও সুদানের অধিবাসী। তার ছিল একটি বড় বাড়ি যাকে বলা হল دار الشجرة। তাতে ছিল বহু আসবাব পত্র ও মালামাল যেমন আমি এ সম্বন্ধে ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আল-মুকতাদির একদিন একটি যুদ্ধ জাহাজে সওয়ার হয়েছিলেন। তিনি অতিসত্বর খাবার চাচ্ছিলেন। কিন্তু বাবুর্চিরা তা পরিবেশ করতে দেরী করল। মুকতাদির তখন মাঝিকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার, তোমাকে কাছে কি কোন খাবার বস্তু আছে যা আমি খেতে পারি? সে বলল,

'হ্যাঁ' তারপর সে তাঁর কাছে কিছু ছাগলছানা-এর মাংস, ভাল রুটি ও লবণ ইত্যাদি হাযির করল। এগুলো খলীফার কাছে ভাল লাগল। তারপর তিনি আবার তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি কোন মিষ্টি দ্রব্য আছে? কেননা খাবার খাওয়ার পর আমি তৃপ্তি লাভ করি না। যতক্ষণ না খাওয়ার শেষে কোন মিষ্টি দ্রব্য ভক্ষণ করি। সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের জন্য খাওয়ার পর মিষ্টি দ্রব্য হল খেজুর ও খইল। তিনি বললেন, এগুলো এমন দ্রব্য যা আমি হজম করতে পারি না। এরপর খলীফার কাছে খাবার আনা হল তিনি তা থেকে খেলেন এবং মিষ্টি দ্রব্যও পরিবেশন করা হল। তিনি আহার করলেন এবং মাঝিদেরকে আহার করালেন। আর হুকুম দিলেন প্রতিদিন যেন ২০০ দিরহাম খরচ করে এ যুদ্ধ জাহাজে এরূপ রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। খলীফার যদি এদিকে আসা সম্ভব হয় তাহলে তিনি তা থেকে ভক্ষণ করবেন আর যদি এদিকে আসা সম্ভব না হয় তাহলে পুরো খাবারটাই হবে মাঝির জন্য। মাঝি প্রতিদিন এরূপ রান্না করার জন্য কয়েক বছর যাবৎ খরচের অর্থ গ্রহণ করে কিন্তু খলীফার আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসা কখনও সম্ভব হয়নি।

একদিন খলীফার একজন বিশিষ্ট লোক তাঁর পুত্রের আকীকা করতে ইচ্ছা করল। এ লক্ষ্যে বহু বিস্ময়কর কার্যাদি সে সুসম্পন্ন করে। তারপর খলীফার মাতা থেকে গ্রামের ছবিটি হাওলাত নিতে চায় যা আল-মুকতাদিরের আকীকার সময় তৈরি করা হয়েছিল। আর তা তৈরি করা হয়েছিল রূপার দ্বারা যাতে এ উপলক্ষে সে জনগণকে তা দেখাতে পারে। খলীফা আল-মুকতাদিরের মাতা তাঁর পুত্রটির প্রতি অনুকম্পা করতে লাগলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে এটা পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন। গ্রামটির নকশাটি ছিল সম্পূর্ণটাই রূপার তৈরি। তার বাড়িগুলো, আঙ্গিনাগুলো, গরুগুলো, উটগুলো, জানোয়ারগুলো, পাখিগুলো, ঘোড়াগুলো, সবজি বাগানগুলো, ফলগুলো, বৃক্ষগুলো, নদীগুলো। এছাড়াও গ্রামে যেসব বস্তু দেখা যায়, সবগুলোরই রূপা দ্বারা ছবি অঙ্কন করা হয়েছিল। এরপর খলীফার দস্তরখানাটি ঐ ব্যক্তির ঘরে স্থানান্তর করার হুকুম দেয়া হল। আর খাবার-দাবার তাজা মাছ ব্যতীত অন্য কিছুই তৈরি করার অনুমতি ছিল না। তাই লোকটি ৩০০ দীনারের তাজা মাছ খরিদ করল। লোকটি আল-মুকতাদিরের দস্তরখানে যা কিছু খরচ করল তার পরিমাণ হল এক হাজার পাঁচশ দীনার। কিন্তু এর সব খরচই আল-মুকতাদির বহন করেন। তিনি মক্কা ও মদীনাবাসী ভাতাভোগী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদের জন্য বেশি বেশি সদকা করতেন ও তাদের প্রতি দয়া দেখাতেন। তিনি বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন, রোযা রাখতেন ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করতেন। তবে তিনি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত ছিলেন। দাস-দাসীদের প্রতি অনুগত ছিলেন, বেশি বেশি আযল করতেন। বেশি দাস-দাসীর মালিক হওয়া এবং সাজ-সজ্জায় বিভিন্ন রঙয়ের অবতারণা করা পছন্দ করতেন। এভাবেই তাঁর কর্মধারা চলতে থাকে এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের (খাদিম মু'নিসের) হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। তিনি ৩২০ হিজরীর ২৮শে শাওয়াল বাবুশ শামাসিয়া (بَابُ الشَّمَاسِيَّةِ) এর কাছে নিহত হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। আর খিলাফতের সময়কাল ছিল ২৪

বছর ১১ মাস ১৪ দিন। পূর্বে যেসব খলীফা অতিবাহিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল অধিক।

আল-কাহিরের খিলাফত

আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ যখন নিহত হলেন মু'নিস, মুকতাদিরের মাতার অন্তর প্রশস্ত রাখার জন্য পিতার পর পুত্র আবুল আব্বাস ইবনুল মুকতাদিরকে খলীফা নির্বাচন করার সংকল্প করেন। যেসব আমীর উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই একাজ থেকে বিরত রইলেন। এরপর আবূ ইয়াকূব ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল আন-নুবখতী বললেন : এত কষ্ট-ক্লেশের পর আমরা কি খিলাফতের জন্য আবার এমন এক শিশুর হাতে বায়আত করব যার মাতা ও খালা রয়েছে, সে তাদের আনুগত্য করবে ও তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে? তারপর তারা মুহাম্মদ ইবনুল মু'তাদিদকে ডেকে আনলেন। তিনি আল-মুকতাদিরের ভাই। তাঁর হাতে কাযীগণ, আমীর ও উযীরগণ বায়আত করলেন এবং তাঁকে আল-কাহির বিল্লাহ্ উপাধি দিলেন। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন ভোর রাতে। আবূ আলী ইব্ন মুকাল্লাকে উযীর নিযুক্ত করা হল। এরপর আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্কে উযীর নিযুক্ত করা হয়। তারপর আবুল আব্বাসকে এবং এরপর আল-খুসায়বীকে উযীর নিযুক্ত করা হয়।

আল-কাহির আল-মুকতাদিরের সাথীদেরকে জরিমানা করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্তানদের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। আল-মুকতাদিরের মাতাকে তলব করলেন। তিনি ছিলেন এমন রোগে রুগ্ন যাতে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না (উদরী রোগ)। তাঁর কাছে যখন তাঁর সন্তান খলীফা আল-মুকতাদিরের মৃত্যুর খবর পৌঁছে তখন তিনি অত্যন্ত শোকাগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তাঁর শরীরের ব্যথা প্রকট আকার ধারণ করে। আবার তিনি এতই বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছিলেন যে কয়েকদিন যাবৎ তিনি না খেয়ে ছিলেন। অন্যান্য মহিলা তাঁকে উপদেশ দেন ফলে তিনি কিছু রুটি ও লবণ খান। এতদসত্ত্বেও আল-কাহির তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ বুঝে দেয়ার জন্য তাঁকে আদেশ করলেন। তখন তিনি মহিলাদের জন্য যা কিছু সাধারণ অলঙ্কার, সাজ-সজ্জার জিনিস ও কাপড়-চোপড় হয়ে থাকে এগুলোর উল্লেখ করেন। কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও মূল্যবান জিনিস পত্রের কথা অস্বীকার করেন। তিনি তাকে বললেন, যদি আমার কাছে এ ধরনের কিছু সম্পদ থাকত আমি কখনও আমার সন্তানকে এভাবে নিহত হতে দিতাম না। এরপর খলীফা তাঁকে প্রহার করার হুকুম দিলেন। তাঁকে তাঁর দুই পা উপরের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। এভাবে তাঁকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হল। তখন তিনি জানের বিনিময়ে তাঁর সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তখন সেনাবাহিনী তাদের খোরাকীর অর্থ হিসেব করে সব নিয়ে নেয়। খলীফা তাঁকে তাঁর ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করতে বলেন কিন্তু তিনি তা থেকে বিরত থাকেন এবং কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানান। এরপর আল-কাহির আল-মুকতাদিরের কতক সন্তানকে তলব করেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবুল আব্বাস, হারূন,

আল-আব্বাস, আলী, আল-ফযল ও ইবরাহীম। তাদের থেকে জরিমানা আদায় করার হুকুম দেন। তাদেরকে বন্দী করেন এবং তাদেরকে নিজ দারোয়ান আলী ইব্ন বুলায়কের কাছে সোপর্দ করেন। উযীর আলী ইব্ন মুকাল্লা শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি কর্মচারীদের বরখাস্ত করেন এবং নিযুক্ত করেন। কিছুদিন যাবৎ অন্যদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করেন ও প্রদান করে। ডাক হরকরাদেরকে তাদের কাজে বাধা দেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

আহ্মদ ইব্ন উমায়র ইব্ন জাওসা

তিনি হলেন আবুল হাসান আদ-দামেশকী। তিনি একজন মুহাদ্দিস, হাদীসের হাফিয ও সচেতন বর্ণনাকারী ছিলেন।

আবূ ইসহাক ইবরাহীম

তিনি হলেন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন বাতহা ইব্ন আলী ইব্ন মুকাল্লা আত-তামীমী। তিনি ছিলেন বাগদাদের হিসাব রক্ষক। তিনি আব্বাস আদ-দাওরী এবং আলী ইব্ন হারব প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। একদিন তিনি কাযী আবূ আমর মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ-এর দরজা অতিক্রম করছিলেন দেখেন বাদী-বিবাদীরা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন সূর্যের তাপ তাদের উপর লাগছিল। তিনি তখন কাযীর দারোয়ানকে তাঁর কাছে প্রেরণ করে বললেন, হয় তুমি বের হয়ে বাদী-বিবাদীদের মধ্যে ফায়সালা করবে কিংবা কাউকে প্রেরণ করে তাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে যদি তোমার কোন অজুহাত থাকে যাতে তারা অন্য সময়ে তোমার কাছে প্রত্যাগমন করতে পারে।

আবূ আলী ইব্ন খায়রান

তিনি ছিলেন একজন শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ। মাযহাবের ইমামদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আল-হুসায়ন ইব্ন সালিহ ইব্ন খায়রান। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ মনের ফকীহ এবং পরহেযগার ব্যক্তি। তাঁর কাছে কাযীর পদ পেশ করা হয় কিন্তু তিনি কবূল করেননি। তখন উযীর আলী ইব্ন ঈসা তাঁর দরজায় ১৬ দিন যাবৎ মোহর মেরে রাখেন যাতে তাঁর পরিবার-পরিজন-পড়শীদের ঘর ব্যতীত স্বীয় ঘরে কোন পানি না পায়। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতিকূলে রইলেন। তাদের উপকারের জন্য কোন প্রকার পদ গ্রহণ করলেন না। উযীর বলেন, আমরা একথা জানাতে সংকল্প করেছিলাম যে, মানুষ জানুক আমাদের শহরে তথা আমাদের দেশে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁর কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের পার্থিব মর্যাদাপূর্ণ কাযীর পদ পেশ করা হলে তা তিনি গ্রহণ করেননি। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। 'طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةُ' নামক কিতাবে তাঁর জীবনী আমি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি।

আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আদী ইস্তরাবাযী

তিনি একজন ফকীহ, মুসলমানদের ইমাম এবং একজন মুহাদ্দিস ও হাদীসের হাফিয ছিলেন।

কাযী আবূ আমর মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ

তিনি হলেন ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ আল-মালিকী। তিনি বাগদাদের কাযী ছিলেন যার লেন-দেন ছিল দেশের সর্বত্র। তিনি জ্ঞান, বিজ্ঞতা, উত্তম ভাষা জ্ঞান, উচ্চতর ভাষা জ্ঞান, বিবেক-বিবেচনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ইসলামের এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা প্রবাদ বাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর অধিকাংশ বর্ণনাই উস্তাদদের থেকে বর্ণিত। তাঁর থেকে বর্ণনা করেন ইমাম দারাকুতনী ও অন্য হাফিযগণ। জনগণ তাঁর থেকে ফিক্হ ও হাদীসের ন্যায় বহু প্রকার বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি ৩১৭ হিজরীতে কাযীদের সিদ্ধান্তসমূহের একটি সংকলন তৈরি করেন। তাঁর বহু প্রকাশনা রয়েছে। তিনি পরিপূর্ণ সনদসহ হাদীসের একটি সংকলনও তৈরি করেন। যখন তিনি হাদীসের দরস দিতে বসতেন তখন আবুল কাসিম বাগাবী তাঁর ডান পাশে বসতেন। তিনি ছিলেন প্রায় তাঁর পিতার বয়সী, তাঁর বাম পাশেও বসতেন ইব্ন সাঈদ, তাঁর সামনে বসতেন আবূ বকর নিশাপুরী। আর হাফিযগণ তাঁর চেয়ারের চতুর্দিকে বেষ্টন করে রাখতেন। তাঁরা বলতেন, তাঁর কোন একটি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়নি যাতে তিনি ভুল করে থাকতে পারেন।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, তাঁর সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল ৩০৯ হিজরী সালে আল-হুসায়ন ইব্ন মনসূর আল-হাল্লাজকে হত্যার আদেশ দেয়া। পূর্বে এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। কাযী আবূ আমর সুন্দর আচরণ ও উত্তম সামাজিকতার অধিকারী ছিলেন। একদিন তাঁর সাথীরা তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চাশ দীনার মূল্যের একটি সুন্দর কাপড় কেনার জন্য তাঁর কাছে আনা হল। উপস্থিত সকলে খুব পছন্দ করলেন। তখন তিনি একজন টুপি প্রস্তুতকারীকে ডাকলেন এবং উপস্থিত জনসংখ্যা অনুযায়ী কাপড়টি কর্তন করার হুকুম দিলেন। এরপর প্রত্যেককে ঐ কাপড়ের একটি টুপি উপহার দিলেন। তাঁর রয়েছে বহু সুন্দর ও উত্তম কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপ। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম বর্ষণ করুন। এবছরের রমাযান মাসে ৭৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। কোন এক আলিম তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, ইবরাহীম আল-হারবী নামক একজন নেককার লোকের সুপারিশক্রমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৩২১ হিজরী সন

এবছরের সফর মাসে আল-কাহির এক ব্যক্তিকে হাযির করাল যে রাহাজানি করত। তার সামনে তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হল। এরপর তাকে হত্যা করা হল। তার সাথীদের হাত-পা কেটে ফেলা হল। এবছর আল-কাহির শরাব, গান ও গায়ক-গায়িকা রাখা অবৈধ ঘোষণা করেন। গায়িকা দাসীদেরকে পশু বিক্রির হাটে বিক্রয় করার আদেশ দেন। কেননা এরা সাধারণ বস্তুর ন্যায়।

ইবনুল আছীর বলেন, তিনি এটা করেন তার কারণ তিনি গান পছন্দ করতেন। তাই তিনি গায়িকাদেরকে সস্তা মূল্যে খরিদ করতে চেয়েছিলেন। এসব বদ আচরণ থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই।

এবছর সর্বসাধারণে প্রচার হয়ে পড়ে যে দারোয়ান আলী ইব্ন বুলায়ক মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমীর মুআবিয়া (রা)-কে লা'নত করার ইচ্ছা পোষণ করছে। দারোয়ানের কাছে যখন এ গুজবের কথা পৌঁছে তখন তিনি হাম্বলীদের প্রধান আল-বারবিহারীর কাছে আবূ মুহাম্মদ আল-ওয়ায়িযকে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন তিনি পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। তার সাথীদের একটি দল সম্পর্কে হুকুম জারি করা হয় ও তাদেরকে বসরায় বিতাড়িত করা হয়।

এ বছরই খলীফা স্বীয় উযীর আলী ইব্ন মুকাল্লাকে মহাসম্মানে ভূষিত করেন ও তাঁর মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এরপর উযীর, খাদিম মু'নিস, আলী ইব্ন বুলায়ক ও আমীরদের একটি দল মিলে আল-কাহিরকে পদচ্যুত করে আবূ আহ্মদ আল-মুকতাফীকে খলীফা নিয়োগ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তারা গোপনে তাঁর পক্ষে তাদের মধ্যে বায়আত গ্রহণ করেন। তারা খলীফা আল-কাহির ও তার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদের রেশন হ্রাস করে দেন এবং অতি দ্রুত খলীফাকে জব্দ করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেন। আল-কাহিরের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে, তারীফ আল-ইয়াশকুরী এ সংবাদ পৌঁছায়। তখন খলীফা তাদেরকে নিস্তব্দ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। খাদিম মু'নিস প্রথম খলীফার নজরে পতিত হন। খলীফা তাঁকে দেখামাত্র গ্রেফতার করার হুকুম দেন এবং তাঁর বাড়ি-ঘর ও সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দেন। এ ঘটনায় ছিল দ্রুততা, সাহসিকতা, বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটা, বোকামী ও কঠোর অপবাদ ইত্যাদি। তার পরিবর্তে তারীফ আল-ইয়াশকুরীকে আমীরদের আমীর ও সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। এর পূর্বে আল-ইয়াশকুরী ছিল খাদিম মু'নিসের শত্রুদের অন্যতম। এরপর বুলায়ককে গ্রেফতার করা হয়। আলী ইব্ন বুলায়ক আত্মগোপন করে। উযীর ইব্ন মুকাল্লা পালিয়ে যান। তাঁর স্থলে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্কে শাবানের পহেলা তারিখ উযীর নিযুক্ত করা হয়। কাপড়, জুতা ইত্যাদি তাকে পুরস্কার দেয়া হয় এবং ইব্ন মুকাল্লার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। বাগদাদে লুটপাট চলে, বিপর্যয় আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আল-কাহির হুকুম দেন যাতে আবূ আহ্মদ আল-মুকতাফীকে দুই দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হয় এবং ইট ও চূনা দ্বারা তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অথচ তিনি ছিলেন জীবিত। এরপর তিনি মারা যান। যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে ঘোষক ঘোষণা করেন যারা তাদেরকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করবে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হবে। তারপর খলীফা আলী ইব্ন বুলায়ককে গ্রেফতার করেন। তাকে বকরীর ন্যায় তার সামনে যবেহ করে দেয়া হয়। এরপর মস্তকটি একটি পিতলের পাত্রে রাখা হয়। আল-কাহির ঐটাসহ তার পিতা বুলায়কের কাছে প্রবেশ করেন এবং তার ছেলের

মাথাটি তাঁর সামনে রাখলেন। যখন পিতা পুত্রের মস্তক দেখলেন কাঁদতে লাগলেন এবং এর মধ্যে চুমু খেতে লাগলেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। তাকেও এরূপ যবেহ করার জন্য হুকুম দেয়া হয়। তারপর তাকেও যবেহ করা হয়। এরপর মাথা দুইটিকে দুইটি পিতলের পাত্রে রাখা হয়। মাথা দুটি নিয়ে আল-কাহির খাদিম মু'নিসের কাছে প্রবেশ করেন। যখন এই দুইজনকে মু'নিস দেখলেন তাশাহুদ পড়লেন ও দুইজনের হত্যাকারীর প্রতি লা'নত বর্ষণ করতে লাগলেন। আল-কাহির বললেন, কুকুরের পাটি টেনে ধর। তাকে পাকড়াও করা হয় এবং তাকেও যবেহ করা হয়। তারপর তার মাথাটি কেটে নেয়া হয় এবং অন্য একটি পিতলের পাত্রে তা রাখা হয়। সবগুলো মাথাকে বাগদাদের রাস্তায় প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ইমামের প্রতি খিয়ানত করে এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়, তার শাস্তি হল এরূপ। তারপর মাথাগুলোকে অস্ত্রাগারে পুনরায় রাখা হয়।

এবছরের যিলকদ মাসে আল-কাহির, মন্ত্রী আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমকে পাকড়াও করেন ও তাকে বন্দী করেন। তিনি ছিলেন অন্ত্ররোগের রোগী। তিনি ১৮ দিন বন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং পরে মারা যান। তার উযারতের সময়কাল ছিল ৩ মাস ৪ দিন। তার স্থলে আবুল আব্বাস আহ্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান আল-খুসায়বীকে উযীর নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি তারীফ আল-ইয়াশকুরীকে পাকড়াও করেন যিনি মু'নিস ও বুলায়কের বিরুদ্ধে খলীফাকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাকে বন্দী করেন। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি যালিমকে সাহায্য করে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর যালিমকে শক্তিশালী করে দেন। আল-ইয়াশকুরী আল-কাহিরের খিলাফত পর্যন্ত বন্দী জীবন যাপন করেন। এবছরই সংবাদ আসে যে, মিসরের শহরগুলোর শাসক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন এবং তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আর শাসন ক্ষমতায় নিযুক্তি নির্দেশ জারি ও তাতে বহাল রাখার নিদর্শনস্বরূপ আল-কাহিরের তরফ থেকে তার কাছে উপঢৌকন পৌঁছেছে।

বনূ বুওয়ায়হ-এর আবির্ভাব ও তাদের রাজত্বের বহিঃপ্রকাশ

তাঁরা ছিলেন তিন ভাই। ইমাদুদ্দৌলা আবুল হাসান আলী, রুকনুদ্দৌলা আবূ আলী আল-হাসান এবং মুয়িযযুদ্দৌলা আবুল হুসায়ন আহ্মদ। তাঁরা আবূ শুজা বুওয়ায়হ ইব্ন কাবাখুসরু ইব্ন তামাম ইব্ন কূহী ইব্ন শীরযীল আল-আসগার ইব্ন শীরকীদাহ ইব্ন শীরযীল আল-আকবার ইব্ন শীরান শাহ ইব্ন শীরূইয়াহ ইব্ন সীসান শাহ ইব্ন সীস ইব্ন ফীরূয ইব্ন শীরযীল ইব্ন সীসান ইব্ন বাহরাম জূর আল-মালিক ইব্ন ইয়াযদেযারদ আল-মালিক ইব্ন সাবূর আল-মালিক ইব্ন সাবূর যুল আকতাফ আল-ফারিসী-এর সন্তান। উপরোক্ত বংশ তালিকাটি আবূ নসর আল-আমীর ইব্ন মাকূলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তাদেরকে 'আদ-দায়লিমা' বলা হয়। কেননা তাঁরা আদ-দায়লামের প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরা তাদের কাছে

ছিলেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তাঁদের পিতা আবূ শুজা বুওয়ায়হ ছিলেন অতীব দুর্দশাগ্রস্ত ফকীর। মৎস শিকার করতেন। তাঁর ছেলেরা কাঠ কেটে সে কাঠ তাদের মাথায় বহন করত। তার স্ত্রী মারা যায় এবং এ তিনটি সন্তান রেখে যায়। তিনি তার জন্য এ তিনটি সন্তানের জন্য পেরেশান ছিলেন। এমনি সময় একদিন তিনি তাঁর এক সাথীর কাছে ছিলেন, তাঁর নাম ছিল শাহরিয়ার ইব্ন রুস্তম আদ-দায়লামী। একজন জ্যোতির্বিদ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, আমি একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। আমি চাই তুমি আমার কাছে এটার ব্যাখ্যা করবে। আমি দেখলাম, আমি যেন পেশাব করছি। তখন আমার পুরুষাঙ্গ থেকে একটি বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসল। এটা আসমানের কিনারা পর্যন্ত যেন উঠে গেছে। এরপর এটা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি ভাগ আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এ অগ্নিতে দুনিয়া আলোকিত হয়ে গেল। আবার দেখলাম, শহরগুলো এবং শহরের বাসিন্দাগণ সকলে এ অগ্নির প্রতি অনুগত। জ্যোতির্বিদ তাকে বললেন, এটি একটি বিরাট স্বপ্ন। প্রচুর সম্পদ না দিলে আমি এটার ব্যাখ্যা করব না। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমার এ ঘোড়াটি ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, এটার অর্থ হচ্ছে যে, আপনার ঔরস থেকে তিনজন বাদশা হবেন। তারপর প্রত্যেক বাদশার ঔরস থেকে কয়েকজন বাদশা হবেন। তিনি জ্যোতির্বিদকে বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? তিনি তার সন্তানদের হুকুম করলেন। তারপর তারা তাকে চপেটাঘাত করল। এরপর তিনি তাকে ১০টি দিরহাম দান করেন। জ্যোতির্বিদ তাকে বললেন, এ ঘটনার কথা মনে রেখো যখন তোমরা বাদশা হবে এবং আমি তখন তোমাদের কাছে আগমন করব। একথা বলে তিনি বের হলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। এটা ছিল একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। এ তিন ভাই ছিলেন একজন বাদশার কাছে। তাঁর নাম ছিল মাকান ইব্ন কানী। তিনি ছিলেন তাবারিস্তানের শহরগুলোর বাদশা। মারদাবীজ তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন মাকান দুর্বল হয়ে পড়েন। সভাসদবর্গ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য পরামর্শ করতে লাগল। এরপর তাঁর ব্যাপারটি যা হবার হয়েছিল। তারা তাঁর থেকে বের হয়ে আসল। তাদের সাথে ছিল আমীরদের একটি দল। তারা সকলে মিলে মারদাবীজের কাছে গমন করল। মারদাবীজ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে শহরসমূহের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করতে চান। সুতরাং তিনি ইমাদুদ্দৌলা আলী বুওয়ায়হকে আল-কারাজের নায়িব নিযুক্ত করেন। তিনি তা সুন্দররূপে পরিচালনা করেন। জনগণ তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং তারা তাকে মহব্বত করতে লাগল। মারদাবীজ তখন তার প্রতি হিংসা করতে লাগলেন এবং তাকে এ পদ থেকে বরখাস্ত করলেন ও তাকে তার কাছে ডাকলেন। ইমাদুদ্দৌলা তার কাছে গমন করা থেকে বিরত রইলেন এবং তিনি ইস্পাহানের দিকে চলে গেলেন। সেখানকার নায়িব তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। ইমাদুদ্দৌলা তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন ও ইস্পাহানের প্রশাসক নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর সাথে

ছিল মাত্র ৭০০ জন অশ্বারোহী সৈন্য। এ সৈন্য নিয়ে তিনি দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের উপর জয়যুক্ত হন। জনগণের কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যখন মারদাবীজের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে তিনি ইমাদুদ্দৌলাকে নিয়ে পেরেশান হয়ে পড়লেন। তখন তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা তাকে ইস্পাহান থেকে বের করে দেয়। তখন তিনি আযারবায়জানের দিকে রওয়ানা হয়ে চলে যান এবং সেখানকার নায়িব থেকে তা নিয়ে নেন। আর সেখান তিনি প্রচুর সম্পদ লাভ করেন। এরপর তিনি অনেক শহর হস্তগত করেন। তার বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রসিদ্ধি লাভের পর তার আচরণ ছিল খুব ভাল। তখন লোকজন মহব্বত ও সম্মান সহকারে তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সেনাবাহিনীর অনেক লোক ও বিরাট একটি দল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তিনি এভাবে এমন পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে লাগলেন যে, পরিস্থিতি তাঁর দিকে ও তার ভাইদের দিকে মোড় নিতে থাকে যতক্ষণ তারা আব্বাসী খলীফাদের থেকে বাগদাদের শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে যান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথকীকরণ ও সংযোজন করার ক্ষমতা এবং শাসন ক্ষমতার নিয়োগ ও বরখাস্তের পূর্ণ ইখতিয়ার তাদের জন্য হাসিল হয়। তাদের জন্য প্রভূত সম্পদ অর্জিত হয়। দেশের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি ও সকল কাজকর্মের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয় যা আমি পরবর্তীতে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

এবছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা

তিনি হলেন আবূ জা'ফর ইব্ন সালামা ইব্ন আবদুল মালিক আত-তাহাবী। মিসর ভূখণ্ডের একটি গ্রামের সাথে সম্পর্কিত হল এ নামটি। তিনি ছিলেন একজন হানাফী ফকীহ। তিনি ছিলেন বহু মূল্যবান ও উপকারী গ্রন্থ প্রণেতা। বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমান হাফিযদের তিনি ছিলেন অন্যতম। 'তাহা' মিসর উপত্যকার একটি গ্রামের নাম। তিনি ছিলেন ইমাম মুযানীর ভাগনে। তিনি ৮২ বছর বয়সে যিলকদ মাসের ১ তারিখ ইন্তিকাল করেন। আবূ সাঈদ আস-সামআনী উল্লেখ করেন : তিনি ২২৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসেবে দেখা যায় তিনি ৯০ বছর অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইব্ন খাল্লিকান তাঁর 'اَلْوَفَيَاتُ' নামক কিতাবে উল্লেখ করেন যে, তাঁর মামা আল-মুযানীর মাযহাব থেকে হানাফী মাযহাবে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাঁর মামা একদিন তাঁকে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমার দ্বারা আর কিছু হবে না। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে যান এবং তাঁকে বর্জন করেন। আর আবূ জা'ফর ইব্ন আবূ ইমরান আল-হানাফীর সাথে অধ্যয়নে মশগূল হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন এবং যুগের বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তিনি বহু কিতাব প্রণয়ন করেন তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হল : اَحْكَامُ الْقُرْآنِ , اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ , مَعَانِي الآثَارِ , اَلتَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ , شُرُوْط সম্পর্কেও তাঁর প্রণীত কিতাব রয়েছে। شُـرُوْط সম্পর্কে তিনি ছিলেন দক্ষ। কাযী আবূ উবায়দ ইব্ন হারবুইয়াহ, কাযী আবূ

আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও তাঁর ইনসাফ ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পত্র লিখেন এবং বলেন, আল্লাহ্ আল-মুযানীর উপর রহম করুন। তিনি যদি এখনও জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি তাঁর শপথের কাফফারা আদায় করতেন। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যিলকদ মাসের ১ তারিখ ইন্তিকাল করেন। তিনি 'কারাফাহ'-এ সমাহিত হন। সেখানে তাঁর কবরটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন। ইব্‌ন আসাকির তাঁর জীবনী লিখেন এবং উল্লেখ করেন যে, তিনি ২৬৮ হিজরীতে দামেশক আগমন করেন এবং তথাকার কাযী আবূ হাযিম থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আন-নদর

তিনি হলেন আবূ বকর ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন যারবী। তিনি ইব্‌ন আবূ হামিদ সাহিবু বায়তিল মাল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি আব্বাস আদ-দাওরী ও অন্যান্য থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্যরা হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন আস্থাভাজন, নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, দানশীল ও প্রশংসিত।

তাঁর যুগে একটি ঘটনা ঘটেছিল : একজন শিক্ষিত ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। তিনি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি একবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন তাই তার এ দাসীটি ঋণ শোধের জন্য বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। যখন বিক্রির পর তিনি তার মূল্য গ্রহণ করেন তখন তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। আর এ ঘটনার জন্য তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি অবস্থায় দিন যাপন করতে লাগলেন। এরপর যিনি তাকে খরিদ করেছিলেন তিনিও তাকে বিক্রি করে দিলেন। এভাবে দাসীটি আমাদের এ ইব্‌ন আবূ হামিদের কাছে এসে পৌঁছে। তিনি তখন বায়তুল মালের কর্মকর্তা ছিলেন। তারপর যে বিক্রেতা ঋণ পরিশোধার্থে দাসীটি বিক্রি করেছিলেন তিনি ইব্‌ন আবূ হামিদের কোন এক সাথীর কাছে সুপারিশ করেন যাতে ইব্‌ন আবূ হামিদ দাসীটির মূল্য তার কাছ থেকে ফেরত নেন। কেননা তিনি তাকে ভালবাসেন এবং তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। আর তিনি তার ঋণ শোধ করার জন্য তাকে বিক্রি করেছিলেন। তখন এ ঋণ শোধ করার জন্য তার অন্য কোন উপায় ছিল না। যখন তিনি তাকে একথা বললেন, তখন দাসীটি সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার কোন প্রতিক্রিয়াই ইব্‌ন আবূ হামিদের কাছে ছিল না। কেননা তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য এ দাসীটি খরিদ করেছিলেন। আর এ সম্বন্ধে ইব্‌ন আবূ হামিদকেও অবগত করানো হয়নি। এদিকে দাসীটি ইসতিবরা থেকে হালাল হচ্ছিল। আর এটাই তার ইসতিবরার শেষ দিন ছিল। তিনি তাকে অলঙ্কারাদি পরিধান করালেন। তাকে তার স্বামীর জন্য প্রস্তুত করালেন তখন সে যেন একটি চাঁদের টুকরায় পরিণত হয়। আর সে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। যখন তার সাথী দাসীটি সম্পর্কে সুপারিশ করলেন এবং তার সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন তখন দাসীটির ব্যাপারে তার কোন কিছু জানা না থাকায় তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। তারপর তিনি তার স্ত্রী থেকে দাসীটি সম্বন্ধে জানার জন্য স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করেন। তখন তাকে তার কাছে একেবারে প্রস্তুত দেখতে পেলেন। যখন তিনি তাকে প্রস্তুত

অবস্থায় দেখলেন অত্যন্ত আনন্দবোধ করলেন। কেননা তিনি তাকে প্রথম মনিবের কারণে এরূপ পেলেন যার সম্বন্ধে তার সাথীটি সুপারিশ করেছিল। তিনি দাসীটিকে তার সাথে খুশি অবস্থায় বের করলেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী মনে করতে লাগলেন তার সাথে সঙ্গম করার জন্য তিনি তাকে গ্রহণ করছেন। দাসীটিকে অলঙ্কারাদি পরিহিত অবস্থায় সুসজ্জিতভাবে লোকটির উপস্থাপন করা হল। তিনি তাকে বললেন, এটা কি তোমার দাসী? লোকটি যখন দাসীটিকে এরূপ অলঙ্কারে সুসজ্জিত দেখল তখন তার সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য দেখে সে হতভম্ব ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল। সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, নাও তোমার দাসীটি নিয়ে নাও। আল্লাহ্ এর মধ্যে তোমার জন্য বরকত দান করুন। যুবকটি অত্যন্ত খুশি হল এবং বলল, হে আমার নেতা! আপনি নির্দেশ দিন কে আপনার কাছে দাসীটির মূল্য পরিশোধ করবে? তিনি বললেন, তার মূল্যের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর তোমাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া গেল তুমি তার মূল্যটা তোমার এবং তার জন্য খরচ করবে। কেননা আমার আশঙ্কা হয় তুমি হয়ত অভাবে পড়বে এরপর তুমি তাকে এমন লোকের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হবে যে তাকে আর কোনদিন তোমার কাছে ফেরত দেবে না। যুবকটি বলল, হে আমার নেতা! তার গায়ে যেসব অলঙ্কার রয়েছে সেগুলোর মূল্য কাকে আমি প্রদান করব? তিনি বললেন, এগুলো উপহার হিসেবে গণ্য করা হল; এগুলো আমরা তাকে দান করলাম। তার থেকে কখনও আর ফেরত নেব না। যুবকটি তার জন্য দুআ করল, অত্যন্ত খুশি হল এবং দাসীটিকে নিয়ে চলে গেল। যখন সে ইব্ন আবূ হামিদ থেকে বিদায় নিতে ইচ্ছা করল তখন ইব্ন আবূ হামিদ দাসীটিকে বললেন, তোমার কাছে অধিক প্রিয় কে, আমরা, না, তোমার এ মনিব? দাসীটি বলল, আপনি তো আমার প্রতি ইহসান করেছেন এবং আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণ দান করুন। তবে আমার এ মনিবের কথা বলছি যদি আমি তার অতটুকুর মালিক হতাম তিনি আমার যতটুকুর মালিক হয়েছেন আমি প্রচুর সম্পদের বিনিময়ে তাকে কখনও বিক্রি করতাম না এবং এ ব্যাপারে কৃপণতার আশ্রয় নিতাম না। উপস্থিত সকলেই তার এ বক্তব্য পছন্দ করেন এবং তার বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তার কথা সকলকে মুগ্ধ করে দেয়।

আমীরুল মু'মিনীন আল-মুকতাদির বিল্লাহ্র মাতা

শাগাব যাঁর উপাধি ছিল আস-সাইয়িদা তাঁর সম্পদ থেকে তার বাৎসরিক ব্যয় ছিল দশ লক্ষ দীনার। তিনি হাজীদের প্রতি অধিক সদকা করতেন। তাদের জন্য পানীয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের সঙ্গী চিকিৎসকদের যাবতীয় খরচ বহন করতেন। তাদের রাস্তা-ঘাটে চলাচল ও অবস্থান স্থলে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতেন। তিনি তার সন্তানের খিলাফত আমলে শান-শওকত, দাপট ও হুকুম জারিতে অতীব ক্ষমতার অধিকারি ছিলেন। যখন তার সন্তান নিহত হন তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। এরূপ নৃশংসভাবে নিহত হওয়ায় তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। আর আল-কাহিরের খিলাফত পাকাপোক্ত হয়। আল-কাহির হলেন তাঁর স্বামী আল-মু'তাদিদের পুত্র এবং তাঁর পুত্র আল-মুকতাদিরের ভাই। যখন তাঁর মাতা

তাঁকে ছোট রেখে মারা যান তখন তিনি তাঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেন। তিনি বর্তমান খলীফাকে তাঁর পুত্র থেকে রক্ষা করেন যখন তাঁর জন্য খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। এরপর তার পুত্র রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তখন আল-কাহির সম্বন্ধে সুপারিশ করেন, তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে সম্মান করতেন। তার জন্য সুন্দরী দাসী খরিদ করতেন। এরপর যখন তাঁর পুত্র নিহত হয় এবং আল-কাহির তার স্থলাভিষিক্ত হন তখন খলীফা তাঁকে তলব করেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। তখন খলীফা তাঁকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এমনকি তিনি তাঁকে মাথা উল্টা করে পায়ের সাথে ঝুলিয়ে দিতেন। অধিকাংশ সময় যখন তিনি প্রস্রাব করতেন তখন প্রস্রাবে তাঁর চেহারা ভেসে যেত। এরূপ শাস্তির মাধ্যমে তাঁর থেকে তাঁর সম্পদের স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর কাছে কাপড়-চোপড় ও সিন্দুকে রাখা গহনা পত্র ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না যার মূল্য ছিল এক লাখ ত্রিশ হাজার দীনার। এগুলো ব্যতীত তার অন্যান্য সম্পদও ছিল। খলীফা এগুলো বিক্রির হুকুম দেন এবং সাক্ষীদেরকে হাযির করেন যাতে তারা সাক্ষ্য দেয় যে মহিলাটি এগুলোর বিক্রির জন্য খলীফাকে উকীল নিযুক্ত করেছে কিন্তু সাক্ষীরা এরূপ সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানালেন যতক্ষণ না তারা মহিলাটির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করতে পারেন। তাই খলীফার অনুমতিক্রমে পর্দা উঠানো হল। তারা তাঁকে বললেন, তুমি কি আল-মু'তাদিদের দাসী জা'ফর আল-মুকতাদিরের মাতা শাগাব? তিনি তখন অনেক্ষণ পর্যন্ত ক্রন্দন করলেন। এরপর বললেন, 'হ্যাঁ'। তারপর তারা তার অবয়ব প্রমাণ করলেন যে, তিনি বৃদ্ধা, রঙ তাঁর ধূসর এবং তিনি সরু ললাটের অধিকারিণী। সাক্ষীরাও ক্রন্দন করলেন এবং তারা চিন্তা করতে লাগলেন যুগ তার বাসিন্দাদেরকে নিয়ে কিভাবে পাল্টে যায় এবং ঘটনা প্রবাহ কেমন করে ঘটে যায়। নিশ্চিয়ই দুনিয়াটা বালা-মুসীবতের ঘর, দুনিয়ার আশা তার ভয়ের সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে না, তার উদিত বস্তু স্তিমিত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে সে তার আগুনে জ্বলে যায়। তবে আল-কাহির তার প্রতি কৃত ইহসানের বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেননি। আল্লাহ্ মাহিলাটিকে রহম করুন এবং তাঁকে মাফ করুন। এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং রুসাফাতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এ বছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আবদুস সালাম ইব্‌ন মুহাম্মদ

ইনি হলেন ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হামরান ইব্‌ন আবান। হামরান ইব্‌ন আবান ছিলেন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম। উল্লিখিত আবদুস সালাম, আবূ হাশিম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আল-জুব্বাঈ আল-মুতাকাল্লিম ইব্‌ন আল-মুতাকাল্লিম এবং আল-মু'তাযিলী ইব্‌ন আল-মু'তাযিলী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার দিকেই মু'তাযিলীদের হাশিমী সম্প্রদায় সম্পর্কিত। তার পূর্বে তার পিতার যেরূপ ইতিযাল সম্পর্কে প্রকাশনা রয়েছে তারও এরূপ প্রকাশনা রয়েছে। তার জন্ম ছিল ২৪৭ হিজরীতে। আর মৃত্যু ছিল এবছরের অর্থাৎ ৩২১ হিজরীর শাবান মাসে। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তার একটি পুত্র ছিল

যার নাম আবূ আলী। তিনি একদিন আস-সাহিব ইব্ন আব্বাদের কাছে প্রবেশ করেন তখন তিনি তাকে খুবই সম্মান ও ইহতিরাম করেন এবং তাকে কিছু মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি বলেন, অর্ধেক ইলম সম্পর্কে আমি জানি না। তখন তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ, তোমার পূর্বে তোমার পিতা অন্য অর্ধেক সম্বন্ধে মূর্খ ছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন দুরায়দ ইব্ন আতাহিয়া

তিনি হলেন আবূ বকর ইব্ন দুরায়দ আল-আযদী আল-লুগাবী আন-নাহ্বী। তিনি একজন কবিও ছিলেন। আল-মাকসূরা গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ২২৩ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইলম ও সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বামপন্থীদের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যখন বাগদাদে আসেন বেশ বয়স্ক হয়েছিলেন। তিনি এবছরে মৃত্যু পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি আল-আসমাঈ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান, আবূ হাতিম ও আর-রিয়াশী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ আস-সায়রাফী, আবূ বকর ইব্ন শাযান, আবূ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আল-মিরযাবান প্রমুখ। কথিত আছে, বিদ্বান কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন বেশি জ্ঞানী। তিনি ছিলেন মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্যহীন বেপরওয়া ব্যক্তি। তিনি মদ্যপানে ডুবে থাকতেন। আবূ মনসূর আল-আযহারী বলেন, একদিন আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করে তাকে মাতাল দেখতে পেলাম। এরপর আর আমি তার কাছে যাইনি। তার সম্বন্ধে দারাকুতনীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন; আলিমগণ তাঁর সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। ইব্ন শাহীন বলেন, আমরা তাঁর কাছে প্রবেশ করতাম এবং ঝুলন্ত বাদ্যযন্ত্র, খেল তামাশার সরঞ্জাম ও পরিশোধিত মদ ইদ্যাদি দেখে আমরা লজ্জাবোধ করতাম। তিনি ৯০ বছর অতিক্রম করেন ও প্রায় ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি এবছর বুধবার দিন শাবানের ১৮ তারিখ ইন্তিকাল করেন। একই দিনে ইন্তিকাল করেন : আবূ হাশিম ইব্ন আবূ আলী আল-জুব্বাই আল-মু'তাযিলী। তাদের দুইজনের সালাতে জানাযা একত্রে পড়া হয় এবং আল-খায়যুরানের কবরস্থানে দাফন করা হয়। জনগণ বলেন, আজ লুগাত বা অভিধানের আলিম এবং ইলম কালামের একজন জ্ঞানী লোক মারা যায়। আর এ দিনটি ছিল মেঘলা।

ইব্ন দুরায়দের প্রকাশনাগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ হল كِتَابُ الْجُمْهُرَةَ فِى اللُّغَةَ দশ খণ্ড, الْمَطَرِ - الْمَقْصُورَةُ - الْقَصِيْدَةُ الأُخْرِى فِى الْمَقْصُوْرِ وَالْمَمْدُوْدِ ইত্যাদি।

৩২২ হিজরী সন

এবছর রোমের বাদশা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে মালতিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন এবং বাসিন্দাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন। এরপর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন ও তাদের

মধ্যে ক্ষমতা অর্জন করেন। এরপর তাদের অনেক লোককে তিনি হত্যা করেন এবং অগণিত লোককে তিনি বন্দী করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এ বছর প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, মারদাবীজ ইস্পাহান দখল করে নিয়েছেন এবং আলী ইব্‌ন বুওয়ায়হ থেকে তিনি তা নিয়ে নিয়েছেন। আর আলী ইব্‌ন বুওয়ায়হ আর-রাজানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং তা তিনি দখল করে নিয়েছেন। অন্যদিকে ইব্‌ন বুওয়ায়হ খলীফার কাছে আনুগত্যনামা ও সাহায্যের প্রার্থনাসহ লোক প্রেরণ করেন আর তিনি জানান যে, যদি সম্ভব হয় এবং যদি অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তিনি খলীফার সামনে উপস্থিত হবেন এবং তিনি শীরাযে গমন করবেন ও ইব্‌ন ইয়াকূতের সহযোগী হবেন। এরপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শীরাযে গমন করেন এবং নায়িব ইব্‌ন ইয়াকূত থেকে তুমুল যুদ্ধের পর তা নিয়ে নেন। এখানে ইব্‌ন ইয়াকূত ও তার সঙ্গীদের উপর ইব্‌ন বুওয়ায়হ জয়লাভ করেন। তিনি তাদের কিছু লোককে হত্যা করেন এবং বিরাট একটি দলকে বন্দী করেন। যখন তিনি শক্তি সঞ্চয় করেন তাদেরকে ছেড়ে দেন। তাদের প্রতি ইহসান করেন, তাদেরকে উপহার প্রদান করেন এবং জনগণের মধ্যে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সাথে ছিল বহু সম্পদ যা তিনি ইস্পাহান, কারাজ, হামাদান ও অন্যান্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ছিলেন। তিনি ছিলেন দাতা, দয়ালু ও দানশীল। তার সাথে যে সব লস্কর সম্পৃক্ত হয়ে ছিলেন তাদের জন্য তিনি প্রচুর খরচ করতেন। এরপর তিনি শীরাযে থাকাকালীন কোন এক সময়ে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেনাবাহিনী তাঁর কাছে তাদের রেশন দাবী করে। তিনি তখন তাঁর রাজ্যের শৃঙ্খলা ও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা করতে লাগলেন। এমনি অবস্থায় একদিন তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন এবং তাঁর কার্যধারা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করছেন এমন সময় তিনি একটি সর্প দেখলেন, যে ঘরে তিনি ছিলেন তার ছাদের একটি ছিদ্র থেকে সেটি বের হয়ে অপর একটি ছিদ্রে প্রবেশ করল। তিনি এ ছাদটি ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দিলেন। এরপর তিনি সেখানে এমন একটি জায়গা পেলেন যেখানে ছিল প্রচুর স্বর্ণ যার মূল্য ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ দীনার। তখন তিনি ইচ্ছা মাফিক লস্করদের জন্য খরচ করেন। তার পরেও তাঁর কাছে অনেক সম্পদ রয়ে গেল। আবার একদিন তিনি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সওয়ারীতে আরোহণ করে ঘুরা-ফেরা করছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী শাসকগণ যেসব প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন তা অবলোকন করছিলেন, এর পূর্বে এগুলোতে [illegible] ছিলেন তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান এক জায়গায় তার ঘোড়ার পায়ের নীচের মাটি ধসে পড়ল। তখন তিনি ঐ জায়গাটি খননের হুকুম দিলেন এবং এখানেও প্রচুর পরিমাণ সম্পদ পেয়ে গেলেন। এক দর্জির জামা তৈরির জন্য কিছু কাপড় খরিদ করে দিয়েছিলেন, দর্জি জামা সেলাই করতে দেরী করল। তিনি তাকে তলব করলেন। সে যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল তাকে তিনি বিরাট ধমক দিলেন। দর্জি লোকটি ছিল বধির, ভাল করে শুনতে পেত না। সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ, হে আমীর! ইব্‌ন ইয়াকূত আমার কাছে ১২টি সিন্দুক ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। এগুলোর মধ্যে কী রয়েছে তা আমি জানি না। তারপর এগুলোকে হাযির করার

তিনি হুকুম দিলেন। দেখা গেল, এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, যার মূল্য তিন লক্ষ দীনার। অন্যদিকে তিনি ইয়াকূব ইবনুল লায়ছের আমানতগুলো সম্বন্ধে অবগত হলেন। এগুলোর মধ্যে এত সম্পদ ছিল যা পরিমাণ নির্ধারণ করা দুষ্কর। এতে তাঁর অবস্থা উন্নতি হল এবং তাঁর শাসন ক্ষমতা বিস্তৃতি লাভ করল। আর এগুলো সবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। অভাব অনটনের পর আল্লাহ্ যাকে চান এরূপ পার্থিব ধন-দৌলত দান করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ "তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।" (সূরা কাসাস : ৬৮) তিনি খলীফা আর-রাদী ও তাঁর উযীর ইব্ন মুকাল্লার কাছে পত্র লিখেন, প্রতি বছর দশ লক্ষ দীনারের বিনিময়ে তাঁর কাছে দেশের যতটুকু অঙ্গ রয়েছে তা তাঁকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করে। খলীফা আর-রাদী তাঁর এ প্রস্তাবে রাযী হন এবং তাঁর কাছে উপঢৌকন, পতাকা ও রাষ্ট্রীয় মান-মর্যাদা সম্বলিত প্রতীক প্রেরণ করেন।

এবছর আল-কাহির দুইজন বড় আমীরকে হত্যা করেন। তাঁরা হলেন ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল আন-নূবখতী। তিনিই আল-কাহিরের খিলাফত সম্পর্কে আমীরদেরকে ইঙ্গিত করেছিলেন। অন্যজন ছিলেন আবুস-সারাইয়া ইব্ন হামাদান, যিনি ছিলেন তার পিতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। আল-কাহিরের অন্তরে তাদের ব্যাপারে কিছু ক্ষোভ ছিল, তার খলীফা হবার পূর্বে দুইটি গায়িকা দাসীর ক্ষেত্রে তারা তাঁর প্রতি অন্যায় করেছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে রাতের বেলায় কাহিনী বলার আসরে দাওয়াত করেন। তারা খুশি হয়ে উক্ত জলসায় উপস্থিত হন। তখন তিনি তাদেরকে সেখানে বিদ্যমান একটি কূপে নিক্ষেপ করার হুকুম দেন। তারা বাঁচার জন্য তাঁর কাছে বহু কাকুতি-মিনতি ও অনুনয়-বিনয় করলেন কিন্তু তিনি তাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করলেন না। বরং তাদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাদের উপর ভারী বস্তু দ্বারা চাপ দেয়া হয়।

আল-কাহিরের পদচ্যুতি, তাঁর দুচোখ উপড়ে ফেলা ও তাঁকে কঠোর শাস্তি দেয়ার বিবরণ

উপরোক্ত বিষয়সমূহের কারণ ছিল নিম্নরূপ : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, খাদিম মু'নিসের উপর আধিপত্য বিস্তারের সময় উযীর আলী ইব্ন মুকাল্লা পালিয়ে যান। তিনি তাঁর ঘরে আত্মগোপন করেন। তবে তিনি সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন; তাদের কাছে পত্র লিখতেন। আল-কাহিরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। তিনি তাদেরকে তাঁর প্রভাব, ক্ষমতা, পদক্ষেপ নেয়া ও তাদেরকে অতিসহসা পাকড়াও করার ইত্যাদির ভয়-ভীতি দেখাতেন। তিনি তাদেরকে সংবাদ দিতেন যে আল-কাহির বড় বড় আমীরের জন্য রাজধানীতে এমন এমন জায়গা তৈরি করে রেখেছেন যেখানে তিনি তাদেরকে বন্দী করে রাখবেন। এমন ধ্বংসাত্মক স্থানসমূহ তৈরি করে রেখেছেন যেগুলোতে ফেলে দিয়ে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন যেমন অমুক অমুকের সাথে তিনি এরূপ ব্যবহার করেছেন।

এভাবে তিনি তাদেরকে আল-কাহিরের উপর চড়াও হবার জন্য উত্তেজিত করতেন। সেনাবাহিনী একত্রিত হলেন এবং এ মুহূর্তে খলীফার সাথে খুনাখুনি করার জন্য স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হলেন। তাঁরা প্রসিদ্ধ আমীর বাসীমার সাথে রওয়ানা হলেন এবং রাজধানীর উদ্দেশ্যে পথ চলতে লাগলেন। তাঁরা রাজধানী পৌঁছে তা ঘেরাও করেন এবং সবগুলো দরজা দিয়ে খলীফার উপর হামলা করেন। খলীফা তখন ছিলেন মাতাল। তারপর খলীফা গোসলখানার ছাদে আত্মগোপন করেন। তাঁরা খলীফার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন ও তাঁকে পাকড়াও করেন। তাঁরা তাঁকে তারীফ ইয়াশকুরীর জায়গায় বন্দী করেন এবং তারীফ ইয়াশকুরীকে কয়েদখানা থেকে বের করে নিয়ে আসেন। উযীর আল-খুসায়বীও মহিলার বেশে গোপনে বের হয়ে আসেন এবং স্থান ত্যাগ করে চলে যান। বাগদাদে বিপর্যয় দেখা দেয় ও লুটপাটের শহরে পরিণত হয়। আর এ ঘটনাটি ঘরে এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখ শনিবার দিন। এ মাসেই আল-মুকতাদিরের মাতা শাগাবও ইন্তিকাল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু এবং খলীফার বিরুদ্ধে অভিযান, তার দুচোখ উপড়ে ফেলা ও তাঁকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদানের মধ্যে ফারাক ছিল মাত্র এক বছরের। আর এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এরপর সেনাবাহিনী খলীফাকে হাযির করার নির্দেশ দেয়। যখন তিনি হাযির হলেন তারা তাঁর চোখ উপড়ে ফেলে। দুচোখ তাঁর দুগালের উপর ঝুলছিল। এমন কাজ তারা তার দ্বারা করিয়েছে যা ইসলামী যুগে আর কোন দিন শোনা যায়নি। তারপর তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর কখনও তাকে বন্দী করা হত, আবার কখনও তাকে ছেড়ে দেয়া হত। তবে তাঁর মৃত্যু ৩৩৩ হিজরী পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল। তিনি ফকীর-মিসকীনে পরিণত হন। এমনকি একদিন আল-মনসূর নির্মিত জামে মসজিদে সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হন। লোকজনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তখন তাঁকে এক ব্যক্তি ৫০০ দীনার দান করেন। কথিত আছে যে, তিনি তার এ সাহায্য প্রার্থনা দ্বারা তাদেরকে অপবাদ দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। অচিরেই তাঁর জীবনী ও ওফাতের সময় উল্লেখ করা হবে।

আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র পুত্র আবুল আব্বাস মুহাম্মদ রাদী বিল্লাহের খিলাফতকাল

সেনাবাহিনী যখন আল-কাহিরকে পদচ্যুত করে এবং তার দুচোখ উপড়ে ফেলে তখন আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র পুত্র আবুল আব্বাস মুহাম্মদকে হাযির করে এবং তার হাতে খিলাফতের বায়আত করে ও তাকে আর-রাদী বিল্লাহ্ উপাধি দেয়। আবূ বকর আস-সূলী 'আল-মারদী বিল্লাহ্' উপাধি দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করেছিলেন কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। আর এ ঘটনা ঘটেছিল এবছরের জমাদিউল আউয়াল মাসের ৬ তারিখ বুধবার। তারা আল-কাহিরকে উপস্থিত করায় তিনি ছিলেন অন্ধ। তার দুচোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। তিনি তার সামনে দাঁড়ালেন এবং খিলাফতকে নবনিযুক্ত খলীফার কাছে সোপর্দ করলেন। আর-রাদী বিল্লাহ্ খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি উত্তম খলীফাদের অন্যতম ছিলেন। অচিরেই তাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা রাখা হবে। তিনি আবূ আলী ইব্‌ন মুকাল্লাকে হাযির করানোর হুকুম দিলেন এবং তাকে উযীর নিযুক্ত করেন ও আলী ইব্‌ন ঈসাকে তাঁর সাথে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেন। আল-কাহিরের

কয়েদখানায় যাঁরা বন্দী ছিলেন তাঁদেরকে তিনি ছেড়ে দেন। আল-কাহিরের চিকিৎসক ঈসাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে দুলক্ষ দীনার জরিমানা করেন। আর তার থেকে আমানতের অর্থ বুঝে নেন যা তার কাছে আল-কাহির আমানত রেখেছিলেন। আমানতের মধ্যে ছিল বহু সোনা, রূপা ও মূল্যবান পাথর।

এ বছরই ইস্পাহানে মারদাবীজের বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। মানুষ বলাবলি করতে লাগল যে, তিনি বাগদাদ দখল করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আর তিনি ছিলেন কারামাতীদের আমীর, বাহরায়নের শাসনকর্তার দোসর। তাঁরা দুজনই শাসন ক্ষমতাকে আরব থেকে অনারবে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন। তার প্রজাদের মধ্যে বিশেষ করে তার বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে মন্দ চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে। তারা তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল ও তারা তাকে হত্যা করে। যিনি তাকে হত্যা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তারই একজন বিশিষ্ট গোলাম। তার নাম বাজকাম। আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারা উজ্জ্বল করুন। আর এ বাজকামই কারামাতীদেরকে হাত থেকে মক্কার কালো পাথরকে উদ্ধার করেছিলেন। তারা শেষ পর্যন্ত তা ফেরত দেয়। বাজকাম তাদের থেকে পঞ্চাশ হাজার দীনারের বিনিময়ে তা খরিদ করেছিলেন। আমীর বাজকাম যখন মারদাবীজকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন বুওয়ায়হ্-এর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জনগণের মাঝে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁর সম্বন্ধে অচিরেই আলোচনা হবে।

এদিকে আল-কাহির যখন ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং আর-রাদী খলীফা নিযুক্ত হলেন হারূন ইব্‌ন গারীব খিলাফতের আশা পোষণ করতে লাগলেন। কেননা তিনি ছিলেন আল-মুকতাদিরের মামাতো ভাই। আর তিনি ছিলেন মাহ, কূফা, দীনাওয়ার ও মাসবাযানের নায়িব। তিনি সকলকে নিজের খিলাফতের জন্য আহ্বান করেন। সেনাবাহিনী ও আমীরদের অনেকে তার অনুগত হয়ে পড়লেন। তিনি সম্পদ সংগ্রহ করেন এবং তার বিষয়টি বিরাট আকার ধারণ করে। তাঁর শান ও শওকত বৃদ্ধি পায়। তিনি বাগদাদ পৌঁছার ইচ্ছা করেন। দারোয়ানদের প্রধান মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূত বাগদাদের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার মুকাবিলায় বের হয়ে পড়েন। তারা ভীষণ যুদ্ধ করেন। একদিন হারূন ইব্‌ন গারীব মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূতকে বন্দী করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ কাজে তিনি তাঁর ঘোড়াটিকে ব্যবহার করেন এবং সেটিকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন তখন তার গোলাম তাকে প্রহার করতে লাগল এমনকি তাকে হত্যা করে ফেলল এবং তার মাথাটি নিয়ে নিল। এরপর সে এ মাথাটি নিয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূতের কছে গমন করে। তার সাথী-সঙ্গীরাও পরাজিত হল। ইব্‌ন ইয়াকূত প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন তিনি হারূন ইব্‌ন গারীবের মাথাটি বর্শার মাথায় বহন করছিলেন। এটা দেখে জনগণ আনন্দে উল্লাস করতে লাগল। আর এটা ছিল শুক্রবার দিন।

এ বছর আবূ জা'ফর ইব্‌ন আলী আশ-শাল-মাগানী নামে পরিচিত এক ব্যক্তি বাগদাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাকে ইবনুল গারাফাও বলা হয়। জনগণ উল্লেখ করেন যে, সে মনসূর

হাল্লাজের ন্যায় খোদায়ী দাবী করেছিল। আল-মুকতাদির খলীফার আমলে জনগণ তার উপর হামিদ ইবনুল আব্বাসের উপস্থিতিতে প্রভাব বিস্তার করে। তাকে অপবাদ দেয়া হয়েছিল যে সে পুনর্জন্ম তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু সে তা অস্বীকার করে। তবে এবারে খলীফা আর-রাদী বিল্লাহ্ তাকে হাযির করান এবং তার সম্বন্ধে যেসব কথাবার্তা শোনা যায় এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সে প্রথমে অস্বীকার করে। পরে কতক বিষয় সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। একদল আলিম ফতওয়া দেন যে, তার রক্ত হালাল। তবে যদি সে এরূপ গর্হিত কাজ থেকে তাওবা করতে হবে। সে তাওবা করতে অস্বীকার করে তাই তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হয়। এরপর তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় এবং হাল্লাজের সাথে তাকে মিলিত করা হয়। তার সাথে তার সাথী ইব্‌ন আবূ আওনকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ্‌র অভিশাপ তার উপরে বর্ষিত হোক। এ অভিশপ্ত ব্যক্তিটি ছিল ঐসব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যারা তার আনুগত্য করত ও সে যেসব কুফরী ধারণা পোষণ করত, এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করত। ইবনুল আছীর (র) তাঁর 'কামিল' (كامل) নামক কিতাবে এসব কাফিরের মাযহাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর তাদের মাযহাবকে আন-নাসীরিয়াদের মাযহাবের সাথে তুলনা করেছেন।

অন্য এক ব্যক্তি 'আশ-শাশ' নামক শহরে নবুওয়তের দাবী করেছিল এবং বিভিন্ন রকমের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ প্রকাশ করছিল। তার কাছে সেনাবাহিনী আগমন করে, তারা তাকে হত্যা করে ও তার বিষয়টি এভাবে মিটে যায়।

আফ্রিকার শাসক আল-মাহদীর মৃত্যু

এ বছর ভণ্ড ফাতিমী খলীফাদের প্রথম খলীফা আফ্রিকার শাসক আল-মাহদীর মৃত্যু সংঘটিত হয়। তিনি ছিলেন আবূ মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ্। তিনি নিজেকে আলাবী বলে দাবী করতেন। আর উপাধি নিয়েছিলেন মাহদী বলে। তিনি মাহদিয়া শহর নির্মাণ করেছিলেন। আর ঐ শহরে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তার শাসনকাল শুরু হয়েছিল যখন তিনি রাক্কাদা প্রবেশ করেন ও ইমামতের দাবী করেন। তার সময়কাল ছিল ২৪ বছর ১ মাস ২০ দিন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি এমন একটি বিরাট দলের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছিলেন যারা তার বিরোধিতা করেছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং তারা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছিল ও তার প্রতিবাদ করেছিল। যখন তিনি মারা যান তার পরে তার পুত্র আবুল কাসিম খিলাফতের হাল ধরেন যাকে 'আল-খলীফা কায়িম বিল্লাহ্' উপাধি দেয়া হয়েছিল। তার পিতা যখন মারা যান পুত্র কর্তৃক ১ বছর যাবৎ তার মৃত্যুর খবর গোপন রাখা হয়। এর মধ্যে তিনি তার যাবতীয় কাজ সেরে নেন। এরপর তিনি তা প্রকাশ করেন এবং লোকজন তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি তার পিতার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। বিভিন্ন শহর তিনি জয় করেন এবং রোমের বিভিন্ন শহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করেন। মিসরের কিছু শহর হস্তগত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন কিন্তু তা

সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে মিসরের কয়েকটি শহর হস্তগত করেছিলেন তার পৌত্র আল-মুয়িয আল-ফাতিমী যিনি কায়রো মুয়িযিয়ার নির্মাতা। অচিরে আমরা তার আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

ইব্ন খাল্লিকান 'আল-ওয়াফায়াত' (اَلْوَفَيَاتُ) নামক গ্রন্থে বলেন : মাহদীর নসবনামা সম্বন্ধে বহু মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। تَارِيْخُ الْقَيْرَوَان এর লেখক বলেন : তিনি ছিলেন উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মূসা ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। অন্য একজন বলেন : তিনি ছিলেন উবায়দুল্লাহ্ ইবনুত তাকী আল-হুসায়ন ইবনুল ওয়াফী ইব্ন আহ্মদ ইবনুর রাদী আবদুল্লাহ্। তিনি ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর আস-সাদিক। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নসবনামা ছিল অন্যরূপ।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, গবেষকগণ নসবনামা সম্পর্কে তাঁর দাবীকে অগ্রাহ্য করেন। আল্লামা ইব্ন কাছীর বলেন, একের অধিক ইমাম যেমন আশ-শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফারায়িনী, কাযী আল-বাকিল্লানী ও আল-কুদুরী লিখেছেন যে, নসবনামা সম্পর্কে তাঁর এসব দাবী সঠিক নয়। এ উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহদীর পিতা ছিলেন একজন ইয়াহূদী, সালামিয়ার একজন রঙকারক। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল সা'দ, তার মায়ের স্বামী ছিলেন আল-হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন আল-কাদ্দাহ। তার উপাধি ছিল উবায়দুল্লাহ্। তার নাম রাখা হয়েছিল আল-কাদ্দাহ। কেননা তিনি ছিলেন সুরমা বিক্রেতা। তিনি চোখের চিকিৎসা করতেন। তার জন্য বিভিন্ন শহরে যে ব্যক্তি আন্দোলনটি সহজ করে দিয়ে ছিলেন তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ আশ-শীয়ী। তার কথা আমরা পূর্বেও বর্ণনা করেছি। এরপর আশ-শীয়ী তাকে ডাকলেন। উবায়দুল্লাহ্ যখন পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে তাঁর কাছে রওয়ানা হলেন তিনি সাজালমাসার প্রশাসকের হাতে পড়লেন। তিনি তাকে বন্দী করে ফেলেন। তখন আশ-শীয়ী তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে প্রশাসকের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং যাবতীয় কর্মভার তার উপর অর্পণ করেন। এরপর তিনি তার উপর যাবতীয় কর্মভার অর্পণ করার জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ তার এই ইচ্ছা সম্পর্কে টের পেয়ে যান। তাই তিনি আশ-শীয়ীর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার সাথে তার ভাইকেও হত্যা করেন। কথিত আছে যে, আশ-শীয়া যখন বন্দীশালায় প্রবেশ করেন যে বন্দীশালায় উবায়দুল্লাহ্কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তিনি দেখতে পান যে, শাজালমাসার প্রশাসক তাকে ইতিমধ্যে হত্যা করেছেন। তখন তিনি অন্য একটি অপরিচিত ব্যক্তিকে বন্দীশালায় বন্দী দেখতে পেলেন। তাই তিনি তাকে জনগণের জন্য বের করে নিয়ে আসলেন। কেননা তিনি ইতিমধ্যে জনগণকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আল-মাহদী শাজালমাসায় বন্দী অবস্থায় আছেন আর তার জন্য যুদ্ধ করা হবে। তিনি জনগণকে বলেন, ইনিই সেই মাহদী। তিনি আবার তাকেও বলেছিলেন, সে যেন তার কথা ব্যতীত অন্য কোন কাজ না করে। যদি সে

কোন কাজ ইচ্ছামত করে তাকে তাহলে হত্যা করা হবে। এভাবে তার ব্যাপারটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটাই তার ঘটনা। আর এরা হলেন তারই বংশধর। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। এই মাহদীর জন্মছিল ২৬০ হিজরী। কেউ কেউ বলেন, তারও পূর্বে। আবার কেউ কেউ বলেন, তার পরে। কেউ কেউ বলেন, সালামিয়াতে তার জন্ম। আবার কেউ কেউ বলেন, কূফাতে। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

সাজালমাসা থেকে ফেরত আসার পর ২৯৭ হিজরীর রবীউছ ছানী মাসের ২৩ তারিখ শুক্রবার দিন রাক্কাদা ও আল-কায়রাওয়ানের মিম্বরসমূহে প্রথম তার জন্য আহ্বান করা হয়। গত বছরের অর্থাৎ ২৯৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে তার আবির্ভাব ঘটে। তখন থেকে যখন তার আবির্ভাব ঘটে ঐ এলাকায় আব্বাসী খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এ খিলাফতের আগমন ঘটে। আর এ খিলাফতও বিদ্যমান থাকে ৫৬৭ হিজরীতে আল-আযিদ খলীফা নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত। তিনি আল-মাহদীয়া শহরে ইন্তিকাল করেন। তিনি তার খিলাফতকালে রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ এ শহরটি তৈরি করেন। প্রসিদ্ধ মতে, তিনি ৬০ বছর অতিক্রম করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থান ও হাশরের দিন হুকুমদাতা ও যাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন :

আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী

তিনি মিসরের কাযী ছিলেন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এবছরের রবীউল আউয়াল মাসে যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন তিনি মিসরের শহরসমূহের কাযী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আল-কাসিম

তিনি হলেন আবূ আলী আর-রূযবারী। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল আল-হুসায়ন ইব্ন আল-হুমাম। প্রথমটি শুদ্ধ। মূলে তিনি ছিলেন বাগদাদের বাসিন্দা। পরে তিনি মিসরে বসবাস করেন। তিনি সরকার প্রধান, উযীর ও লেখকদের পুত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জুনায়দ (র)-এর সংস্পর্শে থাকতেন, হাদীস শুনতেন এবং বহু হাদীস হিফয করে ফেলতেন। ইবরাহীম আল-হারবীর নিকট তিনি ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ছা'লাব (র) থেকে ইলম নাহু শিখেন। তিনি বেশি বেশি দান-সদকা করতেন। ফকীরদের প্রতি বেশি বেশি দয়া করতেন। যখন তিনি কোন কিছু ফকীরকে দান করতেন ফকীরের হাতের নীচে তাঁর হাতে ঐ জিনিসটি রাখতেন। তারপর ফকীর তা নিয়ে নিত। এর দ্বারা তিনি এটাই করতে চাইতেন যে, ফকীরের হাত যেন তার হাতের নীচে না থাকে।

আবূ নুআয়ম বলেন, আবূ আলী আর-রূযবারীকে প্রশ্ন করা হল—তিনি কার থেকে গানবাদ্য শুনে থাকেন এবং বলা হল, সে কি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে অবস্থার পরিবর্তন কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তখন তিনি

বলেন, হ্যাঁ তিনি পৌঁছে গেছেন। অর্থাৎ তিনি জাহান্নামে পৌঁছে গেছেন। তিনি আরো বলেন, আল-ইশারার কাজ হল যার দিকে ইঙ্গিত করা হয় সেটার দিক বুঝানো অন্যটার দিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ইশারাকে তার কারণগুলোই সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়। আর কারণগুলো অপ্রকৃত দ্রব্যসমূহ হতেও দূরে। তিনি আরো বলেন, এটা একটা প্রতারণা যে তুমি কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। অথচ সে তোমার প্রতি ইহ্সান করে আসছে। আর তুমি পদস্খলনের ক্ষেত্রে দানশীলতা অবলম্বন করছ। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তার প্রতি ফিরে আসা ও লজ্জিত হওয়া থেকে বিরত রইল। আবার এটাকে তুমি সত্যের বিস্তৃত বলে মনে করবে। তিনি আরো বলেন, সত্যের সত্তাকে দেখার জন্য অন্তরসমূহ আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। এ সত্তাকে বিভিন্ন গুণবাচক নাম দেয়া হয়েছে। প্রকৃত সত্তাকে বাদ দিয়ে আলো বিকিরণ পর্যন্ত এগুলোকে মজবুত করে ধরছ তুমি। এটা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا "আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অথএব তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে।" (সূরা আ'রাফ : ১৮০) এরপর জনগণ প্রকৃত তথ্য থেকে বিমুখ হয়ে এগুলোকে নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে। প্রেমিকাদের আগ্রহকে প্রশমিত এবং আরিফদের অন্তরসমূহকে সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে মাখলূকের জন্য আল্লাহ্ নামগুলোকে প্রকাশ করলেন। তিনি আরো বলেন, যে ধৈর্য ধরে না তার জন্য সন্তুষ্টি লাভ হয় না। আর যে ব্যক্তি শোকর করে না তার জন্য পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় না। আল্লাহ্র শপথ! আরিফগণ আল্লাহ্র মহব্বতের পরিসীমায় পৌঁছে গেছেন এবং তারা তাঁর নিআমতের ও শোকরগুযারী করে থাকেন। তিনি আরো বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রেমিকরা মধু থেকে বেশি মিষ্টি তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি দ্বার কিঞ্চিত উম্মোচিত হওয়ার কালে আকাঙ্ক্ষার স্বাদ গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি আরো বলেন, যাকে তিনটি বস্তু দেয়া হয়েছে সে বালা-মুসীবত থেকে যেন রক্ষা পেয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত পেটের সাথে যার রয়েছে অল্পে সন্তুষ্টচিত্ত, স্থায়ী অভাবের সাথে যার রয়েছে বিরাজমান পরহেযগারী এবং পরিপূর্ণ ধৈর্যের সাথে রয়েছে অল্পতে স্থায়ী প্রশান্তি। তিনি আরো বলেন, দুনিয়া অর্জনের মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রতি অবমাননা। আর আখিরাত অর্জনের মধ্যে রয়েছে আত্মার মান-সম্মান। এমন ব্যক্তির জন্য অবাক লাগে যে ধ্বংসশীল নয় এমন বস্তুর অন্বেষণের উপর ধ্বংসশীল বস্তুর অন্বেষণকে অগ্রাধিকার দেয়। তার কবিতার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

لَوْ مَضَى الْكُلُّ مِنِّيْ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا - وَاِنَّمَا عَجَبِيْ فِى الْبَعْضِ كَيْفَ بَقِىَ

"যদি আমার সবকিছু চলে যায় তাহলে এটার মধ্যে অবাক হবার মত আমার কাছে কিছু নেই তবে আমার অবাক লাগে কোন কোন বস্তুর ব্যাপারে তা কেমন করে এখনও দুনিয়াতে টিকে রয়েছে।

اَدْرِكْ بَقِيَّةَ رُوْحٍ مِنْكَ قَدْ تَلِفَتْ - قَبْلَ الْفِرَاقِ فَهٰذَا اٰخِرُ الرَّمَقِ

"তোমার যে প্রাণটি ধ্বংসের পথে রয়েছে তার বাকী অঙ্গ নিয়ে তার পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বেঁচে থাক আর এটাই হল শেষ মুহূর্ত।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল

তিনি হলেন আবুল হাসান আস-সূফী। তিনি উত্তম বুননকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঐসব প্রবীণ শায়খের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা সৎ অবস্থা ও বিখ্যাত কারামতের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ শায়খ সারী আস-সাকতী ও অন্যান্যকে পেয়েছিলেন। তিনি ১২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তিনি ঘরের কোণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ও বললেন, থাম! আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন। নিশ্চয়ই তুমি একজন আদিষ্ট বান্দা। আর আমিও একজন আদিষ্ট বান্দা। তুমি যেটা করার জন্য আদিষ্ট, তার ধ্বংস নেই কিন্তু আমি যেটা করার জন্য আদিষ্ট তার ধ্বংস রয়েছে। এরপর তিনি উঠে ওযূ করলেন, সালাত আদায় করলেন এবং সোজা হয় শুয়ে পড়লেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। কোন আলিম তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, তোমাদের এরূপ অপছন্দনীয় দুনিয়া থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে শান্তি দান করেছেন।

৩২৩ হিজরী সন

এবছর ইব্ন শানবূয আল-মুকরীকে খলীফার দরবারে হাযির করানো হয়। তার নিজস্ব কতগুলো মতামতকে ফকীহ ও কারীদের একদল অপছন্দ করেন। এরপর তিনি কিছু মতামত স্বীকার করেন ও কিছু মতামত অস্বীকার করেন। তখন এ নিয়ে উপস্থিত আলিম সদস্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। অপছন্দনীয় মতামত ত্যাগ করে বিশুদ্ধ মতামত লিপিবদ্ধ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়। উযীর আবূ আলী ইব্ন মুকাল্লার নির্দেশে তাকে ৭টি বেত্রাঘাত করা হয় এবং বসরায় তাকে নির্বাসন দেয়া হয়। উযীরকে বাধ্য করা হয় যেন তার হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তার দলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। অচিরেই তা ঘটেছিল জমাদিউছ ছানী মাসে পুলিশ অফিসার ইবনুল হারসী বাগদাদের দুই পার্শ্বেই ঘোষণা করেন যেন হাম্বলী মাযহাবের নসীহত প্রদানকারী আলিম আবূ মুহাম্মদ আল-বার বিহারীর সাথীদের দুইজন একত্রে মিলিত না হতে পারেন। তিনি তার সাথীদের একটি দলকে বন্দী করেন। বার-বিহারীর পুত্র আত্মগোপন করেন। একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি। ইবনুল জাওযী আল-মুনতাযাম (المنتظم) গ্রন্থে বলেন, মে মাসে মেঘ ভারী হয়ে যায় এবং গরম আবহাওয়া প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। যখন এ মাসের শেষাংশের একটি দিন আসে অর্থাৎ জমাদিউছ ছানী মাসের ২৫ তারিখ আসে তখন খুব জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়। দুনিয়ায় অন্ধকার নেমে আসে এবং আসরের পরেও পৃথিবীতে কালো রঙ বিরাজমান থাকে। অনেকক্ষণ পর অন্ধকার হালকা হয়ে যায় এবং সালাতে ইশার পর পৃথিবী তার পূর্বেকার রঙ-এর ফিরে আসে।

এ বছরই সেনাবাহিনীর খাদ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে, তারা উযীর আবূ আলী ইব্ন মুকাল্লার গৃহে অভিযান চালায়। তারা তাতে আক্রমণ করে এবং তার মধ্যে যা কিছু পেল নিয়ে নিল।

আল-মাওয়াযীন নামক রোডে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তাতে জনগণের বহু কিছু পুড়ে যায়। খলীফা আর-রাদী বিল্লাহ্ তাদের সম্পদের কিয়দাংশের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

এবছরের রমাযান মাসে আমীরদের একটি দল জা'ফর ইব্ন আল-মুকতাফীর অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁদের এ কার্যকলাপ সম্বন্ধে উযীর অবগত হওয়ার পর জা'ফরকে বন্দী করেন এবং তাঁর ঘর-বাড়ি লুটপাট করা হয়। যাঁরা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের একটি দলকে বন্দী করা হয় এবং এভাবে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করা হয়। আমীর লু'লু-এর তত্ত্বাবধানে হাজীগণ হজ্জের জন্য বের হলেন। আবূ তাহির আল-কারামাতী তাদেরকে বাধা দেয়। তাদের অধিকাংশকে সে হত্যা করে। আর তাদের মধ্যে যারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তারা বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এবছর ইরাকের রাস্তার মাধ্যমে আগত হাজীদের হজ্জ বাতিল হয়ে যায়।

ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর বাগদাদ ও কূফার এমনভাবে বহু তারকা পতিত হয় যার অনুরূপ কিংবা যার নিকটবর্তীও আর কোনও দিন দেখা যায়নি। এবছরেই দ্রব্য মূল্য অত্যধিক বেড়ে যায়। এমনকি ৬টি গাধার বোঝা গম শস্য ১২০ দীনারে বিক্রি হত। শুদ্ধ মতে এবছর মারদাবীজ ইব্ন যিয়াদ আদ-দায়লামীর নিহত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ তাঁর মন্দ করুন। সে ছিল বদচরিত্রের লোক ও কুখ্যাত ব্যক্তি। সে বলত সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ)-এর রূহ তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তার একটি স্বর্ণের চেয়ার ছিল। সে তাতে বসত। তুর্কীরা তার সামনে বসত। সে মনে করত তারা হলো ঐ জিন যাদেরকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। সে তার সৈন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত এবং তাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করত। অবস্থা এরূপ চলতে লাগল। আল্লাহ্ একদিন তাদেরকে তার উপর শক্তিশালী করে দিলেন। তারা তাকে গোসলখানায় নৃশংসভাবে হত্যা করেন। যিনি তাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন তার তুর্কী গোলাম বাজকাম।

রুকনুদ্দৌলা ছিলেন তার কাছে নজরবন্দী। মারদাবীজের নিহত হবার পর তিনি মুক্তি পেলেন। তখন তিনি নিজ ভাই ইমাদুদ্দৌলার নিকট চলে যান। তাঁর সাথে একদল তুর্কী সদস্যও তাঁর ভাইরে কাছে গমন করেন। তাদের একদল আবার বাজকামের সঙ্গী হন। বাজকাম তাদেরকে নিয়ে খলীফার অনুমতি সাপেক্ষে বাগদাদ পৌঁছেন। এরপর তারা বসরায় রওয়ানা হয়ে যান এবং সেখানে তারা বসবাস শুরু করেন। এদিকে দায়লামকে তারা মারদাবীজের ভাই ওয়াশমাকীরের কাছে প্রেরণ করেন। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন তখন তারা রাস্তায় গিয়ে খালি পেয়ে হেঁটে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা তাকে তাদের বাদশা স্বীকার নিলেন যাতে তাদের রাষ্ট্র ধ্বংস না হয়। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যিনি এগিয়ে আসেন

তিনি হলেন আল-মালিকুস সাঈদ নাসর ইব্‌ন আহ্‌মদ আস-সামানী। তিনি ছিলেন খুরাসান, মা-ওয়ারাআন-নাহ্‌র ও এ দুটি ব্যতীত অন্যান্য এলাকার শাসনকর্তা। কয়েকটি বিরাট শহর তার থেকে নিয়ে নেয়া হয়। এ বছরই আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ আল-ফাতিমী নদী পথে আফ্রিকা থেকে ফ্রাঙ্গের আশে পাশের এলাকার এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা জেনেভা শহর জয়লাভ করেন। তারা বহু গনীমতের মাল-সম্পদ লাভ করেন। তারা বিজয়ী বেশে গনীমতের প্রচুর সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছরই ইমাদুদ্দৌলা ইস্পাহানে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা ইস্পাহান ও পার্বত্য অঞ্চলগুলোকে জয় করেন। এভাবে তাঁর রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। এবছর খুরাসানে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় ও সেখানে বহুলোকের মৃত্যু হয়। তারা মৃত ব্যক্তিদের দাফন নিয়ে সমস্যায় পড়ে যায়। এবছর মাওসিলের নায়িব নাসিরুদ্দৌলা আল-হাসান ইব্‌ন হামাদান, তার চাচা আবুল আ'লা সাঈদ ইব্‌ন হামাদানকে হত্যা করেন। কেননা তিনি তাঁর থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা কেড়ে নেবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। খলীফা তাঁর উযীর আবূ আলী ইব্‌ন মুকাল্লাকে সেনাবাহিনী সহকারে প্রেরণ করেন তখন নাসিরুদ্দৌলা সেখান থেকে পালিয়ে যান। মাওসিলে যখন ইব্‌ন মুকাল্লার অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি পেল, অন্যদিকে তিনি নাসিরুদ্দৌলার উপর জয়ী হতে পারলেন না তখন তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন। আর মাওসিলে নাসিরুদ্দৌলার ক্ষমতা দৃঢ়তা লাভ করে। তিনি খলীফার কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠান যেন অত্র এলাকাকে তাঁর সাথে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ অনুমতির ক্ষেত্রে সাড়া দেয়া হয়। এভাবে অবস্থা অপরিবর্তিত রইল। হাজীগণ হজ্জে রওয়ানা হন কিন্তু আল-কারামাতী তাদেরকে বাধা প্রদান করে। সে তাদের সাথে যুদ্ধ করে ও তাদের উপর জয়লাভ করে। তাঁরা তার কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করেন। তখন সে তাদেরকে বাগদাদ ফেরত যেকে নিরাপত্তা প্রদান করে। তাঁরা বাগদাদ ফিরে আসেন। এভাবে এবারও তাদের হজ্জ বাতিল হয়ে যায়।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

নিফতাওয়ায়হ আন-নাহবী

তাঁর নাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্ ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আরাফা ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আল-মুগীরা ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আল-মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরা আল-আযদী আল-আতাকী। তিনি নিফতাওয়ায়হ আন-নাহবী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেকগুলো গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি হাদীস শোনেন এবং উস্তাদদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোকগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। তিনি ছিলেন সুন্দর সুন্দর কবিতার রচয়িতা। আল-খতীব নিফতাওয়ায়হ থেকে বর্ণনা করেন। একদিন তিনি এক সবজি বিক্রেতার কাছ দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি তাকে বলেন, হে শায়খ! দারবুর রাওয়াসীনের রাস্তা কোন দিকে? সবজি বিক্রেতা তখন তার প্রতিবেশীর দিকে তাকালেন এবং তাকে বললেন, আমার গোলামের মন্দ হোক! সে বিট নিয়ে আসতে দেরী করছে, যদি সে আমার কাছে থাকত

তাহলে আমি এটাকে বিটের আঁটির সাথে বেঁধে রাখতাম। নিফতাওয়ায়হ তার থেকে বিদায় নেন আর তার কাছে ফিরে আসেননি। নিফতাওয়ায়হ এবছরের সফর মাসে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হাম্বলীদের প্রধান আল-বারবিহারী তার জানাযার নামায পড়ান এবং তাকে দারুল কূফার গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। আল-আমালী নামক কিতাবে আবূ আলী আল-কালী তাঁর শোকগাথায় বলেন :

قَلْبِىْ أَرَقُّ عَلَيْهِ مِنْ خَدَّيْكَ – وَفُؤَادِىْ أَوْهَى مِنْ قُوَى جَفْنَيْكَا

"তোমার দুই গাল থেকে আমার কলব তার (তোমার) কাছে বেশি সংবেদনশীল। আর আমার অন্তর তোমার দুচোখের পাতায় শক্তি থেকেও তোমার জন্য বেশি দুর্বল বা হয়রান পেরেশান।"

لِمَ لاَ تَرِقُّ لِمَنْ يُعَذِّبُ نَفْسَهُ – ظُلْمًا وَيَعْطِفُهُ هَوَاهُ عَلَيْكَا

"হে আমার অন্তর! যে ব্যক্তি নিজের উপর যুলুম করে নিজকে শাস্তি দিচ্ছে, তার প্রবৃত্তি তোমার জন্য তাকে মেহেরবান হতে বাধ্য করছে। তার জন্য কেন তুমি মেহেরবান হচ্ছ না?"

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, নিফতাওয়ায়হ সম্পর্কে الامَامَةُ اعْجَازُ القُرانِ ও অন্যান্য গ্রন্থের লেখক আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আল-হুসায়ন আল-ওয়াসিতী আল-মুতাকাল্লিম বলেন :

مَنْ سَرَّهُ اَنْ لاَّ يرى فَاسِقًا – فَلْيَجْتَهِدْ اَنْ لاَّ يرى نَفْطَوِيَهْ

"যদি কারো মন চায় যে, সে কোন ফাসিককে দেখবে না তাহলে সে যেন নিফতাওয়ায়হকে না দেখার চেষ্টা করে।"

اَحْرَقَهُ اللّٰهُ بِنِصْفِ اِسْمِهِ – وَصَيَّرَ البَاقِىْ صُرَاخًا عَلَيْهِ

"তার অর্ধেক নামকে আল্লাহ্ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন আর বাকী অর্ধেকটাকে করেছেন তার জন্য ক্রন্দনকারী।"

ছা'লাবী বলেছেন, তার মলিন চেহারার কারণে তাকে নিফতাওয়ায়হ নাম দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন খালাওয়ায়হ বলেন : তার নাম ইবরাহীম ও তার উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ হিসেবে শুধুমাত্র তার কাছেই পরিচিত, অন্যের কাছে নয়।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুস সামাদ ইব্‌ন আল-মুহতাদী বিল্লাহ্ আল-হাশিমী আল-আব্বাসী

তিনি বাশশার ইব্‌ন নাসর আল-হালাবী ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন ফকীহ। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী।

আবূ নুআম আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আদী আল-ইসতারাবাদী

তিনিও ছিলেন একজন মুহাদ্দিস ও শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ। তিনি ৮৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আবুল হাসান আলী ইব্ন আল-ফযল

তিনি হলেন ইব্ন তাহির ইব্ন নাসর ইব্ন মুহাম্মদ আল-বালখী। তিনি হাদীস অন্বেষণকারীদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি একজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি আবূ হাশিম আর-রাযী ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেন এবং তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্যরা হাদীস শুনেন।

আবূ বকর হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আসাদ

তিনি ইবনুল বুসতাবনান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি আয-যুবায়র ইব্ন বাককার ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেন তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্যরা হাদীস শুনেন। তিনি ৮০ বছর বয়স অতিক্রম করেন।

৩২৪ হিজরী সন

এবছর সেনাবাহিনী আগমন করে রাজধানী পরিবেষ্টন করে ফেলে। তারা বলতে লাগল, খলীফা আর-রাদীকে স্বয়ং আমাদের কাছে হাযির হতে হবে এবং লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে। খলীফা আর-রাদী অন্দর মহল থেকে বের হয়ে আসলেন এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর তাদের সামনে খুতবা দিলেন। গোলামেরা উযীর ইব্ন মুকাল্লার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং খলীফাকে তারা বলে যেন অন্যকে উযীর নিযুক্ত করা হয়। খলীফা উযীর নির্বাচনের দায়িত্ব তাদেরকে দান করলেন। তারা আলী ইব্ন ঈসাকে নির্বাচন করেন। খলীফা তা কবূল করলেন না। তিনি তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইব্ন ঈসার কথা বলেন। তখন তাকে উযীর করা হয়। ইব্ন মুকাল্লার ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং তাকে আবদুর রহমান ইব্ন ঈসার কাছে সোপর্দ করা হয়, তখন তাকে কঠোরভাবে প্রহার করা হয় ও দশ লক্ষ দীনার তার থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। এরপর আবদুর রহমান ইব্ন ঈসা রাষ্ট্র পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েন। ৫০ দিন পর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। আবূ জা'ফর ইবনুল কাসিম আল-কারখীকে উযীর বানানো হয়। খলীফা আলী ইব্ন ঈসা থেকে এক লাখ দীনার এবং নিজের ভাই আবদুর রহমান ইব্ন ঈসা থেকে সত্তর হাজার দীনার জরিমানা আদায় করেন। সাড়ে তিন মাস পর তাঁকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর সুলায়মান ইব্ন আল-হাসান উযীর নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বরখাস্ত হন এবং আবুল ফাতহ আল-ফযল ইব্ন জা'ফর ইব্ন আল-ফুরাত উযীর নিযুক্ত হন। আর এ ঘটনাটি হল পরবর্তী বছরের যে দিন ইব্ন মুকাল্লার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল পরবর্তী বছর সে দিনেই বর্তমান উযীরের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ দুটির মধ্যে এক বছরের পার্থক্য বিরাজ করছে। আর এগুলো সবই হল তুর্কীদের ও গোলামদের কার্যকলাপ। এবছর যখন ইব্ন মুকাল্লার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয় তখন কোন এক ব্যক্তি ঘরের দেয়ালে লিখে দিয়েছিলেন :

أَحْسَنْتَ ظَنَّكَ بِالأَيَّامِ اِذْ حَسُنَتْ – وَلَمْ تَخَفْ يَوْمًا يَاتِى بِهِ القَدَرُ

"যখন তুমি ভাল অবস্থায় ছিলে যুগ সম্বন্ধে তোমার ধারণা ছিল উত্তম এবং ঐ দিবসটিকে ভয় করনি যেটাকে তোমার ভাগ্য উপস্থাপন করবে।"

وَسَالَمَتْكَ اللَّيَالِيْ فَاغْتَرَرْتَ بِهَا - وَعِنْدَ صَفْوِ اللَّيَالِيْ يُحْدِثُ الْكَدَرُ

"মহাকাল তোমাকে নিরাপদ রেখেছিল তাই তুমি এটা সম্বন্ধে প্রতারিত হলে, তোমার জানা উচিত মহাকালের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মন্দ বস্তুটি তোমার জন্য ভেসে উঠবে কিংবা সংঘটিত হবে।"

এবছর খিলাফতের বিষয়টি নাজুক আকার ধারণ করে। খলীফা আর-রাদী মুহাম্মদ ইব্‌ন রায়িকের কাছে লোক প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তখন ওয়াসিতে। তাঁকে তিনি নিজের কাছে ডাকলেন যেন তিনি বাগদাদে আমীরদের প্রশাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন, সকল শহরে ও দপ্তরে বিরোধিতা এবং রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিও দেখাশুনা করেন। আর তাঁকে আরো হুকুম দিলেন যেন সবগুলো মিম্ব : তাঁর পক্ষে খুতবা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। খলীফা তাঁর প্রতি কিছু উপহারও প্রেরণ করেন। এসব কিছু আঞ্জাম দেয়া জন্য ইব্‌ন রায়িক বাগদাদে আগমন করেন। মারদাবীজের তুর্কী গোলাম বাজকাম আমীর ও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এ তুর্কী গোলামই মারদাবীজের হত্যায় সহযোগী ছিলেন। ইব্‌ন রায়িক ইরাকের সমস্ত সম্পদ পরিপূর্ণভাবে হস্তগত করে নেন। বায়তুল মালের সমস্ত সম্পদ নিজের ঘরে স্থানান্তর করেন। উযীরের কোন কিছুতেই হস্তক্ষেপ করার আর কোন ক্ষমতা রইল না। খিলাফতের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক আকার ধারণ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের নবাবগণ স্বাধীন বলে ঘোষণা দেন। বাগদাদের শাসন ক্ষমতা ও লেনদেন ছাড়া অন্য কোন অঞ্চলের শাসন ও লেনদেনের কোন দায়িত্ব আর খলীফার হাতে রইল না। ইব্‌ন রায়িকের সাথে খলীফার কোন ব্যাপারে কোন অধিকার রইল না। কোন ব্যাপারে খলীফা একক সত্তার মালিক রইলেন না এবং কাউকে আনুগত্যের জন্য কিছু বলারও ক্ষমতা তাঁর রইল না। খলীফার যেসব অর্থ ও খরচের প্রয়োজন হত তার সব কিছুরই ব্যবস্থা ইব্‌ন রায়িক তার জন্য করতেন। খলীফার পরে েসব বড় বড় আমীর ছিলেন তাদের অবস্থাও অনুরূপ দাঁড়াল। তাঁরা খলীফার সাথে মাথা উঠাতে পারতেন না। অন্যান্য বাকী এলাকাগুলোর মধ্যে বসরার কর্তৃত্ব ছিল এই ইব্‌ন রায়িকের কাছে। তিনি এখানে যাকে ইচ্ছা শাসন ক্ষমতা অর্পণ করতেন। খুযিস্তানের কর্তৃত্ব ছিল আবূ আবদুল্লাহ্ আল-রায়ীদীর হাতে। তবে ইব্‌ন ইয়াকূত এবছরই তার হাতে যে গোপন ও প্রকাশ্য ক্ষমতা ছিল তা সব নিয়ে নেন। ঐ এলাকার উৎপন্ন দ্রব্য ও সমগ্র সম্পদ তিনি দখল করে নেন। পারস্যের কর্তৃত্ব ছিল ইমাদুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ-এর হাতে। কিন্তু তাঁর সাথে এ ব্যাপারে মারদাবীজের ভাই ওয়াশমাকীর ঝগড়ায় রত ছিল। কিরমানের কর্তৃত্ব ছিল আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইলিয়াস ইব্‌ন আল-ইয়াসার হাতে। মাওসিল ও আল-জাযীরার শহরগুলো, বকর, মুদার ও রাবীআ অঞ্চসমূহের কর্তৃত্ব ছিল বনূ হামাদানের হাতে। মিসর ও সিরিয়ার কর্তৃত্ব ছিল মুহাম্মদ ইব্‌ন তাগাজের হাতে। আফ্রিকার শহরগুলো ও মরক্কোর কর্তৃত্ব ছিল আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ্ ইব্‌ন আল-মাহদী আল-ফাতিমীর হাতে। তাকে আমীরুল

মু'মিনীন বলে উপাধি দেয়া হয়েছিল। আন্দালুসের (আন্দালুসিয়ার) কর্তৃত্ব ছিল আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদের হাতে। আন-নাসির আল-উমাবী বলেও তাঁকে উপাধি দেয়া হয়েছিল। খুরাসান ও মা-ওয়ারাআন-নাহার-এর কর্তৃত্ব ছিল সঈদ নাসর ইব্ন আহ্‌মদ সামানীর হাতে। তাবারিস্তান ও জুরজানির কর্তৃত্ব ছিল দায়লামের হাতে। বাহরাইন, ইয়ামামা ও হিজরের কর্তৃত্ব ছিল আবূ তাহির সুলায়মান ইব্ন আবূ সাঈদ আল-জুনাবী আল-কারামাতীর হাতে।

এবছর বাগদাদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। এমনকি ৫ দিন যাবৎ কোন খাদ্যই পাওয়া যায়নি। বাসিন্দাদের অনেকেই মারা যায়। আর এটার অধিকাংশ ছিল দুর্বলদের ক্ষেত্রে। মৃতদেরকে রাস্তায় ফেলে রাখা হত। তাদের দাফন করার কেউ ছিল না। একটি জানাযার খাটে দুই দুই জনকে রাখা হত। তাদের মাঝখানে কোন কোন সময় একটি বাচ্চাকে রাখা হত। কোন কোন সময় মাত্র একটি কবর খনন করা হত তার মধ্যে কয়েকজন মৃত ব্যক্তি রাখা হত। ইস্পাহানের প্রায় বিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল।

এবছর ওমানে একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। এতে এক হাজার কৃষ্ণ বর্ণের লোক এবং শ্বেত বর্ণেরও বহু লোক পুড়ে গিয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুসমূহের মধ্যে ৪০০ বস্তা কর্পূর পুড়ে গিয়েছিল। খলীফা আহ্‌মদ ইব্ন কীগলাগকে সিরিয়ার প্রশাসন থেকে বরখাস্ত করেন এবং মিসর অঞ্চলসমূহের নায়িব ইব্ন তাগাজকে তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রদান করেন। এবছর আবূ শুজা আযুদুদ্দৌলা ফানাখসরু ইব্ন রুকনুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

ইব্ন মুজাহিদ আল-মুকরী

তিনি ছিলেন আবূ বকর আহ্‌মদ ইব্ন মূসা ইব্ন আল-আব্বাস ইব্ন মুজাহিদ আল-মুকরী। তিনি একজন হাদীসের ইমাম ছিলেন। বহুলোক থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। বাগদাদের পূর্বাংশে তিনি বাস করতেন। ছা'লাব বলতেন, আমাদের যুগে কিতাবুল্লাহ্ সম্পর্কে ইব্ন মুজাহিদ আল-মুকরী থেকে বড় আলিম আর কেউ নেই। তিনি এ বছরের শাবান মাসের ২০ তারিখ বুধবার দিন ইন্তিকাল করেন এবং পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁকে দাফন করার জন্য বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন এক আলিম তাঁকে স্বপ্নে দেখেন, তখন তিনি কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি মরেননি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে আমি প্রত্যেকবার কুরআন খতমের পর দুআ করতাম আমি যেন এমন লোকদের মধ্যে গণ্য হই যে তার কবরের মধ্যে কুরআন পাঠ করে। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম্ করুন।

কবি জাহ্‌যাতুল বারমাকী

তিনি ছিলেন আবুল হাসান আহ্‌মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন খালিদ

ইব্‌ন বারমাক আল-বারমাকী আন-নাদীম। তিনি জাহ্যাতুশ শাইর আল-মাহির আল-আদীব আল-আখবারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক বিরল প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ভাল গায়ক। তাঁর কবিতার অংশ বিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

قَدْ نَادَتِ الدُّنْيَا عَلَى نَفْسِهَا - لَوْ كَانَ فِى الْعَالَمِ مَنْ يَسْمَعُ

"দুনিয়া তার সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছে যদি কেউ এ জগতে শুনবার থাকে শুনে নাও।"

كَمْ آمِلٍ خَيَّبْتُ آمَالَهُ - وَجَامِعٍ بَدَّدْتُ مَا يَجْمَعُ

কত আকাঙ্ক্ষাকারী রয়েছে যাদের আকাঙ্ক্ষা বরবাদ হয়ে গিয়েছে এবং কত সমাজ রয়েছে যার শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।"

কোন এক বাদশা কোন এক মুদ্রা ব্যবসায়ীর কাছে পত্র লিখেছিলেন যেন সে কিছু সম্পদ কবিকে প্রদান করে। কিন্তু তা সে প্রদান করেনি। তখন কবি বাদশাকে এ ব্যাপারে অবগত করার জন্য পত্র লিখেন :

اِذَا كَانَتْ صِلاَتُكُمْ رِقَاعًا + تُخَطَّطُ بِالأَنَامِلِ وَالاَكُفِّ

"যখন তোমার উপহারটি হচ্ছে কাপড়ে তালি সদৃশ যা হাতের আঙ্গুল ও তালুর দ্বারা পরিকল্পনা সহকারে তৈরি হয়।"

فَلاَ تُجْدُ الرِّقَاعُ عَلَىَّ نَفْعًا + فَذَا خَطِّىْ فَخُذْهُ بِاَلْفِ اَلْفِ

"এসব তালি আমার কোন উপকারে আসবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে আমার এটা একটি পত্র তা তুমি দশ লাখের বিনিময়ে গ্রহণ কর।"

নিম্নে বর্ণিত কবিতায় তিনি তাঁর এক বন্ধুর বদনাম করছেন এবং তার কৃপণতা, লোভ-লালসা ইত্যাদি অসৎ স্বভাবের জন্য তার দুর্নাম করার উদ্দেশ্যে বলেন :

لَنَا صَاحِبٌ مِنْ اَبْرَعِ النَّاسِ فِى الْبَخْلِ - يُسَمَّى بِفَضْلٍ وَهُوَ لَيْسَ بِذِى فَضْلٍ

"আমাদের রয়েছে একজন বন্ধু যে কৃপণতায় লোকজনের মধ্যে পারদর্শী। তার নাম রাখা হয়েছে ফযল কিন্তু সে ফযল বা মর্যাদা সম্পন্ন নন।"

دَعَانِىْ كَمَا يَدْعُو الصَّدِيْقُ صَدِيْقَهُ - فَجِئْتُ كَمَا يَاتِىْ اِلَى مِثْلِهِ مِثْلِىْ

"সে আমাকে ডাকে যেমন বন্ধু তার বন্ধুকে ডাকেন। অতএব আমি তার কাছে আগমন করলাম যেমন আমার মত লোক তার মত লোকের কাছে আগমন করেন।"

فَلَمَّا جَلَسْنَا لِلْغَذَاءِ رَاَيْتُهُ - يَرَى اِنَّمَا مِنْ بَعْضِ اَعْضَائِهِ اَكْلِىْ

"যখন আমরা খাবার খেতে বসলাম তখন আমি তাকে দেখলাম যে, সে আমার খাওয়াটাকে তার কোন এক অঙ্গ দ্বারা দেখছে।"

فَيَغْتَاظُ اَحْيَانًا وَيَشْتُمُ عَبْدَهُ - فَاَعْلَمُ اَنَّ الْغَيْظَ وَالشَّتْمَ مِنْ اَجْلِىْ

"এরপর সে কোন কোন সময় রাগ দেখাচ্ছে এবং কোন কোন সময় তার গোলামকে গালি দিচ্ছে। জেনে রাখো, তার রাগ ও গালি-গালাজ ছিল আমার কারণেই।"

أَمُدُّ يَدِيْ سِرًّا لاٰكُلَ لُقْمَةً – فَيَلْحَظُنِيْ شَزْرًا فَاَعْبُثُ لاَلْبَقْلِ

"আমি গোপনে হাত বাড়াচ্ছি এক লুকমা খাওয়ার জন্য। তখন সে আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। আর আমিও তখন তরকারী ভক্ষণের খেলা প্রদর্শন করছি।"

اِلَى اَنْ جَنَتْ كَفِّيْ عَلَى جِنَايَةٌ – وَذٰلِكَ اَنَّ الْجُوْعَ اَعْدَمَنِيْ عَقْلِيْ

"এরপর আমার হাত আমার জন্য একটি খাওয়ার পাপ করে ফেলে অর্থাৎ অবচেতন মনে খেয়ে ফেলি। এটা এজন্য যে, ক্ষুধা আমার বিবেক-বুদ্ধিকে বিলোপ করে দিচ্ছিল।"

فَاَهْوَيَتْ يَمِيْنِيْ نَحْوَ رِجْلِ دَجَاجَةٍ – فَجَرَّتْ رِجْلَهَا كَمَا جَرَّتْ يَدِيْ رِجْلِيْ

"এরপর মুরগীর পায়ের দিকে আমার ডান হাতটি ঝুঁকে পড়ল। এরপর হাতটি তার পা টেনে ধরল যেমন করে আমার হাত আমার পা-টাকে টেনে ধরল।"

তার শক্তিশালী কবিতার একাংশ নিম্নরূপ:

رَحَلْتُمْ فَكَمْ مِنْ اَنَّةٍ بَعْدَ حَنَّةٍ – مُبَيِّنَةٍ لِلنَّاسِ حُزْنِيْ عَلَيْكُمْ

"তোমরা এ পৃথিবীতে ভ্রমণ করছ। জনগণের জন্য প্রকাশ্য কষ্টের পর কতইনা তোমরা ধৈর্যধারণ করছ। তাই তোমাদের জন্য রয়েছে আমার যতসব চিন্তা-ভাবনা।"

وَقَدْ كُنْتُ اَعْتَقْتُ الْجُفُوْنَ مِنَ الْبُكَا – فَقَدْ رَدَّهَا فِى الرِّقِّ شَوْقِيْ اَلَيْكُمْ

"আর এজন্যই আমি আমার চোখের পাতাকে ক্রন্দন থেকে মুক্ত করে দিয়েছি। কেননা তোমাদের প্রতি আমার আগ্রহ বার বার চোখের পাতাগুলোকে দরদী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে।"

ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁর কয়েকটি সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ কবিতা পেশ করেছেন। তিনি বলেন :

فَقُلْتُ لَهَا : بَخِلْتِ عَلَى يَقْظِيْ – فَجُوْدِيَ فِى الْمَنَامِ لِمُسْتَهَامٍ

"আমি আমার প্রেমিকাকে বললাম : তুমি আমার প্রতি জেনে শুনে কৃপণতা করেছ অথচ আমার দানশীলতা নিদ্রার মধ্যেও প্রতিযোগিতায় রত।"

فَقَالَتْ لِيْ : وَصِرْتَ تَنَامُ اَيْضًا – وَتَطْمَعُ اَنْ اَزُوْرَكَ فِى الْمَنَامِ

"তখন সে আমাকে বলল : তুমিও তো মাঝে মাঝে নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়। আর তুমি কি চাও আমি যেন ঘুমের মধ্যে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করি?"

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, তাকে জাহযাহ্ নাম দিয়েছেন আবদুল্লাহ্ ইবনুল মু'তায। আর অতিরিক্ত কান্নার কারণে দৃষ্টিশক্তি খারাপ হওয়ার দরুণ তাকে এ উপাধি দেয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি তার নাম করার লক্ষ্যে বলেন :

بِبَيْتِ جَحْظَةَ تَسْعِيْنَ حَجُوْظَةً – مِنْ فِيْلِ شَطْرَنْجٍ وَمِنْ سِرْطَانٍ

"জাহযাহর ঘরে দাবা খেলার হাতী ও কর্কটরাশি দ্বারা তুমি জাহযাহকে খুশি করার চেষ্টা করছো।"

وَارْحَمْتَا لِمُنَادِمِيْهِ تَحَمَّلُوْا - اَلَمَ الْعُيُوْنِ لِلَذَّةِ الْآذَانِ

"তুমি যেন তার ঐসব পাখির উপর দয়া করছো যারা তাদের চোখের যন্ত্রণাকে আযানের আস্বাদনের খাতিরে সহ্য করেছে।"

তিনি ওয়াসিতে ৩২৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ৩২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ইবনুল মুগলাস আল-ফকীহ্ আয-যাহিরী

তিনি হলেন আবুল হাসান আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-মুগলাস। তাঁর মাযহাবে তাঁর অনেকগুলো উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। তিনি আবূ বকর ইব্ন দাঊদ-এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, আলী ইব্ন দাঊদ আল-কানতারী, আবূ কিলাবা আর-রিয়াশী ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ফকীহ্ ও বিশেষ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি এসব শহরে দাঊদ-এর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেন। তিনি আস-সিকতা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। কিংবা তিনি সন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

আবূ বকর ইব্ন যিয়াদ

তিনি ছিলেন আবূ বকর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন ওয়াসিল ইব্ন মায়মূন নিশাপুরী আশ-শাফিঈ। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আবান ইব্ন উসমান (র)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে ভ্রমণ করেন। বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয-যাহলী, আব্বাস আদ-দাওরী এবং আরো অনেকের নিকট থেকে হাদীস শুনেন। আর তাঁর থেকে হাদীস শুনেন, দারাকুতনী ও একাধিক হাদীসের হাফিয। দারাকুতনী বলেন, আমাদের শায়খদের মধ্যে সনদ ও মতনের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বড় হাফিয আমরা আর কাউকে দেখতে পাইনি। তিনি শায়খদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আল-মুযানী ও আর-রাবী-এর সাথে উঠা-বসা করতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন বিত্তাহ্ বলেন, আমরা ইব্ন যিয়াদের মজলিসে হাযির হতাম। যাঁরা তাঁর মজলিসে হাযির হতেন এরূপ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। আল-খতীব বলেন, আবূ সা'দ আল-মালীনী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইউসুফ ইব্ন উমর ইব্ন মাসরূর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তিনি বলেন, আমি আবূ বকর ইব্ন যিয়াদ আন-নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনি যিনি ৪০ বছর রাতের ইবাদতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি পায়ের অঙ্গুলিতে ভর করে দণ্ডায়মান থেকে ঘুমাতেন। তিনি প্রতিদিন ৫টি দানা

খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। ইশার অযূ দ্বারা ফজরের সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি বলতেন আমিই ঐ ব্যক্তি। আমার উম্মু ওয়ালাদ উম্মু আবদুর রহমানের সাথে পরিচয়ের পূর্বে এসব আমিই করতাম যিনি আমাকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন তাকে আমি কী বলব? তারপর তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, তিনি কল্যাণকর ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি এ বছর ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আফফান ইব্ন সুলায়মান

তিনি ছিলেন আবুল হাসান আফফান ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আইয়ূব। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি মিসরে বসবাস করতেন। তিনি সেখানে হাদীস শিক্ষার্থীদের ও আশারায়ে মুবাশশারার আওলাদের জন্য একটি বাড়ি ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। তিনি একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য বিচারকদের কাছে ছিল গ্রহণীয়। এ বছরের শাবান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আবুল হাসান আল-আশআরী

তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস-সাজী থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। আর ইব্ন সুরায়জ থেকে ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ নামক কিতাবে তাঁর জীবনী বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন, তিনি আশ-শায়খ আবূ ইসহাক আল-মারওয়াযীর দরসের মজলিসে বসতেন। আর আল-আশআরী ছিলেন একজন মু'তাযিলী। এরপর তিনি বসরায় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তা থেকে তাওবা করেন। তারপর তিনি মু'তাযিলীদের জঘন্য, ঘৃণিত ও পঙ্কিলতাপূর্ণ আকীদাসমূহ প্রকাশ করলেন। তাঁর লিখিত আল-মুজায ও অন্যান্য কিতাবের ন্যায় রয়েছে বহু কিতাব। ইব্ন হাযম থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল-আশআরীর লিখিত কিতাবের সংখ্যা হল ৫৫টি। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তাঁর বার্ষিক খরচ ছিল সতের হাজার দিরহাম। আর তিনি ছিলেন জনগণের মধ্যে অধিক কৌতুক প্রিয়। তিনি ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, ২৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর এবছরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৩৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ৩৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ যর মুহাম্মদ ইব্ন আল-ফযল ইব্ন আবদুল্লাহ্ আত-তামীমী

তিনি ছিলেন জুরজানের সর্দার। বহু মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম শাফিঈর মাযহাবের ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। তাঁর ঘর ছিল আলিমদের কেন্দ্রস্থল। সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে ইলম অন্বেষণে তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

এবছর অন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন। তাঁর নাম ছিল হারূন ইবনুল মুকতাদির। তিনি খলীফা আর-রাদীর ভাই ছিলেন। তিনি এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল

করেন। তাঁর ভাই আর-রাদী তার জন্য শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসক বাখতীশু ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়াকে আমবারে বিতাড়িত করার আদেশ দেন। কেননা তাকে তার ভাইয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়। এরপর খলীফা আর-রাদীর মাতা তার সম্বন্ধে সুপারিশ করেন। তখন তাকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনা হয়।

৩২৫ হিজরী সন

এবছর মুহাররম মাসে খলীফা আর-রাদী ও আমীরদের আমীর মুহাম্মদ ইব্‌ন রায়িক ওয়াসিতের উদ্দেশ্যে আহওয়াযের নায়িব আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাগদাদ ত্যাগ করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী সেখানে প্রচুর সম্পদের মালিক হন এবং কেন্দ্রে খাজনা পাঠানো বন্ধ করে দেন। ইব্‌ন রায়িক যখন ওয়াসিতে আগমন করেন আল-হাজূন সম্প্রদায়ের তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। তারা তার সাথে যুদ্ধ করে। এরপর বাজকাম তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তাদেরকে পিছিয়ে দেন। তাদের পরাজিতরা বাগদাদে ফিরে আসে তখন পুলিশ প্রশাসক লু'লু তাদের মুকাবিলা করেন। তাদের অধিকাংশকে ঘেরাও করে ফেলেন তাদের ঘর-বাড়ি লুটপাট করা হয় এবং তাদের মধ্যে মাথা উঠাবার মত আর কোন লোক অবশিষ্ট রইল না। বায়তুল মাল থেকে তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়। খলীফা এবং ইব্‌ন রায়িক আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদীর কাছে দূত প্রেরণ করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। তখন প্রতি বছর তিন লাখ ষাট হাজার দীনার কর হিসেবে বর্তমান বছরের পর থেকে আদায়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতি বছর পৃথক পৃথকভাবে তিনি ভবিষ্যতে এ কর আদায় করবেন। আর আযুদুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তিনি সৈন্য দল গঠন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু খলীফা যখন বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি কর দিয়ে কাউকে প্রেরণ করেননি। এরপর খলীফা ইব্‌ন রায়িক, বাজকাম ও বদর আল-হুসায়নীকে আল-বারীদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ। তারপর আল-বারীদী ইমাদুদ্দৌলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন ও তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন। বাজকাম আল-আহওয়াযের শহরগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইব্‌ন রায়িক তার কাছে কর আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ বাজকাম ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী যোদ্ধা। রবীউল আউয়াল মাসে খলীফা বাজকামকে উপহার প্রদান করেন এবং তাঁকে বাগদাদের শাসনভার অর্পণ করেন। আর খুরাসানের পূর্বাংশের শাসনভারও তাঁকে অর্পণ করেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন :

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান

তিনি হলেন আবূ হামিদ আশ-শারকী। তাঁর জন্ম হয়েছিল ২৪০ হিজরীতে। তিনি ছিলেন

একজন হাফিয। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও একজন প্রসিদ্ধ হাফিয। তিনি ছিলেন বেশি বেশি হজ্জ পালনকারী। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে ভ্রমণ করেন এবং প্রবীণদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। একদিন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে ইব্‌ন খুযায়মা বলেন, আবূ হামিদের জীবনী - জনগণ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর মিথ্যারোপ করার মধ্যে আবর্তিত।

আবুল হাসান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন ইব্‌ন সুফিয়ান আল-খাযযায আন-নাহবী। তিনি মুবারবাদ ও ছা'লাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন আস্থাভাজন নির্ভরযোগ্য। উলূমুল কুরআন সম্পর্কে তাঁর বহু উপকারী গ্রন্থ রয়েছে।

আবুত-তাইয়্যিব মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইয়াহ্ইয়া আন-নাহবী

আবুল ওফা বলেন, তাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর গ্রন্থ রয়েছে। তিনি আল-হারিস ইব্‌ন আবুল মুবাররাদ, উসামা, ছা'লাব ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন আল-আসকারী

তিনি আবূ ছাওরের মাযহাবের ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আল-হাসান ইব্‌ন আরাফা, আব্বাস আদ-দাওরী, দারাকুতনী, আল-আজরী ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

৩২৬ হিজরী সন

এবছর রোমের বাদশা থেকে খলীফা আর-রাদীর কাছে একটি পত্র পৌঁছল। পত্রটি ছিল রোমীয় ভাষায় আর অনুবাদ ছিল আরবীতে। রোমীয় পত্রটি ছিল সোনালী এবং আরবী পত্রটি ছিল রূপালী। পত্রটির সংক্ষিপ্ত সার ছিল, দুইজনের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব। পত্রটির সাথে বহু মূল্যবান উপহার প্রেরণ করা হয়েছিল। খলীফা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ছয় হাজার বন্দী মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল নারী পুরুষের সংমিশ্রণ। তারা ছিল আল-বাদানদুন নদীর পাড়ের লোক।

এবছর উযীর আবুল ফাতহ্ ইব্‌ন আল-ফুরাত বাগদাদ থেকে সিরিয়ায় গমন করেন। উযারত ছেড়ে দেন। আবূ আলী ইব্‌ন মুকাল্লা উযীর নিযুক্ত হন কিন্তু তাঁর প্রশাসন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইব্‌ন রায়িকের উপর এ ব্যাপারে তার কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি ইব্‌ন রায়িককে তাঁর যাবতীয় মালিকানাধীন সম্পদ ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি ছেড়ে না দিয়ে টালবাহানা করতে লাগলেন। উযীর তখন বাজকামের কাছে পত্র লিখেন এবং তাঁকে বাগদাদের লোভ দেখাতে লাগলেন। আর ইব্‌ন রায়িকের স্থলে দায়িত্ব নেয়ার জন্য প্ররোচিত করেন। উযীর ইব্‌ন মুকাল্লা খলীফার কাছেও পত্র লিখেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন তিনি যেন ইব্‌ন রায়িক ও ইব্‌ন মুকাতিলকে তাঁর কাছে সোপর্দ করেন। আর তাদেরকে দুহাজার দীনার জরিমানা করেন। এ খবর ইব্‌ন রায়িকের কাছে পৌঁছার পর তিনি উযীরকে পাকড়াও করেন ও তার হাত কেটে দেন। আর বলেন, এটাই দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তারপর ইব্‌ন

মুকাল্লাকে উযীর করার জন্য খলীফা আর-রাদীকে তিনি তোষামোদ করতে লাগলেন এবং বললেন, তার হাত কাটা যাওয়াতে লিখার কোন ব্যঘাত ঘটবে না। তিনি তার কর্তিত ডান হাতে কলম রেখে তার দ্বারা লিখতে পারবেন। এরপর ইব্‌ন রায়িকের কাছে খবর পৌঁছল যে, তিনি বাজকামের কাছে এমর্মে পত্র লিখেছেন এবং তার বিরুদ্ধে প্ররোচনা করছেন। তখন তিনি আবার তাকে পাকড়াও করলেন এবং এবার তার জিহ্বা কেটে দিলেন। আর তাকে একটি সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করে রাখলেন। তাঁর কোন খিদমত আঞ্জামকারী ছিল না। তিনি নিজেই পানি পান করতেন। বাম হাতে বালতি নিতেন তারপর তা তিনি মুখে মজবুত করে ধরতেন। এরপর তিনি বাম হাতে তা আঁকড়ে ধরতেন এবং পানি পান করা পর্যন্ত মুখে তা মজবুত করে ধরে রাখতেন। এভাবে তিনি বহু কষ্ট করছিলেন। তিনি তাঁর বন্দীখানায় একাকি মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। পরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেখান থেকে লাশটি স্থানান্তর করেন এবং লাশটি তার ঘরে নিয়ে দাফন করেন। তারপর সেখান থেকে অন্য জায়গায় তাঁর লাশ স্থানান্তর করা হয়। এভাবে তাঁর জীবনে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। তার মধ্যে হল তিনি তিনবার উযীর নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনবার বরখাস্ত হয়েছিলেন, তিনি তিন খলীফার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁকে তিনবার দাফন করা হয়েছিল, তিনি তিনবার ভ্রমণ করেছিলেন, দুইবার নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং একবার মাওসিলে ভ্রমণ করেছিলেন যেমন এটা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এবছরই বাজকাম বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলীফা ইব্‌ন রায়িকের পরিবর্তে তাঁকে আমীরদের আমীর নিযুক্ত করেন। আর বাজকাম ছিলেন মাকাল ইব্‌ন কালী আদ-দায়লামীর উযীর। আবূ আলীর গোলামদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর মাকান তাঁকে উযীর থেকে হিবা হিসেবে গ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এমতাবস্থায় উযীর তাকে তার কাছে হিবা করেন। এরপর তিনি মাকান থেকে পৃথক হয়ে যান এবং মারদাবীজের সাথে মিলিত হন। আর তিনি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে গোসলখানায় হত্যা করা হয়েছিল যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। খলীফা যখন তাঁকে আমীরদের আমীর নিযুক্ত করেন তিনি খাদিম মু'নিসের ঘরে বসবাস করতে লাগলেন। আর তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত বিরাট আকার ধারণ করে। ইব্‌ন রায়িক তখন সরে পড়েন। তাঁর শাসনের সময়কাল ছিল ১ বছর ১০ মাস ১৬ দিন।

এবছরই ইমাদুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ নিজ ভাই মুয়িযুযদ্দৌলাকে প্রেরণ করেন। তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদীর জন্য আহওয়াযকে হস্তগত করেন। তিনি তা বাজকামের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। তবে পরে তা আবার ফেরত দেন। এবছরই আযারবায়জানের শহরগুলোতে ওয়াশমাকীর আদ-দায়লামীর আমীরদের একজন আমীর লশকরী শাসক নিযুক্ত হন। তিনি তা তুমুল যুদ্ধের পর ইব্‌ন আবুস সাজ-এর অন্যতম সাথী রুস্তম ইব্‌ন ইবরাহীম আল-কুরদী থেকে হস্তগত করেন।

এবছর কারামাতীদের বিষয়টি আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তাদের একে অন্যকে হত্যা করে। এজন্য তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে কিছুটা বিরত থাকে। তাদের শহর হিজরে তারা ব্যস্ত থাকে অন্য জায়গায় গিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করার সময় সুযোগ পায়নি।

এবছরই আহ্মদ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহ্মান আল-আন্দালুসী ইন্তিকাল করেন। তার পিতা ছিলেন ইমাম মালিক (র) এর সাথীদের অন্যতম। আর তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আন্দালুসে সর্বপ্রথম মালিকী ফিক্হ প্রচলন করেন। তাঁর কাছে কাযীর পদ পেশ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

৩২৭ হিজরী সন

এবছর মুহাররম মাসে আমীরুল মু'মিনীন আর-রাদী মাওসিলের নায়িব নাসিরুদ্দৌলা আল-হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামাদান-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মাওসিলের উদ্দেশ্যে গমন করেন তাঁর সামনে ছিলেন আমীরদের আমীর (প্রধান আমীর) বাজকাম, কাযীদের কাযী (প্রধান কাযী) আবুল হুসায়ন উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ, যিনি খলীফার নির্দেশে কাযীর পদে নিজ সন্তান কাযী আবূ নাসর ইউসুফ ইব্ন উমরকে বাগদাদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন বিশেষ গুণের অধিকারী আলিম। বাজকাম যখন মাওসিলে পৌঁছেন আল-হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামাদান তাঁর মুকাবিলায় নেমে আসেন। তখন বাজকাম ইব্ন হামাদানকে পরাজিত করেন এবং মাওসিলও আল-জাযীরায় খলীফার আধিপত্য বজায় থাকে, তথায় তাঁর শাসন ক্ষমতা চলে। তবে মুহাম্মদ ইব্ন রায়িক বাগদাদ থেকে খলীফার অনুপস্থিতিকে সুযোগ মনে করেন এবং কারামাতীদের এক হাজার সদস্যকে প্ররোচিত করেন ও তাদেরকে নিয়ে আগমন করেন এবং বাগদাদে প্রবেশ করেন। সেখানে তারা ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে কিন্তু রাজধানীতে তারা কিছুই করেনি। এরপর তিনি খলীফার কাছে লোক প্রেরণ করে মীমাংসার প্রস্তাব দেন এবং যা কিছু হয়ে গেছে তার থেকে খলীফার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। খলীফা তার প্রতি উত্তর দেন এবং কাযীউল কুযাত আবুল হুসায়ন উমর ইব্ন ইউসুফকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। ইব্ন রায়িক বাগদাদ থেকে চলে যান এবং খলীফা জমাদিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে প্রবেশ করেন। তাতে মুসলমানগণ খুশি হন।

জমাদিউল আউয়াল মাসে ও আষাঢ় মাসের প্রথম রাতে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় বিরাট বৃষ্টি ও বিরাট তুষারপাত হয়। প্রত্যেকটি ফোঁটা ছিল প্রায় তিন তোলার মতো। বহুক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি ও তুষারপাত চলতে থাকে। ফলে বাগদাদের বহু ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

এবছরই বহু পঙ্গপাল দেখা দেয়। আর ইরাকের রাস্তার দিক দিয়ে ৩১৭ হিজরী থেকে এবছর পর্যন্ত হজ্জ বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং জনগণের ব্যাপারে শরীফ আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-আলাবী কারামাতীদের কাছে সুপারিশ করেন যেন তাদেরকে হজ্জ করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। আর লোকজনের জন্য প্রতিটি উটে যেন ৫ দীনার প্রদান করা হয় এবং প্রতিটি কাফেলায় ৭ দীনার প্রদান করা হয়। তারা তাকে তাঁর বাহাদুরী ও দানশীলতার জন্য অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তারা তাঁর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। সুতরাং লোকজন এবছর হজ্জের জন্য এ শর্তে বের হয়ে পড়লেন। যারা হজ্জের জন্য বের হয়ে পড়লেন তাদের

মধ্যে একজন শায়খ ছিলেন আবূ আলী ইব্‌ন আবূ হুরায়রা। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের একজন ইমাম। তিনি যখন লোকজনকে নিয়ে রওয়ানা হলেন কারামাতীরা তাকে চুক্তি ভঙ্গ করতে চাপ দিলেন। তখন তিনি তাঁর সওয়ারীর মাথা ঘুরালেন এবং ফিরে চলে আসেন আর বলেন, আমি কোন কৃপণতার কারণে ফিরে আসিনি বরং এ চুক্তি ভঙ্গের চাপের কারণে ওয়াজিব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এবছর আন্দালুসে বিপর্যয় দেখা দেয়। আর এটা এজন্য যে, আন্দালুসের শাসনকর্তা আবদুর রহমান আল-উমাবী যাঁর উপাধি ছিল আন-নাসির লিদীনিল্লাহ্ স্বীয় উযীর আহ্‌মদকে হত্যা করেন। এজন্য তার ভাই উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক তার প্রতি রাগান্বিত হন। তিনি ছিলেন শানতারীন শহরের নায়িব। তিনি মুরতাদ (স্বধর্মী ত্যাগী) হয়ে যান এবং খৃস্টানদের শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। তাদের বাদশা রদমীরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদেরকে মুসলমানদের গোপনীয় ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহের সন্ধান দেন। তাদের বাদশা জালালিকা সম্প্রদায়ের একটি বিরাট সৈন্যদল নিয়ে মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হলেন। অন্যদিকে আবদুর রহমান তাদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জালালিকা সৈন্যদের একটি বিরাট সংখ্যা নিহত হয়। তারপর ফ্রান্সের সৈন্যরা মুসলমানদের উপর হামলা করে। তাদের এত সৈন্য নিহত হয় যে তাদের গণনা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এরপর উমাইয়া ইব্‌ন ইসহাক তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন এবং আবদুর রহমানের কাছে নিরাপত্তার দরখাস্ত করেন। তিনি তখন তার কাছে নিরাপত্তা প্রেরণ করেন। তারপর যখন তিনি তার কাছে আগমন করেন তিনি তাকে গ্রহণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আবূ আলী আল-হাসান ইব্‌ন আল-কাসিম ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন দাহীম আদ-দামেশকী

তিনি ছিলেন মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ। এ সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি আল-আব্বাস ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ আল-বায়রূতী ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এবছরের মুহাররম মাসে তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন। তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়স পেয়েছিলেন।

আবূ আলী আল-হুসায়ন ইব্‌ন আল-কাসিম ইব্‌ন জা'ফর

তিনি হলেন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন বিশর আল-কাওকাবী আল-কাতিব। তিনি ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ খায়ছামা, আবুল আইনা ও ইব্‌ন আবুদ দুনয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্যরা হাদীস শুনেছেন।

উসমান ইব্‌ন খাত্তাব

তিনি হলেন আবূ আমর উসমান ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বালবী আল-মাগরিবী আল-আশাজ্জ। তিনি আবুদ দুনয়া বলে পরিচিত ছিলেন। ৩০০ হিজরীর পর এ ব্যক্তি বাগদাদে

আগমন করেন। তিনি ধারণা করেন যে তিনি খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে (মরক্কো) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর পিতা, আলী (রা)-এর কাছে প্রতিনিধির প্রধান হিসেবে আগমন করেছিলেন। তারা রাস্তায় পিপাসাগ্রস্ত হন। তিনি তখন তার পিতার জন্য পানির অন্বেষণে বের হন। তিনি একটি কূপ দেখতে পান। তা থেকে পানি পান করেন ও গোসল করেন। এরপর পিতাকে পানি পান করাবার জন্য তিনি পিতার নিকট পানি নিয়ে এসে তাকে মৃত দেখতে পান। তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর কাছে আগমন করেন এবং তার হাঁটুতে চুমু খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। উট তাকে আঘাত দেয়। তিনি মাথায় আঘাত পান। তাই তিনি আল-আশাজ্জ বলে পরিচিতি লাভ করেন। তার যাবতীয় ব্যাপারে একদল লোক তার কথায় বিশ্বাস করত। তারা তার থেকে একটি নুসখা বা গ্রন্থ বর্ণনা করে যার মধ্যে ছিল আলী (রা) থেকে বর্ণিত তার হাদীসসমূহ। এ সম্বন্ধে যিনি তাকে সত্যবাদী মনে করেছেন তিনি হলেন হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আল-মুফীদ। তিনি এগুলো তার থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল-মুফীদকে শীআ বলে অপবাদ দেয়া হয়েছে। আলী (রা)-এর প্রতি তার সম্বন্ধ থাকায় তার প্রতি উদারতা পোষণ করা হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী ও বর্তমান অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে অবিশ্বাস করে আসছেন এবং তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছেন। আর তারা প্রমাণ করেছেন যে, সে যে গ্রন্থটি বর্ণনা করেছে তা موضوع বা মনগড়া। যারা এ অভিমত পেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, আবূ তাহির আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আস-সালাফী। আমাদের ঐ সকল উস্তাদ যাঁদেরকে আমরা পেয়েছিল যেমন যুগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান শায়খুল ইসলাম আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়া, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান আবুল হাজ্জাজ আল-মাযী, হাফিয মুয়াররিহুল ইসলাম আবূ আবদুল্লাহ্ আয-যাহাবী। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আমার কিতাব 'আত-তাকমীলে' এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লামা আল-মুফীদ বলেন : আমি অবগত হয়েছি যে, আল-আশাজ্জ ৩২৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ঐ সময় তিনি নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাহল

বহু গ্রন্থ প্রণেতা আবূ বকর আল-খারাইতী, তিনি মূলে ছিলেন সুররা-মান-রাআ-এর অধিবাসী। তিনি সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং সেখানে আল-হাসান ইব্ন আরাফ ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

আল হাফিয আল-কাবীর ইব্ন আল-হাফিয আল-কাবীর আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহ্মান

তিনি হলেন ইব্ন আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আর-রাযী। তিনি কিতাবুল জারহ ওয়াত তাদীলের প্রণেতা ছিলেন। এ সম্পর্কে প্রণীত কিতাবগুলোর মধ্যে এটা ছিল একটি বড় কিতাব। তাঁর প্রণীত পরিপূর্ণ তাফসীরটিতে যাবতীয় রিওয়ায়াত শামিল রয়েছে। সেখানে তাফসীর ইব্ন জারীর আত-তাবারী ও আজ পর্যন্ত বিরাজমান অন্যান্য তাফসীরের অতিরিক্ত বহু কিছু সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। তাঁর প্রণীত অন্য একটি কিতাব হল كتاب العلل এটা

ফিক্‌হ্-এর অধ্যায়ানুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে। তাঁর প্রণীত এ ধরনের বহু উপকারী গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ইবাদত, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, পরহেযগারী, হিফয ও বহু ধরনের প্রসিদ্ধ কারামতের অধিকারী। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। একবার তিনি সালাত আদায় করেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন তাঁর সাথে যাঁরা সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন বললেন, আপনি আমাদেরকে নিয়ে সালাত দীর্ঘায়িত করেছেন। আমি সিজদায় ৭০ বার তাসবীহ্ পড়েছি। আবদুর রহমান বলেন, তবে আমি কিন্তু আল্লাহ্র শপথ মাত্র তিনবার তাসবীহ্ পড়েছি। আরো একবার সীমান্তবর্তী শহরগুলোর একটির বাউন্ডারী দেয়াল ধসে পড়ে যায়। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম জনগণকে বললেন, তোমরা কি এটাকে তৈরি করবে না? তিনি তাদেরকে এটা নির্মাণের জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। এরপর তিনি তাদেরকে এটার ব্যাপারে বিলম্ব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এটাকে নির্মাণ করবে আমি তার জন্য আল্লাহ্র কাছে জান্নাতের জামিন হয়ে যাব। তখন একজন ব্যবসায়ী লোক বললেন, আপনি আপনার এ জামিন হওয়ার কথা একটি কাগজে লিখে দিন। আর এ নিন এটা নির্মাণ করার জন্য এক হাজার দীনার। তিনি তার জন্য একটি কাগজ লিখে দেন। লোকটি দেয়ালটি নির্মাণ করলেন। এরপর ব্যবসায়ী লোকটি ঘটনাক্রমে অচিরেই ইন্তিকাল করলেন। জনগণ যখন তার জানাযায় হাযির হন তখন দেখেন তার কাফন থেকে একটি কাগজের টুকরা উড়ে যায় আর এটাই ঐ কাগজ যেটার মধ্যে তার জন্য ইব্‌ন আবূ হাতিম লিখে দিয়েছিলেন। এ কাগজের পিঠে তার জন্য আরো একটি লেখা লিপিবদ্ধ ছিল "এ জামানত নামায় তোমার জন্য আমি স্বাক্ষর করেছি এটা তুমি আমার কাছে আর ফেরত আনবে না।"

৩২৮ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী তাঁর মুনতাযাম (منتظم) নামক গ্রন্থে বলেন, এবছরের মুহাররম মাসের ১ তারিখ আকাশের উত্তর ও পশ্চিম কিনারায় ভয়াবহ লাল বর্ণ দেখা দেয়। তার মধ্যে ছিল বহু সংখ্যক বড় বড় সাদা স্তম্ভের ন্যায় বস্তুর অস্তিত্ব।

এবছর সংবাদ পৌঁছে যে, রুকনুদ্দৌলা আবূ আলী আল-হাসান ইব্‌ন বুওয়ায়হ ওয়াসিতে পৌঁছেছেন, তখন খলীফা ও বাজকাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে পড়লেন। রুকনুদ্দৌলা ভয় পেয়ে যান এবং আল-আহওয়াযে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তারা দুইজনেও বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন।

এবছরই রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ ইস্পাহান শহর দখল করে নেন। তিনি তা মারদাবীজের ভাইয়ের কাছ থেকে দখল করে নেন। কেননা ঐ সময় তার সৈন্য সংখ্যা ছিল নগণ্য।

এবছর শাবান মাসে দাজলা নদী ফেঁপে ফুঁসে উঠে বিরাট আকার ধারণ করে। পশ্চিম দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। বহু ঘর-বাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। আম্বার এলাকায় প্রবল উৎসারণ

শুরু হয়। এতে বহু গ্রাম ডুবে যায়। আর এ কারণ স্থলভাগের বহু জন্তু জানোয়ার ধ্বংস হয়ে যায়।

এবছরই বাজকাম আবদুল্লাহ্ আল-বারীদীর কন্যা সারাকে বিয়ে করেন। তখন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ইয়াকূব ছিলেন বাগদাদের উযীর। এরপর তিনি উযারত থেকে সুলায়মান ইবনুল হাসান দ্বারা বিদায় নেন। ওয়াসিত শহর ও আশপাশের এলাকা থেকে আল-বারীদীন ছয় লাখ দীনার জরিমানা আদায় করেন।

এবছরই কাযীউল কুযাত আবু হাসান উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র আবূ নাসর ইউসুফ ইব্ন উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ বছরের শাবান মাসে ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন খলীফা আর-রাদী তাঁকে উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী যখন ওয়াসিতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন বাজকামের কাছে পত্র লিখে আল-জাবালকে ব্যয় করার লক্ষ্যে তথায় আক্রমণ করার জন্য তাকে উৎসাহিত করেন। আর বাজকাম যেন ইমাদুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ-এর হাত থেকে আল-আহওয়ায দখল করার কাজে আল-বারীদীকে সাহায্য করেন। কিন্তু তার পত্রের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাজকামকে বাগদাদ থেকে দূরে রাখা। তাহলে তিনি বাজকাম থেকে বাগদাদ নিয়ে নিতে পারেন। এরপর বাজকাম যখন সেনাবাহিনী নিয়ে পৃথক হলেন তখন আল-বারীদীর ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত হলেন। তাই তিনি অতিসত্বর বাগদাদে ফিরে আসেন এবং এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আল-বারীদীর দিকে অগ্রসর হন ও প্রত্যেক দিক দিয়ে রাস্তাগুলো দখল করেন যাতে তিনি হাযির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্য কেউ এ ব্যাপারে জানতে না পারে। এরই মধ্যে এক সময়ে বাজকাম একটি নৌকায় সওয়ার ছিলেন। তাঁর কাছে ছিল তার লেখক। হঠাৎ সেখানে একটি কবুতর পতিত হল, তার লেজে ছিল একটি পত্র। বাজকাম পত্রটি ধরে ফেলেন। এরপর তিনি এটা পড়লেন ও দেখলেন এ পত্রটি এ লেখকের লেখা পত্র। আল-বারীদীর সাথীদের কাছে লেখা হয়েছে তাতে তাদেরকে বাজকামের খবর সম্বন্ধে জানানো হয়েছে। বাজকাম তাকে বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য এটা কি তোমার হাতের লেখা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আর অস্বীকার করতে পারলেন না। বাজকাম তখন তাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। তাকে হত্যা করা হল এবং দাজলা নদীতে ফেলে দেয়া হল। আল-বারীদী যখন বাজকামের আগমনের কথা শুনলেন তখন বসরার দিকে পালিয়ে যান। সেখানেও তিনি বসবাস করলেন না। তথা থেকে তিনি অন্য জায়গায় পালিয়ে যান। বাজকাম ওয়াসিতের শহরগুলোতে শাসক নিযুক্ত হন। আদ-দায়লাম বাজকামের ঐসব সৈন্যের উপর জয়লাভ করেন যাদেরকে বাজকাম আল-জাবালে রেখে এসেছিলেন। তখন তারা অতিদ্রুত বাগদাদে পালিয়ে যান।

এবছর সিরিয়ার শহরগুলোতে মুহাম্মদ ইব্ন রায়িক শাসক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে হিমসে প্রবেশ করেন এবং তা দখল করে নেন। এরপর তিনি দামেশকে আসেন। আর সেখানে ছিলেন বদর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আখশীদ। তিনি বদর আল-আখশীদ নামে পরিচিত ছিলেন। আর

তিনিই হলেন মুহাম্মদ ইব্ন তাগাজ। ইব্ন রায়িক তাকে জোর করে দামেশক থেকে বের করে দেন এবং নিজে সেখানের শাসক নিযুক্ত হন। তারপর ইব্ন রায়িক একটি বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রামাল্লা আক্রমণ করেন ও তা দখল করে নেন। তারপর তিনি আরীশ-ই মিসর-এর দিকে রওয়ানা হন। তিনি সেখানে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন তখন মুহাম্মদ ইব্ন তাগাজ আল-আখশীদ তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। সেখানে তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। ইব্ন রায়িক তাকে পরাজিত করেন এবং তার সাথিগণ লুটপাটে মগ্ন হন। এরপর তারা মিসরীয়দের তাঁবুতে অবতরণ করেন। মিসরীয়রা তাদের উপর হামলা করেন এবং তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইব্ন রায়িক তার ৭০ জন সাথী নিয়ে পলায়ন করেন ও অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় তিনি দামেশকে প্রবেশ করেন। ইব্ন তাগাজ একটি সৈন্য দলসহ তার ভাই আবূ নসর ইব্ন তাগাজকে তার খোঁজে প্রেরণ করেন। যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখ আল-লাজূনের কাছে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ইব্ন রায়িক তখন মিসরীয়দেরকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধে যাঁরা নিহত হন তাঁদের মধ্যে আল-আখশীদের ভাইও নিহত হন। ইব্ন রায়িক তাকে গোসল দেন এবং তাকে কাফন পরান। আর তাকে মিসরে তার ভাইয়ের কাছে প্রেরণ করেন। তার সাথে তার সন্তানকেও প্রেরণ করেন এবং একটি পত্র লিখেন আর শপথ করে বলেন যে, তিনি তাকে হত্যা করার মনস্থ করেননি। এতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। আর বলেন, এটা আমার পুত্র তাকে তোমার কাছে প্রেরণ করলাম তাকে তুমি তোমার ভাইয়ের পরিবর্তে হত্যা করতে পার। তখন আল-আখশীদ মুহাম্মদ ইব্ন রায়িকের সন্তানকে সম্মান করলেন এবং দুজন একমত হলেন যে, রামাল্লা ও তার পরবর্তী এলাকা যা মিসরের শহরগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত তার সবটাই হবে আল-আখশীদের। তার জন্য আল-আখশীদ বছরে এক লাখ চল্লিশ হাজার দীনার তাকে কর হিসেবে প্রদান করবেন। আর রামাল্লার পরবর্তী এলাকা যা দামেশকের দিকে অবস্থিত তা হবে ইব্ন রায়িকের।

এবছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আবূ মুহাম্মদ জা'ফর আল-মুরতায়িশ

তিনি একজন সূফী শায়খ ছিলেন। আল্লামা খতীব এরূপ উল্লেখ করেন। আবূ আবদুর রহমান আস-সালামী বলেন, তাঁর নাম হল আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নিশাপুরী। তিনি ছিলেন একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পদ ত্যাগ করেন এবং আল-জুনায়দ, আবূ হাফস ও আবূ উসমানের সাথী হয়ে যান। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং কালক্রমে তিনি একজন প্রসিদ্ধ সূফী শায়খ হিসেবে পরিচিত হন। তাঁকে বলা হত আজাইব-ই বাগদাদ (বাগদাদের অত্যাশ্চর্য), ব্যক্তিত্ব শিবলীর ইঙ্গিতসমূহের ধারক, কম্পমান ব্যক্তির রসিকতা ও জা'ফর আল-খাওয়াসের কাহিনীসমূহের স্মারক।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আবূ জা'ফর স্বর্ণকারকে আমি বলতে শুনেছি, আল-মুরতায়িশ বলেন, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তার কাজগুলো তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে কিংবা

তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে সে তার আত্মা ও কাজকে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।' আল-মুরতায়িশকে একদিন বলা হল, অমুক ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। তিনি বললেন, প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা পানির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ানো ও বাতাসে উড়ে বেড়ানো থেকে শ্রেয়। শূনীযিয়ার মসজিদে যখন তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী হয় সাথীরা হিসেব করে দেখেন তাঁর উপর ১৭ দিরহাম ঋণ রয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমার এই জীর্ণ বস্ত্রটি বিক্রি করে দাও এবং ঋণ পরিশোধ কর। আমি আশা করি, আল্লাহ্ আমার কাফনের ব্যবস্থা করবেন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে তিনবার প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমাকে ফকীর হিসেবে ইন্তিকাল করান, এ মসজিদে আমার মৃত্যু ঘটান, এ মসজিদে আমি কয়েকজন সাথী পেয়ে গিয়েছি এবং আমার কাছে এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করে দেন যাকে আমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করব ও তাকে ভালবাসব। তারপর তিনি দুচোখ বন্ধ করে দেন ও মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন।

আবূ সাঈদ আল-ইসতাখরী আল-হাসান ইব্‌ন আহ্‌মদ

তিনি হলেন ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আল-ফযল ইব্‌ন ইয়াসার। তিনি একজন শাফিঈ ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন সংসার ত্যাগী, উপাসনাকারী ও ইবাদতগুযার। তিনি 'কোম'-এ বিচারপতি নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বাগদাদে হিসাব রক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি বাগদাদে প্রদক্ষিণ করতেন এবং খচ্চরের উপর সালাত আদায় করতেন। তিনি রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতেন। তিনি স্বল্প ভোজন করতেন। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّة নামক কিতাবে আমি তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। তাঁর একটি বিচার গ্রন্থ كِتَابُ الْقَضَاء রয়েছে যার ন্যায় এ বিষয়ে আর দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন তিনি প্রায় ৯০ বছরে পৌঁছেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল হাসান আল-মুযায়্যন আস-সগীর

তিনি একজন সূফী শায়খ ছিলেন। তিনি ছিলেন মূলত বাগদাদের অধিবাসী। তিনি আল-জুনায়দ ও সাহল আত-তাসতারীর সাহচর্য পেয়েছিলেন। তিনি এবছর ইন্তিকাল করা পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। তিনি নিজের ব্যাপারে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার আমি তাবূক ভূখণ্ডের একটি কূয়ায় গমন করলাম। যখন আমি কূয়াটির নিকটবর্তী হলাম তখন পিছলে পড়লাম এবং কূয়াতে পড়ে গেলাম। আমার এ ঘটনাটি কেউ দেখতে পেল না। যখন আমি কূয়াটির তলায় পৌঁছে গেলাম সেখানে একটি মঞ্চ দেখতে পেলাম আমি তাতে ঝুলে গেলাম এবং নিজে নিজে বলতে লাগলাম যদি আমি এখন মরে যাই তাহলে আমি মানুষের পানি নষ্ট করব না। এতে আমার অন্তর শান্ত হল এবং মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে রইল। আমি এরূপ অবস্থায় অপেক্ষা করছিলাম এমন সময় দেখি একটি অজগর আমার দিকে নীচে নেমে আসছে সেটি আমাকে লেজ জড়িয়ে ধরল। এরপর আমাকে উঠিয়ে নিল এবং ভূপৃষ্ঠে আমাকে

বের করে নিয়ে আসল ও চলে গেল। তবে আমি জানি না অজগরটি কোথায় চলে গেল। আর এটাও জানতে পারিনি সেটি কোথা থেকে এসেছিল।

অন্য একজন সূফী শায়খ ছিলেন যাঁকে বলা হত আবূ জা'ফর আল-মুযায়ন আল-কাবীর। তিনি মক্কায় বসবাস করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি ইবাদতগুযারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল-খতীব আলী ইব্ন আবূ আলী ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আত-তাবারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জা'ফর আল-খুলদী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন এক বছর হজ্জ আদায়ের সময় আমি আল-মুযায়ন আল-কাবীর থেকে বিদায় নিলাম তখন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে কিছু পাথেয় বা নসীহত প্রদান করুন। তিনি তখন আমাকে বললেন, যদি তুমি কোন বস্তু হারিয়ে ফেল তখন এ দুআটি পড়বে :

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِجْمَعْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ كَذَا

"এমন একদিনে মানব জাতিকে হে একত্রকারী, যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমারও এটার মধ্যে মিলন ঘটাও।" আল্লাহ্ তা'আলা এটাও তোমার মধ্যে মিলন ঘটাবেন। অর্থাৎ তুমি তা পেয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, একবার আমি আল-কাত্তানীর কাছে গিয়েছিলাম। তার কাছে বিদায় নিলাম এবং বললাম আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন। তখন তিনি আমাকে একটি আংটি দান করলেন যার পাথরে নকশা ছিল। তিনি বললেন, যখন তুমি চিন্তিত হবে তখন এ আংটির পাথরের দিকে নজর করবে। তোমার চিন্তা দূর হয়ে যাবে। তিনি আরো বললেন, আমি যখনই উপরোক্ত দুআ পাঠ করতাম তখন তা কবূল হয়ে যেত। আর যখনই আমি আংটির পাথরের প্রতি নজর করতাম আমার চিন্তা দূর হয়ে যেত। এমনি একদিন আমি সামুরিয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে লাগল। আমি আমার আংটিটি বের করলাম যাতে আমি এটার নজর করতে পারি। এরপর আমি টেরই পেলাম না কখন যে বাতাস চলে গেল। একদিন আমি আংটিটি হারিয়ে ফেলি তা পাওয়ার জন্য আমি দুআটি পড়ি। তারপর যখন আমি আমার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলাম। ঘরের মালপত্রে খুঁজতে লাগলাম, দেখতে পেলাম ঘরে রাখা কাপড়ের মধ্যে আংটিটি পড়ে রয়েছে।

আল-ইকদুল ফারীদ গ্রন্থের (كِتَابُ الْعِقْدِ الْفَرِيْدِ) প্রণেতা আহ্মদ ইব্ন আবদ রাব্বিহি

তিনি হলেন আবূ উমর আহ্মদ ইব্ন আবদ রাব্বিহি ইব্ন হাবীব ইব্ন জারীর ইব্ন সালিম আল-কুরতুবী। তিনি ছিলেন হিশাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম আল-উমাবীর আযাদকৃত গোলাম। তিনি অধিক গুণসম্পন্ন আলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি এমন সব আলিমেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ সম্বন্ধে বিজ্ঞ। তাঁর প্রণীত কিতাবটির নাম (كِتَابُ الْعِقْدِ الْفَرِيْدِ)। যে কিতাবটির বহু গুণ রয়েছে এবং তাতে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। তার উল্লিখিত বহু

কথায় তার শীআ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর বনূ উমাইয়ার প্রতি আক্রোশের বিষয়টিও অনুভূত হয়। এটি তার একটি বিচিত্র আচরণ বই আর কি। কেননা তিনি ছিলেন তাদের একজন আযাদকৃত গোলাম। কাজেই তার জন্য সমীচীন ছিল তাদের মধ্যে গণ্য হওয়া যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন এবং তাদের মধ্যে গণ্য না হওয়া যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তার উত্তম কবিতার একটি সংকলন রয়েছে। তারপর ইব্ন খাল্লিকান তার থেকে রচিত নারী ও পুরুষ সম্পর্কে গজল ও কবিতা উল্লেখ করেন। তিনি ২৪৬ হিজরীর রমাযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে ১৮ তারিখ রবিবার দিন কুরতুবায় ইন্তিকাল করেন।

কাযী আবুল হুসায়ন উমর ইব্ন আবূ উমর

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন দিরহাম আল-আযদী। তিনি মালিকী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তিনি যখন তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত তখন বয়স ছিল ২০ বছর। তিনি কুরআন ও হাদীসের হাফিয ছিলেন। মালিকী মাযহাবের ফিক্হ, ফারাইয, গণিত, সাহিত্য, নাহু ও কবিতায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি হাদীসের একটি মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁকে চমৎকার অনুধাবন করার ক্ষমতা, সদাচরণ ও মহান চরিত্র প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর ছিল চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর কবিতার একটি সংকলন। বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর ছিল প্রশংসনীয় আচরণ। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ও ইমাম। আল-খতীব বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবুত তাইয়িব আত-তাবারী। তিনি বলেন, আমি মুআফী ইব্ন যাকারিয়া আল-জারীরীকে বলতে শুনেছি, আমরা কাযী আবুল হুসায়নের সামনে প্রায়ই বসতাম। এরপর আমরা একদিন তার ওখানে আসলাম ও অভ্যাস মুতাবিক তাঁর দরজায় তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। একজন মরুবাসীকে উপবিষ্ট দেখা গেল। মনে হল যেন তার কোন কাজ রয়েছে। এমন সময় বাড়ির একটি খেজুর গাছে একটি কাক পড়ল। কাকটি ডাকল এবং চলে গেল। তখন মরুবাসী লোকটি বলল, এ কাকটি সংবাদ দিচ্ছে যে এ বাড়ির মালিক ৭ দিন পর ইন্তিকাল করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা তাকে আর কথা বলতে বারণ করলাম। মরুবাসী লোকটি বসা থেকে উঠল এবং চলে গেল। কিছুক্ষণ পর কাযীর তরফ থেকে অনুমতি আসল যে, তোমরা ভিতরে আস। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে বিবর্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখতে পেলাম। তাঁকে আমরা বললাম কী খবর? তখন তিনি বললেন, গত রাতে আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম :

مَنَازِلَ آلِ حَمَّادِ بْنَ زَيْدَ عَلَى اَهْلِيْكَ وَالنِّعَمِ السَّلَامِ

"হে আলে হাম্মাদ ইব্ন যায়দের বাড়ি! জেনে রেখো তোমার বাসিন্দা নিআমত থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন।"

এজন্য আমার অন্তর উদ্বিগ্ন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর জন্য দুআ করলাম ও চলে আসলাম। এরপর ৭ দিন পর বৃহস্পতিবার এ বছর শাবান মাসের ১৭ তারিখ তাঁকে দাফন করা

হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। তাঁর পুত্র আবূ নাসর তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। আর তাঁর পরে কাযীর পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন। আস-সূলী বলেন, কাযী আবুল হুসায়ন কম বয়স সত্ত্বেও বিদ্যার অতি উচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন খলীফা আর-রাদী তাঁর জন্য ক্রন্দন করেন ও আমাদেরকে ক্রন্দন করার জন্য উৎসাহ দেন এবং বলেন, আমি যদি কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তাম তিনি আমাকে প্রশান্তি প্রদান করতেন। তারপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তাঁর পরে আমি আর বাঁচব না। তারপর আর-রাদী পরবর্তী বছরের ১৫ই রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁদের দুজনকে আল্লাহ্ রহম করুন। আর-রাদীও কম বয়সের যুবক ছিলেন।

ইব্ন শানবূয আল-মুকরী

তিনি হলেন আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন আস-সালত আল-মুকরী। তিনি ইব্ন শানবূয বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি আবূ মুসলিম আল-কাজ্জী, বিশর ইব্ন মূসা ও অন্যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইলম কিরাআতে কিছু ভিন্ন অভিমত গ্রহণ করেন যে অন্যাদের কাছে পছন্দীয় নয়। তাঁর অভিমতের বিরুদ্ধে আবূ বকর আল-আনবারী একখানা কিতাব লিখেন। পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি কিভাবে উযীর ইব্ন মুকাল্লার ঘরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাকে প্রহার করা হয়েছিল তাতে তিনি তার অধিকাংশ মতামত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁর কিরাআতগুলোর অধিকাংশ ছিল শায বা অতিশয় কম প্রচলিত। তার যুগের কারীগণ এগুলোকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। এ বছর সফর মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। উযীর ইব্ন মুকাল্লা যখন তাঁকে প্রহার করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন তার জন্য তিনি বদ দুআ করেছিলেন। এরপর ইব্ন মুকাল্লা উন্নতি করতে পারেননি। বরং তাকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তার হাত ও জিহ্বা কেটে দেয়া হয়েছিল। তাকে মৃত্যু পর্যন্ত বন্দীশালায় রাখা হয়েছিল। যে বছর ইব্ন শানবূয ইন্তিকাল করেন ইব্ন মুকাল্লাও সেই বছর ইন্তিকাল করেন। এখন আমরা একজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ইব্ন মুকাল্লা উযীরের জীবনী বর্ণনা করব।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ্

তিনি ছিলেন আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ্। তিনি উযীর ইব্ন মুকাল্লা বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন দুর্বল অবস্থায় স্বল্প সম্পদের অধিকারী। এরপর তাঁর অবস্থা এরূপ দাঁড়াল যে তিনি তিনজন খলীফার যথা আল-মুক্তাদির, আল-কাহির ও আর-রাদীর উযীর নিযুক্ত হন এবং তিনবার বরখাস্ত হন। শেষ জীবনে তাঁর হাত ও জিহ্বা কেটে দেয়া হয় এবং তাকে বন্দী করে রাখা হয়। তিনি বাম হাত ও দাঁতের সাহায্যে পানি পান করতেন। তাঁর ডান হাত কর্তিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ডান হাত দ্বারা লিখতে পারতেন যেমন কর্তিত হওয়ার পূর্বে সুস্থ অবস্থায় লিখতে পারতেন। তার হস্তাক্ষর ছিল

অত্যন্ত জোরদার হস্তাক্ষরের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁর উযারতের যুগে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। আর তার নির্মাণের সময় বহু সংখ্যক জ্যোতির্বিদকে একত্রিত করেছিলেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এটার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্য তারা ঐকমত্য পৌঁছেছিলেন। এরপর এটার দেয়ালগুলোর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে যেটার কথা জ্যোতির্বিদগণ বলেছিলেন। এটার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হবার পর এটা সামান্য কিছুদিন স্থায়ী ছিল। তারপর এটা খারাপ হয়ে যায় এবং ছোট একটি টিলায় পরিণত হয়ে যায়। একথাগুলো আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি আর এটার দেয়ালগুলোতে কী কী লেখা ছিল এগুলোও আমি বর্ণনা করেছি। তার একটি বিরাট বাগান ছিল। তাতে পাকা ইটের যাবতীয় উঁচু ধরনের সরঞ্জাম ছিল। বাগানে যাবতীয় স্থাপনের উপর ছিল রেশমী জাল। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের পাখি যেমন ঘুঘু, কোকিল, তোতা, বুলবুল ও ময়ূর ইত্যাদি। এ বাগানের জমিনে ছিল হরিণ, বন্য গাভী, উটপাখি ও অন্য বহু প্রকারের জন্তু। এগুলো কিছু দিনের ঝলমল, চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের আভা বিস্তার করার পর বরবাদ হয়ে যায় ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অহংকারী, মূর্খ শক্তিধরদেরকে ধ্বংসের দিকে পতিত করা হয়। আর এটাই আল্লাহ্র রীতি। এ সম্পর্কে কোন্ এক কবি কবিতা পাঠ করেন যখন উযীর তাঁর বাড়ি, বাগান ও তৎসংলগ্ন পার্থিব সুখ সম্ভোগের আয়োজন করেছিলেন। তিনি বলেন,

قُلْ لاِبْنِ مُقْلَةَ : لاَ تَكُنْ عَجِلاً - وَاصْبِرْ فَانَّكَ فِيْ أَضْغَاثِ أَحْلاَمِ

"ইব্ন মুকাল্লাকে বলে দাও, দ্রুত কর না, ধৈর্য ধর। কেননা তুমিতো রয়েছ অর্থহীন স্বপ্নে বিভোর।"

تَبْنِيْ بِأَحْجَرِ دُوْرِ النَّاسِ مُجْتَهِداً - دَاراً سَتَهْدِمُ قَنصاً بَعْدَ أَيَّامِ

"মানুষের ঘর-বাড়ি তৈরি করার পাথরসমূহ দ্বারা তুমি নিজের জন্য বহু পরিশ্রম করে যে বাড়ি তৈরি করছ তা কিছুদিন পর শিকারে ন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবে।"

مَا زِلْتَ تَخْتَارُ سَعْدَ الْمُشْتَرِيْ لَهَا - فَكَمْ نُحُوْسٍ بِهِ مِنْ نَحْسِ بَهْرَامِ

"এটার জন্য তুমি সব সময় সা'দ আল-মুশতারীর অভিমতের অনুসরণ করছ অথচ বাহরামের দুর্ভাগ্যের ন্যায় তার সাথেও বিভিন্ন প্রকারের দুর্ভাগ্য সম্পৃক্ত।"

اِنَّ الْقُرْآنَ وَبَطْلِيْمُوْس مَا اجْتَمَعَا - فِيْ حَالِ نَقْضٍ وَلاَ فِيْ حَالَ اِبْرَامِ

"তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন ও গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমির ভাঙ্গা গড়া কোন অবস্থায় একত্রিত হতে পারে না।"

ইব্ন মুকাল্লা বাগদাদের উযারত থেকে বরখাস্ত হন। তাঁর বাড়িটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাঁর গাছগুলো উপড়ে ফেলা হয়। তাঁর হাত ও তাঁর জিহ্বা কেটে ফেলা হয় এবং তাকে দুই লাখ দীনার জরিমানা করা হয়। তারপর তাকে একাকী বন্দী করা হয়, তার বৃদ্ধাবস্থা, দুর্বলতা, প্রয়োজন ও কিছু অঙ্গ-প্রতঙ্গের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁকে কোন খাদিম ব্যতীত বন্দী রাখা হয়।

তিনি গভীর কূপ থেকে নিজেই পানি পান করতেন। তিনি বাম হাতে রশি ঝুলিয়ে দিতেন এবং মুখ দ্বারা মজবুত করে ধরতেন। তিনি বিলাসবহুল জীবন যাপন করার পর খুবই কষ্টের জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর কাছে যেসব কবিতা মজুদ ছিল তার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

مَا تَسَئَمْتُ الْحَيَاةَ لَكِنْ تَوَثَّقْتُ لِلْحَيَاةِ - بِاَيْمَانِهِمْ ، فَبَانَتْ يَمِيْنِىْ

"আমি জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়নি বরং তাদের শপথের দরুন জীবনের প্রতি ভরসা করেছিলাম কিন্তু আমার ডান হাত আমা থেকে পৃথক হয়ে গেল।"

بِعْتُ دِيْنِىْ لَهُمْ بِدُنْيَاىَ حَتّٰى - حَرَّمُوْنِىْ دُنْيَاهُمْ بَعْدَ دِيْنِىْ

"আমি তাদের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আমার দীনকে বিক্রি করে দিলাম। আমার দীনের বিনষ্টের পর তারা আমাকে তাদের দুনিয়া থেকে বঞ্চিত করে দিল।"

وَلَقَدْ حَفِظْتُ مَا اسْتَطَعْتُ بِجُهْدِىْ - حِفْظَ اَرْوَاحِهِمْ ، فَمَا حَفِظُوْنِىْ

"আমার চেষ্টার দ্বারা আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তাদের আত্মাগুলোকে হিফাযত করেছি কিন্তু তারা আমাকে হিফাযত করেনি।"

لَيْسَ بَعْدَ الْيَمِيْنِ لَذَّةُ عَيْشٍ - يَا حَيَاتِىْ بَانَتْ يَمِيْنِىْ فَبِيْنِىْ

"আমার ডান হাত চলে যাওয়ার পর আমার আর জীবনের স্বাদ বাকী নেই। হে আমার জীবন! আমার ডান হাত আমা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে তুমিও আমা থেকে পৃথক হয়ে যাও।"

তিনি তাঁর ডান হাতের জন্য প্রায়ই কাঁদতেন এবং বলতেন, এর দ্বারা আমি দুবার কুরআন লিখেছি। আর এ হাত দ্বারা আমি তিনজন খলীফার খিদমত করেছি। এরপর আমার হাতটি চোরের হাতের ন্যায় কেটে ফেলা হয়। তারপর তিনি কবিতা পাঠ করেন :

اِذَا مَا مَاتَ بَعْضُكَ فَابْكِ بَعْضًا - فَاِنَّ الْبَعْضَ مِنْ بَعْضٍ قَرِيْبُ

"তোমার যদি কেউ মরে যায় তাহলে তুমি তার জন্য কাঁদ। কেননা তোমরা একজন অন্যজনের নিকট আত্মীয়।"

আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তিনি তাঁর বন্দীদশায় ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে দারুস সুলতানে দাফন করা হয়। পরে তাঁর সন্তান আবুল হুসায়ন তার নিকটে তাঁর লাশ হস্তান্তর করার জন্য দরখাস্ত করেন। তার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয় এবং তাঁর লাশ ওখান থেকে উত্তোলন করা হয়। আর তাঁর সন্তান তাঁকে তার ঘরে দাফন করেন। তারপর তাঁর স্ত্রী যিনি 'দীনারিয়া' বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাকে তাঁর ঘরে দাফন করার জন্য আরয করেন। তার দরখাস্তও মঞ্জুর করা হয়। এরপর কবর খনন করা হয় ও তাকে তাঁর কাছে দাফন করা হয়। এভাবে তাকে ৩ বার দাফন করা হয়। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

আবূ বকর ইবনুল আনবারী

তিনি হলেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার ইব্ন আল-হাসান ইব্ন বায়ান ইব্ন সামাআ ইব্ন ফারওয়া ইব্ন কাতান ইব্ন দিআমা আল-আনবারী। তিনি ছিলেন কিতাবুল ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা (كتاب الوقف والابتداء)-এর প্রণেতা। এ ধরনের বহু উপকারী কিতাবের প্রণেতা ও সংকলক ছিলেন তিনি। সাহিত্য, আরবী ভাষা, তাফসীর, হাদীস ইত্যাদি শাস্ত্রে তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি আল-কাদীমী, কাযী ইসমাঈল, ছা'লাব ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, সাহিত্যিক, আহলে সুন্নাতের একজন বিশেষ গুণ বিশিষ্ট আলিম। তিনি নাহ্ ও সাহিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিক সংরক্ষণশীল ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থের খণ্ডের পর খণ্ড মুখস্থ করে নিতেন। তাঁর হিফয শক্তি ছিল অতুলনীয়। ভোজনের পর তিনি অবশ্যই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করতেন। আর শুধু আসরের নিকটবর্তী সময়ে পানি পান করতেন। এগুলো করতেন তাঁর স্মৃতি ও হিফয শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। কথিত আছে যে, তিনি ১২০টি তাফসীর হিফয করেছিলেন। একরাতে তিনি تعبير الرؤيا নামক কিতাবটি মুখস্থ করেছিলেন। তিনি প্রতি জুমআয় দশ হাজার পৃষ্ঠা মুখস্থ করতেন। এ বছরের কুরবানী ঈদের রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

উম্মু ঈসা বিন্‌ত ইবরাহীম আল-হারবী

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট গুণ সম্পন্না আলিমা। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে ফতওয়া দিতেন। এ বছরের রজব মাসে তিনি ইন্তিকাল করে এবং তাঁর বাবার পাশেই সমাহিত হন।

৩২৯ হিজরী সন

এবছর রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ খলীফা, আমীরুল মু'মিনীন আবুল আব্বাস আর-রাদী বিল্লাহ্ আহ্মদ ইব্ন আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ জা'ফর ইব্ন আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ্ আহ্মদ ইব্ন আল-মুওয়াফফাক ইব্ন আল-মুতাওয়াক্কিল ইব্ন আল-মু'তাসিম ইব্ন আর-রশীদ আল-আব্বাসী ইন্তিকাল করেন। তিনি ৩২২ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের ৬ তারিখ স্বীয় চাচা আল-কাহিরের পরে খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর মাতা ছিলেন রোমান উম্মু ওয়ালাদ যাঁর নাম ছিল যালূম। তাঁর জন্ম ছিল ২৯৭ হিজরীর রজব মাসে। তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল ৬ বছর ১০ মাস ১০ দিন। যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩১ বছর ১০ মাস। তিনি ছিলেন হালকা বাদামি বর্ণের, কালো ঘন চুল বিশিষ্ট, বেঁটে, হালকা পাতল তাঁর অবয়ব, দীর্ঘ চেহারা, দাড়ির অগ্রভাগ ভরা কিন্তু দাড়ি ছিল পাতলা। প্রত্যক্ষদর্শীরা তার এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। আল-খতীব আল-বাগদাদী বলেন, আর-রাদী বিল্লাহ্‌র ছিল বহু পদমর্যাদা। কয়েকটি বিষয়ে তিনি ছিলেন খলীফাদের সর্বশেষ যেমন তিনি ছিলেন সর্বশেষ

খলীফা যিনি কবিতা চর্চা করতেন। তিনি ছিলেন সর্বশেষ খলীফা যিনি সৈন্য-সামন্ত ও সম্পদের শৃঙ্খলা বিধানে ছিলেন সুদক্ষ। তিনি ছিলেন সর্বশেষ খলীফা যিনি শুক্রবার দিন মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা পাঠ করতেন। তিনি ছিলেন সর্বশেষ খলীফা যিনি উপবেশনকারীদের সাথে বসতেন, তিনি সাথীদের কছে পৌঁছতেন। তিনি ছিলেন সর্বশেষ খলীফা তাঁর খরচাদি, পুরস্কারাদি, উপঢৌকনাদি, দুঃসাহসিক কার্যাদি, কোষাগার সংক্রান্ত লেনদেন, রন্ধনশালা সংক্রান্ত কার্যক্রম, সংসদ অধিবেশন ডাকা, খাদিমবর্গের নিয়োগ ও বরখাস্ত, তাঁর সাথী-সঙ্গীদের সাথে আচরণ এবং তার যাবতীয় কাজ পূর্ববর্তী খলীফাদের ন্যায় পরিচালিত হত।

অন্য একজন বলেন, তিনি শুদ্ধভাষী, ভাষাবিদ, অনুগ্রহপরায়ণ, দানশীল ও প্রশংসার পাত্র ছিলেন। তাঁর উত্তম বাণীর একাংশ যা তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-সূলী শুনেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র জন্য কিছু সংখ্যক লোক হলেন কল্যাণের চাবি স্বরূপ, আবার কিছু সংখ্যক লোক হলেন, অকল্যাণের চাবি স্বরূপ। যার জন্য আল্লাহ্ কল্যাণ চান তাকে কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর তাকে আমাদের জন্য অসীলা হিসেবে গণ্য করেন। তখন আমরা তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। তিনি আমাদের সওয়াব, মজুরী ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে অংশীদার হন। আর যার জন্য আল্লাহ্ অকল্যাণ চান তাকে আমাদের ব্যতীত অন্যের দিকে ধাবিত করেন তখন সে তাদের সাথে গুনাহ ও পাপের কাজে অংশীদার হয়। প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্যের প্রার্থনা করা হয়। তার অজুহাত পেশ করার বিনম্র ধরনগুলোর একটি হল যখন আর-রাদী তার ভাই আল-মুত্তাকীর কাছে পত্র লিখেন। দুইজনই তখন মক্তবে পড়াশুনা করতেন। আল-মুত্তাকী আর-রাদীর উপর কিছু অন্যায় করেছিলেন আর আর-রাদী ছিলেন তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তখন তিনি লিখেন :

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে : আমি স্বীকার করছি তোমাকে মান্য করা আমার জন্য ফরয। আর তুমি আমাকে ভাই হিসেবে দয়া করে গ্রহণ করছ। গোলাম গুনাহ্ করে আর মনিব তা ক্ষমা করে দেয়। কোন এক কবি বলেন,

يَا ذَا الَّذِىْ يَغْضَبُ مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ - اَعْتِبْ فَعَتْبَاكَ حَبِيْبٌ اِلَىَّ

"হে ঐ সত্তা! যিনি কোন কারণ ব্যতীত রাগ করেন আপনি আমাকে তিরস্কার করুন। আপনার তিরস্কার আমার কাছে প্রিয়বস্তু।"

اَنْتَ عَلَى اَنَّكَ لِىْ ظَالِمٌ - اَعَزُّ خَلْقِ اللهِ طُرًّا عَلَىَّ

"আপনি আমার প্রতি যালিম তবুও আপনি আমার কাছে সর্বসাকুল্যে আল্লাহ্‌র একজন অত্যন্ত সম্মানিত সৃষ্টি।"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাঁর ভাই আল-মুত্তাকী তাঁর কাছে আগমন করেন ও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে তার হাতে চুমু খান। দুইজনে কোলাকুলি করেন ও দুইজনে আপোস করে ফেলেন।

তাঁর মাধুর্যপূর্ণ কবিতা থেকে ইবনুল আছীর তাঁর কিতাব كامل এর মধ্যে কিছু কবিতা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

يَصْفَرُّ وَجْهِيْ اِذَا تَامَّلَهُ - طَرْفِيْ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ خَجَلاً

"আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (অন্তর) যখন তার কথা চিন্তা করে তখন আমার চেহারা হলদে হয়ে যায় এবং তার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে যায়।"

حَتَّى كَأَنَّ الَّذِيْ بِوَجْنَتِهِ - مِنْ دَمِ جِسْمِيْ اِلَيْهِ قَدْ نَقَلاً

"মনে হয় যেন তার মুখমণ্ডলে ও গালে আমার শরীরের রক্ত স্থানান্তরিত হয়েছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তার পিতা আল-মুকতাদিরের শোকগাথায় তিনি বলেছিলেন :

وَلَوْ اَنَّ حَيًّا كَانَ قَبْرًا لِمَيِّتٍ - لَصَيَّرْتُ اَحْشَائِيْ لاَعْظُمِهِ قَبْرًا

"যদি কোন জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য কবর হতে পারত তাহলে আমার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পিতার হাড়গুলোর জন্য কবর হিসেবে গণ্য করতাম।"

وَلَوْ اَنَّ عُمْرِيْ كَانَ طَوْعَ مَشِيْئَتِيْ - وَسَاعَدَنِيْ الْمَقْدُوْرُ قَاسَمْتُهُ الْعُمْرَا

"আমার জীবনকাল যদি আমার ইচ্ছার অনুগত হত আর তাকদীরও যদি আমার সহায়তা করত তাহলে আমি জীবনকালকে তার জন্য বণ্টন করে দিয়ে দিতাম।"

بِنَفْسِيْ ثَرًى ضَاجَعْتَ فِيْ تُرْبَةِ الْبَلَى - لَقَدْ ضَمَّ مِنْكَ الْغَيْثَ وَاللَّيْثَ وَالْبَدْرَا

"আমার আত্মার শপথ করে বলছি তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত। কবরের মাটিতে শুয়ে রয়েছ। মাটি তোমার সাথে মিশিয়ে দিয়েছে, বৃষ্টিপাতের ফলে উদগত ঘাস, সিংহ ও পূর্ণ চাঁদকে (অন্যান্য বীর পুরুষ ও সমাজপতিকে)।"

ইবনুল জাওযী তাঁর منتظم এ তাঁর কিছু কবিতা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

لاَ تُكْثِرَنَّ لَوْمِيْ عَلَى الاِسْرَافِ - رَبْحَ الْمَحَامِدِ مُتَّجَرَ الاَشْرَافِ

"অতিরিক্ত খরচ করার জন্য আমাকে আর বেশি বেশি তিরস্কার করো না। কেননা এটা হচ্ছে প্রশংসাকারীর মুনাফা এবং শরীফ ব্যক্তিদের ব্যবসা।"

اَحْوِى لِمَا يَاتِيْ الْمَكَارِمُ سَبْقًا - وَاُشَيِّدُ مَا قَدْ اَسَّسَتْ اَسْلاَفِيْ

"পূর্ব পুরুষদের চরিত্র মাধুর্য এনে দিয়েছে যাকে চির সবুজ পরিবেশ। আর আমার পূর্ব পুরুষগণ যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে ছিলেন তা ছিল অত্যন্ত মজবুত।

اِنِّيْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ اَكُفُّهُمْ - مُعْتَادَةَ الاِمْلاَقِ وَالاِتْلاَفِ

"আমি এমন এক জাতির সদস্য যাদেরকে আমি দারিদ্র্য ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে আসছি।"

নিম্নে তাঁর কিছু কবিতা উল্লেখ করা হল যা আল-খতীব তাঁর থেকে আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আস-সূলী আন-নাদীমের মধ্যমে বর্ণনা করেছেন :

كُلُّ صَفْوٍ اِلَى كَدَرٍ - كُلُّ اَمْنٍ اِلَى حَذَرٍ

"প্রতিটি পরিচ্ছন্নতাই অপরিচ্ছন্নতার দিকে ধাবিত হয়। প্রতিটি নিরাপত্তাই নিরাপত্তাহীনতার দিকে ধাবিত হয়।"

وَمَصِيْرُ الشَّبَابِ لِلْمَوْتِ - فِيْهِ اَوِ الْكِبَرُ

"যৌবনের ঠিকানা হল মৃত্যু কিংবা বার্ধক্য।"

دَرُّ دَرِّ الْمُشِيْبِ مِنْ - وَاعِظٍ يُنْذِرُ الْبَشَرُ

"প্রাচুর্য হল যৌবনের প্রাচুর্য। এটা নসীহত প্রদানকারীর বক্তব্য যিনি মানব গোষ্ঠিকে সতর্ক করে যাচ্ছেন।

اَيُّهَا الاَمَلُ الَّذِيْ - تَاهَ فِيْ لُجَّةِ الْغَرَرِ

"তিনি বলছেন, হে আশা-আকাঙ্ক্ষা যা ধ্বংসের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছ।"

اَيْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا - دَرَسَ الْعَيْنُ وَالاَثَرُ

"আমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এখন কোথায়? তাদের নমুনা ও চিহ্ন মুছে গিয়েছে।"

سَيُرَدُّ الْمَعَادُ مِنْ - عُمْرُهُ كُلُّهُ خَطَرُ

"কিয়ামত তাদেরকে অচিরেই পুনরুত্থান করবে। তাদের জীবনকাল ঝুঁকিপূর্ণ।"

رَبِّ اِنِّيْ اِدَّخَرْتُ عِنْدَكَ - اَرْجُوْكَ مُدَّخَرُ

"যেন তাদের প্রত্যেকে বলছে, হে আমার রব! আমি তোমার কাছে আমার আমল জমা করছি। আমি আশা করছি এগুলো তোমার ওখানে জমা থাকবে।"

رَبِّ اِنِّيْ مُؤْمِنٌ بِمَا - بَيَّنَ الْوَحِيُ فِى السُّوَرِ

"হে রব! কুরআনের সূরাগুলোতে তোমার ওহী যা কিছু বর্ণনা করেছে তার সবকিছু আমি বিশ্বাস করি।"

وَاعْتِرَافِيْ بِتَرْكِ نَفْعِى - وَاِيْثَارِى الضُّرَرَ

"আর আমি আমার মুনাফাকে ছেড়ে ক্ষতিকে অগ্রাধিকার দেয়ার অন্যায়কে স্বীকার করছি।"

رَبِّ فَاغْفِرْلِيْ الْخَطِيْئَةَ - يَا خَيْرَ مَنْ غَفَرَ

"হে রব! হে উত্তম ক্ষমাকারী! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

এবছর রবীউল আউয়াল মাসের ১৬ তারিখ রাতে তিনি পিপাসার রোগে[1] মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াসিতে অবস্থানরত বাজকামের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন যাতে তাঁর ছোট ছেলে আবুল ফযলকে যুবরাজ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। জনগণ তাঁর ভাই আল-মুত্তাকী লিল্লাহ্ ইবরাহীম ইব্ন আল-মুকতাদিরের হাতে আনুগত্যের শপথ করেন। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত।

---

১. উদরী রোগে।

আল-মুত্তাকী লিল্লাহের খিলাফত

যখন তার ভাই আর-রাদী ইন্তিকাল করেন, কাযীগণ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি বাজকামের ঘরে একত্রিত হন এবং পরামর্শ করতে থাকেন কাকে তাদের খলীফা নির্বাচন করা যায়। তাঁরা সকলেই আল-মুত্তাকীর ক্ষেত্রে একমত হন। তাঁরা তাঁকে রাজধানীতে হাযির করান এবং তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি দুই রাকআত ইস্তিখারার সালাত আদায় করেন। তিনি ছিলেন মাটিতে। এরপর তিনি সালাত সমাপ্তির পর চেয়ারে উপবেশন করেন এবং পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এবছর রবীউল আউয়াল মাসের ২০ তারিখ বুধবার দিন জনগণ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। কারো প্রতি তিনি কোন পরিবর্তন আনেননি। কারো সাথে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তিনি এমনকি তার গোপনীয় বিভাগেও কোন পরিবর্তন সাধন করেননি এবং কোন পর্দার ব্যবস্থাও করেননি। তিনি তার নামের অর্থের ন্যায় আল্লাহ্‌র প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন, সালাত আদায় করতেন ও ইবাদতে মশগূল থাকতেন। তিনি বলতেন, আমি কোন প্রকার সাথী কিংবা গল্পগুজবকারী চাই না। আমার সাথী হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার কালামে পাকই যথেষ্ট। আমি কুরআন ব্যতীত অন্য কোন সাথী চাই না। সাথী, গল্পগুজবকারী, কবি ও উযীরগণ তাঁর থেকে বিদায় নিলেন। তারা আমীর বাজকামের সাথে মিলিত হন। তাঁর সাথে তারা উপবেশন করতেন, গল্পগুজব করতেন ও তাঁর কাছে কবিতা পাঠ করতেন। তারা যা কিছু বলতেন তার অধিকাংশই অনারবী হওয়ার কারণে তিনি বুঝতেন না। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন চিকিৎসক সিনান ইব্‌ন সাবিত আল-সাবী। বাজকাম তার কাছে তার নিজের মধ্যে বিদ্যমান খিটখিটে ও রাগী মেজায সম্বন্ধে অভিযোগ করতেন। সিনান তাঁর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করতে চেষ্টা করতেন ও তাঁর ক্ষিপ্রতা শান্ত করতে চেষ্টা করতেন। তার অন্তরকে প্রশিক্ষণ দিতেন যাতে রক্তপাতের দরুন তার মধ্যে সৃষ্ট বর্বরতা দূর করে প্রশান্তি প্রদান করতে পারেন।

আল-মুত্তাকী লিল্লাহ্ ছিলেন চমৎকার চেহারার অধিকারী। তার অবয়ব ছিল মাঝারি ধরনের ও নাক ছিল ছোট। তার গায়ের বর্ণ ছিল লাল মিশ্রিত সাদা এবং তাঁর চুলে ছিল সাদা লালের সংমিশ্রণ ও তা ছিল কুঁকড়ানো। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন, চোখগুলো ছিল সুনীল কৃষ্ণবর্ণ। তিনি ছিলেন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণকারী। তিনি কখনও মদ কিংবা নাবীয স্পর্শ করেননি। তাঁর মধ্যে তাঁর নাম ও কাজের মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা। আল-মুত্তাকী যখন খিলাফত সম্বন্ধে দৃঢ়তা অর্জন করেন বাজকামের কাছে দূত ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন তখন তিনি ছিলেন ওয়াসিতে। আল-মুত্তাকীর খলীফা হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

এবছর আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী ও বাজকাম আহওয়াযের আশেপাশে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাজকাম যুদ্ধে নিহত হন এবং আল-বারীদী তার উপর জয়লাভ করেন। আর এতে তার ক্ষমতা

বৃদ্ধি পায়। খলীফা বাজকামের সমস্ত সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের পরিমাণ এক খাতে ছিল দশ লাখ দীনার এবং অন্য এক খাতে ছিল এক লাখ দীনার। বাজকামের সময়কাল বাগদাদে ছিল মাত্র ২ বছর ৮ মাস ৯ দিন। এরপর বারীদী বাগদাদ দখল করার চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তখন আল-মুত্তাকী সেনাবাহিনী গঠনের কাজে প্রচুর অর্থ খরচ করেন যাতে তারা তাকে একাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। সুতরাং খলীফা নিজেই একাজের জন্য রওয়ানা হন। তিনি পথের মাঝামাঝি চলে যান যাতে তিনি তাকে বাগদাদ প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। কিন্তু আল-বারীদী তার বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হন এবং রমাযানের ২ তারিখ তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন ও আশ-শাফী নামক স্থানে অবতরণ করেন। যখন আল-মুত্তাকী এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হলেন তখন তিনি তাকে স্বাগত জানাবার জন্য দূত পাঠালেন, তাঁর কাছে খাদ্য খাবার পাঠালেন এবং তাকে উযীরের পদ অর্পণ করেন তবে আমীরুল উমারা (আমীরদের আমীর) পদটি অর্পণ করেননি। তখন আল-বারীদীও দূত পাঠান এবং আল-মুত্তাকী থেকে পাঁচ লাখ দীনার দাবী করেন। খলীফা তা দিতে অস্বীকার করেন। আল-বারীদী আবার দূত পাঠান এবং খলীফাকে বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন আর পূর্বেকার খলীফা যথা মুয়িয, মুসতায়ীন, মুহতাদী ও আল-কাহিরের ভাগ্যে যা ঘটেছে তার ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটবে বলে হুমকি দেন যদি তিনি এ চাঁদা না দেন। তাদের মধ্যে বার বার দূত বিনিময় হয়। শেষ পর্যন্ত খলীফা তার কাছে লোক প্রেরণ করে কঠোরভাবে অস্বীকার করেন। বাগদাদে খলীফা ও আল-বারীদীর মধ্যে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। এরপর আল-বারীদী ওয়াসিতের দিকে চলে যান। তার কারণ হল দায়লামী সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে এবং তাদের নেতা কূরতাকীনের কাছে তার নির্দেশনার জন্য জড়ো হয়। তারা আল-বারীদীর ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেবার সংকল্প করে। আল-বারীদীর সৈন্যদের একাংশ আল-বারীদী থেকে ঘৃণাভরে পৃথক হয়ে যায়। তাদেরকে আল-বাজকামী বলা হত। কেননা আল-বারীদী যখন খলীফা থেকে অর্থ গ্রহণ করেন তখন তিনি তার থেকে তাদেরকে কিছুই দেননি। বাজকামীদের অন্য একটি দলও তার সাথে মতবিরোধ করে। আর তারা হল দায়লামী। তারা এখন দুইটি দল একত্র হয়ে আল-বারীদীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। রমাযান শেষ হবার দিন আল-বারীদী পরাজিত হয়ে বাগদাদ ত্যাগ করেন। বাগদাদের যাবতীয় বিষয়ে কূরতাকীন শাসক নিযুক্ত হন ও তিনি খলীফা আল-মুত্তাকীর কাছে প্রবেশ করেন। তাকে খলীফা আমীরদের আমীর (প্রধান আমীর) নিযুক্ত করেন এবং তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। আল-মুত্তাকী আলী ইব্ন ঈসা ও তার ভাই আবদুর রহমানকে ডাকেন এবং আবদুর রহমানকে উযীর নাম না দিয়ে যাবতীয় বিষয়ের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এরপর কূরতাকীন তুর্কীদের সর্দার বাজকামের গোলাম বাকবাককে গ্রেফতার করেন ও তাকে ডুবিয়ে মারেন। তারপর জনসাধারণ দায়লামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। কেননা তারা জনসাধারণের ঘর-বাড়ি জবর দখল করে নিত। তাই তারা কূরতাকীনের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে, কিন্তু কূরতাকীন তাদের

কোন প্রতিকার করেননি। সুতরাং জনসাধারণ তাদের খতীবদেরকে মসজিদে সালাত পড়াতে নিষেধ করে। ফলে দায়লাম ও জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। উভয় পক্ষের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয় ও বহুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। খলীফা সিরিয়ার গভর্নর আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন রায়িককে পত্র লেখেন এবং তাঁকে দায়লামী ও আল-বারীদীদের থেকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানান। ইব্‌ন রায়িক বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে রমাযানের ২০ তারিখ বাগদাদ রওয়ানা হন। আর তার সাথে ছিল তুর্কী বাজকামীদের বহু লোক। তিনি যখন মাওসিল পৌঁছেন তখন নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দুপক্ষের মাঝে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তারা সন্ধি করেন। ইব্‌ন হামাদানের এক লাখ দীনার প্রদান করা হয়। ইব্‌ন রায়িক যখন বাগদাদের নিকটবর্তী হন তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কূরতাকীন একটি বিরাট সৈন্য দল নিয়ে এগিয়ে আসেন। পশ্চিম দিক দিয়ে ইব্‌ন রায়িক বাগদাদে প্রবেশ করেন। আর কূরতাকীন তার সৈন্য দল নিয়ে পিছিয়ে যান এবং পূর্ব দিক দিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন। এরপর তারা যুদ্ধ করার জন্য বাগদাদে সারিবদ্ধ হন। জনসাধারণ কূরতাকীনের বিরুদ্ধে ইব্‌ন রায়িককে সাহায্য-সহায়তা করে। দায়লামীরা পরাজিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে বহু লোক নিহত হয়। কূরতাকীন পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। ইব্‌ন রায়িকের বিষয়টি সুদৃঢ় হয় এবং খলীফাও তাঁকে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারা দুজন আনন্দে দাজলায় গমন করেন। এভাবে ইব্‌ন রায়িক কূরতাকীনের উপর জয়লাভ করেন এবং তাকে রাজধানীতে বন্দীশালায় বন্দী করে রাখেন।

ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জুমআর দিন লোকজন জুমআর সালাত আদায় করার জন্য বুরাছার জামে মসজিদে উপস্থিত হন। এ জামে মসজিদকে আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেননা একবার তিনি এ মসজিদে অতর্কিতে উপনীত হন এবং সেখানে একদল শীআকে দেখতে পান। তারা ঐখানে একত্রিত হয়ে গালি-গালাজ করছিল। মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে থেকে যায় তবে আর-রাদীর যুগে বাজকাম এটাকে পুনরায় নির্মাণ করেন। এরপর আল-মুত্তাকী এখানে একটি মিম্বর তৈরি করার হুকুম দেন যেখানে আর-রশীদের নাম খোদাই করা ছিল। এ মসজিদে জনগণ জুমআর সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন, '৪৫০ হিজরী পর্যন্ত সেখানে সালাত আদায় করা হত।

বর্ণনাকারী আরো বলেন : এবছর জমাদিউছ ছানী মাসের ৭ তারিখের রাতটি ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, বজ্র ও বিদ্যুতের রাত। মনসূর প্রাসাদের সবুজ গম্বুজ ধসে পড়ে। আর এ গম্বুজটি ছিল বাগদাদের মুকুট এবং বনূ আব্বাসের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তাদের প্রথম খলীফা এটা নির্মাণ করেছিলেন। এটার তৈরি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্যকার সময় হল ১৮৭ বছর।

এ বছরের অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ও পরবর্তী বছরের জানুয়ারী মাস অতিবাহিত হয় কিন্তু কোন প্রকার বৃষ্টি হয়নি। একবার হয়েছিল কিন্তু তাকে মৃত্তিকা সিঞ্চিত হয়নি। বাগদাদে

জিনিস পত্রের মূল্য বেড়ে যায় এমনকি ৬ গাধার বোঝা গম শস্য ১৩০ দীনারে বিক্রি হয়। মানুষ গণহারে মৃত্যুবরণ করতে থাকে এমন একদল লোককে গোসল ও জানাযার সালাত ব্যতীত একটি গণ কবরে দাফন করা হয়। জমিন ও আসবাব পত্র সস্তা দরে বিক্রি হতে থাকে এমনকি অন্য সময়ে এক দীনার যা খরিদ করা যেত তখন মাত্র এক দিরহামে তা খরিদ করা যেত। একজন মহিলা স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে হুকুম দিচ্ছেন লোকজন যেন ইসতিসকার সালাত আদায় করার জন্য ময়দানে বের হয়ে পড়ে। খলীফা এ হুকুম মান্য করার জন্য আদেশ দেন। লোকজন সালাত আদায় করেন এবং পানির জন্য দুআ করেন। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। ফুরাত নদী এত স্ফীত হয়ে ওঠে যে কোনো দিন এরূপ দেখা যায়নি। আল-আব্বাসিয়া শহর ডুবে যায়। পানি বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় ঢুকে যায় নতুন ও পুরাতন সব ধরনের পুল ধসে পড়ে। খুরাসানের একটি কাফেলায় কুর্দীরা ডাকাতি করে। তারা তাদের বহু সম্পদ নিয়ে নেয় যার মূল্য ছিল তিন হাজার দীনার। তার অধিকাংশ ছিল বাজকাম তুর্কীর সম্পদ। লোকজন হজ্জ করার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। তারপর মদীনা মুনাওয়ারায় একজন আলবী লোক বিদ্রোহ করায় তারা রাস্তা থেকে ফিরে আসেন। ঐ ব্যক্তিটি জনগণকে দাওয়াত দেন যেন তাকে খলীফা বলে তারা স্বীকৃতি দেয়। তিনি বর্তমান খলীফার অবাধ্য হয়ে পড়েন।

এবছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আহ্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন তাযমুরদ

তিনি একজন ফকীহ ছিলেন। তিনি ইব্ন সুরায়জের একজন সাথী ছিলেন। একবার তিনি হাম্মাম থেকে বাইরের দিকে আসেন। হাম্মাম তার উপর ধসে পড়ে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান।

বাজকাম আত-তুর্কী

বনূ বুওয়ায়হ-এর পূর্বে তিনি ছিলেন বাগদাদে আমীরদের আমীর (প্রধান আমীর)। তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। আরবী ভাষা তিনি বুঝতেন কিন্তু এ ভাষায় তিনি কথা বলতেন না। তিনি বলতেন, আমি ভয় করছি আমি কোন ভুল করি নাকি। কেননা রাষ্ট্রপ্রধানের ভুল করা দূষণীয়। এতদসত্ত্বেও তিনি বিদ্যা এবং বিদ্বানদের পছন্দ করতেন। তিনি বহু সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি বেশি বেশি সদকা করতেন। বাগদাদের হাসপাতালের নির্মাণ কাজ তিনি শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তারপর আযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ তা পুনঃনির্মাণ করেন। বাজকাম বলতেন, ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে বাদশার জন্য লাভ। তিনি বহু সম্পদ ময়দানে পুঁতে রাখতেন। যখন তিনি মারা যান কেউ জানত না এগুলো কোথায় রাখা হয়েছিল। আর-রাদীর সাথীরা বাজকামের নির্দেশনার উপর নির্ভর করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন ওয়াসিতে। তিনি তাদেরকে খলীফা থেকে আট লাখ দীনার জরিমানা আদায় করে

দেন। তারা তাকে খলীফার ন্যায় কিচ্ছা কাহিনী শুনাতেন। তারা যা কিছু বলতেন তার অধিকাংশই তিনি বুঝতেন না। চিকিৎসক সিনান ইব্ন সাবিত আস-সাবী তার মেজাজ তবীয়ত কোমল করার জন্য চেষ্টা করেন। ফলে তার মধ্যে নম্রভাব সৃষ্টি হয়, তার আচরণ সুমধুর হয়, কর্কশ ভাব হ্রাস পায়। কিন্তু এরপর তিনি আর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রবেশ করেন, তাঁকে নসীহত করেন ও তাঁকে কাঁদান। তাকে তিনি এক লাখ দিনার প্রদানের হুকুম দিলেন। দূত এগুলো নিয়ে তার সাথে মিলিত হন। বাজকাম তাঁর সাথীদের বলেন, আমি ধারণা করেছিলাম তিনি তা গ্রহণ করবেন না। তার ইচ্ছাও তিনি করবেন না। তিনি এ দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে কী করবেন? এ ব্যক্তি তো আল্লাহ্র ইবাদতে মশগূল। তিনি দিরহাম-দীনার দিয়ে কী করবেন? গোলামটি অতি দ্রুত ফিরে আসল কিন্তু তার সাথে আর কিছুই ছিল না। বাজকাম বললেন, হে গোলাম! তিনি কি তা গ্রহণ করেছেন? গোলাম বলল, হ্যাঁ। তখন বাজকাম বললেন, আমরা সকলেই শিকারী তবে জাল বিভিন্ন রকমের। তিনি এ বছর রজব মাসের ২৩ তারিখ ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল নিম্নরূপ : তিনি একদিন শিকারে বের হন। একদল কুর্দীর সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাদেরকে অপমান করেন। তারা তার সাথে যুদ্ধ করেন। তাদের এক ব্যক্তি তাকে আঘাত করে ও তাকে হত্যা করে। বাগদাদে তাঁর শাসনকাল ছিল ২ বছর ৮ মাস ৯ দিন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় ২০ লাখ দীনার মূল্যের সহায়-সম্পদ রেখে যান। সবটুকুই খলীফা আল-মুত্তাকী লিল্লাহ্ বাজেয়াপ্ত করে নেন।

আবূ মুহাম্মদ আল-বারবিহারী

তিনি একজন সংসার ত্যাগী আলিম ছিলেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ্ ছিলেন। তিনি একজন উপদেশ প্রদানকারী ছিলেন। তিনি আল-মারওয়াযী এবং সাহ্ল আত-তাসতারীর সাথী ছিলেন। পিতার মীরাছ (উত্তরাধিকার) থেকে দায়মুক্ত ছিলেন। মীরাছের পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার দীনার। কোন এক অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বিদআতী ও পাপীদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি। জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তাঁকে সম্মান করতেন। একদিন তিনি ওয়ায করছিলেন। এমন সময় তিনি হাঁচি দেন। এরপর উপস্থিত জনতা তাঁর হাঁচির জবাব দেন। তারপর তাদেরকে যারা শুনেন তারাও হাঁচির জবাব দেন। এভাবে সারা বাগদাদবাসীরা তাঁর হাঁচির জবাব দেন। এই সংবাদ কোলাহল রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। খলীফা এ নিয়ে ঈর্ষা করতে লাগলেন। সভাসদবর্গের কিছু সদস্য এ নিয়ে সমালোচনা করতে লাগলেন। খলীফা তাঁকে তলব করেন। তিনি বূরানের ভগ্নির কাছে এক মাস আত্মগোপন করে রইলেন। এরপর তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁর কাছেই ইন্তিকাল করেন। বূরান তাঁর খাদিমকে হুকুম দেন যেন সে তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাঁর জানাযার সালাত পড়ার সময়ে ঘরে বহু সাদা পোশাকধারী

লোকের সমাগম হয়। তিনি তাঁকে তাঁর কাছে দাফন করার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি তার গোলামটিকে অসিয়ত করেন যে, তাঁর মৃত্যু হলেও যেন তাঁর কাছে দাফন করা হয়। যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন তাঁর বয়স ছিল ৯৬ বছর। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আল-বাহলূল

তিনি হলেন আবূ বকর আল-আযরাক। তাঁকে আযরাক বলা হত কেননা তিনি ছিলেন নীলাভ চক্ষু বিশিষ্ট। তাঁর উপাধি ছিল আত-তানূখী। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান লেখক। তিনি তাঁর দাদা থেকে হাদীস শুনেন। তিনি আয-যুবায়র ইব্‌ন বাককার এবং আল-হুসায়ন ইব্‌ন আরাফা ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেন। তিনি সাদাসিধে ও বিলাস বর্জিত জীবন যাপন করতেন এবং বেশি বেশি সদকা করতেন। কথিত আছে যে, তিনি এক লাখ দীনার সদকা করেন। তিনি ছিলেন সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারী। তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্য হাফিযগণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য। এ বছরের যুলহজ্জ মাসে ৯২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

৩৩০ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর মুহাররম মাসে লেজ বিশিষ্ট এটি তারকা আকাশে দেখা দেয় যার মাথা ছিল পশ্চিম দিকে আর লেজ ছিল পূর্ব দিকে। আর এটা ছিল খুবই বড়। তার লেজটি ছিল বিস্তৃত। আর এটা অন্তর্হিত হওয়া পর্যন্ত ১৩ দিন বাকী ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রবীউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৬ উটের বোঝা গমের দাম ২০০ দীনারে পৌঁছে ছিল। দুর্বল দরিদ্ররা মৃত জানোয়ার খেতে বাধ্য হয়েছিল। চড়া মূল্য বজায় ছিল এবং লোকজনের অধিক হারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ঘটনাও বিদ্যমান ছিল। রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। জনসাধারণ রোগ-বালাই ও দারিদ্র্যের শিকার হয়েছিল। তারা মৃতদেরকে দাফন করা ছেড়ে দিয়েছিল, খেলাধুলা বর্জন করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বৃষ্টি এল যেন পানির মশকের মুখ দিয়ে পানি বর্ষিত হতে লাগল। দাজলার পানি ২৩ হাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইবনুল আছীর তাঁর কিতাব 'আল-কামিলে' উল্লেখ করেন আল-বারীদী ওয়াসিতের খাজনা আদায় বন্ধ করে দেয়ায় তার মধ্যেও মুহাম্মদ ইব্‌ন রায়িকের মধ্যে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেয়। এরপর ইব্‌ন রায়িক তাঁর দিকে রওয়ানা হন যেন তার কাছে যা কিছু সম্পদ রয়েছে তা হস্তগত করতে পারেন। দুইজনের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় ইব্‌ন রায়িক বাগদাদে ফিরে আসেন। সেনাবাহিনী তখন তার কাছে খাদ্য সরবরাহের জন্য নিবেদন করে। খাদ্য সরবরাহ করতে না পারায় তাঁর চরম দুদর্শা দেখা দেয়। তুর্কীদের একটি দল তাঁর পক্ষ ছেড়ে আল-বারীদীর পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে ইব্‌ন রায়িকের পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আল-বারীদী

বাগদাদের উযীর হওয়ার জন্য যোগাযোগ করেন। এরপর তার থেকে উযীরের নাম কেটে দেয়া হয়। তখন ইব্‌ন রায়িকের উপর আল-বারীদীর ক্রোধ চরম আকার ধারণ করে ও তিনি বাগদাদ হস্তগত করার সংকল্প করেন। তিনি তার ভাই আবুল হুসায়নকে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে বাগদাদে প্রেরণ করেন। ইব্‌ন রায়িক তখন খলীফার সাথে মিলিত হয়ে রাজধানীর হিফাযতে নিয়োজিত হন। পাথর নিক্ষেপকারী বড় যন্ত্র ও ছোট যন্ত্র স্থলে ও জলে অর্থাৎ দাজলায় স্থাপন করা হয়। বাগদাদবাসীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতদিন একে অন্যের সম্পদ লুটতরাজ করতে শুরু করে। আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদীর ভাই আবুল হুসায়ন তার সেনাবাহিনী নিয়ে বাগদাদ আগমন করেন। জনগণ তাদের সাথে দাজলায় জলে ও স্থলে যুদ্ধ করতে লাগল। পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করে। অন্যদিকে জনগণ মঙ্গা, মুসীবত ও ধ্বংসে উপনীত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন পড়া ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। এরপর খলীফা ও ইব্‌ন রায়িক পরাজয় বরণ করেন। খলীফার সাথে ছিলেন তাঁর পুত্র আবূ মনসূর। তার সাথে ছিল ২০ জন অশ্বারোহী সৈন্য। তারা মাওসিলের দিকে অগ্রসর হলেন। আবুল হুসায়ন রাজধানী দখল করে নেন। তার আশেপাশে যাদেরকে পেলেন তাদেরকে হত্যা করেন। তার সাথীরা রাজধানীতে লুটতরাজ করে এমনকি অন্দর মহলেও লুটপাট চলে। তবে তারা সাবেক খলীফা আল-কাহিরের উপর চড়াও হয়নি। কেননা তিনি ছিলেন অসহায় অন্ধ। তারা কূরতাকীনকে বন্দীশালা থেকে বের করেন। আবুল হুসায়ন তাকে আল-বারীদীর কাছে প্রেরণ করেন। এটাই ছিল তার সাথে তার শেষ দেখা। প্রকাশ্য দিবালোকে তারা বাগদাদে লুণ্ঠন কার্য পরিচালনা করে। আবুল হুসায়ন খাদিম মু'নিসের ঘরে অবতরণ করেন। সেখানে ইব্‌ন রায়িক বাস করতেন। তারা বাড়ি ঘরে অতর্কিতে হামলা করত এবং এগুলোতে যা কিছু সহায়-সম্পদ পেত লুট করে নিয়ে নিত। এভাবে দৈনন্দিন যুলুম বৃদ্ধি পেতে লাগল। দ্রব্য মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। আবুল হুসায়ন গম ও যবে শুল্ক ধার্য করেন। এভাবে বাগদাদবাসীরা তাদের কর্মদোষে ক্ষুধা ও ভয়ে করাল গ্রাসে নিমজ্জিত ছিল। আবুল হুসায়নের সাথে কারামাতীদের একটি বড় দলও সংযুক্ত হয়েছিল। তারা শহরে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। তাদের ও তুর্কীদের মধ্যে দীর্ঘায়িত তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তুর্কীরা জয়লাভ করে। তুর্কীরা তাদেরকে বাগদাদ থেকে বের করে দেয়। এরপর জনসাধারণ ও আবুল হুসায়নের লস্কর দায়লামের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবছর শাবান মাসে অবস্থা আবার প্রকট আকার ধারণ করে। রাজ্যের বাড়ি-ঘরগুলো লুণ্ঠিত হয়। দেশের বাসিন্দারা অতর্কিতে রাত-ও দিনের বেলায় আক্রান্ত হয়। আল-বারীদীর সৈন্যরা ছাউনির বাইরে চলে যায়। তারা গ্রামবাসীদের ফসলাদি ও প্রাণীসমূহ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এরূপ যুলুম ও অত্যাচার সংঘটিত হয় যার উদাহরণ আর কখনও শোনা যায়নি। ইবনুল আছীর বলেন, আমরা এসব ঘটনা এজন্য বর্ণনা করলাম যাতে যালিমরা বুঝতে ও জানতে পারে যে তাদের দুষ্কর্মের ধারা এরূপে চলে আসছে এবং আল্লাহ্র যমীনে তার নমুনা তাদের পরেও বাকী রয়ে যায়। আর লিখিতভাবেও তাদের অত্যাচারের

কাহিনী লিপিবদ্ধ থেকে যায় যাতে তারা এগুলোর মাধ্যমে নসীহত গ্রহণ করে। তারা এগুলোর মাধ্যমে দুর্নামের অংশীদার হয় ও তাদের দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়। এটা তাদের জন্য দুনিয়াতে অপমান। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত। যদি তারা আল্লাহ্র ভয়ে যুলুম ত্যাগ না করে তাহলে এ ভয়ও তারা হয়ত যুলুম ত্যাগ করতে পারে। খলীফা বাগদাদে অবস্থানকালে আল-বারীদীর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য মাওসিলের নায়িব নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদানের কাছে দূত প্রেরণ করেন। এরপর নাসিরুদ্দৌলা তার ভাই সায়ফুদ্দৌলাকে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে প্রেরণ করেন। যখন তিনি 'তিকরীত" পৌঁছেন তখন দেখা গেল যে, খলীফা ও ইব্ন রায়িক ইতিমধ্যে পলায়ন করেছেন তখন সায়ফুদ্দৌলা তাদেরকে নিয়ে তার ভাইয়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন। সায়ফুদ্দৌলা খলীফার খুবই খিদমত করেন। যখন তাঁরা মাওসিলে পৌঁছলেন তখন নাসিরুদ্দৌলা মাওসিল থেকে বের হয়ে পড়েন ও তার পূর্বাংশে অবতরণ করেন এবং খলীফার কাছে উপঢৌকন ও খাবার সামগ্রী প্রেরণ করেন কিন্তু ইব্ন রায়িকের হিংসার ভয়ে খলীফার কাছে উপস্থিত হননি। তখন খলীফা তাঁর পুত্র আবূ মনসূরকে এবং তাঁর সাথে ইব্ন রায়িককে নাসিরুদ্দৌলার অভিবাদনের জন্য প্রেরণ করেন। খলীফা পুত্র তার কাছে আগমন করেন তখন নাসিরুদ্দৌলা খলীফা পুত্রের মাথার উপর সোনা-রূপা ছড়িয়ে দেবার হুকুম দেন। তারা দুজনই নাসিরুদ্দৌলার কাছে কিছুক্ষণ বসলেন। এরপর তাঁরা দাঁড়ালেন এবং প্রত্যাবর্তন করতে উদ্যত হলেন। খলীফা পুত্র রওয়ানা হলেন ইব্ন রায়িকও তাঁর সাথে রওয়ানা হবার সংকল্প প্রকাশ করেন। নাসিরুদ্দৌলা তাকে বললেন, আজ আপনি আমার কাছে অবস্থান করুন তাহলে আমরা আমাদের এ ব্যাপারে কী করতে পারি এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারব। তিনি খলীফা পুত্র নিয়ে তার কাছে ওজর পেশ করতে লাগলেন। তিনি ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এবং ভয় করতে লাগলেন। তখন ইব্ন হামাদান তার আস্তিন চেপে ধরলেন। ইব্ন রায়িক তার থেকে আস্তিন ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করেন তাতে তার আস্তিন ছিঁড়ে যায়। তিনি অতি দ্রুত ঘোড়ায় আরোহণ করেন তাতে তিনি ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে যান। এরপর নাসিরুদ্দৌলা তাকে হত্যার হুকুম দেন এবং তাকে এভাবে হত্যা করা হয়। এ ঘটনাটি এ বছরের রজব মাসের ২৩ তারিখ সোমবার দিন সংঘটিত হয়েছিল। তারপর খলীফা ইব্ন হামাদানের কাছে দূত প্রেরণ করেন ও তাকে উপস্থিত করান। তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন এবং সেইদিনেই তাঁকে নাসিরুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। তাঁকে আমীরুল উমারা (আমীরদের আমীর) নিযুক্ত করেন। তাঁর ভাই আবুল হাসানকেও উপঢৌকন প্রদান করেন এবং সেই দিনেই তাকে সায়ফুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। যখন ইব্ন রায়িক নিহত হন এবং তাঁর নিহত হওয়ার খবরটি মিসরের শাসনকর্তা আল-আখশীদ মুহাম্মদ ইব্ন তাগাজের কাছে পৌঁছে তখন তিনি দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান এবং ইব্ন রায়িকের নিযুক্ত নায়িব মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযদাদ থেকে বিনা বাধায় দামেশক দখল করে নেন। তার নিহত হওয়ার খবরটি যখন বাগদাদে পৌঁছে অধিকাংশ তুর্কী

আবুল হুসায়ন আল-বারীদী থেকে তার দুর্ব্যবহার ও দূষণীয় মনোবৃত্তির কারণে পৃথক হয়ে যায়। তারা খলীফা ও ইব্ন হামাদানের পক্ষ অবলম্বন করে। তাদের দ্বারা খলীফা ও ইব্ন হামাদানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি ও খলীফা বাগদাদে গমন করেন। যখন তারা বাগদাদের নিকটবর্তী হন তখন আল-বারীদীর ভাই আবুল হুসায়ন বাগদাদ থেকে পলায়ন করেন এবং খলীফা আল-মুত্তাকী ও তার সাথে হামাদানের সদস্যগণ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল শাওয়াল মাসে। এরপর মুসলমানগণ অত্যন্ত খুশি হন। খলীফা তাঁর পরিবারের কাছে লোক প্রেরণ করেন তাদেরকে তিনি সামাররায় প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে আনেন। আর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যারা বাগদাদ ত্যাগ করেছিলেন তারা বাগদাদে ফিরে আসেন। খলীফা আবূ ইসহাক আল-কারারীতীকে উযারতের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ফেরত ডাকেন। বাগদাদের দুই অংশের পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তূযূনকে। নাসিরুদ্দৌলা তাঁর ভাই সায়ফুদ্দৌলাকে বিরাট সৈন্য দলসহ আল-বারীদীর ভাই আবুল হুসায়নের পিছনে প্রেরণ করেন। তিনি আল-মাদায়িনের কাছে তার সাথে মিলিত হন। উভয় দলের মধ্যে বেশ কয়েকদিন যাবৎ তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত আবুল হুসায়ন পরাজয় বরণ করে ওয়াসিতে অবস্থানরত তার ভাই আল-বারীদীর কাছে গমন করেন। নাসিরুদ্দৌলা স্বয়ং রওয়ানা হয়ে যান এবং নিজের ভাইকে শক্তিশালী করার জন্য মাদায়িনে অবতরণ করেন। সায়ফুদ্দৌলা একবার আল-বারীদীর ভাইয়ের কাছে পরাজিত হন। তার ভাই তাকে ফেরত ডাকেন এবং তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ফলে আল-বারীদী পরাজয় বরণ করেন এবং তার সঙ্গীদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বন্দী করা হয়। আর তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়। এরপর নাসিরুদ্দৌলা তার ভাই সায়ফুদ্দৌলাকে আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য ওয়াসিতে প্রেরণ করেন। আল-বারীদী তাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন। তার ভাই বসরা চলে যান এবং ওয়াসিতকে সায়ফুদ্দৌলার কাছে হস্তান্তর করা হয়। আল-বারীদীর সাথে তার ঘটনা প্রবাহ পরবর্তী বছরের ঘটনা প্রবাহে বর্ণনা করা হবে।

তবে নাসিরুদ্দৌলা বাগদাদে ফিরে আসেন এবং যিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখ তিনি সেখানে প্রবেশ করেন। তাঁর সামনে ছিল উটের উপর কয়েদীরা। মুসলমানগণ খুশি হন ও শান্তি লাভ করেন। নাসিরুদ্দৌলা জনহিতকর কাজে মনোযোগ দেন এবং দীনারের মূল্যমান স্থিতিশীল করেন। কেননা তিনি দেখতে পেলেন যে দীনারের মূল্যমান পূর্বের চেয়ে বিকৃতরূপ ধারণ করেছে। তিনি এরূপ মুদ্রা (দীনার) প্রবর্তন করেন যার নাম দেয়া হয় 'আল-ইবরীযীয়া।' প্রতি দীনার বিক্রি হত ১৩ দিরহামে। অথচ পূর্বে বিক্রি হত ১০ দিরহামে।

খলীফা বদর আল-খুরশানীকে দারোয়ানী পদ থেকে বরখাস্ত করে উক্ত পদে সালামা আত-তূলূনীকে নিযুক্ত করেন। আর বদরকে আল-ফুরাতের রাস্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সে আল-আখশীদের কাছে চলে যায়। তিনি তাকে সম্মান করেন এবং দামেশকের নায়িব নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি মারা যান।

এবছর রোমান সৈন্যদল হালবের নিকট পৌঁছে যায়, তারা বহু লোককে হত্যা করে এবং প্রায় ১৫ হাজারকে বন্দী করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এবছর তরসূসের নায়িব রোমের শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে প্রসিদ্ধ রোমান ফৌজী জেনারেলদের থেকে অনেককে হত্যা, অনেককে বন্দী করেন। বহু গনীমত লাভ করেন। এছাড়া অন্য বহু লোককে হত্যা ও বন্দী করেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব আন-নাহর জূরী

তিনি একজন সূফী উস্তাদ ছিলেন। তিনি আল-জুনায়দ ইব্ন মুহাম্মদও সাথী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সূফী ইমাম। মৃত্যু পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। তাঁর চমৎকার বাণীসমূহের একটি হল : দুনিয়ার ময়দান পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা যায় আর আখিরাতের ময়দান অন্তর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়।

আল-হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবান

তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ আদ-দাব্বী আল-কাযী আল-মুহামিলী। তিনি একজন শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তিনি একজন মুহাদ্দিসও ছিলেন। অনেকের কাছ থেকে হাদীস শুনেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইব্ন উয়ায়না-এর ৭০ জন সাথীকে তিনি পেয়েছেন। ইমামদের একটি জামাআত থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর মজলিসে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হত। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, দীনদার, ফকীহ এবং মুহাদ্দিস। তিনি ৬০ বছর কূফায় কাযী ছিলেন। পারস্য ও অন্যান্য এলাকার কাযীর দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করা হয়েছিল। তারপর তিনি সবগুলো থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ঘরে বসে যান। হাদীস শোনা এবং শোনানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যান। এবছর রবীউছ ছানী মাসে ৯৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনিও একজন বিশিষ্ট শীআ একদিন লোকদের সামনে মুনাযারা করেন। শীআ ব্যক্তিটি বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার ও হুনায়নের যুদ্ধে আলী (রা)-এর অবস্থান ও সাহসিকতার কথা উল্লেখ করছিলেন। এরপর তিনি মুহামিলীকে বলেন, তুমি কি এগুলো সম্বন্ধে জান? তিনি বলেন, হ্যাঁ তবে তুমি কি জান হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বদরের দিন কোথায় ছিলেন? তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মাচার মধ্যে হিফাযতকারী সর্দারের ভূমিকা পালন করছিলেন আর আলী (রা) ছিলেন মল্লযুদ্ধে মগ্ন। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তিনি পরাজয় বরণ করেছেন কিংবা নিহত হয়েছেন তাহলে তার কারণে সেনাবাহিনী অপমানিত হত না। শীআ লোকটি চুপ হয়ে গেলেন। মুহামিলী বলেন, হযরত আলী (রা)-কে যারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে দিয়েছিলেন তারা আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে সালাত, যাকাত ও অযূ সম্বন্ধে বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁরা তাকে আবু বকর (রা) থেকে অগ্রে স্থাপন করেছেন। যেহেতু তার কোন সম্পদ ছিল না, গোলাম ছিল না কিংবা তার কোন পিতৃ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন ছিল না অন্য দিকে

আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হিফাযত করছিলেন, তাঁর থেকে শত্রু প্রতিরোধ করছিলেন, ইমামতিতে তারা তাকে সামনে দিয়েছিলেন। কেননা তাঁরা জেনেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে উত্তম। এবারও শীআ লোকটি চুপ হয়ে গেলেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহল

তিনি হ্‌লেন আবুল হাসান আস-সায়িগ। তিনি একজন সংসারত্যাগী, ইবাদতগুযার ও কারামতের অধিকারী ছিলেন। মুমশাদ আদ-দীনাওয়ারী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি এ আবুল হাসানকে প্রচণ্ড গরমের দিন ময়দানে সালাত আদায় করতে দেখেন। শকুন তাঁর উপর পাখা বিস্তার করে ছায়া দিয়ে তাঁকে গরম থেকে রক্ষা করছিল।

ইবনুল আছীর বলেন, এবছর আবুল হাসান আলী ইব্‌ন ইসমাঈল আল-আশতারী ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন বিখ্যাত ইলমে কালামবিদ ছিলেন। তাঁর জন্ম ছিল ২৬০ হিজরী সালে। তিনি ছিলেন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর বংশধর। ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতে আল-আশআরী ২২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ঐ হিজরী সালের ঘটনাসমূহে তাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা রাখা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন আন-নদর আল-হারবী

তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর জন্ম ছিল ২২৯ হিজরীতে। তিনি ইমাম আশ-শাফিঈ (র)-এর সাথী আর-রাবী ইব্‌ন সুলায়মান থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, এবছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আরো হ্‌লেন : আবূ হামিদ ইব্‌ন বিলাল, যাকারিয়া ইব্‌ন আহ্‌মদ আল-বালখী, হাফিয আবদুল গাফির ইব্‌ন সালামা এবং বাগদাদের আমীর মুহাম্মদ ইব্‌ন রায়িক।

আবূ সালিহ মুফলিহ আল-হাম্বলী

তিনি দামেশকের পূর্বে দরজার বাইরে অবস্থিত আবূ সালিহ মসজিদের ওয়াক্‌ফকারী। তাঁর ছিল বহু কারামত, অবস্থাদি ও মর্যাদাসমূহ। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ সালিহ মুফলিহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মুতাআব্বিদ। তার সাথেই দামেশকের পূর্ব দরজার বাইরে মসজিদটি সম্পর্কিত। তিনি আশ-শায়খ আবূ বকর ইব্‌ন সাঈদ হামদূনা আদ-দামেশকীর সাহচর্যে ছিলেন এবং তাঁর থেকে আদব শিখেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা বর্ণনা করেন তাঁরা হলেন : আল-মুয়াহ্‌হিদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আল-বাররী, আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আল-আজ্জাহ, মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক আবূ বকর ইব্‌ন দাউদ আদ-দীনাওয়ারী আদ-দাকী। হাফিয ইব্‌ন আসাকির আদ-দাকীর মাধ্যমে শায়খ আবূ সালিহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার 'লুকাম' পাহাড়ে পদচারণা করছিলাম এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের খোঁজ করছিলাম। এরপর আমি এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি একটি পাথরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন আর তাঁর মাথাটি

ছিল ঝুঁকানো। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি এখানে কী করছেন? তিনি বললেন, আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি ও লক্ষ্য রাখছি। আমি তাঁকে বললাম, আমিতো আপনার সামনে কোন বস্তু দেখছি না যার দিকে আপনি নজর করে রয়েছেন কিংবা এটা প্রতি লক্ষ্য রাখছেন তবে আপনার সামনে রয়েছে এসব অবাধ্য ব্যক্তি ও পাথর। তখন তিনি বললেন, বরং আমি আমার কলবের চিন্তাধারাসমূহের প্রতি নজর করছি এবং আমার প্রতিপালকের আদেশসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখছি। আমি তোমাকে আমার সম্বন্ধে যে ব্যাপারে খবর দেব তার থেকে কি তোমার চোখ ফিরিয়ে রাখবে? আমি তাঁকে বললাম, হ্যাঁ তবে তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর যাতে আমি উপকৃত হতে পারি যদিও তোমার কাছ থেকে আমি চলে যাব। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কারো দরজা আঁকড়ে ধরে সে তার খিদমতে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারবে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করবে সে বেশি বেশি অনুতপ্ত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা অবলম্বন করবে সে দৈন্য-দারিদ্র্য থেকে নিরাপদ থাকবে। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। আবূ সালিহ বলেন, আমার ৬ দিন কিংবা ৭ দিন এমনও কেটেছে যে, আমি কিছুই পানাহার করিনি। আমি একবার অত্যন্ত পিপাসা অনুভব করি এবং মসজিদের পেছনে অবস্থিত নদীতে গমন করি। তারপর আমি নদীর পাড়ে বসে পানির দিকে তাকালাম এবং আল্লাহ্র বাণী স্মরণ করতে লাগলাম : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ "তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।" (সূরা হূদ : ৭) এরপর আমার থেকে পিপাসা দূর হয়ে যায়। আমি এরূপ পূর্ণ ১০ দিন অতিবাহিত করলাম। তিনি আরও বলেন, আমি একবার ৪০ দিন যাবৎ পানি পান করিনি। এরপর পানি পান করেছিলাম। এক ব্যক্তি আমার উচ্ছিষ্ট পানি গ্রহণ করে। এরপর সে তার স্ত্রীর কাছে গমন করে এবং বলে, এমন ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট পানি পান করা যিনি ৪০ দিন যাবৎ কোন পানি পান করেননি। আবূ সালিহ বলেন, এ তথ্যটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারেনি। আবূ সালিহের বাণীসমূহ থেকে কয়েকটি হল :

দুনিয়া কলবসমূহের কাছে হারাম কিন্তু নফসসমূহের কাছে হালাল। কেননা এমন প্রত্যেকটি বস্তুর দিকে তোমার মাথার চোখ দ্বারা নজর করা হালাল তার দিকে কলবের চোখ দ্বারা নজর করা হারাম। তিনি আরো বলতেন, মানুষের শরীর তার কলবের মধ্যে পোশাক স্বরূপ, আবার কলব, ফুয়াদ বা অন্তরের জন্য পোশাক স্বরূপ। পুনরায় অন্তর যমীর বা দেলের জন্য পোশাক স্বরূপ, আবার দেল সির বা ভেদের জন্য পোশাক স্বরূপ, পুনরায় ভেদ মা'রিফাতের পোশাক স্বরূপ। আবূ সালিহ (র) বহু কৃতিপূর্ণ কার্যকলাপের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন। এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

৩৩১ হিজরী সন

এবছর সায়ফুদ্দৌলা ওয়াসিতে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে সেখানে আল-বারীদী ও তাঁর ভাই আবুল হুসায়ন পরাজয় বরণ করেছেন। এরপর তুর্কীরা সায়ফুদ্দৌলার বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে,

তখন তিনি বাগদাদের উদ্দেশ্যে তথা থেকে পলায়ন করেন। তাঁর এ পলায়নের খবর তাঁর ভাই আমীরুল উমারার কাছে পৌঁছার পর তিনি বাগদাদ থেকে মাওসিলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। তারপর তাঁর ঘর-বাড়িতে লুটতরাজ সংঘটিত হয়। বাগদাদে তাঁর প্রভাব ও আধিপত্য ছিল মাত্র ১৩ মাস ৫ দিন। তাঁর বের হয়ে যাওয়ার পর তার ভাই সায়ফুদ্দৌলা তথায় আগমন করেন এবং 'বাবে হারব' নামক স্থানে তিনি পৌঁছেন। তিনি খলীফাকে অনুরোধ করেন যেন তূযূনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে তিনি সহায় সম্পদ দ্বারা সাহায্য করেন। তখন খলীফা তাঁর কাছে চার লাখ দিরহাম প্রেরণ করেন। তিনি তা তার সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তিনি তূযূনের আগমনের কথা শুনে বাগদাদ ত্যাগ করেন। রমাযানের ২৫ তারিখ তূযূন বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলীফা তূযূনকে উপঢৌকন প্রদান করেন ও তাঁকে আমীরুল উমরা (আমীরদের আমীর, তথা প্রধান আমীর) নিযুক্ত করেন। তখন তিনি বাগদাদে স্থিতিশীল হলেন। এ সময়ে আল-বারীদী ওয়াসিতে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে তূযূনের সাথীদের প্রত্যেককে বের করে দেন। সায়ফুদ্দৌলার ছুমাল নামক গোলাম তূযূনের কাছে বন্দী ছিল তিনি তাকে তার মনিবের কাছে প্রেরণ করেন যাতে সে তার অবস্থা সম্বন্ধে তার মনিবকে বিস্তারিত জানাতে পারে ও তার ব্যাপারটি হামাদানের বংশধরদের কাছে উল্লেখ করতে পারে।

এবছর নাসা নামক শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পন সংঘটিত হয়। ফলে বহু ইমারাত ধসে পড়ে আর এর কারণে বহু লোকের মৃত্যু হয় ও অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বাগদাদে জীবন বিধ্বংসী প্রচণ্ড গরম হাওয়া দেখা দেয়। আর সফর মাসে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, রোমানরা 'আরযান' ও 'মিয়াফারকীন' নামক স্থানদ্বয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। তবে তাদেরকে অনিষ্ট সাধনের পূর্বেই বন্দী করা হয়েছে।

এবছর রবিউছ ছানী মাসে আবূ মনসূর ইসহাক ইব্‌ন খলীফা আল-মুত্তাকী বিল্লাহ্ আলাবিয়া বিন্‌ত নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদানকে এক লাখ দীনার ও দশ লাখ দিরহাম মহরানায় বিয়ে করেন। ঐ বিয়েতে ওলী হন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মূসা আল-হাশিমী। নাসিরুদ্দৌলা বিয়েতে হাযির ছিলেন না। নাসিরুদ্দৌলা নতুন মুদ্রা প্রচলন করেন। তার মধ্যে মুদ্রিত ছিল নাসিরুদ্দৌলা আবেদ আলে মুহাম্মদ।

ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনগণ এমনকি কুকুর খেতে শুরু করে। আর জনগণের মধ্যে ব্যাপক আকারে মহামারী দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সাথে পঙ্গপালের উপদ্রবও ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। পঞ্চাশ রতল (রতল ৪০ তোলা) খাদ্য শস্য এক দিরহামে বিক্রি হত। এভাবে মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়।

এবছর রোমের বাদশা থেকে খলীফার কাছে একটি পত্র পৌঁছে। পত্রে আর-রুহা গির্জায় রক্ষিত একটি রুমাল দাবী করা হয়, সে রুমাল দিয়ে নাকি মসীহ (আ) তার মুখ মুছে ছিলেন। তাই তার মধ্যে মসীহের মুখ লাগায় এটা তাদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য ছিল। পত্রে আরো বলা

হয় এ রুমালটি যখন বাদশার কাছে ফেরত পৌঁছবে বহু সংখ্যক মুসলিম কয়েদীকে মুক্ত করে দেয়া হবে। পত্র প্রাপ্তির পর খলীফা আলিমগণকে ডেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ চান। আলিমদের কেউ কেউ বলেন, ঈসা (আ) সম্বন্ধে তাদের চেয়ে আমরা বেশি হকদার। তাই তাদের কাছে রুমালটি ফেরত পাঠানোটা মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন উযীর আলী ইব্ন ঈসা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন মুসলমান কয়েদীদেরকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করা গির্জাতে উক্ত রুমালটি অবশিষ্ট ও মজুদ থাকার চেয়ে জনগণের জন্য বেশি উপকারী। তখন খলীফা ঐ রুমালটি ফেরৎ প্রেরণ এবং মুসলমান কয়েদীদের তাদের থেকে মুক্ত করার জন্য আদেশ দিলেন।

সূলী বলেন, এবছরই খবর পৌঁছে যে, আল-কারামাতীর একটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। তার জন্য আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী বহু হাদিয়া প্রেরণ করেন। তার মধ্যে ছিল স্বর্ণের একটি দোলনা যা মূল্যবান পাথর দ্বারা খচিত এবং যার অধিকাংশই স্বর্ণ দ্বারা বানানো ও ইয়াকূত পাথর ইত্যাদি দ্বারা সাজানো। এবছরই বাগদাদে রাফিযীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। বাগদাদে ঘোষণা করা হয় যে ব্যক্তি সাহাবীদের কাউকে মন্দ বলবে তার জান হিফাযত করার নিরাপত্তা-জনিত দায়িত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে। খলীফা ইমাদুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ্-এর নিকট পোশাক উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং কাযী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে তা পরিধান করেন।

এবছর খুরাসান ও মা-ওয়ারাআন-নাহ্রের আস-সাঈদ নাসর ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ইসমাঈল আস-সামানী ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ১ বছর ১ মাস যাবৎ যক্ষ্মা রোগে ভুগতেছিলেন। তাঁর ঘরে একটি কক্ষ তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিল বায়তুল ইবাদত। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরিধান করতেন, খালি পায়ে কক্ষটিতে গমন করতেন, সেখানে সালাত আদায় করতেন, কাকুতি-মিনতি করতেন এবং বেশি বেশি সালাত আদায় করতেন। তিনি অশ্লীল ও গুনাহর কাজসমূহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরত ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন। তার পরে তাঁর পুত্র নূহ ইব্ন নাসর আস-সামানী তাঁর ধারা বাকী রাখেন। তাঁকে 'আল-আমীরুল হামীদ' বলে উপাধি দেয়া হয়েছিল। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ আন-নাসাফীকে হত্যা করেন। তিনি তাঁর নিকট তাঁর ব্যাপারে ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং তাকে শূলে দেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হন তাঁদের মধ্যে হলেন :

সাবিত ইব্ন সিনান ইব্ন কুররা আস-সাবী

তিনি চিকিৎসক আবূ সাঈদ নামে পরিচিত। তিনি আল-কাহির বিল্লাহ্র হাতে মুসলমান হন কিন্তু তার ছেলে কিংবা পরিবারের আর কেউ মুসলমান হননি। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বহু বিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এবছর যিলকদ মাসে তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞান এ ব্যাপারে তার কোন কাজে আসেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে মৃত্যু আগমন করে। এ ব্যাপারে একজন কবি চমৎকার মন্তব্য করেন :

قُلْ لِلَّذِيْ صَنَعَ الدَّوَاءَ بِكَفِّهِ - اَتَرُدُّ مَقْدُوْرًا عَلَيْكَ قَدْ جَرَى

"যিনি নিজ হাতে ঔষধ তৈরি করছেন তাকে বলে দাও তুমি কি তোমার উপর উপনীত ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করতে পারবে।"

مَاتَ الْمُدَاوِيْ وَالْمُدَاوِيْ وَالَّذِيْ - صَنَعَ الدَّوَاءَ بِكَفِّهِ وَمَنِ اشْتَرَى

"ঔষধ প্রয়োগকারী, যার উপর ঔষধ প্রয়োগ করা হয় নিজ হাতে ঔষধ তৈরিকারক ও ঔষধ ক্রেতা সকলেই মরে থাকে।"

ইবনুল জাওযী 'আল-মুনতাযামে' এবছর আল-আশআরীর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর সম্বন্ধে সমালোচনা করেন, তাঁকে আক্রমণ করেন যেমন হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা অতীতে আশআরী লোকদের সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন ও বর্তমানেও করে থাকেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি ২৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এবছর ইন্তিকাল করেন। তিনি ৪০ বছর যাবৎ আল-জুব্বাঈর সাহচর্যে ছিলেন। এরপর তাঁর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন এবং আস-সারওয়ানী প্রকল্পের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন শায়বা

তিনি হলেন আবূ বকর ইব্‌ন আস-সালত আস-সুদূসী। তিনি তাঁর দাদা এবং আব্বাস আদ-দাওরী ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন আবূ বকর ইব্‌ন মাহ্‌দী। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী।

আল-খতীব বর্ণনা করেছেন, যখন মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন তখন এ মুহাম্মদের পিতা জ্যোতিষীদেরকে তার জন্ম সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করতে অনুরোধ করেন। তারা তার বয়স হিসাব করেন এবং বলেন যে, সে এত বছর বাঁচবে। তার পিতা তার জন্য একটি কূপ নির্ধারণ করেন এবং তাদের দেয়া হিসাবকৃত বয়সের প্রতিদিনের জন্য একটি করে দীনার তাতে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। যখন কূপটি ভরে গেল তখন অন্য একটি কূপ নির্ধারণ করেন। এটা ভরে যাওয়ার পর অন্য একটি কূপ নির্ধারণ করেন। অনুরূপভাবে অন্য একটি। এরূপে তিনি তার পুত্রের বয়সের দিনগুলোর হিসেবে দৈনিক ৩ দীনার করে তার জন্য জমা রাখলেন কিন্তু এগুলো শেষ পর্যন্ত তার কোন কাজে আসেনি বরং সন্তানটি অভাব-অনটনে থাকে এমনকি সে জনগণের কাছে ভিক্ষা করতে লাগলেন। সে হাদীস শোনার মজলিসে হাযির হত, তার জামা থাকত কিন্তু লুঙ্গি থাকত না। সুতরাং মজলিসের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তার জন্য সদকা করতেন যেগুলোর দ্বারা সে খরচ নির্বাহ করত। আসলে সৌভাগ্যবান হলেন ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যবান করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন জা'ফর

তিনি হলেন আবূ আমর আদ-দূরী আল-আত্তার। তিনি 'দূর' নামক জায়গার অধিবাসী ছিলেন। 'দূর' হল বাগদাদের একটি মহল্লার নাম। তিনি আল-হাসান ইব্‌ন আরাফা, যুবায়র

ইব্ন বাককার, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ও অন্যদের থেকে হাদীস শুনেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন দারাকুতনী ও আলিমদের একটি বড় দল। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী, প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী, আমানতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতিদান প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর ৮ মাস ২১ দিন। তিনি বাগদাদী পাগল বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবূ বকর আশ-শিবলীর মাধ্যমে ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রুসাফার জামে মসজিদের কাছে একজন পাগলকে দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন উলঙ্গ। তিনি বলছিলেন, আমি আল্লাহ্র পাগল, আমি আল্লাহ্র পাগল। আমি তাকে বললাম, তোমার কী হল? তুমি গুপ্তস্থান ঢাক না, জামে মসজিদে প্রবেশ কর না এবং সালাত আদায় কর না? তখন তিনি একটি কবিতা পাঠ করেন :

يَقُوْلُوْنَ زُرْنَا وَاقْضِ وَاجِبَ حَقِّنَا - وَقَدْ اَسْقَطَتْ حَالِيْ حُقُوْقَهُمْ عَنِّيْ

"তারা বলে আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কর এবং আমাদের অপরিহার্য হক আদায় কর। অথচ আমার অবস্থা তাদের হককে আমা থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।"

اِذَا هُمْ رَاَوْا حَالِيْ وَلَمْ يَاْنِفُوْا لَهَا - وَلَمْ يَاْنِفُوْا مِنْهَا اَنِفْتُ لَهُمْ مِنِّيْ

"যখন তারা আমার অবস্থা দেখে তখন তারা আমার অবস্থার যুক্তি খণ্ডন করে না। আমি তাদের জন্য যেরূপ যুক্তি খণ্ডন করি তারা সেরূপ যুক্তি খণ্ডন করে না।"

৩৩২ হিজরী সন

এবছর আমীরুল মু'মিনীন আল-মুত্তাকী তূযূনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বাগদাদ থেকে মাওসিলে গমন করেন। এ সময় তূযূন ছিলেন ওয়াসিতে। তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদীর কাছে স্বীয় কন্যাকে বিয়ে দেন এবং খলীফার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হন। তিনি ৩০০ সৈন্য নিয়ে ইব্ন শীরযাদকে বাগদাদ প্রেরণ করেন। সে বাগদাদের বিপর্যয় সৃষ্টি করে কিছু কিছু স্থাপনা ধ্বংস করে দেয় এবং কয়েকটিকে অন্যগুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। আল-মুত্তাকীর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ না থাকায় অবস্থা আরো অবনতি ঘটে। এতে আল-মুত্তাকী রাগান্বিত হন এবং তূযূনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের পরিবার-পরিজন, উযীর ও বাধ্যগত আমীরদেরকে নিয়ে বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং মাওসিলের উদ্দেশ্যে বনূ হামাদানের কাছে গমন করেন। সায়ফুদ্দৌলা তিকরীত-এ তাঁর সাথে মিলিত হন। এরপর তিকরীত-এ তার কাছে নাসিরুদ্দৌলাও আগমন করেন। আল-মুত্তাকী যখন বাগদাদ থেকে বের হয়ে যান ইব্ন শীরযাদ সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অধিবাসীদের উপর যুলুম অত্যাচার করে এবং তাদেরকে জরিমানা করে। সে তূযূনকে এ সংবাদ দেবার জন্য দূত প্রেরণ করে। তূযূন দ্রুত তিকরীত-এর দিকে রওয়ানা হন। তখন তূযূন ও সায়ফুদ্দৌলার মধ্যে মুকাবিলা সংঘটিত হয়। তূযূন শায়ফুদ্দৌলাকে

পরাজিত করে। তার সেনা ছাউনী দখল করে নেন এবং তার ভাই নাসিরুদ্দৌলার সেনা ছাউনীও দখল করে নেন। এরপর সায়ফুদ্দৌলা পুনরায় আক্রমণ করেন কিন্তু তূযূন এবারও তাঁকে পরাজিত করেন। আল-মুত্তাকী, নাসিরুদ্দৌলা ও সায়ফুদ্দৌলা পরাজয় বরণ করে মাওসিল থেকে নাসীবায়ন গমন করেন। তূযূন আগমন করেন ও মাওসিলে প্রবেশ করেন। খলীফার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করেন। খলীফাও তার কাছে দূত প্রেরণ করে বলেন, বনূ হামাদানের সাথে মীমাংসা করা ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তর নেই। তারা সকলে মীমাংসায় উপনীত হন। নাসিরুদ্দৌলা মাওসিলের জন্য ১৬ লাখ দিরহাম জরিমানা আদায় করেন। তূযূন বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। আর খলীফা বনূ হামাদানের কাছে অবস্থান করেন। ওয়াসিত থেকে তূযূনের অনুপস্থিতিতে বহু দায়লামী সৈন্য নিয়ে মুয়িযযুদ্দৌলা তথায় আগমন করেন। এ খবর শুনে তূযূন ওয়াসিতে অতি দ্রুত আগমন করেন। তিনি মুয়িযযুদ্দৌলার সাথে ১৩ দিন যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত মুয়িযযুদ্দৌলা পরাজিত হন এবং তার সহায় সম্পদ লুটপাট হয়ে যায়, তাঁর লস্কর থেকে বহুলোক নিহত হয় এবং তার সম্মানিত সাথীদের একটি বিরাট দল বন্দী হয়। এরপর তূযূন তার মৃগী রোগের সেবা-শুশ্রূষা করেন এবং পরে নিজে এ রোগে আক্রান্ত হন ও বাগদাদে ফিরে আসেন।

এবছর আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী তার ভাই আবূ ইউসুফকে হত্যা করেন। তার কারণ ছিল নিম্নরূপ : আল-বারীদী প্রায়ই আর্থিক অনটনে পড়ে যেতেন। তিনি তার ভাই আবূ ইউসুফ থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। তিনি তাকে ঋণ প্রদান করতেন। এরপর তিনি তাকে এ নিয়ে প্রায়শ মন্দ কথা বলতেন এবং সেনাবাহিনীকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যয়জনিত তার কার্যকলাপকে অপছন্দ করতেন। তিনি আবার সেনাবাহিনীর আবূ ইউসুফের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করতেন। সেনাবাহনীর অধিকাংশই আল-বারীদীর প্রতি নারাজ হয়ে যায়। তখন তিনি সেনাবাহিনী কর্তৃক আবূ ইউসুফের পক্ষে বায়আত করার আশঙ্কা করতে লাগলেন। তাই তিনি তার একদল গোলামকে তার কাছে প্রেরণ করেন। তারা তাকে অতর্কিতে হামলা করে হত্যা করে। এরপর তিনি তার বাড়িটি হস্তগত করেন এবং তার সমস্ত সহায়-সম্পদ নিয়ে নেন। তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ কোটি দীনার। এরপর তিনি মাত্র ৮ মাস জীবিত ছিলেন। তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন এবং এ বছরের শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার ভাই আবুল হুসায়ন তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তার সাথীদের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তিনি কারামাতীদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার চলে যাওয়ার পর আবুল কাসিম ইব্ন আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী ওয়াসিত, বসরা ও আহওয়াযের বিভিন্ন এলাকার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। তবে খলীফা আল-মুত্তাকী বিল্লাহ্ যখন মাওসিলে হামাদানের ছেলে-মেয়েদের কাছে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি তাদের দ্বারা অস্থির হয়ে পড়েন এবং তারাও তার থেকে পৃথক থাকাটা পছন্দ করতে লাগলেন। তখন তিনি তূযূনের কাছে পত্র লেখেন যেন তিনি মীমাংসায় উপনীত হন। তূযূন কাযীগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের

সাথে মিলিত হন এবং তারা খলীফার পত্র পড়ে সে মুতাবিক আমল করার ব্যাপারে আনুগত্য প্রকাশ করেন। তার জন্য তারা শপথ করলেন। আর খলীফাও তাঁর সাথে যারা রয়েছেন তাদের প্রতি ইযযত-সম্মান প্রদর্শনের প্রত্যয় গ্রহণ করেন। এরপর পরবর্তী বছর খলীফার বাগদাদে প্রবেশের ঘটনা ঘটে।

এবছর রাশিয়ার একদল নৌ সেনা আযারবায়জানের বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করে। তারা বুরদা নামক স্থানকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এরপর তারা এটাকে অবরোধ করে। যখন তারা অধিবাসীদের উপর জয়লাভ করে তখন তারা তাদের শেষ সদস্য পর্যন্ত হত্যা করে। তাদের প্রচুর সম্পদ তারা গনীমত হিসেবে অর্জন করে এবং তাদের পছন্দনীয় মহিলাদেরকে কয়েদ করে। তারপর তারা গৃহপালিত পশু ফেরার স্থানে গমন করে। সেখানে তারা বহু ফল-ফলাদি দেখতে পায়। তারা এগুলো ভক্ষণ করে। ফলে তাদের মধ্যে মারাত্মক মহামারী দেখা দেয়। তাদের অধিকাংশ সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি মারা যেত তাকে তারা তার কাপড়-চোপড় ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ দাফন করে ফেলত। এরপর মুসলমানগণ সে অস্ত্র নিয়ে নিত। এরপর আল-মিরযাবান ইব্ন মুহাম্মদ তাদের দিকে ধাবিত হন এবং তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন।

এবছর রবীউল আউয়াল মাসে রোমের বাদশা দামাসতাক আশি হাজার সৈন্য নিয়ে "রাসূল আইন" নামক স্থানে আক্রমণ করে, এখানে প্রবেশ করে ও এখানে যা কিছু ছিল লুটপাট করে। অধিবাসীদের প্রায় পনের হাজার লোককে হত্যা ও বন্দী করে। এখানে সে ৩ দিন অবস্থান করে। মরুবাসীরা চতুর্দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে ও তার সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরপর যুদ্ধের বিভীষিকা দূর হয়ে যায়।

এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অতি বৃষ্টি শুরু হয়। ইমারতসমূহ ধসে পড়ে, এগুলোর নীচে পড়ে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনগোষ্ঠী হ্রাস পাওয়ায় অধিকাংশ গোসলখানা ও মসজিদ বন্ধ হয়ে যায়। আর জমির মূল্য কমে যায়। পূর্বে এক দীনারের পরিবর্তে যা বিক্রি হত তখন তা এক দিরহামে বিক্রি হয়। ঘর-বাড়িগুলো খালি হয়ে যায়। দালালরা বাসিন্দাদেরকে অর্থ প্রদান করত যাতে তারা ঘরে বসবাস করে। অনুপ্রবেশকারী ও ধ্বংসকারীদের থেকে ঘরগুলোকে রক্ষা করতে পারে। রাতে চোরের উপদ্রব বেড়ে যায়। লোকজন সিঙ্গা ও ঢোলের মাধ্যমে ঘর-বাড়ি পাহারা দেয়। চতুর্দিক থেকে বিপর্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এবছর রমাযান মাসে কারামাতীদের সর্দার আবূ তাহির সুলায়মান ইব্ন আবূ সাঈদ হাসান আল-জানাবী আল-হিজরী আল-কারামাতী মারা যায়। আল্লাহ্ তার মন্দ করুন। এ ব্যক্তি কা'বার পাশে ও ভিতরে হাজীদেরকে হত্যা করেছিল। কা'বার গিলাফ লুণ্ঠন করেছিল। কা'বার দরজা ও ভিতরে যেসব অলঙ্কার ছিল তা সে নিয়ে নিয়েছিল। কালো পাথর স্থানান্তরিত করেছিল এবং এটাকে তার সাথে তার শহর হিজরে নিয়ে গিয়েছিল। ৩১৯ হিজরী পর্যন্ত তা

তার কাছে ছিল। এরপর সে মারা যায় কিন্তু পাথরটা তার সাথীদের কাছে থেকে যায়। তারা তা ৩৩৯ হিজরী পর্যন্ত ফেরৎ দেয়নি। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে বর্ণনা আসবে। এ কারামাতী সর্দারের মৃত্যুর পর তার ৩ ভাই তার মিশন চালু রাখে। তারা হলেন আবুল আব্বাস আল-ফযল, আবুল কাসিম এবং আবূ ইউসুফ। তারা বনূ আবূ সাঈদ আল-জানাবী বলে পরিচিত ছিলেন। আবুল আব্বাস ছিলেন শারীরিকভাবে দুর্বল। তিনি পুস্তকাদি পড়ার মশগূল থাকতেন। আবূ ইয়াকূব খেলাধুলায় মশগূল থাকতেন। এতদসত্ত্বেও তিনজন ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। কোন ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করতেন না। তাদের ছিল ৭ জন মন্ত্রী তারাও ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

এবছর শাওয়াল মাসে আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী মারা যান তাতে মুসলমানগণ প্রশান্তি লাভ করেন যেমন অন্য একটি অর্থাৎ কারামাতীদের সর্দার মারা যাওয়ায় প্রশান্তি লাভ করেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান

আবুল আব্বাস আল-কূফী ইব্ন উকদা। তিনি ইব্ন উকদা বলে পরিচিত ছিলেন। কেননা নাহ্-ছরফ শাস্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ইবাদত ও পরহেযগারীতেও পাকা ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বহু হাদীস শুনেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি বিশিষ্ট শায়খদের থেকে হাদীস শুনেন। তাঁর থেকে তাবারানী, দারাকুতনী, ইবনুল জুআবী, ইব্ন আদী, ইবনুল মুযাফফর ও ইবনুশ শাহীন হাদীস শুনেছেন। দারাকুতনী বলেন, কূফাবাসিগণ একথার উপর একমত হয়েছেন যে, ইব্ন মাসউদের যুগ থেকে ইব্ন উকদার যুগ পর্যন্ত তাঁর থেকে বড় হাফিয আর দেখা যায়নি। কথিত আছে যে, তিনি প্রায় ছয় লাখ হাদীসের হাফিয ছিলেন। তার মধ্যে তিন লাখ হাদীস হল আহলে বায়ত-এর প্রশংসা সম্বলিত। সেখানে রয়েছে সহীহ ও দুর্বল হাদীসসমূহ। তাঁর কিতাবগুলো ছিল ৬০০ উটের বোঝা। এতদসত্ত্বেও তাঁকে শীআ ও উগ্রপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হত। দারাকুতনী বলেন, তিনি ছিলেন মন্দ ব্যক্তি। ইব্ন আদী তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি শায়খদের বক্তৃতা লিখতেন এবং তাদেরকে বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করতেন। আল-খতীব বলেন, আমাকে আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাসর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হামযা ইব্ন ইউসুফকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবূ উমর ইব্ন হাইওয়ায়হকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, ইব্ন উকদা বুরাসার জামে মসজিদে বসতেন। এটা ছিল রাফিযীদের কেন্দ্র। তিনি সেখানে সাহাবীদের কিংবা শায়খায়ন (আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর) গালি-গালাজ সম্বলিত লিপি লিখতেন। আমি তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করি। আমি তার থেকে আর কোন হাদীস বর্ণনা করি না। ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আমাদের কিতাব 'আত-তাকমীলে' এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তিনি যিলকদ মাসে ইন্তিকাল করেন।

আহ্মদ ইব্ন আমির ইব্ন বিশর ইব্ন হামিদ আল-মাররূযী

তিনি মাররূ ও রূয-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আর রূয একটি নদীর নাম। তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন ফকীহ ছিলেন। তিনি আবূ ইসহাক আল-মাররূযীর ছাত্র ছিলেন। মাররূয একটি স্থানের নাম যা মাররূযে শাহজাহান নামে পরিচিত ছিল। এটা একটি বৃহত্তম নগর। তাঁর একটি কিতাব আছে যার নাম শরহে মুখতাসার আল-মুযানী। তাঁর অন্য একটি কিতাব আছে যার নাম কিতাবুল জামে ফীল মাযহাব। তিনি উসূলে ফিক্হ সম্পর্কেও কিতাব লিখেন। তিনি একজন ইমাম ছিলেন যিনি ছিলেন সকলের কাছে পরিচিত। তিনি এবছরই ইন্তিকাল করেন।

৩৩৩ হিজরী সন

এবছর খলীফা আল-মুত্তাকী বাগদাদে ফিরে আসেন। তিনি খিলাফত থেকে পদচ্যুত হন এবং তাঁর দুচোখ উপড়ে ফেলা হয়। তিনি যখন মাওসিলে অবস্থান করছিলেন তখন মিসরের শাসক ও সিরিয়ার অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা আল-আখশীদ মুহাম্মদ ইব্ন তাগাজ-এর কাছে এখানে আগমন করার জন্য দূত প্রেরণ করেন। তিনি এবছর মুহাররম মাসের ১৫ তারিখ খলীফার কাছে আগমন করেন এবং খলীফার কাছে অত্যন্ত আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি খলীফার সামনে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেমন গোলামরা মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি তাঁর সাথে হাঁটতেন আর খলীফা সাওয়ারীতে থাকতেন। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন তাগাজ খলীফাকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তার সাথে মিসরের শহরগুলোতে গমন করেন কিংবা সিরিয়ার শহরগুলো তিনি অবস্থান করেন। কিন্তু খলীফা তার কথা শুনলেন না। এরপর তিনি খলীফাকে মাওসিলে থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং আরো অনুরোধ করেন তিনি যেন তূযূনের কাছে গমন না করেন। আর তিনি তাকে তূযূনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সতর্ক করেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অনুরূপভাবে তার উযীর আবুল হুসায়ন ইব্ন মুকাল্লাও তাঁর কাছে এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি বাক্য উচ্চারণ করেন কিন্তু তিনি তাও শুনেননি। ইব্ন তাগাজ খলীফার কাছে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পেশ করেন। তিনি আমীর ও কাযীদের নিকটেও উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এরপর তিনি তাঁর শহরে ফিরে যান। তিনি তারপর হালব-এ গমন করেন তখন সেখানের শাসনকর্তা আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হামাদান সেখান থেকে সরে পড়েন। ইব্ন মুকাতিল সেখানে ছিলেন। তাঁকে তিনি মিসরে প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত নায়িবের দায়িত্ব পালন করার হুকুম দেন। অন্যদিকে খলীফা রাক্কা থেকে দাজলা হয়ে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হন এবং তূযূনের কাছে দূত প্রেরণ করেন। আর তার নিরাপত্তার জন্য তিনি যে শপথ করেছিলেন তা তিনি পুনরায় মজবুত করার জন্য তাকে অনুরোধ করেন। তিনি পুনরায় তাগিদ দিলেন ও শপথকে সুদৃঢ় করলেন। খলীফা যখন বাগদাদের নিকটবর্তী হন তখন তূযূন তার অভ্যর্থনার জন্য বের হয়ে পড়েন। আর তার সাথে ছিল সেনাবাহিনী। যখন তিনি

খলীফাকে দেখলেন তার সামনের জমিনকে তিনি চুমু খেলেন এবং তাঁর সামনে ব্যক্ত করলেন যে, তিনি তার জন্য যা অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি তাঁর জন্য তা পালন করেছেন এবং তাকে একটি চমৎকার জায়গায় অবতরণ করাবেন। এরপর তিনি আগমন করলেন এবং খলীফার সাথে যেসব মুরুব্বী ছিলেন তাদের গার্ড দেবার ব্যবস্থা করলেন ও খলীফার দুচোখ উপড়ে ফেলার হুকুম দিলেন। তৎক্ষণাৎ খলীফার দুচোখ উপড়ে ফেলা হয়। তখন খলীফা বিকট চীৎকার দিলেন। এ চীৎকারের আওয়াজ অন্দর মহলের লোকেরা শুনতে পেল। তখন সর্বত্র কান্নার রোল পড়ে গেল। তূযূন তখন ঢোল-বাদ্য বাজাবার হুকুম দিলেন যাতে অন্দর মহলের কান্নাকাটির শব্দ কেউ শুনতে না পায়। এরপর তিনি দ্রুত বাগদাদে প্রবেশ করলেন এবং আল-মুসতাকফীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। আল-মুত্তাকীর খিলাফতকাল ছিল ৩ বছর ৫ মাস ২০ দিন। কেউ কেউ বলেন, ৩ বছর ১১ মাস। তাঁর মৃত্যুর সময়কাল বর্ণনার সময় তাঁর জীবনী বর্ণনা করা হবে।

আল-মুসতাকফী বিল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আল-মুকতাফী ইব্‌ন আল-মু'তাদিদের খিলাফত

তূযূন যখন বাগদাদে ফিরে আসেন, আল-মুত্তাকীর দুচোখ উপড়ে ফেলা হয় তখন তিনি আল-মুসতাকফীকে ডেকে পাঠান এবং তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাকে 'আল-মুসতাকফী বিল্লাহ্' বলে উপাধি দেন। তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ্। এ ঘটনাটি এবছর সফর মাসের শেষোক্ত ১০ দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তূযূন মুসতাকফী বিল্লাহ্র সামনে বসেছিলেন এবং খলীফা তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। আল-মুসতাকফী বিল্লাহ্ ছিলেন সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট ও মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর শরীর ও চেহারা ছিল খুব চমৎকার। তার গায়ের রঙ ছিল লাল সাদা মিশ্রিত। তিনি ছিলেন বক্র নাকের অধিকারী এবং হালকা পাতলা ছিল তাঁর মুখমণ্ডল। যেদিন তাঁর খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয় তার বয়স ছিল ৪১ বছর মাত্র। ঐ দিনই আল-মুসতাকফী প্রাক্তন খলীফা আল-মুত্তাকীকে হাযির করান এবং তাঁর থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। তার থেকে চাদর ও ছড়ি গ্রহণ করেন। আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আস-সামিরীকে উযীর নিযুক্ত করেন। অথচ তাকে কোন প্রকার দায়িত্ব প্রদান করেননি। যিনি সব কাজের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি হলেন ইব্‌ন শীরযাদ। আল-মুত্তাকীকে কয়েদখানায় বন্দী করা হয়। আল-মুসতাকফী আবুল কাসিম আল-ফযল ইব্‌ন আল-মুকতাদিরকে ডাকেন। আর তিনি ছিলেন তার পরবর্তী যুবরাজ তাকে 'আল-মুতী লিল্লাহ্' উপাধি দেয়া হয় কিন্তু তিনি আল-মুসতাকফীর ডাকে সাড়া না দিয়ে তার থেকে আত্মগোপন করেন এবং আল-মুসতাকফীর খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি। এজন্য খলীফা দাজলার কাছে অবস্থিত তার বাড়িটি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন।

এবছর আল-কায়িম আল-ফাতিমী ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর পুত্র মনসূর ইসমাঈল যুবরাজ নিযুক্ত হন। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখেন।

এরপর যখন তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তখন তিনি তা প্রকাশ করেন। বিশুদ্ধ মতে আল-কায়িম পরবর্তী বছর ইন্তিকাল করেন।

এবছর আবূ ইয়াযীদ আল-খারিজী স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের থেকে বহু বড় বড় শহর কেড়ে নেয়। তারা তাকে বিভিন্ন সময়ে পরাজিত করে। এরপর সে তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। লোকজনকে একত্রিত করে ও তাদের সাথে যুদ্ধ করে। মনসূর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসে তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় যার বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ। ইবনুল আছীর তাঁর কিতাব 'আল-কামিলে' বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মনসূরের লস্কর কোন কোন সময় পরাজয় বরণ করে এমনকি তাদের মধ্যে মাত্র ২০ জন জীবিত থাকে। তিনি স্বয়ং বড় বড় যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি আবূ ইয়াযীদকে হত্যার সুযোগ পাওয়ার পর তাকে চরমভাবে পরাজিত করেন। মনসূর বড় দৃঢ়তা অর্জন করেন। জনগণের নিকট তার মর্যাদা, মান-ইযযত ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তিনি 'আল-কীরওয়ান' শহরটি আবূ ইয়াযীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। মনসূর তার সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন শেষ পর্যন্ত মনসূর জয়লাভ করেন এবং সে পরাজিত ও নিহত হয়। যখন তার মস্তকটি হাযির করা হয় তখন মনসূর আল্লাহ্র শোকর জ্ঞাপনার্থে মাটিতে সিজদা করেন। আর এ আবূ ইয়াযীদ ছিল কুদর্শন, লেংড়া ও বেটে। সে ছিল কাট্টা খারিজী ও নিজ মিল্লাতের লোকদের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

এবছর যিলহজ্জ মাসে আবুল হুসায়ন আল-বারীদী নিহত হয়। তাকে শূলে চড়ানো হয়। তারপর তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তার কারণ হল সে বাগদাদ আগমন করে এবং তার ভাইয়ের পুত্রের বিরুদ্ধে সে তূযূন ও আবূ জা'ফর ইব্ন শীরযাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা তাকে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করে। এরপর সে তূযূন ও ইব্ন শীরযাদের মধ্যে বিপর্যয় ঘটাতে শুরু করে। ইব্ন শীরযাদ এ ব্যাপারে অবগত হন। তখন তিনি তাকে বন্দী করার ও প্রহারের নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর কিছু সংখ্যক ফকীহ তার রক্তপাত হালাল বলে ফতওয়া দেন। তখন ইব্ন শীরযাদ আল-বারীদীকে হত্যা, শূলে চড়ানো এবং পুড়ানোর নির্দেশ দেন। এভাবে বারীদীদের সময়কাল নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়।

এবছর আল-মুসতাকফী আল-কাহির বিল্লাহ্কে বহিষ্কারের হুকুম দেন। তিনি এককালে খলীফা ছিলেন। তাঁকে ইবন তাহিরের ঘরে বসবাস করতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আল-কাহির অভাব-অনটনে পতিত হয়েছিলেন। তার লজ্জা ঢাকার জন্য এক টুকরা কাপড় ব্যতীত অন্য কোন পোশাকই তার সাথে ছিল না। আর তার পায়ে ছিল কাঠের খড়ম।

এবছর ঠাণ্ডা ও গরম প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। এ বছরই মুয়িযযুদ্দৌলা রজব মাসে বাগদাদ থেকে ওয়াসিত রওয়ানা হন। এ সংবাদ তূযূনের কাছে পৌঁছার পর তূযূন ও আল-মুসতাকফী বাগদাদ রওয়ানা হন। তাদের এ দুজনের আগমনের কথা শুনে মুয়িযযুদ্দৌলা নিজ শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ওয়াসিতকে খলীফার কাছে রেখে আসেন। আর আবুল কাসিম ইব্ন আবূ আবদুল্লাহ্ ঐ শহরের জামিন হন। এরপর তূযূন ও খলীফা এ বছরের শাওয়াল মাসে বাগদাদ ফিরে আসেন।

এবছর সাইফুদ্দৌলা আলী ইব্ন আবুল হাইজা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামাদান হালবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ইয়ানিস আল-মু'নিসী থেকে তা দখল করে নেন। তারপর হিমসকে দখল করার জন্য তিনি হিমসের দিকে অগ্রসর হন। এদিকে মুহাম্মদ ইব্ন তাগাজ আল-আখশীদের সৈন্যদল তার গোলাম কাফূরের সাথে এগিয়ে আসে। তারা 'কিননিসরীন' নামক স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের কেউই অন্যের উপর জয়লাভ করতে পারেনি। তাই সাইফুদ্দৌলা ইরাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি হালবে ফিরে আসেন। এখানে তাঁর শাসন ব্যবস্থা কিছুটা স্থায়িত্ব লাভ করে। রোমানরা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে তা আক্রমণ করে। স্থানীয় মুসলিম সৈন্যরা তাদের মুকাবিলা করেন। তিনি তাদের উপর জয়লাভ করেন এবং তাদের বহু লোককে হত্যা করেন।

৩৩৪ হিজরী সন

এবছর মুহাররম মাসে খলীফা তাঁর উপাধিতে امام الحق (ইমামুল হক) বৃদ্ধি করেন। আর এটা ব্যবহার্য মুদ্রার মধ্যে মুদ্রিত করেন। জুমআর দিন মিম্বরসমূহেও খতীবগণ তা পাঠ করেন। এবছর মুহাররম মাসে তূযূন আত-তুর্কী বাগদাদে তাঁর ঘরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ২ বছর ৪ মাস ১০ দিন। ইব্ন শীরযাদ ছিলেন তার কেরানী। তিনি সম্পদ সংগ্রহের জন্য 'হায়ত'-এ অবস্থান করছিলেন এবং বাগদাদ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁর কাছে তূযূনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তিনি নাসিরুদ্দৌলার পক্ষে বায়আত সংগ্রহের জন্য সংকল্প করেছিলেন। সেনাবাহিনীসমূহের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং তাদের উপরে ইব্ন শীরযাদের কর্তৃত্ব তারা মেনে নিতে চায়। তখন ইব্ন শীরযাদ উপস্থিত হলেন এবং সফর মাসের ১ তারিখ 'বাবে হারব'-এ অবতরণ করেন। সেনাবাহিনীর সকল সদস্য তার কাছে গমন করে এবং তার অনুকূলে শপথ গ্রহণ করে। খলীফা, কাযীগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও শপথ করেন। ইব্ন শীরযাদ যখন খলীফার কাছে প্রবেশ করেন তখন তিনি তাঁকে আমীরুল উমারা বা প্রধান আমীর বলে সম্বোধন করেন। তিনি সেনাবাহিনীর খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করেন এবং খাজনা তলব করে নাসিরুদ্দৌলার কাছে লোক প্রেরণ করেন। নাসিরুদ্দৌলা তখন খলীফার কাছে পাঁচ লাখ দিরহাম ও পরিমিত খাদ্য খাবার প্রেরণ করেন যা জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। এভাবে ইব্ন শীরযাদ আদেশ, নিষেধ, বরখাস্ত, নিযুক্তি, এলাকার বিভক্তিকরণ ও পুনর্গঠন ইত্যাদির ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি এরূপ সানন্দে ৩ মাস ২০ দিন অতিবাহিত করেন। এরপর সংবাদ আসে যে, মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করেন। ফলে ইব্ন শীরযাদ এবং খলীফাও আত্মগোপন করেন। তুর্কীরা নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদানের সাথে মিলিত হবার জন্য মাওসিলের উদ্দেশ্যে তার দিকে এগিয়ে যান।

বনূ বুওয়ায়হ-এর প্রথম রাষ্ট্র ও বাগদাদে তাদের শাসন

মুয়িযযুদ্দৌলা আহ্‌মদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন বুওয়ায়হ বাগদাদের উদ্দেশ্যে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। যখন তিনি বাগদাদের নিকটবর্তী হন খলীফা মুসতাকফী বিল্লাহ্ তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং দূতকে বলেন, তাঁকে সংবাদ দাও যে, আমি তার আগমনে খুশি হয়েছি। তবে আমি তুর্কীদের অকল্যাণ সাধনের ভয়ে আত্মগোপন করেছি। তারা মাওসিলের দিকে প্রত্যাগমন করছে। খলীফা তার কাছে উপঢৌকন ও পোশাকসহ লোক প্রেরণ করেন।

এবছর জমাদিউল আউয়াল মাসে মুয়িযযুদ্দৌলা বাগদাদে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি বাবুশ শামাসিয়াতে প্রবেশ করেন। পরদিন তিনি খলীফার কাছে গমন করেন ও তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করেন। এরপর তার কাছে মুসতাকফী প্রবেশ করেন ও তাঁকে মুয়িযযুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। আর তার ভাই আবুল হাসানকে ইমাদুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। তার অন্য এক ভাই আবূ আলী আল-হাসানকে রুকনুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। তাদের উপাধিগুলো দীনার ও দিরহামের উপর মুদ্রিত করেন। মুয়িযযুদ্দৌলা খাদিম মু'নিসের ঘরে উপনীত হন। আর তার দায়লামী সাথিগণ জনগণের ঘরে প্রবেশ করেন। তাতে জনসাধারণ খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন। মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন শীরযাদকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। ইব্‌ন শীরযাদ যখন জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন তখন কর আদায়ের ব্যাপারে তার কাছ থেকে লিখিত স্বীকৃতি নেয়া হয়। তিনি খলীফাকে প্রতিদিন তার খরচ বাবদ পাঁচ হাজার দিরহাম প্রদান করতে একমত হন। আর এভাবেই যাবতীয় কার্যকলাপ চলতে থাকে। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

খলীফা আল-মুসতাকফী বিল্লাহ্‌র উপর প্রভাব বিস্তার ও তাঁর পদচ্যুতি

জমাদিউছ ছানী মাসের ২২ তারিখ মুয়িযযুদ্দৌলা খলীফার কাছে উপস্থিত হন। খলীফার সামনে একটি চেয়ারে বসলেন। এমন সময় দায়লামী দুই ব্যক্তি খলীফার দিকে হাত বাড়ায় এবং তাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে দেয়। তাকে জোরে টান মারে। তাতে তার পাগড়ি তার গলায় পেঁচিয়ে যায়। মুয়িযযুদ্দৌলা উঠে দাঁড়ান। খলীফার দরবার তছনছ হয়ে যায়। খলীফা তখন অন্দর মহলের দিকে গমন করেন। অবস্থা প্রকট আকার ধারণ করে। খলীফাকে পায়ে হাঁটিয়ে মুয়িযযুদ্দৌলার ঘরে নেয়া হয় ও সেখানে তাকে আটক করে রাখা হয়। আবুল কাসিম আল-ফযল ইব্‌ন আল-মুকতাদির সেখানে উপস্থিত হন। তার হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। মুসতাকফীর দুচোখ উপড়ে ফেলা হয় ও তাঁকে বন্দীশালায় রাখা হয়। তিনি বন্দী অবস্থায় ৩৩৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জীবনীতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

আল-মুতী লিল্লাহ্-এর খিলাফত

মুয়িযযুদ্দৌলা যখন বাগদাদ আগমন করেন, খলীফা মুসতাকফীর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। খলীফার দুচোখ উপড়ে ফেলেন তখন তিনি আবুল কাসিম আল-ফযল ইব্‌ন আল-মুকতাদির

বিল্লাহ্‌কে ডাকেন তিনি আল-মুসতাকফী থেকে আত্মগোপন করছিলেন। মুসতাকফী তাকে বহু খোঁজ করেও তার সন্ধান পাননি। কথিত আছে যে, আল-ফযল ইব্‌ন আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ গোপনে মুয়িযযুদ্দৌলার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং মুসতাকফীর বিরুদ্ধে তাঁকে উত্তেজিত করতেন। এরপর তার ব্যাপারে যা ঘটার তা ঘটে যায়। তারপর মুয়িযযুদ্দৌলা আল-ফযলকে হাযির করান এবং তাঁর জন্য খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন ও তাকে মুতী লিল্লাহ্ উপাধি প্রদান করেন। আমীরগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণ তাঁর পক্ষে বায়আত করেন। তবে খিলাফতের বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি খলীফার জন্য কোন আদেশ ও নিষেধ প্রদানের ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর জন্য একজন মন্ত্রীও ছিল না। তাঁর জমি-জমার হিসাব রাখার জন্য মাত্র একজন কেরানী ছিল। রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সবকিছুর মালিক ছিলেন মুয়িযযুদ্দৌলা। এটার কারণ ছিল এই যে, বনূ বুওয়ায়হ ও দায়লামীদের যারা তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল আর তা হলো, তারা মনে করত বনূ আব্বাস আলাবীদের থেকে খিলাফতের অধিকার জোর করে লুটে নিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুয়িযযুদ্দৌলা আলাবীদের কাছে খিলাফতের অধিকার ফেরত দেয়ার জন্য মনস্থ করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেছিলেন। তার সাথীদের সকলেই একজন ব্যতীত এ ব্যাপারে সায় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সুদৃঢ় রায়ের অধিকারী। তিনি বলেন, আমি তোমার জন্য এটা সমীচীন মনে করি না। তিনি বললেন, কেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি বললেন, বর্তমান খলীফা সম্বন্ধে তুমি ও তোমার সাথীরা মনে করছ যে, তিনি অযোগ্য ও তার খিলাফত অবৈধ। তাকে তুমি যদি হত্যা করার নির্দেশ দাও তাহলে তোমার সাথীরা তাকে হত্যা করবে। আর তুমি যদি আলাবীদের কাউকে খলীফা নিযুক্ত কর। তুমি ও তোমার সাথীরা বিশ্বাস কর যে, আর খিলাফত বৈধ। এখন যদি তুমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দাও তাহলে তোমার সাথীরা তোমার এ নির্দেশ মান্য করবে না। অন্যদিকে তিনি যদি তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন তাহলে তারা তা মান্য করবে। মুয়িযযুদ্দৌলা যখন বিষয়টি অনুধাবন করেন তখন তিনি তার প্রথম মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দুনিয়ার জন্য, আল্লাহ্‌র জন্য নয়; প্রথম সংকল্পটি ত্যাগ করেন।

এরপর নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান ও মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ্-এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। মুয়িযযুদ্দৌলা ও খলীফা আকবারার দিকে চলে যাবার পর নাসিরুদ্দৌলা রওয়ানা হন এবং বাগদাদ প্রবেশ করেন। তিনি প্রথম বাগদাদের পূর্বদিক হস্তগত করেন ও পরে পশ্চিম দিক। মুয়িযযুদ্দৌলা ও দায়লামীদের যারা তার সঙ্গী ছিল তাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এরপর নাসিরুদ্দৌলার সাথে মুয়িযযুদ্দৌলা প্রতারণা করেন এবং ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তার উপর জয়লাভ করেন। আর তার সাথীরাও শক্তি অর্জন করে। তারা বাগদাদ লুটপাট করে। তারা ব্যবসায়ীদের মালপত্র ও অন্যসব সহায়-সম্পদের লুটতরাজে কোন তারতম্য

করেনি। জনগণ থেকে মুয়িযযুদ্দৌলার সাথীরা যে সম্পদ লুট করেছিল তার মূল্য ছিল প্রায় দশ লাখ দীনার। তারপর নাসিরুদ্দৌলা ও মুয়িযযুদ্দৌলার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান তার শহর মাওসিলে প্রত্যাবর্তন করেন। আর মুয়িযযুদ্দৌলাকে বিষয়টি বাগদাদে স্থিতি লাভ করে। তারপর তিনি গোয়েন্দাদেরকে ব্যবহার করা শুরু করেন যাতে তিনি তার ভাই রুকনুদ্দৌলাকে তার যাবতীয় সংবাদ সম্বন্ধে অবগত করতে পারেন। জনগণ এ ব্যাপারে প্রতারিত হয়। তারা তাদের ছেলেদেরকে গোয়েন্দাগিরি শিখাতে লাগল। প্রতারণার শিকার হয়ে কেউ কেউ একদিনে ৩০ ফারসাখের[১] অধিক পথ অতিক্রম করত। কুস্তিগির ও মুষ্টিযোদ্ধাদের ন্যায় নিম্ন ধরনের পেশাজীবীদের বিভিন্ন রকমের কলাকৌশল প্রদর্শন তিনি পছন্দ করতেন। এসব পেশার দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বেশি উপকৃত হত। তারা সাঁতারের ন্যায় অনেক কিছু কসরত শিখতে লাগল। তার সামনে ঢোল বাজানো হত। কুস্তিগিরেরা কুস্তি খেলত। তার ঘরের চতুর্দিকে বাদকেরা বাদ্য বাজাত। এসব কিছু স্থূল ও স্বল্প বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপে তিনি আনন্দ পেতেন। এরপর তিনি সেনাবাহিনীর খাদ্য সরবরাহের জন্য বিরাট অংক ব্যয় করার চাপের সম্মুখীন হন। খাদ্যের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন শহরে যেতে হয় তাতে ধনী ব্যক্তিদের হাতে সুরক্ষিত প্রাসাদ ব্যতীত দেশের প্রায় সবগুলো স্থাপনা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

এবছর বাগদাদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনগণ মৃতদেহ, বিড়াল ও কুকুর পর্যন্ত খেতে শুরু করে। জনগণের কেউ কেউ শিশুদের চুরি করে নিয়ে যেত এবং তাদের গোশত ভুনা করে খেত। জনগণের মধ্যে মহামারী ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এমনকি কেউ কাউকে দাফন করত না বরং তারা মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে রাখত। তাদের অনেককে কুকুরে খেত। রুটির পরিবর্তে ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা বিক্রি হত। জনগণ বসরায় আশ্রয় নেয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাস্তায় মারা যায়। আবার কেউ কেউ বহুদিন পর বসরায় গিয়ে পৌঁছে।

আবুল কাসিম আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মাহদী এবছর ইন্তিকাল করেন। তাঁর পরে তার পুত্র আল-মনসূর ইসমাঈল যুবরাজ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও সুচিন্তিত রায়ের অধিকারী। গত বছরের ঘটনাবলীতে তা আমরা উল্লেখ করেছি। বিশুদ্ধ মতে এবছরের শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

এবছর মিসর ও সিরিয়ার শহরসমূহের শাসক আল-আখশীছ মুহাম্মদ ইব্ন তাগাজ ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দামেশকে এবং তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছরের অধিক। তাঁর পরে তার পুত্র আবুল কাসিম আবূ জূর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন স্বল্প বয়সী। আল-আখশীদ কাফূর আতাবাক তার স্থলে কাজ করতেন। তিনি দেশের সর্বত্র শাসন করতেন এবং সমগ্র কাজ দেখাশুনা করতেন। তিনি মিসরে গমন করেন তখন সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান দামেশক আক্রমণ করেন ও আল-আখশীদের সাথীদের থেকে তা অনায়াসে দখল করে নেন। এতে তিনি

---

১. ১ ফারসাখ = ৩ মাইল।

অত্যন্ত খুশি হন এবং সেখানে অবস্থানরত তুর্কী দার্শনিক মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আল-ফারাবীর সাথে মিলিত হন। একদিন সায়ফুদ্দৌলা আশ-শরীফ আল-আকীলীর সাথে দামেশকের কোন এক এলাকায় ভ্রমণ করেন। সায়ফুদ্দৌলা তথায় অবস্থিত একটি মরুদ্যানের দিকে তাকান এবং অত্যন্ত মুগ্ধ হন। আর বলেন, এ ধরনের সবগুলো মরুদ্যানই সরকারের মালিকানাধীন হওয়া উচিত। মনে হল যেন তিনি এগুলোকে মালিকদের থেকে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন। এতে আল-আকীলীর অন্তর কেঁপে উঠল এবং তিনি এটা দামেশকবাসীদেরকে অবগত করেন। দামেশকবাসীরা তখন সাহায্য প্রার্থনা করে আল-আখশীদ কাফূর (মিসরের শাসনকর্তা)-এর কাছে পত্র লেখে। তখন আখশীদী এক বিরাট দাঙ্গা সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। সায়ফুদ্দৌলাকে তাদের থেকে নির্বাসন প্রদান করেন, তাকে হালব থেকেও বিতাড়িত করেন। সেখানে একজন নায়িব নিযুক্ত করেন এবং দামেশকে ফিরে আসেন। এখানেও বদর আল-আখশীদকে নায়িব নিযুক্ত করেন। তিনি 'বাদীর' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কাফূর যখন মিসরের শহরগুলোতে প্রত্যাবর্তন করেন সায়ফুদ্দৌলাও হালবে ফিরে আসেন এবং তা তিনি দখল করে নেন। যেমন পূর্বে এটা তারই ছিল। দামেশকে আর তেমন লোভনীয় কোন জিনিস অবশিষ্ট রইল না। এ কাফূরের প্রশংসা এবং বদনাম করতে গিয়ে আল-মুতানাব্বী কিছু কবিতা রচনা করেছেন।

এবছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁরা হলেন :

উমর ইব্ন আল-হুসায়ন

তিনি اَلْمُخْتَصَرُ فِى الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الاِمَامِ اَحْمَدَ-এর প্রণেতা ছিলেন। কাযী আবূ ইয়ালা ইবনুল ফাররা এবং শায়খ মুওয়াফফাকুদ্দীন ইব্ন কুদামা আল-মুকাদ্দাসী-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। এ খিরকা (ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত) লোকটি ছিলেন নেতৃস্থানীয় ফকীহ ও ইবাদতগুযার বান্দাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উঁচু পদমর্যাদার অধিকারী ও তিনি বেশি বেশি ইবাদত করতেন। বাগদাদে যখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি গালি-গালাজ করার চর্চা বৃদ্ধি পায় তখন তিনি হিজরত করার লক্ষ্যে বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং নিজের লেখা কিতাবগুলো বাগদাদে রেখে আসেন। যে ঘরে কিতারগুলো ছিল তা পুড়ে যায়। তাই তাঁর কিতাবগুলোও পুড়ে যায়। তিনি দামেশক গমনের ইচ্ছা পোষণ করেন। সেখানে তিনি বসবাস করতে থাকেন। এবছরই তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। বাবুস-সাগীরে তাঁর কবর অবস্থিত। শহীদদের কবরের পাশেই তাঁর কবর। তিনি তাঁর কিতাব মুখতাসিরে হজ্জ অনুশীলনীতে উল্লেখ করেন : হাজী সাহেব কালো পাথরের কাছে আসবেন এবং এটা যদি ওখানে থাকে তাতে চুমু খাবেন। তিনি এজন্য এ কথাটি লিখেন। কেননা তিনি যখন এ কিতাবটি লেখেন তখন কালো পাথরটিকে কারামাতীরা ইতিমধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। এটা ৩১৭ হিজরী থেকে তাদের হাতে ছিল যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩৩৭ হিজরীর পূর্বে তারা এটাকে ফেরত দেয়নি। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

আল-খতীব বাগদাদী বলেন, কাযী আবূ ইয়ালা আমাকে বলেছেন, খিরকা পরিধানকারী সূফী-ফকীহ্-এর অনেকগুলো সংকলন ও মাযহাবী ফতওয়া (সমাধান) ছিল কিন্তু এগুলো প্রকাশিত হতে পারেনি। কেননা তিনি যে শহরে ছিলেন সে শহরে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি গালি-গালাজ বর্ষণের চর্চা যখন বৃদ্ধি পায় তখন তিনি ঐ শহর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং তার কিতাবগুলো ঐখানে রেখে আসেন। যে ঘরে কিতাবগুলো ছিল তা পুড়িয়ে দেয়া হয় তখন তাঁর লিখিত কিতাবগুলোও পুড়ে যায়। অধিকন্তু তাঁর শহর থেকে দূরে থাকার দরুন এগুলো প্রকাশিত হয়নি। এরপর আল-খতীব তাঁর পন্থানুযায়ী আবুল ফযল আবদুস সামী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আল-ফাতহ্ ইব্ন শাখরাফ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ঐ খিরকা পরিধানকারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিবকে দেখলাম তিনি আমাকে বলছেন, ফকীরদের কাছে ধনীদের বিনয় কতইনা চমৎকার। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন, ধনীদের উপর গরীবদের অহঙ্কার এর চেয়েও বেশি উত্তম। তিনি আরো বলেন, আলী (রা) তার জন্য হাতের তালু উত্তোলন করলেন তাতে লেখা ছিল :

قَدْ كُنْتَ مَيِّتًا فَصِرْتَ حَيًّا - وَعَنْ قَرِيْبٍ تَعُوْدُ مَيِّتًا

"তুমি ছিলে মৃত। এরপর তুমি হলে জীবিত এবং অতিশীঘ্র তুমি আবার হয়ে যাবে মৃত।"

فَابْنِ بِدَارِ الْبَقَاءِ بَيْتًا - وَدَعْ بِدَارِ الْفَنَاءِ بَيْتًا

"সুতরাং স্থায়ী বাসস্থানে একটি ঘর তৈরি কর আর অস্থায়ী বাসস্থানে একটি ঘর ছেড়ে যাও।"

ইব্ন বাত্তাহ্ বলেন, খিরকাধারী ৩৩৪ হিজরীতে দামেশকে ইন্তিকাল করেন। আমি তাঁর কবরটি যিয়ারত করেছি। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা

তাঁর নাম আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা। তিনি একজন হানাফী ফকীহ্ ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের ইরাকী ইমামদের ছিলেন অন্যতম। তিনি বাগদাদের খলীফা আল-মুত্তাকীর কাযীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এরপর মুসতাকফীর যুগেও তিনি কাযী ছিলেন। তিনি বিশ্বস্ত ও বিশেষ গুণসম্পন্ন আলিম ছিলেন। একদিন চোরেরা তাঁর ঘরে অতর্কিতে ঢুকে পড়ে। তারা তাঁকে সম্পদশালী মনে করেছিল। চোরদের একজন তাঁকে মারাত্মক আঘাত করল। তিনি তখন জখমী হয়ে পড়েন এবং বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তারপর এবছর রবীউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আস-সুলামী

তিনি উযীর, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। অনেকের কাছ থেকে হাদীস শুনেন। তিনি বর্ণনা সংকলন করেন। তিনি কিতাব প্রণয়ন করেন। তিনি

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন। তিনি রাতের সালাত ও কিতার প্রণয়নের কাজটি ছাড়তেন না। তিনি অনেক সময় আল্লাহ্র কাছে শাহাদতের প্রার্থনা করতেন। তিনি খলীফার উযীর নিযুক্ত হন। এরপর সেনাবাহিনী তাঁর কাছে গমন করে এবং তার কাছে তাদের খাদ্য খাবার দাবী করে। সেনাবাহিনীর কতিপয় লোক তার ঘরের দরজায় সমবেত হয়। তখন তিনি একজন নাপিতকে ডাকলেন। সে তার মাথা মুণ্ডন করে। তিনি নিজে পরিষ্কার হন, খুশবু ব্যবহার করেন। কাফনের কাপড় পরিধান করেন এবং সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে যান। সেনাবাহিনীর লোকেরা তার ঘরে প্রবেশ করে এবং তাকে হত্যা করে। আর তখন তিনি ছিলেন সিজদায়রত। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন। এ ঘটনাটি এবছর রবীউছ ছানী মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাগাজ

তাঁর উপাধি ছিল আল-আখশীদ অর্থাৎ রাজাধিরাজ। খলীফা আর-রাদী তাঁকে এ উপাধি দিয়েছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন ফারগানার বাদশা। কেউ এর বাদশা হলে তাঁকে 'আখশীদ' বলা হত। অনুরূপভাবে যদি কেউ খুরাসানের আশরুশিয়া-এর বাদশা হতেন তাকে বলা হত 'আফশীন'। খাওয়ারিযমের যদি কেউ বাদশা হতেন তাকে বলা হত 'খাওয়ারিযমশাহ'। জুরজানের যিনি বাদশা হতেন তাকে বলা হত 'সূল'। অনুরূপভাবে যদি কেউ আযারবায়জানের বাদশা হতেন তাঁকে বলা হত 'ইসবাহবায'। যিনি তাবারিস্তানের বাদশা হতেন তাকে বলা হত 'আরসালান'। উপরোক্ত তথ্যটি ইবনুল জাওযী তাঁর 'মুনতাযাম' (منتظم) নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আস-সুহায়লী বলেন, যে ব্যক্তি জাযীরার সাথে সিরিয়ার অমুসলিম শাসনকর্তা হতেন তাকে আরবরা বলতেন 'কায়সার'। আর যে ব্যক্তি পারস্যের শাসনকর্তা হতেন তাকে তারা বলতেন 'কিসরা'। আর যিনি ইয়ামানের শাসনকর্তা হতেন তাকে তারা বলতেন 'তুববা'। যিনি হাবশার শাসনকর্তা হতেন তাকে তারা বলতেন 'নাজ্জাশী'। হিন্দুস্তানের যদি কেউ শাসনকর্তা হতেন তাকে তারা বলতেন 'বাতলীমূস' বা 'টলেমী'। যিনি মিসরের শাসনকর্তা হতেন তাকে বলা হত 'ফিরআউন'। যিনি আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা হতেন তাকে আরবরা বলতেন 'মুকাওকাস'। এরূপে অন্য দেশগুলোও উল্লেখ করেন। তিনি দামেশকে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর লাশ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

আবূ বকর আশ-শিবলী

তিনি একজন সূফী শায়খ ছিলেন। তাঁর নাম সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম হলো দালাফ ইব্ন জা'ফর। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম হলো দালাফ ইব্ন জাহদার। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম হলো জা'ফর ইব্ন ইউনুস। মূলত তিনি একটি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গ্রামটির নাম ছিল 'শিবলা'। খুরাসানের আশরূশানা-এর একটি এলাকায় অবস্থিত। তিনি সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মুওয়াফফাকের প্রধান

দারোয়ান। আর তাঁর মামা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার নায়িব। তিনি خير النساج (উত্তম বুননকারীর) হাতে তাওবা করেন। তিনি তাঁকে ওয়ায করতে শুনেছিলেন তখন তার অন্তরে তাঁর কথাগুলো গেঁথে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি তাওবা করেন। এরপর তিনি ফকীর ও শায়খদের সাহচর্যে থাকেন এবং সম্প্রদায়ের একজন ইমাম হিসেবে গণ্য হন। আল-জুনায়দ বলেন, শিবলী ছিলেন তাঁদের মাথার মুকুট। আল-খতীব বলেন, আবুল হাসান আলী ইবন মাহমূদ আয-যুযানী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনুল মুছান্না আত-তামীমীকে বলতে শুনেছি : আমি একদিন শিবলীর ঘরে প্রবেশ করলাম, দেখলাম তিনি কাঁপছেন এবং বলছেন :

عَلَيَّ بَعْدَكَ لاَ يُصْبِرُ - مَنْ عَادَتُهُ الْقُرْبُ

"যার অভ্যাস হলো নৈকট্য লাভ করা সে তোমার পরে আমার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে না।"

وَلاَ يَقْوى عَلَى هِجْرِكَ - مَنْ تَيَمَّمَهُ الْحُبُّ

"আর যে ব্যক্তিকে মহব্বত অন্ধ করে দিয়েছে সে তোমার বিরহ সহ্য করার শক্তি রাখে না।"

اِنْ لَمْ تَرَكَ الْعَيْنُ - فَقَدْ يَبْصُرُكَ الْقَلْبُ

"যদি তোমাকে চামড়ার চোখ দেখতে না পায় তাহলে অন্তর তো তোমাকে দেখছেই।"

তাঁর বহুবিধ ঘটনা ও অলৌকিক অবস্থা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। আমরা উল্লেখ করেছি যে, তাঁর ক্ষেত্রে অনেক কিছু কথাবার্তা ও চাল-চলন পাওয়া যায় যার দরুন তাঁকে হাল্লাজের সাথে তুলনা করা যায়। হাল্লাজ ধর্মদ্রোহিতা, শিরক ও ঐক্যজনিত বাক্যাদি উচ্চারণ করতেন। যখন তার মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন তিনি তার খাদিমকে বলেন, আমার জিম্মায় সন্দেহজনক একটি দিরহাম ছিল তখন আমি তার মালিকের পক্ষ থেকে এক হাজার সদকা করেছি তারপরও আমার অন্তরে এর চেয়ে বড় কোন ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। এরপর তিনি তার খাদিমকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে যেন সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। তারপর সে তাঁকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করল কিন্তু সে তাঁর দাড়ি খিলাল করা বর্জন করল। এরপর শিবলী তাঁর হাত উপরের দিকে উত্তোলন করলেন এবং দাড়ি খিলাল করতে লাগলেন এবং তিনি ছিলেন নির্বাক। এ ঘটনাটি ইব্ন খাল্লিকান اَلْوَفَيَاتُ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর থেকে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন তিনি আল-জুনায়দের কাছে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়ান এবং হাতের উপর হাত মারেন ও নিম্নের কবিতাগুলো পাঠ করেন :

عُوْدُوْنِى اِلْوِصَالَ وَالْوَصْلُ عَذْبُ - وَرَمُوْنِىْ بِالصَّدِّ وَالصَّدُّ صَعْبُ

"তারা আমার মিলিত হওয়ার রোগের সেবা করেন অথচ মিলিত হওয়ার তথা কথিত রোগটি সুস্বাদু। তারা আমাকে মহব্বত থেকে ফিরে থাকার অপবাদ দিয়েছে অথচ ফিরে থাকাটি কঠিন কাজ।"

زَعَمُوا حِيْنَ اِعْتَبُوا اِنَّ جَرْمِي - فَرْطُ حُبِّي لَهُمْ وَمَا ذَاكَ ذَنْبُ

"যখন তারা আমাকে তিরস্কার করে তখন তারা ধারণা করে যে, আমার অন্যায় হলো তাদেরকে অত্যন্ত মহব্বত করা, অথচ এটা কোন গুনাহ্‌র কাজ নয়।

لا وحق الخضوع عند التلاقى - ما جزاء من يحب الا يحب

"না, তাদের ধারণা ঠিক নয়। বরং সাক্ষাতে বিনম্রভাব প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়। যিনি মহব্বত করেন তার প্রতিদানও মহব্বতই।"

তাঁর থেকে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, এক জুমআর দিন রুসাফার জামে মসজিদের দরজার কাছে আমি একজন উলঙ্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি বলছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র পাগল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি কেন গুপ্তস্থান ঢাকছ না, জামে মসজিদে ঢুকছ না এবং জুমআর সালাত আদায় করছ না। তিনি বললেন :

يَقُوْلُوْنَ زُرْنَا وَاقْضِ وَاجِبَ حَقِّنَا - وَقَدْ اِسْقَطْتَ حَالِيْ حُقُوْقَهُمْ عَنِّيْ

"তারা বলে আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কর এবং আমাদের অপরিহার্য কর্তব্যটুকু আদায় কর অথচ আমার অবস্থা তাদের হককে আমা থেকে রহিত করে দিয়েছে।"

اِذَا اَبْصَرُوْا حَالِيْ وَلَمْ يَانِفُوْا لَهَا - وَلَمْ يَانِفُوْا مِنِّيْ اَنِفْتُ لَهُمْ مِنِّيْ

"যখন তারা আমার অবস্থা দেখে তখন তারা আমার অবস্থার যুক্তি খণ্ডন করে না। আমি তাদের জন্য যেরূপ যুক্তি খণ্ডন করি তারা সেরূপ যুক্তি খণ্ডন করে না।"

আল-খাতীবও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর থেকে উল্লেখ করেন যে তিনি কবিতা পাঠ করেন :

مَضَتِ الشَّبِيْبَةُ وَالْحَبِيْبَةُ فَانْبَرى - دِمْعَانِ فِى الاَجْفَانِ يَزْدَحِمَانِ

"তরুণী প্রেমিকা চলে গেছে চোখের পলকে অশ্রু জল ভীড় করছে। তবে কালের চক্র আমার সাথে ন্যায়সঙ্গত আচার-আচরণ করেনি।"

مَا اَنْصَفَتْنِي الْحَادِثَاتُ رَمِيْنَنِيْ - بِمُوَدِّعِيْنَ وَلَيْسَ لِيْ قَلْبَانِ

"আমার থেকে বিদায় হওয়ার কালে আমাকে তা ছুঁড়ে মেরেছে অথচ ঘটনাপ্রবাহ জানে যে, আমার দুটি অন্তর নেই।"

এ বছর যুলহাজ্জ মাসের ২৮ তারিখ শুক্রবার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁকে বাগদাদের 'আল-খায়যুরান' কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

৩৩৫ হিজরী সন

এবছর খলীফা আল-মুতী লিল্লাহ্‌র খিলাফত রাজধানীতে স্থিতি লাভ করে এবং মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ ও নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান এ ব্যাপারে সন্ধি করেন। এরপর নাসিরুদ্দৌলা

তাকীন আত-তুর্কীর সাথে যুদ্ধ করেন। তারা দুজন কয়েকবার যুদ্ধে লিপ্ত হন। তারপর নাসিরুদ্দৌলা তাকীনের উপর জয় লাভ করেন। নাসিরুদ্দৌলার সামনেই তাকীনের চোখ উপড়ে ফেলা হয়। আর নাসিরুদ্দৌলার কর্তৃত্ব মাওসিল ও জাযীরায় স্থিতি লাভ করে। রুকনুদ্দৌলা নিজ শহর দখল করে নেন। তিনি তার খুরাসানীদের থেকে ছিনিয়ে নেন। এভাবে বনূ বুওয়ায়হ-এর রাজত্ব সুপ্রসারিত হয়। কেননা রায় শহরের বিভিন্ন এলাকা, পাহাড়িয়া অঞ্চল, ইস্পাহান, পারস্য, আহওয়ায এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলের কর তাদের নিকট আসতে থাকে। এরপর মুয়িযযুদ্দৌলা এবং আবুল কাসিম আল-বারীদীর লস্করেরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আল-বারীদীর সাথিরা পরাজিত হয়। তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনেক লোককে বন্দী করা হয়।

এবছরই রোমান এবং মুসলমানদের মধ্যে কয়েদী বিনিময় হয়। আর তা হয়েছিল সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদানের নিযুক্ত সীমান্ত আমীর নাসর আল-মুসতামিলের মাধ্যমে। কয়েদীদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুহাজার পাঁচশ মুসলিম।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আল-হাসান ইব্‌ন হামুবিয়া ইব্‌ন আল-হুসায়ন

তিনি হলেন কাযী আল-ইসত়ারাবাদী। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ওখানে একটি শ্রুতলিপির মজলিস অনুষ্ঠিত হত। অনেকদিন যাবৎ তিনি নিজ শহরের কাযীর পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ইবাদতগুযারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাঁরা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা ও কৌতুকের ব্যাপারে তিনি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিলেন। নিজ দাসীর সাথে সঙ্গমকালে বীর্যপাতের সময় যখন তিনি দাসীর বুকের উপর অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্

তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ আল-খাতালী। তিনি ইব্‌ন আবুদ দুনয়া ও অন্যদের থেকে হাদীস শুনেন এবং দারাকুতনী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী ও একজন হাফিয। তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে ৫০ হাজার হাদীস বর্ণনা করেন।

আবূ মুহাম্মদ আবদুস সালাম ইব্‌ন রাগবান

তিনি হলেন ইব্‌ন আবদুস সালাম ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাগবান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তামীম আল-কালবী। তার উপাধি ছিল 'দীকুলজিন' (জিনের মোরগ)। তিনি একজন ভাঁড় কবি ছিলেন। তিনি একজন শীআ মতাবলম্বী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি বনূ তামীমের আযাদকৃত গোলামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বহু জোরালো কবিতা রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কিছু রচনা করেছিলেন মাতাল অবস্থায়। কবি আবূ নাওয়াস তার মাতালাবস্থার কবিতার প্রশংসা করেন।

আবুল হাসান আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন দাউদ ইবনুল জাররাহ

আল-মুকতাদির ও আল-কাহিরের উযীর ছিলেন। তিনি ২৪৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর থেকে তাবারানী ও অন্যরা হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পুণ্যবান বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি কুরআন শরীফ বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন এবং বেশি বেশি সালাত আদায় করতেন ও সিয়াম পালন করতেন। বিদ্বান ব্যক্তিদের তিনি পছন্দ করতেন এবং তাঁদের মজলিসে বেশি বেশি যোগদান করতেন। তিনি মূলে ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। হাল্লাজের বিরুদ্ধে যাঁরা কঠোর ছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, সাত লাখ দীনার আমি অর্জন করেছি তার মধ্য থেকে জনহিতকর কাজে আমি ছয় লাখ আশি হাজার খরচ করেছি। তিনি যখন বাগদাদ থেকে বিতাড়িত হন এবং মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বায়তুল্লাহ্ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় প্রদক্ষিণ করেন। এরপর তাঁর অবস্থান স্থলে আগমন করেন এবং শুয়ে পড়েন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কাছে আমি বরফের শরবত কামনা করছি। তখন তাঁর একজন সাথী তাঁকে বললেন, এটাতো এখানে তৈরি হয় না। তখন তিনি বললেন, আমি জানি, তার পরেও যদি আল্লাহ্ চান, তাহলে তা করতে পারেন তিনি। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকব। যখন দুপুর বেলা সন্নিকট হয়, তখন আকাশে মেঘ দেখা দেয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আর তার সাথে প্রচুর শিলাও পতিত হয়। তখন তাঁর সাথী এ শিলাবৃষ্টি থেকে প্রচুর পরিমাণ শিলা সংগ্রহ করেন এবং তাঁর জন্য হিফাযত করে রেখে দেন। উযীর ছিলেন রোযাদার। যখন সন্ধ্যা হল তিনি তখন সেখানে আগমন করলেন। আর যখন তিনি মসজিদে আগমন করলেন তার খাদিম তার জন্য বিভিন্ন রকমের শরবত নিয়ে আসলেন, সবগুলোতে বরফ দেয়া ছিল। উযীর তার আশেপাশে সূফিগণ ও অন্য লোকদেরকে এ শরবত পান করালেন কিন্তু তার থেকে তিনি কিছু পান করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, উযীর যখন তাঁর অবস্থান স্থলে ফিরে আসেন তখন আমি তাঁর জন্য কিছু শরবত উপস্থাপন করলাম যা আমি তার জন্য সংরক্ষণ করেছিলাম, তাঁকে আমি শপথ করে বললাম যেন তিনি কিছু শরবত পান করেন। বহু চেষ্টার পরে তিনি কিছু পান করতে রাজী হলেন এবং বললেন, আমি এর দ্বারা মাগফিরাতের কামনা করেছিলাম। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে মাফ করে দিন। তাঁর কবিতাগুলো থেকে নীচে কিছু উল্লেখ করা হলো :

فَمَنْ كَانَ عَنِّى سَائِلاً بِشَمَاتَةٍ – لَمَّا نَابَنِىْ اَوْ شَامِتًا غَيْرَ سَائِلِ

"কিছু লোক আমার দুঃখে খুশি হবার জন্য আমার কাছে শরবত চেয়েছিল কিংবা দুঃখে খুশি হবার জন্য চায়নি, সেই বস্তুটি তৎক্ষণাৎ উপস্থাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।"

فَقَدْ اَبْرَزَتْ مِنِّى الْخُطُوْبُ ابْنَ حُرَّةٍ – صَبُوْرًا عَلَى اَهْوَالَ تِلْكَ الزَّلاَزِلِ

"তবে আমার কামনা-বাসনা, পিপাসার্ত অপেক্ষমানদের কাছে এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তা উপস্থাপন করেছিল।"

আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান আত-তানূখী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একদল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, কারখের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে একজন আতর ব্যবসায়ী হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি একবার ৬০০ দীনার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর দোকানে তালা লাগিয়ে দেন। কামাই রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঘরে বসে যান এবং রাত জেগে জেগে দুআ, দরূদ ও সালাতে মশগূল হন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পান। তিনি তাঁকে বলছিলেন, উযীর আলী ইব্ন ঈসার কাছে গমন কর। আমি তোমাকে ৪০০ দীনার প্রদান করার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছি। সকাল বেলায় লোকটি উযীরের দরজার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন কিন্তু তাঁকে কেউ চিনল না। এরপর তিনি বসে রইলেন এ আশায় যে, কেউ হয়ত তাঁকে উযীরের কাছে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে দেবে। তিনি দীর্ঘ সময় বসে রইলেন এবং ফিরে যাওয়ার সংকল্প করলেন।

এরপর তিনি একজন দারোয়ানকে বললেন, উযীরকে বল যে, আমি এমন ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছি। আর আমি তাঁর কাছে এ ঘটনাটি বর্ণনা করতে চাই। তখন দারোয়ানটি তাঁকে বলল, তুমি কি স্বপ্ন দেখার ব্যক্তি? উযীর তোমার খোঁজে কয়েকজন লোককে এদিক-সেদিক প্রেরণ করেছেন। তারপর দারোয়ান ভিতরে গেল এবং উযীরকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিল। তখন উযীর বললেন, তাকে তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি তখন ভিতরে প্রবেশ করলেন। উযীর তাঁর কাছে এগিয়ে আসলেন এবং তাঁর অবস্থা, নাম, কুশলাদি ও বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে সবকিছু খুলে বললেন। তখন উযীর তাঁকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি ৪০০ দীনার তোমাকে প্রদান করার জন্য আমাকে হুকুম দিয়েছেন। ভোরবেলায় আমি বুঝতে পারি নাই কাকে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করব। আমি তোমাকেও চিনি না এবং তুমি কোথায় থাক তাও জানি না। আমি তোমার খোঁজে এ পর্যন্ত কয়েকজন দূতকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেছি, কেউই তোমার খোঁজ দিতে পারেনি। তুমি যে আমার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এরপর উযীর এক হাজার দীনার উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন এবং বললেন, এ ৪০০ দীনার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালনের জন্য আর বাকী ৬০০ দীনার আমার তরফ থেকে তোমার জন্য হিবা হিসেবে গণ্য হবে। লোকটি বললেন : না, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা হুকুম করেছেন তার চেয়ে বেশি আমি গ্রহণ করব না। কেননা এটার মধ্যেই আমি খায়র ও বরকতের আশা করছি। এরপর তিনি এক হাজার দীনারের মধ্য থেকে মাত্র ৪০০ দীনার গ্রহণ করলেন। উযীর বললেন, এটাকেই সততা ও বিশ্বাস বলা হয়। তিনি এই ৪০০ দীনার নিয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং যারে কাছে তিনি ঋণী ছিলেন তাদের কাছে এ সম্পদ পেশ করলেন। তখন তারা বললেন, ৩ বছর যাবৎ আমরা তোমার জন্য ধৈর্যধারণ করব। এ স্বর্ণ দিয়ে তুমি তোমার দোকানটি চালু কর এবং তোমার

ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখ। তখন তিনি তাদেরকে তাদের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দেয়ার জন্য সংকল্প করলেন এবং তাদেরকে ২০০ দীনার প্রদান করলেন। আর বাদ বাকী ২০০ দীনার দিয়ে তার দোকানটি চালু করলেন। এক বছর অতিক্রম না করতেই এক হাজার দীনার তার মুনাফা হয়। এভাবে উযীর আলী ইব্‌ন ঈসার অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এ বছরই তিনি ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর আগের বছর ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল

তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাহার আল-ফারিসী। তিনি মাযহাবের একজন ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, সুদৃঢ় ও বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন আলিম। তিনি আবূ যুরআ দামেশকী ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেন। সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি তাঁর থেকে হাদীস শুনেন। তিনি হলেন আবূ আমর ইব্‌ন মাহদী। এবছর শাওয়াল মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। আর তাঁর থেকে দারাকুতনী ও অন্যান্য হাদীস শুনেন।

হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন আবূ জা'ফর ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন সাবাহ ইব্‌ন জুহল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হাবনা। তিনি কাযী আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাসান ইব্‌ন হারূনের পিতা ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ পুরানো যুগের ওমানের বাদশা ছিলেন। তাঁর দাদা ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ চমৎকার রূপ ধারণ করেছিল। আর হারূন ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর ওমানস্থ পরিবার থেকে চলে আসেন এবং বাগদাদে অবতরণ করেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন আলিম। প্রতিটি বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। সপ্তাহের সকল দিনেই তাঁর ঘরটি ছিল উলামা সম্মেলনের কেন্দ্রস্থল। তাঁর খরচাদি তাদের উপর আবর্তিত হত। তিনি বাগদাদে মহান মর্যাদাশালী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলিম ছিলেন। দারাকুতনী তার প্রভূত প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি নাহু, ভাষা, কাব্য শাস্ত্র, কুরআনের অর্থ ও ইলম কালামে দক্ষ ছিলেন। ইবনুল আছীর বলেন, এবছর আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আল-আব্বাস ইব্‌ন সূল আস-সূলী ইন্তিকাল করেন। তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত ছিলেন। ইবনুল জাওযী পরবর্তী হিজরী সনের আলোচনায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।

আবুল আব্বাস ইব্‌ন আলকাস আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ আহ্‌মদ আত-তাবারী

তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন ইব্‌ন সুরায়জের ছাত্র। তিনি

একটি কিতাব রচনা করেছিলেন যার নাম كِتَابُ التَّلْخِيْصِ وَكِتَابُ الْمِفْتَاحِ (কিতাবুত তালখীস ওয়া কিতাবুল মিফতাহ)। এটা একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব। আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুসায়ন এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং আবূ আবদুল্লাহ্ আস-সানাজীও এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর পিতা মানুষের কাছে হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের গল্প শুনাতেন। তিনি নিজে তরসূসের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি জনগণকে ওয়ায-নসীহত শুনাতেন। একবার তাঁর মধ্যে অনুনয় বিনয়ের অবস্থা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বেহুশ হয়ে যান এবং ঐ বছরই ইন্তিকাল করেন।

৩৩৬ হিজরী সন

এবছরই মুয়িযযুদ্দৌলা এবং খলীফা আল-মুতী লিল্লাহ্ বাগদাদ থেকে বসরায় গমন করেন এবং তাঁরা এ দুজন মিলে আবুল কাসিম ইব্‌ন আল-বারীদী থেকে বসরাকে রক্ষা করেন। আল-বারীদী ও তার অধিকাংশ সাথী পালিয়ে যায়। মুয়িযযুদ্দৌলা বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং লোক প্রেরণ করে কারামাতীদেরকে ভয়-ভীতি দেখান। আর তাদের থেকে তাদের শহর ছিনিয়ে নেয়ার হুমকি দেন। খলীফার খরচের বহর বৃদ্ধি করে দেন। খলীফা এখন বছরে ২০০ দীনার খরচ করেন। মুয়িযযুদ্দৌলা এরপর নিজের ভাই ইমাদুদ্দৌলার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আহওয়ায গমন করেন। তার ভাইয়ের সামনে মাটিতে চুম্বন করেন এবং তার ভাইয়ের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তার ভাই তাকে বসার অনুমতি দিলেন কিন্তু তিনি তা করলেন না। তারপর তিনি বাগদাদে খলীফার সাহচর্যে ফিরে আসেন। তাতে সমস্ত কার্যকলাপ যথারীতি সুচারুরূপে চলতে লাগল।

এবছরই রুকনুদ্দৌলা তাবারিস্তান ও জুরজানের শহরগুলোকে দায়লামের বাদশা মারদাবীজের ভাই ওয়াশমাকীরের হাত থেকে হস্তগত করেন। তখন ওয়াশমাকীর খুরাসানের শাসনকর্তার সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য খুরাসানের চলে যান।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আবুল হুসায়ন ইবনুল মুনাদী

তিনি হলেন আহ্‌মদ ইব্‌ন জার ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ। তিনি তাঁর দাদা, আব্বাস আদ-দাওরী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক আস-সাগানী থেকে হাদীস শুনেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, আমানতদার, হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ স্বরূপ) এবং সত্যবাদী। তিনি বহু কিতাব লেখেন এবং বহু শাস্ত্রও সংকলন করেন। তাঁর থেকে তার খিটখিটে মেজাজের কারণে খুব কম লোকই হাদীস শুনেন। সর্বশেষ যে ব্যক্তি তাঁর থেকে হাদীস শুনেন তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ফারিস আল-লাগাবী। ইবনুল জাওযী আবূ ইউসুফ আল-কুদসী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবুল হুসায়ন ইবনুল মুনাদী কুরআন শাস্ত্রে ৪৪০-এর বেশি কিতাব

প্রণয়ন করেন। তাঁর কথায় কোন সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা পাওয়া যেত না বরং সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট কথাই তাঁর থেকে পাওয়া যেত। তিনি রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের সংমিশ্রণ ঘটাতেন। অর্থাৎ বর্ণনার সাথে সাথে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বিশেষ যুক্তিযুক্ত পন্থা অবলম্বন করতেন। ইবনুল জাওযী আরো বলেন, যে ব্যক্তি তাঁর প্রণীত কিতাবগুলো সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন তিনি তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন এবং এমন সব উপকারী বস্তু সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন যা অন্যদের কিতাবে পাওয়া যায় না। তিনি এবছর মুহাররম মাসে ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আল-আব্বাস

তিনি হ্লেন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ আস-সূলী। তিনি এমন আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা সাহিত্য, দেশ-বিদেশের তথ্য খলীফাদের যুগ, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহ ও কবিদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী, মুবাররাদ, ছা'লাব, আবুল আয়না ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বিস্তৃত বর্ণনার, উত্তম হিফয, কিতাব প্রণয়ন সম্পর্কে দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ব্যতিক্রমধর্মী বহু কিতাবের প্রণেতা ছিলেন। কিছু সংখ্যক খলীফার মদপানের সঙ্গী ছিলেন এবং তাদের কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার দাদার নাম ছিল সূল। তার বংশধরগণ ছিলেন জুরজানের রাজপরিবার। তার ছেলে-মেয়েরা ছিলেন প্রবীণ লেখকদের অন্তর্ভুক্ত। এ সূলী ছিলেন সঠিক বিশ্বাস ও উত্তম আচরণের অধিকারী। তিনি চমৎকার কবিতার রচয়িতা ছিলেন। তার থেকে দারাকুতনী ও অন্য হাফিযগণ হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কবিতার কয়েকটি পঙক্তি নীচে উল্লেখ করা হল :

اَحْبَبْتُ مِنْ اَجْلِهِ مَنْ كَانَ يَشْبِهُهُ - وَكُلُّ شَيْئٍ مِنَ الْمَعْشُوْقِ مَعْشُوْقٌ

"তার কারণে তার মত লোককে আমি ভালবেসেছি। কেননা প্রেমাস্পদের প্রতিটি বস্তুই প্রিয়তম।"

حَتَّى حَكَيْتُ بِجِسْمِىْ مَاءَ مُقْلَتِهِ - كَاَنَّ سُقْمِىْ مِنْ عَيْنَيْهِ مَسْرُوْقٌ

"তার অশ্রু আমার শরীর দিয়ে মুছে দিয়েছি তার চোখের পলকের দরুন আমার মধ্যে সৃষ্ট আমার অসুখ যেন অপহরণ করা হয়েছে অর্থাৎ দুরারোগ্যের জন্য আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।"

সূলী তার প্রয়োজনের খাতিরে বাগদাদ থেকে বসরা গমন করেন এবং এবছরই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এবছর শায়খ আবূ যাহিদ মক্কীর কন্যা ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইবাদতগুযার, পরহেযগার এবং মক্কায় বসবাসকারিণী। তার পিতার খেজুর পাতা দ্বারা তৈরি কাজ থেকে

অর্জিত অর্থ থেকে তার খোরপোষ চলত। প্রতি বছর তিনি তার কন্যার কাছে ৩০ দিরহাম প্রেরণ করতেন। কোন একবার তিনি তার এক সাথীর মাধ্যমে কন্যার কাছে অর্থ প্রেরণ করেন। ঐ সাথী ২০ দিরহাম অতিরিক্ত তার কাছে প্রদান করেন। এর দ্বারা তিনি উক্ত কন্যার অতিরিক্ত খরচের কথা ইচ্ছা করেন। তিনি যখন এ ব্যাপারে কন্যাকে অবগত করালেন তখন কন্যা বললেন, আপনি কি আমার জন্য প্রেরিত দিরহামের সাথে আপনার কোন মাল মিশ্রিত করেছেন? যদি মিশ্রিত করে থাকেন তাহলে কত দিরহাম? আর আপনি কি তা আমার জন্য সদকা করতে ইচ্ছা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ মাত্র ২০ দিরহাম। কন্যা বললেন, আমার এ দিরহামের প্রয়োজন নেই। আপনি এগুলো ফেরত নিয়ে নিন। যদি আপনি এর দ্বারা কল্যাণের ইচ্ছা না করতেন আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র কাছে বদ দুআ করতাম। আপনি তো আমাকে এবছর ক্ষুধার্ত রাখবেন দেখছি। কেননা আগামী বছর পর্যন্ত আমার জন্য ময়লা- আবর্জনা ফেলার স্থানের খাদ্য খাবার ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যের ব্যবস্থা নেই। তিনি বললেন, এ অর্থ থেকে তোমার পিতার প্রেরিত ৩০ দিরহাম নিয়ে নাও এবং বাকী ২০ দিরহাম রেখে যাও। কন্যাটি বললেন : না, তা হয় না। কেননা ঐ ৩০ দিরহামকে তো আপনি আপনার মালের সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। এখন আমি জানতে পারছি না কোনটা আমার পিতার প্রেরিত সম্পদ। লোকটি বললেন, এরপর আমি তার পিতার কাছে গমন করলাম। তিনিও এ অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বললেন, হে ভাই! তুমি আমার কথার বিপরীত করেছ এবং আমার কন্যার জন্য সংকট সৃষ্টি করেছ তবে তুমি সমুদয় অর্থ নিয়ে সদকা করে দাও।

৩৩৭ হিজরী সন

এবছর মুয়িযযুদ্দৌলা বাগদাদ থেকে মাওসিলে পৌঁছেন। নাসিরুদ্দৌলা তার কাছে পরাজিত হয়ে নাসীবায়নে চলে যান। মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ রমাযান মাসে মাওসিল দখল করে নেন। বাসিন্দাদের উপর অন্যায় আচরণ করেন এবং তাদের সহায়-সম্পদ জবর দখল করে নেন। এভাবে তার প্রতি জনগণের বিরুদ্ধাচরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর তিনি নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান থেকে সমস্ত শহর নিয়ে নেবার ইচ্ছা পোষণ করেন। তারপর তার বড় ভাই রুকনুদ্দৌলা থেকে খবর পৌঁছে যে, তিনি তার খুরাসানী মুকাবিলাকারীদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করেছে। তাই নাসিরুদ্দৌলার সাথে এ নিয়ে সন্ধি করা প্রয়োজন যে, নাসিরুদ্দৌলা জাযীরা ও সিরিয়ার অংশ বিশেষ দখল করে রাখার জন্য প্রতি বছর আশি লাখ দিরহাম কর আদায় করবেন এবং তার জন্য ও তার ভাইদের জন্য অর্থাৎ ইমাদুদ্দৌলা ও রুকুনুদ্দৌলার নামে খুতবা পাঠ করবেন। তিনি তা করলেন। মুয়িযযুদ্দৌলা বাগদাদে ফিরে আসেন এবং তার ভাইয়ের কাছে একটি বিরাট সৈন্য দল প্রেরণ করেন। আর খুরাসানের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে তার পক্ষে খলীফার অঙ্গীকার আদায় করেন।

এবছর হালবের শাসনকর্তা সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান রোমের শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। রোমের একটি বিরাট সৈন্যদল তার মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সায়ফুদ্দৌলা পরাজয় বরণ করেন এবং রোমানরা তাদের সর্বস্ব নিয়ে নেয়। তারা তরসূসবাসীদেরও প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর রমাযান মাসে দাজলা নদী ২১ থেকে ২৩ গজ উচ্চতায় ফুঁসে উঠে।

এবছর যেসব ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে হলেন :

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামদুবিয়া

তিনি হলেন আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন নুআয়ম ইবনুল হাকাম আলাবী। তিনি ছিলেন আল-হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ আন-নিশাপুরীর পিতা। তিনি ৬৩ বছর যাবৎ আযান দেন এবং ২২টি ধর্ম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। আলিমদের জন্যে তিনি এক লাখ দীনার খরচ করেন। তিনি রাতে বেশি ইবাদত করতেন এবং বেশি বেশি সদকা করতেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্মদ ইব্‌ন হাম্বল ও মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজকে পেয়েছেন। তিনি ইব্‌ন খুযায়মা ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৯৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

বিখ্যাত লেখক কুদামা

তিনি হলেন কুদামা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কুদামা আবুল ফারজ আল-কাতিব। রাজস্ব, খাজনা ও লেখনী শিল্প সম্পর্কে তাঁর একখানা গ্রন্থ রয়েছে। এসব শাস্ত্রে অন্য জ্ঞানীরা তাঁর অনুসারী ছিলেন। তিনি ছা'লাবকে বহু মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন উমর

তিনি নিশাপুরে একজন নসীহতকারী ও ওয়ায়িয হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে তিনি ঐসব বর্ণনাকারী থেকে তাদলীস[১] করতেন যাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেননি। এবছর তিনি ১০৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাহ্হার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্

আবুল মানজা তাঁর নাম আল-ফারযী। তিনি মালিকী মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। মালিকী মাযহাবের ফিক্হ্ শাস্ত্রে তাঁর একটি কিতাব রয়েছে। ফারাইয শাস্ত্রে তার কয়েকটি বিরল কিতাব রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক, ইমাম, গুণসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তি ও সত্যবাদী। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

---

১. তাদলীস : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই তা উপরস্থ শায়খের নিকট শুনেছেন। অথচ তিনি নিজে তার তাঁর নিকট শুনেননি। (বরং তাঁর প্রকৃত উস্তাদই তা তাঁর নিকট শুনেছেন) সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে এবং এরূপ করাকে তাদলীস বলে।

৩৩৮ হিজরী সন

এবছর রবিউল আউয়াল মাসে শীআ-সুন্নীর মাঝে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় এবং কারখ নগরী লুণ্ঠিত হয়। জমাদিউছ ছানীতে আবুস সায়িব উতবা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ আল-হামদানী প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ বছর ইমরান ইব্‌ন শাহীন নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যে পরে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে 'রজা' অঞ্চল থেকে পালিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যায়। সে মৎস্য ও পাখি শিকার করে তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। একদল শিকারী ও দস্যু তার নিকট এসে জড়ো হয়। তাতে তার শক্তি বেড়ে যায়। আবুল কাসিম ইবনুল বারীদী তাকে উক্ত অঞ্চলের একাংশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ্ স্বীয় মন্ত্রী আবূ জা'ফর ইব্‌ন বুওয়ায়হ আয-যমীরীকে একদল সৈন্যসহ তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত শিকারী মন্ত্রীকে পরাজিত করে এবং তার সমুদয় মাল-সম্পদ দখল করে নেয়। তাতে শিকারী আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মন্ত্রী আবূ জা'ফর ইব্‌ন বুওয়ায়হ্ ইমাদুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ্-এর মৃত্যুর দিন পরাজয় মাথায় নিয়ে ফিরে আসেন।

এ বছর যেসব ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাঁর মধ্যে অন্যতম হলেন :

আবুল হাসান আলী ইব্‌ন বুওয়ায়হ্

বুওয়ায়হ্-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ভাইদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজক্ষমতা গ্রহণকারী। তিনি জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সদাচারী, সচ্চরিত্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ৩২২ হিজরীতে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে, যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এবছর তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে রীতিমত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তিনি মৃত্যুশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর সম্পদ, রাজ্য ও জনবল তাঁর কোন উপকারে আসেনি এবং তাঁর থেকে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে হটাতে সক্ষম হয়নি। তাঁর দায়লামী, তুর্কী ও অনারব সৈন্যরা তাঁর বিপদ প্রতিহত করতে পারেনি। অথচ তারা সংখ্যায় ছিল বিপুল ও তাদের প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক। বরং তারা ধীরে ধীরে তার থেকে সটকে পড়ে। আর সে সময় তার জন্য তাদের বড্ড প্রয়োজন ছিল। মহান সেই আল্লাহ্, যিনি রাজাধিরাজ, শক্তিধর, প্রতাপান্বিত ও মহাজ্ঞানী।

তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ফলে তিনি তার মৃত্যুর পর শাসক নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভাই রুকনুদ্দৌলা ও তার পুত্র আযুদুদ্দৌলাকে ডেকে পাঠান। তারা এসে উপস্থিত হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং স্বয়ং সৈন্য-সামন্তসহ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে যান। তাঁর ভাই যখন তাঁর পুত্রকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন তখন তিনি তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে একজন আমীরের ন্যায় তার সম্মুখে উপবেশন করেন। এভাবে তিনি তার আমীর, উযীর ও পারিষদবর্গের নিকট ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মান তুলে ধরেন। তারপর সকলের নিকট থেকে

তার জন্য দেশ ও সম্পদের মালিকানা, রাজ্য ও প্রজা শাসনের বায়আত গ্রহণ করেন। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আমীর তাতে অসন্তুষ প্রকাশ করলেন। তিনি তাদের দমনাভিযানে অবতীর্ণ হন। তাদের অনেককে হত্যা করেন এবং অন্যদেরকে কারারুদ্ধ করেন। এভাবে আযুদুদ্দৌলার জন্য রাজক্ষমতার পথ সুগম হয়।

এর কিছুদিন পর এই বছর ৫৭ বছর বয়সে শীরায নগরীতে ইমাদুদ্দৌলা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রাজ্য শাসনের সময়কাল ছিল ১৬ বছর। তৎকালে তিনি উত্তম রাজাদের একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই রাজাদের একজন, যাঁরা নিজ নিজ শাসনামলে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমীরুল উমারা (প্রধান আমীর)। সে কারণেই খলিফাগণ তাঁর নিকট পত্র আদান-প্রদান করতেন। তাঁর ভাই মুয়িযযুদ্দৌলা ইরাক ও সাওয়াদে তাঁর নায়িব হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন।

ইমাদুদ্দৌলার মৃত্যুর পর মন্ত্রী আবূ জা'ফর আয-যামীরী শিকারী ইমরান ইব্ন শাহীন-এর সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে যান। অপরদিকে মুয়িযযুদ্দৌলা তাঁকে শীরাযে ফিরে এসে তার শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার জন্য পত্র লেখেন। ফলে দুর্বল হয়ে পড়ার পর এবার ইমরান ইব্ন শাহীন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার কর্মকাণ্ড বিষয়ক আলোচনা পরে আসছে।

এ বছর মৃত্যুবরণ করেন আবূ জা'ফর আন-নাহহাস আন-নাহবী।

আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইসমাঈল ইব্ন ইউনুস

নাম আবূ জা'ফর আল-মুরাদী আল-মিসরী আন-নাহবী। আন-নাহহাস নামে সমধিক পরিচিত। অভিধান বিশারদ, মুফাসসির ও সাহিত্যিক। তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং মুবাররাদ-এর শিষ্যদের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। এবছর যিলহজ্জ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। ইব্ন খাল্লিকান-এর মতে যিলহজ্জ মাসের ৫ তারিখ রবিবার দিন। একদিন তিনি বসে কম্পাস দ্বারা দিক নির্ণয় করছিলেন। দেখে এক ব্যক্তি মনে করে, তিনি নীল নদকে জাদু করছেন। লোকটি তাকে পা দ্বারা আঘাত করে। তিনি পড়ে গিয়ে ডুবে যান। পরে কোথায় চলে গেছেন আর জানা যায়নি।

তিনি আলী ইব্ন সুলায়মান আল-আহওয়াস, আবূ বকর আল-আনবারী, আবূ ইসহাক আয-যাজ্জাজ ও নিফতাওয়ায়হ প্রমুখ থেকে নাহু বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রণীত অনেকগুলো ভালো উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে তাফসীরুল কুরআন, আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ ও শারহু আবইয়াতি সীবাওয়ায়হ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব বিষয়ে এ মানের গ্রন্থ আর কেউ রচনা করেননি। আরো আছে শারহুল মুআল্লাকাত ও আদ-দাওয়াবীনুল আশারা ইত্যাদি। তিনি ইমাম নাসাঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। তবে মানুষ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

আল-মুসতাকফী বিল্লাহ্

নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী আল-মুকতাফী বিল্লাহ্। ১ বছর ৪ মাস ২ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং তার উভয় চোখ উপড়ে ফেলা হয়। এবছর নিজ গৃহে বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৬ বছর ২ মাস।

আলী ইব্ন হামশাদ ইব্ন সাহনূন ইব্ন নাসর

নাম আবুল মু'দিল। তৎকালের নিশাপুরের মুহাদ্দিস। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ৪০০ খণ্ডের হাদীসের সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। অধিক পরিমাণ ইবাদত করতেন। সব রকম পাপ থেকে দূরে থাকতেন এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চলতেন। এক ব্যক্তি বলেন, আমি সফরে ও হাজরে (বাড়িতে) তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। কিন্তু ফেরেশতা তাঁর নামে কোন গুনাহ্ লিখেছে বলে আমি জানি না। তাঁর দুইশরও অধিক খণ্ডে সমাপ্ত একটি তাফসীর আছে।

একদিন তিনি সুস্থ শরীরে গোসলখানায় প্রবেশ করেন। সেখানেই হঠাৎ করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দিনটি ছিল এ বছরের শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইবনুল হাসান

তনি হলেন আবুল হাসান আল-ওয়ায়িয আল-বাগদাদী। বাগদাদ থেকে মিসর গিয়ে বসবাস করেন। ফলে তিনি মিসরী নামে পরিচিত হয়ে যান। অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। দারাকুতনী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ওয়াযের মাহফিল অনুষ্ঠিত হত, যাতে পুরুষ ও নারী উপস্থিত হত। তিনি বোরকা পরিধান করেন ওয়ায করতেন, যাতে মহিলারা তার চেহারার সৌন্দর্য দেখতে না পায়। আবূ বকর আন-নাক্কাশ কয়েকদিন গোপনে তাঁর মাহফিলে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন। এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে বললেন : আপনার পরে অন্য কারো ওয়ায করা হারাম হবে।

খতীব বলেন, আলী ইব্ন মুহাম্মদ নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও আল্লাহ্ওয়ালা ছিলেন। তিনি লায়ছ ও ইব্ন লাহইয়ার হাদীসসমূহ সংকলন করেন। যুহদ বিষয়ে তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তিনি এ বছর যিলকদ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৭ বছর। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

৩৩৯ হিজরী সন

এই বরকতময় বছরের যিলকদ মাসের হাজরে আসওয়াদকে বায়তুল্লাহ্র যথাস্থানে পুনঃ ফেরত দেয়া হয়। ৩১৯ হিজরী সনে কারামাতী সম্প্রদায় পাথরটি নিয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়টি

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আবূ তাহির সুলায়মান ইব্‌ন আবূ সাঈদ আল-হুসায়ন আল-জুনাবী সে সময়ে কারামাতীদের বাদশা ছিলেন। মুসলমানরা ঘটনাটিকে গুরুতর বলে বিবেচিত করে। মুসলমানদের আমীর বাজকাম আত-তুর্কী পাথরটিকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কারামাতীদেরকে পঞ্চাশ হাজার দীনার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, আমরা নির্দেশ পালনার্থে পাথরটি এনেছি। অতএব যার নির্দেশে এনেছি, এখন তার নির্দেশ ছাড়া এটি ফেরত দিতে পারব না। কিন্তু পরে এবছর তারা পাথরটিকে কূফায় নিয়ে এসে কূফার জামে মসজিদের সপ্তম স্তম্ভের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে, যাতে মানুষ পাথরটি দেখতে পায়। আবূ তাহিরের ভাই পাথরের সঙ্গে একখানা পত্র লিখে দেয়। যার ভাষ্য ছিল, আমরা এক নির্দেশে পাথরটি নিয়ে গিয়েছিলাম। এখন যিনি নেয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন তাঁরই নির্দেশে ফেরত দিলাম, যাতে মানুষের হজ্জ পূর্ণ হতে পারে।

তারপর তারা পাথরটি মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে পাথরটি মক্কায় গিয়ে পৌঁছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। উল্লেখ্য, হাজরে আসওয়াদের মক্কায় অনুপস্থিতির মেয়াদকাল ছিল ২২ বছর। হাজরে আসওয়াদ ফিরে পেয়ে মুসলমানরা দারুণ খুশি হয়।

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, কারামাতীরা যখন পাথরটি নিয়ে যায়, তখন তারা সেটি কয়েকটি প্রাপ্তবয়স্ক উটে বহন করেছিল। কিন্তু তারপরও উটগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কুঁজে ঘা হয়ে যায়। কিন্তু যখন ফেরত দেয়, তখন একটি উষ্ট্রশাবক সেটি বহন করে নিয়ে আসে। অথচ, তার কোন কষ্ট হয়নি।

এ বছর সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে রোম নগরীতে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি রোমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুর্গের পর দুর্গ জয় করেন, বহু লোককে হত্যা করেন, অনেককে বন্দী করে এবং বিপুল পরিমাণ গনীমত নিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু রোমানরা 'দারাব' নামক স্থানে যেখান দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসবেন তার উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাঁর অধিকাংশ লোককে হত্যা করে ফিরে এবং বাদ বাকীদের বন্দী করে লুণ্ঠিত সম্পদ উদ্ধার করে ফেলে। সায়ফুদ্দৌলা স্বল্পসংখ্যক সঙ্গীসহ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

এ বছর যে সব ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

আবূ জা'ফর আয-যামীরী

এ বছর উযীর আবূ জা'ফর আয-যামীরী মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মুয়িযযুদ্দৌলা জমাদিউল আউয়াল মাসে তাঁর স্থলে আবূ মুহাম্মদ আল-হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুহাল্লিবীকে উযীর নিযুক্ত করেন। এই ঘটনায় শিকারী ইমরান ইব্‌ন শাহীন-এর বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং গুরুতর রূপ ধারণ করল। ফলে মুয়িযযুদ্দৌলা তার বিরুদ্ধে বাহিনীর পর বাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইমরান ইব্‌ন শাহীন প্রতিটি বাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করতে শুরু করল। এবার মুয়িযযুদ্দৌলা তার সঙ্গে সমঝোতায় যেতে এবং তাকে কোন একটি

অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করার পরিকল্পনা স্থির করেন। তারপর যা ঘটল, তার আলোচনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

আল-হাসান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন বাব শায

তিনি হলেন আবুল হাসান আল-মিসরী। বাগদাদে আগমন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ আলিমদের একজন ছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এ বছর বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং "শূনীযিয়া' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছরও হয়নি।

আমীরুল মু'মিনীন মুহাম্মদ আল-কাহির বিল্লাহ্

মু'তাদিদ বিল্লাহ্‌র পুত্র। ১ বছর ৬ মাস ৭ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হঠাৎ আক্রমণকারী ও দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী ছিলেন। তাঁর সঙ্গী আবূ আলী ইব্‌ন মুকাল্লা তাঁর ভয়ে আত্মগোপন করে তুর্কীদের নিকট গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করে। ফলে তুর্কীরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার চোখ উৎপাটন করে। কিছুদিন দারুল খিলাফতে আটকে রাখে। পরে ৩৩৩ হিজরীতে সেখান থেকে বের করে ইব্‌ন তাহিরের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন ক্ষুধা ও অনটনে তাঁর শোচনীয় অবস্থা। কিছুদিন তিনি ভিক্ষা করেও বেড়ান। তারপর এ বছর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। পিতা মু'তাদিদ-এর এক পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মদ

তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ আস-সাফফার ইস্পাহানী। তৎকালে খুরাসানের মুহাদ্দিস ছিলেন। অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইব্‌ন আবুদ দুনয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মুসতাজাবুদ্দাওয়াহ ছিলেন। চল্লিশেরও অধিক বছরে তিনি একবারও আকাশপানে মাথা তুলে তাকাননি। তিনি বলতেন, আমার নাম মুহাম্মদ, আমার পিতার নাম আবদুল্লাহ্ ও মায়ের নাম আমিনা। নিজের ও পিতা-মাতার এই নামের মিলের কারণে তিনি আনন্দবোধ করতেন। কেননা, নবীজি (সা)-এর নিজের নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম আবদুল্লাহ্ ও মায়ের নাম আমিনা ছিল।

আবূ নাসর আল-ফারাবী

তুর্কী দার্শনিক। সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। বিদ্যার নৈপুণ্যে তিনি উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতামণ্ডলীকে কাঁদাতেন, হাসাতেন ও ঘুম পাড়াতেন। দর্শনবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুস্তকাদি থেকে ইব্‌ন সীনা জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বলতেন, পুনরুত্থান হবে আত্মিক-দৈহিক নয়। তাছাড়া বিদ্বান আত্মাগুলো পুনরুত্থিত হবে, অজ্ঞ নয়। এ বিষয়ে তাঁর এমন এমন মতাদর্শ আছে, যা মুসলমান ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মতাদর্শের পরিপন্থী। তাই যদি তিনি সেই মতাদর্শ

নিয়েই মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তাহলে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। 'আল-কামিলে' বর্ণিত ইবনুল আছীরের অভিমত অনুযায়ী তিনি দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। মন্দ চরিত্রের কারণে হাফিয ইব্ন আসাকির স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে এই লোকটির উল্লেখ করেননি। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

৩৪০ হিজরী সন

এবছর আম্মানের অধিপতি বসরা দখল করার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক নৌযান নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। আবূ ইয়াকূব আল-হিজরী তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। কিন্তু উযীর আবূ মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবী তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন এবং তাকে প্রতিহত করেন। তিনি আম্মান অধিপতির একদল সঙ্গীকে বন্দী করেন এবং বেশ কিছু নৌযান আটক করে তাকেসহ দাজলায় নিয়ে যান। তারপর তিনি প্রচুর শান-শওকতের সাথে বাগদাদে প্রবেশ করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

এবছর উযীর আবূ মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবীর নিকট আবূ জা'ফর ইব্ন আবুল ইযয-এর জনৈক শিষ্যকে ধরে নিয়ে আসা হয়। আর ইব্ন আবুল ইযযকে বেদীন ও নাস্তিকতার অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল যেমন হত্যা করা হয়েছিল হাল্লাজকে। এই লোকটি ইব্ন আবুল ইযয-এর ন্যায় দাবী করত। বাগদাদের একদল অশিক্ষিত মানুষ তার অনুসরণ করে বসে এবং তার খোদা হওয়ার এবং নবী ও সিদ্দীকগণের আত্মাসমূহ তাদের নিকট আসা-যাওয়া করার দাবীতে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করে। তার গৃহে এমন কিছু গ্রন্থও পাওয়া গিয়েছিল। যেগুলো প্রমাণ করে যে, তারা উক্ত দাবী করত। যখন সে নিশ্চিত হলো যে, তার ধ্বংস অনিবার্য, তখন সে দাবী করল, সে শীআ। এই দাবীর মাধ্যমে সে মুয়িযযুদ্দৌলার সাহায্য পেতে চেয়েছিল। উল্লেখ্য, মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ্ রাফিযীদের ভালবাসতেন। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। ফলে উযীর আবূ মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবী মুয়িযযুদ্দৌলা ও শীআদের ভয়ে তার বিরুদ্ধে আর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তবে তিনি তাদের কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। সেই সম্পদকে বেদীন ও নাস্তিকদের সম্পদ বলে অভিহিত করা হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন, এবছর রমাযান মাসে মাযহাবকে কেন্দ্র করে এক বিরাট দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

এবছর যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা হলেন :

আশহাব ইব্ন আবদুল আযীয

তিনি হলেন ইব্ন আবূ দাঊদ ইব্ন ইবরাহীম আবূ আমর আল-আমিরী আমির ইব্ন লুয়াই-এর সাথে সম্পর্ক বিশিষ্ট। তিনি বিখ্যাত ফকীহদের একজন ছিলেন। তিনি এবছর শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন।

আবুল হাসান আল-কারখী

বিখ্যাত হানাফী ইমামদের একজন। ২৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে অবস্থান করে ইমাম আবূ হানীফার ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন। ফলে দেশে আবূ হানীফা (র)-এর শিষ্যদের নেতৃত্ব তার হাতে চলে আসে। তিনি ইবাদতগুযার ছিলেন। বেশি বেশি সালাত আদায় করতেন ও রোযা রাখতেন। অভাব-অনটনে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। অন্যের সম্পদের প্রতি ছিলেন নির্মোহ। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও তিনি অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক আল-কাযী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং হায়ওয়া ও ইব্‌ন শাহীন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। শেষ জীবনের তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তাঁর কতিপয় শিষ্য তাঁর নিকট সমবেত হয়ে পরামর্শ করেন, তাঁর জন্য তারা সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান-এর নিকট সাহায্যের আবেদন জানাবেন। কিন্তু তিনি বিষয়টা টের পেয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে উপায়ে জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত করেছ, সেই পন্থা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় জীবিকা দান করো না। তার পরপরই সায়ফুদ্দৌলার প্রেরিত অর্থ এসে পৌঁছানোর আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সায়ফুদ্দৌলার প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল দশ হাজার দিরহাম। অগত্যা শিষ্যরা সেগুলো সদকা করে দেন। এ বছরের শাবান মাসে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তারই শিষ্য আবূ তাম্মাম আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ আয-যায়নাবী তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। ওয়াসিতীন নদীর তীরে অবস্থিত আবূ যায়দ ফটকের সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ

নাম আবূ জা'ফর আল-ওয়াররাক। অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি মেধাবী ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। নির্ভরযোগ্য ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। তিনি নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া ভক্ষণ করতেন না এবং তাহাজ্জুদ বাদ দিতেন না। জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি বেশ কয়েক বছর মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ্-এর সাহচর্যে ছিলাম। এই সময়ে আমি কখনো তাঁকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিজনক কাজ ব্যতীত অন্য কিছু করতে দেখিনি এবং প্রশ্নের জবাব দানের অতিরিক্ত কোন কথা বলেননি। রাতের বেশির ভাগ সময় জেগে ইবাদত করতেন।

এ বছর আমীর নূহ আস-সামানী নিয়োজিত খুরাসানী বাহিনীর সেনাপতি মনসূর ইব্‌ন কারাবকীন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, কয়েকদিন যাবৎ লাগাতার অপরিমিত মদপানের ফলে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর আবূ আলী আল-মুহতাজকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

এ বছর আরো ইন্তিকাল করেন জুমালের রচয়িতা আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক আয-যুজাজী আল-নাহবী আল-লুগাবী আল-বাগদাদী। তিনি জন্ম সূত্রে বাগদাদী। পরে দামেশকে বসতি স্থাপন করেন। ইলমুন-নাহু বিষয়ে রচিত জুমালের লেখক। এটি একটি

অতিশয় উপকারী গ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনি মক্কায় বসে রচনা করেন। বইটির এক একটি অধ্যায় রচনা করার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতেন এবং দুআ করতেন, যেন এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

তিনি প্রথমে মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাস আল-ইয়াযিদী, আবূ বকর ইব্ন দুরায়দ ও ইবনুল আনবারীর নিকট ইলমুল-নাহু অর্জন করেন। তিনি রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে ৩৩৭, কারো কারো মতে ৩৩৯ এবং কারো মতে ৩৪০ হিজরীতে। স্থানটি ছিল দামেশক। কারো কারো মতে তাবারিয়া। তাঁর রচিত জুমাল গ্রন্থটির একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইব্ন উসফূর লিখিত গ্রন্থটি সবচেয়ে সুন্দর ও মানসম্পন্ন। আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৪১ হিজরী সন

এবছর রোমানরা সারুজ দখল করে এবং তার অধিবাসীদের হত্যা করে ও মসজিদগুলো পুড়ে ফেলে। ইবনুল আছীর বলেন, এবছর আম্মানের অধিপতি মূসা ইব্ন ওয়াজীহ বসরায় অভিযান চালায়। কিন্তু মুহাল্লাবী তাকে প্রতিহত করেন, এটি উপরে বর্ণিত হয়েছে।

এবছর মুয়িযযুদ্দৌলা তার উযীরের উপর নির্যাতন করেন। তিনি তাকে ১৫০ বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু তাকে পদচ্যুৎ করেননি। বরং তার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতষ্ঠিত করেন।

এবছর মক্কায় মিসরী ও ইরাকীদের মাঝে বিবাদ হয়। মক্কাবাসীরা প্রথমে মিসর অধিপতিকে স্বাগত জানায়। কিন্তু পরক্ষণে ইরাকীরা মিসরীদের উপর জয়লাভ করলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মক্কাবাসীরা রুকনুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ্কে স্বাগত জানায়।

এবছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন :

আল-মনসূর আল-ফাতিমী

আবূ তাহির ইসমাঈল ইব্ন আল-কায়িম বিআমরিল্লাহ্ আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী। মরক্কোর অধিপতি। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। তিনি ৭ বছর ১৬ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। আবূ ইয়াযীদ আল-খারিজী ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যে তার সমকক্ষ ছিল না। তিনি স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাষী ছিলেন এবং অনর্গল ভাষণ দিতে পারতেন।

আল-মনসূর আল-ফাতিমী স্বাভাবিক তাপমাত্রার দুর্বলতার কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল আছীর তাঁর 'আল-কামিলে' এই তথ্য উল্লেখ করেছেন। ডাক্তারগণ চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে সারিয়ে তুলতে ব্যর্থ হন।

মৃত্যুর সময় তিনি মুয়িয আল-ফাতিমীকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করে যান। ইনি হলেন আল-কাহিরা আল-মুয়িযযিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। সে

সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর। তিনি সাহসী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বার্বার ও উক্ত অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ তার আনুগত্য মেনে নেয়। তিনি তার গোলাম জাওহারকে অগ্রে প্রেরণ করেন। গোলাম তার জন্য মিসরের কায়রোতে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে। মিসরে সেই প্রাসাদ আজো বিদ্যমান রয়েছে। এটি ৩৬৪ হিজরীর ঘটনা। পরে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে।

ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সালিহ

আবূ আলী আস-সাফফার। মুহাদ্দিসদের একজন। মুবাররাদ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর শিষ্য হিসেবেই পরিচিতি অর্জন করেন। ২৪৭ হিজরীতে তাঁর জন্ম। হাসান ইব্ন আরাফা ও আব্বাস আদ-দাওরী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে একদল লোক হাদীস শ্রবণ করেন। তন্মধ্যে একজন হলেন দারাকুতনী। কথিত আছে যে, তিনি ৮৪ রমাযানের রোযা রেখেছেন। তিনি ৯৪ বছর বয়সে এই বছর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ

ইব্ন ইউনুস দিরহাম আবূ সাঈদ ইবনুল আ'রাবী। মক্কায় বসতি স্থাপন করেন এবং হারম শরীফের শায়খে পরিণত হন। জুনায়দ ইব্ন মুহাম্মদ ও আন-নূরী প্রমুখের সাহচর্যে অবলম্বন করেন। সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাসাওউফ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইসমাঈল ইব্ন কায়িম

ইবনুল মাহ্দী। উপাধি আল-মনসূর আল-উবায়দী। নিজেকে ফাতিমী বলে দাবী করতেন। (মুসলিম) পাশ্চাত্য নগরসমূহের অধিপতি ছিলেন। তিনি কায়রোর প্রতিষ্ঠাতা মুয়িয-এর পিতা। আর তিনি (মুসলিম) পাশ্চাত্য নগরে আল-মনসূরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা।

আবূ জা'ফর আল-মারওয়াযী বলেন, ইসমাঈল ইবনুল কায়িম যখন আবূ ইয়াযীদ আল-খারিজীকে পরাজিত করেন, সে সময়ে একদিন আমি তাঁর সঙ্গে সফরে বের হই। আমরা পথ চলছিলাম। হঠাৎ তার বর্শাটা হাত থেকে ছুটে পড়ে যায়। আমি বাহন থেকে নেমে বর্শাটা তুলে দেই। তারপর কবির ভাষায় রসিকতা করে বললাম :

فالقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَ النَّوى - كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالايَاتِ الْمُسَافِرُ

"সে তার লাঠিটা ফেলে দিল এবং তদ্দারা গন্তব্য স্থির করল, যেমনটি পতিত সুদৃঢ় পাহাড় দ্বারা চোখ শীতল করে থাকে।"

শুনে ইসমাঈল ইবনুল কায়িম বললেন, তুমি কেন বললে না, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

فَأَلْقَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ·

"তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।" (সূরা শুআরা : ৪৫)

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرُوْنَ ·

"ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল।" (সূরা আরাফ : ১১৮-১১৯)

আবূ জা'ফর মারওয়াযী বলেন, উত্তরে আমি তাঁকে বললাম : আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যার পুত্র। আপনি যা জানেন, তারই কিছু বললেন মাত্র। আর আমি যা বললাম, আমার বিদ্যার দৌড় এ পর্যন্তই।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এরও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি ফটক নির্মাণ এবং তাতে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। হাজ্জাজ তাঁর জন্য একটি ফটক নির্মাণ করেন এবং নিজের জন্যও একটি ফটক নির্মাণ করেন। কিন্তু পরে বজ্রপাতে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর ফটকটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলে ইব্ন মারওয়ান ইরাকে হাজ্জাজের নিকট এই বলে পত্র লিখেন, আমার আর তোমার উপমা হল, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ·

"তুমি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবূল হল এবং অন্যজনের কবূল হল না। সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই।" (সূরা মায়িদা : ২৭)

ফলে খলীফা তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। মনসূর এ বছর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩৪২ হিজরী সন

এবছর হালবের অধিপতি সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান রোম নগরীতে চড়াও হয়ে তথাকার বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন, অন্যদেরকে বন্দী করেন এবং প্রচুর সম্পদ গনীমত নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন।

এবছর মক্কায় হজ্জ পালনকারীরা বিবাদে লিপ্ত হন এবং ইব্ন তাগাজ ও ও মুয়িযযুদ্দৌলার অনুসারীদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইরাকীরা ইব্ন তাগাজ বাহিনীর উপর জয়লাভ করে মুয়িযযুদ্দৌলাকে স্বাগত জানায়। হজ্জ সমাপ্তির পর আবারো তারা বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এবারও ইরাকীরা জয়লাভ করে। এই বিবাদের সূত্র ধরে খুরাসানী ও সামানীদের মাঝে একের

পর এক যুদ্ধ লেগে থাকে। ইবনুল আছীর তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হল :

আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল ফাহম

আবুল কাসিম আত-তানূখী। কাযী আবুল কাসিম আত-তানূখী-এর দাদা। খতীব আল-বাগদাদীর ওস্তাদ। জন্ম ইনতাকিয়ায়। পরে বাগদাদ এসে হানাফী মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মু'তাযিলী দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, জ্যোতির্বিদ্যা জানতেন এবং কবিতা পাঠ করতেন। তিনি আহওয়ায ইত্যাদি স্থানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। বাগাবী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। ১৫ বছর বয়সে কবি দা'বাল-এর ৬০০ পঙক্তির সমগ্র কবিতা এক রাতে মুখস্থ করে সেদিনই সকালে পিতাকে আবৃত্তি করে শোনান। শুনে পিতা এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখে চুমো খেয়ে বললেন : বৎস! এ খবর কাউকে বলো না; অন্যথায় নজর লাগতে পারে।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, আলী ইব্ন মুহাম্মদ উযীর আল-মুহাল্লাবীর বন্ধু ছিলেন। সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান-এর নিকট গমন করলে তিনি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন। অবশেষে তিনি তাকে কিছু স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। তার মদ বিষয়ক কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

وَرَاحَ مِنَ الشَّمْسِ مَخْلُوقَةُ – بَدَتْ لَكَ فِىْ قَدَحٍ مِّنْ نُّهَارٍ

"দিবসের কোন এক সময় তোমার পানপাত্রে সূর্য থেকে একটি বস্তুর আত্মপ্রকাশ ঘটালো।"

هَوَاءً وَلٰكِنَّه جَامِدُ – وَمَاءً وَلٰكِنَّه لَيْسَ جَارٍ

"সে হলো বাতাস, তবে জমাট আর পানি, তবে অপ্রবহমান।"

كَأَنَ الْمُدِيْرُ لَه بِالْيَمِيْنِ – اِذَا مَالَ لِلْفِيْ اَوْ بِالنَّهَارِ

"দ্বিপ্রহরের সময় মনে হচ্ছে, যেন বস্তুটি ডান হাতে কাটছে।"

تَدَرَّعَ ثَوْبًا مِّنَ الْيَاسِمِيْنَ – لَه بَرْدُ كُمٍّ مِّنَ الْجُلْنَارِ

"যেন সে জুঁই ফুল খচিত কাপড় দ্বারা বর্ম পরিধান করেছে, যার আস্তিন ডালিম ফুল দ্বারা সাজানো।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম

ইবনুল হুসায়ন ইবনুল হাসান ইব্ন আবদুল খাল্লাক আবুল ফারজ আল-বাগদাদী আল-ফকীহ আশ-শাফিঈ। 'ইব্ন সাকরাহ' নামে সমধিক পরিচিত। মিসরে বসবাস করেন এবং সেখানে হাদীস চর্চা করেন। আবুল ফাতহ ইব্ন মাসরূর তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম-এর মধ্যে কোমলতা ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়াকূব

ইবনুল মা'মূন ইবনুর রশীদ হারূন আবূ বকর। ২৬৮ হিজরী সনে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত হন। পরে মিসরে চলে এসে সেখানে আলী ইব্ন আবদুল আযীয আল-বাগাবীর নিকট মুআত্তা মালিক অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। ওই ৩৪২ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৪৩ হিজরী সন

এবছর সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান ও দামাসতাক-এর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সায়ফুদ্দৌলা দামাসতাক-এর কিছু লোককে হত্যা করেন এবং তার একদল শীর্ষস্থানীয় লোকসহ অন্যদের বন্দী করেন। নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন কুসতুনতিন ইব্ন দামাসতাক। ঘটনাটি ঘটে এবছরের রবিউল আউয়াল মাসে। পরে দামাসতাক বিপুল সংখ্যক লোককে সংঘবদ্ধ করে এ বছর শাবান মাসে সায়ফুদ্দৌলার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। ফলে তাদের মাঝে ঘোরতর লড়াই সংঘটিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় মুসলমানদের ভাগ্যে জোটে এবং আল্লাহ্ কাফিরদের অপদস্ত করেন। এই যুদ্ধে কাফিরদের বহু সৈন্য নিহত হয় এবং একদল নেতৃস্থানীয় মানুষ বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে দামাসতাকের এক জামাতা ও এক দৌহিত্রও ছিল।

এবছর মানুষ জ্বর ও গলা ব্যথাসহ নানা ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। খুরাসান ও মা-ওয়ারাআন-নাহরের অধিপতি আমীর আল-হামীদ নূহ ইব্ন নাসর আস-সামানী এবছর ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর স্থলে তদীয় পুত্র আবদুল মালিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

এবছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

আল-হাসান ইব্ন আহমদ

আবূ আলী আল-কাতিব আল-মিসরী। আবূ আলী আর-রূযবারী প্রমুখের শিষ্য। উসমান আল-মাগরিবী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং বলতেন, আবূ আলী আল-কাতিব আল্লাহ্র পথের পথিক। আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী বর্ণিত তাঁর একটি বাণী হল, প্রেমের সুবাতাস প্রেমিকের ভিতর থেকে ছড়াবেই; যদিও তারা তা লুকিয়ে রাখে এবং গোপন রাখা সত্ত্বেও মানুষের সম্মুখে প্রেমের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে পড়ে এবং তা ফাঁস হয়ে যায়। একথা বলে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন :

وَإِذَا مَااسْتَسَرَّتْ أَنْفُسُ النَّاسِ ذِكْرَهُ - تَبَيَّنُ فِيهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا

"মানুষের মন যখন আনন্দিত হয়, তখন কথা না বললেও তা মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

تُطَيِّبُهُمْ أَنْفَاسُهُمْ فَتُذِيعُهَا - وَهَلْ سِرُّ مِسْكٍ أَوْدَعَ الرِّيحَ يَكْتُمْ ؟

"হৃদয় যখন উৎফুল্ল হয়, তখন তা বিগলিত হয়ে পড়ে। আচ্ছা, মেশক কি কখনো তার সৌরভকে লুকিয়ে রাখে?"

আলী ইব্ন হামদ ইব্ন উকবা ইব্ন হুমাম

আবুল হাসান আশ-শায়বানী আল-কূফী। বাগদাদ আগমন করে এখানে একদল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। দারাকুতনী তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ, অধিক কুরআন তিলায়াতকারী এবং ফকীহ্। শাসকদের আস্থাভাজন হয়ে ৭৩ বছর পর্যন্ত তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন এবং মসজিদে হামযা আয-যাইয়াতে সত্তরেরও অধিক বছর মুয়াযযিনের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আগে তাঁর পিতাও এই মসজিদের মুয়াযযিন ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আহ্মদ ইবনুল আব্বাস

তিনি হলেন আল-কারখী আল-আদীব। আলিম, দুনিয়াবিমুখ ও পরহেযগার ছিলেন। প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন এবং লাগাতার রোযা রাখতেন। আবদান ও তাঁর সমপর্যায়ের লোকদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

আবুল খায়র আত-তায়নাতী

ইবাদতকারী ও দুনিয়াবিমুখ। আরব বংশোদ্ভুত। ইনতাকিয়ার 'তায়নাত' নামক একটি গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি 'হাতকাটা' নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ, তাঁর একটি হাত কাটা ছিলো। তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে একটি অঙ্গীকার করে পরে তা ভঙ্গ করেছিলেন। পরবর্তীতে মরু সাহারায় ঘুরে-ফিরে ইবাদত করা অবস্থায় একদল চোরের সঙ্গে ধৃত হন। শাস্তিস্বরূপ সেই চোরদের সঙ্গে আরও একটি হাত কাটা যায়। তাঁর অনেক কারামাত ছিল। পরবর্তীতে তিনি অপর এক হাত দ্বারা খেজুর পাতার চাটাই বুনতেন। ঘটনাক্রমে একদিন জনৈক ব্যক্তি বিষয়টি দেখে ফেললে তিনি তার থেকে ওয়াদা নেন, যেন জীবন কখনো কাউকে বিষয়টি না বলে। লোকটি তার ওয়াদা পূরণ করে।

৩৪৪ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর বাগদাদ, ওয়াসিত, ইস্পাহান ও আহওয়ায-এর অধিবাসীরা রক্ত ও পিত্তের ব্যাধি ও মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই রোগে বহু সংখ্যক মানুষ মারা যায়। পরিস্থিতি এত গুরুতর রূপ ধারণ করে যে, প্রতিদিন প্রায় এক হাজার মানুষ মারা যেত।

এ বছর বড় বড় পঙ্গপাল আত্মপ্রকাশ করে, যা শস্যাদি, গাছপালা ও ফলাদি খেয়ে ফেলে।

এ বছর মুহাররম মাসে মুয়িযযুদ্দৌলা তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবূ মনসূর বখতিয়ারকে শাসক নিযুক্ত করেন।

এ বছর আযারবায়জান থেকে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে। যে দাবি করে সে গায়ব জানে এবং সে গোশত এবং পশু থেকে যা কিছু বের হয় সব হারাম বলে ঘোষণা করে। একদা এক

ব্যক্তি তাকে নিমন্ত্রণ করে। মেজবান তার সম্মুখে চর্বিমাখা খাবার উপস্থিত করে। লোকটি তা খেয়ে ফেলে। এবার মেজবান সহচরদের উপস্থিতিতে তাকে বলল, আপনি গায়ব জানেন বলে দাবি করছেন। অথচ যে খাবার খেলেন, তাতে চর্বি ছিল কিন্তু তাতো আপনি জানলেন না। এবার লোকজন তাকে ত্যাগ করে কেটে পড়ে।

এ বছর মুয়িয আল-ফাতিমী ও আন্দালুসের (আন্দালুসিয়ার) শাসনকর্তা আবদুর রহ্মান আন-নাসির আল-উমাবী-এর মাঝে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনুল আছীর সে কাহিনী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হলেন :

উসমান ইব্ন আহ্মদ

ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আবূ আমর আদ-দাককাক। ইবনুস সাম্মাক নামে পরিচিত। হাম্বল ইব্ন ইসহাক প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন দারাকুতনী প্রমুখ। তিনি নির্ভরযোগ্য ও স্থিরচিত্ত ছিলেন। নিজ হাতে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং 'বাবুত তিবন' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় পঞ্চাশ হাজার লোক অংশ গ্রহণ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ

নাম আবূ জা'ফর আল-কাযী আস-সামনানী। ২৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং সেখানেই হাদীস চর্চা করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞ আলিম, দানশীল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ইরাকীদের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর গৃহ ছিল আলিমদের মিলন কেন্দ্র। পরে তিনি মাওসিলের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেখানেই এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন বুত্তা ইব্ন ইসহাক ইস্পাহানী

কুনিয়াত আবূ আবদুল্লাহ্। প্রথমে নিশাপুরে বসবাস করেন। পরে ইস্পাহানে ফিরে আসেন। ইনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাত্তা আল-আকবারী নন। ইনি তাঁর আগের মানুষ। ইনি হলেন তাবারানীর উস্তাদ। আর অপর ইব্ন বাত্তা তাবারানী থেকে বর্ণনা করেন। ইনি হলেন ইব্ন বুত্তা। আর অপরজন ইব্ন বাত্তা। অপরজন ছিলেন হাম্বলী ফকীহ্। প্রথমজন হলেন দ্বিতীয়জনের দাদা। নাম ইব্ন বাত্তা ইব্ন ইসহাক আবূ সাঈদ। তিনি মুহাদ্দিসও ছিলেন। ইবনুল জাওযী তার 'মুনতাযামে' এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন হাজ্জাজ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইবনুল হাজ্জাজ

আবুন-নাযর আল-ফকীহ্ আত-তূসী। আলিম নির্ভরযোগ্য ও আবিদ ছিলেন। দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন। সাধ্যের চেয়েও বেশি দান করতেন। সৎ কাজের

আদেশ করতেন, অন্যায়ে বাধা দিতেন। হাদীস অন্বেষণে দূর-দূরান্তের বহু দেশ নগর ভ্রমণ করেন। তিনি রাতকে তিনভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। এক ভাগ ঘুমের জন্য। এক ভাগ রচনার জন্য। এক ভাগ অধ্যয়নের জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আপনি যা অন্বেষণ করেছিলেন, তা কি পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র শপথ! আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আছি। আমি তাঁর সম্মুখে আমার হাদীস বিষয়ক রচনাগুলো পেশ করলে তিনি সেগুলো গ্রহণ করে নেন।

আবূ বকর ইব্ন হাদ্দাদ আল-ফকীহ্ আশ-শাফিঈ

নাম মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আবূ বকর ইবনুল হাদ্দাদ। শাফিঈ ইমামদের অন্যতম। ইমাম নাসাঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মন্তব্য হল, আমার ও আল্লাহ্র মাঝে প্রমাণ হিসেবে ইমাম নাসাঈ-ই যথেষ্ট। ইবনুল হাদ্দাদ ফকীহ্, খুঁটি-নাটি বিষয়ে অভিজ্ঞ, মুহাদ্দিস, নাহ্বী, স্পষ্টভাষী ও খুঁটি-নাটি বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি দুর্লভ গ্রন্থ আছে। তিনি আবূ উবায়দ ইব্ন হারবুইয়া-এর নায়িব হিসাবে মিসরের কাযী নিযুক্ত হন। আমরা طبقات الشافعية -এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

আবূ ইয়াকূব আল-আযরুঈ

নাম ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাশিম ইব্ন ইয়াকূব আন-নাহদী। ইব্ন আসাকির-এর মতে 'বালকা' নগরীর আযরুআত-এর অধিবাসী। তিনি আল্লাহ্র সৎকর্মশীল নির্ভরযোগ্য বান্দাদের একজন ছিলেন। দামেশকের একদল সাধারণ মানুষ ও আলিম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন আসাকির তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর যোগ্যতা ও কারামাতের প্রমাণ বহন করে। তাঁর একটি ঘটনা হল, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দেন। ফলে আমি অন্ধ হয়ে যাই। কিন্তু পরে যখন পবিত্রতা অর্জনে সমস্যা দেখা দেয়, তখন আমি আল্লাহ্র নিকট দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার প্রার্থনা করি। ফলে আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

তিনি ৫৪ বছর বয়সে এ বছর দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন আসাকির এই অভিমতকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। তবে কেউ কেউ ৯০ বছরের অধিক বয়স উল্লেখ করেছেন।

৩৪৫ হিজরী সন

এ বছর রূযবাহান মুয়িযযুদ্দৌলার আনুগত্য ত্যাগ করে আহওয়ায চলে যান এবং মুহাল্লাবীর অধিকাংশ শহরে তার সঙ্গে এসে যোগ দেয়, যার সঙ্গে তার যুদ্ধ চলছিল। এ সংবাদ শুনে মুয়িযযুদ্দৌলা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেননি। কারণ, রূযবাহান-এর প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ

ছিল এবং তাতে তিনি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু পরে স্পষ্ট হয়ে যায়, ঘটনা সত্য। ফলে তিনি তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান-এর ভয়ে খলীফা মুতী লিল্লাহও তার অনুসরণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট সংবাদ আসে যে, মুয়িযযুদ্দৌলা বাগদাদ দখল করার উদ্দেশ্যে তদীয় পুত্র আবুল মুরাজ্জা জাবির এর নেতৃত্বে বাগদাদ অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেছেন। মুয়িযযুদ্দৌলা তার দারোয়ান সবুক্তগীনকে বাগদাদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুয়িযযুদ্দৌলা রূযবাহান-এর দিকে এগিয়ে যান। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং উভয়ের মাঝে ঘোরতর লড়াই শুরু হয়ে যায়। মুয়িযযুদ্দৌলা রূযবাহানকে পরাজিত করে তার সঙ্গীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং তাকে গ্রেফতার করে বাগদাদ নিয়ে এসে বন্দী করে রাখেন। পরে এক রাতে তাকে বের করে নিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেলেন। কারণ, দায়লামীরা তাকে বল প্রয়োগে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল। মুয়িযযুদ্দৌলা রূযবাহান ও তার ভাইদের গুম করে ফেললেন। দায়লামীরা উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এই ঘটনায় তুর্কীরা মুয়িযযুদ্দৌলার নিকট পুরস্কৃত হয় এবং দায়লামীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। কেননা, রূযবাহান ও তার ভাইদের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসঘাকতা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

এ বছর সায়ফুদ্দৌলা রোম নগরীতে প্রবেশ করে হত্যা ও লুটতরাজ চালিয়ে হালবে ফিরে আসেন। তাতে রোমানরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা 'মায়াফারিকীন'-এর অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা হত্যা ও লুটতরাজ ও জ্বালাও-পোড়াও করে ফিরে আসে। তারা নৌপথে তরসূস এসে সেখানকার অধিবাসীদের এক হাজার আটশ ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করে ও বহু জনপদকে পুড়িয়ে ফেলে।

এ বছর হামাদানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, যার ফলে বাড়ি-ঘর ধসে পড়ে এবং বজ্রপাতে শীরীন-এর ভবন ফেটে যায়। ধ্বংস্তূপের নীচে চাপা পড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারায়।

এ বছর ইস্পাহান ও কুম অধিবাসীদের মাঝে বিরাট সংঘাত হয়। তার কারণ ছিল কুম-এর কিছু লোক সাহাবীদের গাল-মন্দ করেছিল। ফলে ইস্পাহানীরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের বহু লোককে হত্যা করে এবং ব্যবসায়ীদের মালামাল ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু পরে রুকনুদ্দৌলা কুমবাসীদের পক্ষে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কারণ, তিনি শীআ ছিলেন। অগত্যা ইস্পাহানীরা জরিমানা স্বরূপ বিপুল মালামাল প্রদান করে।

এবছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হলেন :

ছা'লাব-এর গোলাম

নাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আবূ হাশিম আবূ আমর আয-যাহিদ গুলামু ছা'লাব। কুদায়মী ও মূসা ইব্‌ন সাহল আল-বিশা প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁর থেকে একদল লোক হাদীস বর্ণনা করেন। তাছাড়া আবূ আলী ইব্‌ন শাযানও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, দুনিয়াবিমুখ ও এত স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন যে,

তিনি স্মৃতি থেকেই বহু কিছু লিপিবদ্ধ করতে পারতেন এবং যা কিছু মুখস্ত করতেন, সবই স্মরণ থাকত। তাঁর অভিনবত্বের আধিক্যের কারণে কোন কোন রাবী তাকে অভিযুক্ত করেছেন এবং তাকে মিথ্যাচারের দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।

কাযী আবূ উমর-এর সঙ্গে একবার তাঁর একটি ঘটনা ঘটে। তিনি কাযী আবূ উমর-এর পুত্রকে চরিত্র শিক্ষা দিতেন। ঘটনাটি হল, তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে সাক্ষ্য ও আরবী ভাষায় প্রমাণসহ ৩০টি মাসআলা লিপিবদ্ধ করেন। তার কোনটির পক্ষে তিনি অত্যন্ত অভিনব দুটি পঙক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কাযী আবূ উমর বিষয়টি ইব্ন দুরায়দ, ইবনুল আনবারী ও ইব্ন মুকসিম-এর নিকট উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাঁরা কেউই পঙক্তি দুটি চিনতে পারলেন না। এমনকি ইব্ন দুরায়দ বললেন, এগুলো আবূ আমর-এর মনগড়া কবিতা।

পরে আবূ আমর এসে উপস্থিত হলে কাযী তাকে ইব্ন দুরায়দ-এর মন্তব্যের কথা শোনান। শুনে আবূ আমির তাঁর গ্রন্থাদি থেকে আরবী কাব্য গ্রন্থসমূহ সন্ধান করেন। আবূ আমর এক একটি মাসআলা উল্লেখ করে প্রতিটির স্বপক্ষে একের পর এক প্রমাণ উপস্থাপন করতে শুরু করেন। এমনকি তিনি ত্রিশেরও অধিক মাসআলা বর্ণনা করেন। তারপর বললেন, আর পঙক্তি দুটির ঘটনা হল, ছা'লাব পঙক্তি দুটি আপনার উপস্থিতিতে আবৃত্তি করেছিলেন। তখন আমি সেগুলো আপনার অমুক ফাইলে লিপিবদ্ধ করেছি। এবার কাযী উক্ত ফাইলটি এনে দেখতে পান পঙক্তি দুটি ফাইলে বিদ্যমান রয়েছে। ইব্ন দুরায়দ ঘটনা শুনতে পেয়ে আবূ আমর থেকে স্বীয় মুখ সংবরণ করে নেন। তারপর মৃত্যু পর্যন্ত কখনো তার সমালোচনা করেননি।

আবূ আমর রবিবার দিন মৃত্যুবরণ করেন এবং যিলকদ মাসের ১৩ তারিখ সোমবার সমাধিস্থ হন। তাকে বাগদাদে মারূফ আল-কারখীর কবরের বিপরীত দিকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আহ্মদ ইব্ন রুস্তম

আবূ বকর আল-মাদারিয়ী আল-কাতিব। ২৫৫ হিজরীতে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর পিতার সঙ্গে তিনি ও তাঁর ভাই আহ্মদ মিসর চলে যান। খুমারাবিয়া ইব্ন আহ্মদ ইব্ন তূলূনকে কর প্রদান করতেন। পরে এই লোকটি মানুষের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি আহ্মদ ইব্ন আবদুল জব্বার ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। খতীব তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক প্রবীণ কাতিব ব্যক্তি আমার দরজায় এসে উপস্থিত হয়, যার বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি স্বপ্নে আমার পিতাকে দেখলাম যে, তিনি বলছেন, বৎস! তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় করো না? তুমি তোমার ভোগবিলাস নিয়ে ব্যস্ত আর মানুষ তোমার দরজায় বিনা বস্ত্রে ও ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। ঐ যে একটি লোক, তার পায়জামা ছিঁড়ে গেছে, যার পরিবর্তে আরেকটি পায়জামা পরিধান করার

সামর্থ্য তার নেই। তুমি তার ব্যাপারটিকে উপেক্ষা কর না। স্বপ্ন দেখে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জেগে গেলাম এবং তাকে খাতির-যত্ন করলাম। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নের কথা ভুলে গেলাম। জাগ্রত হওয়ার পর আমি রাজ প্রাসাদের দিকে ভ্রমণ করছি। দেখি আব্বাজান যে লোকটির কথা বললেন, তিনি একটি দুর্বল পশুর পিঠে উপবিষ্ট। আমাকে দেখে তিনি বাহন থেকে নেমে পায়ে হাঁটতে চাইলেন। তিনি বাহন থেকে নামলেন। তার বিবস্ত্র উরু আমার চোখে পড়ে গেল। মোজা পরিধান করেছিলেন পায়জামা ছাড়া। দেখে আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। আমি লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। তাকে আমি এক হাজার দীনার ও কিছু কাপড়-চোপড় প্রদান করলাম, তার জন্য মাসে ২০০ দীনার করে ভাতা চালু করে দিলাম এবং ভবিষ্যতেও তার উপকার করব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল

ইবরাহীম ইব্ন তাবাতিবা ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আশ-শারীফ আল-হাসানী আর-রাসসী আবুল কাসিম আল-মিসরী আশ-শায়ির। মিসরের ইলম অন্বেষণকারীদের পুরোধা ছিলেন। তাঁর কবিতার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

قَالَتْ لَطِيْفُ خَيَالٍ ذَرَنِيْ وَمَضَى - بِاللّٰهِ صِفْهُ وَلَا تَنْقُصْ وَلَا تَزِدْ

"সুকুমার ভাবনা, যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো আর চলে গেলো, আমাকে বললো, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তুমি তার গুণ বর্ণনা করো। কমও করো না, বেশিও নয়।"

فَقُلْتُ : اَبْصَرْتُه لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمَأٍ - وَقَالَ قِفْ لَا تَرِدِ الْمَاءَ لَمْ يَرِدِ

"আমি বললাম, আমি তাকে দেখেছি। যদি সে পিপাসায় মারা গিয়ে থাকে।"

قَالَتْ : صَدَقْتَ وَفَاءُ الْحُبِّ عَادَتُه - يَا بَرْدُ ذَاكَ الَّذِيْ قَالَتْ عَلٰى كَبِدِيْ

"আর বললো, দাঁড়াও, পানিতে নেমো না। ফলে সে নামেনি। সে বললো, তুমি সঠিক বলছো। ভালোবাসার স্বীকৃতি দানই তার অভ্যাস।"

আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল এ বছর শাবান মাসের ২৫ তারিখ মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৪৬ হিজরী সন

এ বছর গালাগালের সূত্র ধরে কারখবাসী ও আহলুস সুন্নাহর মাঝে সংঘাত হয়। তাতে উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক মানুষ প্রাণ হারায়। এ বছর দাজলার পানি ৮০ হাত নীচে নেমে যায়। যার ফলে অনেক পাহাড়, দ্বীপ ও বাড়ি-ঘর দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যা ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

এ বছর ইরাক, রায়, জাবাল ও কুম প্রভৃতি নগরীতে থেমে থেমে লাগাতার ৪০ দিন পর্যন্ত ভূমিকম্প হয়। তাতে বহু বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, জলাধার বিলীন হয়ে যায় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এ বছর মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ্ নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান-এর সঙ্গে মাওসিলে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু নাসিরুদ্দৌলা পত্র লিখে মুয়িযযুদ্দৌলার সঙ্গে সমঝোতা করে নেন এবং তাকে প্রতি বছর কিছু সম্পদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ফলে মুয়িযযুদ্দৌলা অভিযান থেকে বিরত হন। কিন্তু পরিবর্তীতে তিনি চুক্তি থেকে ফিরে যান এবং পরবর্তী বছর পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসছে।

এ বছর অক্টোবর মাসে সমাজে ব্যাপকহারে কণ্ঠনালী ও নাসারন্ধ্র ফোলা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং হঠাৎ মৃত্যুর বহু ঘটনা ঘটে। এমনকি একজন চোর ঘরে ঢোকার জন্য সিঁধ কাটে। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই সিঁধের ভিতর মারা যায়। বিচারক আদালতে যাওয়ার জন্য পোশাক পরিধান করতে গিয়ে একটি মোজা পরিধান করার পর অপরটি পরিধান না করতেই মৃত্যুবরণ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন

আবূ হুরায়রা আল-আযরী। উস্তাদদের চিঠিপত্র লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করতেন। আবূ মুসলিম আল-কাযী প্রমুখের পত্র লিখেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

আল-হাসান ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন শাযান

আবূ আলী আল-ওয়াসিতী। ইসহাক আল-আরযাক ও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবার ইমাম বুখারী সহীহ্ বুখারীতে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল জাওযীও স্বীয় 'মুনতাযামে' তাঁর এ বছরই মৃত্যুবরণ করার কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আবুল আব্বাস আল-আসাম্ম

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন মাকাল ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আমাবী আবুল আব্বাস আল-আসাম্ম। তিনি ২৪৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যুহালীকে দেখেছেন; কিন্তু তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে ইস্পাহান, মক্কা, মিসর, সিরিয়া, আল-জাযীরা ও বাগদাদ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। সে সময় এইসব দেশে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তারপর তিনি খুরাসান ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। এতদিনে তিনি বড় একজন মুহাদ্দিসে পরিণত হয়ে যান। পরে তাঁর

শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি তিনি গাধারও ডাকও শুনতে পেতেন না। তিনি নিজ মসজিদে ৩০ বছর যাবৎ মুআযযিনের দায়িত্ব পালন করেন এবং ৭৬ বছর যাবৎ হাদীস বর্ণনা করেন। এতদিনে তিনি বহু নাতী-নাতনীর দাদা হয়ে যান। তিনি নির্ভরযোগ্য ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর এক মাস আগে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। তিনি ১৪টি হাদীস এবং ৭টি কাহিনী মুখস্থ বর্ণনা করতেন। তিনি ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৪৭ হিজরী সন

এ বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে বাগদাদ ও বাগদাদের পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন নগরীতে ভূমিকম্প হয়। তাতে বহু মানুষ প্রাণ হারায় এবং বহু সংখ্যক বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব ঘটে যা খাদ্য-দ্রব্য ও ফল-ফলাদি নষ্ট করে ফেলে এবং রোমানরা আমিদ ও মায়াফারিকীনে প্রবেশ করে এক হাজার পাঁচশ ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং সামসাত নগরীকে দখল করে নিয়ে তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

এ বছর মুহাররম মাসে মুয়িযযুদ্দৌলা মাওসিলে আক্রমণ করে নাসিরুদ্দৌলার হাত থেকে ভূখণ্ডটি দখল করে নেন। নাসিরুদ্দৌলা প্রথমে নাসীবায়ন এবং পরে মায়াফারিকীনে পালিয়ে যায়। মুয়িযযুদ্দৌলা তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। পরে হালবে স্বীয় ভাই সায়ফুদ্দৌলার নিকট চলে যান। তারপর সায়ফুদ্দৌলা মুয়িযযুদ্দৌলার নিকট তাঁর ও স্বীয় ভাইয়ের মাঝে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব পাঠান। ফলে এই শর্তে উভয়ের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, নাসিরুদ্দৌলা প্রতি বছর ২৯ লাখ দীনার প্রদান করবেন। সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর মুয়িযযুদ্দৌলা বাগদাদ চলে যান। এই সময়ে বনূ বুওয়ায়হ্ বনূ হামাদান ও ফাতিমীদের সাহাবীদের গালিগালাজ ও আনুগত্য ত্যাগে দেশ ভরে যায়। মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও খুরাসান প্রভৃতি দেশের শাসকগণ রাফিযী হয়ে যায়। হিজায প্রভৃতি এবং বেশির ভাগ (মুসলিম) পশ্চিম এলাকায় একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাদের পক্ষ থেকেও সাহাবীদের গাল-মন্দের ও কাফির আখ্যায়িত করার প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

এ বছর মুয়িয আল-ফাতিমী স্বীয় গোলাম আবুল হাসান জাওহারকে একদল সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেন। যায়যাই ইব্‌ন মুনাদ আস-সানহাজী তার সঙ্গী ছিল। তারা পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয়। এমনকি তারা প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। জাওহার তার জন্য মাছ শিকার করে আমার নির্দেশ দেয়। সেই মাছ পানির কলসীতে ভরে মুয়িয আল-ফাতিমীর নিকট পাঠিয়ে দেয়। তাতেই জাওহার মুয়িয আল-ফাতিমীর ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়। এমনকি সে উযীরের পদমর্যাদায় পৌঁছে যায়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

আয-যুবায়র ইব্‌ন আবদুর রহমান

ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন ইবরাহীম আবূ আবদুল্লাহ্ আল-ইসতিরাবাযী।

দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন। হাসান ইব্ন সুফিয়ান, ইব্ন খুযায়মা এবং আবূ ইয়ালা প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাফিয, পরহেযগারী ও সত্যবাদী ছিলেন। বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও অধ্যায় রচনা করেন।

আবূ সাঈদ ইব্ন ইউনুস

মিসরের ইতিহাস রচয়িতা। নাম আবদুর রহমান ইব্ন ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী আল-মিসরী আল-মুআররিখ। অত্যধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মানব ইতিহাস বিষয়ে ছিলেন অভিজ্ঞ। মিসর ও মিসরবাসীদের নিয়ে রচিত তাঁর অত্যন্ত উপকারী একটি ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে। আবুল হাসান আলী নামে তার এক পুত্র ছিল। তিনি জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁর রচিত একটি উপকারী জ্যোতির্বিদ্যার পঞ্জিকা ছিল। এই বিদ্যার পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ তার শরণাপন্ন হত। যেমন হাদীস চর্চাকারিগণ শরণাপন্ন হতেন তাঁর পিতার উক্তি, ইতিহাস, উদ্ধৃতি ও বর্ণনার প্রতি।

সাদাফী ২৮১ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন এবং এ বছর জমাদিউছ ছানী ২৬ তারিখ সোমবার কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্ন দারাসতুয়াহ্ আন-নাহবী

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন দারাসতুয়াহ ইবনুল মারযুবান আবূ মুহাম্মদ আল-ফারিসী আন-নাহবী। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং আব্বাস আদ-দাওরী ইব্ন কুতায়বা ও আল-মুবাররাদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন দারাকুতনী প্রমুখ হাফিযগণ। আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানদাহ তাঁদের অন্যতম। তিনি এই বছরের সফর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন খাল্লিকান-এর বর্ণনা মতে আরবী ভাষা ও ইলমুন-নাহু ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান

ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ-শাওয়ারিব আবুল হাসান আল-কুরাশী আল-উমাবী। বাগদাদের বিচারপতি। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। তদুপরি তাঁর বিরুদ্ধে বিচার ও শাসনকার্যে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাশিমী আল-খতীব আদ-দামেশকী। বাবুস-সাগীর অঞ্চলের অনলবর্ষী হিসাবে যাকে অভিহিত করা হত, আমার ধারণা তিনিই ইনি। আল-আখশীদ-এর আমলে দামেশকের খতীব ছিলেন। সে সময়ে তিনি সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট লাবণ্যময় ও সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক ছিলেন। এ বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ২৭ তারিখ শুক্রবার তিনি মৃত্যুবরণ

করেন। দেশের নায়িবে সুলতানসহ অগণিত মানুষ তাঁর জানাযার সালাতে অংশ গ্রহণ করেন। ইব্ন আসাকির এরূপই উল্লেখ করেছেন। তাঁকে 'বাবুস সাগীর'-এ দাফন করা হয়।

৩৪৮ হিজরী সন

এ বছর রাফিযী ও আহলুস সুন্নাহর মাঝে সংঘাত হয়। তাকে বহুসংখ্যক মানুষ নিহত হয়। 'বাবুত-তাক'-এ জ্বালাও-পোড়াও সংঘটিত হয় এবং মাওসিলের বহু হাজী দাজলায় নিমজ্জিত হয়, যার সংখ্যা প্রায় ৬০০।

এ বছর রোমানরা তরসূস ও রুহায় অনুপ্রবেশ করে হত্যা ও বন্দী করে এবং মালপত্র ছিনিয়ে ফিরে যায়। এ বছর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মানুষ বৃষ্টির জন্য দুআ করে। কিন্তু বৃষ্টি আসেনি। তাছাড়া 'আযার' অঞ্চলে বড় বড় পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেগুলো ক্ষেতের উৎপাদিত ফসলাদি খেয়ে ফেলে। সব মিলিয়ে জনজীবনে এক মহাদুর্ভোগ নেমে আসে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, তা সংঘটিত হয়েছে আর তিনি যা ইচ্ছা করেননি, তা হয়নি।

এ বছর মুয়িযযুদ্দৌলা মাওসিল থেকে বাগদাদ ফিরে আসেন এবং স্বীয় ভাই মুআয়য়িদুদ্দৌলা ইব্ন মুয়িযযুদ্দৌলার পুত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিবাহ দেন। পরে কন্যাকে জামাতার সঙ্গে বাগদাদ পাঠিয়ে দেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

ইবরাহীম ইব্ন শায়বান আল-কারমীসীনী

জাবাল অঞ্চলের সূফীদের গুরু। আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মাগরিবীর সাহচর্যপ্রাপ্ত। তাঁর মূল্যবান একটি উক্তি হল—'যখন ভয় কারো অন্তরকে শান্ত করে দেয়, তখন তার প্রবৃত্তির অঙ্গগুলো পুড়ে যায় এবং তার থেকে দুনিয়ার মোহ দূর হয়ে যায়।'

আবূ বকর আন-নাজ্জাদ

আবূ বকর সুলায়মান ইব্নুল হাসান ইব্ন ইসরাঈল ইব্ন ইউনুস আবূ বকর আন-নাজ্জাদ আল-ফকীহ্। হাম্বলী ইমামদের একজন। ২৫৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ, আবূ দাউদ, আল-বাগুন্দী, ইব্ন আবুদ দুনয়া এবং আরো বহু লোক থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে হাদীস অন্বেষণ করতেন। মুসনাদ সংকল করেন এবং হাদীসের বিশাল এক গ্রন্থ রচনা করেন। জামে আল-মনসূরে তাঁর দুটি হালকা ছিল। একটি ফিক্হ-এর জন্য, অপরটি হাদীস লেখানোর জন্য। দারাকুতনী, ইব্ন যারকূয়া, ইব্ন শাহীন ও আবূ বকর ইব্ন মালিক আল-কুতায়বী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন এবং প্রতি রাতে রুটি দ্বারা ইফতার করতেন এবং মাত্র এক লোকমা আহার গ্রহণ করতেন। জুমআর রাতে কয়েক লোকমা আহার করে অবশিষ্ট রুটি দান করে

দিতেন। তিনি ৯৫ বছর বয়সে যিলহজ্জ মাসের ২০ তারিখ শুক্রবার মৃত্যুবরণ করেন এবং বিশর আল-হাফীর কবরের সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।

জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাসীর ইবনুল কাসিম

আবূ মুহাম্মদ আল-খাওয়াম। পরিচিত আল-খালদী নামে। বিপুল সংখ্যক হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। ৬০ বার হজ্জ করেন। নির্ভরযোগ্য অতিশয় বিশ্বস্ত ও দীনদার ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ

আবূ উমর আয-যাজ্জাজ নিশাপুরী আবূ উসমান আল-জুনায়দ, আন-নূরী ও আল-খাওয়াম প্রমুখের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি মক্কার বাসিন্দা এবং সেখানকার সূফীদের শায়খ ছিলেন। ৬০ বার হজ্জ করেন। কথিত আছে, তিনি লাগাতার ৪০ বছর মক্কায় হারমের বাইরে ব্যতীত অন্য কোথাও প্রস্রাব-পায়খানা করেননি।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ফুযালা

ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক আবূ বকর আল-আদামী। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অনেক সময় রাতে বহু দূর থেকে তাঁর কণ্ঠ শোনা যেত। আবুল কাসিম আল-বাগাবীর সঙ্গে একবার হজ্জ করেন। মদীনায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে তাঁরা এক অন্ধ বৃদ্ধকে দেখতে পান। যিনি মানুষের সম্মুখে বানোয়াট মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করছিলেন। শুনে বাগাবী বললেন, তার প্রতিবাদ করা উচিত। তাঁর এক সঙ্গী বললেন, আপনি বাগদাদে নন যে, তার প্রতিবাদ করলে মানুষ আপনাকে চিনতে পারবে। এই প্রচুর লোক সমাগমের মধ্যে আপনাকে কে চিনবে? আপনি বরং আবূ বকর আল-আদামীকে নির্দেশ দিন, তিনি যেন কুরআন তিলাওয়াত করেন। বাগাবী আল-আদামীকে আদেশ করলেন। আবূ বকর আল-আদামী তিলাওয়াত শুরু করলেন। এখনো তিনি আউযুবিল্লাহ্ শেষ করেননি, জনতা বৃদ্ধকে ত্যাগ করে আবূ বকর-এর নিকটে এসে জড়ো হয়। অন্ধ লোকটির নিকট একজন লোকও অবশিষ্ট থাকল না। অন্ধ তার চালকের হাত ধরে বলল, এভাবেই নিআমত দূর হয়ে যাবে। আমাকে নিয়ে চল।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের ২৮ তারিখ বৃহস্পতিবার ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তাঁর সম্মুখে বসিয়েছেন। আমি অনেক বিপদ অতিক্রম করেছি। আমি বললাম, সেই সুন্দর পাঠ, সেই সুন্দর কণ্ঠ এবং সেই অবস্থান? তিনি বললেন, আমার জন্য সেসব অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছু নেই। কেননা, ওসব ছিল দুনিয়ার জন্য। আমি বললাম, আপনার পরিণত কোথায় গিয়ে ঠেকল? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি নিজের জন্য বাধ্যবাধকতা কয়ে নিয়েছি যে, আমি ৮০ বছর বয়সের লোককে শাস্তি দেব না।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আলী

ইবনুল হাসান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন তাবাতাবা ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আল-হাশিমী আল-মিসরী। মিসরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গৃহে কখনো হালুয়া প্রস্তুত বন্ধ হত না। এই হালুয়া তৈরির জন্য একজন মানুষ অনবরত বাদাম ভাঙতে থাকত। মানুষের মাঝেও তাকে হালুয়া হাদিয়া দেয়ার প্রচলন ছিল। কেউ প্রতিদিন, কেউ শুক্রবার, কেউ মাসে একদিন তার ঘরে হালুয়া হাদিয়া দিত। কাফূর আখশীদ প্রতিদিন তাঁর গৃহে এসে দু'পেয়ালা পানীয় এবং হালুয়া-রুটি আহার করতেন। মুয়িয আল-ফাতিমী যখন কায়রো এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের মনিব আহলে বায়তের কোন বংশের লোক? উত্তরে তিনি বললেন, দেশবাসীই এর জবাব দেবে। এরপর প্রাসাদে প্রবেশ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করে তরবারিটা অর্ধেক কোষমুক্ত করে বললেন, এ হল আমার পিতৃকুল। তারপর তাদের উপর সোনা ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, এ হল আমার মাতৃকুল। জনতা বলে উঠল, আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। তবে সঠিক কথা হল, মুয়িযকে এই উক্তিকারী লোকটি হল তার পুত্র কিংবা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আল্লাহ্ ভালো জানেন। কেননা ইনি ৬২ বছর বয়সে এই বছর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর মুয়িয এসেছিলেন ৩৬৩ হিজরীতে।

৩৪৯ হিজরী সন

এ বছর আযারবায়জানে ঈসা ইবনুল মুকতাফী বিল্লাহ্-এর বংশ থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি মুসতাজীর বিল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত হন এবং আলে মুহাম্মদ-এর আনুগত্যের প্রতি জনগণকে আহ্বান জানান। সে সময়ে মারযুবান-এর ক্ষমতার পতন ঘটেছিল। তার এই তৎপরতার ফলে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরে মুসতাজীর বাহিনী পরাজয় বরণ করে। মুসতাজীর নিজে বন্দী হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেন ও তার মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ বছর সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান রোম দেশে প্রবেশ করে সেখানকার বহুসংখ্যক মানুষকে হত্যা করেন, বেশ কটি দুর্গ জয় করেন, অসংখ্য নগর-বসতি জ্বালিয়ে দেন, অনেক মানুষ বন্দী করেন এবং গনীমত অর্জন করে ফিরে আসেন। পরে রোমকরা তার উপর হামলা চালায়। তারা তাকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং তার অনুসারীদের উপর তরবারির আঘাত হানে। ফলে ৩০০ অশ্বারোহীসহ তার রোমানদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করতে অনেক বেগ পেতে হয়।

এ বছর বাগদাদে রাফিযী ও আহলুস সুন্নাহর মাঝে বিরাট সংঘাত হয়, যাতে বহু সংখ্যক মানুষ নিহত হয়।

এ বছর শেষের দিকে মিসরের শাসক আল-আখশীদের পুত্র আনজূর মৃত্যুবরণ করেন। তার অবর্তমানে তার ভাই আলী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

এ বছর আহওয়ায ও ওয়াসিতের শাসক আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বারীদী মৃত্যুবরণ করেন।

এ বছর মিসরের হাজিগণ মক্কা থেকে ফিরে এসে একটি উপত্যকায় নামার পর একটি ঢল এসে ভাসিয়ে নিয়ে তাদের প্রত্যেককে সাগরে নিক্ষেপ করে।

এ বছর তুর্কের দুই লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তারা 'তুর্ক ঈমান' নামে ভূষিত হয়। পরে সংক্ষেপ করে 'তুর্কমান' আখ্যায়িত করা হয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

জা'ফর ইব্ন হারব আল-কাতিব

তাঁর বিপুল ধন-দৌলত ছিল। একজন উযীর-মন্ত্রীর সমান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। একটি বাহনে চড়ে তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে শুনতে পান এক ব্যক্তি পাঠ করছে :

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ·

"যারা ঈমান এনেছে, তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি এখনো আসেনি আল্লাহ্র স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে?" (সূরা হাদীদ : ১৬)

শুনে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ্! তিনি নিজে কয়েকবার আয়াতটি মুখে আওড়ান এবং কাঁদেন। তারপর বাহন থেকে নেমে পরিধানের পোশাক খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাজলায় নেমে পানি দ্বারা গুপ্তস্থান ঢেকে নেন। তারপর যে লোকদের উপর অত্যাচার-অবিচার করে সম্পদ গড়েছিলেন সমুদয় সম্পদ তাদের মাঝে, যার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেন। অবশিষ্ট সম্পদ দান করে দেন। নিজের কাছে কিছুই রাখলেন না। পরে এক ব্যক্তি তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে দুটি কাপড় দান করেন সেগুলো পরিধান করে তিনি দাজলা থেকে উঠে আসেন। এবার তিনি ইল্ম ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই জীবন অতিবাহিত করেন। আল্লাহ্ তাকে দয়া করুন।

আবূ আলী আল-হাফিয

ইব্ন আলী ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন দাউদ আবূ আলী আল-হাফিয নিশাপুরী। হাফিয, মুত্তাকী ও লেখক ইমামদের একজন।

দারাকুতনী বলেন, তিনি একজন সুসভ্য-ভদ্র ইমাম ছিলেন। ইব্ন উকদা তাঁর সম্মুখে যতটুকু অবনত হতেন অন্য কারো সম্মুখে ততটুকু অবনত হতেন না। এ বছর জমাদিউছ ছানীতে ৫২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

হাসসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মারওয়ান

আবুল ওয়ালীদ আল-কুরাশী আশ-শাফিঈ। তৎকালে খুরাসানে আহলে হাদীসের ইমাম। অন্যদের তুলনায় অধিক দুনিয়াবিমুখ ও আবিদ ছিলেন। ইব্ন সুরায়জ থেকে ফিক্হ শিক্ষা লাভ

করেন। হাদীস শ্রবণ করেন হাসান ইব্ন সুফিয়ান প্রমুখ থেকে। তাঁর অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। শাফিঈ ইমামদের জীবনালোচনায় তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের ২৫ তারিখ শুক্রবার রাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

হামদ ইব্ন ইবরাহীম ইবনুল খাত্তাব

আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী। অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একটি হল সুনানে আবূ দাউদ-এর ব্যাখ্যা 'আল-মাআলিম'। একটি হল (সহীহ) বুখারীর ব্যাখ্যা 'আল-আলাম'। আরেকটি হল 'গারীবুল হাদীস'। তিনি বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। ভাষা অলঙ্কারশাস্ত্র ও ফিক্হ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল। তাঁর কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

مَا دُمْتَ حَيًّا فَدَارِ النَّاسَ كُلَّهُمْ - فَاِنَّمَا اَنْتَ فِيْ دَارِ الْمُدَارَاةِ

"তুমি কতদিন বেঁচে থাকবে, সকল মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। কেননা তুমি সহমর্মিতার গৃহে অবস্থান করছ।"

مَنْ يَدْرِ دَارِيْ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ سَوْفَ يَرى - عَمَّا قَلِيْلٍ نَدِيْمًا لِلنَّدَامَاتِ

"যে ব্যক্তি আমার গৃহ চিনে, সে তো চিনে। আর যে চিনে না, সে অচিরেই চিনে ফেলবে। অন্যায় করে কম মানুষই অনুতপ্ত হয়।"

আবুল ফারজ আল-জাওযী হুবহু এরূপই তাঁর জীবনচরিত উল্লেখ করেছেন।

আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন উমর ইব্ন মুহাম্মদ

ইব্ন আবূ হাশিম। কিরাআতের বর্ণ বিষয়ে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। ইব্ন মুজাহিদ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেন আবুল হাসান আল-হামানী। তিনি এ বছর শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করে এবং 'আল-খায়যুরান' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবূ আহ্মদ আল-আসসাল

আল-হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আহ্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সুলায়মান ইব্ন মুহাম্মদ আবূ আহ্মদ আল-হাসসান ইস্পাহানী। হাফিয, ইমাম ও বড় আলিমদের একজন। হাদীস শ্রবণ করেন এবং তা বর্ণনা করেন।

ইব্ন মানদাহ বলেন, আমি এক হাজার শায়খ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আবূ আহ্মদ আল-আসসাল অপেক্ষা ধীমান ও মুত্তাকী আর কাউকে পাইনি। তিনি এ বছর রমাযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন। মহান আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞান।

৩৫০ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসে মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ্ প্রস্রাব বন্ধের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং সবুক্তগীন ও স্বীয় উযীর আল-মুহাল্লাবীকে ডেকে এনে উভয়ের মাঝে সমঝোতা করে দেন এবং তাদেরকে স্বীয় পুত্র বখতিয়ার-এর সঙ্গে সদাচরণের উপদেশ দেন। কিন্তু পরে তিনি সুস্থ হয়ে যান। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বাগদাদের আবহাওয়ার কারণে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে তিনি বাগদাদ ছেড়ে আহ্ওয়ায চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনুসারীরা তাঁকে আহ্ওয়াযের উঁচু এলাকায় একটি ভবন নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করার পরামর্শ প্রদান করে সেখানকার বায়ু কোমল এবং পানি বিশুদ্ধ। অবশেষে তার জন্য এক কোটি ত্রিশ লাখ দিরহাম ব্যয় করে একটি ভবন নির্মাণ করা হল। এর জন্য তাকে বন্ধুদের নিকট থেকে ঋণ করতে হয়। কারো কারো মতে তাতে বিশ লাখ দিরহাম ব্যয় হয় এবং নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাতে তিনি বসবাস করতে পারেননি। এই ভবন নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি বাগদাদের খলীফাদের অনেক নিদর্শন ধ্বংস করে দেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সুররা-মান-রাআ-এর আল-মা'শূক, আল-মনসূর নগরের আল-আবওয়াবুল হাদীদ এবং আর-রুসাফা ও তার ভবনসমূহ। এগুলো ভেঙ্গে তিনি তার প্রাসাদে অন্তর্ভুক্ত করে নেন আনন্দ-বিনোদন ষোলকলায় পূর্ণ করার জন্য। কেননা, তিনি ছিলেন একজন ইতর প্রকৃতির রাফিযী।

এ বছর কাযী আবুস-সায়িত উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর সহায়-সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায় এবং আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুসায়ন ইব্‌ন আবুশ শাওয়ারিব বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্ষমতাসীন হয়ে ইনি মুয়িযযুদ্দৌলাকে প্রতি বছর দুই লাখ দিরহাম প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুয়িযযুদ্দৌলা তাকে পুরস্কৃত করেন এবং ট্যাংক ও বিউগল নিয়ে তার বাড়িতে গমন করেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঘুষ প্রদান করে বিচারকের পদ লাভ করেন। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত। কিন্তু খলীফা আল-মুতী লিল্লাহ্ এই আচরণে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে তার দরবারে ও কুচকাওয়াজে উপস্থিত হতে বারণ করে দেন। পরে মুয়িযযুদ্দৌলা পুলিশ ও অর্থ বিভাগের দায়িত্বও হাতে নেন।

এ বছর কয়েকটি মানব বহর ইনতাকিয়া থেকে তরসূসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তাদের মাঝে ইনতাকিয়ার নায়িবও ছিলেন। কিন্তু ফিরিঙ্গীরা তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের প্রত্যেককে ধরে ফেলে। পরে তারা নায়িব ব্যতীত আর কাউকে মুক্তি দেয়নি আর তার শরীরেরও বিভিন্ন স্থানে ছিল জখম।

এ বছর সায়ফুদ্দৌলার গোলাম নাজা রোম নগরীতে প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ চালায়, বন্দী করে এবং গনীমত নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী কয়েকজন হলেন :

আমীর নূহ্ ইব্ন আবদুল মালিক আস-সামানী

খুরাসান, গাযানা ও মা-ওয়ারাআন-নাহ্র-এর শাসনকর্তা। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। পরে স্বীয় ভাই মনসূর ইব্ন নূহ আস-সামানী রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন।

আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ্ আবদুর রহমান আল-উমাবী

আন্দালুসের শাসনকর্তা। তাঁর খিলাফতকাল ৫০ বছর ৬ মাস স্থায়ী ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর এবং ১১টি সন্তান রেখে যান। তিনি শুভ্র, সুশ্রী, মোটা দেহ, চওড়া পিঠ ও খাটো গোড়ালি বিশিষ্ট ছিলেন। পাশ্চাত্য এলাকায় অনুপ্রবেশকারী উমাবী সন্তানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে ভূষিত হন। ইরাকে খলীফাদের ক্ষমতা খর্ব এবং ফাতিমীরা বিজয়ী হওয়ার পর মৃত্যুর ২৩ বছর আগে তিনি এ খেতাব লাভ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হাকাম ক্ষমতায় আসীন হন এবং তিনি 'আল-মুনতাসির' খেতাব লাভ করেন। নাসির শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী, ধর্মপ্রাণ দুনিয়াবিমুখ এবং কবি ছিলেন। কোন খলীফাই তাঁর মত এত বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। তিনি ৫০ বছর খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ব্যতিক্রম শুধু মিসরের শাসক ফাতিমী বংশের আল-মুসতানসির ইবনুল হাকাম আল-ফাতিমী। তিনি ৬০ বছর খিলাফতের মসনদে আসীন থাকেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসছে।

আবূ সাহল ইব্ন যিয়াদ আল-কাত্তান

আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আবূ সাহল আল-কাত্তান। নির্ভরযোগ্য, হাফিয, অধিক কুরআন তিলাওয়াতকারী এবং উত্তমরূপে কুরআনের মর্ম উদ্ধারকারী ছিলেন। তন্মধ্যে একটি হল, তিনি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মু'তাযিলীদের কাফির হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আয়াতটি হল :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًا لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ·

"হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করে ও তাদের ভাইগণ যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের নিকট থাকত, তবে তারা মরত না এবং নিহত হত না।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৬)

ইসমাঈল ইব্ন আলী ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন বায়ান আবূ মুহাম্মদ আল-হাতাবী ইব্ন আবূ উসামা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ও আল-কাওকাবী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন দারাকুতনী প্রমুখ। তিনি নির্ভরযোগ্য, হাফিয, ধর্মপ্রাণ, বিচক্ষণ ও

মানুষের অবস্থা সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একটি ইতিহাস গ্রন্থ আছে, যা বছরভিত্তিক রচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, দূরদর্শী, জ্ঞানী ও সত্যবাদী। এ বছর জমাদিউছ ছানীতে ৮১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ

ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম আল-কুরশী আল-ওয়াররাক। ইব্‌ন ফাতইয়াস নামে পরিচিত। তাঁর লেখা ছিল সুন্দর এবং এজন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ইব্‌ন জাওসা-এর জন্য হাদীস লিখতেন। ইব্‌ন আসাকির তাঁর জীবনী লিখেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর তারিখ এ বছর শাওয়াল মাসের ২ তারিখ বলেছেন।

তাম্মাম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাস

ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব আবূ বকর আল-হাশিমী আল-আব্বাসী। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহ্‌মদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে শ্রবণ করেন ইব্‌ন যারকূয়াহ। এই বছর ৮১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আল-হুসায়ন ইবনুল কাসিম

আবূ আলী আত-তাবারী আল-ফকীহ্ আশ-শাফিঈ। মতবিরোধ বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারী ইমামদের একজন। এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম। মাযহাব, বিবাদ ও ফিক্‌হ্ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। আমি (ইব্‌ন কাছীর) طبقات الشافعية তে এসব উল্লেখ করেছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম

ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ জা'ফর আল-মনসূর আল-হাশিমী আল-ইমাম। ইব্‌ন বুওয়ায়হ্ বলেও তিনি পরিচিত। ২৬৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন আবুদ দুনয়া প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেন ইব্‌ন যারকূয়াহ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আল-মনসূর জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। ৩৩০ হিজরী সন এবং তার পূর্ববর্তী পুরো বছর তিনি তাতে খুতবা প্রদান করেন। তারপর আল-ওয়াসিত উক্ত মসজিদে খতীব নিযুক্ত হন। তারা উভয়ই আল-মনসূর-এর ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল এ বছর সফর মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্

ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আবুস-সায়িব আল-কাযী আল-হামাযানী আশ-শাফিঈ। সৎগুণে গুণান্বিত ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। বিচারক ছিলেন। তাঁর সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানোর অভ্যাস ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং

সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানোর দোষ থাকা সত্ত্বেও আমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করেছেন এবং আমাকে বলেছেন, আমি ৮০ বছর বয়সী লোকদের শাস্তি দেব না বলেও নিজের জন্য বাধ্যবাধকতা করে নিয়েছি। ইনিই প্রথ ব্যক্তি শাফিঈ মাযহাবের অনুসরীদের যিনি বাগদাদের প্রধান বিচারকের পদে আসীন হয়েছিলেন। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাইয়ান

আবূ বকর আদ্দাহকান বাগদাদী। বুখারায় বসবাস করেন এবং সেখানেই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ তালিব ও হাসান ইব্ন মুকাররম প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ আলী আল-খাযিন

এ বছর শাবান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন লোকের কাছেও সম্পদ গচ্ছিত ছিল, যার পরিমাণ ছিল চার লাখ দীনার। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

৩৫১ হিজরী সন

এ বছর রোমের বাদশা দামাসতাক দুই লাখ সৈন্যসহ হালবে প্রবেশ করে। সে আকস্মিকভাবে হালব গিয়ে পৌঁছলে সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান উপস্থিত সৈন্যদের নিয়ে তার মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু সেনাধিক্যের কারণে সায়ফুদ্দৌলা দামাসতাকের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। দামাসতাক সায়ফুদ্দৌলার বিপুল সংখ্যক সঙ্গীকে হত্যা করে ফেলে। সায়ফুদ্দৌলা ছিলেন ধৈর্যহীন মানুষ। তিনি পরাজয় মেনে নিয়ে স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ পালিয়ে যান। দামাসতাক (আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন) হালবের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত সায়ফুদ্দৌলার প্রাসাদের বিপুল পরিমাণ মালামাল, ঐশ্বর্য, সরঞ্জামাদি, যুদ্ধাস্ত্র এবং নারী-শিশু সব নিয়ে নেয়। তারপর নগরীর নিরাপত্তা দেয়াল ঘিরে ফেলে নগরবাসীদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হালববাসীরাও বহুসংখ্যক রোমানকে হত্যা করে। রোমানরা হালবের নিরাপত্তা দেয়ালে অনেকখানি ছিদ্র করে ফেলে। তারা সেই ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে চাইলে মুসলমানরা প্রতিরোধ করে তাদের হাটিয়ে দেয়। রাতের বেলা মুসলমানরা তাদের ভাঙ্গা দেয়াল পুনঃস্থাপন করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে। দেয়াল নিরাপদ হয়ে যায়। পরে মুসলমানরা সংবাদ পেল, পুলিশ বাহিনী এবং বালাহী সম্প্রদায় নগরীর ভেতরে মানুষের বাড়ি-ঘর লুট করছে, তখন তারা নিজ নিজ ঘর-বাড়িতে ফিরে এসে লুটেরাদের প্রতিহত করে। আল্লাহ্ তাদের অমঙ্গল করুন। তারা ছিল সন্ত্রাসী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। কিন্তু এই সুযোগে রোমানরা দেয়াল টপকে নগরীতে ঢুকে পড়ে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। তারা বহুসংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাদের মাল-সম্পদ, নারী-সন্তানদের ছিনিয়ে নেয় এবং মুসলমানদের হাতে তাদের যেসব বন্দী লোক

বন্দী ছিল, তাদের মুক্ত করে নেয়। তারা ছিল ১৪০০ জন। এবার মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরাও তরবারি হাতে নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরা ছিল মুসলমানদের জন্য স্বজাতি অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর। তারা ১৩ হাজার কিশোর-কিশোরী ও নারী এ দুই হাজার যুবককে বন্দী করে। মসজিদসমূহ ধ্বংস করে ও জ্বালিয়ে দেয় এবং তেলকূপগুলোতে পানি ঢেলে দেয়। ফলে কূপ উপচে তেল ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যা যা সামনে পায় সবই ধ্বংস করে দেয়। আর যেসব বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলো জ্বালিয়ে দেয়। তারা হালব নগরীতে ৯ দিন অবস্থান করে এসব ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। নগরীর পুলিশ বাহিনী এবং বালাহী সম্প্রদায়ের কারণে এত কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। তদ্রুপ হালববাসীদের শাসক ইব্ন হামাদান ছিলেন রাফিযী, যিনি শীআ মতবাদ পছন্দ করতেন এবং আহলুস সুন্নাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। এ বিষয়টি হালবের মুসলমানদের জন্য মড়ার উপর খাড়ার ঘা-তে পরিণত হয়।

এবার দামাসতাক সায়ফুদ্দৌলার ভয়ে হালব ত্যাগ করার সংকল্প করে। কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাকে বলল, এই দুর্গ আর এইসব সম্পদ যার বেশির ভাগ হল নারী, তাদের ছেড়ে আপনি কোথায় যেতে চান? দামাসতাক বলল, আমরা তো আশাতীত সম্পদ পেয়ে গেছি। আর এখানে অনেক সৈন্য এবং যুদ্ধবাজ নাগরিক রয়েছে। ভ্রাতুষ্পুত্র বলল, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের এখান থেকে যাওয়া চলবে না। দামাসতাক বলল, ঠিক আছে, তুমি দুর্গের দিকে যাও। সে অবরোধের উদ্দেশ্যে দুর্গের উপর উঠে গেলে দুর্গের লোকেরা তৎক্ষণাৎ পাথর নিক্ষেপ করে বাহিনীর মধ্য থেকে তাকে হত্যা করে ফেলে। সংবাদ পেয়ে দামাসতাক ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাতে বন্দী মুসলমানদের উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়। তারা ছিল প্রায় দুই হাজার লোক। দামাসতাক নিজে উপস্থিত থেকে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়। আল্লাহ্ তাকে অভিশম্পাত করুন। তারপর সে ফিরে যায়।

তার আগে রোমানরা এ বছরের মুহাররম মাসে আইনে যুরবায় প্রবেশ করে। আইনে যুরবার অধিবাসীরা দামাসতাকের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। সে নিরাপত্তা প্রদান করে আদেশ করে যেন তারা প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করে এবং যে ব্যক্তি ঘরে অবশিষ্ট থাকবে তাকে হত্যা করা হবে। তারা সবাই মসজিদে চলে যায়। তারপর সে বলল, এর কোন অধিবাসী যেন আজ এখানে অবশিষ্ট না থাকে, যে যেদিকে পারে, যেন চলে যায়। যে ব্যক্তি বিলম্ব করবে, তাকে হত্যা করা হবে। এই ঘোষণা শুনে জনতা হুড়মুড় করে মসজিদ থেকে বের হতে শুরু করে। তাতে ভিড়ের চাপে অনেক লোক প্রাণ হারায় এবং যারা জীবিত বের হতে সক্ষম হয়, তারা অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদেরও বহু সংখ্যক মানুষ পথে মারা যায়।

তারপর সে মসজিদটিকে পুড়িয়ে দেয়, মিম্বর ভেঙ্গে ফেলে, অন্তত ৪০ হাজার খেজুর গাছ কেটে ফেলে এবং নগরীর নিরাপত্তা দেয়াল ও তৎসংলগ্ন বাড়ি-ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলে। সে

তৎপার্শ্ববর্তী ৫৪টি দুর্গ জয় করে। কোনটি তরবারি দ্বারা, কোনটি বিনা সংঘাতে আপোষে। অভিশপ্ত দামাসতাক বহু সংখ্যক মানুষকেও হত্যা করে। দামাসতাক যাদের বন্দী করে তাদের মাঝে একজন ছিলেন সায়ফুদ্দৌলার পক্ষ থেকে নিয়োজিত মানবাজ-এর নায়িব আবূ ফিরাস ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হামাদান। লোকটি একজন শক্তিধর কবি ছিলেন। তার চমৎকার কবিতার একটি পুস্তকও ছিল।

যাহোক, দামাসতাক আইনে যুরবায় ২১ দিন অবস্থান করার পর কায়সারিয়া চলে যায়। তরসূস-এর চার হাজার অধিবাসী উক্ত এলাকার নায়িব ইবনুয যাইয়াতের নেতৃত্বে তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু দামাসতাক তাদের অধিকাংশ লোককে হত্যা করে ফেলে। তারপর পুনরায় আকস্মিকভাবে হালবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ বছর রাফিযী জনসাধারণ মসজিদের দ্বারে দ্বারে লিখে রাখে, 'মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান-এর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত'। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হোন। তারা আরো লিখে, যে ব্যক্তি ফাতিমার অধিকার ছিনতাই করেছে, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক। তারা আবূ বকর (রা)-এর উপর এবং যে ব্যক্তি আব্বাসকে শূরা থেকে বহিষ্কার করেছে, তার উপর লা'নত বর্ষিত হোক বলে হযরত উমর (রা)-কে অভিশম্পাত করত। তাছাড়া যে আবূ যরকে দেশান্তর করেছে বলে উসমান (রা)-এর উপর লা'নত বর্ষণ করত। যারা এই মহান সাহাবীদের লা'নত করেছে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত বর্ষণ করুন। তারা যে ব্যক্তি হাসান (রা)-কে তাঁর নানার নিকট দাফন করতে দেয়নি তাকেও লা'নত করত। এখানে তারা মারওয়ান ইবনুল হাকামকে উদ্দেশ্য করত।

এ সকল সংবাদ মুয়িযযুদ্দৌলার নিকট পৌঁছলে তিনি কোন প্রতিবাদও করেননি, লেখাগুলো মুছে ফেলারও ব্যবস্থা করেননি। পরে তার নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, আহলুস সুন্নাহগণ লেখাগুলো মুছে তদস্থলে লিখে রেখেছেন, 'যারা মুহাম্মদ এর বংশধরের উপর যুলুম করেছে, তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষণ করুন। এবার তিনি এসব লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তার এবং রাফিযীদের শীআ সম্প্রদায়ের অমঙ্গল করুন।

নিঃসন্দেহে এরা সাহায্যপ্রাপ্ত নয়। হালবের সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান-এর মধ্যেও শীআ মতবাদ এবং রাফিযীদের প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এ জাতীয় লোকদের সাহায্য করেন না। বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ, নেতা ও পূর্ব পুরুষদের আনুগত এবং নবী ও আলিমগণকে পরিত্যাগ করার দায়ে তাদের উপর শত্রুদের লেলিয়ে দেন। এ কারণেই ফাতিমীরা যখন মিসর ও সিরিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল—তাদের মাঝে রাফিযী ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদ ছিল, তখন ফিরিঙ্গীরা সিরিয়ার কূলবর্তী অঞ্চল ও সিরিয়া নগরী পুরোটা ঘিরে ফেলে। এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাসও। মুসলমানদের হাতে হালব, হিমস, হামাহ, দামেশক ও তার কতিপয় অফিস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সমস্ত উপকূলীয় এলাকা ও অন্যান্য অঞ্চল ছিল ফিরিঙ্গীদের হাতে। খৃস্টান ও ইংরেজ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দুর্গে কর্তৃত্ব করছিল, মসজিদ প্রভৃতি ঈমানের

স্থানগুলোতে কুফরী প্রচার করছিল। জনগণ তাদের সঙ্গে বিশাল নিরাপদ আস্তানায় দীনের সংকীর্ণতার মাঝে অবস্থান করছিল। মুসলমানদের কর্তৃত্বে থাকা নগরীগুলোর অধিবাসীরাও ফিরিঙ্গীদের ভয়ে দিবানিশি মহাআতঙ্কে অতিবাহিত করছিল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। এসবই ছিল তাদের বিভিন্ন অপরাধ এবং নবীদের পরে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁদের গালাগাল করার শাস্তি স্বরূপ।

এই গালাগালের কারণে বসরাবাসীদের মাঝেও বিরাট সংঘাত হয়েছিল, যাতে বহু সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারায়।

এ বছর সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান আইনে যুরআ পুনঃনির্মাণ করেন এবং তদীয় গোলাম নাজাকে প্রেরণ করেন। নাজা রোম নগরীতে প্রবেশ করে সেখানকার বহু সংখ্যক মানুষকে হত্যা করে, অনেককে বন্দী করে এবং গনীমত নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।

তিনি তাঁর দারোয়ানকে তরসূস-এর একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তারা রোম দেশে প্রবেশ করে গনীমত বন্দীদের নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।

এবছর মুয়িয আল-ফাতিমী পশ্চিমাঞ্চলের 'তাবরাহীন' দুর্গ জয় করেন। এটি ছিল ফিরিঙ্গীদের এর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুয়িয আল-ফাতিমী ৭ মাস ১৫ দিন অবরোধ করে রাখার পর বল প্রয়োগ করে দুর্গটি জয় করেন। তারপর ফিরিঙ্গীরা ইকরীতাশ দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ফলে তার অধিবাসীরা মুয়িয-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। মুয়িয তাঁদের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা ফিরিঙ্গীদের উপর জয়লাভ করে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন আল-মুহাল্লিবী

মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ্-এর উযীর দীর্ঘ ১৩ বছর এই মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মধ্যে সহনশীলতা, মহানুভবতা ও ধীরতার গুণ ছিল। আবূ ইসহাক আস-সাবী বর্ণনা করেন : আমি একদিন আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময়ে একটি দোয়াত নিয়ে আসা হল, যেটি তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। আরো আনা হল অনেক কারুকার্য খচিত একটি উঁচু করার যন্ত্র। দেখে আবূ মুহাম্মদ আল-ফযল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আশ-শীরাযী আমাকে কানে কানে বললেন, আমার মন চায়, এই জিনিসগুলো নিয়ে বিক্রি করে উপকৃত হই। আমি বললাম, তখন উযীর কাজ করবেন কিভাবে? তিনি বললেন, তুমি তার কোষাগারে ঢুকে যেও। কিন্তু উযীর আমাদের কথোপকথন শুনে ফেলেন। তিনি আমাদের অগোচরে কান পেতে ছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আবূ মুহাম্মদ আশ-শীরাযীর নিকট দোয়াতটি উঁচু করার যন্ত্রটি, দশখানা কাপড় এবং পাঁচ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দেন এবং নিজের জন্য নতুন দোয়াত ও নতুন উঁচু যন্ত্র তৈরি করিয়ে নেন। পরে অন্য একদিন আমরা তাঁর নিকট সমবেত হলাম। সে সময় তিনি উক্ত নতুন দোয়াত থেকে কালি নিয়ে লিখছিলেন। তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এটি তোমাদের কার নিতে ইচ্ছা হয়? শুনে আমরা

লজ্জিত হলাম এবং বুঝে ফেললাম যে তিনি আমাদের সেদিনকার কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলেন। আমরা বললাম, না, এটি দ্বারা উযীরই কাজ করুন এবং আমাদের এর অনুরূপ দান করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে তাওফীক দান করুন। মুহাল্লাবী ৬৪ বছর বয়সে এই বছর মৃত্যুবরণ করেন।

দা'লাজ ইব্ন আহ্‌মদ ইব্ন দা'লাজ ইব্ন আবদুর রহমান

আবূ মুহাম্মদ আস-সিজিস্তানী আল-মু'দিল। খুরাসান, হুলওয়ান, বাগদাদ, বসরা, কূফা ও মক্কায় হাদীস শ্রবণ করেন। দানশীল এবং বিখ্যাত উদার ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অনেক সদকায়ে জারিয়া করে গেছেন। বাগদাদ ও সিজিস্তানে হাদীস চর্চাকারীদের জন্য অনেক সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে গেছেন তিনি। বাগদাদে তাঁর একটি বিশাল বাড়ি ছিল। তিনি বলতেন, পৃথিবীতে বাগদাদের মত নগরী নেই। বাগদাদে আল-কাতীআর অনুরূপ জায়গা নেই। আল-কাতীয়ায় আবূ খালফের বাড়ির ন্যায় বাড়ি নেই। আবূ খালফ-এর বাড়িতে আমার ভবনের ন্যায় ভবন নেই।

দারাকুতনী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের একটি সংকলন রচনা করেছেন। যখন কোন হাদীসে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন, তখন পুরো হাদীসটিই বাদ দিয়ে দিতেন। দারাকুতনী বলতেন, আমাদের শায়খদের মধ্যে তাঁর চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কেউ ছিলেন না। তিনি বিদ্যানুরাগী এবং অসহায় লোকদের মাঝে বিপুল সম্পদ ব্যয় করেন।

এক ব্যবসায়ী তাঁর থেকে দশ হাজার দীনার নিয়ে ব্যবসা করে। ৩ বছরে সে ৩০ হাজার দীনার লাভ করে। সেখান থেকে ১০ হাজার দা'লাজ ইব্ন আহ্‌মদকে প্রদান করে। দা'লাজ সেই অর্থ দ্বারা একটি ধুমধাম জিয়াফতের আয়োজন করেন। পরে তিনি ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করেন, কিসের টাকা দিলেন? ব্যবসায়ী বলল, আপনি আমাকে যে ১০ হাজার দীনার দিয়েছিলেন, এগুলো তাই। তিনি বললেন, আমি তো আপনাকে সেগুলো ফেরত দেয়ার জন্য দিয়েছিলাম না। ব্যবসায়ী বলল, আমি ৩ বছরে ৩০ হাজার দীনার লাভ করেছি। এগুলো তারই অংশ মাত্র। শুনে দা'লাজ তাকে বললেন, যান, আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দিন। এবার ব্যবসায়ী দা'লাজকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এ অর্থগুলো কোথায় পেয়েছিলেন? দা'লাজ বললেন, আমি কৈশোরে হাদীস অন্বেষণ করছিলাম। সে সময়ে এক ব্যবসায়ী এসে আমাকে দশ লাখ দিরহাম প্রদান করে বললেন, এগুলো দ্বারা তুমি ব্যবসা কর। যা লাভ হবে আমি আর তুমি ভাগ করে নেব। আর যদি লোকসান হয়, তার দায় আমার, তোমার নয়। তুমি শুধু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে যাবে। যদি কোন অসহায় লোক পেয়ে যাও, তাহলে যা দান করবে, আমার থেকে যাবে— তোমার থেকে নয়। পরে পুনরায় তিনি আমার নিকট এসে বললেন, আমি সমুদ্র ভ্রমণে যাচ্ছি। যদি মারা যাই, তাহলে পূর্বের শর্ত অনুপাতে সম্পদ তোমার হাতে থাকবে। সেই সূত্রে আমি এই সম্পদের মালিক। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমার জীবদ্দশায় আপনি এ সংবাদ কাউকে বলবেন না। আমি তাঁর জীবিত থাকা পর্যন্ত কাউকে এ তথ্য জানাইনি। দা'লাজ ইব্ন

আহ্‌মদ এবছর জমাদিউছ ছানীতে ৯৪ কিংবা ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

আবদুল বাকী ইব্‌ন কানি'

ইব্‌ন মারযূক আবুল হাসান আল-উমাবী। উমাইয়াদের গোলাম। হারিস ইব্‌ন উসামা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। দারাকুতনী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস শোনেন। তিনি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও হাফিয ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বিগড়ে যান। দারাকুতনী বলেন, তিনি ভুল করতেন এবং ভুলের উপর অটল থাকতেন। তিনি এ বছর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

আবূ বকর আন-নাক্কাশ আল-মুফাসসির

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন জা'ফর আবূ বকর আন-নাক্কাশ আল-মুফাসসির আল-মুকরী। আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশার গোলাম। মাওসিল বংশোদ্ভূত। তিনি তাফসীর ও কিরআতে অভিজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে শ্রবণ করে আবূ বকর ইব্‌ন মুজাহিদ, আল-খালদী, ইব্‌ন শাহীন, ইব্‌ন যারকূয়াহ্ প্রমুখ। তাঁর থেকে সর্বশেষ হাদীস বর্ণনাকারী হলেন ইব্‌ন শাযান। তিনি অনেক মুনকার হাদীসও বর্ণনা করেন। অনেক ভুল থাকা সত্ত্বেও দারাকুতনী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু পরে তিনি সেই মত প্রত্যাহার করে নেন। অনেকে তো স্পষ্টভাষায় তাকে মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

তাঁর 'শিফাউস সূদূর' নামক একটি তাফসীরের কিতাব রয়েছে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, ওটা আসলে 'সিকামুস সূদূর' (অন্তরের ব্যাধি)। তিনি একজন ইবাদতগুযার, ধর্মপরায়ণ ও পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি কি যেন দুআ করছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর কণ্ঠ উঁচু হয়ে যায়। সে সময় তিনি لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ (সূরা সাফফাত : ৬) আয়াতটি পাঠ করেন। আয়াতটি তিনবার আবৃত্তি করার পর তাঁর রূহ বেরিয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

তিনি এ বছর শাওয়াল মাসে বুধবার মৃত্যুবরণ করেন এবং স্বীয় বাসস্থান 'দারুল কুতনে' সমাধিস্থ হন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ

আবূ বকর আল-হারবী আয-যাহিদ। ইবনুয যারীর নামে পরিচিত। নির্ভরযোগ্য, সৎকর্ম পরায়ণ ও আবিদ ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার প্রবৃত্তিকে অবদমিত করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমার প্রবৃত্তিই প্রতিরোধকারীতে পরিণত হয়।

৩৫২ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসের ১০ তারিখে মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ (আল্লাহ্ তাঁর অমঙ্গল করুন) হাট-বাজার বন্ধ রাখার এবং নারীদেরকে পশমী পোশাক পরিধান করে মাথার চুল খোলা রেখে ঘোমটা ছাড়া হাটে-বাজারে বেরিয়ে আসার এবং হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব-এর জন্য মাতম করতে নির্দেশ জারি করেন। শীআদের সংখ্যাধিক্য এবং সুলতানের তাদের সঙ্গে থাকার দরুন আহলুস সুন্নাহগণ তা প্রতিহত কতে সক্ষম হননি।

এ বছর যিলহজ্জ মাসে মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ নির্দেশ জারি করেন যে, বাগদাদ নগরীকে সুসজ্জিত করা হোক, ঈদের অনুষ্ঠানের ন্যায় রাতে হাট-বাজার খোলা রাখা হোক, বাজনা বাজানো হোক; আমীরদের বাড়ি-ঘর ও পুলিশ ভবনের নিকট অগ্নি প্রজ্বলিত করা হোক এবং খাম দীঘির অদূরে উৎসবের আয়োজন করা হোক। এরূপ আরো নানা রকম বিদআত কাজের নির্দেশ প্রদান করেন।

এ বছর রোমানরা রুহায় লুটতরাজ চালায়। রোমানরা বহু মানুষকে হত্যা ও বন্দী করে সসম্মানে ফিরে আসে। কিন্তু পরবর্তীতে রোমানরা তাদেরই বাদশার উপর ক্ষেপে গিয়ে তাকে হত্যা করে তার স্থলে অপর একজনকে বাদশা বানায়।

এ বছর আরমান-এর বাদশা দামাসতাক—যার প্রকৃত নাম নাকফূর মৃত্যুবরণ করে। এই হালব দখল করে সেখানে অরাজকতা সৃষ্টি করে এবং সেখানকার বৈধ শাসককে হটিয়ে অন্য শাসক নিযুক্ত করে।

আরমান শাসক নাকফূর তথা দামাসতাক-এর জীবন-চরিত

মৃত্যু : ৩৫২ কিংবা ৩৫৫ মতান্তরে ৩৫৬ হিজরী (আল্লাহ্ তাকে রহম না করুন)

এই অভিশপ্ত, হৃদয়ের দিক থেকে সবচেয়ে পাষাণ, কুফরীতে সবচেয়ে কঠিন, সংগ্রাম-সংকটে সবচেয়ে শক্তিধর, শৌর্য-বীর্যে একক এবং সমকালীন মুসলিমদের হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহে বাদশাদের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। তৎকালে সে বহু উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। ঐ অঞ্চলসমূহের অধিকাংশই ছিল মুসলমানদের হাত থেকে জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া। বল প্রয়োগের মাধ্যমেই যেসব অঞ্চলে নিজ হাতে ধরে রেখেছিল এবং রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল। এসব সম্ভব হয়েছিল সে যুগের মানুষদের উদাসীনতা, তাদের মাঝে বিদআতের বিস্তার এবং সাধারণ বিশিষ্ট নির্বিশেষে সকলের মাঝে পাপ প্রবণতার আধিক্য, রাফিযী ও শীআ মতবাদের প্রসার এবং আহলুস সুন্নাহর প্রতি অবিচারের কারণে। এ কারণেই তাদের উপর ইসলামের শত্রুদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে তারা প্রচণ্ড ভয়,

বিলাসপ্রিয়তা ও পলায়ন প্রবণতার কারণে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করেছিল। শত্রুর ভয়ে তারা একটি রাতও আরামে ঘুমাতে পারত না। আল্লাহ্ই সাহায্যকারী।

নাকফূর ৩৫১ হিজরীতে দুই লাখ সৈন্যসহ হঠাৎ করে হালব ঢুকে পড়ে এবং তাতে দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে। হালবের শাসক সায়ফুদ্দৌলার ভয়ে পালিয়ে যান। অভিশপ্ত নাকফূর বিনা বাধায় ভূখণ্ডটি দখল করে নেয় এবং তার অধিবাসী নারী-পুরুষদের হত্যা করে। যার সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। হালবের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সায়ফুদ্দৌলার ভবনটিও গুড়িয়ে দেয় এবং তার মালামাল, সহায়-সম্পদ, সরঞ্জামাদি সব নিয়ে নেয়। সেখানে অভিশপ্তের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। সে ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলল। সমুচ্চ মহান আল্লাহ্রই সমস্ত কর্তৃত্ব

নাকফূর (আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন) যখনই যে ভূখণ্ডে প্রবেশ করত, সেখানকার যোদ্ধা ও অসামরিক পুরুষদের হত্যা করে ফেলত এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করত। সেখানকার মসজিদগুলোকে ঘোড়ার আস্তাবল পরিণত করত, মসজিদের মিম্বারগুলো গুড়িয়ে দিত, মিনারগুলো অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা পিষে ফেলত। তার এই স্বভাব ও নীতি অব্যাহতভাবে বহাল থাকে। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তারই স্ত্রীকে তার উপর লেলিয়ে দেন। নিজেরই বাসভবনের মধ্যখানে ফেলে তারই স্ত্রী তাকে খুন করে ফেলে। আল্লাহ্ তার থেকে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের স্বস্তি দান করেন। তাদের সকল দুর্দশা-যন্ত্রণা দূরীভূত করে দেন। সকল নিআমতের মালিক আল্লাহ্। সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসার মালিকও তিনিই।

মজার ব্যাপার হল, নাকফূর যেদিন খুন হয়, ঠিক সেদিন ইস্তাম্বুলের বাদশারও মৃত্যু ঘটে। ফলে মযলূমের আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যাঁর নিআমতের বদৌলতে সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে, পাপাচার বিদূরিত হয় এবং তাঁরই দয়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করা হয়।

আরমান বাদশা এই অভিশপ্ত নাকফূর যার উপাধি দামাসতাক, খলীফা আল-মুতী লিল্লাহর নিকট একটি কাসীদা প্রেরণ করে। কাসিদাটি তার একজন লেখক রচনা করেছিল। আল্লাহ্ তাকে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করেছিলেন তার কর্ণ ও হৃদয়ের মোহর অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন, তার চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছিলেন এবং তাকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই কাসীদায় লোকটি অভিশপ্ত নাকফূরকে নিয়ে গর্ব করে, ইসলাম ও মুসলমানদের গালাগাল করে, ইসলামের বীর সেনানীদের ভীতি প্রদর্শন করে হুমকি দেয় যে, অদূর ভবিষ্যতে সে ইসলামের সকল ভূখণ্ড দখল করে ফেলবে। এমনকি মক্কা-মদীনাও। লোকটা ছিল মূলত চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও ইতর। তার ধারণা ছিল ঈসা (আ)-এর ধর্মের খাতিরে ইবনুল বাতূল তাকে সাহায্য করবে। কাসীদায় স্থানে স্থানে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং নামাযেরও সমালোচনা করে। আমার জানা মতে এযাবৎ কেউ তার সেই কাসীদার জবাব দেয়নি। তার একটি কারণ এই হতে পারে যে, কাসীদাটা প্রচার পায়নি। আরেকটি কারণ এই হতে পারে, কেউ তাকে

প্রত্যুত্তরের যোগ্য মনে করেনি। লোকটি যে বিতাড়িত শয়তান ছিল, কাসীদার পঙক্তিগুলোই তার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তবে কোন এক কালে আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযম আয-যাহিরী-এর জবাব দানের চেষ্টা করেন। তিনি সুন্দর জবাব প্রদান করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের তিনি যথোপযুক্ত জবাব প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তার কবরকে রহমত দ্বারা সিঞ্চিত করুন এবং জান্নাতকে তাঁর ঠিকানা বানান।

কাসীদাটি নিম্নরূপ। আমি একে ইব্‌ন আসাকির-এর পাণ্ডুলিপি থেকে লিপিবদ্ধ করেছি। অন্যরা উদ্ধৃত করেছেন, ফারগানীর 'সিলাতুস সিলা' গ্রন্থ থেকে।

مِنَ الْمَلِكِ الطُّهْرِ الْمَسِيْحِيِّ مَالِكٍ - إلى خَلْفِ الأَمْلاَكِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ

إلى اَلْمَلِكِ الْفَضْلِ الْمُطِيْعِ اخى الْعَلاَ - وَمَنْ يُرْتَجِيْ لِلْمُعْضَلاَتِ الْعَظَائِمِ

اَمَا سَمِعَتْ أُذُنَاكَ مَا اَنَا صَانِعُ - وَلٰكِنْ دَهَاكَ الْوَهْنُ عَنْ فِعْلٍ حَازِمٍ

فَانْ تَكُ عَمَّا قَدْ تَقَلَّدْتُ نَائِمًا - فَانِّيْ عَمَّا هَمَّنِيْ غَيْرُ نَائِمٍ

ثُغُوْرُكُمْ لَمْ يَبْقَ فِيْهَا لِوَهْنِكُمْ - وَضَعْفِكُمْ اِلاَّ رُسُوْمُ الْمَعَالِمِ

فَتَحْنَا الثُّغُوْرَ الاَرْمَنِيَّةَ كُلَّهَا - بِفِتْيَانِ صِدْقٍ كَاللُّيُوْثِ الضَّرَاغِمِ

وَنَحْنُ صَلَبْنَا الْخَيْلَ تَعْلِكُ لُجُمُهَا - وَتَبْلُغُ مِنْهَا قَضْمُهَا لِلشَّكَائِمِ

إلى كُلِّ ثَغْرٍ بِالْجَزِيْرَةِ آهِلٍ - إلى جُنْدِ قُنَّسْرِيْنَكُمْ فَالْعَوَاصِمِ

مَلَطِيَةَ مَعَ سَمِيْسَاطٍ مِنْ بَعْدِ كَرْكَرْ - وَفِي الْبَحْرِ اَضْعَافُ الْفُتُوْحِ التَّوَاخِمِ

وَبِالْحَدَثِ الْحَمْرَاءِ جَالَتْ عَسَاكِرِيْ - كَيَسُوْمُ بَعْدَ الْجَعْفَرِيِّ لِلْمَعَالِمِ

وكَمْ قَدْ ذَلَّلْنَا مِنْ اَعِزَّةٍ مِنْ اَهْلِهَا - فَصَارُوْا لَنَا مِنْ بَيْنِ عَبْدٍ وَّخَادِمٍ

وَسَدِّ سُرُوْجٍ اِذْ خَرَّبْنَا بِجَمْعِنَا - لَنَا رُتْبَةٌ تَعْلُوْ عَلى كُلِّ قَائِمٍ

وَاَهْلُ الرُّهَا لاَذُوْا بِنَا وَتَحَزَّبُوْا - بِمِنْدِيْلِ مَوْلى عَلاَ عَنْ وَّصْفِ آدَمِي

وَصَبَّحَ رَأْسَ الْعَيْنِ مِنَّا بَطَارِقُ - بِبِيْضٍ عَزَوْنَاهَا بِضَرْبِ الْجَمَاجِمِ

وَدَارَا وَمَيَافَارِقِيْنَ وَآزَرُنَا - اَذَقْنَاهُمْ بِالْخَيْلِ طَعْمَ الْعَلاَقِمِ

وَاَفْرِيْطَشْ قَدْ جَازَتْ اِلَيْهَا مَرَاكِبِيْ - عَلى ظَهْرِ بَحْرٍ مُزْبِدٍ مُتَلاَطِمٍ

فَحُزْتُهُمْ اَسْرى وَسِيْقَتْ نِسَاؤُهُمْ - ذَوَاتُ الشُّعُوْرِ الْمُسْبِلاَتِ النَّوَاعِمِ

هُنَاكَ فَتَحْنَا عَيْنَ زُرْبَةَ عَنْوَةً - نَعَمْ وَاَبَدْنَا كُلَّ طَاغٍ وَّظَالِمٍ

إلى حَلَبٍ حَتَّى اِسْتَبَحْنَا حَرِيْمَهَا - وَهُدِّمَ مِنْهَا سُوْرُهَا كُلَّ هَادِمٍ

أَخَذْنَا النِّسَاءَ ثُمَّ الْبَنَاتِ نَسُوقُهُمْ - وَصِبْيَانَهُمْ مِثْلَ الْمَمَالِيكِ خَادِمِ

وَقَدْ فَرَّ عَنْهَا سَيْفُ دَوْلَةِ دِيْنِكُمْ - وَنَاصِرُكُمْ مِنَّا عَلَى رُغْمِ رَاغِمِ

وَمِلْنَا عَلَى طَرَسُوْسِ مَيْلَةَ حَاذِمٍ - أَذَقْنَا لِمَنْ فِيْهَا لِحَزَّ الْحَلاَقِمِ

فَكَمْ ذَاتَ عِزٍّ حُرَّةٌ عَلَوِيَّةٌ - مُنَعَّمَةِ الأَطْرَافِ رَيِّ الْمَعَاصِمِ

سَبَيْنَا فَسُقْنَا خَاضِعَاتٍ حَوَاسِراً - بِغَيْرِ مُهُوْرٍ لاَ وَلاَ حُكْمُ حَاكِمِ

وَكَمْ مَنْ قَتِيْلٍ قَدْ تَرَكْنَا مُجَنْدَلاً - يَصُبُّ دَمًا بَيْنَ الَّهَا وَاللَّهَازِمِ

وَكَمْ وَقْعَةٍ فِى الدَّرْبِ أَفْنَتْ كُمَاتُكُمْ - وَسُقْنَاهُمْ قَرًا كَسُوْقِ الْبَهَائِمِ

وَمِلْنَا عَلَى أَرْيَاحِكُمْ وَحَرِيْمِهَا - مَدُوْخَةً تَحْتَ الْعِجَاجِ السَّوَاهِمِ

فَأَهْوَتْ أَعَالِيَهَا وَبَدَلَ رَسْمَهَا - مِنَ الانْسِ وَحْشًا بَعْدَ بِيْضٍ نَوَاعِمِ

اِذَا صَاحَ فِيْهَا الْيَوْمُ جَاوَبَهُ الصَّدى - وَأَتْبَعَه فِى الرَّبْعِ نَعْخُ الْحَمَائِمِ

وَانْطَاكَ لَمْ تُبْعَدُ عَلَمَّى وَانَّنِى - سَأَفْتَحُهَا يَوْمًا بِهَتْكِ الْمَحَارِمِ

وَمَسْكَن آبَائِىْ دِمَشْقُ فَإِنَّنِى - سَأَرْجِعُ فِيْهَا مُلْكَنَا تَحْتَ فَاتِمِىْ

وَمِصْرُ سَأَفْتَحُهَا بَسَيْفِى عُنْوَةً - وَآخُذُ أَمْوَالاً بِهَا وَبَهَائِمِىْ

وَأَجْزِىْ كَافُوْرًا بِمَا يَسْتَحِقُّه - بِمُشْطٍ وَمِقْرَاضٍ وَقَصٍّ مَحَاجِمِ

أَلاَ شَمِّرُوْا يَا أَهْلَ هَمَدَانَ شَمِّرُوْا - أَتَتْكُمْ جُيُوْشُ الرُّوْمِ مِثْلُ الْغَمَائِمِ

فَاِنْ تَهْرُبُوْا تَنْجُوْا كِرَامًا وَتَسْلَمُوْا - مِنَ الْمَلِكِ الصَّادِىْ بِقَتْلِ الْمَسَالِمِ

كَذَالِكَ نَصِيْبِيْنَ وَمَوْصِلُهَا إلى - جَزِيْرَةَ آبَائِىْ وَمُلْكِ الأَقَادِمِ

سَأَفْتَحُ سَامُرَا وَكَوْثًا عَكُبَرَا - وَتِكْرِيْتَهَا مَعْ مَارَدِيْنَ الْعَوَاصِمِ

وَأَقْتُلُ أَهْلِيْهَا الرِّجَالَ بِأَسْرِهَا - وَأَغْنَمُ أَمْوَالاً بِهَا وَحَرَائِمِ

أَلاَ شَمِّرُوْا يَا أَهْلَ بَغْدَادَ وَيْلَكُمْ - فَكُلُّكُمْ مُسْتَضْعَفُ غَيْرَ رَائِمِ

رَضِيْتُمْ بِحُكْمِ الدَّيْلَمِىِّ وَرَفْضِهِ - فَصِرْتُمْ عَبِيْدًا لِلْعَبِيْدِ الدَّيَالِمِ

وَيَا قَاطِنِى الرَّمْلاَتِ وَيْلَكُمْ ارْجِعُوْا - إلى أَرْضِ صَنْعَا رَاعِيِيْنَ الْبَهَائِمِ

وَعُوْدُوْا اِلى أَرْضِ الْحِجَازِ أَذِلَّةً - وَخَلُّوْا بِلاَدَ الرُّوْمِ أَهْلِ الْمُكَارِمِ

سَأُلْقِى جُيُوْشًا نَحْوَ بَغْدَادَ سَائِرًا - اِلى بَابِ طَاقٍ حَيْثُ دَارُ الْقَمَاقِمِ

وَأَحْرِقُ أَعْلاَهَا وَأَهْدِمُ سُوْرَهَا - وَأَسْبِىْ ذَرَارِيْهَا عَلَى دَغْمِ رَاغِمِ

وَاَحْرِزُ اَمْوَالاً بِهَا وَاُسْرَةً - وَاَقْتُلُ مَنْ فِيْهَا بِسَيْفِ النَّقَائِمِ

وَاَسْرِىْ بِجَيْشِىْ نَحْوَ الاَهْوَازِ مُسْرِعًا - لاِحْرَازِ دِيْبَاجٍ وَخَزِّ السَّوَاسِمِ

وَاَشْعِلُهَا نُهْبًا وَاهْدِمُ قُصُوْرَهَا - وَاَسْبِىْ ذَرَارِيْهَا كَفِعْلِ الاَقَادِمِ

وَمِنْهَا اِلَى شِيْرَازَ وَالرِّىْ فَاعْلَمُوْا - خُرَسَانُ قَصْرِىْ وَالْجُيُوْشُ بِحَارِمَ

اِلَى شَاسْ بَلْخُ بَعْدَهَا وَخَوَاتُهَا - وَفَرْغَانَةَ مَعَ مَروِهَا وَالْمَخَازِمِ

وَسَابُوْرَ اُهَدِّمُهَا وَاهْدِمُ حُصُوْنَهَا - وَاُوْرِدُهَا يَوْمًا كَيَوْمِ السَّمَائِمِ

وَكَرْمَانَ لاَ اَنْسى سِجِسْتَانَ كُلَّهَا - وَكَابُلَهَا النَّائِىْ وَمَلِكِ الاَعَاجِمِ

اَسِيْرُ لِجُنْدِىْ نَحْوَ بَصْرَتِهَا - الَّتِىْ لَهَا بَحْرُ عِجَاجٍ رَائِعِ مُتَلاَزِمٍ

اِلَى وَاسِطٍ وَسْطَ الْعِرَاقِ وَكُوْفَةَ - كَمَا كَانَ يَوْمًا جُنْدُنَا ذُو الْعَزَائِمِ

وَاَخْرُجُ مِنْهَا نَحْوَ مَكَّةَ مُسْرِعًا - اَجُرُّ جُيُوْشًا كَاللَّيَالِى السَّوَاجِمِ

فَاَمْلِكُهَا دَهْرًا عَزِيْزًا مُسَلَّمًا - اَقِيْمُ بِهَا لِلْحَقِّ كُرْسِىَّ عَالِمٍ

وَاَحْوِىْ نَجْدًا كُلَّهَا وَتِهَامَهَا - وَسَرًا وَاَتْهَامَ مَذْحِجٍ وَقَحَاطِمِ

وَاَغْزُوْ يَمَانًا كُلَّهَا وَزُبَيْدَهَا - وَصَنْعَاءَهَا مَعَ صَعْدَةٍ وَالتَّهَائِمِ

فَاَتْرُكُهَا اَيْضًا خَرَابًا بَلاَقِعًا - خَلاَءً مِنَ الاَهْلِيْنَ اَهْلِ نَعَائِمِ

وَاَحْوِىْ اَمْوَالَ الْيَمَانِيْنَ كُلَّهَا - وَمَا جَمَعَ الْقِرْمَاطُ يَوْمَ مَحَارِمِ

اَعُوْدُ اِلَى الْقُدْسِ الَّتِىْ شَرُفَتْ بِنَا - بِعِزٍّ مُكِيْنٍ ثَابِتِ الاَصْلِ قَائِمِ

وَاَعْلُوْ سَرِيْرِىْ لِلسُّجُوْدِ مُعَظَّمًا - وَتَبْقَى مُلُوْكُ الاَرْضِ مِثْلَ الْخَوَادِمِ

هُنَالِكَ تَخْلُو الاَرْضُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ - لِكُلِّ نَقِىِّ الدِّيْنِ اَغْلَفَ زَاعِمِ

نُصِرْنَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ جَارَتْ وُلاَتُكُمْ - وَاَعْلَنْتُمْ بِالْمُنْكَرَاتِ الْعَظَائِمِ

قُضَاتُكُمْ بَاعُوا الْقَضَاءَ بِدِيْنِهِمْ - كَبَيْعِ ابْنِ يَعْقُوْبَ بِبَخْسِ الدَّرَاهِمِ

عَدُوٌّ لَكُمْ بِالزُّوْرِ يَشْهَدُ ظَاهِرًا - وَبِالاِفْكِ وَالْبَرْطِيْلِ مَعَ كُلِّ قَائِمِ

سَاُفْتَحُ اَرْضَ اللهِ شَرْقًا وَمَغْرِبًا - وَاَنْشُرُ دِيْنًا لِلصَّلِيْبِ بِصَارِمِى

فَعِيْسَى عَلاَ فَوْقَ السَّموَاتِ عَرْشُهُ - يَفُوْزُ الَّذِىْ وَالاَهُ يَوْمَ التَّخَاصُمِ

وَصَاحِبُكُمْ بِالتُّرْبِ اَوْدَى بِهِ الثَّرَى - فَصَارَ رُفَاتًا بَيْنَ تِلْكَ الرَّمَائِمِ

تَنَاوَلْتُمْ اَصْحَابَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ - بِسَبٍّ وَقَذْفٍ وَانْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ

"পবিত্র মাসীহি বাদশার পক্ষ থেকে হাশিম বংশের উত্তরাধিকারী বাদশার প্রতি"

"এবং সেই বাদশার প্রতি, যিনি সম্মানিত এবং আমার ভাই আলার অনুগত এবং যিনি বড় বড় বিপদাপদকে ভয় করে থাকেন।"

"তোমার উভয় কর্ণ কি শোনেনি, আমি কি করতে যাচ্ছি? কিন্তু দৃঢ় কাজের প্রতি দুর্বলতা তোমাকে বিপদগ্রস্ত করেছে।"

"তুমি যদি যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছো, তা পালন না করে ঘুমিয়ে থাক, আমি কিন্তু আমার কর্তব্য অবহেলা করে ঘুমিয়ে থাকব না।"

"তোমাদের দুর্বলতার কারণে তোমাদের পাহাড়-উপত্যকায় পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

"আমরা সিংহের ন্যায় সত্যবাদী যুবকদের মাধ্যমে আরমিনিয়া উপত্যকা পুরোটাই জয় করেছি।"

আমরা আল-জাযীরার প্রতিটি উপত্যকাকে জয় করেছি। এমনকি 'কিন্নিসরিয়া', 'আওয়াসিম, 'মালতিয়া', 'সামীসাত' এবং 'কারকারও' জয় করেছি।"

"নৌপথেও আমরা বহু জয় ছিনিয়ে এনেছি। আমরা জয় করেছি, আল-হাদাছুল হামরা ও কায়সূম। তার আগে জয় করেছিলাম আল-জা'ফরী।"

"আমরা বহু সম্মানিত ব্যক্তিকে অপদস্থ করেছি। ফলে তারা আমাদের খাদিম ও গোলামে পরিণত হয়েছে।"

"আমরা সান্দে সুরূজকে (সুরূজ পর্বত প্রাচীরকে) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি তারপর আমাদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

"রুহার অধিবাসীরা আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারপর তারা মানব পরিচিত হারিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।"

"রোমক বাহিনীর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ লড়ে আমরা 'দার', 'মায়াফারিকীন' ও 'আযরুনা' দখল করেছি। আমরা তাদেরকে অশ্বারোহী সৈন্যদের মাধ্যমে মাকালের স্বাদ ভোগ করিয়েছি।"

"আমার নৌযানগুলো উত্তাল সমুদ্রের পিঠ চিড়ে পৌঁছে গেছে আকরাতীশ পর্যন্ত।"

"আমি তাদেরকে বন্দী করেছি এবং কোমল এলোকেশধারী মহিলাদেরকে নিয়ে এসেছি। সেখানে আমরা বল প্রয়োগপূর্বক আইনে যুরবা জয় করেছি।"

"আর হ্যাঁ, আমরা যতসব অবাধ্য ও অত্যাচারীকে তাড়িয়ে হালব পৌঁছে দিয়েছি। এরপর আমরা সেখানকার অন্দর মহলগুলোকে কব্জা করেছি এবং প্রাচীরগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি।"

"আমরা তাদের স্ত্রী-কন্যা ও শিশুদেরকে গোলামের ন্যায় হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছি। সায়ফুদ্দৌলা ও তোমাদের সহায়তাকারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।"

"আমরা আত্মপ্রত্যয়ীর ন্যায় তরসূসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি এবং তার অধিবাসীদেরকে কণ্ঠনালী কর্তনকারীর স্বাদ উপভোগ করিয়েছি।"

"বহু স্বাধীন, সম্মানী, আলাবী ও বিত্তশালী মানুষকে বন্দী করে কোন প্রকার বিনিময় ও কোন শাসকের নির্দেশ ছাড়াই হাঁকিয়ে নিয়ে এনেছি।"

"আমরা অনেক বিনয়ী মহিলাকে বন্দী করে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছি; তাদেরকে নিজেদের অধীনে নিয়েছি মহর ব্যতীত"

"এবং এ ব্যাপারে কোন কাযীর ফয়সালাও নেইনি। আমরা বহু নিহতকে মাটিতে রক্তের মাঝে শুইয়ে রেখেছি।"

"কারব-এর কত ঘটনা তোমাদের নেতাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে আমরা তাদেরকে পশু হাঁকানোর ন্যায় হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছি।"

"আমরা তোমাদের আরইয়াহ ও তার অন্দর মহলগুলোর উপর হানা দিয়েছি। এখন সেগুলো হিজাযের অধীনে পরিচালিত। সেখানকার ভাবধারা ও রীতি-নীতি সব বদলে গেছে।"

"এ সময় সেখানে উট পাখি ডিম পাড়ত। এখন সেখানে নির্জনতা বিরাজ করছে। সেখানে পেঁচা ডেকে উঠলে প্রতিধ্বনি তার সঙ্গে কথা বলত।"

"সেই সঙ্গে আশপাশে পায়রা দলের মাতমও শোনা যেত। আর ইনতাকও আমার থেকে দূরে নয়। অচিরেই একদিন মর্যাদা বিদীর্ণ করে আমি তা দখল করে নেব।"

"আমার পিতৃপুরুষের বাসস্থান হল দামেশক। অনতিবিলম্বে আমি আমার আংটির নীচে করে আমার রাজত্বতে সেখানে ফিরিয়ে দেব।"

"আর অতর্কিত আক্রমণ করে আমি মিসরকেও জয় করব। আমার তরবারি দ্বারা সেখানকার সহায়-সম্পদ ও পশুগুলোকে নিয়ে নিব।"

"আমি কাফূরকে যথার্থ পুরস্কার প্রদান করব। আমি তাকে একটি চিরুনী, একটি কাঁচি ও একটি খুর দান করব।"

"তাড়াতাড়ি করো হে হামাদানের অধিবাসীরা! তাড়াতাড়ি কর। রোমের সৈন্যরা মেঘের ন্যায় তোমাদের মাথার উপর এসে পড়েছে।"

"এখন যদি তোমরা পালিয়ে যাও, তাহলে সম্মানের সাথে মুক্তি পাবে এবং খুন-পিপাসু বাদশা থেকে নিরাপদ থাকবে।"

"অনুরূপ নাসীবায়ন, মাওসিল, আমার পুরুষদের উপদ্বীপ এবং বিগত লোকদের রাজত্বেরও একই পরিণতি ঘটবে।"

"অচিরেই আমি সামাররা, কাওছ, আকবারা ও তিকরীত জয় করব। সাথে সাথে মারদীনও জয় করব।"

"আমি এগুলোর সকল পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করব এবং সমুদয় সম্পদ ও ললনাদের গনীমত হিসেবে দখল করব।"

"তাড়াতাড়ি করো হে বাগদাদবাসী! তোমরা ধ্বংস হও। কারণ, তোমরা প্রত্যেকে দুর্বল, একজনও শক্তিশালী নও।"

"তোমরা দায়লামীর শাসন ও তার রাফিযী হওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট। ফলে তোমরা একজন দায়লামী গোলামের গোলামে পরিণত হয়েছো।"

"হে রামাল্লার বাসিন্দাগণ! তোমাদের জন্য ধ্বংস! তোমরা পশু চরাতে চরাতে সানআয় ফিরে যাও।"

"তারপর চলে যাও হিজায ভূমিতে অপদস্থ হয়ে আর রোম নগরীকে ছেড়ে দাও সম্মানী লোকদের জন্য।"

"অচিরেই আমি বাগদাদের সর্বত্র সৈন্য ছড়িয়ে দেব। সৈন্য মোতায়েন করব, বদান্য নেতার বাসভূমি বাবে তাক-এ।"

"আমি তার উঁচু উঁচু ঘরগুলো ভস্মীভূত করে ফেলব এবং তার প্রাচীরগুলো ধ্বংস করে দেব। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার শিশু-সন্তানদের বন্দী করব।"

"তার সমুদয় সম্পদ আমি করায়ত্ত করব এবং পবিত্র তরবারি দ্বারা তার অধিবাসীদের হত্যা করব।"

"আমি রেশমের সুরক্ষার জন্য আমার সৈন্য নিয়ে দ্রুতবেগে আহওয়াযের দিকে ধাবিত হব। অঞ্চলটি লুট করে পরে জ্বালিয়ে দেব।"

"তার প্রাসাদগুলো ধ্বংস করব এবং পূর্বসূরীদের ন্যায় তার শিশু-কিশোরদের বন্দী করব। সেখান থেকে রওনা হব 'শীরায' ও 'রায়' অভিমুখে।

"কাজেই তোমরা জেনে রাখো, 'খুরাসান' আমার প্রাসাদ আর তথাকার সৈন্যরা হবে আমার অনুগত।"

"তারপর যাবো বলখের 'শাস' নগরী ও তার মতো অন্যান্য নগরীতে। যাবো 'ফারগানা', 'মারভ' ও 'মাখাযিমে'।"

"আমি 'সাবূর'কে ধসিয়ে দেব, ধসিয়ে দেব তার দুর্গগুলোকে। হঠাৎ একদিন প্রবল ঝড়ের ন্যায় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।"

"আমি কিরমানকেও ধ্বংস করব। সিজিস্তান, কাবুলসহ অনারব রাজ্যগুলোর কথাও ভুলবো না।"

"আমি সেনাবহর নিয়ে যাব বসরায়, যেখানে রয়েছে সুমিষ্ট সুপেয় পানির নদী। আমি যাব ইরাকের মধ্যাঞ্চল ওয়াসিত ও কূফায়।"

"আমার সৈন্যরা বীর বিক্রমে এই এলাকাগুলো দখল করে নেবে। সেখান থেকে বের হয়ে রওয়ানা হব মক্কাভিমুখে অতি দ্রুত।"

"ঘোর অন্ধকার রাতে আমি আমার সৈন্যদের টেনে নিয়ে যাব। নগরীটি পদানত করে আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য তার মালিক হয়ে যাব এবং সেখানে আমি সত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করব।"

"তারপর সম্পূর্ণ 'নাজদ', 'তিহাম', 'সিরর', 'ইতিহামে মুদহাজ' ও 'কাহাতুম' দখল করে নেব।"

"আমি যুদ্ধ করব 'ইয়ামান', 'যুবাইদ', 'সামআ', 'সা'দা' ও 'তাহায়িমে'। অধিবাসীদের বের করে দিয়ে এগুলোকেও আমি ধ্বংস করে ফেলব।"

"আমি ইয়ামানীদের সমুদয় সম্পদ এবং কারামাতীরা যা সঞ্চয় করেছে, সব করায়ত্ত করে নেব।"

"তারপর যাব আল-কুদসে, যার মর্যাদা অন্তহীন। আমি সিজদার জন্য বিশাল এক সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত স্থাপন করব। পৃথিবীর অন্যসব বাদশা-বাদশা হবে সেবকের ন্যায়।"

"এবার পৃথিবীটা মুসলিম শূন্য হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধু পরিচ্ছন্ন ধর্মের অনুসারীরা। তোমাদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করা হবে।"

"যখন তোমাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল, তখন তোমরা বড় অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলে।"

"তোমাদের বিচারকগণ বিচারকে তাদের দীনের বিনিময়ে বিক্রি করেছ। যেমন ইয়াকূব-এর পুত্রকে বিক্রি করা হয়েছিল স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে।"

"তোমাদের শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, অপবাদ ও উৎকোচ গ্রহণের সাক্ষ্য প্রদান করছে প্রকাশ্যে।"

"অচিরেই আমি আল্লাহ্‌র দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সব জয় করে ফেলব এবং ক্রুশের ধর্ম সর্বত্র ছড়িয়ে দেব।"

"আমাদের নবী হলেন ঈসা, আকাশের উপর যার সিংহাসন। বাদ-প্রতিবাদের দিন তাঁরই অনুসারীরা সফলতা লাভ করবে।"

"আর তোমাদের বন্ধু রয়েছেন কবরে, কবর তাঁকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে তিনি ধুলাবালির মাঝে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছেন।"

"তোমরা তাঁর মৃত্যুর পর তার সঙ্গীদেরকে এমন অবস্থায় পেয়েছ যে, মানুষ তাদের গালমন্দ করছে, অপবাদ আরোপ করছে এবং অসম্মান করছে।"

এই শেষোক্ত পঙক্তি দুটি এতই জঘন্য যে, আল্লাহ্ কবিকে অভিশম্পাত করুন এবং জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানান। আল্লাহ্ বলেন,

يَوْمَ لاَ تَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَاءُ الدَّارِ .

"যেদিন যালিমদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।" (সূরা মু'মিন : ৫২)

সেদিন যেন এই পঙক্তির রচয়িতাকে ধ্বংস করা হয় এবং প্রজ্বলিত আগুনে পোড়ানো হয়।

আল্লাহ্ বলেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِى لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلاِنْسَانِ خَذُوْلاً .

"যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।" (সূরা ফুরকান : ২৭-২৯)

যদি সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল ও ইসলামকে কটাক্ষ করে রচিত এই অভিশপ্ত পঙক্তিগুলোর সংবাদ পাওয়ার পর আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযম আল-ফকীহ্ আয-যাহিরী আল-আন্দালুসী তাৎক্ষণিকভাবে তার জবাব প্রদান করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তাকে সম্মানজনক বাসস্থান দান করুন এবং তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিন। তাঁর অবশিষ্ট পঙক্তিগুলো নিম্নরূপ :

مَنِ الْمُحْتَمِىْ بِاللهِ رَبِّ الْعَوَالِمِ - وَدِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ الِ هَاشِمٍ

مُحَمَّدٍ الْهَادِىْ آلى اللهِ بِالتُّقى - وَبِالرُّشْدِ وَالاسْلاَمِ اَفْضَلُ قَائِمٍ

عَلَيْهِ مَنِ اللهِ السَّلاَمُ مُرَدَّدًا - إلى أن يُّوآفِى الْحَشْرُ كُلَّ الْعَوَالِمِ

إلى قَائِلٍ بِالإفْكِ جَهْلاً وُضِلَّةً - عَنِ النُّقْفُوْرِ الْمُفْتَرِىْ فِى الأَعَاجِمِ

دَعَوْتُ إِمَامًا لَيْسَ من أَمَرَائِه - بِكَفَّيْهِ إلاَ كَالرُّسُوْمِ الطَّوَاسِمِ

دَهَتْهُ الدَّوَاهِىْ فِىْ خِلاَفَتِه كَمَا - دَهَتْ قَبْلَهُ الاَمْلاَكُ دُهْمُ الدَّوَاهِمِ

وَلاَ عَجَبَ مِنْ نَكْبَةٍ اَوْ مُلِمَّةٍ - تُصِيْبُ الْكَرِيْمَ الْحُدُوْدِ الاَكَارِمِ

وَلَوْ اَنَّه فِىْ حَالِ مَاضِى جُدُوْدِهِ - لَجُرِّعْتُمُ مِنْهُ سَمُوْمَ الاَرَاقِمِ

عَسى عِطْفَةٌ لِلّهِ فِىْ اَهْلِ دِيْنِه - تُجَدِّدُ مِنْهُ دِرَاسَاتِ الْمَعَالِمِ

فَخَرْتُمْ بِمَا لَوْ كَانَ فِيْكُمْ حَقِيْقَةً - لَكَانَ بِفَضْلِ اللهِ اَحْكُمَ حَاكِمٍ

إذَن لاَ عَتَرَتْكُمْ خَجْلَةٌ عِنْدَ ذِكْرِه - وَاَخْرَسَ مِنْكُمْ كُلَّ فَاهٍ مُخَاصِمٍ

سَلَبْنَاكُمْ كَرًا فَفُزْتُمْ بِغِرَّةٍ - مِنَ الْكَرِّ اَفْعَالِ الضِّعَافِ الْعَزَائِمِ

فَطِرْتُمْ سُرُوْرًا عِنْدَ ذَاكَ وَنَشْوَةً - كَفِعْلِ الْمُهِيْنِ النَّاقِصِ الْمُتَعَالِمِ

وَمَا ذَاكَ الاَّ فِىْ تَضَاعِيْفِ عَقْلِه - عَرِيْقًا وَصَرْفُ الدَّهْرِ جَمُّ الْمَلاَحِمِ

وَلَمَّا تَنَازَعَنَا الأُمُوْرَ تَخَاذُلاً - وَدَانَتْ لأَهْلِ الْجَهْلِ دَوْلَةُ ظَالِمٍ

وَقَدْ شَغَلَتْ فِيْنَا الْخَلاَئِفُ فِتْنَةٌ - لِعُبْدَانِهم مَعَ تَرْكِهِمْ وَالدَّلاَئِمِ

بِكُفْرِ اَيَادِيْهِمْ وَجَحْدِ حُقُوْقِهِمْ - بِمَنْ رَفَعُوْهُ مِنْ حَضِيْضِ الْبَهَائِمِ

وَثُبْتُمْ عَلى اَطْرَافِنَا عِنْدَ ذَاكُمْ - دُثُوْبَ لُصُوْصٍ عِنْدَ غَفْلَةِ نَائِمٍ

أَلَمْ تَنْتَزِعْ مِنْكُمْ بِأُعْظَمَ قُوَّةٍ - جَمِيْعُ بِلاَدِ الشَّامِ ضَرْبَةُ لاَزِمٍ

وَمِصْرًا وَارِضَ الْقَيْرَوَانِ بِأَسْرِهَا - وَأَنْدَلُسًا قَسْرًا بِضَرْبِ الْجَمَاجِمِ

أَلَمْ تَنْتَزِعْ مِنْكُمْ عَلى ضُعْفِ حَالِنَا - صَقَلِيَّةٌ فِىْ بَحْرِهَا الْمُتَلاَطِمِ

مُشَاهِدُ تَقْدِيْسَاتِكُمْ وَبُيُوْتُهَا - لَنَا وَبِأَيْدِيْنَا عَلى رَغْمِ رَاغِمٍ

أَمَا بَيْتُ لَحْمٍ وَالْقَمَامَةُ بَعْدَهَا - بِأَيْدِىْ رِجَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الأَعَاظِمِ

وَسَرْ كَيْسُكُمْ فِىْ اَرْضِ إِسْكَنْدَرِيَّةَ - وَكُرْسِيْكُمْ فِىْ الْقُدْسِ أدْرِثَاكُمْ

ضَمَمْنَاكُمْ قَسْرًا بِرَغْمِ أُنُوْفِكُمْ - وَكُرْسِىُّ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ فِى الْمَعَادِمِ

وَلاَ بُدَّ مِنْ عَوْدِ الْجَمِيْعِ بَأَسْرِهِ - اِلَيْنَا بِعِزٍّ قَاهِرٍ مُتَعَاظِمِ

أَلَيْسَ يَزِيْدُ حَلَّ وَسْطَ دِيَارِكُمْ - عَلَى بَابِ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ بِالصَّوَارِمِ

وَمُسْلَمَةُ قَدْ دَاسَهَا بَعْدَ ذَاكُمْ - بِجَيْشٍ تِهَامٍ قَدْ دُوِيَ بِالضَّرَاغِمِ

وَاَخْدَمُكُمْ بِالذُّلِّ مَسْجِدَنَا الَّذِيْ - بَنَى فِيْكُمْ فِيْ عَصْرِهِ الْمُتَقَادِمِ

إِلَى جَنْبِ قَصْرِ الْمَلِكِ مِنْ دَارِ مُلْكِكُمْ - أَلاَ هذه حَقٌّ صَرَامَةُ صَارِمِ

وَأَدَّى لِهَارُوْنَ الرَّشِيْدِ مَلِيْكُكُمْ - رِفَادَةَ مَغْلُوْبٍ وَجِزْيَةَ غَارِمِ

سَلَبْنَاكُمْ مِصْرًا مَشْهُوْدُ بِقُوَّةٍ - حَبَانَا بِهَا الرَّحْمنُ أَرْحَمُ رَاحِمِ

إِلَى بَيْتِ يَعْقُوْبَ وَأَرْبَابِ دَوْمَةٍ - إِلَى لُجَّةِ الْبَحْرِ الْمُحِيْطِ الْمُحَاوِمِ

فَهَلْ سِرْتُمْ فِيْ أَرْضِنَا قَطُّ جُمْعَةً - أَبِيْ لِلّهِ ذَا كُمْ يَا بَقَايَا الْهَزَائِمِ

فَمَا لَكُمْ اِلاَّ الأَمَانِيُّ وَحْدَهَا - بَضَائِعُ نُوْكِيٍّ تِلْكَ اَحْلاَمُ نَائِمِ

رُوَيْدًا بَعْدَ نَحْوِ الْخِلاَفَةِ نُوْرُهَا - وَسَفَرُ مُغِيْرٍ وُجُوْهِ الْهَوَاشِمِ

وَحِيْنَئِذٍ تَدْرُوْنَ كَيْفَ قَرَارُكُمْ - إِذَا صَدَمَتْكُمْ خَيْلُ جَيْشٍ مُصَادِمِ

عَلَى سَالِفِ الْعَادَاتِ مِنَّا وَمِنْكُمْ - لَيَالِيْ بِهِمْ فِيْ عِدَادِ الْغَنَائِمِ

سَبَيْتُمْ سَبَايَا يَحْصُرُ الْعَدَ دُوْنَهَا - وَسَبْيُكُمْ فِيْنَا كَقَطْرِ الْغَمَائِمِ

فَلَوْ رَامَ خَلْقٌ عَدَّهَا رَامَ مُعْجِزًا - وَإِنِّيْ بِتَعْدَادٍ لِرَشِّ الْحَمَائِمِ

بِأَبْنَاءِ بَنِيْ حَمْدَانَ وَكَافُوْرَ صِلْتُمْ - أَرَاذِلَ أَنْجَاسٍ قِصَارِ الْمَعَاصِمِ

دَعِيٌّ وَحَجَّامٌ سَطَوْتُمْ عَلَيْهِمَا - وَمَا قَدْرُ مَصَّاصٍ دِمَاءُ الْمَحَاجِمِ

فَهَلاَّ عَلَى دِمْيَانَةٍ قَبْلَ ذَاكَ أَوْ - عَلَى مَحَلٍّ أَرْبَا رُمَاةَ الضَّرَاغِمْ

لَيَالِيْ قَادُوكُمْ كَمَا اقْتَادَكُمْ - أَقْيَالُ جُرْجَانَ بِحَرِّ الْحَلاَقِمِ

وَسَاقُوْا عَلَى رُسُلٍ بَنَاتِ مُلُوْكِكُمْ - سَبَايَا كَمَا سِيْقَتْ ظِبَاءُ الصَّرَائِمِ

وَلَكِنْ سَلُوْا عَنَّا هِرَقْلاَ وَمَنْ خَلَى - لَكُمْ مِنْ مُلُوْكٍ مُكْرَمِيْنَ قَمَاقِمِ

يُخَبِّرُكُمْ عَنَّا التَّنُوْخُ وَقَيْصَرُ - وَكَمْ قَدْ سَبَيْنَا مِنْ نِسَاءٍ كَرَائِمِ

وَعَمَّا فَتَحْنَا مِنْ مَنِيْعِ بِلاَدِكُمْ - وَعَمَّا اَقَمْنَا فِيْكُمْ مِنْ مَآتِمِ

وَدَعْ كُلَّ نَذْلٍ مُفْتَرٍ لاَ تَعُدُّهُ - اِمَامًا وَلاَ الدَّعْوَى لَه بِالتَّقَادُمِ

فَهَيْهَاتَ سَامَرًا وَتَكْرِيْتُ مِنْكُمْ - اِلَى جَبَلٍ تِلْكُمْ أَمَانِيُّ هَائِمِ

مُنًى يَتَمَنَّاهَا الضَّعِيْفُ وَدُوْنَهَا - نَظَائِرُهَا وَحَزُّ الْغَلاَصِمِ

تُرِيْدُوْنَ بَغْدَادَ سُوْقًا جَدِيْدَةً - مَسِيْرَةَ شَهْرٍ لِلْفَنِيْقِ الْقَوَاصِمِ

مَحلاَةَ اَهْلِ الزُّهْدِ وَالْعِلْمِ وَالتُّقى - وَمَنْزِلَةً يَـخْتَارُهَا كُلُّ عَالِمٍ

دَعُوا الرَّمْلَةَ الصَّهْبَاءَ عَنْكُمْ فَدُونَهَا - مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْغُرِّ كُلُّ مُقَاوِمٍ

وَدُوْنَ دِمَشْقَ جَمْعُ جَيْشٍ كَأَنَّه - سَحَائِبُ طَيْرٍ يَنْتَحِيْ بِالْقَوَادِمِ

وَضَرْبُ يَلْقِيُّ الْكُفْرِ كُلَّ مَذَلَّةٍ - كَمَا ضَرَبَ السُّكِّيُّ بَيْضَ الرَّاهِمِ

وَمِنْ دُوْنِ اَكْنَافِ الْحِجَازِ جَحَافِلُ - كَقَطْرِ الْغُيُوْمِ الْهَائِلاَتِ السَّوَاحِمِ

بِهَا مِنْ بَنِيْ عَدْنَانَ كُلُّ سُمَيْدَعٍ - وَمِنْ حَيٍّ قَحْطَانٍ كِرَامُ الْعَمَائِمِ

وَلَوْ قَدْ لَقِيْتُمْ مِنْ قُضَاعَةَ كَبَّةً - لَقِيْتُمْ ضِرَامًا فِيْ يَبِيْسِ الْهَشَائِمُ

اِذَا اَصْبَحُوكُمْ بِذِكْرُوكُمْ بِمَا خلا - لَهُمْ مَعَكُمْ مِنْ صَادِقٍ مُتَلاَحِمِ

زَمَانَ يَقُوْدُوْنَ الصَّوَافِنَ نَحْوَكُمْ - فَجِئْتُمْ ضِمَانًا اَنَّكُمْ فِي الْغَنَائِمِ

سَيَأْتِيْكُمْ مِنْهُمْ قَرِيْبًا عَصَائِبُ - تُنَسِّيْكُمْ تِذْكَارَ اَخْذِ الْعَوَاصِمِ

وَاَمْوَالُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَ دِمَاءُكُمْ - بِهَا يَشْتَفِيْ حَرُّ الصُّدُوْرِ الْحَوَائِمِ

وَاَرْضِيْكُمْ حَقًّا سَيَقْتَسِمُوْنَهَا - كَمَا فَعَلُوْا دَهْرًا بِعَدْلِ الْمُقَاسِمِ

وَلَوْ طَرَقَتْكُمْ مِنْ خُرَاسَانَ عُصْبَةٌ - وَشِيْرَازَ وَالرَّىِّ الْمِلاَحِ الْقُوَائِمِ

فَقَدْ طَالَمَا زَارُوكُمْ فِيْ دِيَارِكُمْ - مَسِيْرَةَ عَامٍ بِالْخُيُوْلِ الصَّوَادِمِ

فَأَمَّا سِجِسْتَانُ وَكِرْمَانُ بَالأَوْلى - وَكَابُلَ حُلْوَانُ بِلاَدُ الْمَرَاهِمِ

وَفِيْ فَارِسٍ وَالسُّوْسِ جَمْعَ عَرَمْرَمُ - وَفِيْ اِصْبَهَانَ كُلُّ اَرْوَعَ عَارِمٍ

فَلَوْ قَدْ اَتَاكُمْ جَمْعُهُمْ لَغَدَوْتُم - فَرَائِسَ كَالآسَادِ فَوْقَ الْبَهَائِمِ

وَبِالْبَصْرَةِ الْغَرَّاءِ وَالْكُوْفَةِ الَّتِيْ - سَمَتْ وَبَادِي وَاسِطْ بِالْعَظَائِمِ

جُمُوْعُ تُسَامِيْ الرَّمْلَ عَدًا وَكَثْرَةً - فَمَا اَحَدُ عَادُوْهُ مِنْهُ بِسَالِمِ

وَمِنْ دُوْنِ بَيْنِ اللهِ فِيْ مَكَّةَ الَّتِيْ - حَبَاهَا بِمَجْدٍ لِلْبَرَايَا مُرَاحِمِ

مَحَلُّ جَمِيْعِ الأَرْضِ مِنْهَا تَيَقُّنًا - مَحَلَّةُ سِفْلُ الْخُفِّ مِنْ فَضٍّ خَاتِمِ

دِفَاعُ مِنَ الرَّحْمنِ عَنْهَا بِحَقِّهَا - فَمَا هُوَ عَنْهَا رَدُّ طَرْفِ بِرَائِمِ

بِهَا وَقَعَ الأُحْبُوْشُ هَلْكى وَفِيْلُهُمْ - بِحَصْبَاءَ طَيْرٍ فِيْ ذُرَىً الْجَوِّ حَائِمِ

وَجَمْعَ كَجَمْعِ الْبَحْرِ مَاضٍ عَرَمْرَمَ - حِمَى بُنْيَةُ الْبَطْحَاءِ ذَاتُ الْمَحَارِمِ

وَمِنْ دُوْنِ قَبْرِ الْمُصْطَفى وَسْطَ طَيِّبَةَ - جُمُوْعُ كَمُسْوَدٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَاحِمِ

يَقُوْدُهُمْ جَيْشُ الْمَلاَئِكَةِ الْعُلى - دِفَاعًا وَدَفْعًا عَنْ مُصَلٍّ وَّصَائِمِ

فَلَوْ قَدْ لَقِيْنَاكُمْ لَعُدْتُّمْ رَمَائِمًا - كَمَا فرق الاَعْصَارَ عُظْمِ الْبُهَائِمِ
وَبِالْيُمْنِ الْمَمْنُوْعِ فِتْيَانُ غَارَةٍ - إِذَا مَا لَقُوكُمْ كُنْتُمْ كَالْمَطَاعِمِ
وَفِيْ جَانِبِيْ أُرْضِ الْيَمَامَةِ عُصْبَةٌ - مَعَاذِرَ اَمْجَادٍ طِوَالِ الْبَرَاجِمِ
نَسْتَفِيْنَكُمْ وَالْقُرْمُطِيِّيْنَ دَوْلَةً - تَقَوَّوْا بِمَيْمُوْنِ التَّقِيَّةِ حَازِمِ
خَلِيْفَةُ حَقٍّ يَنْصُرُ الدِّيْنَ حُكْمُهُ - وَلاَ يَتَّقِيْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمِ
إِلَى وَلَدِ الْعَبَّاسِ تَنْمِيْ جُدُوْدُهُ - بَفَخْرٍ عَمِيْمٍ مُزْبِدِ الْمَوْجِ فَاعِمِ
مُلُوْكٌ جَرَى بِالنَّصْرِ طَائِرُ سَعْدِهِمْ - فَأَهْلاً بِمَاضٍ مِنْهُمْ وَبِقَادِمِ
مَجَالِسُهُمْ فِيْ مَسْجِدِ الْقُدْسِ اَوْ لَدَى - مَنَازِلِ بَغْدَادٍ مَحَلِّ الْمَكَارِمِ
وَاِنْ كَانَ مِنْ عَلْيَا عدى وتيمها - وَمَنْ أسد هذا الصلاح الحضارم
فَأَهَلاً وَسَهْلاً ثُمَّ نعمى مَرْحَبًا - بِهِمْ مِنْ خِيَارٍ سَالِفِيْنَ اَقَادِمِ
هُمْ نَصَرُوْا الاسْلاَمَ نَصْراً مُؤَزَّرًا - وَهُمْ فَتَحُوا الْبُلْدَانَ فَتْحَ الْمُرَاغِمِ
رُوَيْدًا فَوَعْدُ اللّٰهِ بِالصِّدْقِ وَارِدٌ - بِتَجْرِيْعِ اَهْلِ الْكُفْرِ طَعْمَ الْعَلاَقِمِ
سَنَفْتَحُ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ وَذَوَاتِهَا - وَلنَجْعَلَكُمْ فَوْقَ النُّسُوْرِ الْقَعَاشِمَ
وَنَفْتَحُ اَرْضَ الصِّيْنِ وَالْهِنْدَ عَنْوَةً - بَجَيْشٍ لأَرْضِ التُّرْكِ وَالْخَزَرِ حَاطِمِ
مَوَاعِيْدُ لِلرَّحْمٰنِ فِيْنَا صَحِيْحَةٌ - وَلَيْسَتْ كَامَالِ الْعُقُوْلِ السَّوَاقِمْ
وَنَمْلِكُ اَقْصَى اَرْضِكُمْ وَبِلاَدِكُمْ - وَتُلْزِمُكُمْ ذُلَّ الْحُرِّ اَوِ الْغَارِمِ
إِلَى اَنْ تَرَى الاسْلاَمَ قَدْ عَمَّ حُكْمُهُ - جَمِيْعَ الاَرَاضِيْ بِالْجُيُوْشِ الصَّوَارِمِ
اَتَقْرِنُ يَا مَخْذُوْلُ دِيْنًا مُثَلَّثًا - بَعِيْدًا عَنِ الْمَعْقُوْلِ بَادِي الْمَآثِمِ
تَدِيْنُ لِمَخْلُوْقٍ يَدِيْنُ لِغَيْرِهِ - فَيَا لَكَ سُحْقًا لَيْسَ يَخْفَى لِعَالِمِ
أَنَاجِيْلُكُمْ مَصْنُوْعَةٌ قَدْ تَشَابَهَتْ - كَلاَمَ الأَوْلَى فِيْهَا أَتَوْا بِالْعَظَائِمِ
وَعَوْدُ صَلِيْبٍ مَا تَزَالُوْنَ سُجَّدًا - لَهُ يَا عُقُوْلَ الْهَامِلاَتِ السَّوَائِمِ
تَدِيْنُوْنَ تَضْلاَلاً بِصُلْبِ اِلٰهِكُمْ - بِأَيْدِيْ يَهُوْدٍ اَذَلِّيْنَ لاَئِمِ
الى مِلَّةِ الاِسْلاَمِ تَوْحِيْدُ رَبِّنَا - فَمَا دِيْنُ ذِيْ دِيْنٍ لَهَا بِمُقَادِمِ
وَصِدْقِ رِسَالاَتِ الَّذِيْ جَاءَ بِالْهُدَى - مُحَمَّدٍ الآتِيْ بِرَفْعِ الْمَظَالِمِ
وَاَذْعَنَتُ الأَمْلاَكُ طَوْعًا لِدِيْنِهِ - بُرْهَانِ صِدْقٍ طَاهِرٍ فِي الْمَوَاسِمِ
كَمَا دَانَ فِيْ صَنْعَاءَ مَالِكُ دَوْلَةٍ - وَأَهْلُ عُمَّانٍ حَيْثُ رَهْطُ الْجَهَاضِمِ

وَسَائِرَ اَمْلاَكِ الْيَمَانِيِّنَ اَسْلَمُوْا – وَمِنْ بَلَدِ الْبَحْرَيْنِ قَوْمُ اللَّهَازِمِ

اَجَابُوْا لِدِيْنِ اللهِ لاَ مَنِ مَّخَافَةٍ – وَلاَ رَغْبَةٍ يَحْظَى بِهَا كف عَادِمَ

فَحَلُّوْا عُرَى التِّيْجَانِ طَوْعًا وَّرَغْبَةً – بِحَقٍّ يَقِيْنٍ بِالْبَرَاهِيْنِ فَاحِمٍ

وَحَابَاهُ بِالنَّصْرِ الْمَكِيْنِ آلِهُهُ – وَصَيَّرَ مَنْ عَادَاهُ تَحْتَ الْمَنَاسِمْ،

فَقِيْرٌ وَّحِيْدٌ لَمْ نَعِنْهُ عَشِيْرَةٌ – وَلاَ دَفَعُوْا عَنْهُ شَتِيْمَةَ شَاتِمٍ

وَلاَ عِنْدَه مَالٌ عَتِيْدٌ لِنَاصِرٍ – وَلاَ دَفْعُ مَرْهُوْبٍ وَلاَ لِمُسَالِمٍ

وَلاَ وَعَدَ الاَنْصَارَ مَالاً يَخُصُّهُمْ – بَلْ كَانَ مَعْصُوْمًا لاَقْدَرِ عَاصِمِ

وَلَمْ تُنَهْنِهْهُ قَطُّ فِى الْحَقِّ قُوَّةُ آسِرٍ – وَلاَ مَكَّنَتْ مِنْ جِسْمِه يَدُ ظَالِمٍ

كَمَا يَفْتَرِى اِفْكًا وَزُوْرًا وَضِلَّةً – عَلَى وَجْهِ عِيْسَى مِنْكُمْ كُلُّ لاَطِمٍ

عَلَى اَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمُوْا هُوَ رَبُّكُمْ – فَيَا لَضَلاَلٍ فِى الْقِيَامَةِ عَائِمِ

أَبَى لِلّه اَنْ يُدْعَى لَه ابْنَ وَصَاحِبُ – سَتَلْقَى دُعَاةَ الْكُفْرِ حَالَةَ نَادِمٍ

وَلٰكِنَّه عَبْدٌ نَبِىٌّ رَسُوْلٍ مُكْرَمٍ – مِنَ النَّاسِ مَخْلُوْقٌ وَلاَ قَوْلُ زَاعِمٍ

أَيَلْطِمُ وَجْهُ الرَّبِّ؟ تَبًا لَدِيْنِكُمْ – لَقَدْ فَقْتُمْ فِىْ قَوْلِكُمْ كُلَّ ظَالِمٍ

وَكَمْ اٰيَةٍ اَبْدَى النَّبِىُّ مُحَمَّدٌ – وَكَمْ عِلْمٍ اَبْدَاهُ لِلشِّرْكِ حَاطِمٍ

تُسَاوِىْ جَمِيْعُ النَّاسِ فِىْ نَصْرِ حَقِّه – بَلْ لِكُلٍّ فِىْ اِعْطَائِه حَالُ خَادِمٍ

مُعَرَّبٌ وَاَحْبُوْشٌ وَفُرْسٌ وَبَرْبَرٌ – دَكُرْدِيْهِمْ قَدْ فَازَ قَدْحَ الْمَرَاحِمِ

وَقِبْطٌ وَاَنْبَاطٌ وَخِزْرٌ وَدَيْلَمٌ – وَرُوْمٌ رَمُوكُمْ دُوْنَه بِالْقَوَاصِمِ

اَبَوْا كُفْرَ اَسْلاَفٍ لَهُمْ فَتَمَنَّعُوْا – فَابُوْا بِحَظٍّ فِى السَّعَادَةِ لاَزِمِ

بِه دَخَلُوْا فِىْ مِلَّةِ الْحَقِّ كُلُّهُمْ – وَدَانُوْا لاَحْكَامِ الإِلٰهِ اللَّوَازِمِ

بِه صَحَّ تَفْسِيْرُ الْمَنَامِ الَّذِىْ اَتَى – بِه دَانْيَالُ قَبْلَه حَتْمُ حَاتِمِ

وَهِنْدُ وَسِنْدُ اَسْلَمُوْا وَتَدَيَّنُوْآ – بِدِيْنِ الْهُدَى رَفْضًا لِدِيْنِ الاَعَاجِمِ

وَشُقَّ لَهُ بَدْرُ السَّموَاتِ اٰيَةً – وَاَشْبَعَ مِنْ صَاعٍ لَه كُلَّ طَاعِمٍ

وَسَالَتْ عُيُوْنُ الْمَاءِ فِى وَسْطِ كَفِّه – فَارْوَى بِه جَيْشًا كَثِيْرًا هَمَاهِمِ

وَجَاءَ بِمَا تَقْضِى الْعُقُوْلُ بِصِدْقِه – وَلاَ كَدُعَاءِ غَيْرِ ذَاتِ قَوَائِمِ

عَلَيْهِ سَلاَمُ اللهِ مَا ذَرَّ شَارِقٌ – تَعَقَّبَهُ ظَلْمَاءُ اَسْحَمُ قَاتِمِ

بَرَاهِيْنُهُ كَالشَّمْسِ لاَ مِثْلَ قَوْلِكُمْ – وَتَخْلِيْطِكُمْ فِىْ جَوْهَرٍ وَاَقَانِمِ

لَنَا كُلُّ عِلْمٍ مِنْ قَدِيْمٍ وَمُحْدَثٍ - وَاَنْتُمْ حَمِيْرٌ دَامِيَاتُ الْمَحَازِمِ

اَتَيْتُمْ بِشِعْرٍ بَارِدٍ مُتَخَاذِلٍ - ضَعِيْفٍ مَعَانِى النَّظْمِ جَمِّ الْبَلَاعِمِ

فَدُوْنَكَهَا كَالعِقْدِ فِيْهِ زَمَرَّدٌ - وَدُرٌّ وَيَاقُوْتٌ بِاَحْكَامِ حَاكِمِ

"আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্‌র যিনি সমগ্র জগতের রব! যিনি রব আল্লাহ্‌র রাসূলের দীনের, যাঁর বংশ হাশিমী এবং যাঁর নাম মুহাম্মদ",

"যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়া, হিদায়াত ও ইসলামের পথ-প্রদর্শনকারী, যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।"

"আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর উপর বারবার শান্তি বর্ষিত হোক সমগ্র সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত।"

"আমি সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যে অনারবের মিথ্যাবাদী নাকফূর-এর পক্ষ থেকে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিবশত অপবাদমূলক উক্তি করছে।"

"তুমি এমন একজন নেতাকে আহ্বান করেছ, যে কোন নেতাই নয়। যার অবস্থান মুছে যাওয়া চিহ্নের ন্যায়।"

"তার খিলাফতকালে নানা বিপদাপদ তাকে গ্রাস করেছে, যেমন বিপদ গ্রাস করেছিল, তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন বাদশা-বাদশাকে।"

"আপদ-বিপদ, মহান, মহানুভব ব্যক্তিরদেরকে আক্রান্ত করে থাকে। এটা বিচিত্র কিছু নয়।"

"সে যদি তার পিতৃপরুষের আমলে জন্ম নিত, তাহলে তোমাদেরকে বিষধর সাপের বিষ খাইয়ে ছাড়ত।"

"যারা আল্লাহ্‌র দীনের অনুসরণ করে। আল্লাহ্ কেবল তাদেরই প্রতি সদয় হয়ে থাকেন। আর তাতে বিদ্যার পাঠও নতুনত্ব লাভ করে।"

"তোমরা যে বিষয়টি নিয়ে গর্ব করছ, যদি সত্যই তা তোমাদের মাঝে থাকত, তাহলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সে একজন মহা সম্রাট হত।"

"কিন্তু বাস্তব তো তা নয়। তার আলোচনায় তোমাদের মুখে চুনকালি পড়ে যায় এবং তোমাদের মুখর-ঝগড়াটে লোকেরাও বোবা হয়ে যায়।"

"আমরা আক্রমণ করে তোমাদের ছিনিয়ে এনেছি। ফলে তোমরা বিপদ থেকে সম্মানের সাথে উদ্ধার লাভ করেছ। ফলে তোমরা ইতর ও হীন লোকদের ন্যায় আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়েছ।"

"আর সে কাজটি করেছ তোমরা তোমাদের জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে। যুগের পরিক্রমা চলতে থাকে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও অব্যাহত থাকে।"

"আমরা পরস্পরকে অপমানপূর্বক বিভিন্ন বিষয়ে বিবাদ করেছি এবং যালিমের সম্মান অজ্ঞদেরই নিকটবর্তী হয়েছে।"

"সমর্থন-সহযোগিতা প্রত্যাখ্যানের কারণে খলীফাগণ আমাদের মাঝে ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।"

"তখন আমাদের চতুষ্পার্শ্বে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে ঘুমন্ত অচেতন ব্যক্তির উপর চোরের ঝাঁপিয়ে পড়ার মত।"

"একটি অব্যর্থ আঘাত কি শক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের থেকে সমগ্র সিরীয় নগরীকে ছিনিয়ে আনতে পারে না।"

"পারে না মিসর, সমগ্র কায়রাওয়ান ও আন্দালুসিয়া তোমাদের মাথায় আঘাত হেনে কেড়ে আনতে?"

"আমরা কি আমাদের এই দুর্বল অবস্থা সত্ত্বেও উত্তাল সাগরের মাঝে অবস্থিত সিসিলী দ্বীপকে তোমাদের থেকে কেড়ে আনতে পারি না?"

"তোমাদের পবিত্র অঞ্চলগুলোর দর্শনীয় স্থান ও ঘর-বাড়িগুলো আমাদেরই। তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন এগুলো আমাদের হাতে চলে আসবে।"

"তারপর বায়তে লাহম এবং কুমামাও মুসলমানদের হাতে ফিরে আসবে।"

"তোমাদের আলেকজান্দ্রিয়ার গুপ্তধন, আল-কুদসের সিংহাসন চলে যাবে তোমাদের চোখের আড়ালে।"

"আমরা তোমাদেরকে হীন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাব। তোমাদের ইস্তাম্বুলের সিংহাসন তোমাদের থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।"

"তারপর অবনত মস্তকে তোমাদের প্রত্যেককে আমাদেরই নিকট ফিরে আসতে হবে।"

"ইয়াযীদ কি স্বেচ্ছাচারী বেশে ইস্তাম্বুলের ফটক অতিক্রম করে তোমাদের দেশের মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করেনি?"

"তারপর কি সে হিজাযের সৈন্যদের দ্বারা মুসলিম নারীদের পদদলিত করেনি?"

"আমি দীনতা-হীনতার সাথে তোমাদের সেবা করব। তোমাদের মাঝে প্রাচীনকালে তোমাদের কোন এক বাদশার প্রাসাদের পার্শ্বে যে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল, সেটি এখন স্বৈরাচারী শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার।"

"অথচ সেই বাদশাই তোমাদের বাদশা, আর তিনিই হারুনুর রশীদকে পরাজিতের ক্ষতিপূরণ ও জিযিয়া আদায় করেছিলেন।"

"আমরা শক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের থেকে মিসর ছিনিয়ে এনেছিলাম। পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা দেশটি আমাদের দান করেন।"

"দেশটিতে রয়েছে ইয়াকূব ও দাওমার কর্মকর্তাদের গৃহ এবং এটি ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত।"

"এমতাবস্থায় তোমরা কি কখনো আমাদের ভূমিতে সংগঠিত হতে পেরেছ হে পরাজিতদের অবশিষ্টাংশ?"

"এখন নিদ্রিতের স্বপ্নসদৃশ তোমাদের বাসনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

"এখন খিলাফতের নূর নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এখন চলছে নতুন সফর, যা হাশিমীদের চেহারাকে মলিন করে তুলছে।"

"বিবদমান বাহিনীর ঘোড়া যখন তোমাদের ব্যথিত করবে, তখন কিভাবে তোমরা স্থির থাকবে?"

"তোমাদের ও আমাদের ঐতিহ্যগত অভ্যাস-আচরণ রয়েছে। আমরা এখন ঘোর অন্ধকার রাতে বিপুল গনীমতের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি।"

"তোমরা আমাদের হাতে গোনা কিছু লোককে বন্দী করেছ। অথচ আমাদের হাতে তোমার বন্দীর সংখ্যা মেঘের ফোঁটার মত।"

"কেউ যদি তাদের সংখ্যা গণনা করতে চায়, তাহলে সে অক্ষম হয়ে পড়বে। আর আমাদের বন্দীর গণনা করে ফেলতে পারব পায়রা গণনার ন্যায়।"

"তোমরা বনূ হামাদানের উত্তরসূরীদের উপর এবং কাফূর-এর উপর আক্রমণ করেছ ন্যাক্কারজনকভাবে।"

"হামলা করেছ 'দায়িয়্যা' ও 'হাজাম'-এর উপরও। তবে তার আগে তোমরা 'দিময়ানা' কিংবা 'আরবা'-এর প্রাসাদের উপর কেন আক্রমণ করলে না?"

"একরাতে তারা তোমাদের হাঁকিয়ে নিয়ে গেল, যেমন তোমাদের হাঁকিয়ে নিয়েছিল কণ্ঠনালী চেপে ধরে জুরজানবাসীরা।"

"তারা তোমাদের রাজ্যের মেয়েদেরকে বেঁধে টেনে নিয়েছিল বন্দী করে, যেভাবে টেনে নেয়া হয় বনের হরিণ।"

"তোমরা হিরাক্লিয়াস এবং আরো যেসব বাদশা তোমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন, তাদেরকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো।"

"তানূখ, কায়সার সব বাদশাই তোমাদেরকে আমাদের সম্পর্কে অবহিত করবেন। আমরা কয়জন সম্মানিত মহিলাকে বন্দী করেছি।"

"আরো জিজ্ঞাসা করো, আমরা তোমাদের কয়টি দেশ জয় করেছি এবং তোমাদের মাঝে আমরা কি পরিমাণ মাতম সৃষ্টি করেছি।"

"তুমি সকল ইতর ও মিথ্যাবাদীকে ত্যাগ করো। আর বর্জন করো কৃতত্ত্বের দাবিকে।"

"সামাররা ও তিকরীত তোমাদের থেকে বহু দূরে একটি পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। ওসব তোমাদের অবাস্তব বাসনা মাত্র।"

"এসব তোমাদের দুর্বল কামনা। এজাতীয় কামনা বাস্তবের মুখ না দেখার নজির রয়েছে অনেক।"

"তোমরা বাগদাদকে শক্তিশালী নর উটের বিশাল বাজার তৈরি করতে চাচ্ছ।"

"অথচ, এটি আধ্যাত্মিক সাধনা, ইলম ও তাকওয়ার স্থান এবং এটি এমন এক গন্তব্য যাকে পছন্দ করেন সব আলিম।"

"তোমরা রামাল্লাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও অপর মুসলিম ভূখণ্ডগুলোও।"

"দামেশকে সৈন্য সমাবেশ ঘটনো হবে। পদাতিক সৈন্যরা মেঘের ন্যায় ধেয়ে আসবে।"

"কুফরের উপর চূড়ান্ত লাঞ্ছনাকর একটিমাত্র আঘাত হানা হবে, যেভাবে টাকশালকর্মী রৌপ্যমুদ্রাকে আঘাত হানে।"

"হিজাযের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও ধেয়ে আসবে সৈন্যদল ভয়ংকর কালো মেঘের ফোঁটার ন্যায়।"

"আসবে বনূ আদনান-এর সকল বীর সৈনিক। আসবে কাহতানের গ্রাম-গঞ্জের সম্মানিত নেতারা।"

"যদি তোমরা 'কুজাআ'-এর কোন অশ্বারোহী দলের মুখোমুখি হও, তাহলে তা হবে প্রশান্ত কোন শুষ্ক ভূমিতে।"

"ভোরে যখন তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তারা বুঝিয়ে দেবে কার শক্তি-সামর্থ্য কতটুকু।"

"তখন সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলোকে তোমাদের দিকে হাঁকিয়ে নেবে। তখন তোমরা গনীমতের সম্পদ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।"

"অদূর ভবিষ্যতে এমন কতিপয় লোক তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যারা তোমাদেরকে মদীনা দখলের স্মৃতি ভুলিয়ে দেবে।"

"তোমাদের মাল-সম্পদ ও রক্ত তাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে, যা দ্বারা পিপাসু বক্ষগুলোর উত্তাপ প্রশমিত হবে।"

"আমি তোমাদেরকে পাওনা দিয়ে সন্তুষ্ট করব, যা তারা অচিরেই বন্টন করবে, যেমন এককালে তারা করেছিল পরম ন্যায়নিষ্ঠার সাথে।"

"'খুরাসান', 'শীরায' ও 'রায়' থেকে যদি রাতের বেলা সেনাদল এসে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে",

"তাহলে তখন তোমাদের পক্ষে লাঞ্ছনা আর আঙ্গুল কামড়ানো ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না।"

"বছরের পথ অতিক্রম করে তারা অশ্বরোহী বাহিনী নিয়ে বহুবার তোমাদের দেশে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।"

"'সিজিস্তান', 'কিরমান', 'কাবুল', 'হুলওয়ান' এসব হলো মারাহাম পট্টির শহর।"

"'পারস্য' ও 'সূসে' আছে বিরাট সংখ্যক সৈন্যদল। ইস্পাহানেও আছে ততোধিক সৈন্য।"

"যদি তারা সকলে এসে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাহলে চতুষ্পদ জন্তুর উপর সিংহরা ঝাঁপিয়ে পড়লে যেমন দশা হয়, তোমাদেরও তেমনি শোচনীয় দশা ঘটে যাবে।"

"অনুরূপ বিপুল সংখ্যক সৈন্য আছে বসরায় ও কূফায়। তারা যদি আক্রমণ করে বসে, তাহলে তোমাদের একজনও নিরাপদ থাকবে না।"

"তাছাড়া আমাদের আছে মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ্। আল্লাহ্ যাকে সম্মানিত করেছেন এবং সৎলোকদের রহমতের উৎস বানিয়েছেন। এই নগরীর নিরাপত্তার জিম্মা স্বয়ং আল্লাহ্র।"

"এর প্রতি চোখ তুলে তাকানোর সাহস কারো নেই। একদল মানুষ হাতি নিয়ে এই গৃহটি ধ্বংস করতে এসেছিল।"

"কিন্তু আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত কিছু পাখির পাথরের আঘাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"

"সমুদ্রসম আরো একটি বিশাল বাহিনী সুরক্ষিত করেছে 'বাতহা'-এর মর্যাদাসম্পন্ন ইমারতগুলোকে।"

"আরো বিশাল বাহিনী আসবে নবী মুস্তফার কবরের নিকট থেকে রাতের ঘোর কালো আঁধারের ন্যায়।"

"তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে ঊর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাকুল নামাযী ও রোযাদারদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে।"

"এমতাবস্থায় আমরা যদি তোমাদের মুকাবিলায় আসি, তাহলে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, যেমনি পশুর হাড্ডির পেষণে মাটির চাকা গুড়ো-গুড়ো হয়ে যায়।"

"নিষিদ্ধ ইয়ামানের আছে লুণ্ঠনকারী যুবকদল, যারা তোমাদের মুকাবিলায় আসলে তোমরা হয়ে পড়বে খাদ্যের মত।"

"ইয়ামামার উভয় পার্শ্বে আছে এমন একটি দল, যারা মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাদের আঙ্গুলের জোড়াগুলো লম্বা।"

"আমরা তোমাদেরকে এবং কারামাতীদেরকে ধ্বংস করে তাকওয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবো।"

"ন্যায়পরায়ণ খলীফার শাসন দীনকে সাহায্য করে থাকে এবং তিনি আল্লাহ্র ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করেন না।"

"আমি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি আব্বাস (রা)-এর বংশধরদের প্রতি, যারা সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার ন্যায় গৌরবের অধিকারী।"

"তারা বাদশার বংশ, অবিরাম চলছে তাদের সাহায্য। উড়ে বেড়ায় তাদের সৌভাগ্য। তাদের বিগত, বর্তমান ও অনাগত সকলকে ধন্যবাদ।"

"তাদের আবাসস্থল আল-কুদস মসজিদে কিংবা বাগদাদের অপরাপর বাড়ি-ঘরের নিকটে। অনেক সম্মানিত তাদের বাসস্থান।"

"আদী, তায়ম ও আসাদ গোত্রের মধ্যেও যদি এসব গুণ থাকত, তাহলে ভাল হত।"

"এতএব শ্রেষ্ঠ পূর্বসূরী হিসেবে আমি তাদের জানাই স্বাগতম। তারা ইসলামের বিপুল সাহায্য করেছে এবং অনেক দেশ-নগরী জয় করেছে।"

"আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, যা বাস্তবায়িত হবেই। তাঁর ওয়াদা হলো, কাফিরদেরকে মাকাল বৃক্ষের ন্যায় উপড়ে ফেলা হবে।"

"আমরা অচিরেই ইস্তাম্বুল ও তার সমপর্যায়ের দেশগুলো জয় করব আর তোমাদেরকে ক্ষুধার্ত শকুনের খাবারে পরিণত করব।"

"আমরা তুর্কী ও খাযরের সৈন্যদের দ্বারা বল প্রয়োগে জয় করব চীনদেশ ও ভারত।"

"এসব হলো আমাদের জন্য দয়াময়ের সঠিক ওয়াদা। এগুলো কারো মস্তিষ্কের অলীক বাসনা নয়।"

"আমরা তোমাদের ভূমি ও দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মালিক হব এবং তোমাদেরকে চরমভাবে অপদস্থ করব।"

"শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখবে, বীর সৈনিকদের মাধ্যমে ইসলামের শাসন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়।"

"হে ইতর! তুমি ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এমন একটি ধর্মের সঙ্গে জড়িত, যা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক।"

"তুমি মানুষের মাঝে এমন একটি ধর্মের কথা বল, যা গ্রহণযোগ্য নয়, যার অযৌক্তিকতা বিশ্বের সামনে গোপন নয়। ধিক্কার তোমাকে!"

"তোমাদের ইনজীলগুলো তোমাদেরই গড়া। এর বাণী আর মানুষের কথা সমান। আর ওহে নির্বোধ! ঐ যে ক্রুশটা, যার উপর সারাক্ষণ লুটিয়ে থাক, ওটাও মানুষের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।"

"তোমরা অপদস্থ ইতর ইয়াহূদীদের হাতে নিজ প্রভুকে শূলে চড়িয়ে বিভ্রান্ত দীনের প্রচার করছ।"

"চলে এসো ইসলামের ছায়াতলে আমাদের রবের একত্ববাদে। তার সমকক্ষ আর কোন জীবনাদর্শ তুমি খুঁজে পাবে না।"

"তোমরা আনুগত্য ঘোষণা করো সেই রাসূলের যিনি হিদায়াতসহ আগমন করেছেন। তিনি হলেন মুহাম্মদ (সা) যিনি অবিচার-অত্যাচার নির্মূলের মিশন নিয়ে এসেছেন।"

"বহু রাজা-বাদশা সত্য ও পবিত্র প্রমাণ পেয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর দীনের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিয়েছিলেন।"

"সানআয় তাঁর দীন গ্রহণ করেছেন, অনেক বিত্তবান মানুষ। ইসলাম গ্রহণ করেছে ওমান কাযী ও বহু প্রভাবশালী লোক।"

"ইয়ামানের সব বাদশা, বাহরায়নের অধিবাসী ও লাহাযিম সম্প্রদায়ও ইসলাম গ্রহণ করেছিল।"

"তারা আল্লাহ্র দীনের প্রতি সাড়া দিয়েছিল কোন ভীতি কিংবা সম্পদ লাভের আশায় নয়।"

"সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়ার পর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও সত্য প্রাপ্তির আশা ও বিশ্বাস নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তায়জানের মানুষ।"

"তারা তাঁর ধর্মের প্রভুর সাহায্যে যথেষ্ট এগিয়ে এসেছিল এবং যারা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।"

"তিনি ছিলেন নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ। স্বজনরা তাকে কোন সাহায্য করেনি এবং কোন গালাগালকারীর গালমন্দও প্রতিরোধ করেনি।"

"তাঁর নিকট কোন সম্পদ ছিল না যে, সহযোগীদের দান করেছিলেন এবং কেউ হুমকিতে নিপতিত হলেও তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।"

"সহায়তাকারীদের প্রতি তাঁর কোন সম্পদ স্বার্থ দানের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। বরং তিনি ছিলেন পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত একজন নিষ্পাপ মানুষ।"

"সত্য প্রচারে কোন শক্তি তাঁকে প্রতিহত করতে পারেনি এবং তাঁর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে কোন যালিমের হাত মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।"

"তাঁর বিরুদ্ধে বহু অপবাদ রটানো হয়েছে, মিথ্যা ও ভ্রান্তি প্রচার করা হয়েছে। যেমনটি করেছিল দুর্মুখেরা তোমাদের ঈসার বিরুদ্ধে।"

"তোমরা বলেছিলে, ঈসা তোমাদের রব। কিয়ামতের দিন তোমরা ভয়ানক বিভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে।"

"তিনি আল্লাহ্‌র শপথ নিয়ে অস্বীকার করেছেন, যেন তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র বা সঙ্গী দাবি না করা হয়। কুফরীর প্রতি এই আহ্বানকারীদের পরিণতি খুবই শোচনীয় হবে।"

"তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র দাস, নবী ও সম্মানিত রাসূল। তিনি ছিলেন একজন মানুষ। এটা কারো ধারণাপ্রসূত কথা নয়।"

"তিনি কি রবের মুখে চপেটাঘাত মারতে পারেন? ধ্বংস হোক তোমাদের ধর্ম। কথা-বার্তায় তোমরা সকল যালিমকে ছাড়িয়ে গেছ।"

"নবী মুহাম্মদ (সা) কত নিদর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিরকের মুকাবিলায় প্রচার করেছেন কত জ্ঞানের কথা।"

"তাঁর সত্যের সাহায্যে সব মানুষ সমভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বরং দান-দক্ষিণায় সব মানুষের জন্যই তাঁর অবস্থা একজন খাদিমের।"

"আরব, বিভিন্ন গোত্রের লোক, পারস্যবাসী, বার্বার ও কুর্দী সকলেই সাফল্য লাভ করেছে।"

"সাফল্য লাভ করেছে কিবতী, আমবাতী, খাযরী, দায়লামী এবং রোমানরাও।"

"তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের কুফরীকে প্রত্যাখ্যান করে অনিবার্য সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হয়েছে।"

"তারা সকলে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর অসীলায় সত্যধর্মে প্রবেশ করেছে এবং আল্লাহ্‌র বিধানকে অবলম্বন করেছে।"

"তাঁর আগমনের মধ্যে দিয়েই দানিয়াল-এর স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যা তিনি পূর্বে দেখেছিলেন।"

"হিন্দ-সিন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং অনারবদের ভ্রান্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে হিদায়াতের ধর্ম অবলম্বন করেছে।"

"নিদর্শন স্বরূপ তাঁর ইঙ্গিতে আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে। এক সা' খাবার দ্বারা তিনি অসংখ্য মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছেন।"

"তাঁর হস্ত তালুতে প্রবাহিত হয়েছিল ঝরণার পানি। সেই পানি দ্বারা তিনি পিপাসা নিবারণ করেছেন বহু সৈন্যের।"

"তিনি যৌক্তিক উপায়ে নিজের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন—শুধু দুআর মাধ্যমে নয়।"

"ভোরের আলো আর রাতের ঘোর অন্ধকার সব সময় তাঁর উপর আল্লাহ্র শান্তি বর্ষিত হোক।"

"তাঁর দলীল-প্রমাণগুলো সূর্যের ন্যায়, তোমাদের উক্তির মতো নয় এবং তোমাদের গোলমেলে কথামালার ন্যায়ও নয়।"

"আমাদের নিকট পুরাতন-নতুন সব ইলমই আছে। আর তোমরা হয়ে গেলে গাধা। বোঝা বহন করে নিজেকে রক্তাক্ত করাই তোমাদের কাজ।"

"তুমি এমন কিছু কাব্য উপাস্থাপন করেছ, যা শীতল, অপমানজনক, মর্মের দিক থেকে দুর্বল। আর তুমি হলে অধিক ভোজনকারী।"

"তার মুকাবিলায় আমি যে কাব্যমালা উপস্থাপন করলাম, তা হলো মালার ন্যায়, যাতে আছে হীরা-মোতি-পান্না। আমার উপস্থাপিত আদর্শ হলো মহান শাসকের বিধিমালা।"

এবছর ইব্ন আবুশ শাওয়ারিব বিচারকের পদ থেকে পদচ্যুৎ হন, তাঁর সকল দলীল-দস্তাবেজ, তাঁর আমলের বিধিবিধান বাতিল করা হয়, তাঁর স্থানে আবূ বিশর উমর ইব্ন আকতাম ইব্ন রিয্ককে বিচারকের পদে আসীন করা হয় এবং ইব্ন আবুশ শাওয়ারিব প্রতি বছর যে ভাতা পেতেন, তা তার জন্য ধার্য করা হয়।

এবছরের যিলহজ্জ[১] মাসে মানুষ বৃষ্টির জন্য দুআ করে। কিন্তু তারপরও বৃষ্টি হয়নি।

ইবনুল জাওযী সাবিত ইব্ন সিনান আল-মুআররিখ থেকে মুনতাযামে বর্ণনা করেন যে, আমার একদল বিশ্বস্ত লোক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আরমানের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক ৩৫২ হিজরীতে নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান-এর নিকট আরমানের এমন দুজন লোককে প্রেরণ করে, যারা পরস্পর সংযুক্ত। তাদের বয়স ২৫ বছর। তাদের সঙ্গে ছিল তাদের পিতা। তাদের দুটি নিতম্ব, দুটি পেট ও দুটি যকৃত। তবে তাদের ক্ষুধা ও তৃপ্তি ভিন্ন। একজন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হত আর অপরজন আকৃষ্ট হত বালকের প্রতি। তাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হত। অনেক সময় একজন অপরজনের সঙ্গে কথা বলবে না বলে শপথ করত এবং কয়েকদিন কথা বলা থেকে বিরত থাকত। পরে আবার সমঝোতা করে নিত।

নাসিরুদ্দৌলা তাদেরকে দুই হাজার দিরহাম ও বিভিন্ন বস্তু দান করলেন এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। কথিত আছে, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। খলীফা তাদেরকে বাগদাদ প্রেরণ করার মনস্থ করেছিলেন, যাতে মানুষ তাদেরকে দেখতে পায়। কিন্তু পরে তিনি সেই ইচ্ছা থেকে বিরত থাকেন। তারপর তারা তাদের পিতার সঙ্গে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পর একজন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং তার মরদেহ পঁচে দুর্গন্ধ হয়ে যায়।

১. তখন ছিল জানুয়ারী মাস।

অপরজন তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারছিল না। দুজনের জোড়াটি ছিল কোমর থেকে। নাসিরুদ্দৌলা তাদের একজনকে অপরজন থেকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। তিনি একাজের জন্য ডাক্তারদেরকে সমবেত করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে মৃতজনের চিন্তা ও দুর্গন্ধে অপরজনও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরে চিন্তায় চিন্তায় সেও মারা যায়। পরে দুজনকে এক কবরে এক সঙ্গে দাফন করা হয়।

এবছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হলেন :

উমর ইব্ন আকছাম ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাইয়ান ইব্ন বিশর আবূ বিশর আল-আসাদী

তিনি ২৮৪ বছর সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীফা মুতী লিল্লাহ-এর আমলে আবুস সায়িব উতবা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্-এর নায়িব হিসেবে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ লাভ করেন। আবুস সায়িব বাদে তিনিই শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। বিচার কার্যে তিনি উত্তম চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৫৩ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসের ১০ তারিখে রাফিযীরা হযরত হুসায়ন (রা)-এর নামে মাতম করে, যেমন বিগত বছর করেছিল। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই দিনে রাফিযী ও আহলুস সুন্নাহ প্রচণ্ড লাড়ইয়ে লিপ্ত হয় এবং সম্পদ লুটের ঘটনা ঘটে।

এ বছর সায়ফুদ্দৌলার গোলাম নাজা তার অবাধ্য হয়ে যায়। ঘটনাটি এভাবে ঘটে যে, বিগত বছর নাজা হাররানের অধিবাসীদের থেকে জোরপূর্বক বিপুল পরিমাণ সম্পদ কেড়ে নেয়। তাতে সে দুর্বিনীত হয়ে ওঠে এবং আযারবায়জান-এ চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে আবুল বিরদ নামক এক আরবের বিপুল মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। এভাবে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশেষে সায়ফুদ্দৌলা তার নিকট গিয়ে তাকে ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ফলে তাকে তারই সম্মুখে হত্যা করা হয় এবং তার মৃতদেহ আবর্জনার মধ্যে ফেলে রাখা হয়।

এবছর দামাসতাক 'মাসীসা' গমন করে তার দুর্গ অবরোধ করে এবং দেয়াল ছিদ্র করে ফেলে। কিন্তু মাসীসার অধিবাসীরা তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। দামাসতাক তার গ্রামপল্লী জ্বালিয়ে দেয় আশপাশের পনের হাজার লোককে হত্যা করে এবং 'উযনা' ও 'তরসূস' নগরীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফিরে যায়।

এবছর মুয়িযযুদ্দৌলা 'মাওসিল' ও 'জাযীরা' ইব্ন উমর এ অভিযান পরিচালনা করে মাওসিল দখল করে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে মাওসিলের গভর্নর তাঁর নিকট

সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। তাঁরা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, মাওসিলের গভর্নর মুয়িযযুদ্দৌলাকে প্রতি বছর দশ লাখ দিরহাম চাঁদা প্রদান করবে এবং আবূ তাগলিব ইব্ন নাসিরুদ্দৌলা তার পিতার মৃত্যুর পর খলীফা মনোনীত হবেন। মুয়িযযুদ্দৌলা অনেক চিঠি চালাচালির পর এসব শর্ত মেনে নিয়ে বাগদাদ ফিরে যান। ইবনুল আছীর এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

এবছর দায়লাম নগরীতে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে, যার নাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন। লোকটি হুসায়ন ইব্ন আলীর বংশের। সে ইবনুদ্দায়ী নামে পরিচিত ছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষ তার দলে এসে ভিড় জমায়। সে লোকদেরকে নিজের প্রতি আহ্বান জানায় এবং নিজেকে মাহদী বলে দাবি করে। তার জন্মস্থান বাগদাদ এবং সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। ইবনুন নাসির আল-আলাবী তার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এবছর রোম সম্রাট দামাসতাককে সঙ্গে নিয়ে তরসূস নগরীতে আরমানের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। সে কিছুকাল নগরী অবরোধ করে রাখে। কিন্তু পরে খাদ্যের সংকট দেখা দেয় এবং তাদেরকে মহামারী আক্রমণ করে বসে। যার কারণে তাদের বহুসংখ্যক মানুষ মারা যায়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ،

"আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা আহযাব : ২৫)

তাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, তারা প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এর কারণ ছিল এই যে এর শাসকরা ছিল মন্দ এবং সাহাবীদের ব্যাপারে তাদের আকীদা ছিল ভ্রান্ত। আল্লাহ্ ইসলামী রাজ্যগুলোকে নিরাপদ রাখেন আর তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

এবছর সিসিলী নগরীতে মুখতার এর ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি হল, রোমের বিপুল সংখ্যক লোক এবং ফিরিঙ্গীদের প্রায় এক লাখ মানুষ সিসিলী আক্রমণ করে। বাধ্য হয়ে সিসিলীর অধিবাসীরা মুয়িয আল-ফাতিমীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। মুয়িয তাদের সাহায্যার্থে 'উসতূল' নামক স্থানে সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে ঘোরতর লড়াই হয়। উভয় পক্ষ দৃঢ়তার সাথে দিনভর যুদ্ধ করে। অবশেষে রোমক বাদশা মানবীল নিহত হয়। রোমানরা শোচনীয় পরাজয় মাথায় নিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করে এবং ফিরিঙ্গীদের গভীর এক জলাভূমিতে পড়ে যায়। তাতে তাদের অধিকাংশ মানুষ ডুবে মারা যায় এবং অবশিষ্টরা নৌকায় চড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সিসিলীর গভর্নর আহ্মদ তাদের পিছনে অন্য কতগুলো যান প্রেরণ করেন। ফলে পলায়নপর নৌকারোহীদেরও অধিকাংশ নদীতে প্রাণ হারায়। মুসলমানরা এই যুদ্ধে বিপুল সম্পদ, পশু, গৃহস্থালী সামগ্রী ও অস্ত্র-শস্ত্র গনীমতরূপে লাভ করে। প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে একটি তরবারি ছিল,

যাতে লেখা ছিল এটি ভারতীয় তরবারি। ওজন ১৭০ মিছকাল[১] এটি দ্বারা দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে এই তরবারিটিও মুয়িয আল-ফাতিমীর নিকট আফ্রিকা পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এবছর কারমাতী সম্প্রদায় মিসর ও সিরিয়ার শাসক আল-আখশীদ-এর হাত থেকে তাবরিয়া শহরটি ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে অস্ত্র তৈরির জন্য তারা সায়ফুদ্দৌলার নিকট কিছু লোহা দিয়ে তাদের সাহায্য করার আবেদন জানায়। সায়ফুদ্দৌলা রাক্কার লোহার দরজাগুলো খুলে এবং মানুষের নিকট থেকে লোহা সংগ্রহ করে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। এক পর্যায়ে তারা 'আর প্রয়োজন নেই' বলে সংবাদ পাঠায়।

এবছর মুয়িযযুদ্দৌলা বিনোদনের জন্য খলীফার নিকট দারুল খিলাফতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি তাতে প্রবেশ করেন। খলীফা তাঁর খাদিম ও এক সঙ্গীকে তাঁর সঙ্গে প্রেরণ করেন। তাঁরা দারুল খিলাফত প্রদক্ষিণ করেন। সে সময় মুয়িযযুদ্দৌলা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং তাড়াহুড়া করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। তার আশঙ্কা ছিল, দারুল খিলাফতের কোন এক দহলিজেই তাকে হত্যা করে ফেলা হয় কিনা। পরে নিরাপদে বেরিয়ে আসার জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দশ হাজার দিরহাম সদকা করেন এবং সেদিন থেকে খলীফা মুতী-এর সঙ্গে তার ভালবাসা বেড়ে যায়।

মুয়িযযুদ্দৌলা দারুল খিলাফতে যেসব বিস্ময়কর বস্তু দেখেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অতিশয় রূপসী নারীর আকৃতিতে গড়া একটি সীসার মূর্তি এবং তার চারপার্শ্বে খাদিমের আকৃতিতে ছোট ছোট আরো কতগুলো মূর্তি। দাসী ও স্ত্রীদের বিনোদনের জন্য খলীফা আল-মুকতাদির-এর আমলে এই মূর্তিগুলো ওখানে স্থাপন করা হয়েছিল। মুয়িযযুদ্দৌলা খলীফার নিকট থেকে মূর্তিটি চেয়ে নেবেন বলে একবার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু পরে ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

এবছর যিলহজ্জ মাসে কূফায় এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে নিজেকে আলাবী বলে দাবি করে। লোকটি বোরকা পরিধান করত। তাতে তার 'বোরকাওয়ালা' নাম পড়ে যায়। সে সমাজে ফিতনা ছড়াতে শুরু করে। মুয়িযযুদ্দৌলা যে সময়ে বাগদাদ অনুপস্থিত থেকে মাওসিল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে এই ঘটনাটি ঘটে। পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পরে যখন তিনি বাগদাদ ফিরে আসেন, তখন বোরকাওয়ালা উধাও হয়ে অন্য দেশে চলে যায়। ফলে তার কর্মকাণ্ড আর ডালপালা ছড়াতে পারেনি।

---

১. ১৭০ মিছকাল = ৬৩ ভরি (তোলা) ও ৭২ রত্তি। এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'ফরহঙ্গ-ই-রাব্বানী' ও 'চলন্তিকা' দ্রষ্টব্য।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হলেন :

বাক্কার ইব্ন আহ্মদ

ইব্ন বাক্কার ইব্ন বায়ান ইব্ন বাক্কার ইব্ন দারাসতূবিয়াহ ইব্ন ঈসা আল-মুকরী। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে শ্রবণ করেন আবুল হাসান আল-হামানী। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। ৬০ বছরেরও বেশি সময় কুরআন পড়িয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। এবছর রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। প্রায় ৮০ বছর বয়স লাভ করেছিলেন। খায়যুরান কবরস্থানে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কবরের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়।

আবূ ইসহাক আল-জাহমী

২৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শ্রবণ করেন। যখনই তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে বলা হত, তিনি কসম করে বলতেন, বয়স ১০০ বছর অতিক্রম না করা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করবেন না। আল্লাহ্ তাঁর কসম পূর্ণ করেন। তিনি ১০০ বছর বয়স অতিক্রম করেন এবং হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১৩০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

৩৫৪ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসের ১০ তারিখে শীআরা তাদের মাতম ও বিদআতী কর্ম সম্পাদন করে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই দিন হাট-বাজার বন্ধ থাকে, পতাকা ঝুলানো হয় এবং মহিলারা উন্মুক্ত মাথায় রাস্তায় নেমে আসে। তারা মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বাজারে গলিতে হুসায়ন-এর জন্য মাতম করে বেড়ায়, যা সম্পূর্ণ ইসলামী পরিপন্থী কাজ। এ সব যদি প্রশংসনীয় কাজ হত তাহলে উত্তম যুগের লোকেরা এবং এ যুগের উত্তম লোকেরা তা করতো। অথচ তারাই ছিলেন এর উপযুক্ত হকদার। কুরআনের ভাষায় :

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ

"তা যদি ভাল হত তাহলে তারা তার দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারত না।" (সূরা আহকাফ : ১১)

আর আহলুস সুন্নাহ পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে থাকেন, নতুন আবিষ্কার করেন না।

পরে আহলুস সুন্নাহ রাফিযীদের উপর জয় লাভ করেন। তারা তাদের মসজিদগুলো দখল করে নেন এবং অনেক কুচক্রীকে হত্যা করেন।

এবছর রজব মাসে রোম সম্রাট বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে 'মাসীসা'য় অভিযান পরিচালনা করে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে শহরটি দখল করে নেয় এবং তার অধিবাসীদের অনেককে হত্যা করে। অবশিষ্টদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

তারপর সে তরসূসে অভিযান চালায়। তরসূসের অধিবাসীরা তার নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানায়। সে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে নগরী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়। সে সেখানকার বড় মসজিদটিকে তার ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে, মিম্বরটিকে জ্বালিয়ে দেয়, তার বাতিগুলো নিজ দেশের গির্জায় নিয়ে স্থাপন করে এবং নগরীর জনগণ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে তার অনুগত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাকে অভিশম্পাত করুন। উল্লেখ্য, তরসূস ও মাসীসার অধিবাসীরা এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে আপদ, দুর্ভিক্ষ ও মারাত্মক মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিল। সে সময়ে প্রতিদিন গড়ে তাদের ৮০০ লোক মারা যেত। তারপরই এই আপদটি তাদের উপর আপতিত হয়। তাতে তারা চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

রোম সম্রাট মুসলিম দেশগুলোর কাছাকাছি থাকার লক্ষ্যে তরসূসে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ইস্তাম্বুল চলে যায়। আরমানের বাদশা দামাসতাক তার সেবায় এগিয়ে আসে। আল্লাহ্ তাকে অভিশম্পাৎ করুন।

এবছর নাকীবুত্তালিবীন আবূ আহ্মদ আল-হাসান ইব্ন মূসা আল-মূসাবীর হাতে হজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ইনি হলেন রাযী ও মুরতাযার পিতা। কর্তৃত্ব ও হজ্জ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাঁর নামে একটি সার্কুলারও জারি করা হয়।

এবছর মুয়িযযুদ্দৌলার বোন মৃত্যুবরণ করেন। সংবাদ শুনে খলীফা অতি দ্রুতগামী যানযোগে মুয়িযযুদ্দৌলাকে সমবেদনা জানানোর জন্য আগমন করেন। মুয়িযযুদ্দৌলা তাঁর সম্মুখে মাটি চুম্বন করেন এবং তার আগমনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ও তাঁকে অভিবাদন জানান।

এবছর যিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে রাফিযীরা তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী গাদীরখম-এর উৎসব পালন করে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

এবছর রাশীক আন-নাসীমী নামক এক ব্যক্তি ইবনুল আহওয়াযী নামে পরিচিত অপর এক ব্যক্তির সহায়তায় আন্তাকিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আহওয়াযী অসহায় লোকদের ভার বহন করত। এই লোকটি আন-নাসীমীকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করে এবং তাকে ইনতাকিয়া দখলে প্রলুব্ধ করে। সেই তাকে অবহিত করে যে, সায়ফুদ্দৌলা মায়াফারিকীন নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন আন্তাকিয়া সম্পর্কে উদাসীন এবং এই মুহূর্তে তিনি হালব আসতে পারছেন না। তারপরই তারা দুজনে মিলে ইনতাকিয়া দখলের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। তারপর তারা একদল সৈন্য নিয়ে হালবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এরপর তাদের ও সায়ফুদ্দৌলার নায়িবের মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর সে শহরটি দখল করে নিয়ে নেয় এবং নায়িব দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশেষে সায়ফুদ্দৌলার গোলাম বাশারা-এর নেতৃত্বে আরেকটি সেনা বহর এসে নায়িব-এর সঙ্গে যোগ দেয়। এবার রাশীক আন-নাসীমী পরাজয় বরণ করে। সে তার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। এক আরব ধাওয়া করে তাকে হত্যা করে এবং তার মাথাটা নিয়ে হালব চলে আসে। ইবনুল আহওয়াযী একাকী ইনতাকিয়া ফিরে যায়। সেখানে সে দাযবার নামক এক রোমান ব্যক্তিকে স্থান দেয় এবং তার নাম রাখে আমীর। অপর আলাবীকে খলীফা

নিযুক্ত করার লক্ষ্যে বহাল করে এবং তার নাম রাখে উসতায। ফলে হালবের নায়িব, যার নাম কারউবিয়া; তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। উভয়ের মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ইবনুল আহওয়াযী তাকে পরাজিত করে আন্তাকিয়ার দখল বহাল রাখে। সায়ফুদ্দৌলা হালব ফিরে আসার পর সেখানে এক রাতের বেশি অবস্থান না করে আন্তাকিয়া চলে যান। ইবনুল আহওয়াযী তাঁর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। উভয় পক্ষ ঘোরতর যুদ্ধ করে। এবার দাযবার ও ইবনুল আহওয়াযী পরাজিত হয়। সায়ফুদ্দৌলা তাদের উভয়কে হত্যা করে ফেলেন।

এবছর কারামাতী গোত্রের এক ব্যক্তি—যার নাম মারওয়ান; বিদ্রোহ করে বসে। এই লোকটি সায়ফুদ্দৌলার চলাচল পথের নিরাপত্তা বিধান করত। বিদ্রোহ করে সে হিমস ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোর কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে নেয়। হালবের একদল সৈন্য সেনাপতি বদর-এর সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। তারা তার সঙ্গে যুদ্ধ করে। বদর তার গায়ে একটি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি তার গায়ে বিদ্ধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মারওয়ান-এর সঙ্গীরা বদরকে বন্দী করে ফেলে। সুযোগ পেয়ে মারওয়ান নির্যাতনের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে ফেলে। তার কয়েক দিন পর মারওয়ানও মারা যায় এবং তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এবছর সিজিস্তানের জনগণ তা[illegible]র আমীর খালফ ইব্‌ন আহ্‌মদ-এর আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে। ঘটনাটি হল, খালফ ইব্‌ন আহ্‌মদ ৩৫৩ হিজরীতে হজ্জ করেন। সে সময়ের জন্য তাহির ইবনুল হুসায়নকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাকে রাজত্বের লোভে পেয়ে বসে এবং নগরবাসীকে প্ররোচিত করে। খালফ ইব্‌ন আহ্‌মদ হজ্জ সমাপন করে ফিরে আসার পর তাহির ইবনুল হুসায়ন তাকে ক্ষমতা ফিরিয়ে না দিয়ে তার অবাধ্যতা করে বসে। অগত্যা খালফ ইব্‌ন আহ্‌মদ বুখারায় আমীর মনসূর ইব্‌ন নূহ আস-সামানীর নিকট গিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করে। মনসূর ইব্‌ন নূহ তার সঙ্গে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। তারা শহরটিকে তাহির ইবনুল হুসায়ন থেকে উদ্ধার করে আমীর খালফ ইব্‌ন আহ্‌মদ-এর হাতে তুলে দেয়। খালফ আলিম ছিলেন এবং আলিমদের ভালবাসতেন।

তাহির চলে গিয়ে দল গঠন করে এবং পুনরায় এসে খালফকে অবরুদ্ধ করে তার থেকে নগরীর দখল কেড়ে নেয়। খালফ আবারো মনসূর ইব্‌ন নূহ আস-সামানীর শরণাপন্ন হলে তিনি তার সঙ্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, যারা শহরটি পুনরুদ্ধার করে খালফের হাতে তুলে দেয়।

ক্ষমতায় পুনর্বহাল হয়ে খালফ আমীর মনসূর আস-সামানীকে যেসব হাদিয়া-উপঢৌকন প্রদান করত, সেসব বন্ধ করে দেয়। ফলে মনসূর ইব্‌ন নূহ তার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। খালফ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইরাক দুর্গ নামক একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ৯ বছর অবস্থান করেও মনসূর বাহিনী তাকে কাবু করতে পারেনি। কেননা, দুর্গটা ছিল অত্যন্ত দুর্ভেদ্য, মজবুত, তার পরিখা ছিল খুব গভীর ও খাড়া। খালফ-এর পরবর্তী ঘটনার বিবরণ পরে আসছে।

এবছর একদল তুর্কী সেনা আল-খাযর নগরীর উপর অভিযান চালায়। ফলে আল-খাযরের অধিবাসীরা খাওয়ারিযমবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। খাওয়ারিযমবাসীরা বলল : তোমরা যদি মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। তাদের বাদশা ব্যতীত তারা মুসলমান হয়ে যায়। খাওয়ারিযমবাসী আল-খাযরবাসীর সঙ্গে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা তুর্কীদেরকে নগর থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরে আল-খাযর-এর বাদশাও মুসলমান হয়ে যায়। প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই।

এবছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

বিখ্যাত কবি আল-মুতানাব্বী

আহ্‌মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন আবদুস সামাদ আবু তাইয়্যিব আল-জুফী। কবি মুতানাব্বী নামে পরিচিত। তাঁর পিতা 'ঈদানুস সিকা' নামে পরিচিত ছিলেন। নিজের উটের পিঠে বসে তিনি কূফাবাসীদের পানি পান করাতেন। বড় নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন।

মুতানাব্বী ৩০৬ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়ার এক পল্লিতে লালিত-পালিত হন। সেখানেই তিনি সাহিত্য অন্বেষণ করেন। এক সময় তৎকালের সেরা কবির পদমর্যাদা লাভ করেন। তিনি সায়ফুদ্দৌলাা ইব্‌ন হামাদান-এর সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং তার প্রশংসা করে সুবিধা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মিসর চলে যান এবং আল-আখশীদ-এর প্রশংসা করেন। কিন্তু পরে তাকে দুর্নাম করে তার থেকে পালিয়ে যান।

এবার আসেন বাগদাদ। সেখানকার কিছু লোকের প্রশংসা করেন। পরে কূফা আগমন করে ইবনুল আমীদ-এর প্রশংসা করে তার পক্ষ থেকে ত্রিশ হাজার দীনার পুরস্কার লাভ করেন। তারপর তিনি পারস্য চলে যান। সেখানে আযুদুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ-এর প্রশংসা করে। আযুদুদ্দৌলা তাকে বিপুল সম্পদ পুরস্কার প্রদান করেন, যার পরিমাণ ছিল প্রায় দুই লাখ দিরহাম। কারো কারো মতে, ত্রিশ হাজার দীনার। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কার দান উত্তম? আযুদুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ-এর নাকি সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান-এর? তিনি বললেন, প্রথমজন দেন বেশি তবে তার মধ্যে কৃত্রিমতা আছে। আর দ্বিতীয়জন দেন কম; কিন্তু দেন মনের খুশিতে। আযুদুদ্দৌলার নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মুতানাব্বীর উপর রুষ্ট হন এবং আরবের এক দল লোককে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। ফলে বাগদাদ ফিরে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বলেন, মুতান্নাবী তাদের নেতা ইব্‌ন ফাতিক আল-আসাদীকে গালি দিয়েছিলেন। তারা ডাকাতি করে বেড়াত। সে কারণে আযুদুদ্দৌলা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে তার সহায়-সম্পদ লুটে নেয়। ফলে রমাযানের ২৭ তারিখ বুধবার তারা ষাট ব্যক্তি বাহনে চড়ে তার উপর চড়াও হয়। কেউ কেউ বলেন, রমাযানের ২৫ তারিখ বুধবার তিনি নিহত হয়েছিলেন। কারো কারো মতে এই ঘটনা শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি আনজাম বৃক্ষের নীচে অবস্থিত কূপের নিকট অবতরণ করেছিলেন। আহার করার জন্য দস্তরখানা বিছালেন। সঙ্গে ছিল স্বীয় পুত্র

মুহসিন এবং ১৫টি গোলাম। তিনি দস্যুদের দেখে বললেন, আরবের লোকেরা! তোমরা বসে আহারে যোগ দাও। কিন্তু যখন তারা তার সঙ্গে কোন কথা বলল না, তিনি তাদের অসৎ উদ্দেশ্য অনুভব করলেন। তিনি উঠে অস্ত্র ও ঘোড়ার কাছে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা কোন সুযোগ না দিয়ে হামলা করে বসল। তারা তার পুত্র মুহসিন ও কয়েকটি গোলামকে হত্যা করে ফেলল। তিনি নিজেও আত্মসমর্পণ করার মনস্থ করলেন। তখন তার এক গোলাম তাকে বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি না বলে থাকেন :

فَالْخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِى - وَالطَّعْنُ وَالضَّرْبُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُ .

"ঘোড়া, রাত্রি, মরুভূমি, নিন্দাবাদ, আঘাত ও কাগজ-কলম সবই আমাকে চিনে।"

তিনি গোলামকে বললেন, হায়! হায়! তুমি তো আমাকে খুন করে ফেলেছ! তারপর তিনি ফিরে যেতে উদ্যত হন। এমন সময় দল নেতা তার ঘাড়ে বর্শা দ্বারা আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর তারা সবাই মিলে তার সকল সঙ্গীকে হত্যা করে ফেলে। ঘটনাটি ঘটেছিল নু'মানিয়ার সন্নিকটে। এটি বাগদাদের পথে অবস্থিত একটি স্থান। তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

ইব্‌ন আসাকির বলেন, মুতানাব্বী যে স্থানে খুন হয়েছিলেন, তার আগে সেখানে যাত্রাবিরতি দিয়েছিলেন, সেখানে এক দল আরব তাকে প্রস্তাব করেছিল, আপনি আমাদেরকে পঞ্চাশ দিরহাম প্রদান করুন; আমরা আপনাকে আশ্রয় দেব। কিন্তু তিনি কৃপণতা, অহংকার ও বীরত্বের দাবিবশতঃ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

মুতানাব্বী বংশগতভাবে জুফী ছিলেন। জুফী গোত্রের ঔরসে তার জন্ম। কিন্তু যখন তিনি হিমসের সন্নিকটস্থ সামাওয়া অঞ্চলে বনূ কালবের সঙ্গে ছিলেন, তখন তিনি নিজেকে আলাবী বলে দাবি করেছিলেন। পরে আবার দাবি করেছিলেন, তিনি নবী, তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়। অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত একদল মানুষ তার অনুসারী হয়ে ওঠে। তিনি দাবি করতেন, তার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি অংশ হল :

وَالنَّجْمُ السَّيَّارِ - وَالْفَلَكِ الدَّوَّارِ - وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - اِنَّ الْكَافِرَ لَفِىْ خَسَارٍ - اِمْضِ عَلَى سُنَّتِكَ
وَاقْفُ أَثَرَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - فَاِنَّ اللّٰهَ قَامِعٌ بِكَ مَنْ اَلْحَدَ فِىْ دِيْنِهِ وَضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ .

এসব ছিল তার রাজদরবার থেকে বিতাড়ন এবং ফালতু বলার প্রতিফলন। কিন্তু যদি তার কপট স্তুতির ছন্দ কপট এবং নিন্দাবাদ, মিথ্যা ও মন্দের অনুরূপ হত তাহলে তিনি হতেন শ্রেষ্ঠ কবি ও সেরা ভাষাবিদ। কিন্তু তিনি তার অজ্ঞতা ও স্বল্প জ্ঞানের মাধ্যমে এমন বক্তব্য উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যা সেই রাব্বুল আলামীনের বাণীর সঙ্গে মিলে যায়, জিন, মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টিজগত একত্রিত হয়ে যাঁর ক্ষুদ্রতম একটি সূরার অনুরূপ সূরা তৈরি করতে অক্ষম।

যা হোক, যখন সামাওয়ায় তার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং একদল নির্বোধ মানুষ তার পার্শ্বে এসে ভিড় জমায়, তখন বনুল আখশীদ-এর পক্ষ থেকে হিমসের নায়িব গভর্নর লু'লু তার প্রতিকারে এগিয়ে আসেন। আল্লাহ্ তার চেহারা উজ্জ্বল করুন। তিনি তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তার শক্তি নিঃশেষ করে দেন, হতভাগাকে বন্দী করেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত আটক করে রাখেন। তিনি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি এসে উপনীত হন। আমীর লু'লু তাকে উপস্থিত করে তাওবা করান এবং তার থেকে লিখিত নেন যাতে তিনি তার নবুওয়তের দাবি ভ্রান্ত হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করে। তিনি তা থেকে তাওবা করেন এবং ইসলামে ফিরে আসেন। এবার আমীর তাকে মুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে যখন তার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা হত, সম্ভব হলে তিনি তা অস্বীকার করতেন। অন্যথায় ওজরখাহী করতেন এবং লজ্জিত হতেন। তিনি এমন একটি নামে পরিচিত হয়ে যান, যেটি তার মিথ্যা নবুওয়তের দাবির প্রমাণ বহন করে। তা হল 'মুতান্নাবী', যা তার মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ বহন করে। প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্রই। জনৈক কবি তাকে নিন্দা জানিয়ে বলেছেন :

أَيُّ فَضْلٍ لِشَاعِرٍ يَطْلُبُ الْفَضْلَ - مِنَ النَّاسِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

"যে কবি সকাল-সন্ধ্যা মানুষের কাছে মর্যাদা চেয়ে বেড়ায়, তার কিসের মর্যাদা!"

عَاشَ حِيْنًا يَبِيْعُ فِى الْكُوْفَةِ الْمَاءَ - وَحِيْنًا يَبِيْعُ مَاءَ الْمحَيَا

"যে ব্যক্তি কখনো কূফায় পানি বিক্রি করত, কখনো বিক্রি করত জীবনের পানি।"

মুতানাব্বীর একটি বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থ আছে। তাতে মূল্যবান ও সারগর্ভ অভূতপূর্ব অনেক কবিতা আছে। সেকালের কবিদের মধ্যে ইমরুল কায়স যেমন, একালের কবিদের মাঝে মুতানাব্বী তেমনি একজন। তার ব্যাপারে জানা-শোনা আছে এমন ব্যক্তিগণ তাকে যেভাবে মূল্যায়ন করেন, আমিও তাকে সে রকমই মূল্যায়ন করি। আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী স্বীয় মুনতাযামে তাঁর কবিতার একটি মূল্যবান অংশ উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। অনুরূপ হাফিয ইব্ন আসাকিরও। ইবনুল জাওযী মুতানাব্বীর যে কবিতাগুলো প্রশংসা করেছেন, তার কতিপয় পঙক্তি হচ্ছে :

عَزِيْزًا سَبِيَ مَنْ دَاؤُهُ الْحَدَقُ النُّجْلُ - عَيَاءٌ بِهِ مَاتَ الْمحِبُّوْنَ مِنْ قَبْلُ

"আমার এক প্রিয়তম দূরে চলে গেল, যিনি চোখের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন, যে রোগে ইতিপূর্বে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।"

فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْظُرْ اِلَيَّ فَمَنْظَرِىْ - نَذِيْرٌ إِلَى مَنْ ظَنَّ اَنَّ الْهَوَى سَهْلُ

"যার ইচ্ছা হয় আমার প্রতি দৃষ্টিপাতি করুক। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত সেই ব্যক্তির জন্য সতর্ককারী যে মনে করে, ভালোবাসা সহজ বিষয়।"

جَرَى جنها مَجْرَى دَمِى فِىْ مَفَاصِلِى - فَاَصْبَحَ لِىْ عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهَا شُغْلُ

"তার জিনটা আমার প্রতি জোড়ায় ও রক্ত চলাচলের স্থলে চলাচল করছে। এখন আমাকে সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়।"

وَمِنْ جَسَدِيْ لَمْ يَتْرُكِ السُّقْمُ شَعْرَةً – فَمَا فَوْقَهَا الاَّ وَفَا لَهُ فِعْلُ

"রোগ আমার দেহের একটি লোমকেও ছাড়েনি। প্রতিটি লোমের উপরই ব্যাধি আক্রমণ করেছে।"

كَأَنَّ رَقِيْبًا مِنْكَ سَدَّ مَسَامِعِيْ – عَنِ الْعَذْلِ حَتَّى لَيْسَ يَدْخُلُهَا الْعَذْلُ

"মনে হচ্ছে, যেন তোমার একজন প্রহরী আমার শ্রবণ যন্ত্রগুলোকে নিন্দাবাদ থেকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এখন তাতে কোন নিন্দাবাদই অনুপ্রবেশ করে না।"

كَأَنَّ سُهَادَ اللَّيْلِ يَعْشَقُ مَقْلَتِيْ – فَبَيْنَهُمَا فِيْ كُلِّ هِجْرٍ لَنَا وَصْلُ

"রাতের নিদ্রাহীনতা যেন আমার চোখের সঙ্গে প্রেম করছে। প্রতি দুপুরবেলা তাদের মাঝে মিলন ঘটে থাকে।"

আরো কয়েকটি পঙক্তি হলো :

كَشَفَتْ ثَلاَثُ ذَوَائِبٍ مِنْ شَعْرِهَا – فِيْ لَيْلَةٍ فَأَرَتْ لَيَالِيْ اَرْبَعًا

"তিনটি বেশি একরাতে তার কয়েকটি চুল খুলে দেয়। ফলে চতুর্থ একটি আত্মপ্রকাশ করে।"

وَاسْتَقْبَلَتْ قَمَرُ السَّمَاءِ بِوَجْهِهَا – فَأَرَتْنِيَ الْقَمَرَيْنِ فِيْ وَقْتٍ مَعًا

"এবং আকাশের চাঁদটাকে মুখোমুখি স্বাগত জানায়। সে আমাকে এক সঙ্গে দুটি চন্দ্র এনে দেয়।"

مَا نَالَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُمْ – شِعْرِيْ وَلاَ سَمِعَتْ بِسِحْرِيْ بَابِلُ

"জাহিলী যুগের কোন মানুষ আমার কাব্যের নাগাল পায়নি। আমার যাদুময় কথা শুনেনি কানেও।"

وَاِذَا اَتَتْكَ مَذَمَّتِيْ مِنْ نَاقِصٍ – فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِيْ بِاَنِّيْ كَامِلُ

"তোমার নিকট যদি কোন অযোগ্য লোকের পক্ষ থেকে আমার নিন্দা আসে, তাই আমার জন্য প্রমাণ, আমি যোগ্য।"

আরো একটি কবিতা হচ্ছে :

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ اَنْ يَّرَى – عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

"স্বাধীনমনা লোকদের জন্য দুনিয়ার একটি সংকীর্ণতা হলো, তুমি যাকে বন্ধু ভাববে, সেই তোমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।"

আরো একটি কবিতা :

وَاِذَا كَانَتْ النُّفُوْسُ كِبَارًا – تَعِبَتْ فِيْ مُرَادِهَا الاَجْسَامُ

"প্রবৃত্তি যখন বড় হয়ে যাবে, তখন দেহ তার ইচ্ছা পূরণে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"

তার আরো একটি পঙক্তি হচ্ছে :

وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيْلاً تَقَلَّبَتْ - عَيْنَيْهِ يَرَى صِدْقَهَا كَذِبًا

"যে ব্যক্তি দীর্ঘ একটি সময় দুনিয়ার সঙ্গ দেবে, দুনিয়াটা তার কাছে উল্টা মনে হবে। দুনিয়ার সত্য তার কাছে মিথ্যা প্রতীয়মান হবে।"

আরো একটি পঙক্তি :

خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ - فِيْ طَلْعَةِ الشَّمْسِ مَا يُغْنِيْكَ عَنْ زُحَلٍ

"চোখে যা দেখ, তাই গ্রহণ করো আর শোনা বস্তু বর্জন কর। সূর্যের উদয়ে তোমার গ্রহের প্রয়োজন মিটবে না।"

কোন এক রাষ্ট্রনায়কের প্রশংসায় তিনি বলেছেন :

تَمْضِي الْكَوَاكِبُ وَالأَبْصَارُ شَاخِصَةٌ - مِنْهَا إِلَى الْمَلِكِ الْمَيْمُوْنَ طَائِرُهُ

"তারকারা বিগত হয়ে যায়। চোখ স্থির তাকিয়ে থাকে মহানুভব বাদশার দিকে।"

قَدْ حَزَنَ فِي بَشَرٍ فِيْ تَاجِهِ قَمَرٌ - فِيْ دَرْعِهِ أَسَدٌ تَدْمِيْ أَظَافِرُهُ

"মানুষের মাঝে তার মুকুট নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে চন্দ্র। তাঁর বর্মে আক্ষেপ করে সেই সিংহ, যার নখর রক্তাক্ত করে বেড়ায়।"

حُلْوُ خَلاَئِقِهِ شَوْسٌ حَقَائِقُهُ - يُحْصِى الْحَصَى قَبْلُ اَنْ تُحْصَى مَاثِرُهُ

"তার সৃষ্টিরা সুন্দর। বাস্তবতা তিক্ত, কীর্তি গণনা করার পূর্বেই তার কঙ্কর গণনা করা হয়ে থাকে।"

তিনি আরো বলেন,

يَا مَنْ اَلُوْذُ بِهِ فِيْمَا اُؤَمِّلُهُ - وَمَنْ اَعُوْذُ بِهِ مِمَّا اُحَاذِرُهُ

"হে ঐ ব্যক্তি, আকাঙ্ক্ষা পূরণ আমি যার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি এবং হে ঐ ব্যক্তি, আমি যার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি, যেসব বিষয় থেকে, যার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক থাকতে হয়।"

لاَ يَجْبُرُ النَّاسُ عِظْمًا اَنْتَ كَاسِرُهُ - وَلاَ يَهِيْضُوْنَ عِظْمًا اَنْتَ جَابِرُهُ

"তুমি যে মর্যাদা বিনষ্ট করো, মানুষ তা তোমাকে জোর করে দিতে পারে না। আর যে মর্যাদার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো, মানুষ তোমাকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে না।"

আমি শুনেছি, আমাদের শায়খ শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (র) সৃষ্টির ব্যাপারে এই বাড়াবাড়ির বিষয়ে মুতানাব্বীর সমালোচনা করতেন। তিনি বলতেন, এরূপ প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহ্‌র জন্যই প্রযোজ্য।

আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি শায়খ তকিউদ্দীনকে বলতে শুনেছেন : আমি অনেক সময় এই পঙক্তি দুটি সিজদায় বলে থাকি। এত যে বিনয়-নম্রতা ব্যক্ত করা হয়েছে। তদ্দ্বরা আমি আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করি।

ইব্‌ন আসাকির মুতানাব্বীর জীবন বৃত্তান্তে তার যেসব কবিতা উল্লেখ করেছেন, তার দুটি পঙক্তি হল :

أَبِعَيْنِ مُفْتَقِرٍ اِلَيْكَ رَأَيْتَنِىْ - فَاَهَنْتَنِىْ وَقَذَفْتَنِىْ مِنْ حَالِقِىْ

"তুমি কি মুখাপেক্ষী চোখ দ্বারা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছ? এরপর উঁচুস্থান থেকে আমাকে লাঞ্ছিত করছ ও অপবাদ আরোপ করছ?"

لَسْتُ الْمَلُوْمَ اَنَا الْمَلُوْمُ لاَنَّنِىْ - اَنْزَلْتُ اَمَالِىْ بِغَيْرِ الْخَالِقِ

"তিরস্কার তো তুমি করবে না; তিরস্কার করব আমি। কেননা, আমি সৃষ্টিকর্তা ব্যতীতই আমার কামনা-বাসনাকে নামিয়ে এনেছি।"

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন,

এ পঙক্তি দুটি মুতানাব্বীর গ্রন্থে নেই। হাফিয আল-কিনদী সহীহ সনদের ভিত্তিতে পঙক্তি দুটিকে তার পঙক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

তার এরূপ আরো দুটি পঙক্তি হল :

إِذَا مَا كُنْتَ فِىْ شَرَفٍ مَرُوْمٍ - فَلاَ تَقْنَعْ بِمَا دُوْنَ النُّجُوْمِ

"তুমি যখন কাঙ্ক্ষিত মর্যাদার আমলে অধিষ্ঠিত থাকবে, তখন নক্ষত্র ব্যতীত তুষ্ট হয়ো না।"

فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِىْ اَمْرٍ حَقِيْرٍ - كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِىْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ

"তুচ্ছ ব্যাপারে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করারই মতো।"

আরো দুটি পঙক্তি হচ্ছে :

وَمَا اَنَا بِالْبَاغِىْ عَلَى الْحُبِّ رِشْوَةً - قَبِيْحٌ هُوَى يُرْجِى عَلَيْهِ ثَوَابُ

"আমি ঘুষ গ্রহণ করে ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মানুষ নই। মন্দ প্রবৃত্তি নিয়ে সওয়াব আশা করা যায় না।"

إِذَا نِلْتُ مِنْكَ الْوُدَّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ - وَكُلُّ الَّذِىْ فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ

"আমি যখন তোমার ভালোবাসা পেয়ে যাব, তখন সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে। মাটির উপর যা কিছু আছে, সবই মাটি।"

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, মুতানাব্বী ৩০৬ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৫৪ হিজরী রমাযান মাসে নিহত হন।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, মুতানাব্বী ৩৫৪ হিজরীতে সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তার কারণ ছিল ইব্‌ন খালুবিয়া চাবি দ্বারা আঘাত করে তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। ফলে তিনি মিসর চলে যান। সেখানে কাফূর আল-আখশীদ-এর প্রশংসা করে এবং তার নিকট চার বছর অবস্থান করেন।

মুতানাব্বী তার একদল গোলামকে সঙ্গে নিয়ে এমন করতেন। তাতে হঠাৎ করে তার প্রতি কাফূর-এর মনে সন্দেহ জেগে যায়। ফলে মুতানাব্বী ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। কাফূর তার সন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। পরে কাফূরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কেন তাকে ভয় পাচ্ছেন? তিনি বললেন, লোকটি মুহাম্মদ (সা)-এর পরে নবী হতে চায়। এমতাবস্থায় তার মনে মিসরের বাদশা হওয়ার বাসনা জাগ্রত হতে কতক্ষণ।

তারপর মুতানাব্বী আযুদুদ্দৌলার নিকট গিয়ে তার গুণ কীর্তন করেন। আযুদুদ্দৌলা তাকে বিপুল সম্পদ দান করেন। পরে আযুদুদ্দৌলার নিকট থেকে ফিরে এলে ফাতিক ইব্‌ন আবুল জাহল আল-আসাদী পিছু নিয়ে তাকে, তার পুত্র মুহসিন ও গোলাম মুফলিহকে রমাযানের ২৪ তারিখ বুধবার হত্যা করে ফেলে। কেউ কেউ বলেন, রমযানের ২৮ তারিখ। ঘটনাটি ঘটে বাগদাদের প্রাণকেন্দ্রে। কবিগণ তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। আলিমগণ তার কাব্য সম্ভারের ব্যাখ্যায় ছোট-বড় মিলে প্রায় ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এবছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আবূ হাতিম আল-বাসতী সাহিবুস সাহীহ একজন।

এ বছর আরো যারা মৃত্যুবরণ করেন :

মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান

ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন মাবাদ আবূ হাতিম আল-বুসতী। 'আল-আমওয়া ওয়াত তাকসীম'-এর রচয়িতা। বিশিষ্ট হাফিয, লেখক ও মুজতাহিদদের একজন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন শায়খ থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করেন। পরে নিজ দেশের বিচারকের পদে আসীন হন এবং এই বছর নিজ ভূমেই মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, তিনি বলতেন নবুওয়ত অর্জনযোগ্য পদমর্যাদা। এটি একটি দার্শনিক বিতর্ক। তবে তার বিরুদ্ধে আরোপিত এই অভিযোগ আদৌ সঠিক কিনা তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আমি "طبقات الشافعية-তে" এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন ইয়াকূব

ইবনুল হাসান ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন মুকাসিম আবূ বকর ইব্‌ন মুকাসিম আল-মুকরী। ২৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। একাধিক শায়খ থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। দারাকুতনী প্রমুখ তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। কূফী ধারায় ইলমুন-নাহু বিষয়ে রচিত একটি কিতাব আছে। তার নাম কিতাবুল আনওয়ার। তিনি কিরাআত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ইবনুল জাওযী বলেন, এরূপ গ্রন্থ আমি আর দেখিনি। এটি ছাড়াও তাঁর আরো একাধিক গ্রন্থ আছে। কিন্তু অন্যদের মতে জায়েয নয় এমন কিরাআত গ্রহণের কারণে মানুষ তার নামে সমালোচনা করেছে। তার অভিমত হল, প্রচলন পরিপন্থী না হলে এবং অর্থবহ হলে এমন কিরাআত জায়েয আছে। যেমন কুরআনে আয়াত فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا এর 'نَجِيًّا' শব্দ সম্পর্কে বলেন, এখানে نَجِيًّا এর স্থলে نُجَبَاءَ পড়লে বেশি শক্তিশালী হয়। তবে দাবি করা হচ্ছে যে, তিনি তার এই অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তবে ইবনুল জাওযীর মতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তার এই অভিমতের উপর বহাল ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদে রাব্বিহি

ইব্ন মূসা আবূ বকর আশ-শাফিঈ। ২৬০ হিজরীতে জাবলানে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। বাগদাদে বসবাস করেন। নির্ভরযোগ্য ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। দারাকুতনী প্রমুখ হাফিযগণ তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। যে সময় দায়লামীদেরকে সাহাবীদের মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণণা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, সে সময় তাদের বিরুদ্ধাচরণে তিনি আল-মানসূর শহরের জামে মসজিদে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অনুরূপ বাবুশ-শামে তার নিজ মসজিদেও। তিনি ৯৪ বছর বয়সে এই বছর ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

৩৫৫ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসের ১০ তারিখ রাফিযীরা বাগদাদে তাদের চিরাচরিত ঘৃণ্য বিদআতী ও ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। এবছর হাজরী কারামাতীদেরকে ওমান থেকে বিতাড়ন করা হয়। এবছর রোমানরা আমিদ ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করে। তারা ভূখণ্ডটি অবরোধ করে। কিন্তু সেটি দখল করতে সক্ষম হয়নি। তবে তারা ৩০০ মানুষকে হত্যা ও ৪০০ জনকে বন্দী করে। তারপর তারা নাসীবায়ন চলে যায়।

এ বছর সায়ফুদ্দৌলা আরবদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। পরে রোমানদের আগমন বিলম্বিত হওয়ায় তাঁর অবস্থান দৃঢ় হয়। ইতোপূর্বে তাঁর সিংহাসন কেঁপে উঠেছিল।

এবছর একদল খুরাসানী সৈন্য, যাদের সংখ্যা তের হাজার মহড়ায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা প্রকাশ করছিল যে, তারা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে। রুকনুদ্দৌলা তাদের সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তবুও তারা অভিযান অব্যাহত রাখে এবং আকস্মিকভাবে দায়লাম দখল করে নেয়। এবার রুকনুদ্দৌলা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভ করেন। পরাজিত হয়ে দায়লামীদের অধিকাংশ পালিয়ে যায়।

এবছর মুয়িযযুদ্দৌলা ক্ষমতা ও খ্যাতির দাপটে ইমরান ইব্ন শাহীন-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে বাগদাদ থেকে ওয়াসিত অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথেই তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে একজন নায়িব নিযুক্ত করে বাগদাদে ফিরে যান। পরের বছর এরোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে বিষয়টি আলোচনা করব।

এবছর দায়লাম রাজ্যে আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্নুদ্দায়ী-এর ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়। তিনি হজ্জ ও ইবাদতের পথ সুগম করেন, পশমী পোশাক পরিধান করেন, বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বাগদাদে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের গালিদাতাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পথে জিহাদের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন।

এবছর জমাদিউছ ছানীতে[১] আল-মাওয়ারীছুল হাশরিয়া প্রত্যাহার এবং 'যাবীল আরহাম' বিধান পুনর্বহালের ঘোষণা হয়।

এবছর সায়ফুদ্দৌলা ও রোমকদের মাঝে বন্দী বিনিময় ঘটনা ঘটে। তাতে সায়ফুদ্দৌলার বহু বন্দী মুক্তিলাভ করে। তন্মধ্যে তাঁর চাচাতো ভাই আবূ ফিরাস ইব্ন সাঈদ ইব্ন হামাদান ও আবুল হায়ছাম ইব্ন হিসনুল কাযী অন্যতম। ঘটনাটি ঘটে এবছরের রজব মাসে।

এবছর মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ মারিস্তানের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তার জন্য বিপুল ওয়াকফের ব্যবস্থা করেন।

এবছর বনূ সুলায়ম সিরিয়া, মিসর ও মরক্কোর হজ্জ কাফেলা লুণ্ঠন করে। দস্যুরা তাদের মালমাল বোঝাই উট ছিনিয়ে নিয়। সেগুলোতে বিপুল পরিমাণ মালামাল ও জিনিসপত্র বোঝাই করা ছিল। তরসূসের বিচারক ইবনুল খাওয়াতীমী নামক একজনেরই ছিল এক লাখ দীনার এবং বিশ হাজার দীনার মূল্যের মালামাল। তিনি হজ্জ সমাপন করে সিরিয়া থেকে ইরাক স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন। অনুরূপ আরো বহু মানুষ একই উদ্দেশ্যে সফর করছিল। দস্যুরা তাদের উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে ইয়ারদুদ্দিয়ার নামক স্থানে নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দেয়। ফলে তাদের অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবন নিয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকে অল্প কয়েকজন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এবছর আবূ আহমদ নাকীবুত্তালিবীন লোকজনকে নিয়ে ইরাকের পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করেন।

এবছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন হলেন :

আল-হাসান ইব্ন দাঊদ

ইব্ন আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম ইবনুল হাসান ইব্ন যায়দ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আবূ আবদুল্লাহ্ আল-আলাবী আল-হাসানী।

---

১. জমাদিউছ ছানী, জুমাদাল আখিরা।

হাকিম বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ তৎকালে খুরাসানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সে যুগের বিদ্যাগুরু ছিলেন। তিনি ছিলেন নামায, সদকা ও সাহাবা প্রেমে সকলের সেরা। আমি কিছু দিন তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। যখনই তাঁকে উসমান (রা)-এর নাম উল্লেখ করতে শুনেছি, নামের সঙ্গে 'শহীদ' বলেছেন এবং ক্রন্দন করেছেন। আর 'সিদ্দীকা বিনতুস সিদ্দীক' (সত্যবাদীর কন্যা সত্যবাদিনী) এবং 'হাবীবাতু হাবীবিল্লাহ্' (আল্লাহ্ প্রেমিকের প্রিয়া) বলা ব্যতীত হযরত আয়িশা (রা)-এর নাম উচ্চারণ করতে শুনিনি। আয়িশা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেই তিনি ক্রন্দন করতেন। তিনি ইব্ন খুযায়মা ও তাঁর সমপর্যায়ের লোকদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ খুরাসানসহ যখন যে নগরীতে বসবাস করেন, সেখানকার নেতা ছিলেন।

কবি বলেন,

مِنْ آلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ مِنْهُمْ - لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِى مَعْدِ

"তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধর। বনূ মা'দ-এর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তাঁদেরই হাতে থাকত।"

মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইবনুল হাসান

ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাসসান ইবনুল ওয়াযযাহ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-আনবারী। কবি ওয়াযযাহী নামে পরিচিত। কথিত আছে, তিনি মাহামিলী, ইব্ন মাখলাদ ও আবূ রওক থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাকিম তাঁর থেকে তাঁর কিছু কবিতা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন সেকালের বড় কবি। তাঁর কবিতার কয়েকটি পঙক্তি হল :

سَقَى اللّٰهُ بَابَ الْكَرْخِ رَبْعًا وَّمَنْزِلاً - وَمَنْ حَلَه صَوْبُ السَّحَابِ الْمُجَلَّدِ

فَلَوْ اَنَّ بَاكِيْ دِمْنَةِ الدَّارِ بِالْكُوى - وَجَاءَتْهَا اُمُّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ

رَأى عَرَصَاتِ الْكَرْخِ اَوْحَلَ اَرْضِهَا - لاَمْسكَ عَنَ ذِكْرِ الدُّخُوْلِ فَحَوْمَلِ

আবূ বকর ইবনুল জু'আবী

মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন সালম ইবনুল বারা ইব্ন সুবরা ইব্ন সাইয়ার আবূ বকর আল-জু'আবী। মাওসিলের বিচারক। ২৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বহু হাদীস শ্রবণ করেন। আবুল আব্বাস ইব্ন আকদা থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন এবং তাঁর থেকে ইলমুল হাদীস এবং খানিকটা শীআ মতবাদ ও শিক্ষা লাভ করেন। বহু হাদীসের হাফিয ছিলেন। কথিত আছে, তাঁর চার লাখ হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ ছিল। ছয় লাখ হাদীসের আলোচনা করতেন এবং প্রায় সমসংখ্যক মারাসীল, মাকাতী ও হিকায়াত তাঁর মুখস্থ ছিল।

তিনি রাবীদের নাম, জারহ, তা'দীল, মৃত্যুকাল ও মাযহাব মুখস্ত বলতে পারতেন। এসব বিষয়ে তিনি সমকালীন সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এমনকি সকল যুগের জন্য তিনিই সকলের সেরা হিসেবে বিবেচিত হন। হাদীস লেখানোর জন্য মজলিসে বসলে মানুষের ভিড় জমে যেত। স্মৃতি থেকে অতি উত্তমরূপে ঠিক ঠিকভাবে হাদীসের সনদ ও মতন লেখাতেন। স্বীয় ওস্তাদ ইব্ন উকদার ন্যায় তাঁর ব্যাপারেও শীআ হওয়ার অভিযোগ আছে। তিনি শীআদের নিকট বাবুল বসরায় বাস করতেন। দারাকুতনীকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন : 'মিশ্র'। আবূ বকর আল-বুরকানী বলেন, অভিনব চিন্তাধারার লোক। তার মাযহাব শীআ মতবাদ বলেই প্রসিদ্ধ। তার নামে দীনের স্বল্পতা ও মদপানের অভিযোগ বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তিনি মৃত্যুর সময় তার কিতাবগুলো পুড়িয়ে ফেলার অসিয়ত করে যান। ফলে কিতাবগুলো পুড়ে ফেলা হয়। সেই সঙ্গে তার কাছে থাকা মানুষের অনেক কিতাব পুড়ে ফেলা হয়। এই কাজটা তিনি বড়ই মন্দ করেছেন। তাঁর জানাযা বের করে নেয়ার পর রাফিযী মাতমকারিণী সাকীনা তার জন্য মাতম করে।

৩৫৬ হিজরী সন

এ বছর খলীফা আল-মুতী লিল্লাহ্ এবং সুলতান মুয়িযযুদ্দৌলা বুওয়ায়হ আদ-দায়লামী মৃত্যুবরণ করেন। মুহাররমের ১০ তারিখে রাফিযীরা হযরত হুসায়ন (রা)-এর নামে মাতম প্রভৃতি বিদআতজনিত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ-এর মৃত্যু

এবছর রবিউল আউয়াল মাসে ১৩ তারিখে আবুল হাসান আহ্মদ ইব্ন বুওয়ায়হ আদ-দায়লামী মৃত্যুবরণ করেন, যিনি রাফিযী হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল মুয়িযযুদ্দৌলা। যকৃতের এক রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এই রোগের কারণে তার যকৃত একদম কিছুই থাকত না। মৃত্যু উপলব্ধি করে তিনি তাওবার কথা ঘোষণা করেন, আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হন, অনেক যুলুম থেকে ফিরে আসেন, বহু সম্পদ দান করে দেন, বহুসংখ্যক দাস-দাসীকে আযাদ করে দেন এবং তার মৃত্যুর পরে স্বীয় পুত্র বখতিয়ার ইযযুদ্দৌলাকে খলীফা ঘোষণা করেন।

এ সময়ে তিনি জনৈক আলিমের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সুন্নত নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত আলিম তাঁকে জানান যে, আলী (রা) তাঁর কন্যা উম্মু কুলছূমকে উমর ইবনুল খাত্তাব-এর কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! কখনো আমি একথা শুনেনি তো! এবার তিনি সুন্নাহ ও তার অনুসরণের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তারপর যখন নামাযের সময় হল, উক্ত ব্যক্তি তার নিকট থেকে উঠে দাঁড়ালে মুয়িযযুদ্দৌলা বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, নামায পড়তে। মুয়িযযুদ্দৌলা বললেন, নামায

এখানে পড়তে পারেন না? আলিম বললেন, না। মুয়িযযুদ্দৌলা বললেন, কেন? আলিম বললেন, কারণ, আপনার গৃহ জোরপূর্বক দখল করা। আলিমের এই উত্তরে মুয়িযযুদ্দৌলা প্রীত হন।

মুয়িযযুদ্দৌলা সহনশীল, মহানুভব ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তার এক হাত কাটা ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম শীরাযে স্বীয় ভাই রুকনুদ্দৌলার নিকট দ্রুত সংবাদ পৌঁছানোর লক্ষ্যে ডাক পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতির আবিষ্কারগণ তাঁর নিকট পুরস্কৃত হন। তাঁর নিকট বাগদাদে দ্রুত পথ অতিক্রমকারী দুজন লোক ছিল। তারা হল ফযল ও বারগূশ। আহলুস সুন্নাহর অনুসারীরা প্রথমজনের এবং শীআরা দ্বিতীয় জনের পক্ষপাতিত্ব করত। সমাজে তাদের বেশ মর্যাদা ছিল।

মৃত্যুর পর মুয়িযযুদ্দৌলাকে কুরায়শের কবরস্থানে বাবুত-তিবনে দাফন করা হয়। ৪ পুত্র শোক প্রকাশের জন্য বসে পড়ে। ৩ দিন যাবৎ লাগাতার বৃষ্টিপাত হয়। এ সময়ে ইযযুদ্দৌলা শীর্ষস্থানীয় আমীরগণের নিকট বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, তাঁর বায়আত সুদৃঢ় হওয়ার আগে যেন প্রজারা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। এটা ছিল তাঁর বিচক্ষণতা।

মুয়িযযুদ্দৌলা ৫৩ বছর বয়স পেয়েছিলেন। ক্ষমতার মেয়াদ ছিল ২১ বছর ১১ মাস ২ দিন। তিনিই তাঁর শাসনামলে মীরাছ বায়তুল মালের আগে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা পাবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

কেউ কেউ মুয়িযযুদ্দৌলার মৃত্যুর রাতে শুনতে পায়, কে যেন বলছে :

لَمَّا بَلَغْتَ اَبَا الْحُسَيْنِ - مُرَادَ نَفْسِكَ بِالطَّلَبِ

"হে হুসায়ন-এর পিতা! তুমি যখন তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছ"

وَاَمِنْتَ مِنْ حَدَثِ اللَّيَالِى - وَاحْتَجَبْتَ عَنِ النُّوَبِ

"এবং রাতের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে এবং সফর থেকে আড়াল হয়ে গেলে",

مُدَّتْ اِلَيْكَ يَدُ الرَّدٰى - وَاَخَذَتْ مِنْ بَيْنِ الرُّتَبِ

"তখন ধ্বংসের হাত তোমার প্রতি বাড়িয়ে দিল এবং মর্যাদার মধ্য থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিল!"

মুয়িযযুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইযযুদ্দৌলা খিলাফতের মসনদে সমাসীন হন। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর তিনি খেল-তামাশার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং নারী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর সংহতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং তার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়ে গেল। এই সুযোগে খুরাসানের অধিপতি আমীর মনসূর ইব্‌ন নূহ আস-সামানী বনূ বুওয়ায়হ-এর রাজত্বের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন এবং ওয়াশমাকীর-এর নেতৃত্বে বিপুল সৈন্য প্রেরণ করেন। রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ বিষয়টি জানতে পেরে স্বীয় পুত্র আযুদুদ্দৌলা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ইযযুদ্দৌলার নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। তারা বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়ে দেন। রুকনুদ্দৌলা

তাদের নিয়ে অভিযানে রওয়ানা হন। ওদিকে ওয়াশমাকীর তার নিকট হুমকি প্রেরণ করে যে, আমি যদি তোমার উপর জয় লাভ করি, তাহলে তোমাকে এই করব, সেই করব। প্রত্যুত্তরে রুকনুদ্দৌলা বলে পাঠান, কিন্তু আমি যদি তোমার উপর জয় লাভ করি, তাহলে অবশ্যই আমি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব এবং তোমাকে ক্ষমা করে দেব। অবশেষে রুকনুদ্দৌলারই জয় হয়। আল্লাহ্ ওয়াশমাকীর-এর অনিষ্ট দূর করে দেন। ঘটনাটি হল, ওয়াশমাকীর এমন একটি অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওয়ানা হয়, যাতে চড়ে শিকার করা হয়। পথে একটি শূকর তার উপর আক্রমণ করে বসে। তাতে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। আঘাত পেয়ে তার উভয় কান থেকে রক্ত নির্গত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সে মারা যায় ও তার বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অগত্যা ওয়াশমাকীর-এর পুত্র রুকনুদ্দৌলার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে আবেদন পাঠায়। সঙ্গে সে কিছু সম্পদ ও লোক প্রেরণ করে এবং রুকনুদ্দৌলার আনুগত্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। এভাবে আল্লাহ্ রুকনুদ্দৌলার বিরুদ্ধে পরিচালিত সামানিয়ার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। এটা হয়েছে সৎ নিয়ত ও সদিচ্ছার বদৌলতে। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

এবছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তারা হলেন :

আবুল ফারজ ইস্পাহানী

নাম আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইবনুল হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম আল-উমাবী। কিতাবুল আগানী ও কিতাবু আইয়ামিল আরব-এর রচয়িতা। শেষোক্ত কিতাবে আরবের এক হাজার সাতশ দিবসের (ঘটনাবলীর) আলোচনা করা হয়েছে।

আবুল ফারজ ইস্পাহানী একজন কবি, সাহিত্যিক ও কাতিব ছিলেন। তিনি মানুষ ও দিবসের অবস্থা জানতেন। তার মধ্যে শীআ মতবাদ বিদ্যমান ছিল। ইবনুল জাওযী বলেন, তাঁর মত ব্যক্তির উপর নির্ভর করা যায় না। কেননা তার গ্রন্থসমূহে এমন সব আলোচনা রয়েছে, যা প্রেমাশক্তি ও মদপানের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। অনেক স্থানে তিনি নিজের এ জাতীয় ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। যিনিই মনোযোগ সহকারে কিতাবুল আগানী পাঠ করেছেন, তিনিই তাতে যতসব বিশ্রী ও অশালীন আলোচনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাতীন এবং আরো কতিপয় ব্যক্তি থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেন দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।

আবুল ফারজ ইস্পাহানী এবছর যিলহজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার জন্ম ছিল ২৮৪ হিজরীতে যে বছর কবি আল-বুহতুরীর মৃত্যু হয়েছিল। ইব্ন খাল্লিকান তাঁর বেশ কটি রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আল-আগানী, আল-মাযারাত ও আইয়ামুল আরব অন্যতম।

সায়ফুদ্দৌলা

বীর আমীর ও প্রজাবৎসল বাদশাদের একজন। তবে তার মধ্যে কিছুটা শীআ মতবাদ ছিল। কোন এক বছর তিনি দামেশকের রাজত্ব লাভ করেন। ঘটনাক্রমে তার কিছু ব্যতিক্রমী বিষয় ছিল। তন্মধ্যে একটি হল, জনৈক ভাষাবিদ এবং উদ্ভিদ বিষয়ক বক্তৃতামালার রচয়িতা ছিলেন তার খতীব। একটি হল, তার কবি ছিলেন মুতানাব্বী। আর একটি হল, তাঁর গুরু ছিলেন আবূ নাসর আল-ফারাবী।

সায়ফুদ্দৌলা মহানুভব ও বিপুল দানশীল ছিলেন। স্বীয় ভ্রাতা মাওসিলের গভর্নর নাসিরুদ্দৌলা সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

رَضِيْتُ لَكَ الْعُلْيَا وَقَدْ كُنْتَ اَهْلَهَا - وَقُلْتُ لَهُمْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَخِيْ فَرْقُ

"আমি তোমার উন্নতিতে সন্তুষ্ট। তুমি তার উপযুক্ত বটে। আমি তাদেরকে বলেছি, আমার ও আমার ভাইয়ের মাঝে তফাৎ আছে।"

وَمَا كَانَ لِيْ عَنْهَا نكولُ وَاِنَّمَا - تَجَاوَزْتُ عَنْ حَقِّيْ فَتَمَّ لَكَ السَّبْقُ

"আমি উন্নতিতে যেটুকু পিছু হটেছি, ততটুকু আমি তার অধিকার থেকেই দূরে সরে গেছি। আর তাতেই তোমার অগ্রযাত্রা পূর্ণতা লাভ করেছে।"

اَمَا كُنْتَ تَرْضَى اَنْ اَكُوْنَ مُصَلِّيًا - اِذَا كُنْتُ اَرْضَى اَنْ يَكُوْنَ لَكَ السَّبْقُ

"আমি তোমার অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট আর তুমি আমার নামাযী হওয়াতে সন্তুষ্ট থাক।"

আরো ৩টি পঙক্তি নিম্নরূপ :

قَدْ جَرى فِيْ دَمْعِه دَمُه - قَالَ لِيْ كَمْ اَنْتَ تَظْلِمُهُ

"তাঁর অশ্রুতে রক্ত মিশে আছে। সে আমাকে বলল, তার প্রতি তুমি কত আর যুলুম করবে?"

رُدَّ عَنْهُ الطَّرْفَ مِنْكَ - فَقَدْ جَرَحَتْهُ مِنْهُ اَسْهُمُهُ

"তাঁর থেকে তুমি তোমার চোখ ফিরিয়ে নাও। তাঁর তীর তাঁকে জখম করে দিয়েছে।"

كَيْفَ تَسْتَطِيْعُ التَّجَلُّدَ - مِنْ خَطَرَاتِ الْوَهْمِ تُؤْلِمُهُ

"সন্দেহের শঙ্কা তুমি কত আর সহ্য করবে, যা তাকে যন্ত্রণা দিয়ে থাকে।"

সায়ফুদ্দৌলার মৃত্যুর কারণ ছিল পক্ষাঘাত ব্যাধি। কেউ কেউ বলেন, প্রস্রাবের কাঠিন্য (প্রসাবজনিত রোগ) তিনি হালবে মৃত্যুবরণ করেন। তার খাটিয়া বহন করে মায়াফারিকীনে নিয়ে সেখানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সা'দুদ্দৌলা আবুল মাআলী আশ-শরীফ হালবের ক্ষমতার মসনদে আসীন হন। কিন্তু

পরে তার পিতার গোলাম কারউবিয়া তাকে পরাস্ত করে হালব থেকে মায়াফারিকীনে তার মায়ের নিকট তাড়িয়ে দেয়। পরে তিনি পুনরায় হালবে ফিরে আসে। এতদসংক্রান্ত আলোচনা পরে আসছে।

ইব্‌ন খাল্লিকান সায়ফুদ্দৌলার কিছু উক্তি এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যের কৃত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সায়ফুদ্দৌলার দরবারে এত বেশি কবির সমাবেশ ঘটেছিল, যতটা অন্য কোন বাদশা-বাদশার দরবারে ঘটেনি। তিনি তাদের একটি দলকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

ইব্‌ন খাল্লিকান আরো বলেন, সায়ফুদ্দৌলা ৩০৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, ৩০১ হিজরীতে। আর তিনি হালবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন ৩৩০ হিজরী সনের পর। তার আগে তিনি ওয়াসিত ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন। পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি হালবের রাজত্ব লাভ করেন। তিনি আল-আখশীদের সাথী আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ আল-কিলাবীর হাত থেকে দেশটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি একদিন বলেছিলেন, তোমাদের কেউ আমার উক্তি সমর্থন করবে? আমি মনে করি না, তোমাদের কেউ আমার উক্তি সমর্থন করবে। উক্তিটি হল : "তুমি আমার দেহের উপর কর্তৃত্ব করতে পার; কিন্তু আমার রক্ত তোমার জন্য হালাল নয়।" উত্তরে তার ভাই আবূ ফারাস প্রকাশ্যে বলল : যদি আপনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন।

এ সকল শাসক রাফিযী ছিলেন। এটি তাদের নিকৃষ্টতম উক্তির একটি।

কাফূর আল-আখশীদ

মুহাম্মদ ইব্‌ন তাগাজ আল-আখশীদির গোলাম। পুত্রের বয়স কম হওয়ার কারণে মুহাম্মদ ইব্‌ন তাগাজ-এর মৃত্যুর পর তার এই গোলাম শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কাফূর মিসর ও দামেশকের রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সায়ফুদ্দৌলা প্রমুখের পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর কবরে লেখা ছিল :

انْظُرْ إِلَى غَيْرِ الأَيَّامِ مَا صَنَعَتْ - أَفْنَتْ قُرُوْنًا بِهَا كَانُوْا وَمَا فَنِيْتْ

"কালের বিবর্তন কী ঘটেছে, তাকিয়ে দেখ। সে ধ্বংস করেছে যুগ-যুগান্তরকে।"

دُنْيَاهُمْ ضَحِكَتْ أَيَّامَ دَوْلَتِهِمْ - حَتَّى إِذَا فَنِيْتَ نَاحَتْ لَهُمْ وَبَكَتْ

"স্বীয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের সময়ে তাদের জগৎ হেসেছে। কিন্তু পরে যখন ধ্বংস হয়েছে, তাদের জন্য মাতম করেছে ও ক্রন্দন করেছে।"

আবূ আলী আল-কালী

আল-আমালীর লেখক। নাম ইসমাঈল ইবনুল কাসিম ইব্‌ন আবদূন ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান আবূ আলী আল-কাযী আল-কালী আল-লুগাবী আল-উমাবী। উমাইয়াদের গোলাম। কারণ, এই সুলায়মান আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর গোলাম

ছিলেন। আর তিনি 'কালী-কালা'র বাসিন্দা ছিলেন বলে তাকে আল-কালী বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, জায়গাটি হল রোমের উরদুন। বাকী আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

আবূ আলী আল-কালী দিয়ারে বকরের দ্বীপাঞ্চল মায়াফারিকীন তাঁর জন্মস্থান। আবূ ইয়ালা আল-মাওসিলী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইব্‌ন দুরায়দ, আবূ বকর আল-আম্বারী নিফতাওয়ায়হ প্রমুখ থেকে ইলমুন-নাহু ও ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ আল-আমালী রচনা করেন। তিনি নুকতাবিহীন বর্ণে পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার একটি ইতিহাস গ্রন্থও রচনা করেন। তাছাড়া আরবী ভাষার উপর লিখিত তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

আবূ আলী আল-কালী বাগদাদ এসে হাদীস শ্রবণ করেন। তারপর ৩৩০ হিজরীতে কুরতুবা (কর্ডোভা) এসে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে বসে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। অবশেষে এই বছর ৬৮ বছর বয়সে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এটা ইব্‌ন খাল্লিকান-এর অভিমত।

এ বছর কিরমানের অধিপতি আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইলয়াস মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আযুদুদ্দৌলা ইব্‌ন রুকনুদ্দৌলা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইলয়াসের পুত্রদের হাত থেকে কিরমানকে ছিনিয়ে নেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইলয়াস-এর পুত্র ছিল তিনজন। আল-ইয়াসা, ইলয়াস ও সুলায়মান। সে সময়ে মহাবাদশা ছিলেন ওয়াশমাকীর। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

এবছর বাদশাদের মধ্যে আল-হাসান ইবনুল ফায়রাযানও মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরটি রাজ-রাজাদের মৃত্যুর বছর হিসেবে পরিগণিত। এবছর মুয়িযযুদ্দৌলা, কাফূর ও সায়ফুদ্দৌলা প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল আছীর বলেন, এবছর আরমান ও রোমের বাদশা নাকফূর তথা দামাসতাক মৃত্যুবরণ করেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৩৫৭ হিজরী সন

এ বছর বাগদাদ প্রভৃতি নগরীতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং সে নিজেকে মাহদী বলে দাবি করেছে। তার বিশ্বাস, সেই প্রতিশ্রুতি মাহদী। সে মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে এবং অন্যায় থেকে বাধা প্রদান করে। শীআদের কিছু সংখ্যক লোক তার পক্ষে আহ্বান জানায়। তারা বলে, ইনি আমাদের দলভুক্ত আলাবী। কাফূর আল-আখশীদির মৃত্যুর আগে লোকটি মিসরে তার নিকট অবস্থান করত। কাফূর তাকে সম্মান করতেন। সবুক্তগীন আল-হাজিব তার ভক্তদের একজন ছিলেন। তিনিও শীআ ছিলেন। তারও বিশ্বাস ছিল লোকটি আলাবী। তিনি নগরী দখল করে দেয়ার জন্য তাকে বাগদাদ ডেকে পাঠান। ফলে সে মিসর ত্যাগ করে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সবুক্তগীন আল-হাজিব আল-আম্বারের নিকট গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেখেই তিনি তাকে চিনে ফেলেন যে, লোকটি মুহাম্মদ আল-মুসতাকফী বিল্লাহ্ আল-আব্বাসী।

কিন্তু পরে যখন নিশ্চিত হন যে, সে আব্বাসী আলাবী নয় তখন তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ফলে তার শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তার অনুসারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাকে মুয়িযযুদ্দৌলার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। মুয়িযযুদ্দৌলা নিরাপত্তা দিয়ে তাকে মুতী লিল্লাহ্‌র নিকট পাঠিয়ে দেন। মুতী লিল্লাহ্‌ তার নাক কেটে দেন এবং তার বিষয়টি গোপন রাখেন। ফলে এরপর তার কোন সংবাদই প্রকাশ পায়নি।

এবছর একদল রোমক ইনতাকিয়া আক্রমণ করে সেখানকার বহুসংখ্যক বাসিন্দাকে হত্যা করে এবং ১২ হাজার লোককে বন্দী করে স্বদেশ ফিরে যায়। কেউ তাদের ধাওয়া করেনি।

এবছর আশূরায় রাফিযীরা হযরত হুসায়ন (রা)-এর জন্য মাতম করে এবং গাদীরখাম দিবসে উৎসব পালন করে। এবছর অক্টোবর মাসে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং তাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা যায়। এ বছর হজ্জ যাত্রীদের অধিকাংশ পিপাসায় পথে মারা যায়। ফলে তাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যরা মক্কায় পৌঁছতে পারেনি। বরং অধিকাংশ লোক মারা যায় এবং বাকীরা হজ্জের পর মক্কায় পৌঁছে।

এবছর আবুল মাআলী শারীক ইব্‌ন সায়ফুদ্দৌলা, তার মামা ও তার পিতার চাচার পুত্র আবূ ফিরাসের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনুল আছীর বলেন, যে ব্যক্তি বলেছে—রাষ্ট্র বন্ধ্যা, সে সত্য বলেছে।

এবছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন তারা হলেন :

ইবরাহীম আল-মুত্তাকী লিল্লাহ্‌

প্রথমে তাকে খিলাফতের মসনদে আসীন করা হয়। কিন্তু পরে ৩৩৩ হিজরী থেকে এবছর পর্যন্ত তাকে ক্ষমতার বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয় এবং নিজ গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়। এ অবস্থায়ই তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন এবং তার বাসগৃহেই তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

উমর ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌

ইব্‌ন আবুস-সারী আবূ জা'ফর আল-বসরী আল-হাফিয। জন্ম ২৮০ হিজরীতে। আবুল ফযল ইবনুল হুবাব প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তার বিরুদ্ধে ১০০ হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। দারাকুতনী বলেন, আমি বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখেছি, উমর ইব্‌ন জা'ফর-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগটি সত্য নয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মাখলাদ

আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল-জাওহারী আল-মুহতাসিব। পরিচিত ইবনুল মুখরিম নামে। ইব্‌ন জারীর আত-তাবারীর শিষ্যদের একজন ছিলেন। কুদায়মী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার একটি ঘটনা আছে যে, তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করেন। বাসর রাতে তিনি হাদীস

লিখতে বসে পড়েন। শাশুড়ি এসে দোয়াতটি ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এটি আমার মেয়ের জন্য ১০০ সতীনের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করতেন।

কাফূর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আখশীদী

সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন তাগাজ-এর গোলাম ছিলেন। তিনি এক মিসরী থেকে ১৮ দীনারের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করে এনেছিলেন। পরে তাকে ঘনিষ্ঠ করে নেন এবং গোলামদের মাঝে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। পরে যখন তিনি তার দুই পুত্রকে বাদশা নিযুক্ত করেন, তখন তাকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। আরো পরে মুহাম্মদ ইব্‌ন তাগাজ-এর পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুর পর ৩৫৫ হিজরী সনে তিনি পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং তার নামে রাজ্য সুসংহত হয়ে উঠে। মিসর, সিরিয়া ও হিজাযের মসজিদের মিম্বরগুলোতে তার সমর্থনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। তিনি ছিলেন বীর্যবান, বীর পুরুষ, মেধাবী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কবিগণ তার প্রশংসা করেছন। মুতানাব্বী তাঁদের একজন। মুতানাব্বী তার থেকে স্বার্থ হাসিল করেছেন। কিন্তু পরে তার প্রতি রুষ্ট হয়, তাকে নিন্দাবাদ জানায় এবং তাকে ত্যাগ করে আযুদুদ্দৌলার নিকট চলে যায়।

কাফূর তারই প্রসিদ্ধ কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। তার মৃত্যুর পর আবুল হাসান আলী ইবনুল আখশীদ ক্ষমতায় আসীন হন। ফাতিমীরা তার থেকে মিসর ছিনিয়ে নেয়। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা আসছে। কাফূর ২ বছর ৩ মাস রাজত্ব করেন।

৩৫৮ হিজরী সন

এ বছর মুহাররমের ১০ তারিখে রাফিযীরা তাদের বিদআতী অনুষ্ঠান পালন করে এবং গাদীরখাম দিবসে তাদের রীতি অনুযায়ী মনগড়া উৎসব পালন করে। এবছর মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এমনকি আটা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং মানুষ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

এবছর রোমানরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং হিমস নগরীকে ভস্মীভূত করে ফেলে, সেখানে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এক লাখ মানুষকে বন্দী করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এবছর ১৭ শাবান মঙ্গলবার রূমী নেতা আবুল হুসায়ন জাওহার বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুয়িয আল-ফাতিমীর পক্ষ থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। শুক্রবার মুয়িয আল-ফাতিমী-এর পক্ষে ইমাম ও মিসরের সকল গভর্নর মসজিদে মসজিদে ভাষণ প্রদান করেন। জাওহার

মসজিদের মুআযযিনদেরকে উত্তম কাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আযান দিতে এবং প্রথম সালাম উচ্চৈঃস্বরে দিতে নির্দেশ দেন। তার কারণ ছিল, কাফূর মৃত্যুবরণ করার পর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার মত মিসরে আর কোন নেতা ছিল না এবং প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সংবাদ শুনতে পেয়ে মুয়িয আল-ফাতিমী তার পিতা মনসূর-এর গোলাম এই জাওহারকে সৈন্যসহ মিসর প্রেরণ করেন। কাফূর-এর সঙ্গীরা এই সংবাদ শুনতে পেয়ে জাওহারের অনুপ্রবেশের আগেই মিসর ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। ফলে কোন প্রকার সংঘাত, তিরস্কার ও বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তারা মিসর ঢুকে পড়ে। তারপর উল্লিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং উক্ত অঞ্চলের উপর ফাতিমীদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবছর জাওহার মুয়িযযী কায়রো এবং তার সন্নিকটে দুটি প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন। এ বছরই মুয়িয আল-ফাতিমীর নামে বায়আত শুরু হয়ে যায়। এবছর জাওহার জা'ফর ইব্ন ফালাহকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে সিরিয়া প্রেরণ করেন। ফলে তারা তীব্র লড়াই করে। দামেশকে আশ-শারীফ আবুল কাসিম ইব্ন ইয়ালা আল-হাশিমী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। সিরিয়াবাসীর মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আব্বাসীদের পক্ষে লড়াই করেন। তারপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। দামেশকে ইমামগণ মুয়িয আল-ফাতিমী-এর পক্ষে খুতবা প্রদান করেন। শরীফ আবুল কাসিম মিসর চলে যান এবং হাসান ইব্ন তাগাজ ও একদল আমীর বন্দী হয়ে মিসরীয় এলাকায় নীত হন। জাওহার তাদেরকে মুয়িয আল-ফাতিমী-এর নিকট আফ্রিকায় নিয়ে যান এবং ৩৬০ হিজরীতে দামেশকে ফাতিমীদের কর্তৃত্ব সংহত হয়। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা আসছে। দামেশক ও তার আশপাশের অঞ্চলসমূহে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে 'হাইয়া আলা খাইরিল আমাল' বলে আযান দেয়া হয় এবং মসজিদের দরজায় দরজায় হযরত আবূ বকর ও উমরের নামে লা'নত লিখে রাখা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নূরুদ্দীন শহীদ ও সালাহ্ উদ্দীন ইব্ন আইয়ূব-এর শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। এতদসংক্রান্ত আলোচনা পরে আসছে।

এবছর রোমানরা হিমসে প্রবেশ করে। গিয়ে দেখতে পায়, সেখানার অধিকাংশ মানুষ নগরী ত্যাগ করে চলে গেছে। তারা শহরটি জ্বালিয়ে দেয় এবং তারও আশপাশের অঞ্চলের প্রায় এক লাখ লোককে বন্দী করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এবছর যিলহজ মাসে ইযযুদ্দৌলা তার পিতা মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হকে গৃহ থেকে কুরায়শের কবরস্থানে স্থানান্তরিত করেন।

৩৫৯ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসের ১০ তারিখ রাফিযীরা তাদের বিদআতী অনুষ্ঠান পালন করে। এ উপলক্ষে তারা হাট-বাজার বন্ধ রাখেন, জীবনযাত্রা অচল করে দেয়, মহিলারা পর্দাহীন অবস্থায়

রাস্তায় বের হয়ে হুসায়ন ইব্ন আলীর জন্য মাতম করে ও মুখমণ্ডল চাপড়ায়, বাজারে বাজারে পশমী কাপড় ঝুলিয়ে দেয় এবং খড় ছিটায়।

এবছর রোমানরা ইনতাকিয়ায় চড়াও হয়ে তার অধিবাসীদের বৃদ্ধ ও অক্ষম লোকদের হত্যা করে এবং প্রায় বিশ হাজার শিশু-কিশোরকে বন্দী করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এসব ঘটেছিল আরমানের সম্রাট নাকফূর-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী। আল্লাহ্ তাকে অভিশম্পাৎ করুন। আর এসবই ঘটেছে পৃথিবীর রাফিযী রাষ্ট্রনায়কদের প্ররোচনায়, যারা বিভিন্ন ভূখণ্ডে জেঁকে বসেছিল এবং তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

ইবনুল জাওযী বলেন, নাকফূর অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছিল। এই নরাধম তার পূর্বেকার বাদশার স্ত্রীকে বিবাহ করেছিল, যার দুটি পুত্র সন্তান ছিল। নাকফূর তাদেরকে নপুংসক বানিয়ে গির্জায় ফেলে রাখতে চেয়েছিল, যাতে পরবর্তীতে তারা রাজ্য শাসনের যোগ্য হয়ে গড়ে না ওঠে। কিন্তু তাদের মা বিষয়টা বুঝতে পেরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আমীরদের তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। একদিন তারা ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলে এবং মহিলার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ক্ষমতায় বসায়।

এবছর রবিউল আউয়াল মাসে আবূ বকর আহ্মদ ইব্ন সাইয়ারকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আবূ মুহাম্মদ ইব্ন মারুফকে সেই পদে পুনর্বহাল করা হয়।

ইব্ন জাওযী বলেন, এবছর দাজলার পানি হ্রাস পায়, এমনকি কূপসমূহের পানি তলায় চলে যায়। শরীফ আবূ আহ্মদ আন-নাকীব লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন এবং যিলহজ্জ মাসে একটি নক্ষত্র কক্ষচ্যুৎ হয়ে পড়ে, যার আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে। এমনকি তা সূর্যের আলোর রূপ ধারণ করে। বজ্রের ন্যায় তার একটি শব্দ শোনা যায়।

ইবনুল আছীর বলেন, এবছর মুহাররম মাসে জা'ফর ইবনুল ফালাহ-এর নির্দেশে দামেশকে মুয়িয আল-ফাতিমীর পক্ষে খুতবা দেয়া হয়, যাকে জাওহার আল-কায়িদ মিসর দখল করার পর প্রেরণ করেছিল। আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাগাজ রামাল্লায় তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইবনুল ফালাহ্ তাকে পরাজিত করে বন্দী করে জাওহার-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। জাওহার তাকে পাঠিয়ে দেন মুয়িয আল-ফাতিমী-এর নিকট। মুয়িয আল-ফাতিমী তখন আফ্রিকায় অবস্থান করছিলেন।

এবছর নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান ও তার পুত্র আবূ তাগলিব-এর মাঝে বিবাদ দেখা দেয়। তার কারণ হল, যখন মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ মৃত্যুবরণ করেন, তখন আবূ তাগলিব ও তার পরিবারের সমর্থকরা বাগদাদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন তাদের পিতা তাদেরকে বলল : মুয়িযযুদ্দৌলা তার পুত্র ইযযুদ্দৌলার জন্য বিপুল সম্পদ রেখে গেছেন। তাই তার হাতে সেই সম্পদ থাকা পর্যন্ত তোমরা তাকে কাবু করতে পারবে না। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। সে সব সম্পদ ব্যয় করে ফেলুক। লোকটা অপব্যয়ী। যখন নিঃস্ব হয়ে যাবে, তখন তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। তখন তাকে কাবু করে তোমরা ক্ষমতা দখল

করতে পারবে। কিন্তু তার এই বক্তব্যের কারণে পুত্র আবূ তাগলিব তার উপর রুষ্ট হয়ে পিতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে বাধ্য হয়ে পিতা তাকে দুর্গে আটক করে রাখে। তাতে তার পুত্ররা একে অপরের সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে, দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং শক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়ে। আবূ তাগলিব ইযযুদ্দৌলার নিকট বছরে ১০ লাখ মুদ্রার বিনিময়ে মাওসিলের ক্ষমতা লাভের প্রস্তাব প্রেরণ করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে নাসিরুদ্দৌলা এবছর মৃত্যুবরণ করেন এবং আবূ তাগলিব মাওসিলের ক্ষমতা হাতে নেন। তবে তাদের পারস্পরিক বিবাদ অব্যাহত থাকে, তাদের মাঝে সংঘাত চলতে থাকে।

এবছর রোম সম্রাট তারাবলিস-এ চড়াও হয়ে সেখানকার অধিকাংশ অঞ্চল জ্বালিয়ে দেয় এবং বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করে। তার আগে তারাবলিসের জনগণ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের রাষ্ট্রপতিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সুযোগে রোম সম্রাট তাকে বন্দী করে ফেলে এবং তার সমুদয় সহায়-সম্পত্তি কব্জা করে নেয়, যার পরিমাণ ছিল বিপুল। তারপর রোমানরা তীরবর্তী অঞ্চলের প্রতি মনোনিবেশ করে। এই অভিযানে গ্রামাঞ্চল ছাড়াও তারা ১৮টি শহর দখল করে এবং বহুসংখ্যক মানুষ তাদের হাতে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তারা হিমসের দিকেও এগিয়ে যায়। সেখানে জ্বালাও-পোড়াও, লুটতরাজ চালায় ও বন্দী করে। এভাবে রোম সম্রাট দুটি মাস অব্যাহতভাবে নগরীর পর নগরী দখল এবং পরাজিতদের বন্দী করতে থাকে। তার ব্যাপারে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপর সে প্রায় এক লাখ কিশোর-কিশোরী বন্দী করে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যায়। তার স্বদেশ ফিরে যাওয়ার কারণ ছিল তার বাহিনীতে রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি তাদের আকর্ষণ। সে আল-জাযীরার প্রতি একটি বাহিনী প্রেরণ করে। তারা লুণ্ঠন ও বন্দী করে। সায়ফুদ্দৌলার গোলাম কারউবিয়া হালব দখল করে সেখান থেকে তার উস্তাদ শরীফ-এর পুত্রকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর তারফের দিকে এগিয়ে যায়। তারফ তারই শাসনাধীন এলাকা হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার জনগণ তাকে সেখানে যেতে বাধা প্রদান করে। ফলে সে মায়াফারিকীনে তার মায়ের নিকট চলে যায়। তার মা হল সাঈদ ইব্‌ন হামাদান-এর কন্যা। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর 'হামাহ' চলে গিয়ে তার শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়। এর দুই বছর পর সে হালব চলে যায়। এতদসংক্রান্ত আলোচনা পরে আসছে। এ বছর রোমানরা সিরিয়া দখল করে নেয়ার পর কারউবিয়া উৎকোচের বিনিময়ে হালবের ক্ষমতা বহাল রাখে এবং তাদের নিকট প্রচুর মালামাল ও উপঢৌকন প্রেরণ করে। তারপর তারা ইনতাকিয়া ফিরে গিয়ে দেশটি দখল করে নেয় এবং সেখানকার বহু মানুষকে হত্যা করে, অধিকাংশ অধিবাসীকে বন্দী করে হালব চলে যায়। সে সময় আবুল মাআলী শরীফ হালবে কারউবিয়ার হাতে অবরুদ্ধ। জনগণ ভয়ে পালিয়ে যায় এবং রোমানরা অবরোধ করে এলাকাটি দখল করে নেয় এবং দুর্গের কর্তৃত্ব হাত করে নেয়। পরে প্রতি বছর উপঢৌকন ও সম্পদ প্রদানের শর্তে তারা কারউবিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করে নেয় এবং এলাকাটি তার হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা সেখান থেকে ফিরে আসে।

এ বছর আবূ খাযর নামক এক ব্যক্তি মুয়িয আল-ফাতিমীর বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে মুয়িয আল-ফাতিমী নিজে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার মুকাবিলায় নেমে পড়েন এবং তাকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু পরে ফিরে এসে সে মুয়িয আল-ফাতিমী-এর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। মুয়িয আল-ফাতিমী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। ইতিমধ্যে জাওহার থেকে দূত এসে তাকে মিসর জয়ের এবং সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করে এবং তাকে সেখানে যেতে বলে। এই সংবাদে তিনি আনন্দিত হন এবং কবিগণ তার স্তুতি জ্ঞাপন করেন। তাদের একজন হলেন তারই কবি মুহাম্মদ ইব্ন হানী। তার একটি কাসীদার প্রথম পঙক্তি হল :

يَقُوْلُ بَنُو الْعَبَّاسِ قَدْ فُتِحَتْ مِصْرُ - فَقُلْ لِبَنِى الْعَبَّاس قَدْ قُضِىَ الأَمْرُ

"বনূ আব্বাস বলে, আপনি মিসর জয় করেছেন। আপনি বনুল আব্বাসকে বলে দিন, কাজ সমাধা হয়ে গেছে।"

এ বছর বাগদাদের শাসনকর্তা ইযযুদ্দৌলা ইমরান ইব্ন শাহীনকে অবরোধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অগত্যা তার সঙ্গে সন্ধি করে তিনি বাগদাদ ফিরে যান।

এ বছর কারউবিয়া ও আবুল মাআলী শরীফ সন্ধি করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুপাতে কারউবিয়া হালবে আবুল মাআলী শরীফ-এর পক্ষে খুতবা প্রদান করে এবং সেখানকার সকল আমলা-কর্মকর্তা মুয়িয আল-ফাতিমীর অনুকূলে খুতবা দেয়। অনুরূপ হিমস এবং দামেশকেও। মক্কায় খুতবা দেয় মুতী লিল্লাহ্ ও কারামাতীদের পক্ষে এবং মদীনায় মুয়িয আল-ফাতিমীর পক্ষে। আবূ আহ্মদ আল-মুসাবী মদীনার প্রাণকেন্দ্রে মুতী লিল্লাহ্র পক্ষে খুতবা প্রদান করেন।

ইবনুল আছীর বলেন, নাকফূর এ বছর মৃত্যুবরণ করে। তারপর রোম সম্রাট তার পূর্বেকার বাদশার পুত্রের নিকট চলে যায়। ইবনুল আছীর বলেন, তার নাম ছিল দামাসতাক। সে মুসলিম সন্তানদের একজন ছিল। তার পিতা ছিলেন তরসূসের সজ্জান মুসলমানদের একজন। যিনি ইবনুল ফাকাস নামে পরিচিত ছিলেন। তার এই পুত্র পরে খৃস্টান হয়ে খৃস্টানদের নিকট সুবিধা লাভ করে এবং যা হওয়ার হয়ে যায়। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর লোকদের অন্যতম ছিল। মুসলমানদের থেকে জোরপূর্বক বহু অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে তরসূস, উযনা, আইনে যুরবা ও মাসীসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে বহু মুসলমানকে হত্যা করে, যার সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। অনেক মুসলমানকে বন্দীও করে, যার পরিসংখ্যান কেবল আল্লাহ্ই বলতে পারেন। এই বন্দীদের সকলে কিংবা অধিকাংশ খৃস্টান হয়ে যায়। এই লোকটিই মুতী-এর নিকট উল্লিখিত কাসীদাটি প্রেরণ করে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন হলেন :

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইবনুল হুসায়ন

ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবূ আলী আল-সাওয়াফ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন

আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল ও তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেন অনেকে। দারাকুতনী তাঁদের একজন। দারাকুতনী বলেন, রচনা ও দীনের ক্ষেত্রে আমার দুই চোখ তাঁর মত আর কাউকে দেখেনি। তিনি ৮৯ বছর বয়স লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

মুহারিব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহারিব

আবুল আলা আল-ফকীহ্ আশ-শাফিঈ। মুহারিব ইব্‌ন দিছার-এর বংশধর। নির্ভরযোগ্য ও আলিম ছিলেন। জা'ফর আল-ফারইয়াবী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

আবুল হুসায়ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ

ইবনুল কাত্তান নামে পরিচিত। শাফিঈ ইমামদের একজন। প্রথমে ইব্‌ন সুরায়জ থেকে এবং পরে শায়খ আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। আবুল কাসিম আদ-দারানীর মৃত্যুর পর এককভাবে মাযহাবের নেতৃত্বে প্রদান করেন। তিনি ফিক্‌হ-এর মূলনীতি ও খুঁটি-নাটি বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। বাগদাদে মানুষ তার নিকট যাওয়া-আসা করত। এখানে তিনি দরস প্রদান করেন এবং কিছু রচনাও করেন। আবুল হুসায়ন আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ এ বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

৩৬০ হিজরী সন

এ বছরও রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের অতীত অভ্যাস অনুযায়ী মুহাররম-আশূরা উপলক্ষে বিদআতী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। এ বছর যিলকদ মাসে কারামাতী সম্প্রদায়ের লোকেরা দামেশক নগরী অধিকার করে নেয় এবং এলাকার শাসনকর্তার প্রতিনিধি জা'ফর ইব্‌ন ফালাহকে হত্যা করে। এ সময় কারামাতী সম্প্রদায়ের নেতা ও আমীর ছিল হুসায়ন ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন বাহরাম। বাগদাদ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত দিয়ে তার সহায়তা করে ইযযুদ্দৌলা। এরপর রামাল্লা অঞ্চলে গমন করে তা অধিকার করে নেয় এবং সেখানে আল-মাগরিব (মরক্কো)-এর যেসব কর্মকর্তা ছিল তাদেরকে দুর্গে বন্দী করে। তারপর এ কারামাতীরা এদেরকে আটক রাখার জন্য সেখানে কিছু লোককে রেখে বিপুল সংখ্যক বেদুঈন, আখশীদী এবং কাফূরী সম্প্রদায়ের লোককে সঙ্গে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওয়ানা হয়। 'আইন শামস' নামক স্থানে পৌঁছে জাওহার আল-কায়িদ-এর সৈন্যদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত এ লড়াইয়ে কারামাতীদেরই জয় হয় এবং আল-মাগরিব তথা মরক্কোর লোকজনকে বিপুল সংখ্যায় বন্দী করে। এরপর একদিন সুযোগ বুঝে এই মাগরিবী তথা মরক্কোর লোকেরা কারামাতী সম্প্রদায়ের মায়মানা তথা দক্ষিণ দিকের সৈন্য-দলের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাভূত করে কারামাতীরা শাম (সিরিয়া) দেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং এখানে আগমন করে তারা অন্য মাগরিবীদের বন্দী করার ব্যাপারে তীব্র চেষ্টা চালায়। জাওহার তার সঙ্গীদের জন্য ১৫টি নৌকা বোঝাই খাদ্য-সামগ্রী প্রেরণ করে। কিন্তু কারামাতীরা ২টি বাদে সকল নৌকা অধিকার করে নেয়। দুটি নৌকা অধিকার করে নেয় ফিরিঙ্গী তথা ইউরোপীয়রা।

এভাবে আরো অনেক ঘটনা ঘটে। কারামাতী সম্প্রদায়ের আমীর (নেতা) হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ ইব্ন বাহ্রাম এ উপলক্ষে কিছু কবিতা পাঠ করেন। তন্মধ্যে এখানে দুটি কবিতা উল্লেখ করা হল,

زَعَمَتْ رِجَالُ الْغَرْبِ اَنِّىْ هِبْتُهَا - فَدَمِى رِذَنْ مَا بَيْنَهُمْ مَطْلُوْلُ ‧

"মাগরিবীরা ধারণা করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে ভয় করি। এমতাবস্থায় আমার রক্ত তো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।"

يَا مِصْرُ اِنْ لَمْ اَسْقِ اَرْضَكِ مِنْ دَمٍ - يَرْوِىْ ثَرَاكِ فَلاَ سَقَانِى النِّيْلُ ‧

"হে মিসর ভূমি! আমি যদি তোমার ভূমিকে আমার রক্ত পান না করাই তা হলে নীল নদও আমাকে পানি পান না করাক !"

এ বছর আবূ তাগলাব ইব্ন হামাদান ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার-এর কন্যাকে বিবাহ করে। এ সময় কন্যার বয়স ছিল তিন বছর আর এ বিবাহ মহর ধার্য করা হয় এক লক্ষ দীনার। সফর মাসে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই একই বছর মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা ইব্ন রুকনুদ্দৌলা সাহিব আবুল কাসিম ইব্ন আব্বাদকে উযীর নিযুক্ত করেন। এই নতুন উযীর দেশের অবস্থায় সংস্কার সাধন করেন এবং শাসন কার্য উন্নত করেন। এ বছর দামেশক শহর এবং সিরিয়ায় আযানে حَيَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ অর্থাৎ 'ভাল কাজের দিকে এসো' যোগ করা হয়। ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির দামেশকের নায়িব তথা সহকারী শাসনকর্তা জা'ফর ইব্ন ফালাহ্-এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ফাতিমী শাসনকর্তাদের পক্ষ থেকে তাকেই সর্বপ্রথম দামেশকে আমীর বা শাসক নিযুক্ত করা হয়। আবূ মুহাম্মদ আল-আশফানী বরাতে আবূ বকর আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শারাম বলেন, হিজরী ৩৬০ সালের ৬ই সফর তারিখে দামেশকসহ দেশের সমস্ত মসজিদ থেকে মুআযযিনরা আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর حَيَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ (উত্তম কাজের দিকে ছুটে এসো) যোগ করা হয়। জা'ফর ইব্ন ফালাহ্ মুআযযিনদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের বিরোধিতা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। আর এ নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়াও তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। জমাদিউছ ছানীর ৮ তারিখ শুক্রবার মুআযযিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় আযান এবং ইকামাতে তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার দু'বার বলার জন্য, এর সঙ্গে ইকামতেও حَيَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ যোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশ মেনে নেয়া অনেক কঠিন হলেও লোকেরা আল্লাহ্র নির্দেশে ধৈর্যধারণ করে।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন :

সুলায়মান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আইয়ূব

আবুল কাসিম তাবারানী। মহান হাফিযে হাদীস তিনটি মু'জাম হাদীস গ্রন্থের রচয়িতা— মু'জামে কাবীর, মু'জামে আওসাত এবং মু'জামে ছগীর। তাঁর রচিত আরো কিতাব হলো কিতাবুস সুন্নাহ, কিতাবু মুসনাদিশ-শামিয়ীন। এছাড়া তিনি আরো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। ইস্পাহানে তাঁর ওফাত হলে হামামাতুস সাহাবীর কবরের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, দামেশক-এর সদর দরজায়

তাঁকে দাফন করা হয়। ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তিনি এক হাজার শায়খের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। এ বছর যিলকদ মাসের দু'রাত বাকি থাকতে তাঁর ওফাত হয় শনিবার। কারো কারো মতে শাওয়াল মাসে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর জন্ম হয় ২৬০ সালে। ফলে তাঁর বয়স ১০০ বছর হয়েছিল।

কবি আর-রিফা আহ্‌মদ ইবনুস সারী আবুল হাসান আহ্‌মদ কিন্দী আল-মাওসিলী; বলা হয় যে, ইনিও এ বছরই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযীর মতে, ৩৬২ সনে অর্থাৎ আরো দু'বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর

ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হায়ছাম ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ আবূ বকর ইবনুল মুনযির। মূলত ইনি আম্বারী গোত্রের লোক। আহ্‌মদ ইব্‌ন খলীল ইব্‌ন বারজালানী, মুহম্মদ ইব্‌ন আওয়াম রিয়াহী, জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ সায়িগ এবং আবূ ইসমাঈল তিরমিযীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইবনুল জাওযীর মতে, ইনি ছিলেন এসব মনীষী থেকে হাদীস বর্ণনাকারী সর্বশেষ ব্যক্তি মুহাদ্দিসরা বলেন, তাঁর মূলনীতি ছিল উত্তম এবং এ ব্যাপারে তাঁর পিতার লিখিত সনদ ছিল এবং তাঁর হাদীস শ্রবণ ছিল বিশুদ্ধ। আবূ আমর আল-বসরী তাঁর নিকট থেকে হাদীস সংকলন করেন। আশূরার দিন অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছরের অধিক।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান[১] ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আবূ বকর আল-আজারী

ইনি জা'ফর ফিরয়াবী, আবূ শুআরব হাররানী এবং আবূ মুসলিম আল-কাজ্জীসহ বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, দীনদার। তাঁর অনেক মূল্যবান রচনা আছে। হিজরী ৩৩০ সনের পূর্বে তিনি বাগদাদ আগমন করেন। এরপর তিনি মক্কায় প্রস্থান করেন এবং ৩০ বছর অবস্থান থেকে সেখানে ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ

নাম আবূ আমর আয্-যাহিদ। তিনি অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং এজন্য দূর-দূরান্ত সফর করেন। বড় বড় হাফিযে হাদীস তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইনি ছিলেন নিঃস্ব ফকীর; সামান্যতে তুষ্ট। ফকীরদের কবরে দুধ ছিটাতেন। রুটি-গাজর এবং পিঁয়াজ নিয়েই তুষ্ট থাকতেন। রাতভর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। এ বছর জমাদিউছ ছানী মাসে ৯৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ আবূ বকর সূফী

ইনি দাকী নামে পরিচিতি ছিলেন। মূলত ইনি ছিলেন দীনাওয়ার অঞ্চলের বাসিন্দা। তথা থেকে বাগদাদে এসে বসবাস করেন। এরপর সফরকরতঃ দামেশকে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। ইব্‌ন মুজাহিদের নিকট পড়ালেখা শিখেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর আল-খারাইতীর

---

১. তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায গ্রন্থে (৩ খণ্ড, পৃ. ৯৩৬) হাসানের পরিবর্তে হুসায়ন উল্লেখ আছে (দ্রষ্টব্য)। وَفَيَاتُ الأعْيَان ৪ খণ্ড, পৃ. ২৯২।

নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইবনুল জালা এবং দাক্কাক-এর শিষ্য ছিলেন। ১০০ বছরের অধিক বয়সে এ বছর ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইবনুল ফারহানী

ইব্ন যারবিয়া মারওয়াযী আত্-তাববী। বাগদাদে উপস্থিত হয়ে তদীয় পিতার বরাতে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেন। জুনায়দ এবং ইব্ন মারযূক সূত্রেও হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, তাঁর মধ্যে ছিল হাস্যোজ্জ্বল এবং প্রজ্ঞা। অবশ্য লোকেরা জাল হাদীস রচনার জন্য তাকে অভিযুক্ত করেন।

আহ্মদ ইবনুল ফাতহ

কেউ কেউ তাঁকে ইব্ন আবুল ফাতহ খাকানীও বলেন। তাঁকে আবুল আব্বাস নাজাদও বলা হয়। তিনি ছিলেন দামেশকের জামে মসজিদের ইমাম। ঐতিহাসিক ইবনুল আসাকির তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন নেককার ইবাদতগুযার ব্যক্তি। তিনি একথাও বর্ণনা করেন যে, একদা একদল লোক তাঁকে দেখতে আসে। তারা কোন এক ব্যথার কারণে তাকে উহ-আহ করতে শুনেন। তারা এটা অপছন্দ করেন। লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন : এতো এমন এক সত্তার নাম, যার নিকট ঊর্ধ্ব লোকে শান্তি অর্জিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এতদশ্রবণে তাদের নিকট তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা তাঁকে মহান ব্যক্তিত্ব বলে জ্ঞান করে। (ইব্ন কাছীর বলেন) আমি বলব, একথা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা মেনে নেয়ার জন্য প্রয়োজন হয়েছে বিশুদ্ধ উদ্ধৃতির; যা কোন মা'সূম-নিষ্পাপ ব্যক্তি থেকে। কারণ, বিশুদ্ধ মতে আল্লাহ্ তা'আলার নাম তো তাওকীফী তথা বর্ণনাভিত্তিক এবং শ্রুত।

৩৬১ হিজরী সন

এ বছর রাফিযীরা মুহাররমের ১০ তারিখ বিদআতী কর্মকাণ্ড চালায়। মুহাররম মাসে রোমকরা হামলা চালিয়ে জাযিরা এবং দিয়ারে বকরে অনেক রুহাবাসীকে হত্যা করে। এভাবে তারা হত্যা, বন্দী আর লুটতরাজ চালিয়ে গোটা দেশ চষে বেড়ায় এবং নাসীবায়ন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এসব অঞ্চলের দায়িত্বে নিয়োজিত আবূ তাগালাব ইব্ন হামাদান তাদেরকে কোন সাহায্য করেনি। দুশমনের প্রতিরোধ করেনি এবং তা করার ক্ষমতাও তার ছিল না। এ সময় জাযীরার লোকেরা বাগদাদে প্রবেশকরতঃ খলীফা মুতী লিল্লাহ্ প্রমুখের নিকট গমন করে তাদের নিকট সাহায্য কামনা করে এবং সাহায্যের জন্য চীৎকার করে। এ সময় বাগদাদের লোকজন তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে এবং তাদের সঙ্গে তারা খলীফার নিকট গমন করতে চায়, কিন্তু তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি। এ সময় বখতিয়ার ইব্ন মুয়িযযুদ্দৌলা শিকার কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। দূত মারফত তার কাছে খবর পৌঁছানো হলে তিনি গার্ড বাহিনী প্রধান সবুক্তগীনকে প্রেরণ করেন লোকজনকে হটিয়ে দেয়ার জন্য। এ অবস্থা দেখে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ প্রস্তুত হয় এবং তারা তাগলাবকে রসদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য লেখে। এতে তিনি

আনন্দ প্রকাশ করেন। লোকেরা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় তখন রাফিযী এবং আহলে সুন্নাহর মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হয়। এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে আহলে সুন্নাহর লোকজন কারখ অঞ্চলে রাফিযীদের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা বলে, সব দোষ তোমাদের। বাগদাদে লুটেরার দল জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের এক তাণ্ডব চালায়। নকীব আবূ আহ্‌মদ মূসাবী এবং উযীর আবুল ফযল শীরাযীর মধ্যে সজ্ঘাত দেখা দেয়। বখতিয়ার ইব্‌ন মুয়িযযুদ্দৌলা খলীফার নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান যাতে এ যুদ্ধে সহযোহিতা হয়। তিনি এই বলে জবাব দেন, আমার কাছে খাজনা এলে মুসলমানদের প্রয়োজনে আমি সাহায্য প্রেরণ করতাম; কিন্তু তুমি তো এমন খাতে অর্থ ব্যয় কর যেখানে মুসলমানদের কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কাছে প্রেরণ করার মতো কিছুই এখন আমার কাছে নেই।

এভাবে তাদের মধ্যে পত্র বিনিময় চলে এবং বখতিয়ার খলীফাকে কঠোর কথা শুনান এবং হুমকিও দেন। তাই খলীফা তার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন এবং এজন্য কিছু পরিধেয় বস্ত্র এবং ঘরের মাল-সামানাও বিক্রয় করেন। এজন্য ঘরের ছাদের অংশ বিশেষ ভেঙ্গেও বিক্রি করে দেন। এভাবে তিনি চার লক্ষ দিরহাম সংগ্রহ করেন। বখতিয়ার এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করে, যুদ্ধের জন্য কিছুই ব্যয় করেনি। এতে খলীফার জন্য জনগণের সহানুভূতি হয় এবং ইব্‌ন বুওয়ায়হ রাফিযী তার সঙ্গে যে আচরণ করে তা তাদের নিকট খারাপ লাগে। খলীফার নিকট থেকে অর্থ আদায় করে তা জিহাদে ব্যয় না করাটা জনগণ ভাল চোখে দেখেনি। তাই মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান না দিন। এ বছর আবূ তাগলাব ইব্‌ন হামাদান মারদীন দুর্গে হামলা চালিয়ে তা অধিকার করে নেয় যার ফলে এলাকায় সমস্ত সঞ্চিত ধন-রত্ন এবং সেখানে যা কিছু ছিল সব কিছু মাওসিলে প্রেরণ করা হয়। এ বছরই খুরাসানের শাসনকর্তা আমীর মনসূর ইব্‌ন নূহ সামানী, রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ এবং তদীয় পুত্র আযুদুদ্দৌলার সঙ্গে এ মর্মে সমঝোতা করে নেন যে, এরা তাঁকে বার্ষিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার দীনার দান করবে। তিনি রুকনুদ্দৌলার কন্যাকে বিবাহও করেন। এভাবে তার কাছে অগাধ হাদিয়া-তোহফা প্রেরণ করা হয়।

এ বছর শাওয়াল মাসে খলীফা মুয়িয আল-ফাতিমী পরিবার-পরিজন সভাসদ এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মনসূরা শহর থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে বের হন। ইতোপূর্বে ভৃত্য জাওহার তার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেন এবং সেখানে তার জন্য দুটি প্রাসাদও নির্মাণ করান। তথা থেকে বের হওয়ার পূর্বে মুয়িযযুদ্দৌলা (মুসলিম) পাশ্চাত্য শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সিসিলী অঞ্চলের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে তিনি এসব লোক নিয়োগ করেন। কবি মুহাম্মদ ইব্‌ন হানী আন্দালুসীকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। পথিমধ্যে তাঁর ইন্তিকাল হয়[১]। মুয়িয আল-ফাতিমী কায়রো সফর করেন পরবর্তী বছর সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

---

১. ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের মতে, বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করা হয় এবং সমুদ্র তীরে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে হত্যাকারী কে জানা যায়নি (৮ম খণ্ড, পৃ. ৬২১) ইব্‌ন খালদূন প্রণীত কিতাবুল ইবার তথা তারীখে ইব্‌ন খালদূনে বলা হয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করা হয় 'বরফা' নামক স্থানে (৪/৪৯)। আরো দ্রষ্টব্য তারীখে ইবনুল ওয়ারদী (১/৪৪৪)।

এ বছর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ করেন শরীফ আবূ আহ্মদ মূসাবী। ইনি ছিলেন সমস্ত তালিবের প্রধান দলপতি।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা যান তাদের মধ্যে রয়েছেন :

সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ জানাবী

আবুল কাসিম আল-কারামাতী আল-হাজরী। তারপরে তদীয় ভ্রাতা আবূ ইয়া'কূব ইউসুফ তাঁর কাজ আঞ্জাম দেন। আবূ সাঈদের বংশে এ ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

উসমান ইব্ন উমর ইব্ন খাফীফ

আবূ উমর আল-মুকরী দারাজ নামে পরিচিত। ইনি আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইব্ন যারকাওয়াহ। ইনি ছিলেন ইলমে কিরাআতে অন্যতম বিশেষজ্ঞ, ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিল। দিরায়া তথা যুক্তি-বুদ্ধি এবং বিশ্বস্ততার অধিকারী এ ব্যক্তি সুন্দর চরিত্রে ভূষিত। তিনি আবদাল বলে গণ্য হতেন। এ বছর রমাযান মাসে জুমআর দিন তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে।

আলী ইব্ন ইসহাক ইব্ন খাল্ফ

ইনি হলেন আবুল হুসায়ন আল-কাত্তান। কবি স্বভাবের এ ব্যক্তি 'যাহী' নামে পরিচিত ছিলেন। তার কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করা হল :

قُمْ فَهُنَّ عَاشِقِيْنِ - اَصْبَحَا مُصْطَحِبَيْنِ ·

"দাঁড়াও ঐ যে দু'জন প্রেমিক এক সঙ্গে উভয়ের ভোর হয়।"

جَمَعَا بَعْدَ فِرَاقٍ - فَجَعَا مِنْهُ بِبَيْنٍ ·

"উভয়ে একত্র হয়েছে বিচ্ছেদের পর এর ফলে উভয়ে বেশ ঘাবড়ে যায়।"

ثُمَّ عَادَ فِيْ سُرُوْرٍ - مِنْ صَدُوْدِ امِنَيْنِ ·

"এরপর উভয়ে ফিরে আসে আনন্দের দিকে, প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপদে।"

بِهِمَا رُوْحٌ وَلٰكِنْ - رَكِبَتْ فِي بَدْنَيْنِ ·

"উভয়ের মধ্যে প্রাণ আছে বটে; তবে তারা যে এক দেহ দুই প্রাণ স্বরূপ।"

আহ্মদ ইব্ন সাহল

ইব্ন শাদ্দাদ আবূ বকর আল-মুখাররামী। ইনি আবূ খলীফা জা'ফর ফারইয়াবী। ইব্ন আবুল ফাওয়ারিস এবং ইব্ন জারীর প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন দারাকুতনী, ইব্ন যারকাওয়ায়হ এবং আবূ নুআয়ম। অবশ্য আল-বুরকানী ইবনুল জাওযী প্রমুখ তাকে যঈফ বলে অভিহিত করেছেন।

৩৬২ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসেও রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরা আশূরা উপলক্ষে তাযিয়ার আয়োজন করে এবং বাজার বন্ধ করে রাখে এবং বাজারে বিশেষ প্রতীক লটকায়। আশূরা উপলক্ষে এরূপ

করা তাদের অভ্যাস। ইতোপূর্বেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও এ বছর ফকীহ্ আবূ বকর রাযী হানাফী, আবুল হাসান আলী ইব্ন ঈসা আর-রামানী এবং ইব্ন দাক্কাক হাম্বলীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমবেতভাবে ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার ইব্ন বুওয়ায়হ্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করেন। ফলে তিনি রোমকদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য একটা বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আল্লাহ্ এ বাহিনীকে বিজয় করেন। তারা রোমকদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করে এবং তাদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাগদাদ প্রেরণ করে। এ দৃশ্য দেখে অনেকের মন শীতল শান্ত হয়।

এ বছরই রোমকরা তাদের সম্রাটের সঙ্গে 'হিসার আমিদ'-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। এ সময় হিসার আমিদ-এর কর্তা ব্যক্তি ছিলেন আবুল হিজা ইব্ন হামাদান-এর গোলাম হাযর মারদ। তিনি আবূ তাগলাবের নিকট পত্র লিখে সাহায্য চাইলে তিনি তদীয় ভ্রাতা আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইব্ন নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদানকে প্রেরণ করেন। উভয়ে একমত হয়ে রমাযান মাসে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হন। এমন এক সংকীর্ণ স্থানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেখানে ঘোড়া নিয়ে প্রবেশ করারও উপায় ছিল না। রোমকদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই হয়। রোমকরা পলায়ন করতে মনস্থ করে, কিন্তু পালাবার সুযোগও তারা পায়নি। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। অবশেষে রোম সম্রাট দামাসতাক বন্দী হয় এবং তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় কারাগারে পড়ে থাকে এবং পরবর্তী বছর মৃত্যুবরণ করে। অবশ্য আবূ তাগলাব তার জন্য চিকিৎসকদের একত্র করেন, কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি।

এ বছর বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 'কারখ'-এ অগ্নি সংযোগ করা হয়। এর কারণ ছিল জনৈক দায়িত্বশীল ব্যক্তি একজন সাধারণ মানুষকে এমন মার দেয় যাতে লোকটি মারা যায়। এতে সাধারণ মানুষ এবং একদল তুর্কী ক্ষিপ্ত হয়। এতে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করে একটা গৃহে আশ্রয় নেয়; কিন্তু লোকজন গৃহটি ঘেরাও করে এবং লোকটিকে বের করে এনে আগুনে পুড়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় উযীর আবুল ফযল শীরাযী ক্ষিপ্ত হন। এমনিতেই তিনি ছিলেন সুন্নীদের ঘোর বিদ্বেষী। তিনি রক্ষী প্রধানকে কারখ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ইনি সেখানে গিয়ে বাড়ি-ঘরে অগ্নি সংযোগ করেন। এতে অনেক লোক নিহত এবং ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়। এর মধ্যে ছিল ৩০০ দোকান, ৩৩টি মসজিদ এবং ১৭ হাজার মানুষ। এ সময় বখতিয়ার তাকে মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত করে তদস্থলে মুহাম্মদ ইব্ন বাকিয়্যাকে নিয়োগ করেন। এতে জনগণ বিস্মিত হয়। কারণ, লোকটি মানুষের নিকট ছিল নীচ ও ঘৃণ্য, তার কোন মর্যাদা ছিল না। তার পিতা ছিল 'কোছা' নামক একটা গ্রামের একজন কৃষক মাত্র। আর লোকটি ছিল ইযযুদ্দৌলার একজন খাদিম। সে তার জন্য আহার পরিবেশন করত এবং হাত-মুখ মুছে দেয়ার জন্য রুমাল কাঁধে বহন করত। এমন লোকটিকে উযীরের আসনে বসানো হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী ব্যক্তির তুলনায় সে ছিল প্রজাদের জন্য বেশি নিপীড়ক। তার শাসনামলে বাগদাদে লম্পট বখাটেদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। দেশে অরাজকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ বছর ইযযুদ্দৌলা এবং তার হাজিব তথা রক্ষী বাহিনী প্রধান সবুক্তগীনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অবশ্য পরে তাদের মধ্যে প্রতারণামূলক সমঝোতাও হয়। এ বছরই মুয়িয আল-ফাতিমী মিসরীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে পৌত্রিক পবিত্র সিন্দুকও ছিল। তিনি শাবান মাসে মিসরের

আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রবেশ করেন। সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে অভিনন্দন জানায়। এ উপলক্ষে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এক মূল্যবান ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি আলেকজান্দ্রিয়াবাসীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বেরও উল্লেখ করেন এবং কিছু অসত্য কথাও বলেন। এতে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এবং তাদের সরকারের বদৌলতে তাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন। মিসর শহরের বিচারক তার এক পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, মুয়িয আল-ফাতিমী তাকে জিজ্ঞাসা করেন : আমার চেয়ে উত্তম কোন খলীফা কি তুমি কখনো দেখতে পেয়েছ? তিনি বললেন, আপনি আমীরুল মু'মিনীন ছাড়া কোন খলীফা দেখিনি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি হজ্জ করেছ? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূল (সা)-এর কবর যিয়ারত করেছ? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর কবর যিয়ারত করেছ? তিনি বলেন, আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম যে কী বলব! হঠাৎ বড় বড় আমীরের সঙ্গে তাঁর প্রিয় পুত্রকে দেখতে পাই। এখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যিয়ারতে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম যে, আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর কবর যিয়ারতের কথা খেয়ালই ছিল না। যেমন আমীরুল মু'মিনীনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীকে সালাম দিতে আমি ভুলে যাই। একথা বলে আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সালাম করি এবং ফিরে আসি ইতিমধ্যে মজলিস সমাপ্ত হয়। এরপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মিসর সফরে গমন করেন এবং ৫ই রমাযান মিসরে প্রবেশকরতঃ 'কাসরীন' প্রাসাদে অবস্থান করেন।

কথিত আছে যে, ইনি হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে সিজদা করতে শাহী মহলে প্রবেশ করেন এবং এটা ছিল তাঁর সরকারের প্রথম কীর্তি। একথাই বর্ণনা করেছেন কাফূর আল-আখশীদীর স্ত্রী। তিনি বলেন যে, আমি জনৈক ইয়াহূদীর নিকট একটা কাবা (ঢিলা-ঢালা এক বিশেষ ধরনের জামা) আমানত রাখি, যা তৈরি করা হয় স্বর্ণ, মণি-মানিক্য খচিত করে। কিন্তু সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। এ বিষয়ে আমি মুয়িয আল-ফাতিমী-এর নিকট নালিশ করলে তিনি তাকে তলব করে জিজ্ঞাসা করেন। এবারও সে অস্বীকার করে। ফলে তিনি তার গৃহের মাঠি খনন করে কোথায় কি আছে দেখার নির্দেশ দেন। অবিকল কাবাটি খুঁজে পাওয়া গেল, মাটির তলায় একটা কলসীর ভেতর সে তা লুকিয়ে রেখেছিল। মুয়িয আল-ফাতিমী কাবাটি নারীর কাছে ফেরত দেন এবং আরো অতিরিক্ত কিছুও দেন। নারীও কাবাটি গ্রহণ না করে মুয়িয আল-ফাতিমী-কে দান করে; কিন্তু তিনিও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাঁর এ আচরণ সমস্ত লোককে মুগ্ধ করে, সকলেই খুশি হয়। বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন :

انَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

"আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই একজন ফাজির তথা পাপাচারী ব্যক্তি দ্বারা এ দীনের মদদ করবেন।"

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তারা হলেন :

সারী ইব্ন আহ্মদ

ইব্ন আবুস সারী আবুল হাসান আল-কিন্দী আল-মাওসিলী। কবি আর-রিফা। ইনি সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান প্রমুখ বাদশার জন্য অনেক প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন।

তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং এ বছরই ইন্তিকাল করেন। ভিন্ন মতে ৩৪৪, ৩৪৫ বা ৩৪৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ এবং তার মধ্যে শত্রুতা ছিল। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও আছে যে, তিনি অপরের কবিতা চুরি করেন। তিনি গায়ক ছিলেন এবং কবি কাশাজিম-এর ধারায় তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। কখনো কখনো তার কবিতার সঙ্গে খালদীনদের কবিতাও যোগ করতেন যাতে কবিতার আকার আয়তন বৃদ্ধি পায়। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন,

কবি আস-সারী আর-রিফা-এর একটা বড় দীওয়ান (কবিতা সংকলন) আছে, তার ২টি কবিতা উল্লেখযোগ্য :

يَلْقَى النَّدى برقيق وَجْه مُسْفِرٍ - فَاذَا الْتقى الْجَمْعَانِ عَادَ صَفِيقًا ·

"সুন্দর চেহারা নিয়ে তিনি আসরে অভিনন্দন জানান। কিন্তু সাক্ষাৎ হতেই সে হয়ে যায় নির্লজ্জ।"

رَحِبَ الْمَنَازِلُ مَا اَقَامَ فَانْ سَرى - فِيْ جَحفَلٍ تَرَكَ الفَضَاءَ مُضَيَّقًا ·

"যতক্ষণ সে মজলিসে উপস্থিত থাকে ততক্ষণ মজলিস থাকে প্রশস্ত। কিন্তু যখন সে সফর করে এক একটা বিশাল বাহিনী নিয়ে তখন একাকার পরিবেশ হয়ে যায় সংকীর্ণ।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন হানী আল-আন্দালুসী

ইনি ছিলেন কবি। মুয়িয আল-ফাতিমী কায়রাওয়ান অঞ্চল থেকে মিসরে আগমনকালে তাকেও সঙ্গী করে নেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রজব মাসে নদীর তীরে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী কবি, অবশ্য অনেক আলিম তাকে কাফির বলেন। কারণ তিনি মাখলূকের প্রশংসায় অতিরঞ্জন করতেন।

মুয়িয আল-ফাতিমী-এর প্রশংসায় তিনি বলেন,

مَا شِئْتَ لاَ مَا شَائَتِ الاَقْدَارُ - فَاحْكُمْ فَانْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ·

"তুমি যা চাও তাই হয়, তাকদীর যা চায় তা নয়।"

তাই তুমি হুকুম কর, তুমিই তো একক, প্রতাপশালী। উল্লেখ্য যে, اَلْوَاحِدُ الْقَهَّارُ শব্দদ্বয় কেবল আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোন মানুষ এ গুণের ধারক হতে পারে না। এ কারণেই কোন কোন আলিম তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে।

আর এমন কথা বলা সবচেয়ে বড় কুফরী।

আল্লাহ্ তার ক্ষতি করুন, তাকে অপদস্থ করুন সে এমন কথাও বলেছে :

وَلَطَالَمَا زَاحَمْتَ تَحْتَ رِكَابِه جِبْرِيْلاَ ·

"অনেক সময় তার রিকাবের নিচে আমি জিবরীলের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছি।"

তার এমন আরো কবিতা রয়েছে। যা তার কবিতা এবং দীওয়ানে আমি দেখতে পাইনি। তবে ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর উল্লেখ করেছেন, এমন দু'টি কবিতা :

جَلَّ بِزِيَادَةِ جَلَّ الْمَسِيْحِ - بِهَا وَجَلَّ آدَمُ وَنُوْحُ

"তার মর্তবা অতি উচ্চ, যেমন উচ্চ মর্তবা মসীহ্ তথা ঈসা (আ)-এর, তেমন উচ্চ মর্তবা আদম এবং নূহ (আ)-এর।"

جَلَّ بِهَا اللّٰهُ ذُو الْمَعَالِيْ - فَكُلُّ شَيْئٍ سِوَاهُ رِيْحٌ .

"এর ফলে মহান আল্লাহ্র মর্তবাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তিনি ছাড়া আর সবকিছুই তো বাতাস!"

অবশ্য কোন কোন চরমপন্থী তার পক্ষ থেকে সাফাই গেয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে। আমি বলি অর্থাৎ গ্রন্থকার ইব্ন কাছীর বলেন, যদি প্রমাণ হয় যে, সত্য সত্যই তিনি এমন কথা বলেছেন তাহলে এর কোন ব্যাখ্যা আর কোন ওজর-আপত্তির অবকাশ নেই। অবকাশ নেই ইহকাল এবং পরকাল কোথাও। এ বছরই তিনি মারা যান।

ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ

ইব্ন শাজনূনা ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুযাক্কী। ইনি ছিলেন অন্যতম হাফিয-ই হাদীস। হাদীস এবং হাদীসের অনুসারীদের জন্য ইনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর বর্ণনা করা হাদীস লোকজনকে শোনান। নিশাপুরে আয়োজিত তাঁর মজলিসে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হতো। প্রাচ্য-প্রাতীচ্যে তিনি সফর করে বেড়ান এবং অনেক শায়খের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর শায়খদের মধ্যে ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিমও রয়েছেন। তাঁর হাদীসের মজলিসে বিপুল সংখ্যক বড় বড় মুহাদ্দিস উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে আবুল আব্বাস আসাম্ম এবং অনুরূপ মুহাদ্দিসও রয়েছেন। ৬৭ বছর বয়সে তিনি ওফাত পান।

সাঈদ ইবনুল কাসিম ইব্ন খালিদ

নাম আবূ আম্র আল-বারদাঈ। তিনি ছিলেন অন্যতম হাফিযে হাদীস। দারাকুতনী প্রমুখ তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন কাওছার ইব্ন আলী

নাম আবূ বাহ্র আল-বারবাহারী। ইব্রাহীম আল-হারবী, তাম্মাম, বাগুন্দী, কাদীমী প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে ইনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন যারকাওয়ায়হ, আবূ নুআয়ম প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁর কাছ থেকে হাদীস সংকলন করে বলেন, আমি তার নিকট থেকে যা সংকলন করেছি, তাকেই যথেষ্ট জ্ঞান করবে। কারণ, তিনি সহীহ রিওয়ায়াত ও ফাসিদ রিওয়ায়াত-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর সময়ের একাধিক হাফিযে হাদীস তাঁর সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। তারা আপত্তি তুলেছেন সংমিশ্রণ ও অমনোযোগিতার কারণে। কেউ কেউ তো তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস বর্ণনায় অপবাদও আরোপ করেছেন।

৩৬৩ হিজরী সন

রাফিযী ফের্কার লোকেরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মুহাররম-আশূরা উপলক্ষে জঘন্য গর্হিত কাজ করে। এ উপলক্ষে বাগদাদে সুন্নী এবং রাফিযীদের মধ্যে মহা বিপর্যয় ঘটে

যায়। উভয় সম্প্রদায় স্বল্প বুদ্ধি এমনকি অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, যা ছিল সাধারণ জ্ঞান থেকে অনেক দূরে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে এভাবে যে, এক দল সুন্নী একজন মহিলাকে আরোহণ করায় এবং তার নাম রাখে আয়িশা। এমনিভাবে কোন পুরুষের নাম রাখে তালহা, কারো নাম রাখে যুবায়র। তারা বলে, আমরা আলীর সমর্থকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। এভাবে উভয় পক্ষে লড়াই বাধে এবং বিপুল সংখ্যক লোক মারা যায়। সন্ত্রাসীরা শহরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটায়। লুটতরাজ চলে। সন্ত্রাসীদের মধ্যে কিছু লোককে পাকড়াও করে হত্যা ও শূলীবিদ্ধ করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। বিপর্যয়ের অবসান ঘটে। এহেন পরিস্থিতিতে বখতিয়ার ইব্ন মুয়িযযুদ্দৌলা মাওসিল শহর অধিকার করে নেন এবং আবূ তাগলাব হামাদানের পুত্রের সঙ্গে স্বীয়[১] কন্যাকে বিবাহ দেন। এ বছরই বসরা শহরে তুর্কী-দায়লামী সংঘাত হয়। তুর্কীদের উপর দায়লামীরা শক্তি অর্জন করে। কারণ বাদশা ছিলেন তাদের লোক। এ সংঘর্ষেও বিপুল প্রাণহানী ঘটে। তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে আটক করে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। এ উপলক্ষে ইযযুদ্দৌলা তাঁর পরিবারের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, আমি অদূর ভবিষ্যতে তোমাদেরকে জানাব যেন আমি মারা গেছি। তোমাদের নিকট আমার পত্র পৌঁছলে তোমরা শোক ও বিলাপ করবে। শোক সভার আয়োজন করবে। শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য সবুক্তগীন আগমন করলে তাকে পাকড়াও করবে। কারণ, সে হলো তুর্কীদের সদস্য এবং তাদের নেতা।

বাগদাদে পত্র পৌঁছলে তারা পত্রের মর্মনুযায়ী শোক প্রকাশ করে এবং শোক সভার আয়োজন করে। সবুক্তগীন বুঝতে পারেন যে, এটা তাদের ষড়যন্ত্র। তাই তিনি এর কাছেও ঘেঁষেননি। ইযযুদ্দৌলার সঙ্গে তার দুশমনী দৃঢ়তর হয় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়ারীতে আরোহণ করে তুর্কীদের নিকট গমন করে দুই দিন যাবৎ ইযযুদ্দৌলার গৃহ অবরোধ করে রাখেন। বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাজলা এবং ওয়াসিত অঞ্চলে নির্বাসিত করে লুটতরাজ চালান। খলীফা মুতীকেও তাদের সঙ্গে পাঠাবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু খলীফা সুপারিশক্রমে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তাকে ক্ষমা করে গৃহে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়। ফলে বাগদাদে তুর্কী এবং সবুক্তগীনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তুর্কীরা দায়লামীদের বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন করে। সবুক্তগীন প্রকাশ্যে খিলাত (বিশেষ পোশাক) পরানো হয়। কারণ এরা ছিল তার সঙ্গে এবং দায়লামীদের বিরুদ্ধে। সুন্নীরা শীআদের উপর শক্তি অর্জন করে এবং তারা 'কারখ' অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ করে। কারণ তা ছিল রাফিযী তথা শীআদের আখড়া এবং তুর্কীদের হাতে সুন্নীদের বিজয় হয়। মুতী খিলাফত ত্যাগকরতঃ তদীয় পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত করেন এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

---

১. ইবনুল আছীরের কপি থেকে এখানে 'ইব্ন' শব্দটি বাদ পড়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বখতিয়ার তার কন্যাকে আবূ তাগলাবের কাছে বিবাহ দেন। এক্ষেত্রে কিতাবুল ইবার-এ আবূ তাগলাব স্থলে ছা'লাব (ثعلب) উল্লেখ করা আছে।

তায়ি'-এর খিলাফত এবং মুতী'-এর খিলাফত ত্যাগ

ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর উল্লেখ করেন যে, যিলকদ মাসের ১০ তারিখ[১] মতান্তরে ইবনুল জাওযী বলেন, দিনটি ছিল যিলকদ মাসের ১৯ তারিখ মঙ্গলবার, মুতী লিল্লাহ্ খিলাফতের দায়িত্বভার ত্যাগ করেন। আর তা এজন্য যে, পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার যবান[২] ভারী হয়ে পড়ে। তাই সবুক্তগীন দায়িত্ব ত্যাগকরতঃ তদীয় পুত্র তায়ি'-কে খিলাফতের দায়িত্ব নিয়োগ করার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলে খিলাফত ভবনে তায়ি'-এর পক্ষে হাজি তথা রক্ষীপ্রধান সবুক্তগীন-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করা হয়।

তার পিতা মুতী ১৯[৩] বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন শেষে পদত্যাগ করেন। কিন্তু পুত্রের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা নিয়েও সংকট দেখা দেয়। তায়ি'-এর নাম ছিল আবূ বকর আবদুল করীম ইবনুল মুতী' আবুল কাসিম। ইনি ব্যতীত আবদুল করীম নামে আর কেউ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। ইনি ব্যতীত আর কেউ পিতার জীবদ্দশায় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং ইনি ব্যতীত আর কেউ আবূ বকর নামে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।

বনূ আব্বাসের মধ্যে তাঁর চেয়ে বেশি বয়সে কেউ খিলাফত পরিচালনা করেননি। তিনি যখন দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৮ বছর। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ এবং তার নাম ছিল গায়ছ। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তাঁর মাতা বেঁচে ছিলেন। যখন তার নামে বায়আত বা শপথ নেয়া হয় তখন তার গায়ে চাদর ছিল আর তার সম্মুখে ছিল সবুক্তগীন এবং সৈন্য। পরদিন তিনি সবুক্তগীনকে শাহী খিলাত (পোশাক) পরিধান করান এবং তাঁকে উপাধি দেয়া হয় নাসিরুদ্দৌলা এবং তার হাতে ইমারতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ঈদুল আযহার দিন তায়ি' এমন অবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত হন, যখন তার পরিধানে ছিল কৃষ্ণ বস্ত্র। নামায শেষে জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত চমৎকার ভাষণ দেন। ইবনুল জাওযী 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, খিলাত পরিধান শেষে মুতী' লিল্লাহ শায়খে ফাযিল নামে অভিহিত হন।

মুয়িয আল-ফাতিমী এবং হুসায়নের মধ্যে লড়াই

মুয়িয আল-ফাতিমী যখন মিসরীয় অঞ্চলে আসন সুসংহত করে নেন এবং তথায় কায়রো শহর প্রতিষ্ঠা করে দুটি প্রাসাদ নির্মাণকরতঃ রাজত্ব সুদৃঢ় করে নেন তখন হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ কারামাতী 'আহসা' অঞ্চল থেকে এক বিশাল সঙ্গী দল নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হয়। আমীরুল আরব হাসসান ইব্ন জাররাহ্ আত-তাঈ সিরিয়ায় তার সঙ্গে যোগ দেয়। মুয়িয আল-ফাতিমী

---

১. ইকদুল ফরীদ গ্রন্থে (৫/১৩১) যিলহজ্জের ১৭ তারিখ এবং কিতাবুল ইবার (তারিখে ইব্ন খালদূন) যিলকদ মাসের মাঝামাঝি উল্লেখ করা হয়েছে।

২. দুওলুল ইসলাম (دول الاسلام) গ্রন্থে আছে (১/২২২) পক্ষাঘাত ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মুতী'-এর যবান ভারাক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৩৬০ সালে।

৩. এক্ষেত্রে তারীখে কামিল-এ ২৯ বছর ৫ মাস বলা হয়েছে, দিনের উল্লেখ নেই। ইব্ন খালদূনের কিতাবুল ইবারে ২৬ বছর ৬ মাস উল্লেখ করা হয়েছে (৩/৪২৮)। আল-মুনতাযাম (৭/১৬) এবং নিহায়াতুল আরাব (২৩/২০১)-এ ২৯ বছর ৪ মাস ২০ দিন উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইকদুল ফরীদ-এ (৫/১৩১) ৩ মাস ২০ দিন উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে জানতে পেরে হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ, তাদের সংখ্যা অনেক। তিনি তৎক্ষণাৎ কারামাতীর নিকট একখানা পত্র লিখেন। পত্রে তিনি বলেন, প্রাচীনকাল থেকে তোমাদের পুরুষদের আহ্বান আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসত। কাজেই আমাদের আহ্বানতো একই আহ্বান। পত্রে তিনি নিজের এবং পূর্ব পুরুষদের মান-মর্যাদার কথাও উল্লেখ করেন। পত্রের জবাবে সে লিখে :

وَصَلَ كِتَابُكَ الَّذِىْ كَثُرَ تَفْصِيْلُه وَقَلَّ تَحْصِيْلُه وَنَحْنُ سَائِرُوْنَ اِلَيْهِ عَلٰى اَثَرِه ـ

"তোমার পত্র হস্তগত হয়েছে, যাতে অনেক কিছুর উল্লেখ থাকলেও সারকথা কিন্তু অনেক কম। এ পত্রের পেছনে আমরা সেদিকে আসছি।" ওয়াস সালাম।

তারা সেখানে পৌঁছেই হত্যাযজ্ঞ এবং লুটপাট শুরু করে দেয় এবং বিপর্যয় ঘটায়। মুয়িয তখন বিপাকে পড়ে যান যে, কি করতে হবে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুকাবিলা করার মতো শক্তিও হ্রাস পায় তার সৈন্যদের। তাই সে প্রচারণার আশ্রয় নেন।

আমীরুল আরব হাসসান ইবনুল জাররাহ-এর নিকট তিনি গোপনে পত্র প্রেরণ করেন এবং এতে তাকে প্রতিশ্রুতি দেন। জনসমক্ষে সে অপমান বরণ করে নিলে তাকে এক লক্ষ দীনার দেওয়া হবে। হাসসান এ মর্মে তার কাছে দূত প্রেরণ করে যে, তুমি নিজের জন্য যা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছ তা আমার কাছে পাঠাও এবং তুমি যাদেরকে নিয়ে আসতে চাও নিয়ে এসো। সংঘর্ষকালে আমি সঙ্গীদেরকে নিয়ে পরাজয় বরণ করে নেব। তখন আর কারামাতীর কোন শক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে তুমি যেভাবে ইচ্ছা পাকড়াও করে নেবে। অতএব তিনি থলেতে ভরে এক লক্ষ দীনার তার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এর বেশির ভাগই ছিল জাল, পিতলের তৈরি। উপর থেকে স্বর্ণের প্রলেপ দিয়ে থলের নিচে রেখে দেয়া হয় আর উপরে রাখা হয় কিছু খাঁটি দীনার। এগুলো তার কাছে প্রেরণ করে পেছনে তিনি নিজেও সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। সঙ্গীদেরকে নিয়ে হাসসান পরাজয় বরণ করে নেয়। ফলে কারামাতী পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফাতিমী পক্ষ তাদের উপর শক্তি অর্জন করে এবং তারা প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কারামাতীরা হয় পরাভূত। তারা সেখান থেকে দূরে গিয়ে শোচনীয় ও হীন অবস্থায় আশ্রয় নেয়। মুয়িয আল-ফাতিমী তাদের পশ্চাতে দশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ নেতা আবূ মাহমূদ ইব্‌ন ইবরাহীমকে প্রেরণ করেন। যাতে তিনি কারামাতীদের বীজ উৎপাটন করে তাদের আগুন নিভাতে পারেন।

মুয়িয আল-ফাতিমী কারামাতীদের নিকট থেকে দামেশক ছিনিয়ে আনার ঘটনা

কারামাতী পরাজিত হলে মুয়িয আল-ফাতিমী একটা বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এ বাহিনীর আমীর বা নেতা নিযুক্ত করেন যালিম ইব্‌ন মাওহুব আল-আকীলীকে। তারা দামেশকে আগমনকরতঃ তীব্র অবরোধ শেষে তা অধিকার করে নেন এবং দামেশক শহরের মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) আবুল হীজা কারামাতী এবং তার পুত্রকে বন্দী করে। এ ছাড়া নাবলুসের বাসিন্দা জনৈক আবূ বকরকেও বন্দী করে। লোকটি ফাতিমীদের সমালোচনা করত এবং একথাও বলত যে, আমার কাছে যদি ১০টি তীর থাকত তাহলে একটা তীর নিক্ষেপ করতাম রোমকদের প্রতি এবং বাকি ৯টি তীরই নিক্ষেপ করতাম ফাতিমীদের প্রতি। তাকে গ্রেফতার করে মুয়িয

আল-ফাতিমীর সম্মুখে তার চামড়া ছিলে তাতে ভূষি ভরা হয় এরপর তাকে শূলীবিদ্ধ করা হয়। আবূ মাহমূদ আল-কায়িদ কারামাতীদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে দামেশক অভিমুখে অগ্রসর হয়। তখন যালিম ইব্‌ন মাওহূব নগরীর বাইরে তাকে অভিবাদন জানান, সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং নগরীর বাইরে তাকে অবস্থান করান। ফলে তার সঙ্গী-সাথীরা 'গূতা' অঞ্চলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তথাকার কৃষকদের মধ্যে লুটতরাজ চালায়। তারা রাস্তাঘাটও বন্ধ করে দেয়। ফলে গূতা অঞ্চলের লোকেরা শহর পানে ছুটে আসে। কারণ লুটতরাজ তারা অতিষ্ঠ ছিল। একদল নিহত ব্যক্তিকেও শহরে আনা হয়। যার ফলে আর্তচিৎকার বৃদ্ধি পায়। হাটবাজার বন্ধ হয়ে যায়। জনগণ যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। উভয়ে উভয় পক্ষের লোকেরা নিহত হয় এবং একাধিকবার জনতা পরাজিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বাবুল ফারাদীসের একাংশে অগ্নি সংযোগ করে। অনেক বাড়ি-ঘর এবং সম্পদ ভস্মীভূত হয়। যুদ্ধ স্থায়ী হয় এবং তা অব্যাহত থাকে ৩৬৪ সাল পর্যন্ত। যালিম ইব্‌ন মাওহূব ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও আরেক দফা শহরে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এ সময় মাহমূদের ভাগ্নে জায়শ ইব্‌ন সামসামাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। শহরে পানি সরবরাহের সকল ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ক্ষুধা-পিপাসায় বিপুল ফকীর-মিসকীন মারা যায়। মুয়িয আল-ফাতিমীর পক্ষ থেকে তাওয়াশী রাইয়ান আল-খাদিমকে শাসন নিয়োগ না করা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। তখন পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সকলে সুখ-শান্তি ফিরে পায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

পরিচ্ছেদ

বাগদাদে তুর্কীদের শক্তি বৃদ্ধি পেলে বখতিয়ার ইব্‌ন মুয়িযযুদ্দৌলা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি অবস্থান করছিলেন আহওয়ায অঞ্চলে। তখন বাগদাদে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি চাচা রুকনুদ্দৌলার নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি উযীর আবুল ফাত্হ ইবনুল আমীদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তেমনিভাবে তিনি চাচাতো ভাই আযুদুদ্দৌলা ইব্‌ন রুকনুদ্দৌলার নিকটও সাহায্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি জবাব দিতে বিলম্ব করেন। ইমরান ইব্‌ন শাহীনের নিকটও তিনি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। আবূ তাগলাব ইব্‌ন হামাদানের নিকট পত্র প্রেরণ করলে তিনি সাহায্য করার কথা প্রকাশ করলেও ভেতরে ভেতরে তিনি নিজে বাগদাদ অধিকার চাচ্ছিলেন। বাগদাদ থেকে তুর্কীরা বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়। এ বাহিনীর সঙ্গে খলীফা মুতী' এবং তাঁর পিতাও ছিলেন। তারা ওয়াসিত অঞ্চলে পৌছলে মুতী' ইন্তিকাল করেন এবং কয়েকদিন পর সবুক্তগীন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ দুজনের লাশ বাগদাদে আনা হয়। এ সময় তুর্কীরা আলপ্তগীন নামক জনৈক ব্যক্তিকে আমীর হিসাবে মেনে নিতে সম্মত হয়। সকলে একমত হয়ে বখতিয়ারের সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্য বের হয়। তখন সে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চাচাতো ভাই আযুদুদ্দৌলা তার উপর শক্তি অর্জন করেন। তিনি তার নিকট থেকে ইরাকের

রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং তার লোকদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ দেখা দেয় এবং তারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

এ বছর মক্কা-মদীনার হারমে খুতবা পাঠ করা হয় খলীফা মুয়িয আল-ফাতিমী-এর নামে। এ বছরই বনূ হিলাল এবং আরবের এক দল লোক হাজীদের কাফেলার উপর হামলা চালিয়ে অনেককে হত্যা করে। ফলে যারা বেঁচেছিল এ বছর আর তাদের পক্ষে হজ্জ করা সম্ভব হয়নি। এ বছরই সাবিত ইব্ন সিনান ইব্ন কুররা-এর ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। ২৯৫ সাল থেকে তার সূচনা হয়। আর এটাই ছিল মুকতাদিরের শাসনামলের সূচনা। এ বছর ওয়াসিত অঞ্চলে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়।

শরীফ আবূ আহ্মদ মূসাভী এ বছর জনতাকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। যারা ইরাকের রাস্তায় ছিল, তারা ছাড়া আর কেউ এ বছর হজ্জ করতে পারেনি। মদীনার পথে অনেককে পাকড়াও করা হয়। ফলে তাদের হজ্জ সমাপ্ত হয়ে যায়।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন :

আল-আব্বাস ইবনুল হুসায়ন

আবুল ফযল আস-সিরাজী। ইনি ছিলেন ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার ইব্ন মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ্-এর উযীর। ইনি ছিলেন সুন্নীদের সাহায্যকারী এবং তাদের গোঁড়া সমর্থক। ইনি ছিলেন তার মাখদূমের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইযযুদ্দৌলা তাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে মুহাম্মদ ইব্ন বাকিয়া আল-বাবাকে দায়িত্ব দেন, সে কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। তাকে আটক করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেখানে রবীউছ ছানী মাসে তাকে হত্যা করা হয়। এ সময় তার বয়স হয়ে ছিল ৫৯ বছর। তার মধ্যে যুলুম-অত্যাচার ছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবূ বকর আবদুল আযীয ইব্ন জা'ফর

হাম্বলী এই ফকীহ ব্যক্তি গোলাম নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। ইনি গ্রন্থকার, সংকলক এবং মুনাযারাকারীদের অন্যতম ছিলেন। আবুল কাসিম বাগদাদী এবং তার সমপর্যায়ের লোকদের নিকট থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। ৮০ বছরের বেশি বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, 'আল-মুকাম্মা' নামে তাঁর একটা গ্রন্থ আছে। যা ১০০ খণ্ডে সমাপ্ত। ৮০ খণ্ডের একটা গ্রন্থ আছে শাফী নামে। তাফসীর এবং উসূল বিষয়ে যাদুল মুসাফির খিলাফ মাআশ-শাফিঈ, কিতাবুল কাওলায়ন মুখতাসারুস-সুন্নাহ ইত্যাদি নামেও তাঁর গ্রন্থ রয়েছে।

আলী ইব্ন মুহাম্মদ

আবুল ফাতহ্ আল-বুস্তী বিশিষ্ট কবি। তাঁর একটা চমৎকার দীওয়ান (কাব্য সংকলন) আছে। মুতাবাকা এবং মুজানাসা বিষয়ে তার বেশ ক্ষমতা ছিল। নতুন নতুন কথা বলায়ও তিনি বেশ পটু ছিলেন। ইবনুল জাওযী তদীয় 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে তাঁর বেশ কিছু কবিতা সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি এই :

اِذَا قَنِعْتَ بِمَيْسُوْرٍ مِنَ الْقُوْتِ - بَقِيْتَ فِى النَّاسِ حُرًا غَيْرَ مَمْقُوْتٍ .

"তুমি যদি স্বল্প আহারে তুষ্ট থাক তবে লোকদের মধ্যে তুমি হবে স্বাধীন, শুনতে হবে না তোমাকে তিরস্কার।"

يَا قُوْتَ يَوْمِيْ اِذَا مَا دَرَّ خَلْفَكَ لِي - فَلَسْتُ اسى عَلى دُرٍّ وَّيَاقُوْتٍ ·

"হে আমার আজকের দিনের আহার যখন তুমিই আমার জন্য মণি-মুক্তা সদৃশ তখন মণি-মুক্তার জন্য আমার নেই কোন আফসোস, কোন দুঃখ।"

يَا اَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ مَذْهَبِيْ - لِيَقْتَدِيَ فِيْهِ بِمَنْهَاجِيْ ·

"হে সে ব্যক্তি, যে জানতে চায় আমার মাযহাব কি, যাতে সে এ ক্ষেত্রে আমার রীতি অনুসরণ করতে পারে।"

مِنْهَاجِيْ الْحَقُّ وَقَمْعُ الْهَوى - فَهَلْ لِمِنْهَاجِيْ مِنْ هَاجِيْ ·

"আমার রীতি হচ্ছে সত্য কথন এবং মনস্কামনা দমন, কেউ কি আছে আমার রীতির নিন্দাকারী?"

তিনি আরো বলেন,

اَفِدْ طَبْعَكَ الْمَكْدُوْدَ بِالْجِدِّ رَاحَةً - تَجِمْ وَعَلِّلْهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَزْحِ ·

"তুমি চেষ্টা করে উদ্ধৃত প্রবৃত্তিকে শান্তির পথে উৎসর্গ কর মাঝে-মধ্যে একটু হাস্য-রসিকতাও কর তার সঙ্গে।"

وَلكِنْ اِذَا اَعْطَيْتَ ذَالِكَ فَلْيَكُنْ - بِمِقْدَارِ مَا تُعْطِى الطَّعَامَ مِنَ الْمِلْحِ ·

"কিন্তু যখন তাকে এটা দেবে তখন যেন হয় আহার্যের মধ্যে যেন্ লবণ পরিমাণ !"

কবি আবূ ফিরাস ইব্ন হামাদান

তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দীওয়ান (কবিতা সংকলন) আছে। তদীয় ভ্রাতা সায়ফুদ্দৌলা তাঁকে হাররান এবং মামবাজ অঞ্চলে সহকারী শাসক নিয়োগ করেন। একবার রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়। পরে সায়ফুদ্দৌলা তাকে ছাড়িয়ে আনেন। এ বছর ৪৮ বছর বয়সে হঠাৎ তিনি মারা যান। তার অনেক ভাল কবিতা আছে, সেগুলোর অর্থও চমৎকার। তাঁর জন্য শোক প্রকাশকরতঃ ভাই সায়ফুদ্দৌলা বলেন,

اَلْمَرْءُ رِهْنُ مَصَائِبَ لاَ تَنْقَضِيْ - حَتّى يُوَارِى جِسْمُهُ فِيْ رَمْسِهِ -

"মানুষ বিবাহের হাতে এমনই বন্দী, যা কখনো শোধ হয় না, যতক্ষণ তার দেহকে কবরে ঢেকে দেয়া না হয়।"

فَمُؤَجِّلُ يُلْقِى الرَّدِيَّ فِيْ اَهْلِهِ - وَمُعَجِّلُ يُلْقِيْ الاَذى فِيْ نَفْسِهِ ·

"ভবিষ্যতের বিপদ এই যে, সে পরিবারে বিপদ ডেকে আনে, আর নগদ বিপদ এই যে, সে নিজেকে বিবাদে ফেলে।"

আবূ ফিরাস যখন কবিতা দুটি আবৃত্তি করেন তখন সেখানে জনৈক আরব উপস্থিত ছিল। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমিও কবিতা শুনাও দেখি। তখন আরব বেদুঈন বলে :

مَنْ يَتَمَنّى الْعُمْرَ فَلْيَتَّخِذْ - صَبْرًا عَلى فَقْدِ اَحْبَابِهِ ·

"যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কামনা করে তাকে বন্ধু হারাবার জন্য ধৈর্য অবলম্বনে অভ্যস্ত হতে হবে।"

وَمَنْ يُعَمَّرْ يَلْقَ فِيْ نَفْسِه - مَا يَتَمَنَّاهُ لأَعْدَائِه .

"আর যাকে দেয়া হবে দীর্ঘায়ু সে নিশ্চিত এমন কিছু দেখতে বসবে যা সে কামনা করত দুশমনের জন্য।"

ইবনুস সাঈ এ দুটি কবিতা সায়ফুদ্দৌলা কবিতার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তদীয় ভ্রাতা আবূ ফিরাসের জন্য তিনি কবিতাদ্বয় লেখেন। পক্ষান্তরে এগুলো আবূ ফিরাসের কবিতা বলে ইবনুল জাওযী মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য বহু পরে তার কবিতাদ্বয়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবূ ফিরাসের আরো কয়েকটি কবিতা পঙক্তি এই :

سَيَفْقِدُنِيْ قَوْمِيْ اِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ - وَفِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ

"অদূর ভবিষ্যতে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে তালাশ করবে, যখন শোধ হবে তাদের চেষ্টা। আর অন্ধকার রজনীতেই পূর্ণ চন্দ্র তালাশ করা হয়।"

وَلَوْ سَدَّ غَيْرِى مَا سَدَدْتُ اكْتَفَوْا - بِه وَمَا فَعَلَ النَّسْرُ الرَّفِيْقُ مَعَ الصَّقْرِ .

"আমি ব্যতীত অন্য কেউ যদি এমন সঠিক কথা বলে যেমন বলি আমি, তাহলে তারা তেমনি যথেষ্ট মনে করবে, যেমন করে থাকে শকুন তার সঙ্গী চিলের সঙ্গে।"

তাঁর কাসীদার কয়েকটি পঙক্তি :

اِلَى اللهِ اَشْكُوْ اَنَّنَا بِمَنَازِلَ - تَحْكُمُ فِيْ اَسَادِهِنَّ كِلاَبُ .

"আল্লাহ্‌র কাছেই আমার ফরিয়াদ, আমার রয়েছে মর্যাদা, মন্দের মধ্যে কর্তৃত্ব করছে কুকুরের দল।"

فَلَيْتَكَ تَحْلُوْا وَالْحَيَاةُ مَرِيْرَةٌ - وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالاَنَامُ غِضَابُ .

"তুমি যদি হতে মিষ্টি, জীবন যদি হত মুখপ্রদ, তুমি যদি হতে তুষ্ট আর সকলের মধ্যে থাকে রাগ!"

وَلَيْتَ الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ عَامِرٌ - وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ الْعَالَمِيْنَ خَرَابُ .

"আমার আর তোমার মাঝে সে স্থান তা যদি হয় আবাদ; আমার আর দু'জগতের মধ্যস্থল যদি হয় নষ্ট।"

৩৬৪ হিজরী সন

এ বছর আযুদুদ্দৌলা ইব্‌ন রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ তাঁর পিতার উযীর আবুল ফাত্‌হ ইবনুল আমীদকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াসিত শহরে আগমন করেন। ফলে আলপ্তগীন পলায়ন করে বাগদাদে তুর্কীদের নিকট গমন করে। পেছনে পেছনে আযুদুদ্দৌলাও গমন করেন এবং পূর্বাঞ্চলে অবস্থানকরতঃ বখতিয়ারকে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে দুদিক থেকে তুর্কীদেরকে প্রচণ্ডভাবে ঘেরাও করে ফেলেন। অন্য আরব শাসকদের তিনি নির্দেশ দেন আশপাশে লুটতরাজ চালিয়ে বাগদাদে রসদ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য। ফলে পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং লুণ্ঠনকারীদের অত্যাচারে

জনগণের জীবন ধারণ দুর্বিষহ হয়ে উঠে। আলপ্তগীন খাদ্য-শস্যের খোঁজে বাড়ি-ঘর লণ্ডভণ্ড করে। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত তুর্কী এবং আযুদুদ্দৌলার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং তাদেরকে লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ে। ফলে তারা 'তিকরীত' অঞ্চলে পলায়ন করে। এর ফলে আযুদুদ্দৌলা বাগদাদ শহর এবং আশপাশের নগরগুলো আয়ত্তে নিয়ে আসেন। তুর্কীরা তাদের খলীফাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু আযুদুদ্দৌলা তাকে সসম্মানে দারুল খিলাফত ফিরিয়ে আনেন। আর তিনি নিজে রাজধানীতে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় বখতিয়ারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। বলতে গেলে এখন আর তার কাছে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। সে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং দারোয়ান-প্রহরী এবং লিপিকারদেরকে বের করে দেয় এবং নিজে কর্তৃত্ব ত্যাগ করে। আর এমন কিছুই করে আযুদুদ্দৌলার পরামর্শক্রমে। এ কারণে আযুদুদ্দৌলা বাহ্যত তার প্রতি দয়া করেছেন, তাকে রক্ষা করেছেন; কিন্তু গোপনে ইঙ্গিত করেন তাকে গ্রহণ না করার জন্য। ফলে তার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়নি। উভয়ের মধ্যে এ নিয়ে কথাবার্তা হয়। বখতিয়ার বাহ্যত বিরত থাকার পক্ষে পীড়াপীড়ি করে; কিন্তু আযুদুদ্দৌলা তাকে বাধ্য করেন এবং তিনি লোকজনের সম্মুখে এ কথা প্রকাশ করেন যে, প্রশাসনিক কর্মে অক্ষম বলেই তিনি এমনটি করছেন। ফলে তিনি বখতিয়ার তার পরিবার-পরিজন এবং ভাইদেরকে আটক করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশে খলীফা তায়ি' আনন্দিত হন এবং আযুদুদ্দৌলা খিলাফতের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি দারুল খিলাফতকে নবপর্যায়ে সজ্জিত করেন যার ফলে নগরীর প্রতিটি মহল্লা ঝলমল করে উঠে এবং খলীফার দরবারে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন। আর বিপদ সৃষ্টিকারী তুর্কী দুষ্ট লোকদেরকে হত্যা করেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লুটেরাদের কারণে বাগদাদে বিরাট বিপদ নেমে আসে। তারা বাবুশ-শাঈর বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে। অশ্বারোহণকরতঃ এরা নিজেদেরকে 'ফুয়াদ' তথা নেতা উপাধিতে যাহির করে। সড়ক আর বাজারের প্রহরীদেরকে গ্রেফতার করে। জনগণের বেশ অসুবিধা দেখা দিয় এমনকি জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি জনৈক কৃষ্ণকায় দরিদ্র ব্যক্তি কিস্তিতে কারবার করে অনেক টাকা-কড়ির মালিক হয়। তখন এক হাজার দীনারের বিনিময়ে সে একটা দাসী ক্রয় করে। দাসীটি তার কব্জায় এলে সে তার নিকট মনস্কামনা পূর্ণ করতে চায়। দাসী অস্বীকার করে। লোকটি দাসীকে জিজ্ঞাসা করে, আমার কোন্ জিনিসটা তোমার অপছন্দ হয়? সে বলল, কেন তোমার সবকিছুই আমার অপছন্দ। তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, তাহলে তোমার পছন্দ কি? সে বলল, তুমি আমাকে বিক্রি করে দাও। লোকটি বলল, এর চেয়ে উত্তম আর কি কাজ হতে পারে! এ বলে তাকে কাযীর দরবারে নিয়ে যায় এবং আযাদ করে দেয়। অতিরিক্ত হাজার দীনার দিয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। লোকটির এহেন ধৈর্য ও ভদ্রতা দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়। অথচ সে ছিল একজন পাপাচারী ব্যক্তি এবং তার ক্ষমতাও ছিল। ইবনুল জাওযী আরো বলেন, মুহাররম মাসে খবর আসে যে, এ বছর হজ্জের মৌসুমে মক্কা মুআযযামা এবং মদীনা মুনাওওয়ারায় মুয়িয আল-ফাতিমীর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। খলীফা তায়ি'-এর নামে খুতবা পাঠ করা হয়নি। ইবনুল জাওযী আরো বলেন, এ বছর রজব মাসে বাগদাদ শহরে পণ্য দ্রব্যের

মূল্য বৃদ্ধি পায়। এমনকি এক কর (বাগদাদের স্থানীয় পরিমাণ বিশেষ) পরিমাণ আটা ১৭০ দীনারেরও বেশি মূল্যে বিক্রি হয়। তিনি একথাও বলেন যে, এ বছর আযুদুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ্-এর ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সৈন্যরা তার থেকে দূরে সরে যায়। কেবল বাগদাদ শহর ছাড়া আর কোথাও সৈন্যরা তার সঙ্গে ছিল না। বিষয়টা অভিযোগের আকারে তিনি পিতাকে লিখে জানান। তিনি চাচাতো ভাই বখতিয়ারের সঙ্গে গাদ্দারীর জন্য তিরস্কার করে তাকে পত্র দেন। এ পত্র যখন তার হস্তগত হয় তখন তিনি বাগদাদ থেকে পারস্যের উদ্দেশ্যে বের হন। এর পূর্বে তিনি চাচাতো ভাইকে কারাগার থেকে বের করে আনেন, তাকে খিলাত দান করেন এবং পূর্ব পদে বহাল করেন। অবশ্য তার সঙ্গে এ শর্ত করে নেন যে, তিনি ইরাকে তাঁর নায়িব (স্থলাভিষিক্ত) হবেন এবং তার নামে খুতবা পাঠ করা হবে। তৎসঙ্গে তদীয় ভ্রাতা আবূ ইসহাককে সেনাপ্রধান করে পাঠান। কারণ, বখতিয়ারের প্রশাসনে দুর্বলতা দেখা দেয়। তিনি নিজ দেশেই যথারীতি বহাল থাকেন। আর এসব কিছুই করেন তিনি পিতার পরামর্শ অনুযায়ী। বখতিয়ারের ব্যাপারে পিতা তাকে এ পরামর্শই দিয়েছিলেন। চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে গাদ্দারীর কারণে তার অসন্তুষ্টির ফলেও তিনি এটা করেন। আর পত্র বিনিময়েও করেছেন চাপাচাপি। তার চলে যাওয়ার পর তার পিতার উযীর আবুল ফাত্হ ইবনুল আমীদকে বাদ দেয়া হয়। ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার বাগদাদ এবং ইরাকে আসন গেড়ে বসার পর চাচাতো ভাই আযুদুদ্দৌলার সঙ্গে কৃত ওয়াদা একটাও পূর্ণ করেনি। নিজের জন্য যা কর্তব্য বলে স্থির করেছিল তাও পূর্ণ করেনি। বরং পুরাতন গোমরাহী আর বিভ্রান্তিতেই অবিচল ছিল। পুরাতন রাফিযী মতবাদ নিয়েই মেতে ছিল, সে পথেই চলে, যা ছিল অস্থিতিশীল, অস্থায়ী।

তিনি আরো বলেন, এ বছর যিলকদ মাসের ১০ তারিখ বৃহস্পতিবার খলীফা তায়ি' ইযদুদ্দৌলার কন্যা শাহবাযকে এক লক্ষ দীনার মহর-এ বিবাহ করেন এবং এই যিলকদ মাসেই কাযী আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ ইব্ন উম্মু শায়বানকে পদচ্যুত করেন এবং উক্ত পদে মুহাম্মদ নিযুক্ত করেন। এ বছর ফাতিমীরা হজ্জে ইমামতি করে এবং হারামাইনে তাদের জন্য খুতবা পাঠ করা হয়; তায়ি'-এর জন্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

ফাতিমীদের হাত থেকে দামেশক শহর উদ্ধার

ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর তদীয় ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-কামিল'-এ উল্লেখ করেন যে, মুয়িযযুদ্দৌলার ভৃত্য আলপ্তগীন, যে তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তুর্কী, দায়লামী এবং আরবী সকল শ্রেণীর সৈন্যরা তার সঙ্গেই যোগ দিয়েছিল। তিনি এ বছর দামেশক শহরে অবস্থান করেন, তখন ফাতিমীদের পক্ষ থেকে দামেশকের শাসনকর্তা ছিল রাইয়ান আল-খাদিম। শহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের প্রতি ফাতিমীদের যুলুম-অত্যাচার এবং বিশ্বাস বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের অভিযোগ পেশ করে এবং দামেশক অভিযান চালিয়ে তা মুক্ত করার জন্য তারা তার নিকট আবেদন জানায়। তখনই তিনি দামেশক অধিকার করতে মনস্থ করেন। এ প্রতিজ্ঞার কথা যিনি সর্বদা স্মরণ রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত দামেশক শহর অধিকারকরতঃ রাইয়ান আল-খাদিমকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের লালন করেন। তিনি দামেশকের সুশাসন

প্রতিষ্ঠা করেন আর খেল-তামাশা বন্ধ করেন। যেসব বেদুঈন সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তিনি সেসব লোকের হাত স্তব্ধ করে দেন। অপরাধের আখড়াগুলো দখল করে সেখান থেকে অপরাধীদের বিতাড়িত করেন। তার হাতে সবকিছু ঠিকঠাক এবং নগরবাসীদের জীবন শান্তি-স্বস্তি এবং স্থিতি ফিরে এলে মুয়িয আল-ফাতিমী তাঁকে পত্র মারফত অভিনন্দন জ্ঞাপনকরতঃ তার প্রচেষ্টার জন্য শুকরিয়া জানান এবং তাকে খিলাত পড়াবার জন্য নিজের কাছে ডাকেন এবং প্রতিনিধি করার কথা জানান। কিন্তু আলপ্তগীন এ পত্রের কোন জবাবই দেননি; বরং তিনি সিরিয়ায় তার নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দিয়ে তায়ি' আব্বাসীর নামে খুতবা চালু করেন। এরপর তিনি 'ছায়দ' অঞ্চলে চালু করেন। সেখানে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক লোক ছিল। আর তাদের শাসনকর্তা ছিলেন ইবনুশ শায়খ। তাদের মধ্যে যালিম ইব্ন মাওদূব আল-উকায়লীও ছিলেন, যিনি দামিশকে মুয়িয আল-ফাতিমীর নায়িব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইনি দামেশকের লোকজনের চরিত্রে খারাব প্রভাব ফেলেন। আলপ্তগীন সেখানে পৌঁছে তাদেরকে অবরোধ করে ফেলেন। অবরোধ এমনই দীর্ঘ হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাদের হাত থেকে শহর উদ্ধার করেন। প্রায় চার হাজার বন্দীকে হত্যা করেন। এরপর তাবারিয়া অঞ্চলের অভিপ্রায়ে বের হন এবং এলাকার লোকজনের সঙ্গেও অনুরূপ আচরণ করেন। এ সময় মুয়িয আল-ফাতিমী স্বয়ং তার মুকাবিলায় বের হওয়ার সংকল্প করেন। তিনি যখন সৈন্য-সংগ্রহ করছিলেন এ সময় ৩৬৫ সালে মুয়িয আল-ফাতিমী ইন্তিকাল করেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তাঁর ইনতিকালের পর তদীয় পুত্র আল-আযীয তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

তাঁর মৃত্যুর ফলে আলপ্তগীন সিরিয়ায় নিরাপদ বোধ করেন। ফলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এরপর মিসরীয়রা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা জাওহার আল-কায়িদকে আলপ্তগীনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করবে। সে যুদ্ধ করে তার হাত থেকে সিরিয়াকে উদ্ধার করবে। এ সময় সিরিয়াবাসীরা এ মর্মে শপথ করে যে, আমরা ফাতিমীদের বিরুদ্ধে এবং আপনার পক্ষে থাকব। আলপ্তগীনের নিকট উপস্থিত হয়ে তারা এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। তারা তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে একথাও জানায় যে, আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না। ইতিমধ্যে জাওহার উপস্থিত হন এবং ৭[১] মাস দামেশক শহর তীব্রভাবে অবরোধ করে রাখেন। এ সময় জাওহার আলপ্তগীনের বীরত্বের নমুনা দেখার সুযোগ লাভ করে। পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে। এ সময় জনৈক দামেশকী আলপ্তগীনকে পরামর্শ দেয় হুসায়ন[২] ইব্ন আহ্মদ কারামাতীকে পত্র লেখার জন্য। এ সময় হুসাইন কারামাতী 'আহসা' অঞ্চলে অবস্থান করছিল। পত্রে উল্লেখ করা হয় যেন পত্র পাওয়া মাত্র সে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। পত্র পেয়ে সে সাহায্য করার জন্য রওয়ানা হয়। জাওহার এ সম্পর্কে জানতে পেরে ভাবল যে, ভেতরে এবং বাইরে দুজন দুশমনের সঙ্গে একই সময় মুকাবিলা করা সম্ভব হবে না, তাই সে রামাল্লা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু আলপ্তগীন এবং কারামাতীরা প্রায় ৫০ হাজার লোক নিয়ে পেছন থেকে ধাওয়া করে। রামাল্লা থেকে ও ৩ মাইল দূরে 'নাহরে

---

১. কিতাবুল ইবার নামে পরিচিতি তারীখে ইব্ন খালদূনে ৭ মাসের স্থলে ২ মাস উল্লেখ করা হয়েছে।

২ তারীখ আল-কামিলে (৮/৬৫৮) হুসায়নের পরিবর্তে হাসান উল্লেখ আছ। পক্ষান্তরে ইব্ন খালদূনের কিতাবুল ইবারে (৪/৫২) উল্লেখ আছে الاعصم।

তাওয়াহীন' নামক স্থানে তাদেরকে পেয়ে যায়। তারা রামাল্লায় জাওহারকে অবরোধ করে ফেলে। খাদ্য-এবং পানীয়ের অভাবে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি সঙ্গী-সাথী নিয়ে তার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। ফলে জাওহার আলপ্তগীনের কাছে এ মর্মে প্রস্তাব প্রেরণ করে যে, আমরা উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে একত্র হব। সে এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরপর জাওহার অব্যাহতভাবে বিনয়ের সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আবেদন জানায়। ছেড়ে দিলে সে সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে উস্তাদের নিকট গমন করে শুকরিয়া জ্ঞাপনকরতঃ তার কল্যাণ কামনা করবে। এ ব্যাপারে কারামাতীর কোন কথাই শোনবে না সে। জাওহার ছিল এক ধুরন্ধর ব্যক্তি। আলপ্তগীন এ প্রস্তাব মেনে নিলে কারামাতী তাকে তিরস্কার করে। বলে, আমার মতামত তো এই ছিল যে, আমরা তাদেরকে অবরোধ করে রাখব, যাতে তাদের শেষ লোকটি পর্যন্ত মারা যায়। কারণ, জাওহার এখান থেকে বের হয়ে তার উস্তাদের কাছে যাবে এবং সৈন্য সংগ্রহ করে আসবে আমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। আর তাদের মুকাবিলা করার শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নেই। সে যা বলেছে ব্যাপার তাই ছিল। কারণ আলপ্তগীন যখন জাওহারকে বন্দীদশা মুক্ত করে তখন আলপ্তগীনের জন্য আযীযকে তার বিরুদ্ধে হামলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এমনকি আযীয পর্বতসম মজবুত লোক নিয়ে অগ্রসর হয়। সঙ্গে ছিল আরো অনেক লোক-লস্কর, অনেক রসদ সম্ভার। অনেক মাল-সামান আর তাদের অগ্রভাগে ছিল জাওহার আল-কায়িদ। আলপ্তগীন এবং কারামাতীরা সৈন্য-সামন্ত এবং বেদুঈনদের সংগ্রহ করে রামাল্লা অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং সেখানে ৩৬৭ সালের মুহাররম মাসে লড়াই শুরু হয়। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর আযীয আলপ্তগীনের শৌর্য-বীর্য আর বীরত্ব প্রত্যক্ষকরতঃ এ মর্মে তার নিকট পত্র প্রেরণ করেন যে, বশ্যতা আর আনুগত্য স্বীকার সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেলে তাকে সেনাবাহিনী প্রধান করা হবে এবং তার সঙ্গে চরম ভাল আচরণ করা হবে। এতদশ্রবণে আলপ্তগীন দুই সারির মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে এবং আযীযের সম্মুখে মাটি চুম্বন করে। এরপর এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করে যে, বর্তমান অবস্থার আগে এমনটি হলে তা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত। কিন্তু এখন তো আর তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এ কথা বলে অশ্বারোহণপূর্বক আযীযের বাম পার্শ্বের সৈন্য-দলের (মায়সারা) উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং পদাতিক, অশ্বারোহীকে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। এ সময় মধ্যস্থল থেকে আযীয বেরিয়ে আসে এবং মায়মানা বাহিনী অর্থাৎ ডান দিকের সেনাদলকে নির্দেশ দিলে তারা এমন বস্তুনিষ্ঠ তীব্র হামলা চালায়, যাতে কারামাতীরা পরাভূত হয় এবং অবশিষ্ট সিরীয় সৈন্যরাও তাদের অনুসরণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের সৈন্যরাও পেছন থেকে হামলা চালিয়ে যাকে ইচ্ছা হত্যা আর যাকে ইচ্ছা বন্দী করে। আর পশ্চাতে ঘোড়া নিয়ে সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে আযীয সিরীয়দের তাঁবুতে আশ্রয় নেয় এবং তাদের পেছনে সৈন্যদেরকে লেলিয়ে দেয়। এ ঘোষণাও প্রচার করে যে, যে কেউ বন্দী নিয়ে আসবে তাকে খিলাত (বিশেষ পুরস্কার) দানে ভূষিত হবে। এ ঘোষণাও প্রচার করে যে, কেউ আলপ্তগীনকে ধরে আনতে পারলে ১ লক্ষ দীনার পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঘটনাচক্রে এ সময় আলপ্তগীন ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। এ সময় সে মাফরাজ ইব্‌ন দিগফালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। লোকটি ছিল তার সাথী। আলপ্তগীন তার কাছে পানি চাইলে সে তাকে পানি পান করায় এবং একটা গৃহে অবস্থান করতে দেয়। আর আযীযের

নিকট খবর পাঠায় যে, তুমি যাকে খুঁজছ সে তো আমার কাছে আছে। আমার কাছে মাল পাঠাও এবং শিকার নিয়ে যাও। সে তার কাছে এক লক্ষ দীনার প্রেরণ করে এবং তাকে তার কাছে নিয়ে হাযির করার জন্য লোক পাঠায়। আলপ্তগীনকে যখন পাকড়াও করা হয় তখন তাকে যে হত্যা করা হবে সে ব্যাপারে তার মনে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু তাকে যখন আযীযের কাছে নেয়া হয় তিনি তাঁকে খুব সম্মান করেন। মাল-সামান সবই তাকে ফেরৎ দেন। কোন কিছুই হারায়নি, নষ্ট হয়নি। বিশেষ সাথী এবং আমীরের মর্যাদায় তাকে অভিষিক্ত করেন। কাছের ভবনে তার থাকার ব্যবস্থা করেন। সসম্মানে তাকে মিসরীয় অঞ্চলে ফেরত পাঠান। সেখানে তাকে মূল্যবান ভূসম্পদ দান করা হয় এবং কারামাতীর নিকট লিখে পাঠান হয় যেন তাকে সম্মুখে আনা হয় এবং আলপ্তগীনের মতো তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু তিনি তার সম্মুখে উপস্থিত হতে বিরত থাকেন এবং তাকে ভয় পান। তবে তার কাছে ২০ হাজার দীনার প্রেরণ করেন এবং প্রতি বছর এ পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করা স্থির করেন। যাতে এ দ্বারা তিনি অভাব-অনটন আর অনিষ্ট রোধ করতে পারেন। এভাবে আলপ্তগীন আযীযের নিকট সম্মানে অবস্থান করতে থাকেন। যতক্ষণ না তার এবং উযীর ইব্‌ন কাল্‌ম-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত উযীর তাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করায়।

আযীয এ সম্পর্কে জানতে পেরে উযীরের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে ৪০ দিনের বেশি আটক রাখেন। এ ছাড়াও তার কাছ থেকে ৫ লক্ষ দীনার জরিমানা আদায় করেন। এরপর যখন দেখলেন যে, তাকে ছাড়া চলবে না তখন পুনরায় তাকে উযীর হিসাবে গ্রহণ করেন। এ হলো ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের বর্ণনার সার সংক্ষেপ।

এ বছর সেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের মধ্যে হলেন :

তুর্কী দারোয়ান সবুক্তগীন

এ ব্যক্তি ছিলেন দায়লামী শাসনকর্তা আল-মুয়িয-এর আযাদ করা দাস এবং তাঁর দারোয়ান। পদ-মর্যাদার উন্নতি করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, খলীফা তায়ি' তাকে আমীরের পদে নিযুক্ত করেন। তাকে বিশেষ খিলাতে ভূষিত করেন এবং পতাকাও দান করেন। তাকে নূরুদ্দৌলা তথা রাষ্ট্রের আলো উপাধিতে ভূষিত করেন। এ পদে তার বহাল থাকার মুদ্দত ছিল ২ মাস ১০ দিন। তাকে বাগদাদে দাফন করা হয়। বাগদাদে তার নিবাস ছিল শাহী নিবাস। এটি ছিল বাগদাদের এক বিশাল ভবন। এক আলীশান প্রাসাদ।

ঘটনাক্রমে একদা তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পতিত হয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পান। মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে যায়। চিকিৎসকের চিকিৎসার পর তিনি সোজা হতে এবং নামায আদায় করতে সক্ষম হয়ে উঠেন। তবে রুকূ করতে পারতেন না। এতে চিকিৎসককে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। চিকিৎসককে তিনি বলতেন আমি যখন আমার ব্যথা আর আপনার চিকিৎসার কথা স্মরণ করি তখন আমার মনে হয়, আপনার হক আদায় করার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু যখন আমার পৃষ্ঠ দেশে আপনার পদ স্থাপনের কথা মনে পড়ে তখন আপনার প্রতি আমার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধের উদ্রেক হয়।

এ বছর মুহাররম মাসের ৭ দিন অবশিষ্ট থাকতে তার মৃত্যু হয়। তিনি অগাধ ধন-সম্পদ রেখে যান। তন্মধ্যে এক কোটি দীনার, দশ লক্ষ দিরহাম, ২ সিন্দুক হীরা-জওহর-মনি-মাণিক্য, ১৫ সিন্দুক পান্না, ৪৫ সিন্দুক স্বর্ণের বাসন-কোসন-পানপাত্র ১৩০টি স্বর্ণের পেয়ালা, এগুলোর মধ্যে ৫০টি ছিল এমন, যার এক একটি ওজন ছিল এক হাজার দীনারের সমান, ৬০০ রৌপ্যের সওয়ারী, ৪ হাজার পিস রেশমী বস্ত্র, দশ হাজার পিস দেবকী ও ইতাবী বস্ত্র, ৩০০ পিস মূল্যবান ফরাশ, ৩ হাজার অশ্ব, ১ হাজার উষ্ট্র, ৩০০ গোলাম, ৪০ জন খাদিম। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ বকর বায্যার-এর নিকট যা গচ্ছিত ছিল, এগুলো তার অতিরিক্ত।

৩৬৫ হিজরী সন

এ বছর রুকনুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ বার্ধক্য হেতু তাঁর রাজ্য সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আযুদুদ্দৌলাকে তিনি দেন পারস্য দেশ, কিরমান এবং আরজান অঞ্চল। মুয়ায়্যিদুদ্দৌলাকে তিনি দেন রায় এবং ইস্পাহান অঞ্চল, ফখরুদ্দৌলাকে দান করেন হামাদান এবং দীনাওয়ার অঞ্চল আর সন্তান আবুল আব্বাসকে তিনি আযুদুদ্দৌলার দায়িত্ব ন্যস্তকরতঃ কিছু অসিয়ত করেন। এ বছর কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) আবূ মুহাম্মদ ইব্ন মারূফকে বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়ে ইযযুদ্দৌলার গৃহে বসার নির্দেশ দেয়া হয়। তাই ইযযুদ্দৌলার উপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি নিষ্পত্তি করেন।

এ বছরই আযীয ফাতিমীর পক্ষ থেকে মিসরীদের আমীর লোকজনকে হজ্জ করান। ইতোপূর্বে মক্কাবাসীদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে তারা বেশ অসুবিধা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়। মক্কা নগরীতে পণ্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এ বছর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর বলেন, আফ্রিকান অঞ্চলের উপর মুয়িয আল-ফাতিমীর নায়িব ইউসুফ বিলকীন[১] 'সাব্তা' অঞ্চলে গমনকরতঃ পর্বতের উপর থেকে ঐ অঞ্চলের দিকে তাকালে হালকা বৃষ্টি হয়। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, কোন্ দিক থেকে ঐ এলাকাকে অবরোধ করবেন। এরপর তিনি অর্ধ দিবস ঐ এলাকাকে অবরোধ করে রাখলেন। এতেই তথাকার লোকজন ভীষণ ভয় পেল। এরপর তথা হতে পশ্চিম অঞ্চলে অপর একটা শহর অভিমুখে অগ্রসর হন, যাকে বলা হয় বসরা। তিনি শহরটি লুটপাট এবং তছনছ করার নির্দেশ দেন। তথা থেকে গমন করেন 'বারগুয়াতা' শহর অভিমুখে। সেখানে একজন লোক ছিলেন যাকে বলা হত ঈসা[২] ইব্ন উম্মুল আনসার। আর ইনি ছিলেন তথাকার শাসক। তার যাদুমন্ত্র, ভেল্কীবাজী এবং নবী বলে দাবী করায় লোকেরা ভীত হয়ে তার আনুগত্য করে। জনগণের জন্য শরীআত প্রণয়ন করে। আর লোকেরা সে শরীআত মেনেও চলত। বিলকীন তাদের সঙ্গে লড়াই করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে এবং এ পাপিষ্ঠ লোকটিকে হত্যা করে। তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং সন্তানদের বন্দী করে নেয়। উক্ত অঞ্চলের লোকজনের বর্ণনা মতে তৎকালে সে অঞ্চলে তাদের চেয়ে সুদর্শন অন্য কোন লোক তথায় দেখা যায়নি।

---

১. ইব্ন আযারা রচিত আল-বায়ান আল-মাগরিব গ্রন্থে (১/২৩১) এ ক্ষেত্রে ইউসুফ বিলকীনের স্থলে আবুল ফুতূহ উল্লেখ করেন। ৩৬৭ হিজরী সনে সাবতা শহরে পৌঁছার কথা উল্লেখ করেন।

২ তারিখে আল-কামিল গ্রন্থে (৮/৬৬) ঈসার স্থলে 'আবাসা' উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন :

আহ্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ

আবূ বকর খাতালী। তার রচিত একটা বৃহৎ মুসনাদ গ্রন্থ রয়েছে (মুসনাদে কাবীর)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, আবূ মুহাম্মদ আল-কাজ্জী ছাড়াও তিনি আরো অনেকের কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইমাম দারাকুতনী প্রমুখও তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। নির্ভরযোগ্য এ ব্যক্তি প্রায় ৭০ বছর আয়ু লাভ করেন। 'আল-কামিল' গ্রন্থে ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের বর্ণনা মতে বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা সাবিত ইব্ন সিনান ইব্ন সাবিত ইব্ন কুররা আসসাবীও এ বছর ইন্তিকাল করেন।

হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ

আবূ আলী আল-মাসরজাসী নামে পরিচিত এ ব্যক্তি ছিলেন হাদীসের হাফিয। দূর-দূরান্ত সফর করে অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ১ হাজার ৩শ খণ্ডে এক বিশাল মুসনাদ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে হাদীসের সনদ এবং রাবী সম্পর্কেও আলোচনা করেন। রিওয়ায়াত এবং রাবীর ত্রুটি সম্পর্কেও কথা বলেন। আল-মাগাযী এবং আল-কাবায়িল নামেও তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। সহীহ ইত্যাদি উৎস নিয়েও আলোচনা করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, তার পরিবারে এবং তাঁর বংশে ১৯জন মুহাদ্দিস ছিলেন। এ বছর রজব মাসে তাঁর ওফাত হয়।

আবূ আহ্মদ[১] ইব্ন আদী আল-হাফিয

আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ আহ্মদ আল-জুরজানী আবূ আহ্মদ ইব্ন আদী হাদীসের বড় হাফিয, কল্যাণকর, ইমাম, আলিম, জবাবদাতা, হাদীস বর্ণনাকারী, পর্যটক। হাদীসশাস্ত্রে বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ 'আল-কামিল' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর আগে এবং পরে কেউ অনুরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করেনি। দারাকুতনী সূত্রে হামযা বলেন, এ বিষয়ে এ গ্রন্থটি যথেষ্ট এর সঙ্গে সংযোজন করার কিছু নেই। আবূ আহ্মদ ইব্ন আদী ২৯৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরই আবূ হাতিম রাযীও ইন্তিকাল করেন। এ বছরই জমাদিউছ ছানী মাসে ইব্ন আদীও ইন্তিকাল করেন।

আল-মুয়িয আল-ফাতিমী

ইনি ছিলেন কায়রো নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। মা'আদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ আবূ তামীম। ইনি নিজেকে ফাতিমী বলে দাবী করতেন। ইনি ছিলেন মিসরীয় অঞ্চলের শাসনকর্তা। ফাতিমীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম মিসরীয় অঞ্চলের শাসক হন। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে আফ্রিকা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইনিই সর্বপ্রথম বাদশা হন। ৩৫৮ হিজরীতে ভৃত্য জাওহার আল-কায়িদকে প্রেরণ করেন। তিনি কাফূর আল-আখশীদীর সঙ্গে লড়াই করে তার জন্য মিসর দেশ জয় করেন, একথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন থেকে মিসরে ফাতিমীরা শক্ত আসন গেড়ে বসে। ইনি কায়রো নগরী পত্তন করেন, বাদশার জন্য প্রাসাদ

১. তার নাম আবদুল্লাহ্। ইনি ইবনুল কাত্তান নামেও পরিচিত। (তাযকিরাতুল হুফফায, ৩/৯৪০ দ্রষ্টব্য)।

নির্মাণ করেন এবং শাহী মহল ছিল ২টি প্রাসাদ এবং সেখানে ৩৬২ সনে মুয়িয আল-ফাতিমীর নামে খুতবা পাঠের রীতি চালু করেন। এরপর মুয়িয আল-ফাতিমী রওয়ানা করেন, সঙ্গে বিপুল সৈন্য-সামন্ত আর আমীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে পৌছলে বিপুল জনতা তাকে অভ্যর্থনা জানায়। অভ্যর্থনাকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি এক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি এ কথা দাবী করেন যে, তিনি মযলূমকে যালিমের হাত থেকে উদ্ধার করবেন। এ ভাষণে তিনি নিজের বংশধারার জন্য গর্ব করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাধ্যমে উম্মাহর প্রতি রহম করেছেন। এত সব দাবী সত্ত্বেও ইনি ছিলেন ভেতরে এবং বাইরে রাফিযী। কাযী বাকিল্লানী বলেন, নিছক কুফরী ছিল তাদের ধর্ম এবং আকীদা-বিশ্বাস ছিল রাফিযী। অনুরূপভাবে তাঁর শাসন যন্ত্রের কর্তা ব্যক্তি। তার অনুগত এবং সাহায্যকারী এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীরাও ছিল রাফিযী। আল্লাহ্ তাদের অমঙ্গল করুন।

একদা তার সম্মুখে একজন আবিদ-যাহিদ, পরহেযগার-মুত্তাকী ব্যক্তিকে হাযির করা হয়। তিনি ছিলেন আবূ বকর নাবলুসী। মুয়িয আল-ফাতিমী তাকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি বলেছ, আমার নিকট যদি ১০টি তীর থাকত তাহলে ৯টি তীর নিক্ষেপ করতাম রোমকদের প্রতি এবং একটি তীর নিক্ষেপ করতাম মিসরীদের প্রতি। তখন নাবলুসী বললেন, এমন কথা আমি বলিনি। এতে মুয়িয আল-ফাতিমী মনে করলেন যে, হয়ত তিনি তার কথা থেকে ফিরে এসেছেন। বললেন, তাহলে কি বলেছিলে? তিনি বললেন, উচিৎ হলো তোমার প্রতি ৯টি আর রোমকদের প্রতি ১টি তীর নিক্ষেপ করা। মুয়িয আল-ফাতিমী বললেন, কেন? তিনি বললেন, তুমি উম্মাহর দীনে পরিবর্তন সাধন করেছ, ভাল ভাল লোকজনকে হত্যা করেছ এবং খোদায়ী নূর নির্বাপিত করেছ। এমন এমন দাবীও তুমি করেছ। যার যোগ্য তুমি নও। যে দাবী করা তোমার জন্য শোভা পায় না। তখন প্রথম দিন তাকে শহরে ঘুরাবার নির্দেশ দেন, দ্বিতীয় দিন কঠোরভাবে চাবুক মারার এবং তৃতীয় দিন তার চামড়া ছিলে ফেলার নির্দেশ দেন। এরপর জনৈক ইয়াহূদীকে আনা হয়। ইয়াহূদী তার চামড়া খসাচ্ছিল আর তিনি তখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন। ইয়াহূদী বলে, এতে তার জন্য আমার মনে দয়ার উদ্রেক হয়। আমি যখন তার বক্ষ পর্যন্ত পৌছি তখন তাকে ছোরা দ্বারা আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তাকে শহীদ বলা হয় এবং তাঁর নিসবতে নাবলুসবাসীদেরকে শহীদ তনয় বলা হয়। এখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ মঙ্গল ও কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা মুয়িয আল-ফাতিমী-এর অমঙ্গল করুন।

কিন্তু তার মধ্যে বীরত্ব, শক্তি, ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং রাজনীতি ক্ষমতা ছিল। তিনি প্রকাশ করতেন যে, তিনি ইনসাফ করেন এবং সত্যের সহায়তা করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন গণক, নক্ষত্রের গতিবিধিতে বিশ্বাস করতেন। তার নিজের গণকেরা তাকে বলেছিল, এ বছর আপনার বিপদ হতে পারে, তাই এ সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর বুক থেকে লুকিয়ে থাকবেন। পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ভূগর্ভে আশ্রয়স্থল নির্মাণকরতঃ সেখানে তার কর্তা ব্যক্তিদেরকে একত্র করে পুত্র নিযার সম্পর্কে তাদেরকে অসিয়ত করেন এবং তাকে আযীয উপাধি দিয়ে দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করেন তাদের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত। এ ব্যাপারে তাদের নিকট

থেকে শপথও গ্রহণ করেন। মুয়িয আল-ফাতিমী ভূগর্ভস্থ আশ্রয় কেন্দ্রে প্রবেশ করে। সেখানে এক বছর লুকিয়ে থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা মেঘ দেখলে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়ত এবং মেঘের দিকে ইশারা করত—এ মনে করে যে, মেঘমালার মধ্যে মুয়িয আল-ফাতিমী লুকিয়ে আছেন।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۔

"এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা তো ছিল নিশ্চিতই এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।" (সূরা যুখরুফ : ৫৪)

এক বছর শেষে তিনি ভূগর্ভস্থ নিবাস থেকে বেরিয়ে আসেন। বাদশার গদীতে বসেন, অভ্যাস অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হতেই নির্ধারিত কাল হাযির হল। তিনি লাভ করলেন, যা কিছু তার জন্য বণ্টন করা হয়েছে। এ বছরই তার মৃত্যু হয়। মিসরে শাসনকার্য পরিচালনার আগে এবং পরে মোট তার শাসনকাল ছিল ২৫ বছর ৫ মাস কয়েকদিন।[১] এর মধ্যে মিসরে তার শাসনকাল ছিল ২ বছর ৯ মাস, বাকি সময় শাসন করেন পশ্চিমাঞ্চলে। তার মোট বয়স হয়েছিল ৪৫ বৎসর ৬ মাস। কারণ, আফ্রিকায়[২] ১০ রমাযান ৩১৯ হিজরীতে তার জন্ম হয় এবং মিসরে রবীউছ ছানী মাসের ১৭ তারিখ ৩৬৫[৩] হিজরী তার ইন্তিকাল হয়।

৩৬৬ হিজরী সন

এ বছর রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বুওয়ায়হ নব্বই[৪] বছরের বেশি বয়সে ইন্তিকাল করেন। শাসনকাল ছিল ৪০[৫] বছরের কিছু বেশি। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি সন্তানদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করে দেন সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একবার ইবনুল আমীদ তার গৃহে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। এতে রুকনুদ্দৌলা তার সন্তানগণ, রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রুকনুদ্দৌলা এই অনুষ্ঠানে তদীয় পুত্র আযুদুদ্দৌলাকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগকরতঃ বিশেষ খিলাতে ভূষিত করেন। আর আযুদুদ্দৌলা দায়লামীদের রীতি অনুযায়ী তার ভাই এবং সমস্ত আমীরকে কাবা এবং চাদর পরিধান করান। রীতি অনুযায়ী তাদের শরীরে সুগন্ধিও ছিটান হয়। সকলের জন্য দিনটি ছিল আনন্দের। এ সময় রুকনুদ্দৌলার অনেক বয়স হয়েছিল এবং তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েন। এ ভোজের কয়েক মাস পর এবছরই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, মর্যাদাবান। তিনি প্রচুর দান করতেন এবং আলিম-উলামাকে ভালবাসতেন। তাঁর মধ্যে ছিল নেকী, দানশীলতা এবং আত্মত্যাগ। তাঁর মধ্যে সদাচার এবং

---

১. কিতাবুল ইবারে (৪/৫১) ২৩ বছর উল্লেখ আছে।

২. আল-কামিল (৮/৬৬৩)। ওয়াফায়াতুল আইয়ান (৫/২৮)-এর মতে আফ্রিকার মাহদিয়া নামক স্থানে ১১ রমাযান জন্ম হয়।

৩. কিতাবুল ইবারে বলা হয়েছে, রবীউছ ছানীর-এর মধ্যভাগে।

৪. আল-কামিল (৮/৬৭০) এবং তারিখে আবুল ফিদায় (২/১১৬) এ ৭০ বছর উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. তারিখে 'আল-কামিল' এবং তারীখে আবুল ফিদায় ৪৪ বছর উল্লেখ করা হয়েছে।

সুনীতি ছিল। আত্মীয়বর্গ এবং প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন স্নেহ বৎসল। তদীয় পুত্র আযুদুদ্দৌলার শাসন কর্তৃত্ব সংহত হলে তিনি ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন চাচাতো ভাই বখতিয়ারের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কারণ তার চরিত্র ও আচার-আচরণ ভাল ছিল না। আহওয়াযে তারা সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং আযুদুদ্দৌলা তাকে পরাজিত করেন এবং তার কাছ থেকে মাল-সামান ছিনিয়ে নেন। বসরা অভিমুখে প্রেরণ করলে তাও অধিকার করে নেন এবং তথাকার অধিবাসী, এমনকি রবীআ এবং মুযার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করেন। অথচ প্রায় ১২০ বছর যাবৎ তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এ দুটি গোত্রের মধ্যে বিদ্বেষ চলে আসছিল। এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হওয়ায় তাদের শক্তি ও শৌর্য-বীর্য বৃদ্ধি পায়। বখতিয়ার লাঞ্ছিত হয় এবং তার উযীর ইব্ন বাকিয়্যাকে আটক করা হয়। কারণ, সে নিজে সব কিছুর কর্তা সেজে বসেছিল। আর সমস্ত সম্পদ তার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত হচ্ছিল। আযুদুদ্দৌলা ইব্ন বাকিয়্যার নিকট যা কিছু সম্পদ পান, সবই ছিনিয়ে নেন। তার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

অনুরূপভাবে আযুদুদ্দৌলা তার পিতার উযীর আবুল ফাত্হ ইবনুল আমীদের নিকট যা কিছু পাওয়া যায় তাও ছিনিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। আগেই সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে আমীদের জন্য পৃথিবীতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তার থেকে দূরে থাকতেন। ইবনুল আমীদ পাপাচারে লিপ্ত থাকত বহুলাংশে। তাই ভাগ্যলিপি তার অনুকূল হয়নি। সে বাদশার ক্রোধে নিপতিত হয়। আর আল্লাহ্র গযব থেকে আমরা পানাহ্ চাই।

এ বছর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে খুরাসান, বুখারা এবং অন্যান্য অঞ্চলের শাসনকর্তা আমীর মনসূর ইব্ন নূহ সামানী ইন্তিকাল করেন। তিনি ১৫ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তার ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র আবুল কাসিম শাসন কার্য পরিচালনা করেন। শাসন ভার গ্রহণকালে তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তাকে উপাধি দেওয়া হয় আল-মনসূর।

এ বছর হাকিম মুস্তানসির বিল্লাহ্ ইব্ন আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ্ আবদুর রহমান উমাবী ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন উত্তম শাসক এবং অন্যতম আলিম তথা বিদ্বান ব্যক্তি। ফিক্হ শাস্ত্র, ফিক্হী বিষয়ে বিরোধ-মতভেদ এবং ইতিহাস বিষয়ে ইনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি আলিমদেরকে ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করতেন। ৬৩ বছর ৭ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ১৫ বছর ৫ মাস মাত্র। তাঁরপর তার পুত্র হিশাম ১০ বছর বয়সে শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি মুয়ায়্যিদ বিল্লাহ্ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর শাসনকাল জনগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, জনগণের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করে। ফলে তাকে কিছুদিন কারাগারে কাটাতে হয়। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় খিলাফতে ফিরে আসেন। তার কর্মকাণ্ড দেখা-শুনা করতেন তদীয় দারোয়ান আল-মনসূর আমিদ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ আমির আল-মুগাফিরী ও তার দুপুত্র মুযাফফর এবং নাসির। ফলে প্রজাসাধারণের মধ্যে উত্তম শাসন কার্য পরিচালনা করা হয়, সুবিচার স্থাপন করা হয় এবং দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও পরিচালনা করা হয়। আনুমানিক ২৬ বছর এ অবস্থা চলে। এ ব্যাপারে ইবনুল আছীর দীর্ঘ আলোচনায় অনেক কাহিনীর অবতারণা করেন।

এ বছর হালব (আলেপ্পো)-এর বাদশা আবুল মাআলী শরীফ ইব্ন সায়ফুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান-এর নিকট বাদশাহী ফিরে আসে। আর তা এভাবে যে, তার পিতার ইন্তিকাল হলে তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময় ভৃত্য কারআওয়ায়হ প্রভাব বিস্তারকরতঃ তার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তিনি ফিরে এলে তাকে মেরে-পিটে তাড়িয়ে দেয়। ভীত ও সতর্ক অবস্থায় তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। পুনরায় তিনি ফিরে এসে এলাকার কাছেই অবস্থান নেন। ইতিমধ্যে রোমকরা হিমস নগরী ধ্বংস সাধন করে। তাই তিনি নগরীর সংস্কার এবং পুনঃনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন এবং শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনেন। কারআওয়ায়হ-এর সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি পেলে হালবের জনগণ আবুল মাআলীকে তাদের নিকট ফিরে আসার জন্য পত্র লিখেন, তখন তিনি হিমসে ছিলেন। তিনি এসে ৪ মাস হালব অবরোধ করে রাখেন, অবশেষে তা জয় করে নেন। কিন্তু নাকজূর[১] দুর্গ বন্ধ হয়ে গেলে তা অধিকার করতে সক্ষম হননি। এরপর কারআওয়ায়হ আবুল মাআলীর সঙ্গে এ মর্মে সমঝোতা করে যে, তাকে জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং তাকে হিমসে স্থলাভিষিক্ত করা হবে। এরপর দামেশকের প্রতিনিধিত্বও তার কাছে ফিরে আসে। আর দামেশকের বাহ্যিক অংশের নিসবাত তার সঙ্গেই হয়, যা নাকজূরী মহল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বনূ সবুক্তগীনের[২] শাসনকার্যের সূচনা

ইনি ছিলেন গযনীর সুলতান মাহমূদ গযনীর পিতা। আর সবুক্তগীন ছিলেন গযনী রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ ও সামানী রাজ্যের প্রধান অমাত্য আবূ ইসহাক ইব্ন আলপ্তগীনের আযাদ করা দাস। ইনি মুয়িযযুদ্দৌলার দারোয়ান নন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুয়িযযুদ্দৌলার দারোয়ান সবুক্তগীন বিগত বছর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আর এই সবুক্তগীনের মনিব আমীর আবূ ইসহাক ইব্ন আলপ্তগীন মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কেউ না থাকায় সৈন্যরা সকলে একমত হয়ে এই সবুক্তগীনের হাতে বায়আত গ্রহণের ব্যাপারে একমত হয় তার সৎগুণাবলী এবং সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের কারণে। প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্বস্ততার গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। তাই তাঁর হাতে রাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করে এবং তারপরও তার সন্তানের মধ্যে শাসন ধারা অব্যাহত থাকে। তার পরে তার ভাগ্যবান পুত্র মাহমূদ ইব্ন সবুক্তগীন তার স্থলাভিষিক্ত হন। এই মাহমূদ (ইতিহাসে যিনি সুলতান মাহমূদ সবুক্তগীন নামে পরিচিত) ভারত বর্ষে সেনা অভিযান পরিচালনা করত। বেশ কিছু দুর্গ জয় করে নেন। প্রচুর গনীমতের মালও লাভ করেন। অনেক মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন এবং দেব-দেবীর অনেক অর্ঘ্য-উপাচার বিনাশ করেন। যা ছিল অনেক বড় কাজ। তার সঙ্গের

---

১. তারীখে আল-কামিল (৮/৬৮২), কিতাবুল ইবার (৪/২৪৭) এবং তারিখে আবুল ফিদায় (২/১১৮) এখানে নাকজূরের পরিবর্তে ইয়াকজূর উল্লেখ রয়েছে।

২. ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূন কিতাবুল ইবার গ্রন্থে লিখেন (৪/৩৬০) : এ রাষ্ট্র হচ্ছে বনূ সামান রাষ্ট্রের অন্যতম শাখা, সে রাষ্ট্র থেকেই এ রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এ রাষ্ট্র দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় এবং বিরাট সম্মান আর মর্যাদা লাভ করে। জায়হুন, মা-ওয়ারাআন-নাহর, খুরাসান, ইরাকে আজম এবং তুর্কী অঞ্চল পর্যন্ত বনূ সামান শাসিত রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

সৈন্যরা বিস্ময়কর যুদ্ধ করে। সুলতান মাহমূদের সঙ্গে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন হিন্দুস্তানের মহারাজা জয়পাল বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে সুলতান মাহমূদ তাকে দুদফা পরাজিত করেন। রাজা জয়পাল পরাজিত হয়ে শোচনীয় অবস্থায় পেছনে হটে যেতে বাধ্য হয়।

ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর তার 'আল-কামিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। হিন্দুস্তানের রাজা জয়পালের সঙ্গে সবুক্তগীনের যুদ্ধে উভয়ে মুখোমুখি হয় একটা কুয়া বা পুকুরের নিকটে। যা ছিল বাগূরকের[১] পশ্চাতে। আর হিন্দুদের অভ্যাস বা বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত কুয়ায় আবর্জনা বা নাপাক কিছু ফেলা হলে (তা পাক-পবিত্র করার জন্য) আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয়, মেঘে গর্জন আর বজ্রপাত শুরু হয়। অবশেষে মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয়। এ ধারা অব্যাহত থাকে। তারপর ময়লা-আবর্জনা থেকে কুয়াটি মুক্ত হয় (অর্থাৎ বৃষ্টির পানি সব আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়)। তখন সবুক্তগীন তাতে আবর্জনা ফেলার নির্দেশ দেন। আর তা ছিল দুশমনের কাছেই। শুরু হয় বিদ্যুতের চমক, গর্জন আর বর্ষণ। একটানা চলতে থাকে এ ধারা। ফলে হিন্দুরা ব্যর্থ হয়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর হিন্দু রাজা জয়পাল আপোষের প্রস্তাব দিয়ে সবুক্তগীনের নিকট দূত প্রেরণ করে। সবুক্তগীন পুত্র মাহমূদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আপোষ প্রস্তাবে সম্মত হন। চুক্তি অনুযায়ী রাজা জয়পাল তাকে বিপুল অর্থ এবং বিরাট এলাকা তার কাছে হস্তান্তর করে। আরো দেবে ৫০টি হস্তি। এসব জিনিস হস্তান্তর করার আগ পর্যন্ত হিন্দু নেতাদেরকে তার কাছে বন্ধক রাখবে।

এবছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন :

আবূ ইয়াকূব ইউসুফ

ইবনুল হুসায়ন আল-জানাবী। ইনি ছিলেন 'হাজর' অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং কারামাতী সম্প্রদায়ের অগ্রনেতা। তার পরে তার সম্প্রদায়ের ৬ জন লোক তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এদেরকে বলা হত সাদাত (মাদবর বা কর্তা)। নিজেদের ব্যাপারে এরা সকলেই একমত ছিল তাদের মধ্যে কোন মতভেদ হয়নি। এভাবেই তারা চলে এবং এ বছর তার মৃত্যু হয়।

আল-হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ

ইব্ন আবূ সাঈদ আল-জানাবী আবূ মুহাম্মদ আল-কারামাতী। ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির বলেন, আবূ সাঈদের নাম হুসায়ন ইব্ন বাহরাম। কেউ কেউ বলেন, ইব্ন আহ্মদ। কারো কারো মতে, তিনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তিনি ৩৫৭ হিজরী সনে সিরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেন। এক বছর পর তথা থেকে আহসা অঞ্চলে ফিরে আসেন এবং ৩৬০ সালে দামিশকে ফিরে আসেন এবং জা'ফর ইব্ন ফালাহ্-এর সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করেন। তিনি ছিলেন সিরিয়ায় মুয়িয আল-ফাতিমীর প্রতিনিধি। তাকে হত্যা করে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ৩৬১ হিজরীর ১লা রবীউল আউয়াল মিসর অবরোধ করেন এবং তা কয়েক মাস অব্যাহত থাকে। তিনি দামেশকে যালিম ইব্ন মাওহূবকে স্থলাভিষিক্ত করেন। সেখান থেকে আহসা অঞ্চলে ফিরে আসেন এবং তথা থেকে রামাল্লা প্রত্যাবর্তন করে। এই বছর তিনি ইন্তিকাল করেন।

---

১. তারীখে আল-কামিল-এ (৮/৬৮৬) এ ক্ষেত্রে 'গূরক' উল্লেখ আছে।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০-এর বেশি। তিনি আবদুল করীম তায়ি' লিল্লাহ আব্বাসীর আনুগত্য প্রকাশ করতেন। ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকির তাঁর উন্নতমানের কবিতারও উল্লেখ করেছেন জা'ফর ইব্‌ন ফালাহ-এর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের পূর্বে তিনি সেসব কবিতা তার কাছে লিখে পাঠান। তন্মধ্যে কয়েকটি কবিতা এখানে উল্লেখযোগ্য। এগুলো উৎকৃষ্ট কবিতা।

কবিতায় তিনি বলেন,

اَلْكُتُبُ مُعْذِرَةٌ وَالرُّسُلُ مُخْبِرَةٌ - وَالْحَقُّ مُتَّبَعٌ وَالْخَيْرُ مَحْمُوْدٌ ·

"গ্রন্থাবলী অভিযোগ থেকে মুক্ত করে আর দূতগণ সকলেই সংবাদবাহক, আর সত্য তো অনুসরণযোগ্য আর মঙ্গল ও কল্যাণ তো প্রশংসার যোগ্য।"

وَالْحَرْبُ سَاكِنَةٌ وَالْخَيْلُ صَافِنَةٌ - وَالسِّلْمُ مُبْتَذَلٌ وَالظِّلُّ مَمْدُوْدٌ ·

"যুদ্ধ তো ঠাণ্ডা হয়ে যায় আর অশ্ব তো এক পা তুলে ধরে, শান্তি তো হলো দান করার জিনিস এবং ছায়া তো দীর্ঘ।"

فَانْ اَنَبْتُمْ فَمَقْبُوْلٌ اِنَابَتُكُمْ - وَانْ اَبَيْتُمْ فَهٰذَا الْكَوْرُ مَشْدُوْدٌ ·

"তোমরা যদি তাওবা কর তবে তোমাদের তাওবা মাকবূল আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে এ বন্ধন তো কঠিন।"

عَلٰى ظُهُوْرِ الْمَنَايَا اَوْ يَرِدْنَ بِنَا - دِمَشْقَ وَالْبَابُ مَسْدُوْدٌ وَمَرْدُوْدٌ ·

"মৃত্যুর পিঠে, যা আমাদের সঙ্গে আসবে দামেশক। এমন সময় যখন দ্বার যাকে রুদ্ধ অথবা বাধাগ্রস্ত।"

اِنِّىْ اَمْرَأٌ لَيْسَ مِنْ شَانِىْ وَلَا اَرَبِىْ - طَبْلٌ يَرِنُّ وَلَا نَاىٌ وَلَا عَوْدٌ ·

"আমি তো এমন লোক যে, আমার শানও নয়, প্রয়োজনও নয় কোন ঢোল বাজানোর প্রয়োজন নেই বাঁশি বা কোন সারিন্দা বাজানোর।"

وَلَا اعْتِكَافٌ عَلٰى خَمْرٍ وَمُخَمَّرَةٍ - وَذَاتِ دَلٍّ لَهَا غَنْجٌ وَتَفْنِيْدٌ ·

"নুয়ে পড়া নয় শরাব পানে, নুয়ে পড়া নয় খিমারওয়ালীর প্রতি, না নাজনীনের প্রতি, না এমন রমণীর প্রতি, যার আছে ভাব-ভঙ্গিমা না তাকে তিরস্কার করা।"

وَلَا اَبِيْتُ بَطِيْنَ الْبَطْنِ مِنْ شَبَعٍ + وَلِىْ رَفِيْقٌ خَمِيْصُ الْبَطْنِ مَجْهُوْدٌ ·

"ভরা পেটে পেট ছড়িয়ে শয়ন করি না আমি, এমন অবস্থায় সে, আমার বন্ধু অস্থির হয়ে পেট দাবাচ্ছে।"

وَلَا تَسَامَتْ بِىْ الدُّنْيَا اِلٰى طَمَعٍ - يَوْمًا وَلَا غَرَّنِىْ فِيْهَا الْمَوَاعِيْدُ ·

"দুনিয়া আমাকে উদ্বুদ্ধ করেনি কোন লোভের প্রতি কোন দিন, আর প্রতারিত করেনি আমাকে দুনিয়ার ওয়াদা।"

তার আরো কয়েকটি কবিতা :

يَا سَاكِنُ الْبَلَدِ الْمُنِيْفِ تَعَزُّزًا - بِقِلَاعِهِ وَحُصُوْنِهِ وَكُهُوْفِهِ ·

"হে উঁচু শহরের অধিবাসী! যার রয়েছে ইযযত, কেল্লা-দুর্গ আর গুহার বদৌলতে।"

لاَ عِزَّ اِلاَّ لِلْعَزِيْزِ بِنَفْسِهِ - وَبَخِيْلِهِ وَبِرَجْلِهِ وَسُيُوْفِهِ ٠

"কারো কোন মর্যাদা নেই, তবে আছে কেবল তার জন্য সে বজায় রাখে নিজের মর্যাদা, অশ্ব দ্বারা, পদাতিক বাহিনী দ্বারা অথবা তরবারি দ্বারা।"

وَبَقِيَّةُ بَيْضَاءُ قَدْ ضَرَبْتُ عَلى - شَرَفِ الْخِيَامِ بِجَارِهِ وَضُيُوْفِهِ ٠

"সবুজ গম্বুজ, যদ্দারা আমি আঘাত করেছি তার প্রতিবেশী এবং অতিথির তাঁবুতে।"

قَوْمٌ اِذَا اشْتَدَّ الْوَغَا اَرْدَى الْعِدَا - وَشَفَى النُّفُوْسَ بِضَرْبِهِ وَزُحُوْفِهِ ٠

"আমরা এমনই এক জাতি যে, যখন তীব্র হয় লড়াই তখন বিনাশ করি দুশমনকে আর শিফা দেই লোকদেরকে হামলা দ্বারা এবং সৈন্য দ্বারা।"

لَمْ يَجْعَلِ الشَّرَفَ التَّلِيْدَ لِنَفْسِهِ - حَتَّى اَفَادَ تَلِيْدُهُ بِطَرِيْفِهِ ٠

"সে নবপর্যায়ে নিজের জন্য ভদ্রতা অর্জর করেনি; যাতে নয়া ভদ্রতাকে মিশ্রিত করতে পারে পুরাতনের সাথে। মানে তার ভদ্রতা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে।"

এ বছরই কাবূস ইব্‌ন ওয়াশমাকীর জুরজান, তাবারিস্তান এবং আশপাশের এলাকা অধিকার করে নেয়। ঠিক এবছরই খলীফা তায়ি' ইযযুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ-এর কন্যা শাহবাজের সঙ্গে বাসর রাত যাপন করেন। এ উপলক্ষে বিপুল জাঁকজমকের আয়োজন করা হয়। আর এ বছর জামীলা বিন্‌ত নাসিরুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান বিপুল শান-শাওকতের সঙ্গে হজ্জ আদায় করেন। এমনকি তাঁর এ হজ্জ উদযাপন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়। আর তা এভাবে যে, তার জন্য ৪০০ ঘোড়া প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু তিনি কোনটিতে ছিলেন কেউ তা জানত না। কা'বা শরীফের কাছাকাছি পৌঁছে ফকীর-মিসকীন এবং আশ-পাশের লোকজনের মধ্যে দশ হাজার দীনার বিলিয়ে দেন। দু হারাম শরীফের আশপাশের সমস্ত মানুষকে বস্ত্র দান করেন এবং আসা-যাওয়ার পথে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। ইরাক থেকে আহ্‌মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আলাবী লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এভাবে তিনি ৩৮০ হিজরী সন পর্যন্ত হজ্জ পালন করেন একাধারে। আর এ বছর উভয় হারাম শরীফে আব্বাসী শাসকদের পরিবর্তে মিসরের ফাতিমী শাসকদের খুতবা পাঠ করা হয়।

এ বছর যেসব ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন :

ইসমাঈল ইব্‌ন নাজীদ

ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউসুফ আবূ আমর আস-সুলামী। জুনায়দ বাগদাদী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভ করেন ইনি। সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য এ ব্যক্তি হাদীসেও বর্ণনা করেন। তাঁর উত্তম বাণীর অন্যতম হচ্ছে।

مَنْ لَمْ تَهْذِكَ رُؤْيَتُهُ فَلَيْسَ بِمُهَذَّبٍ ٠

"যে ব্যক্তির দর্শন তোমাকে হিদায়াত দান করে না সে ব্যক্তি নিজেই পরিশীলিত নয়।"

একদা তাঁর শায়খ আবূ উসমান-এর কিছু একটা দরকার হয়ে পড়ে। বিষয়টা তিনি সঙ্গীদেরকে জানালে ইব্‌ন নাজীদ একটা থলে নিয়ে হাযির করেন, যাতে এক হাজার দিরহাম

ছিল। শায়খ তা গ্রহণ করে শুকরিয়া আদায় করেন এবং অন্য সাথীদেরকেও তা জানান। তখন শিষ্যবর্গের উপস্থিতিতে ইব্ন নাজীদ স্বীয় শায়খকে বললেন :

يَا سَيِّدِيْ اِنَّ الْمَالَ الَّذِيْ دَفَعْتُهُ اِلَيْكَ كَانَ مِنْ مَالِ اُمِّيْ اَخَذْتُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ تَرُدَّهُ اِلَيَّ حَتَّى اَرُدَّ اِلَيْهَا .

"মহাত্মন! আমি আপনাকে যে অর্থ দিয়েছি তা ছিল আমার মাতার। আমি যখন তা আনছিলাম তখন তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমি চাই যে, আপনি তা ফেরৎ দিলে আমি তা আম্মাকে ফেরৎ দেব। ফলে তিনি তা ফেরৎ দেন। কিন্তু রাত্রি বেলা তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার মন চাইলে, আপনি এ অর্থ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করেন এবং কারো কাছে সে সম্পর্কে আলোচনা না করেন।"

তাই আবূ উসমান বলতেন :

اَنَا اَجْتَنِيْ مِنْ هِمَّةِ اَبِيْ عَمْرِو بْنِ نَجِيْدٍ .

"আবূ আম্র ইব্ন নাজীদের সাহসিকতায় আমার ঈর্ষা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।"

আল-হাসান ইব্ন বুওয়ায়হ

আবূ আলী রুকনুদ্দৌলা। ইনি কাওলানজ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন (এটা নাড়িভূড়িতে ব্যথা জাতীয় একটা ব্যাধি)। ফলে এবছর ২৮ মুহাররম শনিবার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার শাসনকাল ছিল ৪৪ বছর ১ মাস ৯ দিন। তাঁর বয়স ছিল ৭৮ বছর। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল এবং ভদ্র লোক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক

ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আফলাহ ইব্ন রাফি' ইব্ন রাফি' ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন রিফাআ ইব্ন রাফি' আবুল হাসান আল-আনসারী আল-যারকী। তিনি ছিলেন আনসারদের নকীব। আবুল কাসিম আল-বাগাবী প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সিকাহ্ তথা হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আনসারদের অবস্থা এবং তাদের মাহাত্ম্য প্রশংসা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ বছর জমাদিউছ ছানী মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান

ইব্ন আহ্মদ ইব্ন ইসমাঈল আবুল হাসান আস-সাররাজ। কাযী ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব প্রমুখের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। ইনি ইবাদতে প্রচুর শ্রম-সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। নামাযে দীর্ঘ সময় ব্যাপৃত থাকায় শেষ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। তিনি এত বেশি ক্রন্দন করেন আল্লাহ্র দরবারে যার ফলে শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যান। এ বছর আশূরার দিন তাঁর ইন্তিকাল হয়।

কাযী মুনযির আল-বালূতী

ইনি ছিলেন আন্দালুস-এর কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি। ইনি ছিলেন একাধারে

ইমাম, আলিম, বিশুদ্ধ ভাষী, খতীব তথা বাগ্মী এবং কবি। যত রকম নেক কাজ, কল্যাণ আর তাকওয়া ও দরবেশী হতে পারে এসবেরই সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। বেশ কিছু উক্তি আর বক্তব্যে তিনি ছিলেন অনন্য ও ব্যতিক্রমী। তার এ রকম একটা উক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো :

اَلْجَنَّةُ الَّتِيْ سَكَنَهَا آدَمُ وَاُهْبِطَ مِنْهَا كَانَتْ فِى الاَرْضِ وَلَيْسَتْ بِالْجَنَّةِ الَّتِى اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِعِبَادِهِ فِى الاخِرَةِ ·

"হযরত আদম আলায়হিস সালাম যে জান্নাতে বসবাস করেছেন এবং পরে যেখান থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন তা ছিল এই পৃথিবীতে, পরকালে নেক বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা নয়।"

এ বিষয়ে তিনি একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন। মানুষের মনে তার প্রতি বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। আর তিনি নিজে ছিলেন সদালাপী ও মিষ্টভাষী।

একদিন তিনি আন-নাসির লি দীনিল্লাহ্ আবদুর রহমান আল-উমাবীর সঙ্গে এমন এক সময় সাক্ষাৎ করেন, যখন তিনি 'মদীনাতুয যাহরা' এবং প্রাসাদ সমূহের নির্মাণ কার্য সবেমাত্র শেষ করেছেন। সেখানে তার জন্যও এক প্রকাণ্ড সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। প্রাসাদটিতে রকমারী সুগন্ধী ছিটানো হয় আর টাঙ্গানো হয় মূল্যবান পর্দার কাপড়। খলীফার পাশে বসেছেন রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা আমীর-উমারা। ইতিমধ্যে কাযী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খলীফার পাশে বসেন। সকলেই প্রাসাদ আর তার সাজ-সজ্জার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কাযী সাহেব একদম নীরব, মুখে কোন কথা নেই। বাদশা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আবুল হাকাম (সকলের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তি) আপনি কি বলেন? এতে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। চোখের পানিতে শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে গেল। কান্না থামিয়ে তিনি বললেন, শয়তান আপনাকে এতটা লাঞ্ছিত করবে এমনটি আমি ভাবতে পারিনি। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে অপদস্থ করুন; শয়তানকে তার অনুসারীর ক্ষতিই সাধন করে দুনিয়া আখিরাতে। আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তারপরও সে আপনাকে কাবু করবে তাও ছিল কল্পনাতীত। শয়তান তো আপনার ঘাড়ে এমনভাবে সওয়ার হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আপনাকে ফাসিক-কাফিরদের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلاَ اَن يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ - وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ - وَزُخْرُفًا وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالاخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ·

"সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যাতে তারা আরোহণ করে এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালঙ্ক, যাতে তারা হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারে এবং স্বর্ণ নির্মিতও। আর এসবই কেবল পার্থিব জীবনের

ভোগ-সম্ভার। আর মুত্তাকীদের জন্য তোমার পালনকর্তার নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।" (সূরা যুখরুফ : ৩৩-৩৫)

কাযীর মুখে কথাগুলো শ্রবণ করত বাদশা মাথা নিচু করে বললেন, جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَاَكْثَرَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلَكَ। "মহান আল্লাহ্ আপনাকে শুভ প্রতিদান দ্বারা ধন্য করুন এবং মুসলমানদের মধ্যে আপনার মতো ব্যক্তি বিপুল পরিমাণে সৃষ্টি করুন।"

একবার দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। বাদশা কাযীকে নির্দেশ দেন লোকদেরকে নিয়ে ইসতিসকার নামাযের আয়োজন করার জন্য। দূত তাঁর কাছে বার্তা নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বার্তা বাহককে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি বাদশাকে কোন্ অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? দূত বললেন, আমি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তার অন্তর ছিল আল্লাহ্র ভয়ে চরমভাবে ভীত এবং তিনি দুআ আর কাকুতি-মিনতিতে রত ছিলেন। একথা শুনে কাযী মুনযির বললেন,

سَقِيْمٌ وَاللّٰهِ اِذَا خَشَعَ جَبَّارُ الْاَرْضِ رَحِمَ جَبَّارُ السَّمَاءِ ٠

"আল্লাহ্র কসম! এখন বৃষ্টি হবে। পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারী স্বৈরাচারীরা যখন বিনয় প্রকাশ করে তখন আসমানের প্রতাপশালীও (আল্লাহ্ তা'আলা) দয়াপরবশ হন।"

এরপর তিনি খাদিমকে বললেন, নামাযের জন্য একত্র হতে লোকজনকে আহ্বান কর। লোকেরা ইসতিসকার নামাযস্থলে সমবেত হলে কাযী মুনযিরও হাযির হন এবং মিম্বরে আরোহণ করেন। লোকেরা তার পানে চেয়ে আছে, তিনি কি বলেন তা শুনার জন্য সকলেই উন্মুখ। জনগণের দিকে মুখ করে প্রথমেই তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه وَاَصْلَحَ فَاَنَّه غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ٠

"তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কার্য করে বসে এরপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তবে তো আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এভাবে আমি আয়াতরাজি বিশদভাবে বিবৃত করি; আর এতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।" (সূরা আনআম : ৫৪-৫৫)।

আয়াতটি তিনি বারবার পাঠ করেন। উপস্থিত লোকদের মনে এর প্রভাব পড়ে, ফলে মজলিসে কান্নার রোল পড়ে; শুরু হয় তাওবা আর পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতির পালা। শেষ পর্যন্ত শুরু হয় বর্ষণধারা, আর সকলে বৃষ্টিতে ভিজে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

আবুল হাসান আলী ইব্ন আহ্মদ

ইবনুল মুরযাবান। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফিক্হবেত্তা। আবুল হুসায়ন ইবনুল কাত্তানের নিকট ফিক্হের জ্ঞান লাভ করেন আর তার কাছ থেকে গ্রহণ করেন শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফারাঈনী। ঐতিহাসিক ইব্ন খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন

অতীব পরহেযগার-মুত্তাকী ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে কারো যুলুমের অভিযোগ ছিল না। মাযহাবের ব্যাপারে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। তিনি বাগদাদ শহরে দরস দান করতেন। এ বছর রজব মাসে তাঁর ওফাত হয়।

৩৬৭ হিজরী সন

এবছর আযুদুদ্দৌলা বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করেন এবং ইযযুদ্দৌলা বখতিয়ার শহর থেকে বের হয়ে যায়। আর আযুদুদ্দৌলা পিছু ধাওয়াকরতঃ তার সঙ্গে খলীফাকেও পাকড়াও করেন। অবশ্য পরে খলীফা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেন। আর আযুদুদ্দৌলা তার পেছনে ছুটে গিয়ে পাকড়াওকরতঃ বন্দী করেন। পরবর্তীকালে দ্রুত তাকে হত্যা করা হয়। এর ফলে বাগদাদ শহরে আযুদুদ্দৌলা শাসন কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়, রাষ্ট্র হয় সুসংহত। খলীফা তাকে মূল্যবান খিলাত, কাঁকন ও হার উপহার দেন। তাকে দুটি পতাকাও দান করেন, একটা স্বর্ণের এবং অপরটা রৌপ্যের। এটা কেবল যুবরাজকে দেওয়ার নিয়ম ছিল, অন্য কাউকে নয়। আর খলীফা তার কাছে মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন এবং আযুদুদ্দৌলাও খলীফার নিকট স্বর্ণ-রৌপ্যসহ প্রচুর সামগ্রী প্রেরণ করেন। ফলে বাগদাদ শহর এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার রাজত্ব স্থিতিশীল হয়।

এ বছর বাগদাদ নগরীতে বারবার ভূমিকম্প হয়। দাজলা নদীর পানি এমনই ফেঁপে-ফুলে উঠে যে, এর ফলে বিপুল জনগোষ্ঠী ডুবে মারা যায়। এমনকি একদল আযুদুদ্দৌলাকে বলা হয় যে, প্লেগ রোগের বিস্তার, শীআ-সুন্নী সজ্ঘাত, পানি বৃদ্ধি আর অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির কারণে বাগদাদ নগরীর লোকসংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তখন তিনি বললেন, এসব গল্পকার এবং ওয়ায়িযরাই জনগণের মধ্যে অনাচার ছড়াচ্ছে। এরপর তিনি নির্দেশ জারি করেন যে, আগামীতে গোটা বাগদাদ নগরীতে আর কেউ কিচ্ছা-কাহিনী ছড়াতে পারবে না, কেউ ওয়ায-নসীহত করতে পারবে না এবং কোন সাহাবীর নামে কেউ কিছু চাইতে পারবে না। কেবল কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে পারবে, এতে কেউ কিছু দান করলে তা গ্রহণ করতে পারবে। গোটা বাগদাদ নগরীতে এ নির্দেশ পালন করা হয়।

পরবর্তীকালে তিনি খবর পান যে, একজন নেককার ওয়ায-নসীহতকারী ব্যক্তি আবুল হুসায়ন ইব্ন সামঊন এ নির্দেশ অমান্য করে যথারীতি ওয়ায-নসীহত অব্যাহত রেখেছেন। তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক প্রেরণ করা হল। আর আযুদুদ্দৌলা নিজে মজলিস থেকে দূরে সরে থাকেন। তিনি দূরে সরে থাকেন যাতে ইব্ন সামঊনের মুখ থেকে এমন কোন কথা তাকে শ্রবণ করতে না হয়, যা তার খারাপ লাগতে পারে। ওদিকে ইব্ন সামঊনকে বলা হলো, বাদশার দরবারে প্রবেশ করে বিনয় প্রকাশ করবে এবং মাটি চুম্বন করবে। তিনি দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাকে একাকী বসে থাকতে দেখেন। যাতে জনসমক্ষে বাদশা সম্পর্কে এমন কোন প্রকাশ না পায় যা বাদশা অপছন্দ করেন। অনুমতি নেয়ার জন্য দারোয়ান ভেতরে প্রবেশ করে, আর দারোয়ানের পেছনে পেছনে প্রবেশ করেই ইব্ন সামঊনও। তিনি প্রবেশ করেই নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে কথা শুরু করলেন :

وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۔

"আর এমনই তোমার পালনকর্তার শাস্তি। তিনি শাস্তি দেন জনপদকে যখন তারা যুলুম করে থাকে। নিশ্চয় তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠোর।" (সূরা হূদ : ১০২)।

তারপর ইযযুদ্দৌলার গৃহপানে মুখ করে পাঠ করেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۔

"এরপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কর্ম কর তা দেখার জন্য।" (সূরা ইউনুস : ১৪)

এরপর বাদশাকে সম্বোধন করে ওয়ায-নসীহত শুরু করলে বাদশা ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করেন।

ইব্‌ন সামঊন 'জাযাকাল্লাহু খাইরান' বলে বিদায় নেন। পেছনে বাদশা দারোয়ানকে ডেকে বললেন, এই নাও তিন হাজার দিরহাম এবং ১০ জোড়া কাপড় তাকে দিয়ে আসবে, শোন, এগুলো গ্রহণ করলে তার মস্তক আমার নিকট হাযির করবে। দারোয়ান বলে, আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, বাদশা এগুলো আপনার জন্য দিয়েছেন। তিনি বললেন, এ সবের আমার কোন দরকার নেই। এই তো আমার পোশাক, পিতার আমল থেকে ৪০ বছর ধরে আমার ব্যবহারে আছে। বাইরে গমনকালে পরিধান করি আর ঘরে ফিরে ভাঁজ করে রেখে দেই। আমার পিতা আমার জন্য একটা বাড়ি রেখে গেছেন, সে বাড়ির ভাড়া দিয়ে আমি জীবিকা নির্বাহ করছি। বাদশা আমার জন্য যেসব জিনিস প্রেরণ করেছেন, তার কোনই প্রয়োজন নেই আমার। আমি বললাম, পরিবারের গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করবেন। তিনি বললেন, আমার পরিবারের গরীবদের চেয়ে তার পরিবারের অসহায়দের বেশি প্রয়োজন। আমি বাদশার নিকট ফিরে এসে তাকে অবহিতকরতঃ পরামর্শ চাইলাম। বাদশা ক্ষণকাল চুপ থাকলেন। পরে বললেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَلَّمَهُ مِنَّا وَسَلَّمَنَا مِنْهُ ۔

"আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। যিনি তাকে আমাদের থেকে এবং আমাদেরকে তার থেকে রক্ষা করেছেন।"

এরপর আযুদুদ্দৌলা ইযযুদ্দৌলার উযীর ইব্‌ন বাকিয়্যাকে পাকড়াওকরতঃ হাত-পা বেঁধে হাতির পায়ের নিচে নিক্ষেপ করলে হাতি তাকে পদদলিত করে পিষ্ট করে দেয়। এভাবে তার প্রাণবায়ু নির্গত হলে এ বছর শাওয়াল মাসে একটা পুলের মাথায় তার লাশ শূলবিদ্ধ করা হয়। আবুল হুসায়ন ইবনুল আম্বারী তার জন্য শোকগাথা রচনা করেন। তার শোকগাথার কয়েকটি শ্লোক এরকম :

عُلُوٌّ فِى الْحَيَاةِ وَفِى الْمَمَاتِ - بِحَقٍّ اَنْتَ اِحْدَى الْمُعْجِزَاتِ ۔

"জীবনে আর মরণে তুমি ছিলে উর্ধ্বে, আল্লাহ্‌র কসম তুমি তো একটা মু'জিযা বিশেষ।"

كَاَنَّ النَّاسَ حَوْلَكَ حِيْنَ قَامُوْا - وُفُوْدُ نَدَاكَ اَيَّامَ الصِّلَاتِ ۔

"তারা যখন জড়ো হয় তোমার চতুষ্পার্শ্বে তখন মনে হয় যেন তারা দান করার দিনে একত্র হয়ে তোমাকে ডাকছে।"

كَأَنَّكَ وَاقِفٌ فِيهِمْ خَطِيبًا - وَكُلُّهُمْ وُقُوفٌ لِلصَّلٰوةِ ·

"যেন তুমি দাঁড়িয়ে আছ তাদের সম্মুখে ভাষণ দিতে আর সকলে দাঁড়িয়েছে নামাযের জন্য।"

مَدَدْتَ يَدَيْكَ نَحْوَهُمْ احْتِفَاءً - كَمَدِّهِمَا الَيْهِمْ بِالْهِبَاتِ ·

"তুমি নগ্নপদে তাদের প্রতি দুহাত প্রসারিত করেছ, যেন তাদের প্রতিদানের হাত প্রসারিত করেছ।"

এ শোকগাথা এক দীর্ঘ কাসীদা ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর তার 'আল-কামিল' গ্রন্থে এ কাসীদার বহুলাংশ উল্লেখ করেছেন।

ইযযুদ্দীন বখতিয়ারের হত্যার ঘটনা

আযুদুদ্দৌলা যখন বাগদাদ শহরে প্রবেশ করে তা করায়ত্ত করে নেন তখন বখতিয়ার লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে কয়েকজন লোকসহ সেখান থেকে বের হয়ে যায়। সিরিয়া গমন করে তা অধিকার করে নেয়ার অভিপ্রায় ছিল তার। কিন্তু আযুদুদ্দৌলা তাকে হলফ দিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে, আবূ তাগলাবকে সে উত্যক্ত করবে না। কারণ উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল এবং পত্রালাপও ছিল। আর সেও হলফ করে একথা স্বীকার করে নিয়েছিল। বাগদাদ থেকে বের হওয়ার সময় তার সঙ্গে ছিল হামাদান ইব্ন নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান। এ ব্যক্তিটি আবূ তাগলাবকে মাওসিল অঞ্চল অধিকার করে নেয়ার জন্য ইযযুদ্দৌলা উৎসাহিতকরতঃ এ অঞ্চলের প্রশংসাকরতঃ বলে যে, অঞ্চলটি সিরিয়া থেকে উৎকৃষ্ট। সেখানে সম্পদও বেশি আছে এবং এলাকাটি তার নিকটবর্তীও। জ্ঞান-বুদ্ধি এবং দীনদারীর বিবেচনায় ইযযুদ্দৌলা ছিল একজন দুর্বল লোক। আবূ তাগলাবের নিকট এ খবর পৌঁছলে সে ইযযুদ্দৌলাকে জানায় যে, তুমি আমার নিকট আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হামাদান ইব্ন নাসিরুদ্দৌলাকে প্রেরণ করলে বাগদাদ পুনরুদ্ধার করে তোমার হাতে ন্যস্ত করার জন্য আমি নিজের জীবন এবং সৈন্য দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব। এ সময় সে হামাদানকে আটক করে চাচা আবূ তাগলাবের নিকট প্রেরণ করে আর আবূ তাগলাব তাকে দুর্গে আটক করে রাখে। আর আযুদুদ্দৌলা এ সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে লড়াই করার জন্য উভয়ে একমত হন। তিনি সৈন্য নিয়ে উভয়ের প্রতি অগ্রসর হন। তিনি খলীফা তায়ি'কে বের করে সঙ্গেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। অবশেষে একাই বের হয়ে উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ছিন্ন-ভিন্নকরতঃ তাদেরকে পরাজিত করেন।[১] আর ইযযুদ্দৌলাকে বন্দী করে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয় এবং মাওসিল এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা অধিকার করে নেয়া হয়। সঙ্গে নিয়ে আসেন অনেক রসদ আর খাদ্য-সামগ্রী এবং আবূ তাগলাবকে মেরে পিটে অন্যত্র তাড়িয়ে দেন এবং তার পেছনে প্রেরণ করা হয় বিশাল বাহিনী। তিনি মাওসিল অঞ্চলে ৩৬৮ সনের শেষ পর্যন্ত অবস্থান করেন। এরপর বকর ও দিয়ার অঞ্চলের মায়াফারিকীন ও আমিদ এলাকা জয় করে নেন এবং আবূ তাগলাবের শাসকদের হাত

---

১. তিকরীত অঞ্চলের নিকটবর্তী 'কাসরুল জাস' নামক স্থানে ১৮ই শাওয়াল এ ঘটনা ঘটে। এখানে বখতিয়ার প্রথমে বন্দী এবং পরে নিহত হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। তার শাসনকাল ছিল ১১ বছর কয়েক মাস। (আল-কামিল ৮/৬৯১, কিতাবুল ইবার ৩/৪৩১)।

থেকে মুযার অঞ্চল ছিনিয়ে নেন। তাদের হাত থেকে রাহবা অঞ্চলও অধিকার করেন এবং অবশিষ্ট অঞ্চল হালবের (আলেপ্পো) শাসক সা'দুদ্দৌলা ইব্ন সায়ফুদ্দৌলাকে প্রত্যর্পণ করেন। অবশেষে সা'দুদ্দৌলার উপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মাওসিল থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আবুল ওয়াফাকে স্থলাভিষিক্ত করে আসেন এবং বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় শহরের দ্বার প্রান্তে খলীফা এবং অন্য কর্তা ব্যক্তিরা তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। দিনটি ছিল প্রত্যক্ষ করার মতো একটা ঐতিহাসিক দিন।

এ বছর যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আযীয ইবনুল মুয়িয আল-ফাতিমী এবং দামেশকের শাসক মুয়িযযুদ্দৌলার খাদিম আলপ্তগীনের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা। আল-আযীয তাকে পরাজিতকরতঃ সসম্মানে মিসর দেশে নিয়ে যান, সে কথা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এদিকে আল-আযীয দামেশক এবং আশপাশের এলাকা অধিকার করে নেন। হিজরী ৩৬৪ সনের ঘটনা প্রবাহ প্রসঙ্গে এ সব কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

এ বছরই কাযী আবদুল জব্বার ইব্ন আহ্মদ আল-মু'তাযিলীকে 'রায়' অঞ্চলে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। এতদসঙ্গে তাকে মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা ইব্ন রুকনুদ্দৌলার নির্দেশের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তাঁর বেশ কিছু চমৎকার গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে দালায়িলুন নবুওয়ত, উমদাতুল আদিল্লাহ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। এ বছর হজ্জে মিসরীয়দের নেতৃত্ব দেন আমীর বাদীস ইব্ন যীরী। আর ইনি ছিলেন ইউসুফ ইব্ন বালকীন-এর ভাই। আমীর বাদীস মক্কায় প্রবেশ করলে চোর-ডাকাতরা এক জোট হয়ে এ বছরের জন্য তাদেরকে নিরাপত্তা দানের দাবী জানায়। এজন্য যত টাকা দরকার তারা দিতে সম্মত হয়। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা সকলে একত্র হয়ে এসো। ফলে ৩০ জনের অধিক হারামখোর একত্র হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের আর কেউ বাকি নেই তো? তারা কসম করে বলল না, আর কেউ বাকি নেই। এ সময় কৌশলে তিনি তাদেরকে কাবু করে ফেলেন এবং সকলের ডান হাত কর্তন করেন। কত চমৎকার কর্মইতো তিনি করেছিলেন। এ বছর হিজাযে আব্বাসীয়দের পরিবর্তে ফাতিমীদের নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন :

বখতিয়ার ইব্ন বুওয়ায়হ আদ-দায়লামী

পিতার ইন্তিকালের পর তিনি বাদশা হন। তখন তার বয়স ২০ বছরের একটু বেশি। দৈহিক সুগঠনের অধিকারী এ ব্যক্তি হামলা চালানোতে কঠোর এবং শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি একটা শক্তিশালী ষাঁড়ের পা ধরে কারো সহায়তা ছাড়াই জমিনের উপর আছড়ে মারতেন। সাপের গর্তে বড় বড় সাপ খুঁজে বেড়াতেন। কিন্তু খেলাধুলায়ই বেশি লেগে থাকতেন এবং স্বাদ আহ্লাদ আর আমোদ-ফূর্তিতে মত্ত থাকতেন। আহওয়ায অঞ্চলে চাচাতো ভাই যখন তাকে পরাজিত করেন তখন যাদেরকে আটক করা হয় তাদের মধ্যে এক যুবকও ছিল, তখন পর্যন্ত যার গোঁফ-দাড়ি কিছুই গজায়নি (এমন যুবককে আরবী ভাষায় আমরাদ বলা হয়)। এ যুবককে তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন এবং তাকে ছাড়া তার আমোদ-প্রমোদ সম্পন্নই হত না। তাই যুবককে তার কাছে ফেরত দেয়ার জন্য সবিনয়

আবেদন জানান। এছাড়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী এবং অনেক অর্থ-বিত্ত প্রেরণ করেন। এছাড়া দুজন সুন্দরী রূপসী দাসীও প্রেরণ করেন, যা ছিল এক কথায় অমূল্য রত্ন। ফলে উক্ত সুদর্শন যুবককে তার কাছে ফেরত দেয়া হয়। ফলে এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে এবং মানুষের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা হানি হয়। বাদশার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু তারপরও তিনি বলতেন, গোটা বাগদাদ নগরী হস্তচ্যুত হওয়ার চেয়েও এ যুবক হারানো আমার জন্য কঠিনতর। বরং গোটা ইরাকের চেয়েও সে যুবক আমার নিকট বেশি মূল্যবান। এরপর পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, তার চাচাতো ভাই তাকে বন্দীকরতঃ হত্যা করে অতি দ্রুত। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। আর শাসনকাল ছিল ২১ বছর কয়েকমাস।। ইনিই বাগদাদে শীআ ধর্মমত প্রচার করেন এবং এর কারণে অনেক সর্বনাশ ঘটে। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান

কাযী আবূ বকর। ইনি ইব্ন কুরাইআ নামে পরিচিত। সিন্দিয়া অঞ্চলে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। বিশুদ্ধভাষী এ ব্যক্তি কোন চিন্তা-ভাবনা আর ইতস্তত করা ব্যতীত তাৎক্ষণিকভাবে ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা করতে সক্ষম ছিলেন। চমৎকার কাব্য প্রতিযোগিতা করতে পারতেন। তাঁর দুটি কবিতা :

لِىْ حِيْلَةٌ فِىْ مَنْ يَنُمُّ - وَلَيْسَ فِى الْكَذَّابِ حِيْلَةٌ .

"চোগলখোরের জন্য আমার কাছে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মিথ্যাবাদীর জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।"

مَنْ كَانَ يَخْلُقُ مَا يَقُوْلُ - فَحِيْلَتِىْ فِيْهِ قَلِيْلَةٌ .

"যে ব্যক্তি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে, তার জন্য আমার কাছে আছে সামান্য ব্যবস্থা।"

পথ চলাকালে ইনি সাথীকে বলতেন, আমি আগে চলে গেলে হব দারোয়ান আর পেছনে পড়ে গেলে হব খাদিম। এ বছর জমাদিউছ ছানী মাসের ১০ দিন অবশিষ্ট থাকতে ইনি ইন্তিকাল করেন।

৩৬৮ হিজরী সন

এ বছর শাবান মাসে খলীফা তায়ি' লিল্লাহ নির্দেশ জারি করেন যে, বাগদাদের মিম্বরে খলীফার পরে আযুদুদ্দৌলার নাম উচ্চারণ করতে হবে এবং ফজর, মাগরিব ও ইশার নামায শেষে খলীফার দরজায় ঢোল বাজাতে হবে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযী বলেন, এটা এমন একটা বিষয়, বনূ বুওয়ায়হ-এর অন্য কেউ এমনটি করেননি। মুয়িযযুদ্দৌলা একবার খলীফার নিকট অনুমতি চায় তার ঘরের সামনে ঢোল পিটাবার জন্য; খলীফা অনুমতি দেননি। এ বছর ইযযুদ্দৌলা মাওসিলে অবস্থানকালে আবূ তাগলাব ইব্ন হামাদানের অধিকাংশ অঞ্চল যথা আমিদ, রাহ্বা ইত্যাদি অধিকার করে নেন। এরপর যিলকদ মাসের শেষের দিকে বাগদাদ প্রবেশ করলে পথিমধ্যে খলীফা এবং রাষ্ট্রের অন্য কর্মকর্তারা তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

মাটি কাটার শ্রমিক হল দামেশকের বাদশা

যে সময়ে আলপ্তগীন মিসরীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন সে সময় দামেশক জনৈক ব্যক্তির উদ্ভব হয়, যাকে বলা হতো 'কাস্সামুত-তুরাব' মানে মাটি বণ্টনকারী[১]। আলপ্তগীন তার কাছে যাতায়াত করতেন। মনের কথা তার কাছে খুলে বলতেন এবং এমন করতে স্বস্তিবোধ করতেন। ধীরে ধীরে সে দামেশকের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে, লোকজনও তাকে মান্য করে। মিসরের আযীযের সৈন্যরা তাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করে কিন্তু তা করতে পারেনি। এরপর এগিয়ে আসেন আবূ তাগলাব ইব্ন নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামাদান। তাকে অবরোধ করে নেন। কিন্তু তিনিও দামেশকে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি। তাই তিনি সেখান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাবারিয়ার পথ ধরেন। সেখানে তার এবং আরবের উকায়ল গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, আবূ তাগলাব নিহত হন। তার সঙ্গে ছিল তার বোন এবং তার স্ত্রী জামীলা। আর এ জামীলা ছিল সায়ফুদ্দৌলার কন্যা। এ দুজনকে হালবে সা'দুদ্দৌলা ইব্ন সায়ফুদ্দৌলার নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি বোনকে রেখে দেন এবং জামীলাকে বাগদাদে প্রেরণ করেন। আর সেখানে তাকে একটা গৃহে আটক করে রাখা হয় এবং তার নিকট থেকে বিপুল অর্থ আদায় করা হয়। আর এই 'কাস্সামুত তুরাব' ইয়ামান দেশের বনুল হারিছ ইব্ন কা'ব বংশোদ্ভূত। তিনি সিরিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে তার বাধা দূর করে কয়েক বছর যাবৎ সংস্কার-সংশোধন চালানো হয়। এলাকার জামে মসজিদে অধিবেশনের আয়োজন করা হত। এতে লোকজনকে আদেশ নিষেধ করা হত আর তিনি যা বলতেন লোকেরা তা মেনে নিত।

ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির বলেন, মূলত ইনি ছিলেন তালফীনা অঞ্চলের লোক, আর এ অঞ্চলকেই বলা হত তুরাব। আমি (গ্রন্থকার ইব্ন কাছীর) বলি, লোকেরা তাকে বলত 'কাসীমায যাবাল'; অথচ তিনি ছিলেন কাসসাম বা বণ্টকারী। তথায় যাবাল (কোড়া) ছিল না। মিনীন গ্রামের নিকটে তা ছিল তালফীনা গ্রামের মাটি। তার শুরু এভাবে হয় যে, দামেশক জনৈক আহ্মদ ইব্ন মুসতান নামক যুবকের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। এভাবে সে তার দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর সমস্ত বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। শক্তি সঞ্চয় করে নেয় সকল পর্যায়ের কর্তা ব্যক্তিদের উপর। এমনকি ৩৭৬ হিজরী সনের ১৭ই মুহাররম বৃহস্পতিবার বলপ্তগীন তুর্কী আগমন করেন মিসর থেকে এবং তা অধিকার করে নেন। এরপর কাস্সামুত-তুরাব দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে আত্মপ্রকাশ করলে তাকে বন্দী করা হয় এবং পরে মিসর অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাকে মুক্ত করে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়। সেখানে তিনি সম্মানের সঙ্গে বসবাস করেন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

আল-আকীকী

দামেশকের বাবুল বারীদ মহল্লায় একটা হাম্মামখানা এবং একটা গৃহ তার সাথে সম্পর্কিত

১. মু'জামুল বুলদান নামক ভূগোল গ্রন্থের রচয়িতা ইয়াকূত বলেন, প্রথম জীবনে ইনি পশুর পৃষ্ঠে মাটি তুলে দিতেন।

করা হয়। তাঁর পুরো নাম আহ্মদ ইবনুল হাসান আল-আকীকী ইব্ন যা'কান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন আল-আসগর ইব্ন আলী ইবনুল হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব শরীক আবুল কাসিম আল-হুসায়ন আল-আকীকী। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির বলেন, তিনি ছিলেন দামেশকের শরীফ লোকদের অন্যতম। বাবুল বারীদ মহল্লায় গৃহ এবং হাম্মাম তার সাথে সম্পর্কিত করা হত। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ বছর রবীউল আউয়াল মাসের ৪ তারিখ মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয় এবং পরদিন তাকে দাফন করা হয়। আর তার দাফন উপলক্ষে গোটা শহরে ছুটি পালিত হয়। তার জানাযার নামাযে নাকজূর অর্থাৎ দামেশক নগরীর শাসক এবং তার সঙ্গীবর্গও যোগদান করেন। বাবুস সগীরের বাইরে তাকে দাফন করা হয়। আমি (ইব্ন কাছীর) বলি, বাদশা যাহির বায়বারস গৃহ ক্রয় করে তথায় মাদরাসা, দারুল হাদীস এবং কবরস্থান নির্মাণ করেন। আর এ কাজ করা হয় ৬৭০ হিজরী সনের কাছাকছি সময়ে। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

আহ্মদ ইব্ন জা'ফর

ইব্ন মালিক ইব্ন শাবীব ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবূ বকর ইব্ন মালিক আল-কাতীঈ। ইনি ছিলেন বাগদাদের কাতীআ আদ্-দাকীক অঞ্চলের অধিবাসী। পুত্র আবদুল্লাহ্র সূত্রে ইনি মুসনাদে আহ্মদ রিওয়ায়াত করেন। তাঁর সূত্রে ইমাম আহ্মদের অন্যান্য রচনাও তিনি বর্ণনা করেন। এছাড়া অন্যান্য শায়খ থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইনি ছিলেন সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং অনেক হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম দারাকুতনী, ইব্ন শাহীন, বুরকানী, আবূ নুআয়ম এবং হাকিম প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। কৃষ্ণ পানিতে (অর্থাৎ বন্যার পানিতে) আল-কাতীআ জনপদ নিমজ্জিত হওয়ার ফলে তার কিতাবাদি ডুবে যায়। এতদ্সত্ত্বেও তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে কেউ নিবৃত্ত থাকেনি। তার সম্পর্কে অভিযোগ-আপত্তি এবং কথাবার্তার প্রতিও কেউ কর্ণপাত করেনি। তিনি অন্যান্য কিতাবের কপির সঙ্গে মিলিয়ে সেগুলো ঠিক করে নেন। এতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ কখনো কখনো তার নিমজ্জিত কিতাবগুলো মিলিয়ে দেখা হত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কথিত আছে যে, শেষ বয়সে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয় তখন বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি ৯০ বছর বয়স অতিক্রম করেন।

তামীম ইবনুল মুয়িয আল-ফাতিমী

এই কুনিয়াত বা উপনামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। আর ইনি ছিলেন তাঁর পিতা এবং ভ্রাতা আল-আযীযের অন্যতম কর্তা ব্যক্তি। তাকে নিয়ে এক মজার ঘটনা ঘটে। একদা তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে চড়া দামে তার জন্য একজন গায়িকা ক্রয় করা হয়। গায়িকাটি তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি বন্ধুদেরকে ডাকেন এবং তাকে গান গাইতে নির্দেশ দান করেন। আর সে গায়িকা বাগদাদের জনৈক ব্যক্তিকে ভালবাসত। তাই সে গাইতে লাগল :

وَبَدَا لَهُ مِنْ مَا انْتَقَلَ الْهَوى - بَرْقٌ تَأَلَّقَ مِنْ هُنَا لِمَعَانَهُ .

"যখন ধাবিত হয় প্রেম তার পানে তখন উদ্ভাসিত হয় তার সম্মুখে বিদ্যুতের দ্যুতি, যা পরিদৃষ্ট হয় এখান থেকে।"

يَبْدُوْ لِحَاشِيَةِ اللِّوَاءِ وَدُوْنَه - صعب الذّرى مُمْتَنِع أَرْكَانه .

"প্রকাশ পায় তার কাছে পতাকার কাছা, কিন্তু হায় তার কাছে পৌঁছা যে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার লোকেরা।"

فَبُدَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ لاَحَ فَلَمْ يُطِقْ - نَظَرَ اِلَيْهِ وَشَدَّهُ اَشْجَانُهُ .

"প্রকাশ পায় তার নিকট দেখতে চায় সে কেমন ছিল তার চমক; কিন্তু হায় দেখতে পায়নি, প্রতিবন্ধক হয়েছে তার দুঃখ।"

فَالنَّارُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ضُلُوْعَهُ - وَالْمَاءُ مَا سَمَحَتْ بِه اَجْفَانُهُ .

"তাই যতক্ষণ তার নিতম্ব ছিল, ততক্ষণ ছিল আগুন, আর পানি প্রবহমান ছিল, যতক্ষণ ছিল পানপাত্র।"

এছাড়া সে আরো কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়, সেগুলো শ্রবণ করে তামীম তো রীতিমতো আত্মহারা হয়ে পড়ে। তাকে বলেই বসে, তোমাকে তো কোন প্রয়োজনে আমার কাছে চাইতেই হবে। সে বলল, শুভ কামনা। সেও বলল, শুভ কামনা। তখন গায়িকা বলে : তুমি আমাকে বাগদাদ ফিরে যেতে দাও, যাতে সেখানে আমি গান গেয়ে শোনাতে পারি। একথা শুনে সে তো রীতিমতো থ বনে যায়, সে যা চেয়েছে তা পুরা না করে তো আর কোনই উপায় নেই। ফলে কিছু সঙ্গীসহ তাকে পাঠায় এবং তাকে গোপন রাখতে বলে দেয়। এভাবে তারা তাকে নিয়ে ইরাকের পথে গমন করে। সন্ধ্যা হলে যে রাতে তারা বাগদাদ শহরে প্রবেশ করে সে রাত শেষে ভোরবেলা কোথায় যে উধাও হয়ে যায় কেউ জানে না। তামীম এ সংবাদ পেয়ে ভীষণ দুঃখিত হয়, এতে সে ভীষণ লজ্জিত হয়, কিন্তু এ লজ্জা কোন কাজে আসেনি।

আবূ সাঈদ আস-সায়রাফী

আরবী ব্যাকরণবিদ হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মুরযাবান। ইনি বাগদাদে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং অপরের বদলী বা স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাযীর পদ গ্রহণ করেন। ইনি আরবী ব্যাকরণবিদ সীবাওয়ায়হ্-এর গ্রন্থ এবং 'তাবাকাতুন নুহাত'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। আবূ বকর ইব্‌ন দুরায়দ প্রমুখ থেকে তিনি রিওয়ায়াত করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মাজূসী[১] তথা অগ্নিপূজক।

আর এ আবূ সাঈদ ছিলেন অভিধান, ব্যাকরণ, ইলমে কিরাআত, ইলমে ফারায়িয, অংক বা হিসাববিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন সংসারত্যাগী ব্যক্তি তথা যাহিদ। তিনি কেবল নিজ হাতের উপার্জন দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি প্রতিদিন ১০ দিরহামের বিনিময়ে ১০ পৃষ্ঠা কপি করতেন। এ ১০ দিরহাম দ্বারাই তার জীবিকা নির্বাহ হত। বসরাবাসীদের আরবী ব্যাকরণ তত্ত্ব বিষয়ে তিনি সকলের চেয়ে বেশি জানতেন। ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞানে তিনি নিজেকে ইরাকীদের অনুসারী বলে দাবী করতেন। তিনি ইব্‌ন মুজাহিদ-এর নিকট ইলমে কিরাআত শিক্ষা করেন। অভিধানের জ্ঞান অর্জন করেন ইব্‌ন

১. ওয়াফায়াত (২/৭৮) গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ আছে বাহযাদ। ইসলাম গ্রহণের পর পুত্র তার নাম রাখেন আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্। কিফ্‌তী তদীয় আখবার গ্রন্থে তিনি মু'তাযিলা ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা প্রকাশ করতেন না। সায়রাফী সায়রাফ-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আর তা পারস্য সাগর তীরবর্তী কিরমান-এর নিকটবর্তী একটা শহরের নাম।

দুরায়দের নিকট। ইলমে নাহু (نحو)-এর জ্ঞান অর্জন করেন ইব্ন সাররাজ এবং ইব্ন মারযুবান-এর নিকট। কেউ কেউ তাকে মু'তাযিলী বলেছেন। আবার অন্যরা তা অস্বীকার করেছেন। এ বছর রজব মাসে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং খায়যুরান কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম

ইব্ন আবুল কাসিম আর-রায়হানী। ইনি আবুনদূনী নামেও পরিচিত। হাদীসের অনুসন্ধানে তিনি দূর-দূরান্ত সফর করেন। কোন কোন সফরে তিনি ইব্ন আদীরও সঙ্গী হন। এরপর তিনি বাগদাদে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে আবূ ইয়ালা, হাসান ইব্ন সুফিয়ান এবং ইব্ন খুযায়মা প্রমুখ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসের রাবী হিসাবে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। এতদসঙ্গে তিনি যাহিদ তথা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। বুরকানী তাঁর সূত্রে হাদীসে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন। উল্লেখ করা হয় যে, তাঁর পরিবারের সদস্যদের বেশির ভাগ খাদ্য-ছিল রুটি, যা সবজির শুরুয়ার সঙ্গে মিলায়ে খাওয়া হত। তাঁর অল্পে তুষ্টি, দুনিয়া বিমুখতা এবং পরহেযগারীর অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে। ৯৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ারাকা

আমীর আবূ আহ্মদ শায়বানী। তিনি ছিলেন অনেক বাড়ি-ঘরের মালিক এবং অনেক শান-শওকতের অধিকারী। ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছেন। ইবনুল আরাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, নারীদের সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

هِيَ الضِّلْعُ الْعَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيْمُهَا - اَلاَ اِنَّ تَقْوِيْمَ الضُّلُوْعِ انْكِسَارُهَا .

"নারী তো পাঁজরের বাঁকা হাড় তুমি তা সোজা করতে পারবে না কখনো। কোন বাঁকা হাড় সোজা করার অর্থ হলো তা ভেঙ্গে ফেলা।"

اَيَجْمَعْنَ ضَعْفًا وَاَقْتِدَارًا عَلَى الْفَتى + اَلَيْسَ عَجِيْبًا ضُعْفُهَا وَاَقْتِدَارُهَا .

"তাঁর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে দুর্বলতা আর যুবকের উপর কর্তৃত্ব। তার মধ্যে এ দুটি গুণের সমাবেশ কি অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় ?"

(গ্রন্থকার ইব্ন কাছীর বলেন) আমি বলি, কবিতার এই বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সংগৃহীত।

হাদীসটি এই :

اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ اَعْوَجَ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْئٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ . فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ . وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ .

"পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে নারীর সৃষ্টি। আর পাঁজরের উপরের হাড় হলো সবচেয়ে বাঁকা। তুমি বাঁকা হাড় সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে ফেলবে; আর তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাইলে বক্রতা মেনে নিয়েই উপকৃত হতে হবে।"[১]

---

১. বুখারী; কিতাবুল আম্বিয়া, বাব (১), মুসলিম; দুধপান অধ্যায় (৬১-৬২), দারিমী; বিবাহ অধ্যায়, বাব (৩৫), মুসনাদে ইমাম আহ্মদ, ৫/৮, ও ১৫১।

মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা

তিনি ছিলেন সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী আমরাওয়ায়হ আল-জালূদীর পুত্র। তিনি ফকীহ ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান এবং ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন দুনিয়াত্যাগীদের অন্যতম। লিপিকারের কাজ করতেন এবং তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর বয়স ৮০ বছর হয়েছিল।

হিজরী ৩৬৯ সন

এ বছর মুহাররম মাসে বাতীহা অঞ্চলের শাসক আমীর উমর ইব্ন শাহীন দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ শাসন কার্য পরিচালনার পর ইন্তিকাল করেন। এতদঞ্চলে তিনি এমনই প্রভাব বিস্তার করেন যে, আমীর-উমারা, রাজা-বাদশা এবং খলীফা-প্রতিনিধিরা তার মুকাবিলা করতে অক্ষম প্রমাণিত হন। এরা একাধিকবার তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি এসব বাহিনীকে পরাজিত করে আরো শক্তি সঞ্চয় করেন। এভাবেই উত্তরোত্তর তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতদসত্ত্বেও তিনি বাহ্যত কোন কারণ ছাড়াই শয্যায় স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু দুর্বল কাপুরুষদের চক্ষু তো নিদ্রা যায় না। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময় আযুদুদ্দৌলা তার হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়ার সংকল্প করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিপুল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু হাসান ইব্ন উমর ইব্ন শাহীন তাদেরকে পরাজিত করেন। এক এক করে তাদের সকলকে সমূলে বিনাশ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল কিন্তু আযুদুদ্দৌলা অর্থের বিনিময়ে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে লোক প্রেরণ করেন। প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দানের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়। আর এই সমঝোতাও এক অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা বটে!

সফর মাসে তালিবীন-এর নকীব শরীফ আবূ আহ্মদ আল-হাসান ইব্ন মূসা আল-মুসাবীকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ বেশ কয়েক বছর থেকে তিনি আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ ছিল যে, ইযযুদ্দৌলা তাঁর নিকট মূল্যবান হার গচ্ছিত রেখেছিলেন। গোপন তথ্য ফাঁস করা সংক্রান্ত স্বহস্তে লিখিত একটা পত্রও লোকেরা উদ্ধার করে। কিন্তু এ লেখা তার বলে অস্বীকার করেন। আসলে এটা ছিল নিছক অভিযোগ। অবশ্য হার-এর কথা তিনি স্বীকার করেন এবং তার থেকে তা উদ্ধারও করা হয়। ফলে দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করে অন্য কাউকে নিয়োজিত করা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। একই মাসে আযুদুদ্দৌলা প্রধান বিচারপতি আবূ মুহাম্মদ ইব্ন মা'রূফকে অপসারণকরতঃ অন্য কাউকে সে পদে নিযুক্ত করেন।[১]

---

১. এ প্রসঙ্গে 'আল-কামিল' গ্রন্থে (৮/৭১০) বলা হয় : প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন আবূ সা'দ বিশ্‌র ইবনুল হুসায়নকে। যিনি ছিলেন জবুথবু বৃদ্ধ। তিনি পারস্যে অবস্থান করতেন; তথা থেকে এনে তাকে বাগদাদে কাযীর পদে বসানো হয়।

এ বছরই শাবান মাসে ডাক হরকরা মিসর থেকে আযুদুদ্দৌলার নিকট বিপুল পত্র নিয়ে আসে। তিনি এসব পত্রের জবাব দেন। এসব পত্রের মূলকথা ছিল নিয়তের বিশুদ্ধতা ও চিন্তাধারার পরিশুদ্ধ। এরপর আযুদুদ্দৌলা খলীফা তায়ি'-এর নিকট নবপর্যায়ে খিলাত আর মহামূল্য মণি-মানিক্য দাবি করেন। তিনি ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করারও দাবি জানালে খলীফা তা মঞ্জুর করেন। তাকে রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ খিলাত হিসাবে দান করেন, যা পরিধান করে খলীফার সম্মুখে কুর্নিশ করাও সম্ভব ছিল না। দরজার বাইরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেন। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দিনটি ছিল প্রত্যক্ষ করার মতো। রমাযান মাসে বনূ শায়বানের বেদুঈনদের নিকট অভিযানে তাকে প্রেরণ করা হয়। তিনি হামলা চালিয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তাদের আমীর মুনাব্বাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আসাদী দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন। আযুদুদ্দৌলা তাদের ঘর-বাড়ি এবং সহায়-সম্পদ অধিকার করে নেন।

যিলকদ মাসের ৭ দিন বাকি থাকতে মঙ্গলবার আযুদুদ্দৌলার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন তায়ি' লিল্লাহ্। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ১ লক্ষ দীনার মহরে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিবাহে আযুদুদ্দৌলার উকীল ছিলেন বিশিষ্ট আরবী ব্যাকরণবিদ "ঈযাহ্ ও তাকমিলা' গ্রন্থের প্রণেতা শায়খ আবূ আলী হুসায়ন ইব্‌ন আহ্‌মদ আল-ফারিসী। কাযী আবূ আলী হুসায়ন ইব্‌ন আলী আত-তানূখী বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। এ প্রসঙ্গে 'আল-কামিল'-এর প্রণেতা ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর বলেন। :

وَفِيْهَا جَدَّدَ عَضُدَ الدَّوْلَة عِمَارَةَ بَغْدَادَ وَمَحَاسِنَهَا وَجَدَّدَ الْمَسَاجِدَ وَالْمَشَاهِدَ وَاَجْرى عَلى الْفُقَهَاءِ الْاَرْزَاقَ وَعَلى الاَئِمَّة مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالاَطِبَّاءِ وَالْحُسَّابِ وَغَيْرِهِمْ وَاَطْلَقَ الصَّلاَتَ لأَرْبَابِ الْبُيُوْتَاتِ وَالشُّرَفِ وَاَلْزَمَ اَصْحَابَ الاَمْلاَكِ بِعَمَارَةِ بُيُوْتِهِمْ وَدُوْرِهِمْ ومهد الطرقات وأطلق المكوس واصلح الطريق لِلْحُجَّاجِ مِنْ بَغْدَادَ الى مَكَّةَ وَاَرْسَلَ الصَّدَقَاتِ لِلْمُجَاوِرِيْنَ بِالْحَرَمَيْنِ قَالَ : واذن لوزيره نصر بن هارون وكان نصرانيا - بعمارة البيع والاديرة واطلق الاموال لفقرائهم .

"এ বছর আযুদুদ্দৌলা বাগদাদ নগরী ইমারত ও শহরের সৌন্দর্য নবায়ন করেন। মসজিদ এবং দর্শনীয় স্থানসমূহ সংস্কার করেন। ফকীহদের জন্য নিয়মিত ভাতা প্রদানের ফরমান জারি করেন। ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, চিকিৎসক এবং হিসাব বিদ্যা বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্যও ভাতা নির্ধারণ করেন। ঘর-বাড়ির মালিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্যও পারিতোষিক ঘোষণা করেন আর ভূমি মালিকদের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ বাধ্যতামূলক করেন। রাস্তাঘাট সংস্কার করেন এবং ঘর-বাড়ির কর মওকুফ করেন। হাজীদের জন্য বাগদাদ থেকে মক্কা গমনের রাস্তা সংস্কার করেন এবং হারামায়নের আশপাশের বাসিন্দাদের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর খৃস্টান উযীর নাসর ইব্‌ন হারূনকে অনুমতি দেন তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করে দেয়ার এবং সহায়-সম্বলহীন বিধর্মীদেরকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য।"

এ বছরই হাসনাওয়ায়হ ইব্‌ন হুসায়ন আল-কুর্দী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীনাওয়ার, নিহাওয়া ও হামাদান অঞ্চলে দীর্ঘ ৫০ বছর প্রতাপের সঙ্গে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি

ছিলেন সুন্দর চারিত্রের অধিকারী, হারামায়ন প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ দান-দক্ষিণা করতেন। মৃত্যুর পর তার সন্তানরা[১] দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, ফলে তাদের শৌর্য-বীর্য ধসে পড়ে। ফলে আযুদুদ্দৌলা তাদের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেন। যার কারণে সেখানে তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

এ বছরই আযুদুদ্দৌলা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তদীয় ভ্রাতা ফখরুদ্দৌলার রাজ্যাভিমুখে অভিযান চালান। আর এটা করেন যখন তিনি জানতে পারেন যে, তিনি ইযযুদৌলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকরতঃ তার সঙ্গে ঐকমত্য করার খবর পাওয়ার পর। তাই তদীয় ভ্রাতা ফখরুদ্দৌলার রাজ্য তথা হামাদান ও রায় ইত্যাদি অঞ্চল অধিকারকরতঃ তা অপর ভ্রাতা মুয়ায়্যিদুদ্দৌলার নিকট হস্তান্তর করেন। যাতে তিনি ভাইয়ের পক্ষ থেকে সেখানে প্রতিনিধি হতে পারেন। এরপর হাসনাওয়ায়হ আল-কুর্দীর রাজ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা অধিকারকরতঃ তথাকার অঢেল সম্পদ হস্তগত করেন। তার কিছু সন্তানকে আটক করেন এবং কিছু সন্তানকে বন্দী করেন। এরপর হাকারিয়া কুর্দীদের নিকট সৈন্য প্রেরণ করত তাদের রাজ্য অধিকার করে নেন। এভাবে তার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এ অভিযানের এক পর্যায়ে তিনি মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। ইতোপূর্বে মাওসিলেও তার অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল। অবশ্য সেখানে তিনি বিষয়টা গোপন রাখেন। অবশেষে তিনি স্মৃতি শক্তি লোপের ব্যধিতে আক্রান্ত হন। প্রচণ্ড চেষ্টা ছাড়া কোন কিছুই তিনি স্মরণ করতে পারতেন না। আর দুনিয়া যতটা ক্ষতি করতে পারে, ততটা আনন্দ দান করতে পারে না।

دَارٌ اِذَا مَا اَضْحَكَتْ فِى يَوْمِهَا - اَبْكَتْ غَدًا بُعْدًا لَهَا مِنْ دَارٍ .

"পৃথিবী এমন এক গৃহ যা একদিন হাসায় আবার পরদিন কাঁদায় পৃথিবীর গৃহ থেকে দূরে রাখার জন্য।"

এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন :

প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা আহ্মদ ইব্ন যাকারিয়া আবুল হাসান।[২] ইনি ছিলেন অভিধান গ্রন্থ কিতাবুল মুজমাল-এর প্রণেতা।

মৃত্যুর দুদিন পূর্বে তিনি আবৃত্তি করেন :

يَا رَبِّ اِنَّ ذُنُوْبِىْ قَدْ اَحَطْتَ بِهَا - عِلْمًا وَبِىْ وَبِاِعْلاَنِىْ وَاَسْرَارِىْ.

"হে মোর প্রতিপালক! আমার পাপের বিষয় তুমি তো জান, তুমি তো জান, আমার সম্পর্কে আমার যাহির-বাতিন সম্পর্কে।"

---

১. সন্তানদের কেউ কেউ ফখরুদ্দৌলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আবার কেউ কেউ ঝুঁকে পড়ে আযুদুদ্দৌলার দিকে। ওদের নাম : আবুল আ'লা, আবদুর রায্যাক, আবুন নাজম বদর, আসিম আবূ আদনান, বখতিয়ার এবং আবুল মালিক (আল-কামিল ৮/৭০৬)।

২ আল-কামিল (৮/৭১১) এবং ওয়াফায়াতুল আইয়ান (১/১১৫) গ্রন্থে আবুল হুসায়ন উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি হলেন আহ্মদ ইব্ন ফারিস ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব। ইবনুল জাওযী ও ইবনুল আছীর উভয়েই তার পিতার নামের ব্যাপারে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তাই তো তাঁরা উভয়েই মূলের মতো তার পিতার নাম যাকারিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

أَنَا الْمُوَحِّدُ لٰكِنِّيْ الْمُقِرُّ بِهَا - فَهَبْ ذُنُوْبِيْ لِتَوْحِيْدِيْ وَاِقْرَارِيْ .

"আমি তো তাওহীদবাদী, অবশ্য স্বীকার করি পাপের কথা, তাই তাওহীদ আর স্বীকারোক্তির কারণে আমার পাপ মার্জনা কর।"

ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর[১] তদীয় 'আল-কামিল' গ্রন্থে এ পঙক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন।

আহ্মদ ইব্ন আতা ইব্ন আহ্মদ

তিনি ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ্ আর-রুযবারী। আবূ আলী আর-রুযবারীর বোনের ছেলে। তিনি ছিলেন সনদ তথা বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করতেন। সূফীদের মাযহাব সম্পর্কে তিনি কথা বলতেন। বাগদাদ ত্যাগ করে তিনি 'সূর' অঞ্চলে গমন করত তথায় বসবাস করেন এবং এ বছর সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, কেউ যেন বলছে, নামাযে কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ ? আমি বললাম, নিয়তের বিশুদ্ধতা। তখন এক বক্তাকে বলতে শুনলাম: দেখার অভিপ্রায় বর্জন করে অভিপ্রেতকে দেখার সংকল্প করাই সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ। তিনি বলতেন :

مُجَالَسَةُ الأَضْدَادِ ذَوَبَانُ الرُّوْحِ

"বিপরীতমুখী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য অন্তরের তৃপ্তি।"

তিনি আরো বলতেন :

مُجَالَسَةُ الأَشْكَالِ تَلْقِيْحُ الْعُقُوْلِ .

"সমমনা ব্যক্তিদের সান্নিধ্য জ্ঞান-বুদ্ধিকে সিক্ত ও সঞ্জীবত করে।"

তিনি আরো বলতেন :

لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْمُجَالَسَةِ يَصْلُحُ لِلْمُؤَانَسَةِ .

"এক সঙ্গে বসার জন্য যোগ্য হলে সে বন্ধুত্বের জন্যও যোগ্য এমনটি হতে পারে না।"

তিনি আরো বলতেন :

وَلاَ كُلُّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْمُؤَانَسَةِ يُؤْمَنُ عَلَى الأَسْرَارِ .

"কেউ বন্ধুত্বের জন্য যোগ্য হলেই গোপন বিষয়ের জন্য নিরাপদ হবে, এমনও নয়।"

তিনি আরো বলতেন :

وَلاَ يُؤْمَنُ عَلَى الأَسْرَارِ الاَّ الأُمَنَاءُ فَقَطْ .

"গোপন বিষয় ব্যক্ত করার জন্য কেবল বিশ্বস্ত ব্যক্তিই নিরাপদ।"

১. তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে তীব্র মতভেদ রয়েছে, এমনকি ৩০ বছর ব্যবধানও দেখা যায়। 'আল-মুনতাযামে' (৭/১০৩) বলা হয়েছে ৩৮৯ হি. আর ওয়াফায়াতুল আইয়ানে (১/১১৯) বলা হয়েছে ৩৯০ হিজরী পক্ষান্তরে মুখতাসার আখবারুল বাশার গ্রন্থে (২/১৩৫) বলা হয়েছে ৩৯৫ হিজরী। তার মৃত্যুর সন উল্লেখে ইবনুল আছীর ভুল করেছেন, তিনি ৩৬৯ হিজরী উল্লেখ করেছেন। হয়তো তিনি তদীয় পিতা ফারিস-এর ওফাত সাল লিখতে চেয়েছেন যিনি এ বছর মারা যান (আন-নুজুমুয্ যাহিরা ৪/১৩৫)।

তিনি আরো বলেন,

اَلْخُشُوْعُ فِى الصَّلٰوةِ عَلاَمَةُ الْفَلاَحِ ·

"নামাযে বিনয় সাফল্যের লক্ষণ।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ·

"সে সব মুমিন সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী।" (সূরা আল-মু'মিনূন : ১-২)

তিনি বলতেন :

تَرْكُ الْخُشُوْعِ فِى الصَّلٰوةِ عَلاَمَةُ النِّفَاقِ وَخَرَابِ الْقَلْبِ قال تعالى : "اِنَّه لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ" ·

নামাযে বিনয় বর্জন করা মুনাফিকী এবং অন্তর বিকৃতির লক্ষণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই কাফিররা সফল হবে না।" (সূরা আল-মু'মিনূন : ১১৭)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম

ইব্ন আইয়ূব ইব্ন মাসী আবূ মুহাম্মদ আল-বায্যার। অনেকের সূত্রে তিনি হাদীসের সনদ বর্ণনা করেন। ৯৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। এ বছর রজব মাসে তাঁর ওফাত হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ্

ইব্ন আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবুল হাসান আল-হাশিমী। ইব্ন উম্মু শায়বান নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। অনেক দিন আগে তাকে বাগদাদে কাযী বা বিচারক নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন চমৎকার জীবন চরিতের অধিকারী। এ বছরই তাঁর ওফাত হয়। তাঁর বয়স ৭০ বছর অতিক্রম করে ৮০-এর কাছাকাছি হয়েছিল।

৩৭০ হিজরী সন

এ বছর মুয়ায়্যিদুদ্দৌলার পক্ষ থেকে তদীয় ভ্রাতা আযুদুদ্দৌলার ভ্রাতার নিকট আস-সাহিব ইব্ন আব্বাদ আগমন করেন। এজন্য আযুদুদ্দৌলা শহরের বাইরে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন, সম্মানিত করেন এবং তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও নির্দেশ দান করেন। তাকে খিলাতে ভূষিত করেন এবং তাঁর জায়গীরে বৃদ্ধি সাধন করেন। বিনিময়ে তার সঙ্গে প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এ বছরই জমাদিউছ ছানী মাসে আযুদুদ্দৌলা বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলে খলীফা তায়ি' তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তার সম্মানে তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং বাজার আর সড়কে আলোকসজ্জা করা হয়। একই মাসে ইয়ামানের শাসন

কর্তার পক্ষ থেকে আযুদুদ্দৌলার নিকট বিপুল পরিমাণ উপহার-উপঢৌকন পৌঁছে। এ সময় হারামায়নে মিসরের শাসনকর্তার নামে খুতবা পাঠ করা হত। আর তখন মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন আযীয ইবনুল মুয়িয আল-ফাতিমী।

এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা ইন্তিকাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন,

আবূ বকর রাযী আল-হানাফী

আহ্মদ ইব্ন আলী আবূ বকর রাযী। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ। ইমাম আবূ হানীফার অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ইমাম। ইনি অনেকগুলো ভালো গ্রন্থের রচয়িতা, তন্মধ্যে কিতাব আহকামুল কুরআন অন্যতম। তিনি ছিলেন আবুল হাসান আল-কারখীর শিষ্য। বড় মাপের ইবাদতগুযার, দুনিয়াত্যাগী এবং পরহেযগার ব্যক্তি। সে সময়ে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব-কর্তৃত্ব তাঁর মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্র তাঁর কাছে আগমন করত। আবুল আব্বাস আসাম এবং আবুল কাসিম তাবারানীর নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। খলীফা তায়ি' লিল্লাহ্ তাঁকে কাযীর পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। এ বছর যিলহজ্জ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আল-খাওয়ারাযিমী তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর

ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়া আবূ বকর আল-ওয়াররাক। তাঁর উপাধি ছিল গুন্দর। তিনি ঘুরে বেড়াতেন এবং সফর করতেন। পারস্য এবং খুরাসান অঞ্চলের অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়াও তিনি বাগুন্দী, ইব্ন সায়িদ, ইব্ন দুরায়দ প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। হাফিয আবূ নুআয়ম ইস্পাহানী তার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য এবং হাদীসের হাফিয।

ইব্ন খালাওয়ায়হ

হুসায়ন ইব্ন আহ্মদ ইব্ন খালাওয়ায়হ আবূ আবদুল্লাহ্। ব্যাকরণ এবং অভিধান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। মূলত তিনি ছিলেন হামাদান অঞ্চলের অধিবাসী। পরে তিনি বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় অনেক নামী-দামী ব্যক্তির সংসর্গ লাভে ধন্য হন। যথা ইব্ন দুরায়দ, ইব্ন মুজাহিদ, আবূ উমর যাহিদ প্রমুখ। আবূ সাঈদ সায়রাফীর সংসর্গে অবস্থান করেন। এরপর হাল্ব বা আলেপ্পো গমন করেন। তথায় আলে হামাদানের নিকট বিরাট মর্যাদা লাভ করেন। সায়ফুদ্দৌলা তাকে খুব সম্মান করতেন। তার মজলিসে যারা উপস্থিত হত, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। প্রসিদ্ধ কবি আল-মুতানাব্বীর সঙ্গে তার অনেক বহছ ও মুনাযারা হয়। ঐতিহাসিক ইব্ন খাল্লিকান তার অনেকগুলো রচনার উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'কিতাবু লায়সা ফী কালামিল আরব'। কারণ, তিনি বেশি বেশি বলতেন, আরবদের কথায়তো এমন কিছু নেই। অপর একটা গ্রন্থের নাম হলো 'কিতাবুল আল'। এ গ্রন্থে তিনি আল-এর শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করেছেন, ১২ ইমামের জীবনী আলোচনা করেছেন এবং কুরআন মজীদের একটি সূরা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া 'শরহুদ দুরায়দিয়া' প্রভৃতি

গ্রন্থও রয়েছে। তাঁর অনেক চমৎকার কবিতাও রয়েছে। একটা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩৭১ হিজরী সন

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে কারখ অঞ্চলে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। একই সময়ে আযুদুদ্দৌলার মহা মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী চুরি হয়ে যায়। এ চুরির ঘটনায় সকলে বিস্মিত হয়। কারণ, আযুদুদ্দৌলার বিরাট প্রতিপত্তি ছিল। অনেক চেষ্টা করেও চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। কথিত আছে যে, মিসরের শাসক প্রেরিত ব্যক্তি এ ঘটনা ঘটায়। তবে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন,

আল-ইসমাঈলী

আহ্‌মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল ইবনুল আব্বাস আবূ বকর আল-ইসমাঈলী আল-জুরজানী। তিনি ছিলেন হাদীসের মহান হাফিয, মহান পর্যটক। অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন এবং অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস বিষয়ে সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। সহীহ আল-বুখারী সম্পর্কে একটা গ্রন্থ রচনা করেন। যাতে অনেক উপকারী বিষয় রয়েছে। আছে জ্ঞানের কথা, কাজের কথা, ইমাম দারাকুতনী বলেন, আমি একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সংকল্প করেছিলাম কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জুটেনি। দশম রজব[1] শনিবার ৩৭১ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪[2] বছর। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আল-হাসান ইব্‌ন সালিহ

আবূ মুহাম্মদ আস-সাবিঈ ইব্‌ন জারীর, কাসিম মুত্তারিয প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন আর তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন ইমাম দারাকুতনী, বুরকানী প্রমুখ। ইনি নির্ভরযোগ্য ও হাফিযে হাদীস ছিলেন এবং অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে তাঁর রিওয়ায়াত ছিল কঠিন।

আল-হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আল-হাসান

ইবনুল হায়ছাম তাহমান আবূ আবদুল্লাহ্ আশ-শাহিদ। বাদী নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। হাদীস শ্রবণ করেন, নির্ভরযোগ্য ছিলেন। ৯৭ বছর বেঁচেছিলেন। ১৫ বছর বন্দীদশায় কাটান। তিনি অন্ধ ছিলেন।

---

১. طبقات الشافعية গ্রন্থে, পৃ. ২/৮০ সফর মাস উল্লেখ করা হয়েছে।

২ তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৬৫০ এবং সাহমী প্রণীত তারীখে-ই জুরজান গ্রন্থে পৃ. ১০৯-এ ৯৪ বছর বলা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন

ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ বকর আদ-দাবী। বাগদাদে বিচারপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, দুনিয়াত্যাগী এবং দীনদার।

আবদুল আযীয ইবনুল হারিছ

ইব্‌ন আসাদ ইবনুল লায়ছ আবুল হাসান তামীমী। তিনি ছিলেন হাম্বলী ফকীহ্। কালাম শাস্ত্র এবং মাযহাবী মত পার্থক্য বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং একাধিক ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেন যে, তিনি হাদীস জাল করেন। অবশ্য ইবনুল জাওযী এ অভিযোগের বিরোধিতা করে বলেন, ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বলের অনুসারীদের ব্যাপারে এটা খতীবের চিরাচরিত অভ্যাস। তিনি আরো বলেন, খতীবের যে শায়খের বরাতে তিনি এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন আবুল কাসিম আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আসাদ আল-আকবরী, যার কথায় নির্ভর করা যায় না। তিনি হাদীসের নয় বরং মু'তাযিলা ধর্ম মতের অনুসারী ছিলেন। তিনি বলতেন, কাফিররা সর্বদা জাহান্নামে বাস করবে না। (গ্রন্থকার ইবন কাছীর বলেন), আমি বলি, এটা কেমন কথা, কারণ মু'তাযিলীদের মতে কাফিররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। বরং তারা তো এটাও বলে যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরাও চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। খতীব বাগদাদী আরো বলেন যে, ইব্‌ন বাত্তা ও তাঁর সূত্রে কালাম উদ্ধৃত করেছেন।

আলী ইব্‌ন ইবরাহীম

আবুল হাসান আল-হাসরী। তিনি ছিলেন সূফী ও ওয়াযকারী। বাগদাদের সূফীদের তিনি ছিলেন শায়খ তথা ইমাম। মূলত তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী। তিনি শিবলী প্রমুখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জামে মসজিদে লোকজনের সম্মুখে ওয়ায-নসীহত করতেন। বয়স বৃদ্ধি পেলে আল-মনসূর মসজিদের বিপরীতে তার জন্য একটা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। এরপর আল-মারওয়াযীর সাথী হিসাবে তিনি পরিচিত হন। জুমআ থেকে জুমআ পর্যন্ত ছাড়া তিনি কক্ষ থেকে বের হতেন না। সূফীদের রীতিতে তাঁর একটা চমৎকার বাণী সম্বলিত গ্রন্থ আছে। ইবনুল জাওযী তাঁর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলতেন : আমার নিজের উপর আমার কি কর্তৃত্ব রয়েছে? আমার নিজের মধ্যে আমার জন্য কি আছে? যাতে আমি আশা পোষণ করতে পারি। তিনি দয়া করলে সে অধিকার তার রয়েছে, আর যদি তিনি আযাব দেন তবে সে অধিকার তাঁর রয়েছে। যিলহজ্জ মাসে তাঁর ওফাত হয়। ৯০ বছরের কিছু বেশি তাঁর বয়স হয়েছিল। বাগদাদে দারুল হারব কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আহদাব আল-মাযূর

তিনি ছিলেন অতি সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী। কপি নকল করায় তার বিরাট দক্ষতা ছিল। যে কোন লিখা তিনি ইচ্ছা করলে নকল করতে পারতেন। আসল আর নকলে কেউ সন্দেহ করতে পারত না। এ কারণে লোকদেরকে মহাপরীক্ষায় পতিত হতে হয়। শাসক বহুবার তার

হাত বন্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সক্ষম হননি। তিনি লিপি নকল করেই চলেন। অবশেষে এ বছর তাঁর ওফাত হয়।

শায়খ আবূ যায়দ আল-মারূযী আশ-শাফিঈ

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আবূ যায়দ আল-মারূযী। ইনি ছিলেন তাঁর কালে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের শায়খ, ফিক্হ শাস্ত্র, ইবাদত এবং দরবেশী ও দুনিয়া ত্যাগ বিষয়ে তাঁর সময়ের লোকদের ইমাম তথা অগ্রণী। হাদীস শ্রবণ করেন, পরে বাগদাদে আগমনকরতঃ তথায় হাদীস শিক্ষা দেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তার সম্পর্কে আবূ বকর আল-বাযযার বলেন, হজ্জের পথে শায়খ আবূ যায়দকে আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। এ সময় ফেরেশতা তার কোন পাপ লিপিবদ্ধ করেছে বলে আমার জানা নেই। "طبقات الشافعية" গ্রন্থে তার জীবনী বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শায়খ আবূ নুআইম বলেন, এ বছর রজব মাসের ১৩ তারিখ মার্ভ শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন খাফীফ

আবূ আবদুল্লাহ্ আশ-শীরাযী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সূফীদের অন্যতম। আল-জারীরী ইব্ন আতা প্রমুখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, 'তালবীসে ইবলীস' নামক কিতাবে তাঁর সূত্রে আমি এমন কিছু কাহিনী উল্লেখ করেছি। যাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইবাহিয়া তথা নৈরাজ্যমূলক দর্শনের অনুসারী ছিলেন।

৩৭২ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর মুহাররম মাসে আযুদুদ্দৌলা তাঁর গৃহ এবং বাগানে পানির নহর প্রবাহিত করান। এ বছর সফর মাসে হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়। বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে আযুদুদ্দৌলা এ হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এখানে চিকিৎসক আর সেবক তথা নার্সের সুব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া এ হাসপাতালে ঔষধপত্র, পথ্য ইত্যাদির আয়োজন করা হয়[1]। তিনি আরো বলেন : এ বছর আযুদুদ্দৌলা মৃত্যুবরণ করলে সঙ্গীরা তার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখে। পরে তদীয় পুত্র সামসামাকে ডেকে এনে তার হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ন্যস্ত করার পর মৃত্যু সংবাদ জানান হয়। এরপর খলীফাকে অবহিত করা হলে তিনি খিলাত দ্বারা আযুদুদ্দৌলার পুত্রকে ভূষিত করেন এবং তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন।

আযুদুদ্দৌলার সম্পর্কে কিছু কথা

আবূ শুজা' ইব্ন রুকনুদ্দৌলা আবূ আলী আল-হুসায়ন ইব্ন বুওয়ায়হ আদ-দায়লামী, বাগদাদ প্রভৃতি নগরীর বাদশা। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের জন্য শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ

---

১. ইবনুল আছীর 'আল-কামিল' ৯/১৬-এ উল্লেখ করেন যে, ৩৭১ হিজরী সালে হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়।

উপাধি ধারণ করেন। আর ফার্সী শাহানশাহ্ অর্থ হচ্ছে বাদশার বাদশা মানে সবচেয়ে বড় বাদশা। সহীহ বুখারীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র নবী (সা) বলেছেন :

أَوْضَعُ اِسْمٍ وَفِى رِوَايَةٍ اَخْنَعُ اِسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْمُلُوْكِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَلِكَ الاَمْلاَكِ لاَ مَلِكَ الاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে খারাব বা সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে সে ব্যক্তির যে নিজেকে বাদশাদের বাদশা বলে। (হাদীসের দৃষ্টিতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) একটা মালিকুল মুলূক, অপরটা মালিকুল আমলাক উভয় শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য এক ও অভিন্ন। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন বাদশা নেই। তিনিই রাজাধিরাজ।"

তিনি ছিলেন বাগদাদের প্রথম বাদশা, যার জন্য ঢোল বাজানো হয়। আর তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যার জন্য বাগদাদের মসজিদে খলীফার সাথে খুতবা পাঠ করা হয়। ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, তিনি হলেন সে ব্যক্তি, মুতানাব্বী প্রমুখের মতো কবিরা যার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সালামী। যিনি তার প্রশংসায় একটা কাসীদা রচনা করেন, এতে মুতানাব্বী বলেন,

اِلَيْكَ طَوى عَرْضَ الْبَسِيْطَةِ جَاعِلٌ - قُصَارَى الْمَطَايَا اَنْ يَلُوْحَ لَهَا الْقَصْرُ

"বিশ্ববিধাতা তোমার পানে নিয়োজিত করেছেন তাবৎ সমমান ক্ষুদ্র ভারবাহী জন্তুর মতো, যাতে করে চমকে উঠে প্রাসাদ।"

فَكُنْتُ وَعَزْمِيْ فِيْ الظَّلاَمِ وَصَارِمِيْ - ثَلاَثَةُ اَشْيَاءَ كَمَا اجْتَمَعَ النَّسْرُ .

"তুমি অন্ধকারে, আমার সংকল্প, আমার তরবারি এ তিনটি বস্তু যেন শকুনের সমাবেশ আর কি!"

وَبَشَّرْتَ اَمَالِيْ بِمَلِكٍ هُوَ الْورى - وَدَارٍ هِى الدُّنْيَا وَيَوْمٍ هُوَ الدَّهْرُ .

"আমি আমার আকাঙ্ক্ষাকে সুসংবাদ দিয়েছি এমন এক বাদশার, যিনি একাই এক জগৎ। তিনি এমন এক গৃহ যা এক দুনিয়ার সমান। এমন এক দিবস, যা একটা যুগের সমান।"

কবি মুতানাব্বী আরো বলেন :

هِىَ الْغَرْضُ الاَقْصى وَرُؤْيَتُكَ الْمُنى - وَمَنْزِلُكَ الدُّنْيَا وَاَنْتَ الْخَلاَئِقُ .

"তা-ই চূড়ান্ত লক্ষ্য, আর তোমার দর্শন তো চরম কাম্য, আর তোমার অবস্থান মূলত দুনিয়া, তুমি একাই তো গোটা পৃথিবী !"

ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান আরো বলেন, আবূ বকর আহ্‌মদ আল-আরজানী একটি কাসীদায় তার সম্পর্কে এমন উক্তি করেন, সালামীর উক্তি সে পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়নি। এতে তিনি বলেন,

لَقِيْتُهُ فَرَأَيْتُ النَّاسَ فِيْ رَجُلٍ + وَالدَّهْرَ فِيْ سَاعَةٍ وَالاَرْضَ فِيْ دَارٍ .

"আমি তার সঙ্গে মিলিত হয়েছি, তার মধ্যে পেয়েছি সমস্ত মানুষকে, এক ঘণ্টার মধ্যে পেয়েছি একটা যুগ আর একটা গৃহে পেয়েছি গোটা পৃথিবী।"

ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান আরো বলেন, আযুদুদ্দৌলার ভাইদ্বয়ের ভৃত্য আলপ্তগীন তাঁর নিকট পত্র লিখে সৈন্য প্রেরণের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। যাতে তিনি দামেশকে সৈন্য প্রেরণ করেন যদ্দারা ফাতিমীদের প্রতিরোধ করা যায়। এ আবেদনের জবাবে আযুদুদ্দৌলা তাঁকে লিখেন :

غَرَّكَ عِزُّكَ فصَار قُصَارَاكَ ذالِكَ فَاخْشَى فَاحِشَ فِعْلِكَ فَعَلَّكَ بِهذا تَهْدَاُ

"অহঙ্কার তোমাকে প্রতারিত করেছ, তোমার জন্য উপদেশ এই যে, তুমি মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে, তোমার এহেন আচরণ তোমাকে রক্ষা করবে।"

তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান মন্তব্য করেন :

وَلَقَدْ اَبْدَعَ فِيهَا كُلَّ الابْدَاعِ وَقَدْ جَرى له مِنَ التَّعْظِيْمِ مِنَ الْخَلِيْفَةِ مَا لَمْ يَقَعْ لِغَيْرِهِ قَبْلَه وَقَدِ اجْتَهَدَ فِيْ عِمَارَةِ بَغْدَادَ وَالطُّرُقَاتِ وَاَجْرى النَّفَقَاتِ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ وَالْمَحَاوِيْجِ وَحَفَرَ الاَنْهَارَ وَبَنَى الْمَارِسْتَانَ الْعَضُدِيَّ وَاَدَارَ السُّوْرَ عَلى مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ فَعَلَ ذلِكَ مُدَّةَ مُلْكِه عَلَى الْعِرَاقِ وَهِيَ خَمْسَةُ سِنِيْنَ وَقَدْ كَانَ عَاقِلاً فَاضِلاً حَسَنَ السِّيَاسَةِ شَدِيْدَ الْهَيْبَةِ بَعِيْدَ الْهِمَّةِ الاَّ اَنَّه كَانَ يَتَجَاوَزُ فِيْ سِيَاسَةِ الاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ كَانَ يُحِبُّ جَارِيَةً فَالْهَتْهُ عَنْ تَدْبِيْرِ الْمَمْلَكَةِ فَأمَرَ بِتَغْرِيْقِهَا وَبَلَغَهُ اَنَّ غُلاَمًا له اَخَذَ لِرَجُلٍ بِطِيْخَةً فَضَرَبَهُ بِسَيْفِه فَقَطَّعَهُ نِصْفَيْنِ وَهذه مُبَالَغَةُ وكَانَ سَبَبُ مَوْتِه الصَّرْعَ وَحِيْنَ اَخَذَ فِيْ عِلَّةِ مَوْتِه لَمْ يَكُنْ لَه كَلاَمٌ سِوى تِلاَوَةِ قَوْلِه تَعَالى مَا اَغْنى عَنِّيْ مَالِيَه هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَه {الحاقه : ٢٨} فَكَانَ هذا هَجِيْرَاهُ حَتّى مَاتَ .

"অবশ্য আযুদুদ্দৌলা জবাবে ভাষার অলংকারের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখেন। খলীফার পক্ষ থেকে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমনই রীতির পরিচয় দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে অন্য কারো জন্য করেননি। বাগদাদের ইমারত আর রাস্তাঘাট সংস্কারে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। গরীব-মিসকীন আর অসহায় ব্যক্তিদের জন্য তিনি ভাতার ব্যবস্থা করেন। পানির জন্য নহর খনন করান, তার নামে হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং মদীনা শহরের চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করান। তিনি একাজ করেন ইরাক শাসনকালে, যা ছিল কেবল ৫ বছর। তিনি ছিলেন অতীব প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি, প্রভূত প্রশাসনিক যোগ্যতা-দক্ষতার, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপের অধিকারী এবং ভীষণ সাহসী। অবশ্য শরীআতের বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে তিনি বাড়াবাড়ি করেন। তিনি এক দাসীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, যার ফলে শাসনকার্যে শৌথিল্য দেখা দেয়। এ কারণে দাসীকে নদীতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। তিনি জানতে পারেন যে, তার জনৈক ভৃত্য কোন এক ব্যক্তির একটা খরবুজা (চুরি করে) নিয়ে যায়। এতে তিনি লোকটিকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করেছেন। তার সম্পর্কে এমন কথা অতিরঞ্জিত অপপ্রচার মাত্র। সন্ন্যাস রোগ তার

মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দেয়ার পর তিনি আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করা ছাড়া অন্য কোন কথা বলেননি !

مَا اَغْنٰى عَنِّى مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّى سُلْطَانِيَهْ

"ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না, আমার কর্তৃত্বও বিনষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা হাক্কা : ২৮-২৯)

এ আক্ষেপ নিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন"।

ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভক্ত। তাকে ইকলিদাস (ইউক্লিডের জ্যামিতি) এবং আবূ আলী ফারিসী প্রণীত কিতাবুন-নাহু (আরবী গ্রন্থ) অর্থাৎ আল-ঈযাহ্ ও তাকমিলা পাঠ করে শোনানো হত। এ গ্রন্থ তাঁর জন্যই রচনা করা হয়। একটা বাগানে প্রবেশ করে তিনি বলেন, আমার মন চায় যদি এখন বৃষ্টি হত। বৃষ্টি বর্ষিত হলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন।

لَيْسَ شُرْبُ الرَّاحِ اِلاَّ فِى الْمَطَرِ - وَغِنَاءٌ مِنْ جَوَارٍ فِى السَّحَرِ

"মদ্য পানের স্বাদ পাওয়া যায় না বৃষ্টির মধ্যে ছাড়া, আর দাসীর কণ্ঠে গানের স্বাদ তো পাওয়া যায় ভোর রাতে!"

غَانِيَاتٌ سَالِبَاتٌ لِلنُّهى - نَاعِمَاتٌ فِى تَضَاعِيْفِ الْوَتْرِ

"গায়িকারা তো এমন যারা হুশ-জ্ঞান লোপ করে দেয়। নরম-নাজুক দেহধারিনী ক্ষুধা বৃদ্ধিতে পারঙ্গম।"

رَاقِصَاتٌ زَاهِرَاتٌ نَجِلٌ - رَافِلاَتٌ فِىْ اَفَانِيْنِ الْحِبْرِ

"তারা নর্তকী উজ্জ্বল দীপ্তময়, চাল-চলনে বিশেষ ভঙ্গি, ইয়ামানী চাদর মুড়ি দিয়ে। "

مُطْرِبَاتٌ غَنْجَاتٌ لَحِنٌ - رَافِضَاتُ الْهَمِّ امال الفكر

"আনন্দে ঢুলু ঢুলু, ভাব-ভঙ্গি-আর বুদ্ধির অধিকারিণী। যারা সূচনাতেই পানপাত্র প্রকাশ করে।"

مُبْرِزَاتُ الْكَأْسِ مِنْ مَّطْلَعِهَا - مُسْقِيَاتُ الْخَمْرِ مِنْ فَاقَ الْبَشَرَ

"যারা মানুষের মধ্যে সকলের উর্ধ্বে তাদেরকে সূরা পান করায়। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে আর তার ভিত্তি রচনা করবে",

عَضُدِ الدَّوْلَةِ وَابْنِ رُكْنِهَا - مَالِكُ الأَمْلاَكِ غَلاَبُ الْقَدْرِ

"সে তো বাদশাদের বাদশা, ভাগ্যলিপির উপরও বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ তার জন্য সাহায্য সহজ করুন।"

سَهَّلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ نُصْرَةً - فِىْ مُلُوْكِ الأَرْضِ مَا دَامَ الْقَمَرُ

"পৃথিবীর বুকে যতদিন চন্দ্র টিকে থাকে। আর তার সন্তানদের মধ্যেও কল্যাণ প্রকাশ করুন।"

وَاَرَاهُ الْخَيْرَ فِى اَوْلاَدِهِ - وَلِبَاسُ الْمُلْكِ فِيْهِمْ بِالْغُرَرِ

"আর তাদের মধ্যে শাহী পোশাক জাঁকজমকের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে বহাল থাকুক।"

সে ও তার কবিতা এবং তার সন্তান সকলের মহান আল্লাহ্ মন্দ করুন। কারণ এ কবিতাগুলোতে অনেক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সে কারণে এরপর সে কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়নি। কথিত আছে যে, সে যখন কবিতায় غَـلاَّبُ الْقَدَرِ আবৃত্তি করে, আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাৎ তাকে পাকড়াও করেন এবং তার বিনাশ সাধন করেন। আরো কথিত আছে যে, এ কবিতাগুলো তার সম্মুখে পঠিত হয়। এরপরই তার সর্বনাশ সাধিত হয়। এ বছরই শাওয়াল মাসে ৩৭ বা ৩৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার লাশ 'মাশহাদে আলী'-তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়। তার মধ্যে রাফিযী এবং শীআ মনোভাব ছিল। মাশহাদে আলীতে তার কবরে লেখা ছিল :

هذا قَبْرُ عَضُدِ الدَّوْلَةِ وَتَاجُ الْمَمْلَكَةُ أَبِيْ شُجَاعِ اِبْنِ رُكْنِ الدَّوْلَةِ أَحَبَّ مُجَاوَرَةُ هذا الامَامِ الْمُتَّقِيْ لِطَمْعِهِ فِى الْخَلَاصِ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (النحل : ١١١) وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرَةِ ·

"এ হচ্ছে আযুদুদ্দৌলা, তাজুল মুলক আবূ শুজা ইব্ন রুকনুদ্দৌলার কবর। সেদিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে (সূরা নাহল : ১১১)। সেদিনে মুক্তির আশায় তিনি ইমাম মুত্তাকীর প্রতিবেশী হওয়াকে পছন্দ করে নেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক মুহাম্মদ (সা) এবং তার পরিবার-পরিজনের উপর।"

মৃত্যুকালে তার অবস্থা হয়েছিল কাসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র নিম্নোক্ত কবিতায় বর্ণিত অবস্থার মতো। তার কবিতা পঙক্তিগুলো হলো এই :

قَتَلْتُ صَنَادِيْدَ الرِّجَالِ فَلَمْ أَدَعْ – عَدُوًّا وَلَمْ أُمْهِلْ عَلَى ظَنِّهِ خَلْقًا

"আমি হত্যা করেছি বড় বড় পালোয়ানকে বাদ দেইনি একজন দুশমনকেও, দুশমনের একজন সমমানকেও আমি অবকাশ দেইনি।"

وَأَخْلَيْتُ دَارَ الْمُلْكِ مِنْ كَانَ بَاذِلاً – فَشَرَّدْتُهُمْ غَرْبًا وَشَرَّدْتُهُمْ شَرْقًا

"রাজমহলকে আমি মুক্ত করেছি এমন সব ব্যক্তি থেকে, যারা জীবন নিয়ে খেলা করতে অভ্যস্ত। আমি তাদেরকে বিতাড়িত করেছি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে।"

فَلَمَّا بَلَغْتُ النَّجْمَ عِزًّا وَرِفْعَةً – وَصَارَتْ رِقَابُ الْخَلْقِ أَجْمَعَ لِيْ رِقًّا

"মান-মর্যাদায় আমি যখন তারকা পর্যন্ত পৌছি, তখন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের গর্দান আমার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।"

دَمَانِي الرَّدَى سَهْمًا فَأَخْمَدَ جَمْرَتِيْ – فَهَا أَنَا ذَا فِي حُفْرَتِيْ عَاطِلاً مُلْقَى

"তখন দুর্ভাগ্যের তীর আমার পানে নিক্ষেপ হয়, যাতে নিভে যায় আমার জীবনের স্ফুলিঙ্গ, এখন আমি গর্তে আছি কর্মহীন।"

فَأَذْهَبْتُ دُنْيَايَ وَدِيْنِيْ سَفَاهَةً – فَمَنْ ذَا الَّذِيْ مِنِّيْ بِمَصْرَعِهِ أَشْقَى ·

"নিজের বোকামী দ্বারা আমি বরবাদ করেছি দীন ও দুনিয়া উভয়ই এখন আমার বিপরীতে কে পতিত হবে সে গর্তে হতভাগা হয়ে?"

এ কবিতাগুলো এবং কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত :

مَا اَغْنَى عَنِّى مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّى سُلْطَانِيَهْ

"ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। ধ্বংস হয়ে গেল আমার কর্তৃত্ব।" (সূরা হাক্কা : ২৮-২৯)

আবৃত্তি করতে করতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পুত্র সামসামাকে ডেকে কালো কাপড় পরিধান করে তার কাছে মাটিতে বসানো হয়। খলীফা নিজেও আগমন করেন শোক জ্ঞাপন করার জন্য। অনেকদিন ধরে নারীরা তাঁর জন্য হাটে-বাজারে রোদন করে বিলাপ করত। শোক জ্ঞাপনের পালা শেষ হলে তদীয় পুত্র সামসামা সওয়ার হয়ে খিলাফত প্রাসাদে প্রবেশ করেন। খলীফা তাকে ৭টি খিলাতে ভূষিত করেন, তাকে হার আর কাঁকন পরিধান করান এবং শামসুদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিতকরতঃ তাকে রাজ মুকুট পরিধান করান। তার পিতা যে সব দায়িত্ব পালন করতেন, সে সব দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়। দিনটি ছিল প্রত্যক্ষ করার মতো এবং অনেকেই তা প্রত্যক্ষ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর

ইব্ন আহ্মদ ইব্ন জা'ফর ইবনুল হাসান ইব্ন ওয়াহাব আবূ বকর আল-জারীরী। তিনি 'বাযূজুল হুররা' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইব্ন জারীর, বাগাবী, ইব্ন আবূ দাউদ প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর নিকট থেকে হাদীসে শ্রবণ করেন ইব্ন যারকাওয়ায়হ, ইব্ন শাহীন ও বুরকানী। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিসদের অন্যতম। বিরাট মর্যাদার অধিকারী। ইবনুল জাওযী ও খতীব বাগদাদী তাঁর 'বাযূজুল হুররা' নামকরণের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করেন : তিনি তাঁর পিতার পাক ঘরে প্রবেশ করতেন সেখানে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্‌র স্ত্রী ছিলেন কর্ত্রী। মুকতাদির বিল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর এ মহিলা ঝামেলা মুক্ত হয়ে যান, তাঁর কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। তাছাড়া মহিলার অনেক সম্পদ ছিল। আর তিনি ছিলেন কম বয়সের টগবগে যুবক। রান্না ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু তিনি মাথায় বহন করে নিয়ে যেতেন অন্য খাদিমদের সঙ্গে। এসব নিয়ে খাদিমদের সঙ্গে তিনিও রান্নঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি ছিলেন চটপটে যুবক। যাতায়াতের ফলে গৃহকর্ত্রীর মনের উপর প্রভাব পড়ে, যার ফলে তিনি যুবককে বাবুর্চিখানার হিসাব রক্ষক নিয়োগ করেন। সেখান থেকে উন্নতিকরতঃ তিনি ঐ মহিলার তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। সমস্ত সম্পদ দেখা-শুনা তাঁর দায়িত্বে ছিল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, মহিলারা পর্দার অন্তরাল থেকে যুবকের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। আরো ঘনিষ্ঠ হতে হতে অবশেষে মহিলা যুবককে ভালবেসে বিবাহের প্রস্তাব দেন। যুবক নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং বিপত্তির আশঙ্কা করলে মহিলা তাকে সাহস যোগান এবং প্রচুর অর্থ-সম্পদ দানকরতঃ তাকে বাহ্যত যোগ্য করে তোলেন। এর ফলে যুবকটি মহিলার জন্য নিজেকে বাহ্যত উপযুক্ত ভাবতে লাগলেন। পরে কাযী এবং অন্য

আমীরদেরকে উপহার সামগ্রী দানকরতঃ রাজী করান। এরপর যুবককে বিবাহ্ করার সংকল্প আঁটেন এবং কাযীদের উপস্থিতিতে বিবাহ্ সম্পন্ন করতে সম্মত হন। মহিলার অভিভাবকরা আপত্তি জানালে ভাল আচরণ আর উপহার সামগ্রী দ্বারা তাদেরও মুখবন্ধ করতে সক্ষম হন। বিবাহ্ সম্পন্ন হয় এবং বেশ কিছুকাল সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত হয়। যুবককে ছেড়ে এক সময় মহিলা মৃত্যুকে বরণ করেন। যুবকটি মহিলার পরিত্যক্ত তিন লক্ষ দীনারের উত্তরাধিকারী হন। মহিলার মৃত্যুর পরও তিনি দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন। অবশেষে চলতি সাল অর্থাৎ হিজরী ৩৭২ সনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৩৭৩ হিজরী সন

এ বছর বাগদাদ নগরীতে পণ্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, এমনকি এক কুর খাদ্য (৬ গাধার বোঝা পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য) চার হাজার আটশ দিরহাম মূল্যে বিক্রি হয়। খাদ্যাভাবে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। ক্ষুধায় মৃত্যুবরণকারী লোকের মৃতদেহ যত্রতত্র পড়ে থাকার ফলে রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে যায়। যিলহজ্জ মাস পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয়। এ সময় মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা ইব্ন রুকনুদ্দৌলার মৃত্যু সংবাদ আসে। আরো খবর আসে যে, উযীরে আবুল কাসিম ইব্ন আব্বাদ তার ভ্রাতা ফখরুদ্দৌলার নিকট লোক প্রেরণ করেন। ফলে বাদশা তাকে তদস্থলে দায়িত্ব দেন এবং ইব্ন আব্বাদকে উযীরের পদে নিয়োজিত করেন। কারামাতীরা আযুদুদ্দৌলার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কূফার সঙ্গে বসরাও অধিকার করার সংকল্প করে। কিন্তু তাদের এ সংকল্প পূর্ণ হয়নি। অবশ্য প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সমঝোতাকরতঃ তারা ফিরে আসে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা এ বছর মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

বুওয়ায়হ্ মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা ইব্ন রুকনুদ্দৌলা

তাঁর পিতা যেসব অঞ্চলের বাদশা ছিলেন, তিনিও সেসব অঞ্চলের বাদশাহী লাভ করেন। সাহিব আবুল কাসিম ইব্ন আব্বাদ ছিলেন তাঁর উযীর। এই মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা তদীয় চাচা মুয়িযযুদ্দৌলার কন্যাকে বিবাহ্ করেন। এ বিবাহে সাত লক্ষ দীনার ব্যয় করা হয়। আর এটা ছিল এক বড় বাহুল্য ব্যয়।

বুলুক্কীন ইব্ন যীরী ইব্ন মুনাদী

আল-হিময়ারী আস-সানহাজী। তাকে ইউসুফ নামেও ডাকা হতো। তিনি ছিলেন মুয়িয আল-ফাতিমীর বড় আমীরদের অন্যতম। কায়রো সফরকালে তিনি তাকে আফ্রিকান দেশে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। ইনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তার ছিল ৪০০ দাসী খাদিমা। একই রাতে এ দাসীদের গর্ভে ১৯ জন (মতান্তরে ১৭ জন) সন্তানের সুসংবাদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন বাদীস আল-মাগরিবীর পূর্বপুরুষ।

সাঈদ ইব্ন সালাম

আবূ উসমান আল-মাগরিবী। তিনি মূলে ছিলেন কায়রোওয়ান শহরের অধিবাসী। সিরিয়ায় প্রবেশকরতঃ আবুল খায়র আল-আকতা-এর সান্নিধ্যে আসেন। কয়েক বছর মক্কা শরীফেও অবস্থান করেন। তবে হজ্জের মওসুমে তিনি দৃষ্টিগোচর হতেন না। তাঁর ছিল অনেক কারামাত। আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী তাঁর প্রভূত প্রশংসা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক ভাল কথা বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ

ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান ইবনুল মুখতার ইব্ন মুহাম্মদ আল-মিরী আল-ওয়াসিতী। তিনি ইবনুস-সাকা নামে পরিচিত ছিলেন। আবদান আবূ ইয়ালা আল-মূসিলী ইব্ন আবূ দাঊদ এবং বাগাবীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। বুদ্ধিমান এবং প্রখর স্মৃতিতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। বাগদাদে আগমনকরতঃ অনেক মজলিসে হাদীস শুনান। তাঁর হাদীসের মজলিসে ইমাম দারাকুতনী প্রমুখ উপস্থিত থাকতেন। কেউ তাঁর সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেননি। অবশ্য একবার তিনি আবূ ইয়ালা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে কিছু লোক আপত্তি করে। পরে তারা দাব্বীর মূল কপিতে তার সত্যতা দেখতে পায়। মূল কপিতে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণিত হলে তিনি অভিযোগ থেকে মুক্ত হন।

৩৭৪ হিজরী সন

এবছর সামসামা এবং তার চাচা ফখরুদ্দৌলার সঙ্গে সমঝোতা স্থাপিত হয়। ফলে খলীফা ফখরুদ্দৌলার জন্য খিলাত এবং উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর রজব মাসে 'দারব রিয়াহ' নামক স্থানে বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজনকালে গৃহের ছাদ ধসে পড়ার কারণে সেখানকার মহিলাদের অধিকাংশই মারা যায়। ছাদের নিচে চাপা পড়া লোকদের জিনিসপত্র কাফন চোরেরা চুরি করে নিয়ে যায়। ফলে এ বিপদ ছিল ব্যাপক ও সর্বব্যাপী।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মারা যান, তাদের অন্যতম হলেন :

হাফিয আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান

তিনি ইব্ন আহমদ ইবনুল হুসায়ন আল-আযদী আল-মাওসিলী। হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ তথা الجرح والتعديل বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আর ইয়ালা এবং তার সমমানের মুহাদ্দিস সূত্রে হাদীস শ্রবণ করেন। সমকালীন অনেক হাফিযে হাদিস, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে যঈফ তথা দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন মুহাদ্দিস তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেন বলেও মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, তিনি এ হাদীসগুলো ইব্ন বুওয়ায়হ্-এর জন্য বর্ণনা করেন। ইব্ন বুওয়ায়হ বাগদাদে তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি এ কাজটা করেন। এভাবে তিনি হাদীসটির সনদ নবী করীম (সা) পর্যন্ত পৌছান সে, اِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِى مِثْلِ صُوْرَةَ ذلِكَ الأَمِيْرِ "এ আমীরের আকৃতি ধারণ করে জিবরীল (আ) তার উপর নাযিল হতেন।" শুধু

তাই নয়, জিবরীল (আ) তাকে অনেক দীনার, দিরহামও দানে ধন্য করতেন। এভাবে হাদীস বর্ণনায় জিবরীল (আ) তাকে অনুমতি দান করেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ বর্ণনা যদি বিশুদ্ধ হয়েও থাকে তাহলেও যে ব্যক্তির ন্যূনতম জ্ঞান-বুদ্ধি আছে সে লোক কি করে এ কথা মেনে নিতে পারে? ইবনুল জাওযী তার মৃত্যুর তারিখ এ বছর উল্লেখ করেছেন। আবার কারো কারো মতে তিনি ৩৬৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

আল-খতীব ইব্‌ন নুবাতা আল-হাযষা

তিনি ছিলেন আবদুর রহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন নুবাতা আল-হুযাকী আল-ফারিকী। হুযাকী হুযাকার দিকে নিসবত, যা কুযাআ গোত্রের একটা শাখা। ভিন্ন মতে ইয়াদ আল-ফারিকী গোত্রে তার জন্ম। সায়ফুদ্দৌলা ইব্‌ন হামাদান-এর শাসনামলে তিনি ছিলেন হালব অঞ্চলের খতীব। এ কারণে তাঁর দীওয়ানের অধিকাংশ খুতবা জিহাদী। তাঁর এ দীওয়ানের অনুরূপ দীওয়ান ইতোপূর্বে আর কারো ছিল না, পরেও হয়তো কারো হবে না। অবশ্য আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তা ভিন্ন কথা। কারণ তিনি ছিলেন অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিজ্ঞ বক্তা। এতদসঙ্গে নেককার দীনদারও ছিলেন। শায়খ তাজুদ্দীন আল-কিন্দী তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, একদা জুমআর দিন তিনি নিদ্রা সম্পর্কে খুতবা দান করেন। পরে শনিবার রাতে তিনি এক দল সাহাবীর মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবরে দেখতে পান। তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, খতীবদের খতীব, খোশ আমদেদ! এরপর সেখানকার কবরের দিকে লক্ষ্য করে ইব্‌ন নুবাতার উদ্দেশ্যে বলেন,

كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوا لِلْعُيُوْنِ قُرَّةً وَلَمْ يُعَدُّوا فِى الْأَحْيَاءِ مَرَّةً أَبَارَهُمُ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ وَأَسْكَتَهُمُ الَّذِىْ أَنْطَقَهُمْ وَسَيَجِدُهُمْ كَمَا أَخْلَقَهُمْ .

"তারা যেন চক্ষুর শীতলতা ছিল না। একবারের জন্যও তারা জীবিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যে সত্তা তাদেরকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তিনিই তাদেরকে খামুশ করে রেখেছেন যেমন পুরাতন করেছেন, তেমনি তিনি তাদেরকে নবপর্যায়ে পয়দা করবেন। যেমনি বিচ্ছিন্ন করেছেন, তেমনি একত্র করবেন।"

এ পর্যন্ত ইব্‌ন নুবাতার কথা শেষ। অবশেষে তিনি যখন আল্লাহ্‌র বাণীর لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পার" পর্যন্ত পৌছেন এ সময় রাসূলের সঙ্গী সাহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করেন। পরে وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا "রাসূল যাতে তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন।" (সূরা বাকারা : ১৪৩) পর্যন্ত পৌছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন,

أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ أُدْنُهْ أُدْنُهْ "তুমি বেশ ভাল কাজ করেছ, কাছে এসো, কাছে এসো। এই বলে রাসূলুল্লাহ তার মুখমণ্ডল চুম্বন করেন এবং মুখে থুথু দেন। এরপর বললেন وَفَّقَكَ اللّٰهُ "আল্লাহ্ তোমাকে তাওফীক দান করুন।" এরপর তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, খুশিতে তিনি আত্মহারা। তার চেহারায় আলোর আভা ফুটে উঠে। এ স্বপ্নের পর তিনি কেবল মাত্র ১৭ দিন বেঁচে

ছিলেন, এ সময় কোন আহার্য গ্রহণ করেননি। তার মুখ থেকে মিশ্‌ক আম্বরের খুশবু নির্গত হতো। অবশেষে তাঁর ইন্তিকাল হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। ইবনুল আযরাক আল-ফারিকী বলেন, ৩৩৫ হিজরীতে ইব্‌ন নুবাতা জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭৪ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। এটা ইব্‌ন খাল্লিকানের উক্তি।

৩৭৫ হিজরী সন

এ বছর খলীফা সামসামাতুদ্দৌলাকে খিলাতে ভূষিত করেন এবং তাকে হার ও কঙ্কন পরিধান করান এবং সোনালী সাজে সজ্জিত ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করান। তার সম্মুখভাগেও অনুরূপ আয়োজন করা হয়। এ বছর খবর পাওয়া যায় যে, কারামাতী সম্প্রদায়ের দু'জন কর্তা ব্যক্তি, আর তাঁরা হলেন ইসহাক এবং জা'ফর কূফা নগরীতে প্রবেশ করেছেন। তাদের সঙ্গে রয়েছে বিশাল বাহিনী। এ খবরে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠে। কারণ তারা দুজন ছিলেন বীর বাহাদুর। আর কারণ হলো আযাদুদ্দৌলা বাহাদুর হওয়া সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন এবং ওয়াসিত অঞ্চলের কিছু ভূমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। ইতোপূর্বে ইযযুদ্দৌলাও অনুরূপ কাজ করেছেন। সামসামা তাদের উদ্দেশ্যে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনী তাদেরকে গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। এর ফলে মানুষের মন থেকে তাদের সম্পর্কে আতঙ্ক দূরীভূত হয়। এ বছরই সামসামাতুদ্দৌলা রেশমী বস্ত্রের উপর কর আরোপ করার সংকল্প করেন। এর প্রতিবাদে জামে মনসূরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলে জুমআ বয়কট করার উদ্যোগ নেয়। এতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিলে অবশেষে কর প্রত্যাহার করা হয়।

এ বছরই যিলহজ্জ মাসে মুয়ায়্যিদুদ্দৌলার মৃত্যু খবর পাওয়া যায়। ফলে সামসামা তার জন্য শোক সভার আয়োজন করেন। শোক জ্ঞাপন করার স্বয়ং খলীফাও তাঁর নিকট আগমন করেন। খলীফার আগমনে সামসামা এগিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। খলীফার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করেন। চমৎকার ভাষায় উভয়ে শোক বার্তা বিনিময় করেন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

শায়খ আবূ আলী ইব্‌ন আবূ হুরায়রা

তাঁর আসল নাম হলো হাসান ইবনুল হুসায়ন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম শায়খ তথা পণ্ডিত ব্যক্তি। মাযহাব সম্পর্কে তাঁর কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য ছিল। 'طبقات الشافعية' গ্রন্থে আমি (ইব্‌ন কাছীর) তাঁর জীবনী আলোচনা করেছি।

আল-হুসায়ন ইব্‌ন আলী

ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আবূ আহ্‌মদ নিশাপুরী। তিনি হাসনাক (মতান্তরে হুসায়নাক) নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ইব্‌ন খুযায়মার নিকট প্রতিপালিত হন এবং তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন। ইব্‌ন খুযায়মা তাকে সন্তানদের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং অন্যদের চেয়ে তাঁকে

বেশি সম্মান করতেন। তিনি সুলতানের মজলিসে উপস্থিত হতে না পারলে তদস্থলে হাসনাককে প্রেরণ করতেন। ইব্‌ন খুযায়মার ওফাতকালে হাসনাক-এর বয়স ছিল ২৩ বছর। এরপরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। তিনি বেশি বেশি ইবাদত এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। ঘরে-বাইরে, প্রবাসে-আবাসে কোন অবস্থায়ই তিনি কিয়ামুল লায়ল তথা রাত জেগে জেগে নামায আদায় মানে তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। তিনি অনেক দান-সদকা করতেন। তিনি উস্তাদ ইব্‌ন খুযায়মার অযূ এবং নামাযের বিবরণ প্রকাশ করতেন। ধনীদের মধ্যে তাঁর চেয়ে সুন্দর নামায কারো ছিল না। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। হাফিয আবূ আহ্‌মদ নিশাপুরী তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন।

আবুল কাসিম আদ্-দারিকী[1]

আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল কাসিম আদ্-দারিকী। তিনি ছিলেন সে সময়ে শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম। নিশাপুরে অবস্থান করেন। পরে তথা থেকে বাগদাদ গমনকরতঃ মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন। শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফারায়ীনী বলেন : আমি তার চেয়ে বড় ফকীহ্ কাউকে দেখিনি। ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, ফতওয়া সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে জবাব দিতেন। কোন কোন সময় তার ফতওয়া ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিপক্ষে যেত এবং এজন্য আপত্তি উঠত। তখন তিনি বলতেন :

وَيْلَكُمْ رَوى فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا فَالاَخْذُ بِهِ اَوْلَى مِنَ الاَخْذِ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِىْ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُخَالَفَتُهُمَا اَسْهَلُ مِنْ مُخَالَفَةِ الْحَدِيْثِ .

"দুর্ভোগ তোমাদের জন্য অমুক অমুক সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এমন এমন হাদীস। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব গ্রহণ করার চেয়ে রাসূল (সা)-এর হাদীস গ্রহণ করা উত্তম। হাদীসের বিরোধিতা করার চেয়ে তাদের বিরোধিতা করা সহজতর।"

তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, মাযহাবের ব্যাপারে তাঁর অনেক শক্তিশালী যুক্তি আছে। যাতে তার জ্ঞানের পরিপক্কতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাকে মু'তাযিলী বলে অভিযুক্ত করা হত। তিনি শায়খ আবূ ইসহাক আল-মারওয়াযীর নিকট থেকে জ্ঞান হাসিল করেন। আর হাদীসের জ্ঞান হাসিল করেন তাঁর নানা হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ আদ-দারিকীর নিকট থেকে। তিনি ছিলেন শায়খ আবূ হামিদ ইসফারায়ীনীর অন্যতম শায়খ। আর তাঁর নিকট থেকে হাদীসের ইলম হাসিল করেন বাগদাদ ও আশপাশের অনেক বড় বড় শায়খ। এ বছর শাওয়াল মাসে, ভিন্ন মতে যিলকদ মাসে তাঁর ওফাত হয়। ইন্তিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছরের বেশি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

---

১. দারিকী : সামআনী আল-আনসাব (৫/২৭৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, শব্দটি দারিক-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আমার ধারণা, এটা ইস্পাহানের একটা জনপদের নাম। এ নামটি তিনি আবদুল আযীয ইবনুল হাসান ইব্‌ন আহ্‌মদ আদ-দারিকী বলে উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসনাওয়ায়হ

নাম আবূ সাহল নিশাপুরী। হাসনাবী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ্, আদীব বা সাহিত্যিক এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে দূরে থাকতেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ

আবূ বকর মালিকী মাযহাবের ফকীহ্। আবূ আমরুইয়াহ, বাগুন্দী, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন আল-বুরকানী। মালিকী মাযহাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। মালিকী মাযহাবের কর্তৃত্ব তার নিকট পৌঁছে সমাপ্ত হয়েছে। তাঁকে কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকারকরতঃ আবূ বকর রাযী হানাফীর প্রতি ইঙ্গিত করেন। তিনিও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এ বছরই শাওয়াল মাসে ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

৩৭৬ হিজরী সন

ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর মুহাররম মাসে বাগদাদে অনেক সাপ দেখা দেয়। এর ফলে বিপুল লোক মারা যায়। রবীউল আউয়াল মাসের ৭ তারিখ মুতাবিক ২০ জুলাই বজ্রপাতসহ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রজব মাসে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পায় বহুলাংশে। এ মাসে খবর আসে যে মাওসিল অঞ্চলে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার ফলে প্রচুর গৃহ ধসে পড়ে। অনেকের প্রাণহানি ঘটে। এ বছরই সামসামাতুদ্দৌলা ও তদীয় ভ্রাতা শরফুদ্দৌলার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, শেষ পর্যন্ত উভয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে শরফুদ্দৌলা বিজয়ী হন। তিনি বিজয়ীর বেশে বাগদাদে প্রবেশ করলে খলীফা তাঁকে সাদরে বরণ করে নেন। এরপর শরফুদ্দৌলা গরম লোহা দ্বারা সামসামাতুদ্দৌলার চোখ দুটি নষ্ট করে দেয়ার জন্য বিশেষ লোককে ডেকে পাঠান। তার আগমনের পূর্বেই সামসামাতুদ্দৌলা মারা গেলে মৃত্যুর পর উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় তার চোখ নষ্ট করে দেয়া হয়। এটা ছিল এক অবাক হওয়ার মতো ঘটনা[১]। এ বছর যিলহজ্জ মাসে প্রধান বিচারপতি (কাযীউল কুযাত) আবূ মুহাম্মদ ইব্ন মা'রূফ কাযী আবুল হাসান দারাকুতনী এবং আবূ মুহাম্মদ ইব্ন উকবার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, দারাকুতনী এতে লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন :

كَانَ يُقْبَلُ قَوْلِىْ عَلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدِىْ فَصَارَ لاَ يُقْبَلُ قَوْلِىْ عَلى نَقْلِىْ الاَّ مَعَ غَيْرِىْ .

১. ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর 'আল-কামিল' গ্রন্থে (৯/৬১) উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনা ৩৭৯ হিজরী সনের। গরম লোহা দ্বারা সামসামাতুদ্দৌলার চক্ষু দাগানোর পর তিনি বলেন, আলা' ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে অন্ধ করেনি। কারণ সে আমার ক্ষেত্রে সুলতানের নির্দেশ কার্যকর করেছে।

"কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথার বিপরীতে কেবল আমার কথাই মেনে নেয়া হয়। কিন্তু এখন অন্যের সমর্থন ছাড়া আমার কথাও গ্রাহ্য হয় না।"

৩৭৭ হিজরী সন

এ বছর সফর মাসে খলীফার উপস্থিতিতে এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিচারপতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এতে তায়ি' এবং শরফুদ্দৌলা ইব্ন আযুদুদ্দৌলার মধ্যে বায়আত নবায়ন করা হয়। দিনটি ছিল ঐতিহাসিক। জাঁকজমকের সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে শরফুদ্দৌলা গৃহ থেকে দারুল খিলাফতে আগমন করেন সওয়ারীতে আরোহণ করে। এ উপলক্ষ্যে শহরকে সজ্জিত করা হয়। ঢোল-তবলা ও বেহালা বাজানো হয়। খলীফা তাকে খিলাতে ভূষিত করেন, তাকে কঙ্কন পরান এবং দুটি পতাকা দান করেন। গৃহের বাইরের গোটা এলাকা তাকে দান করেন এবং সেখানে তাকে প্রতিনিধিত্ব দান করেন। যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে কাযী শরফুদ্দৌলা, কাযী আবূ মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মা'রূফও ছিলেন। তাঁকে দেখে খলীফা বলে উঠেন :

مَرْحَبًا بِالْأَحِبَّةِ الْقَادِمِيْنَا - أَوْحَشُوْنَا وَطَالَ مَا النَّسُوْنَا .

"আগত অতিথিদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, তারা আমাদেরকে ভয়ার্ত করেছেন দীর্ঘদিন কোন খবর নেননি।"

এ সময় তিনি খলীফার সম্মুখে ভূমিকে চুম্বন করেন। বায়আত সমাপ্ত হলে শরফুদ্দৌলা তার বোন খলীফার স্ত্রীর নিকট গমন করেন এবং আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন আর লোকজন তার জন্য অবস্থান করছে। এরপর তিনি বের হয়ে (লোকদের) মুবারকবাদ দেয়ার জন্য গৃহে গমন করেন। এ বছর পণ্য মূল্য খুব বৃদ্ধি পায়, বহুলোক মারা যায়। এবছর শরফুদ্দৌলার মাতা মারা যান। তিনি ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত উম্মু ওয়ালাদ অর্থাৎ দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারিণী। খলীফা আগমনকরতঃ তাকে সান্ত্বনা দেন। এ বছর দু'জন জমজ সন্তান জন্ম নেয়।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন,

আহ্মদ ইবনুল হুসায়ন ইবনুল আলী

তিনি হলেন আবূ হামিদ আল-মারওয়াযী। ইবনুত তাবারী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীসের হাফিয ছিলেন এবং ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করতেন। তার চিন্তাধারা ছিল বিশুদ্ধ এবং হাদীসে তাঁর প্রগাঢ় দক্ষতা ছিল। হানাফী ফকীহ ছিলেন। আবুল হুসায়ন আল-কারখীর নিকট হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। ফিক্হ ও তারীখ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। খুরাসানে কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত হন। এরপর বাগদাদে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গেছে। তিনি লোকদের সম্মুখে হাদীস বয়ান করেন আর লোকেরা তাঁর

বরাতে হাদীস লিপিবদ্ধ করে নেয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হাদীসের অন্যতম ইমাম দারাকুতনী।

ইসহাক ইবনুল মুকতাদির বিল্লাহ্

১৭ই যিলহজ্জ জুমআর রাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। পুত্র কাদির বিল্লাহ্ তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তখন তিনি আমীরুল মু'মিনীন অর্থাৎ খলীফা ছিলেন। দাদী শাগার উম্মুল মুকতাদির-এর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। খলীফা এবং শরফুদ্দৌলার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় শরীক ছিলেন। আর শরফুদ্দৌলা শোক জ্ঞাপনের জন্য খলীফার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। নিজে বিশেষ অসুবিধার কারণে উপস্থিত হতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

জা'ফর ইবনুল মুকতাফী বিল্লাহ্

তিনি অনেক যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এ বছরই তিনিও মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ আলী আল-ফারিসী আন-নাহবী[1]

আরবী ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ 'আল-ঈযাহ্ (الايضاح)-এর রচয়িতা। এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থের লেখক। নিজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন, পরে বাগদাদ আগমন করেন। বাদশাদের সেবা করেন। আযুদুদ্দৌলার নিকট অনেক মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বলতেন, আমি নাহু তথা আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে আবূ আলীর গোলাম। এ সুবাদে তিনি অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করেন। কেউ কেউ মু'তাযিলী তাকে অপবাদ দেয়, আবার সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে মুবাররাদ-এর উপরও প্রাধান্য দেয়। যারা তাঁর নিকট থেকে আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ উসমান ইব্ন জিনী প্রমুখ। এ বছরই ৯০-এর কিছু বেশি বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাতীতা

তিনি হলেন বিন্ত কাযী আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুসায়ন ইব্ন ইসমাঈল আল-মাহামিলী। তিনি আবদুল ওয়াহিদ কুনিয়াত ধারণ করেন। কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করেন এবং ফিক্হ, ফারাইয, হিসাব, নাহু প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। সেকালে তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের সবচেয়ে বড় জ্ঞানবতী। শায়খ আবূ আলী ইব্ন আবূ হুরায়রার সঙ্গে ইনিও শাফিঈ মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দান করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বহুবিধ গুণের অধিকারিণী বিদূষী। অনেক দান-সদকা করতেন। ভাল কাজে তিনি ছিলেন অগ্রগামিনী। তিনি হাদীসের পাঠও গ্রহণ করেন। ৯০ এর কিছু বেশি বয়সে রজব মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

---

১. হাসান ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আবদুল গাফফার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আবান। ফাসা নগরীতে জন্ম। ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের মতে ৩৭৬ হজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩৭৮ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসে পণ্য মূল্য অনেক বেড়ে যায়। যার ফলে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শাবান মাস পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করে। পরে ঝড়-তুফান বৃদ্ধি পায়। অনেক ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়। ঝড়ে অনেক নৌযান নিমজ্জিত হয়। ঝড়-তুফান অনেক বড় বড় নৌযানকে ডাঙ্গায় আছড়ে মারে 'জূখা'-এর দিক থেকে। এটা ছিল এক ভয়ংকর ঘটনা, এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। এ সময় বসরাবাসীরা তীব্র দাবদাহের সম্মুখীন হন। এর ফলে অনেক লোক মারা যায়। রাস্তাঘাটে মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকে।

এবছর যেসব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মারা যান তাদের মধ্যে রয়েছেন :

আল-হাসান ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মুকরী জন্মান্ধ। ইবনুল আম্বারীর মজলিসে উপস্থিত হতেন, তিনি যা বলতেন এবং যেসব কথা লিখাতেন তিনি শুনে শুনে সবই মুখস্থ করে নিতেন। বিচক্ষণ, হাস্য-রসিক ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। ইমাম শাতিবী ৭ কিরাআত বিষয়ে সর্বপ্রথম যে কাসীদা রচনা করেন, এ গ্রন্থটি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তৎকালের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও এ গ্রন্থটি গ্রহণ করেন।

আল-খলীল ইব্ন আহ্মদ আল-কাযী

তিনি ছিলেন তৎকালে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের অন্যতম শায়খ। ফিক্হ এবং হাদীস বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইব্ন জারীর, বাগাবী, ইব্ন সায়িদ প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এ কারণে অগ্রবর্তী ব্যাকরণবিদ (النَّحْوِيُّ الْمُتَقَدِّمُ) হিসাবে তার নাম পড়ে যায়।

যিয়াদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ ইবনুল হায়ছাম

তিনি হলেন আবুল আব্বাস আল-খারখানী। কুমাস-এর একটা জনপদের দিকে নিসবত। কিছু লোক বলে, জুরজানী। আবার কিছু লোক বলে খারজানী। শায়খ ইবনুল জাওযী তদীয় 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে এসব উল্লেখ করেছেন।

৩৭৯ হিজরী সন

এ বছর শরফুদ্দৌলা ইব্ন আযুদুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ দায়লামী মৃত্যুবরণ করেন। চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে আবহাওয়া বদলের নির্মিত্ত ইতোপূর্বে তিনি মুয়িযযুদ্দৌলার প্রাসাদ স্থানান্তরিত হন। আর এটা করেন এজন্য যে, ব্যাধির কারণে তাঁর কষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। জমাদিউল আউয়াল মাসে ব্যাধি আরো বৃদ্ধি পায় এবং মাসেই তিনি মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভ্রাতা (মূল বইতে ভাইয়ের পরিবর্তে পুত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঠিক নয়)। আবূ

নাসরকে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। খলীফা তার বিশেষ বাহন 'তাইয়ারা' যোগে আগমন করেন তার পিতার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করার জন্য। তখন আবূ নাসর, তুর্কী এবং দায়লামী সকলেই খলীফাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং খলীফার সম্মুখে ভূমিকে চুম্বন করেন। অনুরূপভাবে অবশিষ্ট সৈন্যরাও ভূমি চুম্বন করে। এ সময় খলীফা 'তাইয়ারা'য় ছিলেন। সকলেই খলীফার দিকে মুখ করে ভূমি চুম্বন করেন। তখন খলীফার পক্ষ থেকে রঈস আবুল হুসায়ন আলী ইব্ন আবদুল আযীয আবূ নাসরের নিকট উপস্থিত হয়ে তার পিতার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন (মূল বইতে পিতা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঠিক নয়। আসলে পিতার স্থলে ভ্রাতা হবে)। এ সময় তিনি পুনরায় ভূমি চুম্বন করেন। এ সময় দূতও খলীফার নিকট প্রত্যাবর্তনকরতঃ তাঁর প্রতি আমীরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। খলীফার পক্ষ থেকে আবূ নাসরকে বিদায় জ্ঞাপন করার জন্য দূত ফিরে আসেন। এ সময় তৃতীয় দফা আবূ নাসর ভূমি চুম্বন করেন। এরপর খলীফা প্রত্যাবর্তন করেন। এ মাসের ১০ তারিখ শনিবার উপস্থিত হলে আমীর আবূ নাসর সওয়ারীতে আরোহণ করে খলীফা তায়ি' লিল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সমস্ত কাযী এবং আমীর। খলীফা শামিয়ানা বা প্যান্ডেলের নিচে বসেন। আমীর আবূ নাসর উপস্থিত হলে খলীফা তাকে ৭টি খিলাতে ভূষিত করেন। এগুলোর উপরেরটা ছিল কালো রঙ-এর, পাগড়িও ছিল কালো রঙ-এর, গলায় হার এবং হাতে দুটি কংকন। রক্ষী আর প্রহরীরা ঢাল-তরবারিতে সজ্জিত হয়ে তার সম্মুখ দিয়ে গমন করে। এখানে আবার ভূমি চুম্বন করেন এবং তার জন্য একটা কুরসী স্থাপন করা হয়। তিনি আসনে উপবেশন করেন এবং রঈস আবুল হাসান শপথনামা পাঠ করেন। খলীফা তায়ি'কে পতাকা দান করা হয়। খলীফা স্বহস্তে পতাকা বেঁধে দেন এবং তাকে 'বাহাউদ্দৌলা' ও 'যিয়াউল মিল্লাত' উপাধিতে ভূষিত করেন। তথা হতে সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে দারুল মামলিকা তথা শাহী মহলে ফিরে আসেন। সেখানে উযীর আবূ মনসূর ইব্ন সালিহ্‌কে স্বীকৃতি দান করেন। তাকে উযীর করেন। তাঁকে খিলাত দ্বারা ভূষিত করেন। এ বছরই বাগদাদ শহরের পশ্চিম দিকে জামে কাতিয়া—উম্মু জা'ফর মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ নির্মাণের কারণ ছিল এই যে, একজন মহিলা স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামায আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে মসজিদের দেয়ালে হাত রাখছেন। ঐ মহিলা সকালে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে এবং লোকজন সেখানে দেয়ালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের চিহ্ন দেখতে পায়। ফলে সেখানে তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেদিনই মহিলাটি মৃত্যুবরণ করে। অবশ্য পরবর্তীকালে শরীফ আবূ আহ্‌মদ আল-মূসাবী নব পর্যায়ে এটি নির্মাণকরতঃ তাকে জামে মসজিদে পরিণত করেন। এ বছরই লোকেরা এ মসজিদে নামায আদায় করে।

---

১. তারীখে আল-কামিল (৯/৬২) গ্রন্থে এ স্থলে সালিহান উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন সালিহান। হিজরী ৩৭৭ সালে বাগদাদে আগমন করেন। আবূ মনসূর ভাল শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও প্রজা হিতৈষী শাসক।

এ বছর যারা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

শরফুদ্দৌলা

তিনি হলেন ইব্‌ন আযুদুদ্দৌলা ইব্‌ন রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ দায়লামী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদের বাদশা হন। ইনি ভাল কিছুকে পছন্দ করতেন এবং মন্দ কর্মকে ঘৃণা করতেন। তিনি ট্যাক্স বা জরিমানা রহিত করার নির্দেশ জারি করেন। তিনি উদরী নামক এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন (এ ব্যাধিতে রোগীর পানির পিপাসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়) এক পর্যায়ে ব্যাধি আরো বেড়ে যায়। অবশেষে জমাদিউছ ছানীর ২ তারিখ শুক্রবার রাতে ২৮ বছর ৫ মাস বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার শাসনকাল ছিল ২ বছর ৮ মাস মাত্র। মাশহাদে আলী গোরস্থানে পিতার কবরের কাছে তার লাশ দাফন করা হয়। পিতা-পুত্র এদের সকলের মধ্যে শীআ ও রাফিযী বিশ্বাস কার্যকর ছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইবনুল আব্বাস

আবূ জা'ফর ও আবূ বকর নাজ্জার। তাঁর লকব ছিল গুন্দর। আবূ বকর নিশাপুরী এবং তার সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। বিশেষ করে কুরআন মজীদে ভালভাবে বুঝতেন। তিনি ছিলেন অন্যতম আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি [তায্‌কিরাতুল হুফফায গ্রন্থে (৩/৯৬৩) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে হিজরী ৩৯৭ সনে মুহাররম মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন]।

আবদুল করীম ইব্‌ন আবদুল করীম

তিনি হলেন ইব্‌ন বুদাইল আবুল ফযল আল-খুযাঈ আল-জুরজানী। বাগদাদ আগমনকরতঃ তথায় হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সম্পর্কে খতীব বাগদাদী (যিনি ছিলেন তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের রচয়িতা) উল্লেখ করেন যে, ইলমে কিরাআতের প্রতি তাঁর বেশ উৎসুক্য ছিল এবং কিরাআতের সমস্ত সনদকে তিনি গ্রন্থের রূপ দান করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি সনদসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন অর্থাৎ একটার সঙ্গে অন্যটাকে যুক্ত করে ফেলতেন। একারণে তাঁর বর্ণিত সনদে আস্থা স্থাপন করা যায় না এবং তা নিরাপদ ছিল না। এ ছাড়াও তিনি হরফ বিষয়ে একটা গ্রন্থ রচনাকরতঃ তা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে সম্পর্কিত করেন। ফলে ইমাম দারাকুতনীসহ একদল মুহাদ্দিস লিখেন যে, এটি একটি জাল তথা ভুয়া গ্রন্থ, এর কোন ভিত্তি নেই। এর ফলে তিনি বেশ লজ্জিত হয়ে বাগদাদ শহর ছেড়ে পর্বতে গমন করেন। সেখানেও বিষয়টি জানা-জানি হলে তার মর্যাদা অনেক নিচে নেমে যায়। প্রথমে তিনি জামিল বলে নিজের পরিচয় দেন। পরে মুহাম্মদ পরিবর্তন করেন।

মুহাম্মদ ইবনুল মুযাফফর

তিনি হলেন ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিমা ইব্‌ন ইয়াস আবুল হুসায়ন আল-বায্‌যার। হাদীসের হাফিয। ৩০০ হিজরী সনের মুহাররম মাসে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন। ইব্‌ন জারীর, বাগাবীসহ অনেকের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনীসহ হাদীসের একদল হাফিয তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন।

তাঁরা তাকে অনেক সম্মান করতেন। অনেক বড় জ্ঞান করতেন এবং তিনি উপস্থিত থাকলে, অন্যদের উপর আস্থা রাখতেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। পূর্ব থেকে শায়খদের তাকলীদ করতেন। এ বছরই তাঁর ওফাত হয় এবং জমাদিউল আউয়াল বা জমাদিউছ ছানীর ৩ তারিখ শনিবার তাঁকে দাফন করা হয়।

৩৮০ হিজরী সন

এ বছর আশ-শরীফ আবূ আহ্‌মদ আল-হাসান ইব্‌ন মূসা আল-মূসাবীকে আশরাফ তালিবীনদের নকীব হিসাবে দায়িত্ব পালনের সম্মান দান করেন। উপরন্তু যুলুম-অবিচার এবং হাজীদের বিষয়াদি দেখা-শোনার দায়িত্ব দেন। এ ব্যাপারে লিখিত অঙ্গীকার পত্র দান করেন। তার দুসন্তান আল-মুরতাযা আবুল কাসিম এবং আর-রিযা আবুল হুসায়নকে নকীবের দায়িত্ব পালনে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাদেরকে খিলাত দান করেন। এ বছর বাগদাদে সন্ত্রাসী লুটেরাদের দাপট বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি মহল্লায় লোকেরা নানা দল আর গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক মহল্লায় ছিল একজন অগ্রবর্তী কর্তা ব্যক্তি। লোকেরা খুন-খারাবীতে জড়িয়ে পড়ে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা চলে এবং বড় বড় ঘর-বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। 'নাহরুদ্দুজাজ' এলাকায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। যার ফলে লোকজনের বহু সম্পদ ভস্মীভূত হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এবছর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইয়াকূব ইব্‌ন ইউসুফ

আবুল ফুতূহ ইব্‌ন কালাস। তিনি ছিলেন মিসরের আযীযের উযীর। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, শৌর্য-বীর্যের অধিকারী এবং দক্ষ পরিকল্পনাকারী। বড়দের মধ্যেও তাঁর নির্দেশ কার্যকর হত। বাদশা রাজ্যের সবকিছু তার হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আযীয দেখতে আসেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উযীর তাকে কিছু অসিয়ত করেন, কিছু পরার্মশ দেন। মৃত্যুর পরে শাহী মহলে তাকে দাফন করেন। নিজ হাতে দাফন কার্য আঞ্জাম দেন এবং তার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন। চরম শোক ও দুঃখের কারণে অফিসের কাজকর্ম কয়েকদিন বন্ধ থাকে।

৩৮১ হিজরী সন

এ বছর খলীফা আত-তায়ি' লিল্লাহ্‌কে পাকড়াওকরতঃ তদস্থলে আল-কাদির বিল্লাহ্ আবুল আব্বাস আহ্‌মদ ইবনুল আমীর ইসহাক ইবনুল মুকতাদির বিল্লাহ্‌কে খলীফা বানানো হয়। শাবান মাসের ১৯ তারিখ শনিবার এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটা ছিল এরকম : খলীফা অভ্যাস অনুযায়ী বারান্দায় বসেছিলেন আর বাদশা বাহাউদ্দৌলা সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইতিমধ্যে কেউ খলীফাকে বেঁধে আসন থেকে নিচে নিক্ষেপ করে এবং চাদরে আবৃত করে রাজধানীর

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের নিকট নিয়ে যায়। আর ওদিকে লোকজন লুটপাটে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আসলে ঘটনা কি আর খবরইবা কি, তা অধিকাংশ লোকই জানত না। এমনকি লোকেরা ধারণা করে বসে যে, দেশের সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বাহাউদ্দৌলা নিজেই তাকে আটক করেছেন। ফলে রাজধানীর সঞ্চিত ধন-রত্ন এবং দ্রব্যসাগ্রী লুণ্ঠিত হয়। এমনকি নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কাযী বিচারপতি—এদের পোশাক পর্যন্ত লুটপাট হয়ে যায়। এটা একটা বিরাট হৃদয়বিদারক ঘটনা। বাহাউদ্দৌলা গৃহে ফিরে গিয়ে খলীফা তায়ি'-কে খিলাফত থেকে অপসারণের ফরমান জারি করেন। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ ব্যাপারে তিনি সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করেন যে, খলীফা স্বেচ্ছায় পদত্যাগকরতঃ কাদির বিল্লাহের নিকট খিলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আর হাটে-বাজারে এ ঘোষণা প্রচারও করা হয়। দায়লামী এবং তুর্কীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বায়আত তথা শপথের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার দাবী জানায়। এ ব্যাপারে বাহাউদ্দৌলা যোগাযোগ স্থাপন করেন। ব্যাপারটা শুক্রবার পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। মিম্বরে স্পষ্ট করে তার নাম উল্লেখ পূর্বক দুআ করা সম্ভব হয়নি। বরং তারা বলে, হে আল্লাহ্ তোমার বান্দা ও খলীফা কাদির বিল্লাহ্কে সংশোধন কর। এরপর তিনি সকলকে রাজী করান, বড় বড় সকলকে সম্মত করান এবং তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে সকলে একমত হন। এরপর বাহাউদ্দৌলা দারুল খিলাফতের সমস্ত দ্রব্য সম্ভার তার গৃহে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন এবং সর্বস্তরের লোকদের জন্য দারুল খিলাফতের অবশিষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করার পাইকারী অনুমতি দেন। ফলে লোকেরা সবকিছু খুলে এবং মাটি খুঁড়ে নিয়ে যায়। তায়ি' যখন কাদির বিল্লাহ্কে খুঁজতে থাকেন তখন খলীফা কাদির বিল্লাহ্ পলায়ন করে 'বাতীহা' অঞ্চলে গমন করেন। তিনি বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করলে দায়লামী গোষ্ঠী প্রথাগতভাবে শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তারা প্রবেশ করতে বাধা দেয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তারা রাজী হলে তবে তিনি বাগদাদ প্রবেশ করতে সক্ষম হন। 'বাতীহা' অঞ্চলে তিনি ৩ বছর যাবৎ পলাতক ছিলেন। বাগদাদ প্রবেশ করার দিনে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে লোকেরা তাঁকে মুবারকবাদ জানায়, প্রশংসাসূচক কবিতা আর কাসীদা পাঠ করা হয়। এ সব ঘটনা ঘটে শাওয়াল মাসের শেষ ১০ দিনে। এরপর বাহাউদ্দৌলাকে খিলাতে ভূষিত করা হয় এবং দরজার বাইরের অংশ তার কাছে ন্যস্ত করা হয়। আর এ খলীফা কাদির বিল্লাহ্ তাঁর সময়ের সর্বোত্তম খলীফা এবং সর্বোত্তম আলিম তথা বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অনেক দান-দক্ষিণা করতেন এবং তাঁর আকীদাও ছিল ভাল। সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তিনি একটা কাসীদা রচনা করেন। জামিউল মাহদীতে জুমআর দিন মুহাদ্দিসদের মজলিসে তাঁর রচিত কাসীদা পাঠ করে শোনানো হত। খিলাফতকালে তার কবিতা শ্রবণ করার জন্য বিপুল জনসমাগম হত। সেখানে সাবিক বারবারী রচিত নিম্নোক্ত কাসীদাও আবৃত্তি করা হত :

سَبَقَ الْقَضَاءُ بِكُلِّ مَا هُوَ كَائِنٌ - وَاللّٰهُ يَا هذَا لِرِزْقِكَ ضَامِنٌ

"যা কিছু হবার আছে, তকদীর পূর্বেই তা ফয়সালা করে রেখেছে। হে অমুক, আর আল্লাহ্ তো তোমার রিযিকের যিম্মাদার।"

تَعْنِيْ بِمَا تَكْفِيْ وَتَتْرُكُ مَآ بِهِ - تَعْنِيْ كَأَنَّكَ لِلْحَوَادِثِ امِنٌ

"তোমার জন্য যতটুকু যথেষ্ট তুমি তো কেবল সে জন্য চিন্তা কর, আর ত্যাগ কর সে সব কিছু যা লেগে আছে তার সঙ্গে। তুমি তো মনে কর, বিপদাপদ থেকে তুমি নিরাপদ।"

اَوْ مَا تَرَى الدُّنْيَا وَمَصْرَعَ اَهْلِهَا - فَاعْمَلْ لِيَوْمِ فِرَاقِهَا يَا خَائِنُ

"দুনিয়া আর এর অধিবাসীদের কবর কি তুমি দেখতে পাও না? তাই হে খিয়ানতকারী, বিচ্ছেদের দিনের জন্য কাজ করে যাও।"

وَاعْلَمْ بِاَنَّكَ لاَ اَبَا لَكَ فِى الَّذِىْ - اَصْبَحْتَ بَجَمْعَهُ لِغَيْرِكَ خَازِنُ

"আর জেনে রাখবে, তোমার পিতা জীবিত না থাকুন, তুমি যা কিছু সঞ্চয় করার চিন্তা করছ, তা করছ অপরের জন্য।"

يَا عَامِرُ الدُّنْيَا اَتَعْمُرُ مَنْزِلاً - لَمْ لَبْقَ فِيْهِ مَعَ الْمَنِيَّةِ سَاكِنُ

"হে দুনিয়া আবাদকারী, তুমি কি এমন ঘর আবাদ করছ, যে ঘরে মৃত্যুর সঙ্গে বসবাসকারী কেউ অবশিষ্ট নেই।"

اَلْمَوْتُ شَيْئٌ اَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ - حَقٌّ وَاَنْتَ بِذِكْرِهِ مُتَهَاوِنُ

"মৃত্যু কি জিনিস তা তো তুমি ভাল করেই জানো, তা সত্য, আর মৃত্যু স্মরণে তুমি অবহেলা করছ।"

اِنَّ الْمَنِيَّةَ لاَ تُؤَامِرُ مَنْ اَتَتْ - فِىْ نَفْسِهِ يَوْمًا وَلاَ تَسْتَأْذِنُ ۔

"মৃত্যু তো কারো সঙ্গে প্রতারণা করে না সে যখন আসে, কারো অনুমতিও চায় না।"

যিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখ, দিনটি ছিল গাদীরে খুম-এর দিন, এ দিন সুন্নী এবং রাফিযী তথা শীআদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। পরস্পরে হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়, যাতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। শেষ পর্যন্ত বাবুল বসরার অধিবাসীরা জয়ী হয় এবং শাহী পতাকায় অগ্নি-সংযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অনেককে হত্যা করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেককে প্রকাশ্য পুলের উপর শূলবিদ্ধ করা হয়। যাতে এমন লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

এ বছর আবুল ফুতূহ আল-হুসায়ন ইব্ন জা'ফর আল-আলাবী মক্কা শরীফে আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করে এবং রাশীদবিল্লাহ্ নাম ধারণ করে। মক্কার কিছু লোকও তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। জনৈক ব্যক্তি তার জন্য নিজের সম্পদ অসিয়ত করে। এভাবে সে অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এতে করে সে সবকিছু গুছিয়ে নেয়। গলায় তরবারি ঝুলিয়ে সে মনে করে যে, ঐ তরবারি হচ্ছে যুলফিকার মানে হযরত আলী (রা)-এর ব্যবহৃত তরবারি। হাতে লাঠি নিয়ে লোকটি ধারণা করে যে, এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লাঠি। এরপর সে সিরিয়ার আবরদের সমর্থন লাভের আশায় রামাল্লা অভিমুখে গমন করে। রামাল্লার লোকেরা তাকে সাদরে বরণ করে নেয়। তার জন্য ভূমি চুম্বন করে। আমীরুল মু'মিনীন বলে তাকে সালাম জানায়। লোকটি ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের ঘোষণা প্রচার করে। তারপর মিসরের শাসনকর্তা হাকিম যিনি পিতা আযীযের মৃত্যুর পর এ বছরই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি আরবের সিরিয়া অঞ্চলে কিছু দল প্রেরণ করেন

এবং তাদেরকে হাজার হাজার দীনার দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। অনুরূপভাবে হিজাযের আরবদের নিকটও প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এবং মক্কায় একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে তাকে আমীর বানিয়ে ৫০ হাজার দীনার প্রেরণ করেন। ফলে হাতিম পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সমর্থ হন এবং রাশীদের দলে ভাঙ্গন ধরেন যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সংকুচিত হয়ে সেখানে ফিরে যায়। তার অবস্থা হয় দুর্বল আর রজ্জু হয় ছিন্নভিন্ন। লোকজন তার থেকে দূরে সরে যায়।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু বরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন,

আহ্মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মিহ্রান

আবূ বকর আল-মুকরী। এ বছর শাওয়াল মাসে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাক্রমে একই দিনে দার্শনিক আবুল হুসায়ন আল-আমিরীও মৃত্যুবরণ করেন। কোন নেককার ব্যক্তি এই আহ্মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন মিহ্রানকে স্বপ্নে দেখেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়— আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বলেন, আবুল হুসায়ন আল-আমিরীকে আমার পার্শ্বে দাঁড় করায়ে বললেন, এর বদৌলতে তুমি জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ করলে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মা'রূফ

আবূ মুহাম্মদ। বাগদাদের প্রধান বিচারপতি (কাযীউল কুযাত)। তিনি ইব্ন সায়িদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আর তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন আল-খালাল, আল-আযহারী প্রমুখ। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান পণ্ডিতদের অন্যতম। চেহারা আর পোশাক পরিচ্ছেদে সুদর্শন, অর্থের লোভমুক্ত এই পণ্ডিত ব্যক্তি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আবূ আহ্মদ আল-মূসাবী তাঁর জানাযার নামায পড়ান। জানাযায় তিনি ৫টি তাকবীর দেন। একবার তাঁর পুত্র জামে মনসূরে জানাযা পড়ান, তিনি ৪ তাকবীর দেন। নিজ গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

জাওহার ইব্ন আবদুল্লাহ্

আল-কাতিব নামে পরিচিত। মূলত তিনি ছিলেন আরমেনীয় বংশোদ্ভূত। আল-কায়িদ, কায়রো নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। কাফূর আল-আখশীদীর মৃত্যুর পর মিসর অধিকার করেন। মনিব আল-আযীয আল-ফাতিমী হিজরী ৩৫৮ সনের রবীউল আউয়াল মাসে তাকে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ বছর শাবান মাসে এক লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে তিনি সেখানে পৌঁছেন। কায়রো শহর নির্মাণের জন্য ২০০ সিন্দুক ভর্তি দীনার দেওয়া হয়। তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য লোকেরা বেরিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে পরাজিত করে নগরবাসীদেরকে নবপর্যায়ে নিরাপত্তা দান করেন। ১৮ই শাবান মঙ্গলবার তিনি সেখানে প্রবেশ করেন। মিসর পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণকরতঃ তিনি সেখানে অবস্থান করেন, আজ তা কায়রো নামে পরিচিত। এরপরের রাতে দু'টি প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং জুমআর দিন মনিব আল-ফাতিমীর নামে খুতবা পাঠ করেন। বনূ আব্বাসের নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দেন। খুতবার দ্বাদশ ইমামের উল্লেখ করেন। আযানে

'হাইয়া আলা খাইরিল আমল' যোগ করার নির্দেশ দেন। লোকজনের অনুগ্রহ করার প্রকাশ করেন। প্রতি শনিবার উযীর ইবনুল ফুরাত এবং কাযী তথা বিচারপতির সঙ্গে বৈঠকে বসতেন। কায়রো নগরীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা জানান। জামে আসহাবের নির্মাণ কাজ থেকে দ্রুত অবসর হন এবং ৩৬১ সালে সেখানে খুতবা দেন। অধুনা এটাকেই বলা হয় জামে আযহার। এরপর জাফর ইব্‌ন ফালাহকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি সিরিয়া দখল করে নেন। এরপর তার মনিব আল-মুয়িয আল-ফাতিমী ৩৬২ সনে তথায় আগমন করেন, এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে তিনি নবনির্মিত প্রাসাদদ্বয়ে অবস্থান করেন, তাঁর মর্তবা সদা উন্নত ছিল। এ বছর তিনি ইন্তিকাল করেন। আল-হুসায়ন[1] তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন যাকে বলা হয় কায়িদুল কুওয়াদ। তিনি ছিলেন হাকিমের সবচেয়ে বড় আমীর। অবশ্য হিজরী ৪০১ সনে এর হাতেই তিনি নিহত হন। তার সঙ্গে তার শ্বশুর কাযী আবদুল আযীয ইব্‌ন নু'মানও নিহত হন যিনি ছিলেন তার ভগ্নিপতিও। আমার ধারণা এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যিনি 'আল-বালাগুল আকবার' এবং 'আন-নামূসুল আযম' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থদ্বয়ে এমন সব কুফরী কথাবার্তা রয়েছে, যা ইবলীস থেকেও প্রকাশ পায়নি। কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী এ গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিবাদ করেছেন।

৩৮২ হিজরী সন

এবছর ১০ মুহাররম উযীর আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কাওকাবী। যিনি ইবনুল মুআল্লিম নামে খ্যাত ছিলেন এবং বাদশার উপর যার প্রভাব ছিল চরম 'কারখ' এবং 'বাবুত তাক্'-এর রাফিযী তথা শীআদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দান করেন যে, আশূরা উপলক্ষে তারা যেসব বিদআত কর্ম করত যেমন হায় হুসায়ন, হায় হুসায়ন বলে মাতম করা, প্রতীক ও পতাকা টাঙ্গানো এবং হাট-বাজার বন্ধ রাখা এসব কিছুই তারা করতে পারবে না। ফলে তারা কিছুই করতে পারেনি। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। লোকটি ছিলেন সুন্নী। তবে খুব লোভী ছিলেন। তিনি আইন করে দেন যে, এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না, ইব্‌ন মা'রূফের পরে যার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ফেলেছে তাই তারা সকলে বাধ্য হয়ে তার জন্য অনেক টাকা জমা করলে তিনি তাদেরকে কাজ অব্যাহত রাখার লিখিত নির্দেশ দেন।

জমাদিউছ ছানী মাসে দায়লামী এবং তুর্কীরা উযীর ইবনুল মুআল্লিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মেতে উঠে এবং তারা স্ব-স্ব তাঁবু থেকে বের হয়ে বাবুশ শামসিয়ায় সমবেত হয় এবং উযীর ইবনুল মুআল্লিমকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য বাহাউদ্দৌলার নিকট দাবি জানায়। কারণ, উযীর তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। কিন্তু উযীর বেশ কিছুদিন ধরে প্রচণ্ডভাবে তা প্রতিরোধ করেন। দীর্ঘদিন তারা এ ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে। অবশেষে সুযোগ পেয়ে

১. ইনি হলেন হুসায়ন ইব্‌ন জাওহার। হাকিমের পক্ষ থেকে প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি সন্তান এবং শ্বশুরসহ পলায়ন করেন। হাকিম এর প্রতিবাদ করেন এবং আশ্রয় দান করে দীর্ঘ দিন ভাল ব্যবহার করে পরে সকলকে হত্যা করেন (আল-ওফায়াত ১/৩৮০)।

তার গলায় রশি পেঁচিয়ে দম বন্ধ করে তাকে হত্যা করে এবং মুহাররম মাসেই দাফন করে। এ বছরই রজব মাসে খলীফা তায়ি', যিনি কাদির বিল্লাহ্‌র পক্ষে খিলাফত ত্যাগ করেছিলেন। খলীফা তাকে রাজধানীর একটা কক্ষে বাস করার ব্যবস্থা করেন। তিনি এ নির্দেশও জারি করেন যে, খাদ্য-দ্রব্য, হাদিয়া-তোহফা এবং ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছেদ যা কিছু খলীফার জন্য আসে তা থেকে যেন সাবেক খলীফাকেও দেওয়া হয়। সাবেক খলীফার দেখা-শোনা আর সেবা-যত্নের জন্য একজন লোক নিয়োগ করারও তিনি নির্দেশ দান করেন। কিন্তু নিয়োজিত ব্যক্তি এমনই কৃপণ ছিল, খলীফা তায়ি' বিল্লাহ্‌কে খাদ্য-দ্রব্য আর পোশাক-আশাক সবকিছুই স্বল্প পরিমাণে সরবরাহ্ করত। এর ফলে এমন ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয় যে তার জন্য সবকিছু সরবরাহ্ করতে সক্ষম। এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। অবশেষে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। এ বছরই শাওয়াল মাসে খলীফা কাদির বিল্লাহ্‌র এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। শিশুটির নাম রাখা হয় আবুল ফযল মুহাম্মদ কাদির বিল্লাহ্। এ শিশুটিকে পরবর্তীকালের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিয়োজিত করে তার নামকরণ করা হয় 'আল-গালিব বিল্লাহ্'। কিন্তু তার এ আশা পূর্ণ হয়নি। এ সময় বাগদাদ শহরে পণ্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পায়। এমনকি এক রতল (অর্ধ সের) পরিমাণ রুটি ৪০ দিরহাম এবং একটা গাজর এক দিরহাম বিক্রি হয়। এ বছরই যিলকদ মাসে সাফরা আল-আরাবীর শাসনকর্তা যাতায়াতের পথে হাজীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি এ ব্যবস্থাও করেন যে, ইয়ালা ও বাহরায়ন থেকে কূফা পর্যন্ত গোটা এলাকায় কাদির বিল্লাহ্‌র নামে খুতবা পাঠ করতে হবে। এ নির্দেশ কার্যকর হয় এবং এ আনন্দে তাকে অনেক খিলাত, সম্পদ আর তৈজসপত্র দান করা হয়।

এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন :

মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাস

ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুআয আবূ উমর আল-খুযযায (মতান্তরে আল-কায্‌যায) ইব্‌ন হায়ওয়া নামে পরিচিত। বাগুন্দী, বাগাবী, ইব্‌ন সায়িদসহ অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁর সমালোচনা করেন এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, দীনদার, ভদ্রতা ও সৌজন্যের অধিকারী। অনেক বড় বড় কিতাব স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন। প্রায় ৯০ বছর বয়সে রবীউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আবূ আহ্‌মদ আল-আসকারী

আল-হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ। তিনি ছিলেন অভিধান, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অন্যতম ইমাম। এসব বিষয়ে তাঁর রচিত অনেক উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। এ মধ্যে একখানা হচ্ছে 'আত-তাসহীফ'। সাহিব ইব্‌ন আব্বাদ তাঁর সাহচর্য পছন্দ করতেন, তাই তাঁর পেছনে হাঁটতে হাঁটতে তিনি আসকার পর্যন্ত গমন করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সসম্মানে তাকে বরণ করে নেন এবং তার সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন। ৯০ বছর বয়সে এ বছরই তিনি ইন্তিকাল করেন। এটা ইব্‌ন খাল্লিকান-এর বর্ণনা। পক্ষান্তরে ৩৮৭ সালে

যাঁরা ইন্তিকাল করেন ইবনুল জাওযী তাঁদের মধ্যে আবূ আহ্মদ আসকারীর নাম উল্লেখ করেছেন।

৩৮৩ হিজরী সন

এ বছর খলীফা কাদির বিল্লাহ্ সামরিক মসজিদ নির্মাণকরতঃ তাতে গিলাফ লাগাবার নির্দেশ দান করেন। খতীব প্রমুখের প্রতি মসজিদে অনুরূপ আবরণ করার জন্যও তিনি নির্দেশ দান করেন। এরকম করা জায়িয, আলিমদের নিকট থেকে এ মর্মে ফতওয়া নেয়ার পর তিনি এ নির্দেশ জারি করেন। এ প্রসঙ্গে তারিখে বাগদাদ গ্রন্থের প্রণেতা ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী বলেন, জুমআর সে নামায বাগদাদের মসজিদে আদায় করা হত, তেমনি নামায আদায় করা হতো মসজিদুল মদীনা, মসজিদুর রুসাফা, মসজিদে দারুল খিলাফা, মসজিদে বারাসা, মসজিদে কাতীআ উম্মু জা'ফর এবং মসজিদুল হারাবিয়া তথা সামরিক মসজিদে আদায় হতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন, হিজরী ৪৫১ সন পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। বাহাউদ্দৌলা মাশরায়াতুল কাতানীন-এ যে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। এ বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে তার নির্মাণ কাজ থেকে অবসর হন এবং তিনি নিজে এ সেতু পার হয়ে তা উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আলোকসজ্জা করা হয়।

এ বছর জমাদিউছ্ ছানী মাসে শহরের আশপাশের দায়লামী এবং তুর্কীদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। কারণ তাদের আমদানী হ্রাস পায়। উপরন্তু শহরে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পায়। তারা বাহাউদ্দৌলার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের অসুবিধা দূর করা হয়। এ বছরই ২রা যিলকদ খলীফা বাহাউদ্দৌলার কন্যা সাকীনাকে এক লক্ষ দীনার মহরের বিনিময়ে বিবাহ্ করেন। এ বিবাহে বাহাউদ্দৌলার উকীল ছিল শরীফ আবূ আহ্মদ আল-মূসাবী। বাসর রজনী যাপনের পূর্বেই মহিলা মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই উযীর আবূ নাসর সাবূর ইব্ন আযদাশীর 'কারখ' অঞ্চলে একটা গৃহ ক্রয় করত তা পুনঃনির্মাণ করান এবং এ নবনির্মিত গৃহে অনেক গ্রন্থ স্থানান্তর করেন। 'দারুল ইল্ম' নামকরতঃ এক বিশাল লাইব্রেরীটা ফকীহদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। আমার ধারণা এগুলো প্রথমে গ্রন্থাগার, যা ফকীহদের ওয়াক্ফ করা হয়। আর এ কাজ করা হয় বাগদাদের খ্যাতনামা নিযামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে। এ মাসেরই শেষের দিকে নগরীতে পণ্য সামগ্রীর মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। লোকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং বহু পরিবারের লোকজন অভুক্ত থাকে।[১]

এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন :

আহ্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আল-হাসান

তিনি হলেন ইব্ন শাযান ইব্ন হারব ইব্ন মিহরান আবূ বকর আল-বায্যার। ইমাম বাগাবী, ইব্ন সায়িদ ইব্ন আবূ দাউদ এবং ইব্ন দুরায়দের নিকট থেকে তিনি অনেক হাদীস

১. এমনকি এক 'কুর' (পরিমাণ বিশেষ) ময়দা ২৬০ দিরহামে এবং এক 'কুর' (পরিমাণ বিশেষ) গম ৬৬০০ দিরহামে বিক্রি হয়।

শ্রবণ করেন। আর তাঁর বরাতে হাদীসে বর্ণনা করেন ইমাম দারাকুতনী, ইমাম বুরকানী, আল-আযহারী প্রমুখ। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সঠিক শ্রবণ করতেন, অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন নেককার। ৮৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৩৮৪ হিজরী সন

এ বছর সন্ত্রাসীদের দাপট তীব্র আকার ধারণ করে, বাগদাদ নগরীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়। রাতারাতি সকলে বেশি বেশি অর্থ পেতে চায় এবং সকলেই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবি করে। সন্ত্রাসীরা বহু স্থানে অগ্নি সংযোগ করে এবং হাট-বাজার লুণ্ঠন করে। পুলিশ এদেরকে তালাশ করত কিন্তু খুঁজে পেত না। আর সন্ত্রাসীরা সরকারের কোন পরওয়াই করত না। নগরীর সর্বত্র হত্যা লুণ্ঠন, নারী ও শিশু নির্যাতন সমানে চলতে থাকে। পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করলে সুলতান বাহাউদ্দৌলা নিজে তাদের তালাশে বের হন এবং তাদের সন্ধানে কঠোরতা অবলম্বন করলে তারা তথা হতে পলায়ন করে। ফলে লোকেরা তাদের উৎপাত মেলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। আমার ধারণা, কিছু লোক আহ্মদ দানাফ সূত্রে এসব কাহিনী বর্ণনা করে, অথবা সে নিজেই ছিল সন্ত্রাসীদের দলের অন্যতম সদস্য। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ বছর যিলকাদ মাসে শরীফ মূসাবী এবং তাঁর পুত্রদ্বয় তালিবীন দেখা-শোনার দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত হন।[1] আর এ মাসেই ইরাকী হজ্জ কাফেলা হজ্জ না করেই রাস্তা থেকে ফিরে আসে। আর তা এজন্য যে, আসীফার আরাবী, যে তাদেরকে হিফাযতকরতঃ হজ্জে পৌঁছাবার দায়িত্ব নিয়েছিল সে পথিমধ্যে বাধ সাধে এবং বলে দারুল খিলাফত থেকে তাদেরকে সে দীনারগুলো দেয়া হয়েছিল তা ছিল জাল মুদ্রা। তাই এখন সে হাজীদের থেকে এর পরিবর্তে অর্থ দাবী করে। অন্যথায় সে তাদেরকে এ স্থান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেবে না। ফলে সে তাদেরকে বাধা দিয়ে সেখান থেকে ফেরৎ যায় এবং সে তাদেরকে সফর করতে বাধা দেয়। এদিকে সময় সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়, হজ্জ পাওয়ার মতো সময় অবশিষ্ট থাকলো না, ফলে তারা নিজ দেশে ফিরে যায়। তাদের মধ্যে একজন লোকও হজ্জ করতে পারেনি। অনুরূপভাবে সিরিয়া ও ইয়ামানের হজ্জ যাত্রী দলও আটকা পড়ে, তাদের মধ্যেও কোন ব্যক্তিই হজ্জ করতে পারেনি। হজ্জ করতে সক্ষম হয়েছে কেবল মিসর এবং মাগরিববাসীরা (মাগরিব আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটা ক্ষুদ্র মুসলিম দেশ, যা মরক্কো নামে পরিচিত)। আরাফার দিন শরীফ আবুল হুসায়ন[2] যায়নবী মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তাম্মাম যায়নাবীকে আব্বাসীদের নকীবের পদে নিযুক্ত করেন। কাযী এবং পদস্থ অফিসারদের উপস্থিতিতে খলীফার সম্মুখে নিয়ে পত্র পাঠ করে শোনানো হয়।

১. তদস্থলে আবুল হাসান নাহর সাবসীকে নকীব করা হয় (আল-কামিল, ৯/১০৫)।

২ তারীখে আল-কামিল-এ আবুল হাসান উল্লেখ করা হয়েছে। পিতা আবুল কাসিমের মৃত্যুর পর তাকে এ পদে নিযুক্ত করা হয়।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

ইব্রাহীম ইব্ন হিলাল

তিনি হলেন ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন যাহরূন ইব্ন হাবূন আবূ ইসহাক আল-হাররানী। খলীফা এবং মুয়িযযুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ-এর পত্র লিখক তথা ব্যক্তিগত সচিব। তিনি সাবী ধর্ম মতের অনুসারী ছিলেন এবং আমৃত্যু এ মতে অটল ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি রমাযান মাসে রোযা রাখতেন এবং কুরআন মজীদ মুখস্ত তিলাওয়াত করতেন। কুরআন মজীদ তার ভাল হিফয ছিল এবং চিঠিপত্রে কুরআন মজীদের আয়াত ব্যবহার করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য লোকেরা তাকে অনেক উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করলেও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তার অতি উত্তম ও উন্নতমানের কবিতা আছে। এ বছর শাওয়াল মাসে ৭০ উর্ধ্ব বয়সে ইন্তিকাল করেন। শরীফ রাযী তার ইন্তিকালে মর্সিয়া তথা শোকগাথা রচনা করে বলেন, তার ফযীলত বৈশিষ্ট্যের কারণে মর্সিয়া রচনা করেছি বটে, মূলত তাঁর কোন ফযীলত ছিল না এবং ফযীলত-কারামতের তিনি যোগ্যও ছিলেন না।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন ইব্ন নাফি' ইব্ন মুকাররাম আবুল আব্বাস আল-বুসতী। আয-যাহিদ তথা দুনিয়াত্যাগী। পৌত্রিক সূত্রে অগাধ সম্পদের অধিকারী হন এবং তা ব্যয় করেন কল্যাণ ও নৈকট্য অর্জনের পথে। তিনি বেশি বেশি ইবাদত করতেন। কথিত আছে যে, ৭০ বছরের জীবনে তিনি বালিশ, দেয়াল বা অন্য কিছুতে ঠেস দেননি, অর্থাৎ তিনি সারা জীবন শয্যা গ্রহণ করেননি এবং বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কখনো ঘুমের কোলে ঢলে পরেননি। নগ্নপদে নিশাপুর থেকে হেঁটে হজ্জ করেন। সিরিয়ায় প্রবেশকরতঃ বায়তুল মুকাদ্দাসে কয়েক মাস অবস্থান করেন। এরপর মিসর এবং মরক্কো অঞ্চল হয়ে তথা হতে হজ্জে গমন করেন এবং তথা থেকে তাঁর বাসস্থান 'বুস্ত' অঞ্চলে ফিরে আসেন। তখনো সেখানে তাঁর অনেক ধন-সম্পদ ছিল, সবই দান করে দেন। মৃত্যুর আলামত শুরু হলে অনেক ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করতে দেখে তারা সমালোচনা করা হলে জবাবে তিনি বলেন, আমি সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পাচ্ছি; জানি না কেমন করে তা থেকে মুক্তি পাব! এ বছর ৮৫ বছর বয়সে মুহাররম মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের রাতে কোন নারী তার মাতাকে ভাল পোশাকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, এসব কি? বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আয-যাহিদ আল-বুস্তী-এর আগমন উপলক্ষ্যে আমরা আনন্দ করছি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন উবায়দুল্লাহ

আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রুম্মানী নামে পরিচিত। ইব্ন দুরায়দ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আরবী ব্যাকরণ, অভিধান, তর্কশাস্ত্র এবং কালাম শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর রচিত একটা বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। ইব্ন মা'রূফ নামে এক বুযুর্গকে দেখতে পেয়ে চুম্বন করেন। তানূখী এবং জাওহারী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, রুম্মানী হয় আঙ্গুর বিক্রয়ের দিকে সম্পর্কিত অথবা ওয়াসিত অঞ্চলে রুম্মান প্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৮৮ বছর বয়সে শূনীযিয়ায় ইন্তিকাল করেন এবং শূনীযিয়ায় আবূ আলী আল-ফারিসীর কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাস ইব্‌ন আহ্‌মদ ইবনুল কাযযায

আবুল হাসান আল-কাতিব। নির্ভরযোগ্য নিরাপদ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে খতীব বাগদাদী বলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেন যা তৎকালে অন্য কেউ করেনি। আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তিনি ১০০ তাফসীর এবং ১০০ আত-তারীখ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮টি সিন্দুক রেখে যান। যা কিতাবে ভর্তি ছিল। এসবই ছিল স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি। এ ছাড়া আরো অনেকগুলো চুরি হয়ে যায়। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর এবং যথাযথভাবে স্মরণ রাখতে পারতেন। এছাড়া তাঁর এক খাদিম ছিল, সে তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখত। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ

আবু আবদুল্লাহ্ আল-কাতিব ইব্‌ন মুরযাবান নামে পরিচিত। বাগাবী, ইব্‌ন দুরায়দ প্রমুখ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। ভাল রুচি এবং স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। ভাল ভাল বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 'তাফদীলুল কিলাব আলা কাছীরিন মিম্মান লাবিসা ছিয়াব' অর্থাৎ যারা পোশাক পরিধান করে তাদের অনেকের উপর কুকুরের শ্রেষ্ঠত্ব নামক গ্রন্থের লেখক তিনি। অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করতেন এবং তাঁর গৃহে শয্যা গ্রহণকরতঃ রাত যাপন করতেন। ফরাশে এসেই তারা আহার করতেন। আযুদুদ্দৌলা তাঁর গৃহের নিকট দিয়ে গমনকালে তাকে সালাম না জানিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতেন না। তার গৃহ থেকে বের হয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করতেন। আবূ আলী আল-ফারিসী তার সম্পর্কে বলতেন, ইনি হচ্ছেন দুনিয়ার সৌন্দর্যের আকর। আকীকী বলেন, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য। আল-আযহারী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনুল জাওযী বলেন, মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তবে তার মধ্যে শীআ ও মু'তাযিলী ভাব ছিল। শ্রবণ আর ইযাযাতকে একাকার করে ফেলতেন। বয়স ৮০ বছর হয়েছিল। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৩৮৫ হিজরী সন

এ বছর ইব্‌ন রুকনুদ্দৌলা ইব্‌ন বুওয়ায়হ আবুল আব্বাস আহ্‌মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আদ-দাবীকে উযীর নিযুক্ত করেন। তার লকব বা পদবী ছিল আল-কাফী। আর এটা করা হয় আস-সাহিব ইসমাঈল ইব্‌ন আব্বাদের ইন্তিকালের পরে। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ উযীরদের অন্যতম। এ বছর বাহাউদ্দৌলা কাযী আবদুল জাব্বারকে আটক করে তার বিপুল পরিমাণ অর্থ দণ্ড করেন। জরিমানাস্বরূপ তার নিকট থেকে যা আদায় করা হয়, তার মধ্যে ছিল তায়লসান (এক বিশেষ রঙের মূল্যবান চাদর) এবং এক হাজার পিস মা'দিনী কাপড়। এ বছর এবং তার আগের ও পরের বছর ইরাকী কাফেলা হজ্জ আদায় করতে পারেনি। এ বছর হারামায়নে ফাতিমীদের নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন :

আস-সাহিব ইব্ন আব্বাদ

তিনি ছিলেন ইসমাঈল ইব্ন আব্বাদ ইব্ন ইদরীস আত-তালিকানী[১] আবুল কাসিম। তিনি মন্ত্রী ছিলেন, কাফিউল কুফাত নামে প্রসিদ্ধ। মুয়ায়্যিদুদদৌলা ইব্ন রুকনুদ্দৌলা ইব্ন বুওয়ায়হ উযীর ছিলেন। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ভদ্রতা, দয়া-অনুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অনেক অগ্রসর। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এবং অসহায় ও বিপন্ন মানুষের প্রতি দয়া করতেন। গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়ের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বাগদাদে ৫ লক্ষ দীনার প্রেরণ করতেন। আরবী সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ছিল বিপুল দক্ষতা-অভিজ্ঞতা। তিনি নানা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ছিল বিশাল গ্রন্থ ভাণ্ডার। এ গ্রন্থগুলো ছিল ৪০০ উষ্ট্রের বোঝা। সামগ্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যে বনূ বুওয়ায়হ-এর অন্য কোন উযীর তার মতো তো দূরের কথা, তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। বনূ বুওয়ায়হ-এর রাজত্ব ১২০ বছর কয়েক মাস স্থায়ী হয়। মনিব মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা এবং তাঁর পুত্র ফখরুদ্দৌলার জন্য তিনি ৫০টি দুর্গ জয় করেন। মেধা-প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির ফলে তিনি এটা করতে সক্ষম হন। শরীআতের জ্ঞানকে তিনি ভালবাসতেন। দর্শন এবং অনুরূপ ইলম কালাম এবং বিদআতী চিন্তাধারাকে তিনি অপছন্দ করতেন। একবার তিনি আমাশা রোগে আক্রান্ত হন। শৌচাগার থেকে পাক-পরিষ্কার হয়ে ফিরে এসেই ১০ দীনার রেখে দিতেন, যাতে খাদিম-সেবকরা বিরক্ত না হয়। ফলে তারা কামনা করা শুরু করে তার ব্যাধি যদি অনেক দিন ধরে অব্যাহত থাকে। ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিঃস্ব ও বিপন্ন মানুষেরা তাঁর বাসগৃহ লুণ্ঠন করার অনুমতি দান করেন। তাঁর গৃহে ৫০ হাজার দিরহাম এর সমপরিমাণ স্বর্ণ ছিল। বড় বড় মুহাদ্দিস যাদের সনদ ছিল অনেক উন্নত, তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য একটা মজলিসের আয়োজন করেন। তাতে আমীর-ফকীরসহ বিপুল জনতা উপস্থিত হয়। মজলিসে গমনকালে ফকীহদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করতেন। রাষ্ট্রীয় কাজে কর্মে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাওবার কাজে সকলকে সাক্ষী করতেন। লোকজন জানান যে, জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি পৌত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকেই এ যাবৎ ব্যয় করে আসছেন। অবশ্য তিনি সুলতানের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং সুলতানও তার সঙ্গীদের কার্যকলাপ থেকে তাওবা করে নিতেন। গৃহের অভ্যন্তরে একটা স্থান নির্দিষ্ট করে তার নাম রাখেন 'বায়তুত তাওবা'। তার তাওবার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলিমরা স্বাক্ষর করেন। তিনি যখন হাদীস বয়ান করতেন, তখন এক দল লেখক নিয়োগ করতেন, কারণ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল বিপুল। কাযী আবদুল জব্বার হামাদানী এবং তার মতো বড় বড় আলিম এবং ফকীহ ও মুহাদ্দিস লেখকদের অন্তর্ভুক্ত থাকতেন। কাযবীনের কাযী তার নিকট অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। তৎসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাও লিখে পাঠান :

---

১. তালিকান কাযবীন ও আবহার-এর মধ্যস্থলে একটা শহর-এর নাম। তালিকানী-এর সাথে সম্পর্কিত। খুরাসানে আরো একটা তালিকান আছে, আর সাহিব হলেন কাযবীনের তালিকানের অধিবাসী।

اَلْعَمِيْدِىْ عَبْدُ كَافِى الْكُفَاةِ وَاَنَّهُ - اَعْقَلُ فِىْ وُجُوْهِ الْقُضَاةِ

"আল-আমীদী[1] কাফিউল কুফাত-এর দাস এবং নিশ্চয়ই তিনি অন্য কাযীদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী।"

خدم المجلس الرفيع بكتب - منعمات من حسنها مترعات .

"তিনি খিদমত করেছেন উচ্চ পরিষদের এমন গ্রন্থ দ্বারা, যা খুবই উন্নতমানের, যা বিভূষিত স্বকীয় সৌন্দর্য দ্বারা।"

কিতাবগুলো তার নিকট পৌঁছলে কেবল একটা কিতাব গ্রহণ করেন, অবশিষ্ট কিতাবগুলো ফেরত পাঠান সঙ্গে নিচের চরণ দুটিও :

قَدْ قَبِلْنَا مِنَ الْجَمِيْعِ كِتَابًا - وَرَدَدْنَا لِوَقْتِهَا الْبَاقِيَات

"সমস্ত কিতাবের মধ্যে আমরা একখানা গ্রহণ করেছি, অবশিষ্ট আমরা তৎক্ষণাৎ ফেরত দিয়েছি।"

لَسْتُ اَسْتَغْنِمُ الْكَثِيْرَ وَطَبْعِىْ - قَوْلُ : خُذْ لَيْسَ مَذْهَبِىْ قَوْلُ هَات .

"বেশি গ্রহণ করাকে আমি বেশি ভাল মনে করি না, আর আমার প্রকৃতি হলো 'গ্রহণ কর' বলা, 'আন' বলা আমার ধর্ম নয়।"

একদা তিনি মদপানের আসরে বসেন, তিনিও একটা পান পাত্র হাতে নেন, যখন পান করার সংকল্প করেন তখন কোন এক খাদিম তাকে বলল : اِنَّ هٰذَا الَّذِىْ فِىْ يَدِكَ مَسْمُوْمٌ "আপনার হাতে যে পানপাত্র তাতে বিষ মিশানো রয়েছে।" তিনি জানতে চাইলেন : তোমার কথার সত্যতার প্রমাণ কী? সে বলল : অভিজ্ঞতা। বললেন, কার সম্পর্কে? বলল : সাকী সম্পর্কে। তখন বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, আমি এটাকে হালাল জ্ঞান করি না। খাদিম বলল : তাহলে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে (যথা মুরগি) পরীক্ষা করে দেখুন। বললেন, প্রাণির উদাহরণ অর্থাৎ তার সাথে এমন আচরণ বৈধ নয়। এরপর পান পাত্রে যা ছিল, তা প্রবাহিত করার নির্দেশ দান করলেন এবং সাকীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজকের পর আমার গৃহে প্রবেশ করবে না। উযীর আবুল ফতেহ ইবন যিলকিফায়াতায়নকে তার উপর হাকিম নিযুক্ত করা হয়। এক পর্যায়ে তিনি মুয়ায়্যিদুদ্দৌলার ওযারতী থেকে তাকে বরখাস্ত করেন এবং তৎপরিবর্তে নিজেই তদস্থলে কাজ করেন এবং এ অবস্থায় বেশ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। একদা রজনীকালে তিনি বেশ আনন্দে মত্ত ছিলেন। বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে নিয়ে খোশগল্প চলছে, মজলিস বেশ জমে উঠেছে। এ সময় কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করা হয়, গায়করা কবিতা মহা আনন্দে আবৃত্তি করছে। কবিতাগুলো এই :

دَعَوْتُ اِلٰهَنَا وَدَعَوْتُ الْعُلاَ - فَلَمَّا اَجَابَا دَعَوْتُ الْقَدَحَ

"আমি ডেকেছি আমার ইলাহকে এবং ডেকেছি উচ্চতাকে, উভয়ে যখন সাড়া দেয় তখন আমি পানপাত্র চাই।"

---

১. এ ক্ষেত্রে আল-ইয়াতীমা কাব্য গ্রন্থে (৩/২৩১) আল-আমীরী (العمـيـرى) উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি এ দু'টি পঙক্তির রচয়িতা কাযবীন নগরীর কাযী বা বিচারপতি।

وَقُلْتُ بِأَيَّامِ شَرْخِ الشَّبَابِ - اَلَيَّ فَهذَا وَاَنُ الْفَرَحِ

"আর বললাম, আমি উঠতি যৌবনকে লক্ষ্য করে, এসো আমার দিকে, এটাই তো হচ্ছে আনন্দ করার সময়।

اِذَا بَلَغَ الْـمَرْءُ اَمَالَه - فَلَيْسَ لَه بَعْدَهَا مُنْتَزَحُ ·

"মানুষ যখন লাভ করে তার কামনা, তখন তা থেকে সে তো দূরে সরে থাকতে পারে না।"

এরপর সঙ্গীদেরকে বললেন, আমাকে ভোর বেলায় মদ পান করাও, একথা বলে আরাম কক্ষের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এরপর ভোর না হতেই মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা তাকে পাকড়াও করেন এবং তার গৃহে ধন-সম্পদ যা কিছু ছিল সবই বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসেন। লোকজনের মধ্যে তাকে দণ্ডের দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেন এবং ইব্‌ন আব্বাদকে পুনরায় উযীরে নিযুক্ত করেন।

ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন যে, এ ইব্‌ন আব্বাদ-এর মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তাকে দেখার জন্য বাদশা ফখরুদ্দৌলা ইব্‌ন মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা আগমন করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু অসিয়ত করার জন্য বলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, আমি আপনাকে অসিয়ত করছি যে, অবস্থা আর নিয়ম-নীতি যেমনটি আছে তেমন থাকতে দিন; তাকে কোন পরিবর্তন সাধন করবেন না। কারণ, তা যেমন আছে তেমন থাকতে দিলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই আপনার বলে পরিচিত ও চিহ্নিত হবে; আর যদি তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করেন তাহলে ইতোপূর্বেকার সমস্ত ভাল কাজ আমার বলে উল্লেখ করা হবে, আপনার বলে উল্লেখ করা হবে না। ভাল কিছুর সম্পর্ক আপনার বলে পরিচিত হোক, আমিও তা-ই চাই। যদিও সে ক্ষেত্রে আমিই ছিলাম আপনার পরামর্শদাতা। একথা তার পছন্দ হয় এবং ভাল কাজের জন্য তার অসিয়ত আর পরামর্শ অব্যাহত থাকে, এ বছর সফর মাসের ৬ দিন বাকি থাকতে শুক্রবার তাঁর ওফাত হয়।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, উযীরদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার নাম আস-সাহিব রাখা হয়। পরে অন্যদের জন্যেও এ নাম ব্যবহার করা হয়। আর তার এ নামকরণের কারণ হলো এই যে, তিনি উযীর আবুল ফযল ইবনুল আমীদের সংসর্গে বেশি সময় অতিবাহিত করতেন, পরে তার ওযারত কালকে এ নামে ডাকা হতো। সাবী তদীয় 'আন-নাজী' কিতাবে বলেন. মুয়ায়্যিদুদ্দৌলা তাঁর সাহিব নামকরণ করেন কারণ শৈশব থেকেই ইনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এ কারণে তখন থেকেই তার নাম হয় আস-সাহিব। পরে তিনি যখন বাদশা হন এবং তাঁকে উযীর করা হয় তখন তার এ নাম করা হয় এবং এ নামেই তিনি খ্যাত হন। পরবর্তীকালে উযীরদেরকেও এ নাম দেয়া হয়। এরপর ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান একটা স্বতন্ত্র অংশে তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তার চরিত্র বিষয়ে লোকদের প্রশংসার উল্লেখ করেন। তিনি তার রচিত অনেক গ্রন্থেরও উল্লেখ করেন। এসবের মধ্যে একটা হচ্ছে তাঁর রচিত অভিধান গ্রন্থ, যা ৭ খণ্ডে সমাপ্ত। অভিধানের প্রায় সমস্ত শব্দ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর কিছু কবিতার কথাও উল্লেখ করেন ইব্‌ন খাল্লিকান। যথা শরাব তথা মদ সম্পর্কে তিনি বলেন,

رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَاقَتِ الْخَمْرُ - وَتَشَابَهَا نَتَشَاكَلَ الأَمْرُ

"কাঁচও স্বচ্ছ মদও স্বচ্ছ, দুটোই এক রকম, তাই ব্যাপারও একরকম।"

فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلاَ قَدَحَ - وَكَأَنَّمَا قَدَحٌ وَلاَ خَمْرٌ .

"যেন কেবলই মদ, পাত্র ছাড়া, যেন কেবলই পাত্র, মদ নেই।"

ইব্ন খাল্লিকান বলেন যে, এ বছর 'রায়' নগরীতে প্রায় ৬০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। অবশ্য তাকে ইস্পাহানে স্থানান্তর করা হয়।

আল-হাসান ইব্ন হামিদ

আবূ মুহাম্মদ আল-আদীব। তিনি ছিলেন উদ্দীপনাময়ী কবি, উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ আল-মাওসিলী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন আস-সূরবী। তিনি ছিলেন অতীব সত্যবাদী। তিনি কবি আল-মুতানাব্বীকে বাগদাদে তাঁর গৃহে আশ্রয় দেন এবং তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন, এমনকি আল-মুতানাব্বী তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি কোন ব্যবসায়ীকে প্রশংসা করলে অবশ্যই আপনার প্রশংসা করতাম। আর এ আবূ মুহাম্মদ ছিলেন দক্ষ কবি। তার উত্তম কবিতার কয়েকটি এই :

شَرِبْتُ الْمَعَادِيْ مُنْتَظِرُ بِهَا - كَسَاداً وَلاَ سُوْقًا يُقَامُ لَهَا اُخْرَى

"আমি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছি কোন প্রতীক্ষা ছাড়াই, দাম কম আর বেশি কোন অবস্থায়ই অপেক্ষা করতে হয়নি।"

وَمَا اَنَا مِنْ اَهْلِ الْمَكَاسِبُ كُلَّمَا - تَوَفَّرَتِ الاَثْمَانُ كُنْتُ لَهَا اَشْرِىْ .

"সেজন্য আমি উন্নতি অর্জনকারী নই এমন ভাবে যে, যখনই তা অর্জন করার জন্য মূল্য একত্র করা হয়, তখনই তা অর্জন করে থাকি।"

ইব্ন শাহীন আল-ওয়ায়িয

তিনি হলেন উমর ইব্ন আহ্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আইয়ূব ইব্ন যাজান। আবূ হাফস নামে খ্যাত। অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং বাগুন্দী, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ, ইমাম বাগাবী, ইব্ন সায়িদ এবং আরো অনেকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত। বাগদাদ নগরীর পূর্ব দিকে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তিনি ৩৩০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তাফসীর রয়েছে এক হাজার খণ্ডে এবং মুসনাদ্ রয়েছে ১৫শ খণ্ডে বিভক্ত। তারীখ তথা ইতিহাস গ্রন্থ ১৫০ খণ্ডে বিভক্ত। দুনিয়া ত্যাগ বিষয়ে একটা গ্রন্থ ১০০ খণ্ডে বিভক্ত রয়েছে। এ বছরই যিলহজ্জ মাসে প্রায় ৯০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

হাফীযে হাদীস ইমাম দারাকুতনী

তিনি হলেন আলী ইব্ন উমর ইব্ন আহ্মদ ইব্ন মাহদী ইব্ন মাসউদ ইব্ন দীনার ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাদীসের মহান হাফিয। হাদীস শাস্ত্রের উস্তাদ। তাঁর পূর্বেরও দীর্ঘ সময়ের জন্য

তিনি ছিলেন হাদীসের উস্তাদ এবং তাঁর পরবর্তীকালে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনিই হাদীসের মহান উস্তাদ আছেন। অনেক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, সেসব সংগ্রহ করেন, গ্রন্থবদ্ধ করেন। আর তদ্দারা অনেকের কল্যাণ সাধন করেন। সংকলিত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা করেন। সে সবের দুর্বলতা চিহ্নিত করেন, সমালোচনা করেন, যাচাই-বাছাই করেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একক ব্যক্তিত্ব, বিশেষ ধারায় গঠিত অনন্য সাধারণ হাদীসবেত্তা। আসমাউর- রিজাল তথা হাদীসের রাবীদের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ বিষয়ে তিনি ছিলেন সে যুগের ইমাম। ত্রুটি-বিচ্যুতি যাচাই কাজেও তিনি ইমাম ছিলেন। রচনা আর সংকলনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। রিওয়ায়াতের প্রাচুর্য এবং দিরায়াত বিষয়েও তাঁর ছিল চূড়ান্ত দক্ষতা। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবটি এ ধারায় সর্বোত্তম রচনা। তাঁর পূর্বে এ ধরনের গ্রন্থ কেউ রচনা করতে সক্ষম হননি, আর তাঁর পরেও অনুরূপ গ্রন্থ কেউ রচনা করতে সক্ষম হবে না। অবশ্য তাঁর জ্ঞান সমুদ্র থেকে সাহায্য গ্রহণ করে তার মতো আমল করলে সেটা ভিন্ন কথা। তিনি রচনা করেন কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل) এতে বিশুদ্ধ আর অশুদ্ধ মুত্তাসিল ও মুরসাল এবং মুনকাতি ও মা'দাল প্রভৃতি হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর আরো একটি গ্রন্থ রয়েছে কিতাবুল আফরাদ (كتاب الافراد) যা কেউ বুঝতেই সক্ষম নয়, কাজেই তার মতো অন্য কোন রচনা করা বা সে গ্রন্থটাকে সুবিন্যস্ত করার তো প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য একক হাফিয, সমালোচক আর যাচাই-বাছাইর ইমাম এবং বড় পণ্ডিত ব্যক্তি হলে তা ভিন্ন কথা। তাঁর রচিত আরো অনেক গ্রন্থ আছে, যা যেন গলার মালা আর কি! ছোটবেলা থেকেই তিনি অনন্য সাধারণ ধীশক্তি, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা আর মেধা এবং অতলস্পর্শী সমুদ্রবৎ জ্ঞানবত্তার জন্য খ্যাত ছিলেন। একদা তিনি ইসমাঈল আস-সাফফার-এর মজলিসে বসেন, এ সময় তিনি লোকদেরকে হাদীস লেখাচ্ছিলেন, আর ইমাম দারাকুতনীও এক খণ্ডে হাদীস গ্রন্থবদ্ধ করার কাজ করছিলেন। মজলিসে কোন এক মুহাদ্দিস তাঁকে বললেন, তোমার শ্রবণ বিশুদ্ধ হচ্ছে না। কারণ, তুমি নিজেই তো হাদীস লিপিবদ্ধ করছ। তখন তিনি বললেন, হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য তোমার বুদ্ধির চেয়ে আমার বুদ্ধি উত্তম। এ ছাড়া আমার রয়েছে উপস্থিত বুদ্ধি। এরপর লোকটি তাঁকে বললেন, তুমি কি স্মরণ রেখেছ, ক'টি হাদীস লিপিবদ্ধ করানো হয়েছে? তিনি বললেন, এ পর্যন্ত তিনি ১৮টি হাদীস লিপিবদ্ধ করান। আর প্রথম হাদীসটি অমুক অমুক সূত্রে। এভাবে প্রতিটি হাদীস শব্দ আর সনদসহ উল্লেখ করলেন। কিছুই বাদ যায়নি। এতে লোকেরা অবাক হয়। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী বলেন, দারাকুতনী তাঁর অনুরূপ আর কাউকে দেখতে পাননি। আর তাঁর সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসের জ্ঞান, ইলমে কিরাআত, ইলমে নাহু, ইলমে ফিক্হ, কাব্য চর্চা এসব কিছুর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। এতদসঙ্গে ছিল ইলমত, আদালত ও আকীদার বিশুদ্ধতা। এ বছর যিলকদ মাসের ৯ তারিখ মঙ্গলবার তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৭৭ বছর ২ দিন। পরদিন মা'রূফ কারখীর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তিনি মিসর অঞ্চল সফরকালে কাফূর আল-আখশীদীর উযীর আবুল ফযল জা'ফর ইব্ন খুনযাবা তাঁর প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শন

করেন। তাঁর মুসনাদ গ্রন্থ সমাপ্ত করার কাজে হাফিয আবদুল গনী সহায়তা দান করেন। হাফিয দারাকুতনী তাঁর নিকট থেকে অনেক অর্থ সাহায্যও লাভ করেন। তিনি আরো বলেন, দারাকুতনী বাগদাদের একটা বড় মহল্লা 'দারাকুত্‌ন'-এর সাথে সম্পর্কিত। আবদুল গনী ইব্‌ন সাঈদ আদ-দারীর বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী, মূসা ইব্‌ন হারূন এবং ইমাম দারাকুতনী স্ব-স্ব হাদীস শাস্ত্রে যতটা আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন, তেমনটি আর কেউ করেনি। দারাকুতনীকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি নিজে কি তার অনুরূপ কাউকে দেখতে পেয়েছেন? তখন তিনি জবাব দেন, একটা বিষয় হলে আমার চেয়ে উত্তম লোক দেখতে পেয়েছি। অবশ্য আমার মধ্যে যেসব বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে, তাতে আর কাউকে দেখতে পাইনি। ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী আমীর আবূ নাসর হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন মাকূলা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আবুল হাসান দারাকুতনীর অবস্থা সম্পর্কে যেন কাউকে জিজ্ঞাসা করছি যে, তার সাথে কেমন আচরণ করা হয় পরকালে। তখন আমাকে বলা হলেন, জান্নাতে তাকে ইমাম বলে ডাকা হয়।

আব্বাদ ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আব্বাদ

আবুল হাসান আত-তালিকানী ইসমাঈল ইব্‌ন আব্বাদের পিতা, যার সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আবূ খলীফা আল-ফযল ইব্‌ন হাবাব প্রমুখ বাগদাদী, ইস্পাহানী এবং রাযীদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন তদীয় পুত্র উযীর আবুল ফযল আল-কাসিম, আবূ বকর ইব্‌ন মারদুয়াহ। আহকামুল কুরআন বিষয়ে এ আব্বাদের একটা গ্রন্থ রয়েছে। ঘটনাক্রমে তিনি এবং তার পুত্র এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন।

আকীল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ

আবুল হাসান আল-আহনাফ আল-আকবারী। প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর একক দীওয়ান তথা কাব্য সংকলন রয়েছে। ইবনুল জাওযী তদীয় 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে যেসব উত্তম কবিতা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

اَقْضِىْ عَلَىَّ مِنَ الاَجَلِ - عَذْلُ الْعَذُوْلُ اذَا عذَلَ

"আমি আমার নিজের জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেই, তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে যখন সে তিরস্কার করে।"

وَاَشَدُّ مِنْ عَذْلِ الْعَذُولِ - صُدُوْدُ اَلْفٍ قَدْ وَصَلَ

"আর অধিক তিরস্কারকারীর তিরস্কারের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক কোন বন্ধুর মিলনের পর মুখ ফিরায়ে নেয়া।"

وَاَشَدُّ مِنْ هذَا وُذَا - طَلَبُ النَّوَالِ مِنَ السَّفْلِ .

"এটা আর ওটার চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক হলো নীচ আর হীন লোকের নিকট দান আশা করা।"

তার আরো কয়েকটি কবিতা :

مَنْ اَرَادَ الْعِزَّ وَالرَّاحَةَ - مِنْ هَمٍّ طَوِيْلٍ

"যে ব্যক্তি সম্মান চায়, চায় দীর্ঘ দুঃখ থেকে মুক্তি",

فَلْيَكُنْ فَرْدًا فِى النَّاسِ - وَيَرْضَى بِالْقَلِيْلِ

"সে যেন লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং থাকে অল্পে তুষ্ট।"

وَيَرى اَنْ سَيَرى - كَفِيًا عَمَّا قَلِيْلٍ

"এবং সে দেখতে পাবে স্বল্পকে যথেষ্ট",

وَيَرى بِالْحَزْمِ - فِىْ تَرْكِ الْفُضُوْلِ

"সতর্কতার সঙ্গে সে দেখতে পাবে যে, অহেতুক কর্ম বর্জন করাই বুদ্ধিমত্তা।"

وَيُدَاوِىْ مَرَضِ الْوَحْدَةِ - بِالصَّبْرِ الْجَمِيْلِ

"আর চিকিৎসা করাবে একাকীত্বের ব্যাধির সুন্দর সবর দ্বারা",

لاَ يُمَارِىْ اَحَدًا مَا - عَاشَ فِى قَالَ وَقِيْلَ

"যতদিন বেঁচে থাকবে কথাবার্তায় কারো সঙ্গে যেন বিবাদ না করে।"

يَلْزَمُ الصَّمْتَ فَاِنَّ الصَّمْتَ - تَهْذِيْبُ الْعُقُوْلِ

"নীরবতা অবলম্বন করবে, কারণ নীরবতা হলো জ্ঞানের বিন্যাস",

يَذَرُ الْكِبْرَ لاَهْلِ الْكِبْرِ - وَيَرْضى بِالْخُمُوْلِ

"গর্ব বর্জন করবে অহঙ্কারীদের জন্য, আর তুষ্ট থাকে অজ্ঞাত থাকতেই।"

اَىُّ عَيْشٍ لاَمْرِىءٍ - يُصْبِحُ فِىْ حَالٍ ذَلِيْلٍ

"মানুষের কোন জীবন হয়ে পড়ে তুচ্ছ",

بَيْنَ قَصْدٍ مِنْ عَدُوٍّ - وَمُدَرَاةِ جُهُوْلٍ

"যখন দুশমনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং গণ্ডমূর্খের সঙ্গে কোমলতার সম্পর্ক স্থাপন করে।"

وَاعْتِلاَلٍ مِنْ صَدِيْقٍ - وَتَجَنَّى مِنْ مَلُوْلٍ

"আর বন্ধুর কারণে অসুস্থ হওয়া এবং দুঃখকে বরণ করে নেয়া",

وَاحْتِرَاسٍ مِنْ ظُنُوْنِ السُّوْءِ - مَعَ عَذْلِ الْعَذُوْلِ

"এবং খারাপ ধারণা থেকে বিরত থাকা, নিন্দুকের নিন্দা সত্ত্বেও।"

وَمُقَاسَاةِ بَغِيْضٍ - وَمُدَانَاةُ ثَقِيْلٍ

"কঠোর শত্রুতা পোষণকারীর ক্লেশ সহ্য করে নেয়া, ভারী বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া।"

اف من معرفة الناس - عَلى كل سبيل

"মানুষের পরিচয়ে সর্বাবস্থায় উফ বলে বিদায় নেয়া।"

وَتمام الامر يعرف - سمحا من بخيل

"শেষ কথা, কৃপণের নিকট পাবে না বদান্যতা",

فاذا اكمل هذا كانَ - فى ظل ظليل ·

"যখন এটা পূর্ণ করবে তখন বাস করবে দীর্ঘ ছায়ায়।"

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাকরা

তিনি হলেন আবুল হুসায়ন আল-হাশিমী, আলী ইবনুল মাহদীর সন্তান। কৌতুক প্রিয়, হাস্যরসিক কবি। নকীব হওয়ার ক্ষেত্রে হাশিমীদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। একবার ফয়সলা করার জন্য একটা বিষয় তার সামনে পেশ করা হয়। ঘটনা ছিল এমন যে, একজন পুরুষ উপস্থিত হলো, যার নাম আলী, আর অপরজন নারী যার নাম আয়িশা। একটা উষ্ট্র নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ। তারা বিরোধ নিষ্পত্তি চায়। তিনি বললেন, আমি কোন মীমাংসা করব না, যাতে অবস্থা প্রতারণায় পর্যবসিত না হয়।

তার উৎকৃষ্ট কবিতা আর সূক্ষ্ম কথার মধ্যে কয়েকটি :

فِىْ وَجْهِ اِنْسَانَةٍ كَلِفْتُ بِهَا - اَرْبَعَةٌ مَا اجْتَمَعْنَ فِىْ اَحَدٍ

"কোন মানুষের চেহারায়, যার প্রতি আমি আসক্ত হয়েছি। চারটি জিনিস রয়েছে যা কারো মধ্যে একত্র হতে পারে।"

اَلْوَجْهُ بَدْرٌ وَالصُّدْغُ غَالِيَةٌ - وَالرِّيْقُ خَمْرٌ وَالثَّغر مِنْ بَرَدٍ ·

"চেহারা চন্দ্রবৎ, গাল মাংসল, থুথু মদবৎ আর দন্ত বরফ।"

একদা তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করলে কেউ তার জুতা নিয়ে চম্পট দেয়, তখন তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

اِلَيْكَ اَذَمُّ حَمَّامِ ابْنِ مُوْسى - وَاِنْ فَاقَ الْمُنى طِيْبًا وَّحَرًّا

"শোন তোমার সামনে নিন্দা করছি আমি ইব্ন মূসার হাম্মামখানার, যদিও বা উপরে থাকে অপরাপর গোসলখানার উপর, খুশবু তথা সুবাসিত থাকা আর গরম থাকায়।"

تَكَاثَرَتِ اللُّصُوْصُ عَلَيْهِ حَتّى - لِيَحْفى مَنْ يُّطِيْفُ بِه وَيَعْرى

"তথায় চোরের প্রাদুর্ভাব, যে কেউ তথায় গমন করে, তাকে ফিরতে হয় নগ্নপদে আর নগ্নদেহে।"

وَلَمْ اَفْقِدْ بِه ثَوْبًا وَلكِنْ - دَخَلْتُ مُحَمَّدًا وَخَرَجْتُ بِشْرًا ·

"তথায় আমি বস্ত্র হারাইনি তবে—প্রবেশ করেছি প্রশংসিত হয়ে, ফিরেছি খারাপ অবস্থায়।"

ইউসুফ ইব্ন উমর ইব্ন মাসরূর

তিনি হলেন আবুল ফাত্হ আল-কাওওয়াস। ইমাম বাগাবী, ইব্ন আবূ দাউদ, ইব্ন সায়িদ প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন খাল্লাল, আল-ইশারী; আল-বাগদাদী, আত-তানূখী প্রমুখ। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, তাকে আবদাল হিসাবে গণ্য করা হত। তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন : তিনি যখন নিতান্ত শিশু তখন আমরা তাঁর নিকট থেকে বরকত হাসিল করতাম। রবীউছ ছানী মাসের ৩ দিন অবশিষ্ট থাকতে ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। 'বাবে হারব' নামক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইউসুফ ইব্ন আবূ সাঈদ

তিনি হলেন আস-সায়রাফী আবূ মুহাম্মদ আন-নাহবী (আরবী ব্যাকরণবিদ)। সীবাওয়ায়হ-এর ব্যাকরণ গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা লেখা তার পিতা শুরু করেছিলেন, তিনি তা সমাপ্ত করেন। জ্ঞান আর দীনী বিষয়ে লোকেরা তাঁর নিকট শরণাপন্ন হত। এ বছরই রবীউল আউয়াল মাসে ৫৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৮৬ হিজরী সন

এ বছর মুহাররম মাসে বসরাবাসীরা একটা পুরাতন কবর খনন করে একজন মৃত ব্যক্তির লাশ তরতাজা দেখতে পায়, কাফনের কাপড়ও পঁচেনি। সঙ্গে তরবারি রয়েছে। তাও নষ্ট হয়নি। লোকজনের ধারণা, লাশটি রাসূলে করীমের সাহাবী হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর। লোকেরা লাশটি কবর থেকে বের করে এনে নতুন করে কাফন পরায়ে দাফন করে এবং তার কবরের নিকট একটা মসজিদ নির্মাণ করে। এ মসজিদের জন্য অনেক সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হয়। সেখানে খাদিম আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকারী এবং দেখা-শোনার জন্য লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আলো জ্বালাবারও ব্যবস্থা করা হয়। কবরে ফরাশ লাগাবারও ব্যবস্থা করা হয়।[1]

এ বছরই আল-হাকিম আল-উবায়দী তাঁর পিতা আল-আযীয ইব্নুল মুয়িয আল-ফাতিমীর স্থলে মিসরীয় অঞ্চলের বাদশা হন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর ৬ মাস। অবশ্য রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত খাদিম আরজুয়ান আর আমীনুদ্দৌলা হাসান ইব্ন আম্মার। কিছুদিন পর হাকিম সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে এদের উভয়কে হত্যাকরতঃ তদস্থলে অন্য লোক নিয়োগ করেন। আরো অনেক লোক হত্যা করে তবেই সমস্ত কিছু আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এ বছর মিসরীয়দের পক্ষ থেকে নিয়োজিত ব্যক্তিকে আমীরুল হজ্জ নিয়োজিত করা হয় আর তাদের নামেই খুতবা পাঠ করা হয়।

---

১. (আর এ সবই হলো বিদআত তথা শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড। এ সবের মাধ্যমে কবর পূজা এবং কবর ব্যবসা শুরু হয়। যা গোটা বাংলাদেশে ব্যাপক হারে চালু রয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ থেকে আমাদের সকলকে হিফাযত করুন)।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন :

আহ্‌মদ ইব্‌ন ইবরাহীম

তিনি হলেন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাহ্‌নাওয়ায়হ আবূ হামিদ ইব্‌ন ইসহাক মুযাক্কী নিশাপুরী। আল-আসিম এবং তার সমপর্যায়ের লোকদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বেশি মাত্রায় ইবাদত করতেন। জীবনে তিনি একাধারে ২৯ বছর রোযা পালন করেন। তাঁর সম্পর্কে হাকিম বলেন, আমার ধারণা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতা তার আমলনামায় কোন পাপ লিখেননি। এ বছর শাবান মাসে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আবূ তালিব আল-মক্কী

কূতুল কুলূব বা কুওয়াতুল কুলূব গ্রন্থের রচয়িতা। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আতিয়া আবূ তালিব আল-মক্কী। নামকরা ওয়ায়িয ও মুযাককির, ইবাদতগুযার, যাহিদ তথা দুনিয়াত্যাগী, নেককার ব্যক্তি ছিলেন। হাদীস শ্রবণ করেন এবং একাধিক ব্যক্তি সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সম্পর্কে আল-আকীকী লিখেন :

كَانَ رَجُلاً صَالِحًا مُجْتَهِداً فِى الْعِبَادَةِ وَصَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ قُوْتَ الْقُلُوْبِ وَذَكَرَ فِيْهِ اَحَادِيْثَ لاَ اَصْلَ لَهَا وَكَانَ يَعِظُ النَّاسَ فِىْ جَامِعِ بَغْدَادَ .

"ইনি ছিলেন নেককার তথা ভাল মানুষ ইবাদতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। একটা গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার নামকরণ করেন কূতুল কুলূব তথা আত্মার শক্তি বা আত্মার খাদ্য। এ গ্রন্থে তিনি এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করেন যার কোন ভিত্তি নেই। বাগদাদ নগরীর জামে মসজিদে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করতেন।"

আর ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন যে, বংশধারার বিচারে তিনি ছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের লোক। মক্কায় প্রতিপালিত হন। আবুল হাসান ইব্‌ন সালিম-এর ওফাতের পর বসরা নগরীতে প্রবেশ করেন তখন তাঁর নিবন্ধের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর বাগদাদ গমন করলে অনেক লোকের সমাবেশ হয়। তথায় তার জন্য ওয়াযের মজলিসের আয়োজন করা হয়। এসব মজলিসে তিনি ভুল কথাও বলতেন। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, একদা তিনি বলেন,

لَيْسَ عَلَى الْمَخْلُوْقِيْنَ اَضَرُّ مِنَ الْخَالِقِ .

"সৃষ্ট জীবের জন্য স্রষ্টার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই।"

তাঁর মুখে এমন কথা শ্রবণকরতঃ লোকেরা এ কথাকে নব উদ্ভাবন বলে আখ্যায়িত করে এবং তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। ফলে তাকে কথা বলা থেকে বারণ করা হয়। এই আবূ তালিব সামা-সঙ্গীতকে জায়িয বলতেন। এ কারণে আবদুস সামাদ ইব্‌ন আলী তাঁর জন্য বদ দুআ করেন এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এজন্য ভর্ৎসনা করেন। তখন আবূ তালিব আবৃত্তি করেন :

فَيَا لَيْلٍ كَمْ فِيْكَ مِنْ مُتَعْبٍ - وَيَا صُبْحُ لَيْتَكِ لَمْ تَقْرُبِ .

"হে রজনী, কত লোক তোমাতে বিলীন হয়েছে আর হে ভোর, কত ভাল হত যদি তুমি কাছে না আসতে !"

এ কবিতা শ্রবণ করে আবদুস সামাদ ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে যান।

তার সম্পর্কে আবুল কাসিম ইব্‌ন সারাত বলেন :

دَخَلْتُ عَلَى شَيْخَنَا اَبِيْ طَالِبِ الْمَكِّيِّ وَهُوَ يَمُوْتُ فَقُلْتُ لَه : اَوْصِ فَقَالَ : اِذَا خُتِمَ لِيْ لِخَيْرٍ فَانْثُرْ عَلَى جَنَازَتِيْ لَوْزاً وَسُكَّراً - فَقُلْتُ : كَيْفَ اَعْلَمُ بِذَالِكَ؟ فَقَالَ اِجْلِسْ عِنْدِيْ وَيَدُكَ فِيْ يَدِيَّ فَاِنْ قَبَضْتُ عَلَى يَدِكَ فَاعْلَمْ اَنَّه قَدْ خُتِمَ لِيْ بِخَيْرٍ - قَالَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا حَانَ فِرَاقُه قَبَضَ عَلَى يَدِيَّ قَبْضاً شَدِيْداً فَلَمَّا رُفِعَ عَلَى جَنَازِتِهِ تَثَرْتُ اللَّوْزَ وَالسُّكَّرَ عَلَى نَعْشِهِ .

"আমি শায়খ আবূ তালিব আল-মক্কীর অন্তিম সময় তাঁর নিকট উপস্থিত হই। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তখন তিনি বললেন, আমার খাতিমা বিল খায়র হলে আমার লাশের উপর বাদাম আর চিনি ছিটে দেবে। আমি বললাম, আমি কেমন করে এটা জানতে পারব? তখন তিনি বললেন, আমার হাতে তোমার হাত রেখে আমার কাছে বসবে, তোমার হাতে হাত থাকা অবস্থায় যদি আমার প্রাণ হরণ হয় তাহলে বুঝবে যে, আমার খাতিমা বিল খায়র হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তাই করেছি। তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আমার হাত শক্ত করে কষে ধরলেন। তাঁর লাশ বহন করা হলে আমি তাতে বাদাম এবং চিনি ছিটাই।"

ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছরই জামাদিউছ ছানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। রুসাফা মসজিদের আঙ্গিনায় তাকে দাফন করা হয়।

মিসরের শাসনকর্তা আল-আযীয

নিযার ইবনুল মুয়িয মা'আদ আবূ তামীম। নিযার-এর কুনিয়াত আবূ মনসূর। লকব বা পদবী আল-আযীয। এ বছর ৪২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। পিতার পরে ২১ বছর ৫ মাস ১০ দিন রাজত্ব করেন। তার পরে পুত্র আল-হাকিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তার মন্দ করুন। এই হাকিমের সাথে সম্পর্কিত করা হয় বিভ্রান্ত ফিরকা যানাদিকা হাকিমিয়া। ওয়াদিয়ে তায়মের দারাযিয়া ফিরকাও তারই সাথে সম্পর্কিত। এরা হলো হাকিমের সে খাদিমের অনুসারী যাকে হাকিম প্রেরণ করেছিল তাদেরকে নির্ভেজাল কুফরের দিকে আহ্বান করার নিমিত্ত। ওরা তার ডাকে সাড়া দেয়। এদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

অবশ্য এই আযীয ঈসা ইব্‌ন নাসতূরাস নামক জনৈক খৃষ্টানকে উযীর নিযুক্ত করে এবং অপর এক ইয়াহূদীকে উযীর করে, যার নাম ছিল মীশা। এদেরকে উযীর নিযুক্ত করে তৎকালীন

মুসলমানদের উপর তাদের সম্মান দেখানো হয়। যার ফলে জনৈক খৃস্টান রমণী এক পত্রে লিখেছিল :

بِالَّذِىْ اَعَزَّ النَّصَارِىْ بِعَيْسَ بْنِ نَسْطُوْرَسِ وَالْيَهُوْدَ بِمِيْشَا وَاَذَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ بِهِمَا لِمَا كُشِفَتْ ظَلاَمَتِىْ ·

"সে সত্তার দোহাই, যিনি খৃস্টানকে ঈসা ইব্‌ন নাসতূরাস আর ইয়াহূদীদেরকে মীশা দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তাদের উভয়ের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে করেছেন হেয় ও তুচ্ছ আর লাঞ্ছিত। অদ্যাবধি আমার জোর-জবরদস্তির রহস্য কেউ উন্মোচন করতে সক্ষম হয়নি।"

এ সময় উযীরদ্বয়কে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং খৃস্টানদের নিকট থেকে ৩ লক্ষ দীনার জরিমানা আদায় করা হয়।

এ বছর ইন্তিকাল করেন আযুদুদ্দৌলার কন্যা, যিনি ছিলেন আত-তায়ি'-এর স্ত্রী। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাউদ্দৌলার নিকট প্রেরণ করা হয়। এ সম্পদের মধ্যে অনেক হীরা-জহরত আর মণি-মুক্তাও ছিল। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১১তম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাঃ (রাজস্ব)/২০১৮-২০১৯/অঃস/৫১২৩—৩,২৫০